বেদান্তদর্শনের ইতিহাস

প্রথম ভাগ

"রাজনীতি" "কর্ম্মতত্ত্ব" "সবলতা দুর্ব্বলতা" প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা

শ্রীমৎ স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী

প্রণীত

"শঙ্কর ও রামানুজ" রচয়িতা, সটীক সানুবাদ বেদান্ত দর্শনের

সম্পাদক ও "ব্যাপ্তি-পঞ্চকের" অনুবাদক

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ

সম্পাদিত

প্রকাশক

শ্রীনিশিকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়

সভাপতি, স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ ট্রাস্ট

৩১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড

কলিকাতা ৯

প্রথম প্রকাশ ১৩৩২

দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৩৭১

মূল্য—বারো টাকা

'ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস' দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত

[illegible]

প্রথম ভাগ পাঁচ টাকা, দ্বিতীয় ভাগ ছয় টাকা

মুদ্রাকর

শ্রীসুশীলকুমার ঘোষ

মা মঙ্গলচণ্ডী প্রেস

১৭/বি, শঙ্কর ঘোষ লেন

কলিকাতা ৬



বরিশাল শংকরমঠ প্রতিষ্ঠাতা

শ্রীমৎ স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী

আবির্ভাব
২৮শে শ্রাবণ, ১২৯১

তিরোভাব
২০শে মাঘ, ১৩২৭

প্রকাশকের নিবেদন

শ্রীমৎ স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী মহারাজ প্রণীত "বেদান্তদর্শনের ইতিহাস" বহুপূর্বে নিঃশেষিত হইয়াছে। বহুবিধ অন্তরায় নিবন্ধন দীর্ঘকাল যাবৎ আমরা এই মূল্যবান্ গ্রন্থখানির পুনর্মুদ্রণ ব্যবস্থা করিতে পারি নাই বলিয়া দুঃখিত।

পূজ্যপাদ স্বামিজী তাঁহার গ্রন্থ মধ্যে প্রাচীন আচার্য্যগণের কালনির্ণয়, তাঁহাদের মতবাদ এবং বিরচিত গ্রন্থাদির বিষয়বস্তুর সম্যক্ উপস্থাপন, পরস্পরের মতবাদের তুলনা এবং সমালোচনা করিয়া যে সব সিদ্ধান্তে পঁহুছিয়াছেন তাহাতে তাঁহার সুগভীর শাস্ত্রানুরাগ, অন্তর্দৃষ্টি, বিচারশৈলী আর সর্বোপরি তাঁহার ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী কোন ক্ষেত্রেই সঙ্কীর্ণ ভাবাবেগের দ্বারা আচ্ছন্ন হয় নাই। তিনি একনিষ্ঠ অদ্বৈতবাদী এবং শাক্তমতে বিশেষভাবে প্রভাবিত ছিলেন বটে, কিন্তু বিভিন্ন মতাবলম্বীদের মতবাদের ঐতিহাসিক আলোচনায় তাঁহার উদার এবং পক্ষপাতহীন দৃষ্টিভঙ্গীর অগ্রগতিতে কোনও অনুদার বা সঙ্কীর্ণ ভাব অনুপ্রবেশ করিতে পারে নাই। সর্বত্রই তাঁহার স্বাধীন মুক্ত প্রসারণশীল মনের ছাপ বিদ্যমান। ইহার সঙ্গে ছিল তাঁহার গভীর দেশপ্রেম।

দার্শনিক চিন্তারাজ্যে সকল সম্প্রদায়ের মতবাদ প্রকাশ ও প্রচারের স্ব স্ব ধারা স্বামিজীর লেখনীমুখে যথাযথ ভাবে প্রকাশ লাভ করিয়াছে। তাঁহাদের বিচার ও বিভিন্নমুখীন যুক্তিসমূহ তিনি যেরূপভাবে উপস্থাপিত ও প্রপঞ্চিত করিয়াছেন সুধী পাঠকমণ্ডলীর নিকট আমরা তাহাই যথাযথ উপস্থিত করিতে চেষ্টা করিয়াছি। এই চেষ্টায় আমাদের ত্রুটি বিচ্যুতি মার্জনীয়।

এই গ্রন্থ পুনর্মুদ্রণকালে আমরা পণ্ডিতপ্রবর শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষকে পরবর্তী কালে শ্রীমৎ স্বামী সচ্চিদানন্দ পুরী মহারাজকে প্রথম সংস্করণের সম্পাদনার জন্য কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করিতেছি। তিনি এখন পরপারে সুতরাং এবার তাঁহার সদুপদেশ পাওয়া সম্ভবপর হয় নাই।

নবীন কর্মী শ্রীসতীন্দ্রকুমার ঘোষের অপরিসীম আগ্রহ ও অক্লান্ত পরিশ্রমের জন্য এই গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণ সম্ভবপর হইল। আমরা এই জন্য তাঁহাকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিতেছি। ইতি—

শ্রীনিশিকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়

সভাপতি, স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ ট্রাষ্ট

৬১, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯

(রথযাত্রা, ১৫ আষাঢ় ১৩৭২ বঙ্গাব্দ)

প্রকাশকের নিবেদন

এই "বেদান্তদর্শনের ইতিহাস" মাত্র প্রথম তিনখণ্ড প্রকাশিত হইয়া নানা ঘটনাবিপর্য্যয়-নিবন্ধন অনেকদিন পর্য্যন্ত বন্ধ ছিল। এজন্য আমরা সুধী পাঠকমণ্ডলীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। ৪র্থ খণ্ড এখন প্রকাশিত হইল, ৫ম খণ্ডের মুদ্রণ কার্য্য চলিতেছে। আগামী পূজার পূর্ব্বেই ঐ খণ্ড পাঠকবর্গের নিকট উপস্থিত করিতে পারিব। অবশিষ্ট খণ্ডগুলি যত শীঘ্র সম্ভব প্রকাশিত করিতে প্রয়াস পাইব। সুধী পাঠকবর্গের সুবিধার জন্য প্রথম চারি খণ্ড একত্রে কাপড়ে বাঁধাই করিয়া ৪৲ টাকা মূল্য নির্দ্ধারিত করা হইল। পৃথক্ ৪র্থ খণ্ডের মূল্য ১৲ টাকা মাত্র। পূর্ব্বে যাঁহারা গ্রাহক-তালিকাভুক্ত ছিলেন দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহাদের নামের তালিকা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। যাঁহারা গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হইয়া এই ব্যয়বহুল কার্য্য সম্পাদনে আমাদিগকে উৎসাহিত করিবেন এবং প্রত্যেক প্রকাশিত খণ্ড ভি, পি ডাকে গ্রহণ করিবেন বলিয়া আমাদিগকে পত্র দ্বারা জানাইবেন তাঁহাদিগকে শেষ এক খণ্ড উপহার স্বরূপ দেওয়া হইবে। যাঁহারা গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হইবেন, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া প্রকাশকের নিকট নাম এবং ঠিকানা পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। এই সুবৃহৎ গ্রন্থ প্রকাশে ভুল ভ্রান্তি হওয়া আদৌ অসম্ভব নহে, এবং আমাদের অনেক ভুল প্রমাদ হইয়া থাকিবে সেজন্য বিজ্ঞ পাঠকবর্গের নিকট আমরা ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় এই গ্রন্থের সম্পাদনের ভার গ্রহণ না করিলে আমরা এই গ্রন্থ সাধারণের নিকট উপস্থিত করিতে পারিতাম কিনা সন্দেহ। এজন্য শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র বাবুর নিকট আমরা চিরঋণী রহিলাম।

শ্রীশংকরমঠ, বরিশাল,
১৩৩২ বঙ্গাব্দ, শ্রাবণ,
শুক্লা—৭মী।

নিবেদক
শ্রীনিশিকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়

নিবেদন

বঙ্গসমাজে আজকাল বেদান্তদর্শন সম্বন্ধে পরিচয় প্রদান এক প্রকার নিষ্প্রয়োজন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু তাহা হইলেও ইহার বিষয় জানিবার এত আছে যে একজন বেদান্তের উৎকৃষ্ট পণ্ডিতও তাহা জানেন না এবং তাহা জানিবার উপায় স্বরূপ গ্রন্থাদিও দেখা যায় না। অত্যন্ত পরিচিতের প্রতি ঔদাসীন্য যেমন স্বাভাবিক, অত্যন্ত নিকটস্থ বস্তু যেমন দৃষ্টির অগোচর হয়, বেদান্ত সম্বন্ধেও ঠিক্ তাহাই ঘটিয়াছে। সকলেই বেদান্তের কথা কহেন, সকলেই বেদান্তের সিদ্ধান্ত আলোচনা করেন, কিন্তু কে তাহার রচয়িতা, পূর্ব্বে এই বেদান্তদর্শনের আচার্য্য কে কে ছিলেন, কবে ইহা রচিত, ইহার সহিত অন্যান্য দর্শনের সম্বন্ধ কিরূপ, ভারতীয় চিন্তারাজ্যে ইহার স্থান কোথায়, ইহার ভাষ্যটীকাদি কত ও কতপ্রকার, তাহাদের রচনাকাল, তাহাদের মধ্যে পরস্পরের মতভেদ বা ঐক্য কিরূপ ইত্যাদি বিষয় কয়জন জানেন? অনেকে বলেন বেদান্তের এই সকল বাহিরের কথা জানিয়া ফল কি? উহাতে যাহা উপদিষ্ট বা অলৌকিক তাহাই জ্ঞাতব্য। কিন্তু এই সকল কথা যে বেদান্তপ্রতিপাদ্য বিষয় বুঝিবার পক্ষেও বিশেষ প্রয়োজনীয় তাহা বিশিষ্ট পণ্ডিতগণই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। অথবা যিনি একবার এই ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে বেদান্ত পাঠ করিবেন তিনিই ইহা বুঝিবেন। জগতে যাহা ঘটে, মানব-সমাজে যখন যে চিন্তার স্রোত প্রবাহিত হয়, তাহার কিছুই অকারণে হয় না বা ঘটে না। সকলেই পরস্পরের সহিত সংবদ্ধ, সকলেরই ভিতর নিয়ম বিদ্যমান। এই কারণে যে সময় যে সমাজে বেদান্তচিন্তার যেরূপ উদয় হইয়াছে, তাহার যদি স্বরূপজ্ঞান লাভ করিতে হয় তাহা হইলে বেদান্তসম্বন্ধে বাহিরের কথাও যে অবশ্য জ্ঞাতব্য তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এই বিষয়টী আমাদের পণ্ডিতসমাজে উপেক্ষিত, তাঁহারা ইহার অভাবও অনুভব করেন না। স্বর্গীয় স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী মহাশয় এই অভাবটী অপনীত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন এবং তাহার ফলে তিনি যাহা ভবিষ্যতের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন তাহা বর্ত্তমান সময়ে

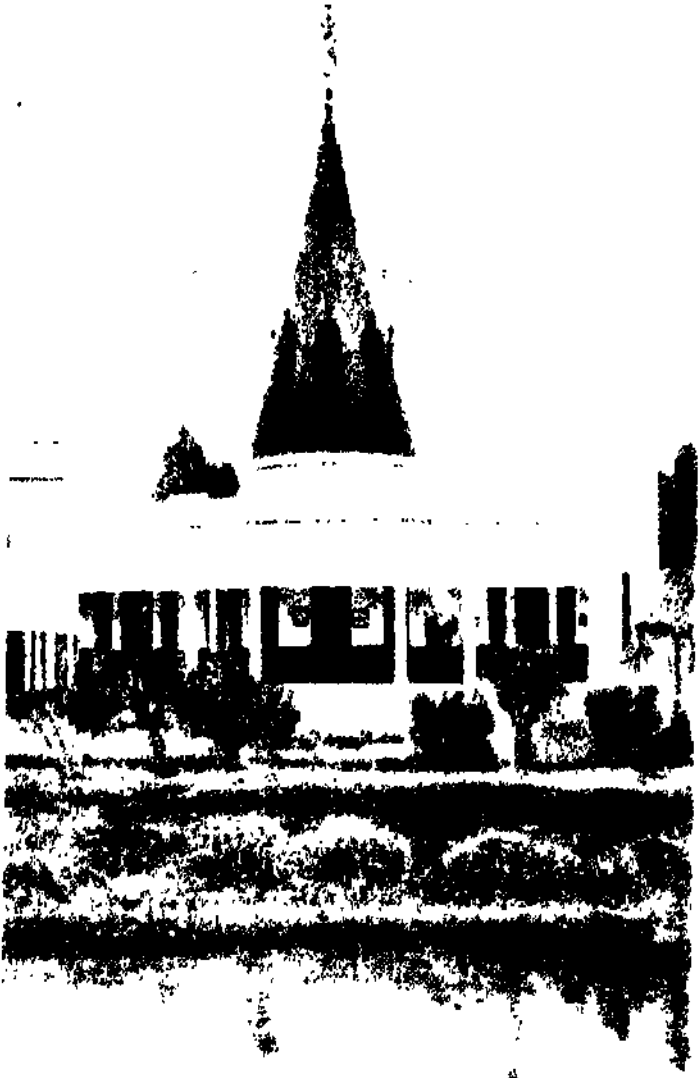
অতুলনীয় বলিতে পারা যায়। অবশ্য কালে হয়ত ইহা অপেক্ষাও গবেষণাপূর্ণ এ জাতীয় গ্রন্থাদি জন্মিবে, কিন্তু তাহা হইলেও ইহা যে তাহাদের উত্তম পথপ্রদর্শক হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রত্যেক বেদান্তশাস্ত্রালোচনাকারীর, প্রত্যেক বেদান্তানুশীলনকারীর ইহা যে অবশ্য পাঠ্য, তাহা তাঁহারা এই পুস্তকখানির পত্রগুলি উল্টাইলেই বুঝিতে পারিবেন, অধিক বলিবার আবশ্যকতা নাই।

এই গ্রন্থখানি তিন ভাগের একভাগ চারিখণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে, অবশিষ্ট অংশ স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী প্রতিষ্ঠিত বরিশালস্থ শ্রীশঙ্করমঠ হইতে প্রকাশিত হইতেছে। শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করি তাঁহাদের গুরুভক্তি দৃঢ় হউক এবং তাঁহারা এইরূপে জগতের প্রকৃত হিতসাধনে সমর্থ হউন।

ঝামাপুকুর লেন
কলিকাতা
১১ই শ্রাবণ ১৩৩২

নিবেদক
শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ
সম্পাদক

সূচীপত্র



শ্রীশংকরমঠ—বরিশাল

[illegible]

বেদান্তদর্শনের ইতিহাস

প্রথম খণ্ড

অবতরণিকা

বেদান্ত বেদের শীর্ষ ভাগ। বেদের তিন ভাগ—কর্ম্মকাণ্ড, উপাসনাকাণ্ড এবং জ্ঞানকাণ্ড। উপাসনাকাণ্ড প্রকৃত প্রস্তাবে কর্ম্মকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত। মহামতি বেদব্যাস বেদের সংকলন-কর্ত্তা। বিক্ষিপ্ত বেদভাগকে সংহত করিয়া তিনি অমর হইয়াছেন। তাঁহার কীর্ত্তি অবিনশ্বর। বেদের কর্ম্মকাণ্ড ও উপসনাকাণ্ডের উপর মীমাংসাদর্শন নামে মীমাংসাশাস্ত্র আচার্য্য জৈমিনি প্রণয়ন করেন। জৈমিনি ব্যাসদেবের শিষ্য। কথিত আছে ব্যাসদেব বেদ বিভাগ করিয়া চারিজন শিষ্যকে চারিবেদ অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। পৈলনামক শিষ্যকে ঋগ্বেদ, বৈশম্পায়নকে যজুর্ব্বেদ, জৈমিনিকে সামবেদ এবং সুমন্তুকে অথর্ব্ববেদ অধ্যয়ন করাইলেন। ভগবান্ ব্যাসদেব স্বয়ং "ব্রহ্মসূত্র" নামক বেদান্ত মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইলেন। জৈমিনির কর্ম্মমীমাংসার পরিশিষ্টরূপে সংকর্ষণকাণ্ড বিরচিত। এই গ্রন্থে উপাসনার বিষয় মীমাংসিত হইয়াছে। উপনিষৎ বেদান্ত নামে পরিচিত। উপনিষদে জ্ঞান আলোচিত ও বিচারিত হইয়াছে। উপনিষৎ শ্রুতি। জ্ঞানকাণ্ডের মীমাংসার জন্যই ব্রহ্মসূত্রের অবতারণা। বেদ-বিভাগকর্ত্তা ব্যাসদেবের পক্ষেই ব্রহ্মসূত্র প্রণয়ন সম্ভব। কারণ, সমস্ত বেদরাশি যাঁহার করামলকবৎ ছিল, তাঁহার পক্ষেই ব্রহ্মসূত্র প্রণয়ন সহজসাধ্য।

বেদের জ্ঞানকাণ্ডকেই বেদান্ত বলা হয়। জ্ঞানকাণ্ডের তাৎপর্য্য বিষয়ে নানারূপ বিরোধের উদ্ভব হওয়ায়, ব্যাসদেব সূত্রাকারে প্রকৃত তাৎপর্য্য প্রপঞ্চিত করিলেন। বেদান্তই বেদের সার। ব্রহ্ম নিরূপণই বেদের তাৎপর্য্য। জীবব্রহ্মনিরূপণাত্মক সূত্রই ব্রহ্মসূত্র। সুতরাং ব্যাসদেব "চকার ব্রহ্মসূত্রাণি যেষাং সূত্রত্বমঞ্জসা"। বেদান্তমীমাংসার অন্য নাম উত্তরমীমাংসা। আচার্য্য জৈমিনি প্রণীত পূর্ব্বমীমাংসা বা কর্ম্মমীমাংসা হইতে পৃথক্ করিবার জন্যই উত্তরমীমাংসা বলা হয়। ইহার অন্য নাম "শারীরক মীমাংসা"। অধ্যাত্মবিচার ব্যতিরেকে ব্রহ্মমীমাংসা হয়না, এই জন্যই ইহাকে শারীরক মীমাংসা বলা হয়। ভাষ্যকার আচার্য্য শঙ্কর ও রামানুজ প্রভৃতি তাঁহাদের ভাষ্যকে শারীরকভাষ্য নামে অভিহিত করিয়াছেন। আচার্য্য জৈমিনি গুরু ব্যাসদেবের আদেশে পূর্ব্বমীমাংসা প্রণয়ন করেন। পূর্ব্ব মীমাংসা ১৬ অধ্যায়ে বিভক্ত। তন্মধ্যে শেষ চারি অধ্যায় দেবতাকাণ্ড ও সংকর্ষণকাণ্ড নামে প্রসিদ্ধ। পূর্ব্বমীমাংসাসূত্রের উপর আচার্য্য শাবর স্বামীর ভাষ্য বিদ্যমান। শাবর ভাষ্যের উপরে আচার্য্য কুমারিলের বৃত্তি। এই বৃত্তি তিন খণ্ডে বিভক্ত, শ্লোক বার্ত্তিক, তন্ত্র বার্ত্তিক ও টুপটীকা। প্রভাকরেরও বৃত্তি ছিল। প্রভাকর ও ভাট্টমতে পার্থক্য আছে।

মীমাংসা পারদর্শী পার্থসারথি মিশ্র "শাস্ত্রদীপিকা" নামে অপূর্ব্ব গ্রন্থ রচনা করিয়া ভাট্টমতের বিস্তার সাধন করিয়াছেন। মাধবাচার্য্য (বিদ্যারণ্য মুনীশ্বর) "জৈমিনীয় ন্যায় মালা" নামক গ্রন্থে মীমাংসা দর্শনের অধিকরণ বিভাগ করিয়া স্বকৃত গ্রন্থের উপরেই "জৈমিনীয় ন্যায় মালা বিস্তর" নামক টীকা প্রণয়ন করেন। লৌগাক্ষি ভাস্কর কৃত অর্থ সংগ্রহ, কৃষ্ণযজ্ব প্রণীত মীমাংসা পরিভাষা এবং আপোদেবকৃত মীমাংসা-ন্যায়-প্রকাশ প্রভৃতি প্রকরণ গ্রন্থ প্রসিদ্ধ। প্রভাকর মতে শালিকনাথ মিশ্রের প্রকরণ পঞ্চিকা সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। মীমাংসকগণ দুই সম্প্রদায়ে

বিভক্ত—ভাট্টমত ও প্রভাকর মত। উভয় মতে পার্থক্য আছে, তাহা প্রদর্শন আমাদের কর্ত্তব্যের অন্তর্ভুক্ত নহে বলিয়া বিরত রহিলাম। মীমাংসকগণ বেদান্তমত খণ্ডনের ও বৈদান্তিকগণ মীমাংসকমত খণ্ডনের চেষ্টা অতি প্রাচীন কাল হইতেই করিয়াছেন। এই জন্যই মীমাংসা শাস্ত্র সম্বন্ধে সামান্যাকারে কিছু বলা আবশ্যক। আচার্য্য জৈমিনির মতে জীব নিত্য নিয়মিত বেদোক্ত কর্ম্মে রত থাকুক। তাঁহার মতে একমাত্র কর্ম্মই জীবের ভোগের ও অপবর্গের মুখ্য উপায়। সুতরাং কর্ম্ম বৈগুণ্য না জন্মে এই জন্যই পূর্ব্ব মীমাংসা প্রণয়ন করেন। ব্রহ্ম মীমাংসায় কর্ম্ম জ্ঞান-নিষ্ঠার সহকারী মাত্র। চিত্তশুদ্ধি দ্বারা জ্ঞান-নিষ্ঠা জন্মানই কর্ম্মের তাৎপর্য্য। ব্রহ্ম মীমাংসায় তত্ত্ব জ্ঞানই মুক্তির সাক্ষাৎ কারণ।

কর্ম মীমাংসায় কর্ম্মই ব্রহ্ম—কর্ম্মই ফলদাতা; ঈশ্বর স্বীকৃত হ'ন নাই। কিন্তু বেদান্ত ঈশ্বরকেই কর্ম্মফলদাতা রূপে স্বীকার করিয়াছেন। বাস্তবিক পূর্ব্বমীমাংসা ও শারীরক-মীমাংসা দার্শনিক দৃষ্টিতে পরস্পর ভিন্ন। মীমাংসক কাম্য কর্ম্মের পক্ষপাতী। বৈদান্তিক নিষ্কাম কর্ম্মের পক্ষপাতী। এরূপ বিরোধ বিদ্যমান। যাহা হউক, বেদান্ত যে বেদের সারসিক তাৎপর্য্য তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। বেদোক্ত কর্ম্মকাণ্ড জ্ঞানের সহকারী মাত্র।

বেদান্ত বলিতে কি বুঝি ?

ব্রহ্মসূত্রের কাল নির্ণয়ের পূর্ব্বে, বেদান্ত বলিলে কি বুঝিব তাহার আলোচনা আবশ্যক। বেদান্ত দর্শন বলিলে ব্রহ্মসূত্রকে নির্দ্দেশ করে বলিয়াই প্রথমে ব্রহ্মসূত্রের বিষয় বলিয়াছি। কিন্তু বেদান্ত বলিতে উপনিষৎ সমূহও বুঝায়। আমাদের মনে হয় বেদান্ত অর্থ বেদের শেষ ভাগ নহে—বেদান্ত শব্দের অর্থ যে গ্রন্থে বেদের প্রতিপাদ্য বস্তু প্রতিপাদন করে। বেদ আলোচনার যাহা তাৎপর্য্য তাহাই বেদান্ত। উপনিষৎ সমূহকে বেদান্ত বলা হয়। কারণ,

উপনিষদে বেদের প্রতিপাদ্য বা চরম বস্তু প্রতিপাদিত হইয়াছে। কেহ কেহ মনে করেন উপনিষৎগুলি বৈদিক যুগের শেষ ভাগে বিরচিত হইয়াছে। সংহিতা ভাগের প্রাথম্য স্বীকার করিয়া ব্রাহ্মণ ও আরণ্যক ভাগের পরবর্ত্তিতা ইউরোপীয় সংস্কৃতজ্ঞগণ নির্দ্দেশ করেন।

তাঁহাদের মতে আরণ্যকসকল সংহিতাভাগের অনেক পরে বিরচিত হইয়াছে এবং উপনিষৎ ও কল্পসূত্রে বৈদিকযুগের সমাপ্তি হইয়াছে। ক্রমবিকাশের ফলে বৈদিকযুগ যখন শেষ অবস্থায় পৌঁছিয়াছে, তখনই উপনিষদে দার্শনিক তত্ত্ব সকল উদ্ভাসিত হইয়াছে। কিন্তু আমাদের এরূপ মনে হয় না। সংহিতাযুগ, ব্রাহ্মণযুগ, উপনিষৎযুগ ও সূত্রযুগ এরূপ কাল বিভাগ স্বকপোল কল্পিত মাত্র। ইতিবৃত্ত বলে জানিতে পারি বেদব্যাস বেদ বিভাগ করেন। ভারতীয় ইতিবৃত্তের ঐতিহাসিকতা আছে। উহা উড়াইয়া দেওয়া সমীচীনতার নিদর্শন নহে। ব্যাসদেব বোধহয় কালের পৌর্ব্বাপর্য্য মাপকাঠি করিয়া বেদ বিভাগ করেন নাই। বরং বিষয়ানুসারে সংহিতাভাগ ও অন্যান্য অংশ সংকলন করিয়াছেন। দেবতা, ঋষি, ছন্দ প্রভৃতি বিষয় মূল করিয়াই বেদ বিভক্ত হইয়াছে। পদ্য, গান ও গদ্য এরূপ বিভাগ বলেই ঋক সাম যজু প্রভৃতি ভাগ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বিশেষতঃ ঋগ্বেদের সংহিতা ভাগেই দার্শনিক তত্ত্ব পরিস্ফুট। ঋগ্বেদ সংহিতার তৃতীয় মণ্ডলে গায়ত্রী মহামন্ত্রের উদ্ভব। প্রণবই বেদের সার। প্রণবের চিন্তা ঋগ্বেদে পরিস্ফুট। অদ্বৈতবাদ ঋগ্বেদের মন্ত্রে সুস্পষ্ট দেখিতে পাই। "একং সৎবিপ্রাঃ বহুধাবদন্তি। অগ্নিং যমং মাতরিশ্বনম্ আহুঃ।" (১, ১৬৪, ৪৬) এই শ্রুতিতে একেশ্বরবাদ সুব্যক্ত।

"আনিৎ অবাতাম্ স্বধায়া তৎ একম্। তস্মাৎ হ অন্যৎ ন পরাঃ কিঞ্চন আস। (১০, ১২, ৯২) এস্থলে অদ্বৈতবাদ সুপরিস্ফুট। উপনিষদে প্রণবই প্রতিষ্ঠা। গায়ত্রীর প্রতিপাদ্য বস্তুই উপনিষদের

প্রতিপাদ্য। ঋগ্বেদের বহু স্থলেই ব্রহ্ম জ্ঞানের পরিচয় প্রাপ্ত হই। অংভৃণ ঋষির কন্যা বাক্‌নাম্নী ঋষির ব্রহ্মজ্ঞান সুপ্রসিদ্ধ, ঐতরেয় ও বৃহদারণ্যকোপনিষদে বামদেব ঋষির ব্রহ্মজ্ঞানের কথা উল্লিখিত আছে। বামদেবঋষি অতি প্রাচীন কালেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া ছিলেন। উপনিষদের উপখ্যানগুলিও প্রাচীন কালের ব্রহ্মজ্ঞানের পরিচয় প্রদান করিতেছে; ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের পুরুষ সূক্ত ব্রহ্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত। ইউরোপীয়গণ দশম মণ্ডলকে অনতিপ্রাচীন বলিলেও প্রথম ও তৃতীয় মণ্ডলকে অনতিপ্রাচীন বলিতে পারেন না। সুতরাং ক্রমবিকাশের ফলে দার্শনিক তত্ত্ব উপনিষদে স্থান পাইয়াছে, এই যুক্তি নিতান্ত অসার ও অসমীচীন। আমাদের মনে হয় বৈদিককালে যেমন কর্ম্মকাণ্ডরত এক ঋষি সম্প্রদায় ছিলেন তেমনই জ্ঞানকাণ্ডরত এক ঋষি সম্প্রদায় ছিলেন। বৈদিক কালেই ঋষি বুঝিয়াছিলেন "কিং প্রজয়া করিষ্যামঃ"। অতএব ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের সিদ্ধান্ত নিতান্ত অসমীচীন। ঋগ্বেদের অন্যান্য মণ্ডলেও সৃষ্টি তত্ত্ব রহস্য সম্বন্ধে উল্লেখ দেখিতে পাই। সকল উপনিষৎগুলিই আরণ্যকের অন্তর্ভুক্ত নহে। বৃহদারণ্যক উপনিষৎ শতপথ ব্রাহ্মণের অংশ। শতপথ ব্রাহ্মণ অতিপ্রাচীন।

ঈশাবাস্যোপনিষৎ শুক্ল যজুর্বেদ সংহিতা ভাগের শেষ অংশ। অতএব উপনিষৎগুলি ক্রমবিকাশের অভিব্যক্তির ফল এরূপ নির্দ্দেশ করা সঙ্গত নহে। বৈদিক যুগেই ব্রহ্মজ্ঞানের সূত্রপাত হইয়াছে। বৈদিক যুগেই বেদান্তের প্রতিপাদ্য ব্রহ্মজ্ঞান স্ফূর্ত্তি পাইয়াছে। বেদের তাৎপর্য্য—বেদের প্রতিপাদ্য বস্তু যাহাতে প্রতিপাদিত হইয়াছে তাহাই বেদান্ত। কিন্তু অন্তশব্দ এস্থলে কালবাচী নহে। বৈদিক যুগের অন্তে বেদান্তের বিকাশ হইয়াছে এরূপ অর্থে গ্রহণ করা অজ্ঞতার পরিচায়ক।

এক্ষণে ভাষ্যকারগণ বেদান্ত অর্থে কি বুঝিতেন তাহা দেখা যাউক। আমরা বর্ত্তমানে যে সকল ভাষ্য প্রাপ্ত হই, তন্মধ্যে

আচার্য্যশংকরের ভাষ্যই প্রাচীনতম। তিনি দশোপনিষদের ভাষ্য, ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। শ্রীমৎ রামানুজাচার্য্যও ব্রহ্মসূত্র ও গীতার ভাষ্য রচনা করেন, এবং উপনিষদের ব্যাখ্যা কল্পে তিনি যে যে স্থলে আচার্য্য শংকরের সহিত একমত হইতে পারেন নাই, তত্তৎ স্থল ব্যাখ্যা করিয়া "বেদার্থ সংগ্রহ" নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যও সূত্রভাষ্য, দশোপনিষৎভাষ্য ও গীতাভাষ্য রচনা করেন। ইহা দেখিয়া মনে হয় প্রস্থান ত্রয়ই বেদান্ত শাস্ত্ররূপে পরিগৃহীত হইত। প্রত্যেক সম্প্রদায়ই স্ব-স্ব মতানুযায়ী ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। রামানুজের শ্রীভাষ্য, মধ্বাচার্য্যের ভাষ্য, নিম্বার্কের বেদান্ত পারিজাত সৌরভ, শ্রীকণ্ঠাচার্য্যের শৈবভাষ্য, বল্লভাচার্য্যের অণুভাষ্য, গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের গোবিন্দভাষ্য, ভাস্করাচার্য্যের ভাস্করীয়ভাষ্য এবং বিজ্ঞানভিক্ষুর বিজ্ঞানামৃতভাষ্য সুপ্রসিদ্ধ। ব্রহ্মসূত্র যে সকলের উপজীব্য তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের গীতার ব্যাখ্যা আছে। বলদেব বিদ্যাভূষণ গীতার যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা গৌড়ীয় মতের উপর প্রতিষ্ঠিত। শৈবাচার্য্যগণের মধ্যেও অভিনব গুপ্তাচার্য্য প্রণীত গীতার টীকা দেখিতে পাই। রামানুজাচার্য্যের পরম গুরু যামুনাচার্য্যও গীতার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইহা হইতে স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হয়—উপনিষৎ ব্রহ্মসূত্র ও গীতা এই প্রস্থানত্রয়কেই বেদান্ত শাস্ত্র বলা হইত। আচার্য্য সদানন্দ তৎ প্রণীত বেদান্তসারে লিখিয়াছেন,—"বেদান্তো নামোপনিষৎ প্রমাণং তদুপকারীণি শারীরক সূত্রাদীনিচ"। নৃসিংহ সরস্বতী ইহার টীকায় লিখিয়াছেন,—"উপনিষদ এব প্রমাণমুপনিষৎ প্রমাণম্। উপনিষদো যত্র প্রমাণমিতিবা। তদুপকারীণি বেদান্ত বাক্য সংগ্রহকাণি শারীরক সূত্রাদীনি অথাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা ইত্যাদীনি সূত্রাদীনি। আদিশব্দেন ভগবদ্গীতাদ্যধ্যাত্মশাস্ত্রাণি গৃহ্যন্তে তেষামপ্যুপনিষচ্ছব্দ বাচ্যত্বাদিতি ভাবঃ।"

সদানন্দ যোগীন্দ্রের মতে বেদের অন্ত বেদান্ত এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে উপনিষৎ বেদান্তের মুখ্য অর্থ।

উপনিষদের অর্থ বোধের সাহায্যকারী রূপে শারীরক সূত্র প্রভৃতি এবং অর্থ সংগ্রাহকরূপে ভগবদ্গীতা প্রভৃতি বেদান্ত শব্দের গৌণ অর্থ। গীতা মাহাত্ম্যে উক্ত আছে,—

"সর্ব্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধাগোপাল নন্দনঃ।
পার্থো বৎসঃ সুধী র্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ॥"

অতএব বেদান্ত শাস্ত্র বলিতে প্রস্থান ত্রয়কেই গ্রহণ করা হয়। অতি প্রাচীন কালে উপনিষৎ সমূহকে বেদান্ত বলিত। ক্রমে তাহার সহকারী রূপে সূত্র ও গীতাদি শাস্ত্রও বেদান্তের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। বৈদান্তিক আচার্য্যগণের মতে বেদান্ত শাস্ত্র প্রস্থান ত্রয়ে বিভক্ত; উপনিষৎ শ্রুতি প্রস্থান, ভগবদ্গীতা, সনৎসুজাত শাস্ত্র প্রভৃতি স্মৃতি প্রস্থান, এবং ব্রহ্মসূত্র ন্যায় প্রস্থান। ব্রহ্মসূত্রই বেদান্ত দর্শন নামে সুপরিচিত।

ব্রহ্মানন্দ সরস্বতীর মত

"ন্যায় রত্নাবলী" নামক গ্রন্থে ব্রহ্মানন্দ সরস্বতী বলেন,—"বেদান্ত শাস্ত্রেতি শারীরক মীমাংসা চতুরধ্যায়ী তদ্ভাষ্য তদীয়টীকা বাচস্পত্য তদীয়টীকা কল্পতরু তদীয়টীকা পরিমলরূপ গ্রন্থ পঞ্চকেত্যর্থ:" অর্থাৎ ব্রহ্মানন্দ সরস্বতীর মতে বেদব্যাসকৃত শারীরক মীমাংসা, আচার্য্য শংকর কৃত তদ্ভাষ্য, বাচস্পতি মিশ্রকৃত ভামতী টীকা অমলানন্দ যতিকৃত ভামতীর টীকা কল্পতরু এবং অপ্যয় দীক্ষিত কৃত কল্পতরুর টীকা পরিমল এই গ্রন্থ পঞ্চক বেদান্ত শাস্ত্র।

তাঁহার মতে এই পাঁচখানিই বেদান্তের মূল গ্রন্থ। ব্রহ্মানন্দ সরস্বতী বেদান্ত শাস্ত্র অর্থে যদি বেদান্ত দর্শনকে গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার বাক্যের সার্থকতা থাকে অর্থাৎ অদ্বৈত বাদে ঐ পাঁচখানি গ্রন্থকে মূল গ্রন্থ বলা যাইতে পারে। কিন্তু ঐ

পাঁচখানি গ্রন্থতেই বেদান্ত শাস্ত্র পর্য্যাপ্ত নহে, গ্রন্থ পঞ্চক ব্যতীত বেদান্ত শাস্ত্রে অনেকানেক গ্রন্থ বর্ত্তমান। অদ্বৈত মতে এই গ্রন্থ পঞ্চককে বেদান্তদর্শনের প্রামাণিক গ্রন্থ রূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। যাহা হউক, বেদান্ত শব্দের মুখ্য অর্থ উপনিষৎ। এবং ব্রহ্মসূত্র ও গীতাদিও গৌণ রূপে বেদান্ত শাস্ত্র। ব্রহ্মসূত্রকেই বেদান্ত দর্শনরূপে গ্রহণ করা সঙ্গত। আমরা বেদান্ত দর্শনের ইতিহাস প্রণয়নে ব্যাপৃত। আমাদের পক্ষে ব্রহ্মসূত্রের আলোচনাই সর্ব্বপ্রধান। ব্রহ্মসূত্রের প্রতিপাদ্যবস্তু প্রতিপাদন করিবার জন্য নানারূপ প্রবন্ধ নিবন্ধ বিরচিত হইয়াছে ; সেই সকল গ্রন্থের মধ্যে যে সকল সুপ্রসিদ্ধ সেই সকল গ্রন্থের ইতিহাস প্রদান করাও আমাদের কর্ত্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। প্রাসঙ্গিক ক্রমে গীতা ও উপনিষদের টীকা প্রভৃতির উল্লেখ করিব। ব্রহ্ম সূত্রে যেরূপ মত ব্যাখ্যাত হইয়াছে, সাম্প্রদায়িক আচার্য্যগণও সেই সেই মতানুসারে উপনিষৎ ও গীতার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। মতের হিসাবে কোনও রূপ বিশেষত্ব নাই সুতরাং সেই সেই ভাষ্য ও টীকার বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করিয়া গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি করা অসঙ্গত। আমরাও গ্রন্থ বাহুল্য ভয়ে বিরত থাকিলাম।

বৈদিক কাল

ব্রহ্মসূত্র রচনার কাল নিরূপণ এক প্রকার অসম্ভব। ইতিহাস লেখকের পক্ষে কাল বিশেষ নিরূপণই প্রধান কার্য্য। আমাদের দেশে কাল নির্ণয়ের উপাদান অতি সামান্য, সবিশেষ নাই বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। বিশেষতঃ পরবর্ত্তী বৈদান্তিকগণের কাল নির্ণয়ও সুকঠিন। কারণ, অনেকেরই জীবনী নাই, অনেকে সন্ন্যাসী ছিলেন। সন্ন্যাসীর জীবনের ইতিহাস পাওয়া সুদুষ্কর। অন্যতম কারণ, এইরূপ কোনও ইতিহাস পূর্ব্বে বিরচিত হয় নাই। সংস্কৃত ভাষায় সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ এবং ষড়্দর্শন সমুচ্চয় প্রভৃতি দর্শনের

ইতিবৃত্ত গ্রন্থ আছে। কিন্তু এই গ্রন্থ সকলেও কাল নির্ণয়ের কোনও রূপ প্রচেষ্টা নাই। অনেক ক্ষেত্রে গ্রন্থকর্ত্তার নামমাত্র উল্লেখ আছে, গ্রন্থের নামোল্লেখ নাই। পক্ষান্তরে গ্রন্থের নামোল্লেখ রহিয়াছে, কিন্তু গ্রন্থকর্ত্তার নামোল্লেখ নাই। ইউরোপীয় দর্শনের ইতিহাস প্রণয়নে যেরূপ চেষ্টা হইয়াছে, আমাদের দেশে কোনও ভাষায়ই সেরূপ চেষ্টা পরিলক্ষিত হয় না। ইউরোপীয় দর্শনের ইতিহাসে এই লাভ হইয়াছে যে চিন্তারাজ্যে বিকাশের একটা ধারা বেশ হৃদয়ঙ্গম হয়। প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক যুগের অবসানে মধ্য যুগে ইউরোপীয় দর্শন যেরূপ ভাবে পরিণতি লাভ করিয়াছে, তাহা দেখিলে স্পষ্টতঃ তাৎকালীক সমাজের অবস্থা অনুভূত হয়। চিন্তারাজ্যেই জাতিকে চিনিতে পারা যায়। জাতি যখন অধীনতায় পীড়িত তখন জাতীয় চিন্তার স্ফূর্ত্তি হয় না।

গ্রীসের অধীনতার সহিত গ্রীক চিন্তা দুর্ব্বল হইয়াছে। ইহা ঐতিহাসিক সত্য। ভারতে এরূপ কোনও ঐতিহাসিক গ্রন্থ নাই। এই জন্য জাতীয় চিন্তার ধারার ক্রমিকতা অবধারণা সুকঠিন। ভারতীয় দর্শন শাস্ত্রে যত গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে, তাহার সূচী লিখিতেও একখানি প্রকাণ্ড কলেবর গ্রন্থের আবশ্যক। বেদান্ত দর্শনের অদ্বৈত মতে এত গ্রন্থ বিরচিত হইয়াছে যে তাহার নামোল্লেখ ও গ্রন্থকর্ত্তার নাম প্রদানও বোধ হয় আমাদের ন্যায় অল্প ভাগ্যের পক্ষে সহজসাধ্য নহে। ইউরোপীয় দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক ও ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় সকল চিন্তার ও চিন্তাশীলের ইতিবৃত্ত পাওয়া যায়। ইহার ফলে অপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকর্ত্তার গ্রন্থ বিলুপ্ত হইলেও ইতিহাসের স্বর্ণাক্ষরে তাহাদের নাম ও চিন্তার ধারা বিরাজমান থাকে। ভারতে এখন অনেক গ্রন্থ দুষ্প্রাপ্য এবং অনেক লুপ্ত। ভারতীয় গ্রন্থকর্ত্তাগণ কোন কোন গ্রন্থের শেষভাগে সামান্য আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু সেই সংবাদ এত অল্প ও সংক্ষিপ্ত যে তৎ সাহায্যে কোনও রূপে দৃঢ়তার সহিত অগ্রসর হওয়া যায় না। গ্রন্থের আধিক্য ও গ্রন্থকর্ত্তার আধিক্যও অন্যতম

কারণ। ভারত দার্শনিকের ও দার্শনিকতার দেশ। সকলের কাল নির্ণয়ও সহজসাধ্য নহে। আমাদের গ্রন্থে ভ্রমপ্রমাদ থাকিতে পারে। কিন্তু এই পথে পরবর্ত্তী কালে মণীষিগণ অগ্রসর হইলে অনেক লুপ্ত রত্নের উদ্ধার হইতে পারে। জাতীয় চিন্তার ধারা হৃদয়ঙ্গম করিয়া জাতি জাগ্রত হইতে পারে।

বৈদিক কাল সম্বন্ধে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের নানারূপ মতদ্বৈধ আছে। পণ্ডিত মোক্ষমুলর স্বকপোল কল্পিত হিসাবে ঋগ্বেদের কাল খ্রীঃ পূঃ ১২০০ শত বৎসর নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কোলব্রুক সাহেব জ্যোতিষিক নির্ণয়বলে বেদসংকলনের কাল ১৫০০ খ্রীঃ পূঃ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মোক্ষমুলরের সিদ্ধান্ত যে হেয় তাহা কোলব্রুক সাহেবের সিদ্ধান্তেই প্রমাণিত হয়। পণ্ডিতবর বাল গঙ্গাধর তিলক জ্যোতিষের বিচারে বৈদিক যুগকে ৬০০০ খ্রীঃ পূঃ হইতে ৪০০০ খ্রীঃ পূঃ পর্য্যন্ত নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে অন্ততঃ ২৫০০ খ্রীষ্ট পূর্ব্বাব্দে কৃষ্ণযজুর্ব্বেদ বিরচিত হইয়াছে, এবং এই সময় বেদ সকল সংকলিত হইয়াছে। জেকবি সাহেবও ভিন্ন পথে অগ্রসর হইয়া বৈদিককাল ৪০০০ খ্রীঃ পূর্ব্বাব্দ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। Count Byornst Jena তৎকৃত Theogony of the Hindus নামক গ্রন্থের ১৩৪ পৃষ্ঠায় কাশ্মীরে প্রাপ্ত দবিস্তান নামক গ্রন্থের বিবরণ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে ৬০০০ খ্রীঃ পূর্ব্বাব্দে হিন্দু রাজগণ (মহাবদরণীশরাজবংশ) ব্যাকট্রিয়া দেশে রাজত্ব করিতেন, এবং বৈদিক কাল অন্ততঃ ৬০০০ খ্রীঃ পূর্ব্বাব্দ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে। *

ইহাতে প্রতীয়মান হয় অন্ততঃ ৪০০০ খ্রীঃ পূর্ব্বাব্দে বৈদিক সভ্যতা

* তিনি লিখিতেছেন—Thus the Aryans in India must have been a highly civilised people about six thousand B. C. and the antiquities of the Vedas must go back to a much earlier date. "

(Theogony of the Hindus pp 134.)

বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। অবশ্যই মিশরীয় সভ্যতার বহু পূর্ব্বেই বৈদিক যুগে ভারতীয় সভ্যতা বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছিল। চৈনিক সভ্যতারও বহু পূর্ব্বে ভারতীয় সভ্যতা পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। এই বৈদিক যুগেই ব্রহ্মবিজ্ঞান স্ফূর্ত্তি পাইয়াছে। এই সময়েই ভারতীয় ঋষির হৃদয়কন্দর ব্রহ্মজ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত হইয়াছে। খ্রীষ্ট জন্মিবার বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বেই বেদান্তের জ্ঞান বিকাশ পাইয়াছে। বৌদ্ধযুগে যেমন ভারত এশিয়া ইউরোপ ও আফ্রিকা ভূমণ্ডলকে জ্ঞানের আলোতে আলোকিত করিয়াছে, কে বলিতে পারে সেই সুদূর অতীতে ভারতের চিন্তা অন্যান্য দেশকে সঞ্জীবিত করিয়াছে কি না? যাহা হউক এই বৈদিক যুগে বেদান্ত দর্শনের সূচনা ও সূত্রপাত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

বেদান্ত দর্শন বা ব্রহ্মসূত্রের কাল নির্ণয়

ব্রহ্মসূত্রের কালনির্ণয়ও জটিল ব্যাপার। সূত্রের রচয়িতা বেদব্যাসের কাল ও ব্যক্তিত্ব লইয়া নানা রূপ মতবাদ আছে। তিনি মহাভারতের সময় বর্ত্তমান ছিলেন—ইহা মহাভারত পাঠে অবগত হই। মহাভারতের সময় যে ব্রহ্মসূত্র প্রচলিত ছিল তাহার প্রমাণও মহাভারতে দেখিতে পাই। মহাভারতের অন্তর্গত শ্রীমদ্‌ভগবদ্ গীতায় ব্রহ্মসূত্রের উল্লেখ দেখিতে পাই।

"ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব হেতুমদ্ভির্বিনিশ্চিতৈঃ। (১৩।৪ শ্লোক)

এ স্থলে "ব্রহ্মসূত্রপদৈঃ" এই পদ দ্বারা বেদান্তদর্শন-ব্রহ্মসূত্রকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। "বেদান্তকৃৎ বেদবিদেবচাহম্" (গীতা ১৫।১৫ শ্লোক) এস্থলেও বেদ ও বেদান্তের পৃথক উল্লেখ রহিয়াছে। নিত্যসিদ্ধ উপনিষৎ এ স্থলে বেদান্তশব্দে গৃহীত হইতে পারে না। কারণ, বেদের—উপনিষদের নিত্যতা স্বীকৃত। উপনিষদের কর্তৃত্ব সমীচীন নহে। অথচ ভগবান্ বলিলেন "বেদান্তকৃৎ"। সুতরাং এ স্থলে বেদান্তশব্দে বেদান্তদর্শনকে গ্রহণ করিতে হইবে।

মহাভারতে অন্যান্য স্থলেও বেদান্ত দর্শনের উল্লেখ রহিয়াছে। সভাপর্ব্বে নারদের বিদ্যাবত্তা প্রসঙ্গে সাংখ্যপাতঞ্জল ও বেদান্ত সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞানের বিষয় উল্লিখিত আছে। অন্যত্রও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বেদান্ত দর্শনের উল্লেখ রহিয়াছে।

যুধিষ্ঠিরাব্দের আরম্ভকাল ৩১০২ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দ। কোনও কোনও জ্যোতির্বিদ মতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকাল ২৫০০ খ্রীঃ পূর্ব্বাব্দ।* জ্যোতির্বিদগণের কাল নির্ণয় গ্রহণ করিলেও খ্রীঃ পূঃ ২৫০০ বৎসরে মহাভারতে বর্ণিত কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হইয়াছিল। ব্রহ্মসূত্র মহাভারতের সমসাময়িক। মহাভারতের সমকালে বিরচিত হইয়াছে বলিয়াই অনুমিত হয়। মহাভারতীয় যুগে যে ইহার প্রচার ও প্রসার হইয়াছিল তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোনও কারণ নাই।

আচার্য্য শংকর ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যকার। তিনি স্বীয় ভাষ্যে পাণিনির গুরু উপবর্ষকৃত বৃত্তির উল্লেখ করিয়াছেন। ভাষ্যকার আচার্য্য শংকর ৩।৩।৫৩ সূত্রের ভাষ্যে বার্ত্তিককার উপবর্ষের উল্লেখ করিয়াছেন। আচার্য্য শংকর লিখেছেন,—"সত্যমুক্তং ভাষ্যকৃতানতু তত্রাত্মাঽস্তিত্বেসূত্রমস্তি। ইহতু স্বয়মেব সূত্রকৃতা তদস্তিত্বনাক্ষেপপুরঃসরং প্রতিষ্ঠাপিতম্। ইতএবাকৃষ্যাচার্য্যেণ শবরস্বামিনা প্রমাণলক্ষণে বর্ণিতম্। অতএব চ ভগবতোপবর্ষেণ প্রথমেতন্ত্রে আত্মাস্তিত্বাভির্বানপ্রসক্তৌ শারীরকে বক্ষ্যাম ইত্যুদ্ধারঃকৃতঃ।" পাণিনির গুরু উপবর্ষ অতি প্রাচীন। তিনি জৈমিনীয় মীমাংসার ও বেদান্ত দর্শনের বার্ত্তিককার। বার্ত্তিককার ভগবান্ উপবর্ষ বুদ্ধদেব হইতে প্রাচীন।

* স্মিথ সাহেব তৎকৃত প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের ২৪ পৃষ্ঠার ফুটনোটে লিখিয়াছেন,—"The epoch of the Kaliyuga, 3102 B.C., is usually indentified with the era of Yudhisthir and the date of the Mahabharata war. But certain astronomers date the war more than six centuries later (Cunningham Indian Eras PP. 6-18) (2nd Ed.)

গোল্ডষ্টুকার সাহেবের মতে পাণিনি বুদ্ধদেবের পূর্ব্ববর্ত্তী।* বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণকাল ৫৮৩ খ্রীঃ পূর্ব্বাব্দ।‡ বুদ্ধদেব ৮০ বৎসরকাল জীবিত ছিলেন। সুতরাং পাণিনি মুনি খ্রীঃ পূর্ব্ব ৭ম শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী। হইতে পারে তিনি খ্রীঃ পূর্ব্ব ১০ম বা ৯ম শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন।

যাঁহারা ব্রহ্মসূত্রকে বুদ্ধদেবের পরবর্ত্তী বলিয়া মনে করেন তাঁহাদের এই বিষয়টী স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। বুদ্ধদেবের অভ্যুদয়ের বহু পূর্ব্ব হইতেই যে ব্রহ্মসূত্র সমাদৃত ছিল তাহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে। ভগবান্ শংকর যেমন উপবর্ষের নিকট হইতে অদ্বৈতভাষ্যের উপাদান গ্রহণ করিয়াছেন, সেইরূপ রামানুজাচার্য্যও বোধায়ন প্রভৃতি প্রাচীন আচার্য্যগণের বৃত্তি অবলম্বন করিয়াই ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছেন। তিনি লিখিতেছেন,—"ভগবদ্বোধায়নকৃতাং বিস্তীর্ণাং ব্রহ্মসূত্রবৃত্তিং পূর্ব্বাচার্য্যাঃ সংচিক্ষিপুস্তন্মতানুসারেণ সূত্রাক্ষরাণি ব্যাখ্যাস্যন্তে।" এ স্থলে বোধায়নাচার্য্য কে, তাহা বলা অসম্ভব। কিন্তু রামানুজাচার্য্যের বহু পূর্ব্বেও যে তন্মতাবলম্বী অর্থাৎ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী আচার্য্যগণ বিদ্যমান ছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিবার হেতু নাই। রামানুজাচার্য্যের পরম গুরু যমুনাচার্য্যও বিশিষ্টাদ্বৈত মত প্রচারে নিযুক্ত ছিলেন। তৎকৃত "সিদ্ধিত্রয়ম্" নামক গ্রন্থই সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য আচার্য্যগণের মত ও যুক্তি রামানুজ স্বীয় ভাষ্যে উদ্ধৃত করিয়াছেন। বাক্যভাষ্য প্রণেতা টঙ্ক, দ্রমির, গুহদেব, শঠকদমন ও নাথমুনি প্রভৃতি প্রাচীন মনীষিগণের বাক্য স্বীয় মতের পোষক প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাতে প্রমাণিত হয় রামানুজাচার্য্যের বহু পূর্ব্বেও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের

* Gold Stucker সাহেব কৃত Panini. His Place in Sanskrit Literature দ্রষ্টব্য।

‡। ল্যাসেন প্রভৃতি পণ্ডিতগণের মতে বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণকাল ৫৮৩ খ্রীঃ পূর্ব্বাব্দ।

প্রচার ছিল। বিষ্ণুপুরাণ ও মহাভারতেও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের সূক্ষ্মসূত্র বিদ্যমান। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণেও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের পরিচয় প্রাপ্ত হই। মহাভারতে পাঞ্চরাত্রমতের উল্লেখ শান্তিপর্ব্বে আছে। আচার্য্য শংকরও পাঞ্চরাত্রমত খণ্ডন করিয়াছেন। রামানুজ পাঞ্চরাত্রমতে প্রভাবিত ছিলেন। রামানুজের পূর্ব্ববর্ত্তী "আলোয়ার"গণ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী ছিলেন। এই সকল প্রমাণে মনে হয় অতি প্রাচীনকালেই ব্রহ্মসূত্র বিরচিত হইয়াছিল। মমাভারতের সময় ইহার প্রচার ও প্রতিপত্তি যথেষ্ট ছিল। ব্রহ্মসূত্রের কালনির্ণয় প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে যে খ্রীঃ পূর্ব্বাব্দের সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বে ব্রহ্মসূত্রের প্রচার ছিল। ব্রহ্মসূত্রে যে সকল আচার্য্যের মত উদ্ধৃত হইয়াছে, সেই সকল আচার্য্য অতি প্রাচীন। বাদরি, কাশকৃৎস্ন, জৈমিনি, ঔড়ুলোমী প্রভৃতি আচার্য্যগণের মত উদ্ধৃত হইয়াছে। পাণিনি ইহাঁদের কাঁহারও কাঁহারও নামোল্লেখ করিয়াছেন। ইহা হইতেও প্রতীয়মান হয় ব্রহ্মসূত্র অতীব প্রাচীন। বুদ্ধদেবের আবির্ভাব খ্রীঃ পূর্ব্ব ৭ম শতাব্দী। তাঁহার বহু পূর্ব্বেই ব্রহ্মসূত্র প্রচারিত ছিল। গ্রীক দার্শনিক পিথাগোরাস প্লেটো প্রভৃতি ভারতীয় ভাবে অনুপ্রাণিত ছিলেন বলিয়া প্রতীতি হয়। ইহাঁদের মতের সহিত বেদান্তমতের সর্ব্বাংশে সাম্য না থাকিলেও, তাঁহাদের লেখায় বেদান্তের সুস্পষ্ট ছায়া দেখিতে পাওয়া যায়। বহুকালব্যাপী বিকাশের ফলে ভারতীয় জ্ঞানগবেষণা বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। সেই বিস্তৃতির ফলে গ্রীকচিন্তা ভারতীয়ভাবে প্রভাবিত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়।

দার্শনিক প্লেটোর মতের সহিত অদ্বৈতমতের সাম্য নাই। এ সম্বন্ধে আমাদের লিখিত "মায়াবাদ ও আইডিয়ালিজম্"* নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। কিন্তু সাম্য না থাকিলেও ছায়া দেখিতে পাই। সেকেন্দরের ভারত আক্রমণের পূর্ব্বেই ভারতের সহিত গ্রীকগণের

* "ভারতবর্ষ" ১৩২৭ "মায়াবাদ ও Idealism."

সম্মিলন হইয়াছে। ভারতের জ্ঞানগবেষণা, সামরিক শৌর্য্য, ধনরত্ন প্রভৃতির বিষয় না শুনিলে সেকেন্দর ভারত আক্রমণ করিতেন না; সেকেন্দরের আক্রমণের পূর্ব্বে ভারতীয় সৈন্য পারস্য সৈন্যের সহিত গ্রীকদেশ আক্রমণ করিয়াছিল—ইহা ঐতিহাসিক সত্য। প্লেটোর জন্ম ৪২০ অথবা ৪২৭ খ্রীঃ পূঃ এবং মৃত্যু ৩৪৮ খ্রীঃ পূঃ। পিথাগোরাস প্লেটোরও পূর্ব্ববর্ত্তী। মৌর্য্য অশোকের সময় বৌদ্ধমত গ্রীসদেশ পর্য্যন্ত প্রচারিত হইয়াছিল। ভারতের সহিত আদান প্রদান অতি প্রাচীনকাল হইতেই আরম্ভ হইয়াছে। অশোকের প্রচেষ্টার ফলে আদান প্রদান আরও বৃদ্ধি পাইয়াছিল। কিন্তু প্লেটো অশোকের পূর্ব্ববর্ত্তী। প্লেটো প্রভৃতি ভারতীয় বেদান্ত-মতের ছায়া পাইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়।* এই সকল কারণে বেদান্তমতের প্রাচীনতা উপলব্ধি হয়।

বেদান্তদর্শনের সূত্রগুলি পর্য্যালোচনা করিলেও দেখিতে পাই সাংখ্যদর্শনের মতবাদ খণ্ডন করিবার জন্যই বেদান্তদর্শনের প্রযত্ন সমধিক। তৃতীয় অধ্যায়ে পূর্ব্ব মীমাংসার মত নিরাকরণের প্রযত্ন থাকিলেও প্রধান মল্লরূপে সাংখ্যদর্শনই পরিগৃহীত হইয়াছে। শংকরাচার্য্যও সাংখ্যদর্শনের উপর আক্রমণ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে সাংখ্যমত বেদান্তের মতের অতি নিকটে পৌঁছিয়াছে এবং সাংখ্য অন্যান্য দার্শনিক মতকে নিরসন করিয়া স্বপ্রতিষ্ঠ হইয়াছে। অতএব, প্রধান মল্লকে পরাজয় করিলেই যেমন অন্যান্যের পরাজয় হয়, সেইরূপ সাংখ্যের পরাজয়ে অন্যান্য দার্শনিক মতও নিরাকৃত হইয়াছে। বাস্তবিক মনে হয় অন্যান্য দর্শন সকল যখন শৃঙ্খলায় স্থাপিত হইয়াছে, তখনই বেদান্তদর্শনও শৃঙ্খলায় অবস্থিত হইয়াছে। ন্যায়দর্শনকার গৌতমের শিষ্য ব্যাস—এইরূপ একটা কথা আছে। জৈমিনি ব্যাসের শিষ্য। কপিল ও ব্যাসদেব সমসাময়িক না

* এই সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিভিন্ন নামে "প্রবাসী"তে প্রকাশিত প্রবন্ধাবলী দ্রষ্টব্য।

হইলেও সাংখ্যদর্শনের অভ্যুদয়ের যুগে বেদান্তদর্শন শৃঙ্খলায় সূত্রিত হইয়াছে। ব্রহ্মসূত্রে যে দার্শনিক চিন্তা অভিব্যক্ত, তাহাও দেশের আভ্যন্তরীণ স্বাধীনতা ও শান্তির সময়েই সম্ভব। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সমকালে ব্রহ্মসূত্র সূত্রিত হইবার সম্ভাবনা সমধিক। কারণ, বেদান্তদর্শনে "স্মৃতেশ্চ" এইরূপ সূত্র আছে। এইরূপ সূত্রের ভাষ্যে ভাষ্যকার স্মৃতি অর্থে ভগবদ্গীতাকে গ্রহণ করিয়াছেন। গীতায় ব্রহ্মসূত্রের উল্লেখ আছে। ব্রহ্মসূত্র পূর্ব্বে রচিত হইলে "স্মৃতি" শব্দে ভাগবদগীতাকে গ্রহণ করিয়া অবশ্যই সূত্রাকার সূত্র রচনা করেন নাই। ব্রহ্মসূত্রের ১।২।৬ সূত্রে—"স্মৃতেশ্চ" গীতার বাক্য গ্রহণ করিয়াই যেন সূত্রিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। এইরূপ ১।৩।২৩ সূত্র, –"অপিচস্মর্য্যতে ২।৩।৪৫ সূত্র "অপিচস্মর্য্যতে" প্রভৃতি সূত্রেও গীতাকেই স্মৃতিরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। ৩।১।১৯ সূত্রে—"স্মর্য্যতেঽপিলোকে" এবং ৪।১।১৪ সূত্রে—"স্মর্য্যতে চ" মহাভারতে উল্লিখিত বিষয় পরিগৃহীত হইয়াছে বলিয়াই অনুমিত হয়। অন্ততঃ ভাষ্যকার শংকরাচার্য্য এইরূপ অনুমান করিয়াই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এবং ভাষ্যকারও প্রাচীন আচার্য্যগণের অনুবর্ত্তন করিয়াছেন। তাঁহার মত অতএব গ্রাহ্য। বেদব্যাস মহাভারতেরও প্রণেতা, উভয় গ্রন্থ সমসময়ে লিখিয়াছেন বলিয়া বোধ হয়। যেমন কোনও গ্রন্থকার স্বকৃত সমসাময়িক গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে পরস্পরের উল্লেখ করেন, সেইরূপ মহাভারতে ব্রহ্মসূত্রের উল্লেখ এবং ব্রহ্মসূত্রে মহাভারতের বিষয় অবলম্বিত হওয়া অসম্ভব নহে। "স্মৃতেশ্চ" "অপচস্মর্য্যতে" ইত্যাদি সূত্র প্রধান সূত্র নহে। এই সূত্রগুলি অন্য সূত্রের পোষক প্রমাণ রূপে ব্রহ্মসূত্রে পরিগৃহীত হইয়াছে। ব্রহ্মসূত্রের প্রধান উপাদান শ্রুতি।* বৈদিকযুগের

* ভাষ্যকার আচার্য্য শংকরও ১।১।২য় সূত্রের ভাষ্যে লিখিয়াছেন ব্রহ্মসূত্রের উপজীব্য-শ্রুতি। তিনি লিখিতেছেন,—"বেদান্ত বাক্যানিহি সূত্রৈরুদাহৃত্য বিচার্য্যন্তে"।

চিন্তা যখন সর্ব্বতোমুখী হইয়া বিকাশপ্রাপ্ত হইতেছিল, তখনই ব্রহ্মসূত্র সূত্রিত হইবার সম্ভাবনা। সমস্ত পুরাণেই বেদান্তের প্রতিপাদ্য বস্তু পরিগৃহীত ও আলোচিত হইয়াছে। পদ্মপুরাণে বেদব্যাসকৃত বেদান্তদর্শনের নামোল্লেখ দেখিতে পাই।

"জৈমিনীয়ে চ বৈয়াসে বিরুদ্ধোঽংশো ন কশ্চন।
শ্রুত্যা বেদার্থবিজ্ঞানে শ্রুতিপরং গতৌ হি তৌ॥"

পুরাণের কোনও কোনও অংশ অনতিপ্রাচীন হইলেও অনেকাংশই প্রাচীন। এ বিষয়ে ঐতিহাসিক স্মিথ সাহেব তৎকৃত প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন।* বেদান্তসূত্র মহাভারতের সমসময়ে বিরচিত হইয়াছে বলিয়া অবাধে গ্রহণ করা যাইতে পারে। ব্রহ্মসূত্রে বেদান্তের মতবাদ শৃঙ্খলাবদ্ধ (systematized) হইয়াছে। মহাভারতের রচনার সমসময়ে এইরূপ শৃঙ্খলা হইয়াছে। কারণ, মহাভারতীয় ভগবদ্গীতায় বেদান্তমতের পূর্ণতা সুস্পষ্ট। কেবল বেদান্তদর্শন নহে অন্যান্য দর্শনও মহাভারতের সমকালে শৃঙ্খলায় সূত্রিত হইয়াছে। গীতায় মীমাংসাদর্শন, সাংখ্যদর্শন ও যোগদর্শনের মতের বিশিষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে। গীতার ২।৪২ ও ৪৩ শ্লোকে † এবং ১৮।৩ শ্লোকে মীমাংসক মত উদ্ধৃত হইয়াছে। ১৮।৩ শ্লোকে ‡ সাংখ্যমতের কর্ম্মত্যাগ এবং মীমাংসক মতের চিরকালানুষ্ঠান স্পষ্টতঃ উল্লিখিত রহিয়াছে। সাংখ্যমতে কর্ম্ম দোষযুক্ত বলিয়া ত্যাজ্য কিন্তু

---

* স্মিথ সাহেবের ইতিহাস (২য় সংস্করণ)) ১৯—২০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

† যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতি বাদিনঃ॥
কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকর্ম্মফলপ্রদাম্
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি॥ ২।৪২—৪৩

‡ ত্যাজ্যং দোষবদিত্যেকে কর্ম্ম প্রাহুর্মনীষিণঃ
যজ্ঞদানতপঃকর্ম্ম ন ত্যাজ্যমিতি চাপরে॥ ১৮।৩

মীমাংসকমতে কর্ম্ম চিরকাল অনুষ্ঠেয়। এইস্থলে উভয় মত প্রপঞ্চিত হইয়াছে। এবং ১৮।৫ শ্লোকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বেদান্তের মত প্রপঞ্চিত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—

"যজ্ঞদানতপঃকর্ম্ম ন ত্যাজ্যং কার্য্যমেব তৎ।
যজ্ঞোদানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্॥"

গীতার ৬ষ্ঠ অধ্যায় যোগের ব্যাপারে পূর্ণ। যোগের পারিভাষিক শব্দও ব্যবহৃত হইয়াছে। ৪।২৬ শ্লোকে যোগের পারিভাষিক "সংযম" শব্দটা ব্যবহৃত হইয়াছে। * প্রাণায়াম সম্বন্ধে ৪।২৯ শ্লোকে সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে। † ৬।৩৫ শ্লোকে যোগের পারিভাষিক "অভ্যাস" ও "বৈরাগ্য" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। এবং অভ্যাসযোগে মনঃস্থৈর্য্য প্রভৃতির উল্লেখও আছে। ‡

সুতরাং মহাভারত-রচনার সময়ে এই সকল দর্শন শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়াছে। মহাভারতের অন্যত্রও এই সকল দার্শনিক মতের পরিচয় পাই। বিশেষতঃ কোনও দর্শনের পরিভাষা সেই দর্শন শৃঙ্খলাবদ্ধ না হইলে অন্য গ্রন্থে ব্যবহৃত হইতে পারে না।

---

* শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণ্যন্যে সংযমাগ্নিষু জুহ্বতি
শব্দাদীন্বিষয়ানন্যে ইন্দ্রিয়াগ্নিষু জুহ্বতি॥ ৪।২৬

পাতঞ্জল যোগদর্শনের ৩য় অধ্যায় বিভূতিপাদের ৪র্থ সূত্র "ত্রয়মেকত্র সংযমঃ"। এই 'সংযম' শব্দের পারিভাষিক অর্থ ধারণা, ধ্যান, সমাধি। এই সংযম শব্দই "সংযমাগ্নিষু" পদে ব্যবহৃত হইয়াছে।

† "অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেঽপানং তথাপরে।
প্রাণাপানগতী রুদ্ধা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ"। ৪।২৯

‡ "অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে॥

পাতঞ্জল যোগদর্শনের ১ম অধ্যায় সমাধিপাদের ১২শ সূত্র—"অভ্যাস-বৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধঃ" এবং ১৩শ সূত্র "তত্র স্থিতৌ যত্নোঽভ্যাসঃ" এই পারিভাষিক অভ্যাস ও বৈরাগ্যশব্দই গীতায় ব্যবহৃত হইয়াছে, এবং অভ্যাস ও বৈরাগ্য বলে চিত্তজয়ের ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে।

জর্ম্মণ পণ্ডিত গার্ব্বে সাহেব (Garbe) ভগবদ্গীতার ভূমিকায় যেরূপ অদ্ভুত মত প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে নিতান্ত বিস্মিত হইতে হয়। * গার্ব্বে সাহেব গীতার এক পঞ্চমাংশকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়াছেন। তিনি সাংখ্যদর্শনের আলোচনায় ব্যাপৃত থাকিয়া সাংখ্যভাবে ভাবিত হইয়াছেন। তাঁহার মতে গীতায় বেদান্তের মতবাদ প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। যেসকল হেতু তিনি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা নিতান্ত বালকসুলভ। এরূপ পাণ্ডিত্যের অভাব ও ধৃষ্টতা সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। বেদান্তের মতবাদই সকল দার্শনিক মতবাদ অপেক্ষা প্রাচীন। বেদান্তের মতবাদ ভারতীয় সাহিত্যে এবং জাতির জীবনে আপনার অক্ষুণ্ণ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। ঋগ্বেদের "একং সৎ বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি। অগ্নিং যমং মাতরিশ্বানম্ আহুঃ।" (১, ১৬৪, ৪৬) এবং "আনিৎ অবাতাম্ স্বধয়া তৎ একম্। তস্মাৎ হ অন্যৎ ন পরাঃ কিঞ্চন আস।" † (১০, ১২৯, ২) এই শ্রুতি সকল অদ্বৈত বেদান্তবাদের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। সংহিতা, ব্রাহ্মণ ও আরণ্যক সর্ব্বত্রই বেদান্তবাদ পরিস্ফুট। ভগবদ্গীতাও উপনিষৎ নামে পরিচিত। এমতাবস্থায় গীতায় বেদান্তবাদ প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে এবং সাংখ্যবাদের উপর গীতা বিরচিত এইরূপ সিদ্ধান্ত নিতান্ত অজ্ঞতার পরিচায়ক। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের ধৃষ্টতা (self-assertiveness) অনেক ক্ষেত্রেই প্রকট। গার্ব্বে সাহেব লিখিয়াছেন যে তিনি গীতা ৬।৭ বার অধ্যয়ন করিয়া ঐ সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন। আমাদের বিশ্বাস তিনি গীতা আদপেই বুঝেন নাই।

* গার্ব্বে সাহেবের ভগবদ্গীতার ভূমিকা পুণা ভাণ্ডারকর Research Institute হইতে অনূদিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে।

† শ্রুতিদ্বয়ের অর্থ।

বিপ্রগণ বা ঋষিগণ সেই একেকে নানারূপে অভিহিত করেন। অগ্নি, যম, মাতরিশ্বা প্রভৃতি নামে অভিহিত করিয়া থাকেন।

মহাভারত রচনার সময়ে ব্রহ্মসূত্র রচিত হওয়াই সম্ভব ৫৪৩ খ্রীঃ পূর্ব্বাব্দে বুদ্ধদেবের অন্তর্ধান। * তৎপূর্ব্বে ব্রহ্মসূত্র রচিত হইয়াছে, পাণিনি বুদ্ধদেবের পূর্ব্ববর্ত্তী। তিনি বার্ত্তিক-সূত্রকার কাত্যায়ন হইতে অনেক শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী। † পাণিনির সূত্রে "পারাশর্য্য ভিক্ষুসূত্রের" উল্লেখ আছে। ‡ এ স্থলে পারাশর্য্য ভিক্ষুসূত্র ব্রহ্মসূত্র ভিন্ন অন্য কোনও সূত্রই হইতে পারে না। পণ্ডিতবর মোক্ষমুলর পারাশর্য্য ভিক্ষুসূত্রকে ব্রহ্মসূত্র রূপে গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক। কিন্তু শেষে প্রকারান্তরে স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। §

সেই একই স্বয়ং ছিলেন (lit. শ্বাসপ্রশ্বাসশূন্যভাবে বর্ত্তমান ছিলেন) তিনি ব্যতীত আর কিছুই ছিল না।

* বুদ্ধদেবের অন্তর্ধান সম্বন্ধে ৫৪৩ খ্রীঃ পূঃ ল্যাসেন (Lassen) সাহেবের অভিমত। মোক্ষমূলরের মতে ৪৭৭ খ্রীঃ পূঃ। গোল্ডষ্টুকার সাহেব ল্যাসেন সাহেবের অনুমোদন করিয়াছেন। আজকাল অনেকেই ল্যাসেন সাহেবের অনুমোদন করেন। শ্রীযুক্ত সতীশ বিদ্যাভূষণ মহাশয় তৎপ্রণীত History of Midiæval Logic নামক গ্রন্থে এবং প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্র বাবু সমসাময়িক ভারতের ২য় খণ্ডের ভূমিকায় ৫৪৩ খ্রীঃ পূর্ব্বাব্দই গ্রহণ করিয়াছেন। গোল্ড-ষ্টুকার সাহেব তৎপ্রণীত Panini—His place in Sanskrit Literature নামক প্রবন্ধে মোক্ষমূলরের মত খণ্ডন করিয়াছেন।

† গোল্ডষ্টুকার সাহেব প্রণীত Panini—His place in Sanskrit Literature নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

‡ "পারাশর্য্যশিলালিভ্যাং ভিক্ষুনটসূত্রয়োঃ" ৪।৩।১১০ সূত্র। (পাণিনি)

§ মোক্ষমূলর সাহেব তৎকৃত Six Systems of Indian Philosophy নামক গ্রন্থের ১৯১৬ খ্রীঃ সংস্করণ ৯৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—"Panini knew of Sutras which are lost to us, and some of them may be safely referred to the time of Buddha. He also in quoting Bhikshu-Sutras and Nata-Sutras, mentions (IV. 3-110) the

ব্যাস পরাশরের পুত্র, তৎপ্রণীত ভিক্ষুগণের পাঠ্য অন্য কোনও সূত্র ছিল এরূপ কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। বৈদিক সাহিত্যে, স্মৃতি বা পৌরাণিক সাহিত্যে কোথাও ব্যাসপ্রণীত অন্য কোনও সূত্রের উল্লেখ নাই, বিশেষতঃ ব্রহ্মসূত্র প্রাচীন কাল হইতেই ভিক্ষু বা সন্ন্যাসিগণের পাঠ্য ছিল। শিলালিন্ প্রণীত নটসূত্রের উল্লেখ এই সূত্রেই (পাঃ ৪।৩।১১০) আছে।

---

author of the former as Parasarya, of the later Silalin. As Parasarya is a name of Vyasa, the son of Parasara, it has been supposed that Panini meant by Bhikshu-Sutras, the Brahma-Sutras sometimes ascribed to Vyasa, which we still possess. That would fix their date about the fifth Century B. C. and has been readily accepted therefore by all who wish to claim the greatest possible antiquity for the philosophical literature of India. But Parasarya would hardly have been chosen as the titular name of Vyasa; and though we should not hesitate to assign to the doctrines of the Vedanta a place in the fifth Century B. C., may even earlier, we cannot on such slender authority do the same for the Sutras themselves.

Max Muller ঐ গ্রন্থের ১১৭ পৃঃ লিখিয়াছেন—"We should remember next that Vyasa is called Parasarya, the son of Parasara and Satyavati (truthful), and that Panini mentions one as the author of the Bhikshu-Sutras while Vachaspati Misra declares that the Bhikshu-Sutras are the same as the Vedanta-Sutras, and the followers of Parasarya were in consequence called Parasarins (Pan IV. 3. 110).

This if we could rely on it, would prove the existence of our Sutras before the time of Panini or in the fifth Century B. C. This would be a most important gain for the Chronology of Indian Philosophy."

কিন্তু সে নটসূত্র এখন পাওয়া যায় না। বোধহয় নটসূত্রে নাটকাদি সম্বন্ধীয় বিধান ছিল। এই সূত্রের অস্তিত্বে প্রমাণিত হয় যে, পাণিনির বহু পূর্ব্বেই ভারতে নাটকীয় সাহিত্য পুষ্টিলাভ করিয়াছে। যাঁহারা "যবনিকা" প্রভৃতি শব্দ দেখিয়া ভারতীয় নাটকে গ্রীক প্রভাব স্বীকার করেন, তাঁহাদের এ বিষয়ে অবহিত হওয়া সঙ্গত। নটসূত্র না পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু ব্যাসকৃত ব্রহ্মসূত্র যখন পাওয়া যাইতেছে, তখন ভিক্ষুসূত্র বলিতে বেদান্তসূত্রই গ্রাহ্য। বাচস্পতি মিশ্রও ভিক্ষুসূত্রকে বেদান্তসূত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছেন। বেদান্তসূত্রকে ব্যাসপ্রণীত সূত্ররূপে যখন পাওয়া যাইতেছে, তখন পাণিনির কথিত "পারাশর্য্য ভিক্ষুসূত্র"কে বেদান্তসূত্ররূপে গ্রহণ করাই সঙ্গত।

এ বিষয়ে অন্য হেতুও বিদ্যমান। পাণিনীয়গণের মধ্য বেদান্তসূত্রে উল্লিখিত "আশ্মরথ্য" ও "কাশকৃৎস্ন" প্রভৃতি আচার্য্যগণের উল্লেখ আছে। পাণিনির ৪।১।১০৫ সূত্রের গণে অশ্মরথ এবং ৪।১।৭৩ সূত্রের গণে আশ্মরথ্য আচার্য্যের নাম উল্লিখিত আছে। বেদান্তসূত্রের ১।২।২৯ এবং ১।৪।২০ সূত্রেও আশ্মরথ্য আচার্য্যের নাম উল্লেখ রহিয়াছে। পাণিনীর ২।৪।৬৯ সূত্রের এবং ৬।২।৮০ সূত্রের গণে আচার্য্য কাশকৃৎস্নের উল্লেখ আছে। বেদান্তসূত্রের ১।৪।২২ সূত্রে কাশকৃৎস্ন আচার্য্যের মত উদ্ধৃত করা হইয়াছে। এখন পাণিনির গণপাঠে আশ্মরথ্য ও কাশকৃৎস্ন আচার্য্যদ্বয়ের নামোল্লেখ থাকায় ভিক্ষুসূত্রকে ব্যাসপ্রণীত ব্রহ্মসূত্ররূপে গ্রহণ করাই সঙ্গত।

এ বিষয়ে অন্য কারণও বিদ্যমান। আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি গীতায় "ব্রহ্মসূত্র" এবং "বেদান্তকৃৎ" এই শব্দদ্বয়ের উল্লেখ আছে। মহাভারত পাণিনির পূর্ব্বে বিরচিত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কারণ, পাণিনির ৮।৩।৯৫ সূত্রদ্বারা যুধিষ্ঠির পদ সাধিত হইয়াছে। ৪।১।১০৩ সূত্রে দ্রোণ ইত্যাদি শব্দও সাধিত হইয়াছে। ৪।১।৯৬

সূত্রে কৃষ্ণ, যুধিষ্ঠির, অর্জ্জুন, সাম্ব, গদ, প্রদ্যুম্ন রাম প্রভৃতি শব্দ * এবং ৫।২।১১০ সূত্রে (গাণ্ডাজগাৎসংজ্ঞায়াম্) অর্জ্জুনের গাণ্ডীবের উল্লেখ আছে। এই সূত্রদ্বারা গাণ্ডাব বা গাণ্ডিব শব্দ সাধিত হইয়াছে। পাণিনির ৪.৩.৯৮ সূত্রে বাসুদেব ও অর্জ্জুনের স্পষ্ট উল্লেখ আছে। এই সূত্রটী এই "বাসুদেবার্জ্জুনাভ্যাং বুন্"। পাণিনির ৩।৪।৭৪ সূত্রে (ভীমাদয়োঽপাদানে) ভীম, ভীষ্ম প্রভৃতির উল্লেখ আছে।

এই সকল প্রমাণে স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হয় যে পাণিনির পূর্ব্বেই মহাভারত বিরচিত ও সাধারণ্যে প্রচারিত হইয়াছে। মহাভারতের গীতায় বেদান্তবাদ পরিস্ফুট। ব্রহ্মসূত্রের উল্লেখও আছে। সুতরাং পাণিনির পূর্ব্বে বেদান্তদর্শন বিরচিত হইয়াছে বলিতে হইবে।

কেহ কেহ মহাভারতের অংশবিশেষকে প্রক্ষিপ্ত মনে করেন এবং বর্ত্তমান মহাভারতকে বৌদ্ধযুগের গ্রন্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। তাঁহাদের এইমাত্র বক্তব্য যে, কোনও অংশবিশেষ প্রক্ষিপ্ত হইলেও গীতা বোধ হয় মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত হয় নাই। মহাভারত বৌদ্ধযুগের গ্রন্থ হইলে পাণিনি সূত্রের উপায় কি? যাহা হউক, এই সকল কারণে, ভিক্ষুসূত্রকে বেদান্তসূত্ররূপে গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত মনে হয়। মোক্ষমুলর সাহেবও প্রকারান্তরে মহাভারত ও ব্রহ্মসূত্রের সমসাময়িকতা স্বীকার করিয়াছেন। †

এখন পাণিনির কাল সম্বন্ধে মতদ্বৈত আছে। মোক্ষমুলর সাহেব

---

* এই শব্দগুলি "বাহ্বাদি"গণের অন্তর্গত।

† মোক্ষমুলর তৎপ্রণীত Six Systems of Indian Philosophy নামক গ্রন্থে (১৯১৬ খৃষ্টাব্দের সংস্করণ) ১১৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—"However, even admitting that the Brahma-Sutras quoted from the Bhagavad-Gita, as Gita certainly appeals to the Brahma Sutras, this reciprocal quotation might be accounted for by their being contemporaneous, as in the case of other Sutras, which, as there

পাণিনি এবং কাত্যায়নকে সমসাময়িক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং কাত্যায়নের কাল খৃঃ পূঃ ৩য় শতাব্দী নির্দ্দেশ করিয়া পাণিনির কাল খৃঃ পূঃ ৩য় শতাব্দী সাব্যস্ত করিয়াছেন। * গোল্ডষ্টুকার সাহেব তৎপ্রণীত Panini—His place in Sanskrit Literature নামক সুচিন্তিত প্রবন্ধে মোক্ষমুলরের মত খণ্ডন করিয়া পাণিনিকে বুদ্ধদেবের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বুদ্ধদেবের স্থিতিকাল ৭ম হইতে ৬ষ্ঠ খৃষ্টপূর্ব্ব শতাব্দী। যেহেতু খৃঃ পূঃ ৬২৩তে তাঁহার আবির্ভাব এবং ৫৪৩ খৃঃ পূর্ব্বে তিরোভাব হয়। সুতরাং পাণিনি খৃঃ পূর্ব্ব ৭ম শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী। পাণিনির কাল ৯ম ১০ম খৃঃ পূর্ব্ব শতাব্দী গ্রহণ করিলে ব্রহ্মসূত্র তাহা হইতেও প্রাচীন বলিয়া গ্রহণ করাই সঙ্গত।

গোল্ডষ্টুকার সাহেব বলিয়াছেন যে, পাণিনি "বৈদান্তিক" প্রভৃতি শব্দ যখন ব্যবহার করেন নাই, তখন তাঁহার সময় ষড়্‌দর্শন বিরচিত হয় নাই। † আমরা কিন্তু এ বিষয়ে গোল্ডষ্টুকার সাহেবের মত অনুমোদন করিতে পারিলাম না। তিনি "পারাশর্য্য ভিক্ষুসূত্র" অর্থাৎ ৪।৩।১০ সূত্রটীর প্রতি দৃষ্টি করেন নাই। তিনি ষড়্‌দর্শনের সূত্র সম্বন্ধে যে সকল আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন তাহা নিতান্তই অযৌক্তিক। "মীমাংসক" ও "মীমাংসা" শব্দ পাণিনি সাধন করেন নাই, এবং পাণিনির গণপাঠে জৈমিনির নাম নাই; সুতরাং মীমাংসা দর্শন পাণিনির সময় বিরচিত হয় নাই। বেদান্ত সম্বন্ধে—"বৈদিক"

---

can be no doubt, quote one from the other and sometimes verbatim.'

* মোক্ষমূলর সাহেব প্রণীত History of Ancient Sanskrit Literature দ্রষ্টব্য।

† গোল্ডষ্টুকার (Goldstucker) সাহেব প্রণীত Panini—His place in Sanskrit Literature ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের সংস্করণ, (Panini Office Allahabad) ১১৪ পৃ—১২৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

শব্দ সাধিবার জন্য পৃথক্ সূত্র না থাকাতে বেদান্তসূত্র ছিল না—ইহাই তাঁহার অভিমত। আমাদের বিবেচনায় এই হেতুর কোনও মূল্য নাই। পাণিনি কোনও শব্দ সাধন না করিলে যে, সে শব্দ ভাষায় ছিল না—এইরূপ যুক্তির সারবত্তা বুঝিতে পারা যায় না। ন্যায়দর্শন সম্বন্ধে গোল্ডষ্টুকার সাহেবের যুক্তিও বিচারসহ নহে। * তাঁহার মতে গৌতম বা গোতম যে অর্থে জাতি, আকৃতি এবং ব্যক্তি শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা পাণিনির নিকট অবিদিত। পাণিনি "আকৃতি" শব্দটী আদপেই ব্যবহার করেন নাই। গৌতমীয় "আকৃতি" অর্থেই তিনি "জাতি" শব্দটী ব্যবহার করিয়াছেন। আমাদের বিবেচনায় গোল্ডষ্টুকার সাহেব এ বিষয়ে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। আকৃতি বা জাতি অথবা ঐ সম্বন্ধে আলোচনার অভাব কখনই পৌর্ব্বাপর্য্যের নিদর্শন হইতে পারে না। কোনও শাস্ত্রকার কোনও শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন, অন্যে তাহা করেন নাই—ইহাতে পৌর্ব্বাপর্য্য নির্ণীত হইতে পারে না। পাণিনির "উক্থাদি"গণে † ন্যায় শব্দ আছে। এস্থলে "লোকায়ত" "ন্যায়" "নিরুক্ত" "জ্যোতিষ" "সংহিতা" "আয়ুর্ব্বেদ" প্রভৃতি শব্দও আছে। গোল্ডষ্টুকার সাহেব যে সূত্রবলে ন্যায়ের সত্তা অঙ্গীকার করিয়াছেন, সে সূত্র এই—"অধ্যায়ন্যায়োদ্যাবসংহারাধারাবায়াশ্চ" (৩।৩।১২২ সূত্র)। ইহাতে গোল্ডষ্টুকার সাহেব ন্যায়ের সত্তা স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু বলেন

---

* গোল্ডষ্টুকার সাহেব লিখিয়াছেন—"That Nyaya was known to Panini in the sense of Syllogism or Logical reasoning or perhaps Logical Science, I conclude from the Sutra III.3.122." Panini—His place in Sanskrit Literature ১১৩ পৃষ্ঠা।

† "ক্রতূক্থাদিসূত্রান্তাট্ঠক্" ৪।২।৬০ সূত্রে উক্থাদিগণের উল্লেখ আছে। উক্থাদিগণ "লোকায়ত" অর্থাৎ চার্ব্বাক মতের সহিত "ন্যায়" শব্দের ব্যবহার ন্যায়দর্শনের দ্যোতক।

ন্যায়-সূত্র ছিল না। ইহার তাৎপর্য্য কিছুই নাই। বরং "উক্থাদি"গণে "লোকায়ত" শব্দের সহিত "ন্যায়" শব্দ থাকায় "ন্যায়" শব্দে ন্যায়দর্শন গ্রহণ করাই সমীচীন। "ঋগয়নাদি"গণেও * ব্যাকরণ প্রভৃতি শব্দের সহিত ন্যায় শব্দ আছে। ইহাতেও প্রতীয়মান হয় ন্যায় শব্দে ন্যায়দর্শনই পরিগৃহীত হইয়াছে। পাণিনির ২।৪।৬৫ সূত্রে (অত্রিভৃগুকুৎসবশিষ্ঠগোতমাঙ্গিরোভ্যশ্চ) গোতমের উল্লেখ আছে, সুতরাং গোতমের নাম ও ন্যায় শব্দের প্রয়োগ থাকাতে গোতমীয় ন্যায়-সূত্র গ্রহণ করাই সঙ্গত।

গোল্ডষ্টুকার সাহেব পাণিনীয় গণপাঠে জৈমিনির নাম না দেখিয়া মীমাংসা দর্শন ছিল না—এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহা হইলে এস্থলে গোতমের নাম থাকায় ন্যায়দর্শনের অস্তিত্ব স্বীকার করাই কি সঙ্গত নহে? তিনি পাণিনির ২।৪।৬৩ সূত্রদ্বারা † যাস্কের প্রাচীনত্ব অঙ্গীকার করিয়াছেন, এবং ২।৪।৬৫ সূত্রে গোতমের উল্লেখের প্রতি কেন দৃষ্টি দেন নাই বুঝিয়া উঠা কঠিন। যোগদর্শনের প্রণেতা পতঞ্জলির নাম পাণিনির গণপাঠে আছে। ‡ যোগদর্শন সম্বন্ধে গোল্ডষ্টুকার সাহেব বলেন--পাণিনি "যোগিন্" শব্দ সাধন করিবার জন্য (৩।২।১৪২) সূত্র রচনা করিয়াছেন। এস্থলে যোগী শব্দের অর্থ—তপস্বী। যোগশাস্ত্রের অনুবর্ত্তনকারী নহে। § বাস্তবিক এ বিষয় গোল্ডষ্টুকার সাহেবের যুক্তি দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। যোগশাস্ত্র রচিত না হইলে—সেই শাস্ত্র অনুযায়ী কার্য্য না করিলে

---

* ৪।৩।৭৩ সূত্রের "অণৃগয়নাদিভ্যঃ" গণে ব্যাকরণ, নিগম, বাস্তবিদ্যা, ক্ষত্রবিদ্যা প্রভৃতি শব্দের সহিত "ন্যায়" শব্দ আছে।

† সূত্রটী এই—"যস্কাদিভ্যোগোত্রে" ২।৪।৬৩ সূত্র।

‡ "উপকাদি" গণে "পতঞ্জল" শব্দ রহিয়াছে, পাণিনির সূত্র এই—"উপকাদিভ্যোঽন্যতরস্যামদ্বন্দ্বে"—২।৪।৬৯।

§ গোল্ডষ্টুকার সাহেব লিখিয়াছেন—"For he has a rule on the formation of Yogin (iii. 2. 142). But this word means a man

যোগী হয় কি প্রকারে ? আমরা দেখিতে পাই যোগসূত্রে যে মত প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহাই অবলম্বন করিয়া পরবর্ত্তী হঠযোগের এবং রাজযোগের গ্রন্থাদি বিরচিত হইয়াছে। যৌগিক সাধন না করিলে যোগী হয় না। কেবল তপস্যা বা Religious austerities করিলেই যোগী হয় না। তপস্যার তাৎপর্য্য যোগে। যোগী শব্দের এরূপ অর্থ গোল্ডষ্টুকার সাহেবের স্বকপোলকল্পিত। তাঁহার সিদ্ধান্ত নিতান্তই ভ্রমাত্মক।

এ বিষয়ে অন্য কারণ এই যে, সকল দার্শনিক সূত্র পরস্পরের উল্লেখ করিয়াছে, সেইরূপ অন্যান্য দার্শনিক মত নিরসনও করিয়াছে, আবার অন্যান্য দার্শনিক সূত্রও পরস্পরের মত খণ্ডন করিয়াছে। ভিক্ষুসূত্র যখন পাণিনির পূর্ব্ববর্ত্তী, তখন অন্যান্য দার্শনিক সূত্রও পাণিনির পূর্ব্ববর্ত্তী। পাণিনির পূর্ব্বেই দার্শনিক সূত্র সকল রচিত এবং দার্শনিক মত শৃঙ্খলায় স্থাপিত হইয়াছে। গোল্ডষ্টুকার সাহেব অথর্ব্ববেদ, শুক্লযজুর্ব্বেদ, উপনিষৎ ও শতপথ ব্রাহ্মণকে পাণিনির পরবর্ত্তী বলিয়াছেন। * ইহাও সঙ্গত হয় নাই। "বাজসনেয়ী"শব্দ গণপাঠে আছে, কিন্তু সূত্রে নাই। আর এই অজুহাতে তিনি শুক্লযজুর্ব্বেদকে পাণিনির পরবর্ত্তী বলিয়াছেন। † "তৈত্তিরী" শব্দ ৪।৩।১০২ সূত্রে আছে, কিন্তু বাজসনেয়ী শব্দ গণপাঠে আছে এবং তাঁহার মতে গণপাঠে পাঠভেদ থাকায় এই

---

who practices religious austerities, it does not mean a follower of Yoga System of Philosophy. Panini : His place in Sanskrit Literature (Panini office ed.) ১১৫ পৃষ্ঠা।

* গোল্ডষ্টুকার সাহেবকৃত Panini : His place in Sanskrit Literature নামক প্রবন্ধের ৯৯—১০৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

† গোল্ডষ্টুকার সাহেবকৃত Panini : His place in Sanskrit Literature ৯৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

শব্দ প্রক্ষিপ্ত হইবার সম্ভাবনা। আমরা ইহার হেতু বুঝিতে পারিলাম না।

মহাভারতের সমসময়ে বেদান্তসূত্র রচিত হইয়াছে। উপনিষদের উপর বেদান্তসূত্র রচিত। উপনিষৎ পাণিনির পরে বিরচিত হইলে কি প্রকারে মহাভারতে বেদান্তবাদ স্থাপিত হয়? পাণিনির গণপাঠে উপনিষৎ শব্দ দেখিতে পাই। *।

গোল্ডষ্টুকার সাহেবের অপর যুক্তি "যজ্ঞবল্ক্যের" নাম গণপাঠে আছে, সূত্রে নাই। এরূপ যুক্তির সারবত্তা নাই বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। গণপাঠে পাঠভেদ থাকিতে পারে, লিপিকর প্রমাদে দুই একটী শব্দের বিপর্য্যয় হইতে পারে, সেই জন্য গণপাঠের কেবল প্রথম শব্দটীই গ্রাহ্য, অন্য সকল প্রক্ষিপ্ত—এরূপ সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা দেখিতে পাওয়া যায় না। ৫।৩।১০০ সূত্রের "দেবপথাদি"গণে শতপথ শব্দটী রহিয়াছে। "শতপথ" ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কোনও গ্রন্থের নামে "শতপথ" শব্দটী ব্যবহৃত হয় নাই, এবং ৪।২।১৩৮ সূত্রের "গহাদি" গণে "মধ্যন্দিন চরণে" † শব্দের উল্লেখ আছে; মাধ্যন্দিন ও কাণ্বশাখা শুক্লযজুর্ব্বেদের দুইটী শাখা। মাধ্যন্দিন শব্দের উল্লেখ শুক্লযজুর্ব্বেদের অস্তিত্বের জ্ঞাপক। পাণিনি ৪।৩।১০২ সূত্রে (তিত্তিরিবরতন্তুখণ্ডিকোখাচ্ছন্) "তিত্তিরি" শব্দ হইতে তিত্তিরীয় শব্দসাধন করিবার ব্যবস্থা প্রদান করিয়া ৪।৩।১০৬ সূত্রে (শৌনকাদিভ্যশ্ছন্দসি) শৌনকাদির উল্লেখ করিলেন। "বাজসনেয়" শব্দ শৌনকাদিগণের অন্তর্ভুক্ত দ্বিতীয় শব্দ। বিশেষতঃ "ছন্দসি" শব্দ ব্যবহৃত হওয়ায় প্রতীয়মান হয় বাজসনেয় শব্দ প্রক্ষিপ্ত নহে। শৌনক প্রোক্ত গ্রন্থের অধ্যয়নকর্ত্তা "শৌনকী" এবং বাজসনেয়-প্রোক্ত গ্রন্থের অধ্যয়নকর্ত্তা "বাজসনেয়ী"। ছন্দঃ শব্দে

* ৪।৩।৭৩ সূত্রের—(অণৃগয়নাদিভ্যঃ) গণে ন্যায়, নিরুক্ত, ব্যাকরণ, নিগম, বাস্তুবিদ্যা, ক্ষত্রবিদ্যা প্রভৃতি শব্দের সহিত উপনিষদ্ শব্দও রহিয়াছে।

† ["মধ্য মধ্যমং চাণ্ চরণ" এইরূপ পাঠও দেখা যায়। সং]

বেদকেই বুঝায়। সুতরাং এস্থলে বাজসনেয় সংহিতাকে গ্রহণ করাই সমীচীন। অতএব এ বিষয়ে গোল্ডষ্টুকার সাহেবের সিদ্ধান্ত নিতান্ত অযৌক্তিক। শুক্লযজুর্ব্বেদ, শতপথ ব্রাহ্মণ ও উপনিষৎ সকলই পাণিনির সময়ে বর্ত্তমান ছিল, এবং উপনিষদের উপরে ভিত্তি করিয়াই ব্রহ্মসূত্র মহাভারতের সমসময়ে বিরচিত হইয়াছিল। ভাষার অজুহতে কোনও গ্রন্থের পৌর্ব্বাপর্য্য নির্ণয় করা সঙ্গত নহে। আপস্তম্ব, গোতম, বসিষ্ঠ প্রভৃতি ধর্ম্মসূত্রে অনষ্টুপ্ ছন্দের শ্লোক যথেষ্ট আছে। মোক্ষমুলর সাহেবের ছন্দ, মন্ত্র, ব্রাহ্মণ ও সূত্র period ইত্যাদি কালবিভাগ অযৌক্তিক ইহা গোল্ডষ্টুকার সাহেবও প্রদর্শন করিয়াছেন। পাণিনির সূত্রের পূর্ব্বেই মহাভারত অনুষ্টুপ্ ছন্দে রচিত হইয়াছে। অতএব ভাষার আপত্তিও উঠিতে পারে না। সমসময়ে দুইজন লেখকের ভাষা বিভিন্ন রকমের হইতে পারে। স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন ঘোষ ও রবিবাবু সমসাময়িক, কিন্তু উভয়ের ভাষা ভিন্ন রকমের হইতে পারে। একই ব্যক্তির লেখাও সময়বিশেষে ভিন্ন রকমের হয়। অতএব ভাষার যুক্তি নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। "অথর্ব্বণ" প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার থাকায় অথর্ব্ববেদও পাণিনির পূর্ব্ববর্ত্তী। অথর্ব্ববেদ ঋগ্বেদের সমসাময়িকও হইতে পারে। যাহা হউক এই সকল আলোচনার ফলে পাইলাম পাণিনির পূর্ব্বেই বেদান্তসূত্র বিরচিত হইয়াছে।

দার্শনিকসূত্র সকলের সমসাময়িকতা।

ষড়্দর্শনের সূত্র সকল সমকালেই বিরচিত হইয়াছে। পরস্পরে পরস্পরের মতখণ্ডন করায় তাহাদের সমসাময়িকতা সুস্পষ্ট। *

* বৈশেষিকসূত্রে কণাদ বৈদান্তিক অদ্বৈতমত খণ্ডন করিয়াছেন। কারণ, "তস্মাদাগমিকম্" এই ৩।২ আহ্নিক ৮ম সূত্রে বেদান্তের অভিমত আত্মবাদ উত্থাপন করিয়া "সুখদুঃখজ্ঞাননিষ্পত্ত্যবিশেষাদৈকাত্ম্যম্" ৩।২।১৯ সূত্রে একাত্মবাদ পূর্ব্বপক্ষরূপে উপস্থাপিত করিয়াছেন, এবং—"ব্যবস্থাতো নানা"

ব্রহ্মসূত্র মহাভারতের সমকালে বিরচিত হইয়াছে। সুতরাং অন্যান্য দার্শনিক সূত্র সকলও মহাভারতের সমসময়ে বিরচিত হইয়াছে।

এবং—"শাস্ত্রসামর্থ্যাচ্চ" এই ২০ এবং ২১ সূত্রে বহু-আত্মবাদ স্থাপন করিয়া ঐকাত্ম্যবাদ নিবারণ করিয়াছেন।

সাংখ্যসূত্রেও বেদান্তের অদ্বৈতমত খণ্ডনের প্রচেষ্টা পরিস্ফুট ; যথা—

১।২০ সূত্র—নাবিদ্যাতোঽপ্যবস্তুনা বন্ধাযোগাৎ ; ১।২১—বস্তুত্বে সিদ্ধান্তহানিঃ। ১।২২— বিজাতীয়দ্বৈতাপত্তিশ্চ। ১।২৩—বিরুদ্ধোভয়রূপা চেৎ। ১।২৪—ন তাদৃক্পদার্থাপ্রতীতেঃ। ১।১৫০—উপাধিভেদেঽপ্যেকস্য নানাযোগ আকাশস্যেব ঘটাদিভিঃ। ১।১৫১—উপাধির্ভিদ্যতে ন তু তদ্বান্। ১।১৫২—এবমেকত্বেন পরিবর্তমানস্য ন বিরুদ্ধধর্মাধ্যাসঃ। ১।১৫৩—অন্যধর্মত্বেঽপি নারোপাৎ তৎসিদ্ধিরেকত্বাৎ। ১।১৫৪—নাদ্বৈতশ্রুতিবিরোধো জাতিপরত্বাৎ। ১।১৫৫—বিদিতবন্ধকারণস্য দৃষ্ট্যাঽতদ্রূপম্। ১।১৫৬—নান্ধাদৃষ্ট্যা চক্ষুষ্মতামনুপলম্ভঃ। ১।১৫৭—বামদেবাদির্মুক্তো নাদ্বৈতম্। ১।১৫৮—অনাদাবদ্যযাবদভাবাদ্ভবিষ্যদপ্যেবম্। ১।১৫৯—ইদানীমিব সর্বত্র নাত্যন্তোচ্ছেদঃ।

এই সকল সূত্রে বেদান্তমত নিরাকৃত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত সূত্রেও বেদান্তমত উপন্যস্ত ও নিরাকৃত হইয়াছে। যথা—

পঞ্চম অধ্যায়—১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ৫৪, ৬১, ৬২, ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৬৬, ৭৪ সূত্র।

ষষ্ঠ অধ্যায়—৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫১, ৫২ সূত্র।

নিম্নলিখিত সূত্রে অপর দর্শনের মতও খণ্ডিত হইতে দেখা যায়।

"ন বয়ং ষট্‌পদার্থবাদিনো বৈশেষিকাদিবৎ" এই ১।২৫ সূত্রে—বৈশেষিক মত নিরাকৃত হইয়াছে। "ন ষট্ পদার্থনিয়মস্তদ্বোধান্মুক্তিঃ" এই ৫।৮৫ সূত্রেও বৈশেষিকের ষট্‌পদার্থ সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছে।

"ষোড়শাদিষ্বপ্যেবম্" ৫।৮৬ সূত্রে ন্যায়ের ষোড়শ পদার্থ বিচারিত হইয়াছে। ৫।৮৭ হইতে ৯০ সূত্রে বৈশেষিকের অণুবাদ আলোচিত। "ন সমবায়োঽস্তি প্রমাণাভাবাৎ" ৫।৯১ এই সূত্রে—সমবায় নিরাকৃত হইয়াছে।

সূত্র সকলের সমসাময়িকতা সম্বন্ধে ইতিবৃত্তও সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। ব্যাস গৌতমের শিষ্য। গৌতমের অক্ষপাদ নাম সম্বন্ধে আখ্যায়িকা সর্ব্বজন-বিদিত। জৈমিনি ব্যাসের শিষ্য, এই সকল

সাংখ্যসূত্রে আচার্য্যগণের মধ্যে সনন্দন ও পঞ্চশিখাচার্য্যের নাম উল্লেখ আছে। যেহেতু ৫।৩২ এবং ৬।৬৮ পঞ্চশিখাচার্য্যের এবং ৬।৬৯ সূত্রে সনন্দনাচার্য্যের উল্লেখ দেখা যায়।

তাহার পর ন্যায়সূত্রেও বেদান্তাদি মতের প্রকাশ ও প্রচ্ছন্নভাবে তাহা নিরাকৃত হইয়াছে।

"তদত্যন্তবিমোক্ষোঽপবর্গঃ" ১।১।২২ সূত্রের ভাষ্যে ভাষ্যকার বেদান্ত-প্রতিপাদিত মোক্ষবাদ নিরাকরণ করিয়াছেন। কারণ, "নিত্যং সুখমাত্মনো মহত্ত্বন্মোক্ষে ব্যজ্যতে, তেনাভিব্যক্তেন অত্যন্তং বিমুক্তঃ সুখী ভবতীতি কেচিৎ মন্যন্তে, তেষাং প্রমাণাভাবাদনুপপত্তিঃ" এস্থলে বেদান্তপ্রতিপাদিত মোক্ষের প্রতি কটাক্ষ করা হইয়াছে।

"সমানতন্ত্রসিদ্ধিঃ পরতন্ত্রাসিদ্ধিঃ, প্রতিতন্ত্রসিদ্ধান্তঃ" ১।১।২৯ সূত্রেও অন্যান্য দার্শনিক মতের স্পষ্ট উল্লেখ আছে, কারণ এখানে ভাষ্যকার সাংখ্য ও যোগমতের উল্লেখ করিয়াছেন।

"সর্ব্বাগ্রহণমবয়ব্যসিদ্ধেঃ" ২।১।৩৪ সূত্রে বৈশেষিকোক্ত ষট্ পদার্থের উল্লেখ রহিয়াছে, কারণ, ভাষ্যকার লিখিতেছেন—

অবয়বী নাস্তি সর্ব্বস্য গ্রহণং নোপপদ্যতে কিং তৎ সর্ব্বং দ্রব্যগুণকর্ম্মসামান্য-বিশেষ-সমবায়াঃ।"

"তদপ্রামাণ্যমনৃতব্যাঘাতপুনরুক্তদোষেভ্যঃ" এই ২।১।৫৬ সূত্রে চার্ব্বাক মতের আপত্তি উত্থাপন করিয়া সূত্রকার ২।১।৫৭—৫৯ সূত্রে (ন কর্ম্ম-কর্ত্তৃ-সাধনবৈগুণ্যাৎ ৫৭, অভ্যুপেত্য কালভেদে দোষবচনাৎ ৫৮, অনুবাদোপপত্তেশ্চ ৫৯) তন্মত খণ্ডন করিয়াছেন। ২।১।৬০ সূত্র হইতে ৬৬ সূত্র পর্য্যন্ত মীমাংসকমতের বিধি, অর্থবাদ, অনুবাদ প্রভৃতি বিষয়ের বিচার করা হইয়াছে।

২।২।১—৭ সূত্রে অর্থাপত্তি প্রভৃতি অন্যান্য দর্শনোক্ত প্রমাণ সকলের বিচার সূত্রকার করিয়াছেন। অন্যান্য দার্শনিক মতের উদ্ভব না হইলে এরূপ বিচার সম্ভব নহে। সুতরাং ন্যায়সূত্রও অন্যান্য সূত্রের সমকালে বিরচিত।

ইতিবৃত্তের ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে বলিয়াই প্রতীত হয়। পাণিনির বহু পূর্ব্বে মহাভারত রচিত হইয়াছে। ইহা আমরা পূর্ব্বেই প্রমাণিত করিয়াছি। বৌদ্ধদিগের ধর্ম্ম-গ্রন্থ "ব্রহ্মজাল"

"অরণ্যগুহাপুলিনাদিষু যোগাভ্যাসোপদেশঃ" ৪।২।৪২ সূত্রে যোগের উপদেশ এবং "তদর্থং যমনিয়মাভ্যামাত্মসংস্কারো যোগাচ্চাধ্যাত্মবিধ্যুপায়ৈঃ" ৪।২।৪৬ সূত্রে—যোগের সাধনাঙ্গ সকল উল্লিখিত হইয়াছে।

"জ্ঞানগ্রহণাভ্যাসস্তদ্বিদ্যৈশ্চ সহ সংবাদঃ" ৪।২।৪৭ সূত্রে বৈদান্তিক অধ্যাত্মজ্ঞানের উপযোগী—"তচ্চিন্তনং তৎকথনং অন্যোন্যং তৎপ্রবোধনম্" এই তত্ত্বাভ্যাস আলোচিত হইয়াছে। এই সূত্রের জ্ঞান শব্দের অর্থ ভাষ্যকার লিখিয়াছেন—"জ্ঞানমধ্যাত্মবিদ্যাশাস্ত্রম্"।

পাতঞ্জল যোগসূত্রের সহিত সাংখ্যসূত্রের সাম্য সাদৃশ্যও রহিয়াছে। পাতঞ্জলের দ্বিতীয় অধ্যায় সাধনপাদের ৪৬ সূত্রের—"স্থিরসুখমাসনম্" সহিত সাংখ্যসূত্রের ৬।২৪ সূত্রের—"স্থিরসুখমাসনমিতি ন নিয়মঃ" পরিষ্কার সাম্য রহিয়াছে। পাতঞ্জল দর্শনের ১ম অধ্যায়ে সমাধিপাদের 'অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধঃ' ১২শ সূত্রের সহিত "ধ্যানধারণাভ্যাস-বৈরাগ্যাদিভিস্তন্নিরোধঃ" ৩।২।৯ এই সাংখ্য সূত্রের সাদৃশ্য ও ভাবসাম্য সুস্পষ্ট।

পাতঞ্জল দর্শনের বিভূতি পাদ ৫৩ সূত্রের ভাষ্যে ভাষ্যকার বৈশেষিক মত উদ্ধার করিয়া তাহার নিরাকরণ করিয়াছেন।

বৈশেষিক দর্শনের পুরুষবহুত্ব অঙ্গীকৃত, সাংখ্য দর্শনেও বহুপুরুষবাদ স্বীকৃত। বৈশেষিক সূত্রে—"ব্যবস্থাতো নানা" ৩।২।২০ সূত্রের সহিত সাংখ্য সূত্রের ৬।৪৫ সূত্রের "পুরুষবহুত্বং ব্যবস্থাতঃ" সাম্য স্পষ্ট।

ব্রহ্মসূত্র ও মীমাংসাসূত্রের সমসাময়িকত্ব সম্বন্ধে "ব্রহ্মসূত্রের বিবরণ" নামক পরবর্ত্তী প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। এই সকল প্রমাণে স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হয় দার্শনিক সূত্র সকল সমকালে রচিত হইয়াছে। ব্রহ্মসূত্রে সাংখ্য, যোগ, বৈশেষিক প্রভৃতি মত নিরাকৃত হইয়াছে, সুতরাং দার্শনিক সূত্র সকলের সমকালিকত্ব সূচিত।

[এই প্রসঙ্গে ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, ব্রহ্মসূত্রের যাহা মত তাহা

সূত্রেও নানাবিধ মতের উল্লেখ রহিয়াছে, তাহাতেও সাংখ্য ও বেদান্তমতের উল্লেখ দেখিতে পাই। *

বৌদ্ধসূত্র সকল হিন্দুসূত্রের অনুকরণে রচিত হইয়াছে। কিন্তু ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের † ধারণা বৌদ্ধপ্রাদুর্ভাবের পরে দার্শনিক সূত্র সকল রচিত হইয়াছে। তাঁহাদের এই ধারণা নিতান্তই ভ্রমাত্মক। একটি দোষে ইউরোপীয়গণ সর্ব্বক্ষেত্রেই দোষী। তাঁহারা ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীনতা স্বীকার করিতে একেবারে নারাজ। এরূপ হৃদয়ের সংকীর্ণতা লইয়া ঐতিহাসিকের আসনে উপবেশন আদৌ যুক্তিযুক্ত মনে হয় না। তাঁহাদের অন্য একটি খেয়ালও আছে। Scientific Historyর অজুহাতে তাঁহারা একরূপ অদ্ভুত মতবাদের সৃষ্টি করেন। ঈশ্বরকৃষ্ণের সাংখ্যকারিকা ৬ষ্ঠ বা ৭ম শতাব্দীতে চীন ভাষায় অনূদিত হইয়াছে, সুতরাং ইহার কাল ষষ্ঠ বা ৭ম শতাব্দী। এরূপ যুক্তির সারবত্তা হৃদয়ঙ্গম করা একেবারেই দুঃসাধ্য। সাংখ্যকারিকা কি খৃঃ পূর্ব্বেও রচিত হইতে পারে না? এবং ৬ষ্ঠ বা ৭ম শতাব্দীতে চীন ভাষায় অনূদিত হইয়াছে, ইহাতেই বা হানি কি?

সাংখ্যসূত্রের কাল সম্বন্ধে তাঁহাদের মত অতীব অনুপাদেয়।

অদ্বৈতবাদই, দ্বৈত বা বিশিষ্টাদ্বৈত প্রভৃতি অন্য কোন মত নহে। কারণ, ব্রহ্মসূত্রের রচনাকর্ত্তার সমকালিক ঋষিগণ ব্রহ্মসূত্রের মতখণ্ডনে প্রবৃত্ত হইয়া অদ্বৈতমতই খণ্ডন করিতেছেন। সং]

* Rhys Davids সাহেবকৃত "Buddhist Suttas"-এর ব্রহ্মজাল সূত্রের অনুবাদ ২৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

† Max Muller, Bohtlingk, Roth প্রভৃতি।

[মোক্ষমূলর সাহেবের Chips from a German Workshop Vol I pp 306, 309, 37 এবং Natural Religion p. 510 এবং Physical Religion p. 45. গ্রন্থ দেখিলে বুঝা যায় যে তাঁহার বেদ প্রকাশের উদ্দেশ্য ভারতে Missionaryগণের সুবিধাসাধন, এবং তাঁহার মতে খৃষ্টধর্ম্মই বহুবিষয়ে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধর্ম্ম এবং বেদের মধ্যে অনেক মূর্খতার নিদর্শন

মোক্ষমুলর সাহেব এই কালনির্দ্দেশে অদ্ভুতত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি বৈদিক সাহিত্যে চারিটী যুগ—(ছন্দ, মন্ত্র, ব্রাহ্মণ, সূত্র) এবং প্রত্যেক যুগে ২০০ শত বৎসর ধরিয়াছেন। * এইরূপ খামখেয়ালের নাম যদি Scientific History বা বৈজ্ঞানিক ঐতিহাসিকতা হয়, তাহা হইলে আমরা নিতান্তই নিরুপায়। এরূপ জবরদস্তি কখনও ঐতিহাসিক সত্য হইতে পারে না। মোক্ষমুলর বৈদিকযুগের সম্বন্ধে ১২০০ খৃঃ পূঃ আদিকাল নির্ণয় করিয়াছেন। কোলব্রুক সাহেব জ্যোতিষিক প্রমাণে † বেদের সংকলন কাল ১৪শ শতাব্দী খৃঃ পূঃ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পণ্ডিত প্রবর বাল গঙ্গাধর তিলক ও জর্ম্মন পণ্ডিত জেকবি বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করিয়া জ্যোতিষিক প্রমাণে বেদের কাল খৃঃ পূঃ ৪০০০ বৎসর পৌঁছিয়াছেন। জর্ম্মন পণ্ডিত পণ্ডিত Winternitz (উইণ্টারনিজ) তিলক ও জেকবির—অনুমোদন করিয়াছেন। ‡

ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের বৈজ্ঞানিক ঐতিহাসিকতা এবং কালনির্ণয় সম্বন্ধে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, তাঁহারা Historical Anarchists. ডাক্তার হল সাহেব (Dr. F. Hall) সাংখ্য-সূত্রের কাল ১৩৮০ খৃঃ নির্ণয় করিয়াছেন। গার্ব্বে (Garbe) সাহেবও তাহার অনুমোদন করিয়াছেন। §

আছে। অথচ হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে ইহাদের সিদ্ধান্ত বহু হিন্দুই বেদবাক্যবৎ অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করেন। সং]

* Max Muller সাহেবকৃত History of Ancient Sanskrit Literature দ্রষ্টব্য।

† কোলব্রুক সাহেবের Miscellaneous Essays দ্রষ্টব্য (Vol. I, p. 109) অথবা As. Res. viii p. 493.

‡ এই পুস্তিকা জর্ম্মন ভাষা হইতে অনুবাদ করিয়া Poona Bhandrakar Research Institute হইতে প্রকাশিত করা হইয়াছে।

§ Garbe—Die Sanakhy Philosophie ৭১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

মোক্ষমুলর সাহেব এক নিশ্বাসে তাঁহাদের বাক্য Gospel-truth বা বেদবাক্যরূপে গ্রহণ করিয়াছেন * ম্যাক্‌ডোনেল (Mac Donell) সাহেব তৎকৃত History of Sanskrit Literature (সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস) নামক গ্রন্থে সাংখ্যসূত্রের বিরচন-কাল ১৪০০ খৃষ্টাব্দ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ‡

ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মতে সাংখ্যসূত্র ১৪শ শতাব্দীর অন্তে (১৩৮০ খৃঃ) অথবা ১৫শ শতাব্দীর প্রারম্ভে (১৪০০ খৃঃ) বিরচিত হইয়াছে। আমরা কিন্তু ইহার সার্থকতা বুঝিতে পারিলাম না। বিদ্যারণ্যমুনীশ্বর (মাধবাচার্য্য) ও বেদান্তাচার্য্য সমসাময়িক। উভয়ে ১৩শ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে ১৪শ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। ১৩২৫ বা ১৩৩৬ খৃষ্টাব্দে মাধবাচার্য্য বিজয়নগর রাজ্য সংস্থাপন করেন। মাধবাচার্য্য সূতসংহিতার উপর "তাৎপর্য্য-দীপিকা" নামক টীকা প্রণয়ন করেন। এই টীকা চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে বিরচিত হইয়াছে তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিবার হেতু নাই। সূত-সংহিতার টীকায় মাধবাচার্য্য সাংখ্যসূত্রের—"সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ" ১।৬১ সূত্র সাংখ্যসূত্ররূপে উদ্ধৃত করিয়াছেন। মাধবাচার্য্য শেষ বয়সে সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করেন। সূতসংহিতার টীকা তিনি

* মোক্ষমূলর সাহেব তৎকৃত Six Systems of Indian Phylosophy নামক গ্রন্থের (১৯১৬ সংস্করণ) ৮৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—"Our Samkhya Sutras, for instance, have been proved by Dr. F. Hall to be not earlier than about 1380 A. D. and they may be even later. Startling as this discovery was there is nothing to be said against the arguments of Dr. Hall or against those by which Professor Garbe has supported Dr. Hall's discovery."

‡ ম্যাক্‌ডোনেল সাহেব লিখিয়াছেন। "The Samkhya Sutras, long regarded as the oldest manual of the system, and attributed to Kapila, were probably not composed till about 1400 A. D. H. S. L, ৩৯৩ পৃষ্ঠা ১৯২২ সং।

গৃহস্থাশ্রমে অবস্থাকালীন প্রণয়ন করেন * ইহাতে প্রতীয়মান হয় অন্ততঃ ১৩৫০ খৃষ্টাব্দে কি অব্যবহিত পূর্ব্বেই তিনি সূতসংহিতার টীকা বিরচন করেন। ১৩৮০ খৃষ্টাব্দ বা ১৪০০ খৃষ্টাব্দে সাংখ্যসূত্র বিরচিত হইলে মাধবাচার্য্য কি প্রকারে তৎপূর্ব্বে সূত্রের উল্লেখ করেন? আর যদিই বা ধরিয়া লই যে মাধবাচার্য্য ১৩৮০ খৃষ্টাব্দের পরে সূতসংহিতার টীকা প্রণয়ন করেন, তাহা হইলেও একটা অসঙ্গতি অনিবার্য্য হয়। মাধবাচার্য্য তাঁহার সমসাময়িক সূত্রকে প্রধান্য দিবেন কেন? তিনি বৈদান্তিক, সাংখ্যসূত্রের অপ্রাচীনতা জানিলে আর্ষেয় সূত্ররূপে গ্রহণ করিতেন না। তাঁহার সময় অন্ততঃ সাংখ্য-সূত্র কপিলপ্রোক্ত সূত্ররূপেই পরিচিত ছিল। সুতরাং ১৪শ শতাব্দীর শেষভাগে (১৩৮০ খৃঃ) বা ১৫শ শতাব্দীর প্রথমে সাংখ্যসূত্র রচিত হইয়াছে, এইরূপ ঐতিহাসিক গবেষণা নিতান্তই বালকোচিত।

তাহার পর ষোড়শ শতাব্দীতে অপ্পয় দীক্ষিত পরিমল নামক ভামতী কল্পতরুর টীকায় "আনুমানিকাধিকরণে" (১।৪।১) কাপিল-সূত্ররূপে সাংখ্যসূত্রের উদ্ধার করিয়াছেন। † অপ্পয় দীক্ষিতের

---

* সূতসংহিতা তাৎপর্য্য দীপিকাসহ পুনা আনন্দাশ্রম হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

† দীক্ষিত পরিমলে লিখিয়াছেন,—"ত্রিবিধং প্রমাণং তৎসিদ্ধৌ সর্ব্বসিদ্ধিরিতি কপিলসূত্রে" এস্থলে সাংখ্যসূত্রের ১।৮৭—৮৮ সূত্র উল্লিখিত হইয়াছে। সূত্র দুইটী এই—"দ্বয়োরেকতরস্য বাপ্যসন্নিকৃষ্টার্থপরিচ্ছিত্তিঃ প্রমা। তৎসাধকতমং যৎ তৎ ত্রিবিধং প্রমাণম্" ১।৮৭; "তৎসিদ্ধৌ সর্ব্বসিদ্ধের্নাধিক্যসিদ্ধিঃ" ১।৮৮ সূত্র। ঐ স্থলেই লিখিয়াছেন, "অতএব স্থূলাৎ পঞ্চতন্মাত্রস্যোৎপত্ত্যাদীনি পরার্থত্বাৎ পুরুষস্য—ইত্যাদীনি কপিলসূত্রাণি" ইতি। এস্থলে সাংখ্যসূত্রের ১।৬২ সূত্র হইতে ৬৬ সূত্র পর্য্যন্ত উল্লিখিত হইয়াছে। সূত্রগুলি নিম্নে প্রদত্ত হইল। "স্থূলাৎ পঞ্চতন্মাত্রস্য" ১।৬২; বাহ্যাভ্যন্তরাভ্যাং তৈশ্চাহঙ্কারস্য ১।৬৩; "তেনান্তঃকরণস্য" ১।৬৪;

ন্যায় মনীষাসম্পন্ন ব্যক্তি সাংখ্য-সূত্রের প্রাচীনত্ব না থাকিলে কখনই প্রামাণ্যরূপে সূত্র উদ্ধার করিতেন না। বিশেষতঃ মাধবাচার্য্য এবং অপ্পয় দীক্ষিত উভয়েই বৈদান্তিক। সাংখ্যমতের প্রতি তাঁহাদের প্রীতির আতিশয্য থাকিতে পারে না। মাধবাচার্য্য যখন সূত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন, তখন সূত্র ১৩৮০ খৃষ্টাব্দে রচিত হইতে পারে না।

সাংখ্যসূত্রের প্রাচীনত্বের অন্য কারণও বিদ্যমান। ভোজরাজ ষড়ধ্যায়ী সাংখ্যসূত্রের উপর টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন। ভোজরাজ খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। * সুতরাং সাংখ্যসূত্র খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দীর পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিল। অতএব ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের সিদ্ধান্ত অতীব হেয়।

এ বিষয়ে আরও একটি বিষয় আলোচ্য। আচার্য্য শঙ্কর সাংখ্যসূত্র হইতে কোনও সূত্র উদ্ধৃত করেন নাই। কিন্তু ঈশ্বরকৃষ্ণের কারিকা হইতে কারিকা উদ্ধার করিয়াছেন। আচার্য্য শঙ্করের সময় এই সূত্র থাকিলে তিনি সূত্র উদ্ধৃত করিতেন। আমাদের মনে হয় এরূপ যুক্তির কোনও সারবত্তা নাই। আচার্য্য শঙ্কর যদি

"ততঃ প্রকৃতেঃ" ১।৬৫ ;" সংহতপরার্থত্বাৎ পুরুষস্য, ১।৬৫ (ব্রহ্মসূত্র নিঃ সাঃ সং ১৯১৭, ৩৭২ পৃষ্ঠা)

* মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয় রাজতরঙ্গিণী, ভোজপ্রবন্ধ প্রভৃতি গ্রন্থ আলোচনা করিয়া ভোজরাজের রাজ্যকাল নির্ণয় করিয়াছেন। তিনি নিম্নলিখিত বাক্য উদ্ধার করিয়াছেন, "পঞ্চাশৎপঞ্চবর্ষাণি সপ্তমাস-দিনত্রয়ম্। ভোজরাজেন ভোক্তব্যঃ সগৌড়ো দক্ষিণাপথঃ॥" ন্যায়রত্ন মহাশয়ের মতে ৯৩২—৯৮৭ শকাব্দ পর্য্যন্ত ভোজরাজ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। (তৎকৃত কাব্যপ্রকাশ-টীকার ভূমিকা ১৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। মহামহোপাধ্যায় দুর্গাপ্রসাদ প্রাচীন লেখমালায় অঙ্কিত ১০৭৮ বিক্রমাব্দ অর্থাৎ ৯৪৩শকাব্দের ভোজরাজ-প্রদত্ত দানপত্র আবিষ্কার করেন। ভট্ট শ্রীবামনাচার্য্য তৎকৃত কাব্যপ্রকাশের টীকার ভূমিকায় ভোজরাজের রাজ্যকাল ৯১৮ শকাব্দ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। (তৎকৃত কাব্যপ্রকাশের টীকার ভূমিকা ৫ পৃষ্ঠা

কোনও গ্রন্থ হইতে বাক্যোদ্ধার না করিয়া থাকেন, তাহা হইলে যে সে গ্রন্থ আচার্য্য শঙ্করের সময় ছিল না—ইহার হেতু কি? আচার্য্য শঙ্কর সামবেদ ও অথর্ব্ববেদ হইতে কোন শ্রুতি স্বীয় ভাষ্যে উদ্ধৃত করেন নাই, সুতরাং বলিতে হইবে কি সামবেদ ও অথর্ব্ববেদ শঙ্করের সময় ছিল না? বাস্তবিক এইরূপ যুক্তির অবতারণায় বাহাদুরী আছে। কারণ, ইহারই নাম মৌলিকতা। এস্থলে একটী বিষয় অবধারণ করা কর্ত্তব্য। আচার্য্য শঙ্কর ঈশ্বরকৃষ্ণের কারিকা হইতে কারিকা উদ্ধৃত করিলেও তিনি কপিল সূত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। অবশ্যই সূত্রের বাক্য উদ্ধৃত করেন নাই, তথাপিও তাঁহার সময়ে যে কপিল-সূত্র ছিল না—এরূপ কোনও প্রমাণ নাই। বরং তাঁহার সময়েও এইরূপ সূত্র ছিল, ইহাই সম্ভবপর। সূত্র সকলের পরস্পর আক্রমণ হইতেও প্রমাণিত হয়—উহারা সমসাময়িক। ঈশ্বরকৃষ্ণের কারিকার প্রতিপাদ্য বিষয়ে এবং সাংখ্যসূত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়ে কোনও পার্থক্য নাই। সাংখ্যসূত্রের কয়েকটি সূত্র একত্রিত করিলেই ঈশ্বরকৃষ্ণের একটী কারিকা রচিত হইতে পারে। সূত্রসমূহের অপ্রাচীনত্বের নিদর্শন কিছুই নাই। অবশ্য সূত্রে সনন্দন ও পঞ্চশিখ

---

২০ পংক্তি দ্রষ্টব্য)। ঐতিহাসিক স্মিথ্ সাহেবের মতে ভোজরাজ ১০১৮ খৃঃ হইতে ১০৬০ খৃঃ পর্য্যন্ত রাজ্যে অধিষ্ঠিত ছিলেন। (স্মিথ্ সাহেবের ইতিহাস ২য় সং ১৯০৮। ৩৬৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

[সাংখ্য সূত্রের উপর বিজ্ঞানভিক্ষুর একটী ভাষ্য আছে তাহাতে দেখা যায় সাংখ্য সূত্রগুলি কালবশে বিকৃত হইয়াছিল, তিনি তাহা পূরণ করিয়া প্রকাশ করিতেছেন। (মঙ্গলাচরণ ৫ শ্লোক)

ইহা হইতে মনে হয় আচার্য্য শঙ্করপ্রমুখ মহাত্মগণ সাংখ্যসূত্রের এই খণ্ডিত অবস্থা দেখিয়া তাহার সূত্র উদ্ধার করেন নাই নিজ গুরু সম্প্রদায়ভুক্ত গৌড়পাদ যে সাংখ্যকারিকার ভাষ্য করিয়াছেন তাহা হইতেই প্রমাণ উদ্ধৃত করাই শ্রেয় বিবেচনা করিয়াছিলেন। সুতরাং আচার্য্য শঙ্করের সময় সূত্র ছিল না কল্পনা করিবার আবশ্যকতা নাই। সং]

এই দুইজন আচার্য্যের নাম উল্লিখিত আছে। বামদেব ঋষির জ্ঞানের বিষয়ও লিখিত আছে, এবং আচার্য্য শব্দে ঋষি কপিলকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে সূত্রের অপ্রাচীনত্ব কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় নাই। বরং আচার্য্য শঙ্করের সময়েও ইহা যখন ছিল, তখন এই সূত্রকেই প্রাচীন সূত্র বলিয়া গ্রহণ করাই সঙ্গত। সাংখ্যতত্ত্বসমাসের প্রাচীনতা অপেক্ষা এই ষড়ধ্যায়ী সূত্র অঙ্গীকার করাই যুক্তিযুক্ত। আমাদের বিবেচনা কারিকা এই সূত্র অবলম্বনে বিরচিত হইয়াছে। সূত্রে ঈশ্বরকৃষ্ণের নাম নাই, সুতরাং সাংখ্যসূত্রের প্রাচীনতা স্বীকার করাই যুক্তিযুক্ত।

মহাভাষ্যকার পতঞ্জলিও মহাভাষ্যে ন্যায়, মীমাংসা প্রভৃতি দর্শনের উল্লেখ করিয়াছেন। মহাভাষ্যের প্রথমাহ্নিকে তিনি লিখিয়াছেন,—

"সপ্তদ্বীপা বসুমতী ত্রয়োলোকাশ্চত্বারো বেদাঃ সাঙ্গাঃ সরহস্যা বহুধা ভিন্নাঃ একশতমধ্বর্য্যুশাখাঃ সহস্রবর্ত্মা সামবেদঃ একবিংশতিধা বাহ্‌বৃচ্যং নবধাহথর্ব্বণো বেদঃ, বাকোবাক্যমিতিহাসঃ পুরাণং (ন্যায়ো মীমাংসা ধর্ম্মশাস্ত্রাণি ?) বৈদ্যকমিত্যেতাবান্ শব্দস্য প্রয়োগবিষয়ঃ"। (পৃঃ ৩৯, রাজরাজেশ্বরী প্রেস সং)

এস্থলে ন্যায় মীমাংসা (পূর্ব্ব ও উত্তর মীমাংসা) প্রভৃতি দর্শনের উল্লেখ রহিয়াছে। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণও পতঞ্জলির কাল খৃঃ পূর্ব্বাব্দে ২য় শতাব্দী বলিয়া অবধারিত করিয়াছেন। অতএব বেদান্তাদি দর্শন খৃঃ পূঃ ২য় শতাব্দীর পূর্ব্বে বিরচিত হইয়াছে।

খৃষ্টপূর্ব্ব ৫ম শতাব্দীর জৈনসূত্রেও কপিলাদি শাস্ত্রের উল্লেখ আছে। ২৪শ তীর্থংকর মহাবীরস্বামী স্বশিষ্য ইন্দ্রভূতি গোতমকে চতুর্দ্দশ পূর্ব্বসংজ্ঞক ও একাদশ অঙ্গসংজ্ঞক আগম উপদেশ করেন। এই জৈন আগম ৪৫ ভাগে বিভক্ত। ১১ অঙ্গটী, ১ম আচারাঙ্গ, ২য় সূত্রকৃদঙ্গ, ৩য় স্থানাঙ্গ, ৪র্থ সমবায়াঙ্গ এবং ৫ম ভগবতী সূত্র ইত্যাদি। ইহাদের মধ্যে নন্দীসূত্র (৪৫নং) ও অনুযোগদ্বার সূত্র

(৪৪নং) হয়। অনুযোগদ্বার সূত্রে বৈশেষিক প্রভৃতি দর্শনের উল্লেখ আছে। * নান্দীসূত্রে পাঠান্তর আছে। তাহাতে পতঞ্জল দর্শনের উল্লেখও আছে। ভগবতী সূত্রেও বেদবেদাঙ্গাদির উল্লেখ আছে। † বুদ্ধের সমসাময়িক জৈন গৌতম বেদ ধর্ম্মশাস্ত্র পুরাণ তর্ক প্রভৃতি শাস্ত্রকে মিথ্যা শাস্ত্ররূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ‡ ভগবতী সূত্রে পঞ্চমবেদ মহাভারতের উল্লেখও রহিয়াছে। সুতরাং তীর্থংকর মহাবীরের পূর্ব্বে মহাভারত ও দার্শনিক সূত্রাদি বিরচিত হইয়াছে। বৌদ্ধ ব্রহ্মজাল সূত্রে তর্কশাস্ত্রের (ন্যায় দর্শন) ও মীমাংসা শাস্ত্রের উল্লেখ আছে। § "অত্তনগল বংস" পুস্তকে ২২৯ পৃষ্ঠায় "তক্কসৎথং" তর্ক শাস্ত্রের উল্লেখ রহিয়াছে।

---

* অনুযোগদ্বারসূত্রম্—৯২ পৃঃ

"যম্ ইমং অন্নাণিএহিং সচ্ছন্দং বুদ্ধিমই বিগাপ্পিঅং তং মহাভারহং রামায়ণং ভীমাসুরখং কোড়িল্লয়ং ঘোড়য়মুহং সগডভদ্দিআউ কপ্পাসিঅং ণাগসুহুমং কণগসত্তরী বিসয়ং ইসেসিয়ং বুদ্ধিসাসনং কাবিলং বেসিঅং লোগায়ত্তং সট্ঠিতং তং মাঢ়রপুরাণ-বাগরণ-নাডগাই অহবাবত্তরি কলা ও চত্তারি বেআ সঙ্গোবঙ্গাণং সেত্তং লোইঅং নো আগমতো ভাবসুঅং।"

† নান্দীসূত্রের পাঠান্তরে "কোড়ল্লয়ং, কোড়িলিয়ং" এবং "ভাগবয়ং পাঅংজলী পুস্স-দেবয়ং লেহং গণিঅংসউণ রুপং" প্রভৃতি আছে।

‡ ভগবতীসূত্রে ২।১।২০ ঋগ্বেদাদির উল্লেখ আছে। "রিউব্বের জজুব্বের সামবের অহব্বণবের ইতিহাসপঞ্চমাণং নিঘণ্টুছট্ঠানং চ উপংগং বেয়াণং সংগোবংগাণং সরহস্সাণং সারএ বারএ ধারএ পারএ সড়ংগবী সট্ঠিতং তবিসারএ সংখাণে সিক্খকপ্পে বাগরণে ছন্দে নিরুত্তে জোইসাময়ণে অণেসু য় বহুসু বংভণএসু পরিব্বায়এসু নএসু সুপরিনিট্ঠিএ যাবিহোত্থা ইতি" (জৈন প্রভাকর যন্ত্র মুদ্রিত সটীক ভগবতী সূত্র পুস্তকের ১৪৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। "Encyclopaedia of Religion and Ethics Vol VII, p. 467 article on "Jainism" by N. Jacobi দ্রষ্টব্য।

§ "ইধ বিক্খাব একোচ্চো সমণো বা ব্রাহ্মণো বা তক্কী হোতি বীমংসী। সো তক্কপরিয়াহতং বীমংসাহুচরিতং সয়ং পটিভানং এবং আহ" ইত্যাদি।

ললিতবিস্তর ১২শ অধ্যায়ে পুরাণ, ইতিহাস, বৈশেষিক ও ন্যায়শাস্ত্রের উল্লেখ আছে। * চীন দেশীয় মহাটীকা গ্রন্থে (১।২২) অক্ষপাদের উল্লেখ আছে। সেই গ্রন্থে বর্ণিত আছে ভারতবর্ষে "সক-মক" নামক ব্রাহ্মণ প্রথমে ন্যায়শাস্ত্র প্রণয়ন করেন। বস্তুতঃ "সক-মক" "মক-সক" হইবে। মক শব্দের অর্থ চক্ষু এবং সক শব্দের অর্থ পাদ। সুতরাং অর্থবলে অক্ষপাদের নাম প্রাপ্ত হই। অতএব ন্যায়দর্শন প্রভৃতি বুদ্ধদেবের বহু পূর্ব্বে বিরচিত হইয়াছে, জৈন তীর্থংকর মহাবীর ও বুদ্ধদেব প্রায় সমসাময়িক। দার্শনিক সূত্র সমসময়ে বিরচিত হইয়াছে। অতএব দার্শনিক সূত্র সকল বুদ্ধদেবের বহু পূর্ব্বে এমন কি পাণিনিরও বহু পূর্ব্বে শৃঙ্খলায় স্থাপিত হইয়াছে। অতএব ষড়্দর্শনের প্রাচীনতা ও সূত্র সকলের সমসাময়িকতা স্বীকার করাই সঙ্গত।

ব্রহ্মসূত্রের কালনির্ণয়োপসংহার

ব্রহ্মসূত্র ও ভগবদ্গীতা সমসাময়িক। মহাভারত পাণিনি-পূর্ব্ববর্ত্তী। পাণিনির সূত্রেও মহাভারতের যুধিষ্ঠির, কৃষ্ণ, অর্জ্জুন প্রভৃতির উল্লেখ দেখিতে পাই। পাণিনির সূত্রে চরকের উল্লেখ আছে।† চরক সংহিতায় বেদান্তবাদের সুস্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে।

---

* ললিতবিস্তর ১২শ অধ্যায়ে লিখিত আছে, "নিঘণ্টৌ নিগমে পুরাণে ইতিহাসে বেদে ব্যাকরণে নিরুক্তে শিক্ষায়াং ছন্দসি যজ্ঞকল্পে জ্যোতিষি সাংখ্যে যোগে ক্রিয়াকল্পে বৈশেষিকে অর্থবিদ্যায়াং বার্হস্পত্যে আশ্চর্য্যে আসুরে মৃগপক্ষিরুতে হেতুবিদ্যায়াং জতুযন্ত্রে......সর্ব্বত্র বোধিসত্ত্বএব বিশিষ্যতে স্ম।"

(ললিতবিস্তর ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সংস্করণ—Bibliotheca Indica Series কলিকাতা, ১২শ অধ্যায় ১৭৯ পৃষ্ঠা)। ললিতবিস্তর ২২১—২৬৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে চীনভাষায় অনূদিত হইয়াছে, সুতরাং এই গ্রন্থ প্রাচীন। ললিতবিস্তরে সাংখ্যযোগ বৈশেষিক ও ন্যায় দর্শনের সুস্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে।

† ৪।৩।১০৭ সূত্রে চরকের উল্লেখ আছে।

চরক-সংহিতায় কেবল বেদান্তবাদ নহে, বৈশেষিকের পদার্থনিচয়, সাংখ্যমত এবং পাতঞ্জলমতেরও স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে। সাংখ্য প্রভৃতি দর্শন শৃঙ্খলায় স্থাপিত হওয়াতে সাধারণের নিকট প্রচারিত হইয়াছে, সেই প্রচারের ফলেই চরক-সংহিতায় ঐ সকল দার্শনিক মত স্থান পাইয়াছে। সুশ্রুত-সংহিতা চরক হইতে অনতিপ্রাচীন। চরক-সংহিতার গুল্মচিকিৎসা-প্রকরণে অস্ত্রচিকিৎসা শাস্ত্রের উল্লেখ থাকিলেও সুশ্রুত চরকের পরবর্ত্তী বলিয়া অনুমিত হয়। সুশ্রুত-সংহিতায় সাংখ্যমতবাদ স্থান পাইয়াছে। বুদ্ধদেবের সমসাময়িক জীবক বৈদ্য "কৌমারভৃত্য তন্ত্রে" বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। "কৌমারভৃত্য তন্ত্র" সুশ্রুত সংহিতার অংশবিশেষ। সুশ্রুতের অনেকটা ঔষধের তালিকা (reccipes) "মহাবগ্‌গে" দেখিতে পাওয়া যায়।

সুশ্রুত-সংহিতা বুদ্ধদেবের পূর্ব্ববর্ত্তী। সুশ্রুত-সংহিতার প্রতিসংস্কর্ত্তা নাগার্জ্জুন হইলেও উহা নাগার্জ্জুনের বহু পূর্ব্বে বিরচিত হইয়াছিল। সুশ্রুত এবং তৎপূর্ব্ববর্ত্তী চরকের সময় দর্শনসমূহ শৃঙ্খলায় স্থাপিত হইয়াছে। অতএব বেদান্তসূত্র পাণিনি ও চরকের পূর্ব্ববর্ত্তী, এবং বুদ্ধের আবির্ভাবের বহু পূর্ব্বে বিরচিত ও প্রচারিত হইয়াছে। মহাভারতে দর্শন সকলের উল্লেখ এবং বেদান্ত, সাংখ্য, মীমাংসা ও যোগদর্শনের মতবাদ প্রপঞ্চিত হইয়াছে। সুতরাং বেদান্তসূত্র প্রভৃতি মহাভারতের সমসময়ে বিরচিত হইয়াছে। মহাভারতের কাল সম্বন্ধে আলোচনা করিলেই ব্রহ্মসূত্র প্রভৃতির কাল নির্ণীত হইতে পারে। কল্যব্দের প্রমাণে যুধিষ্ঠিরের কাল খ্রীঃ পূর্ব্বাব্দ ৩১০২। জ্যোতিষিক প্রমাণে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কাল ২৫০০ খ্রীষ্ট পূর্ব্বাব্দ। পণ্ডিতবর বালগঙ্গাধর তিলক মহোদয় বেদসংহিতা প্রভৃতির যে কাল নির্ণয় করিয়াছেন, তাহার আলোচনা করিলে আমরা লাভবান্ হইতে পারি। তিলকের মতে প্রাগ্‌-ওরায়ণ কাল (Pre-Orion period) ৬০০০—৪০০০

খ্রীষ্ট পূর্ব্বাব্দ, * এবং ওরায়ণ কাল (Orion period) ৪০০০—২৫০০ খ্রীষ্ট পূর্ব্বাব্দ। **

কৃত্তিকাকাল (Krittika period) ২৫০০ খ্রীষ্ট পূর্ব্বাব্দ হইতে ১৪০০ খ্রীঃ পূর্ব্বাব্দ।† তিলকের মতে ৬০০০ খ্রীঃ পূঃ হইতে ৪০০০ খ্রীঃ পূর্ব্বাব্দের মধ্যে বৈদিক মন্ত্র সকল পূর্ণাঙ্গ হয় নাই, কেবল অর্দ্ধগদ্য অর্দ্ধপদ্য নিবিদ্‌গুলি বিরচিত হইয়াছে। ‡ ৪০০০ খ্রীষ্ট পূর্ব্বাব্দ হইতে ২৫০০ খ্রীষ্ট পূর্ব্বাব্দ পর্য্যন্ত ঋগ্বেদীয় সূক্তগুলি বিরচিত হইয়া গীত হইয়াছে। §

এই কৃত্তিকা কালের মধ্যে তৈত্তিরীয় সংহিতা এবং কতকগুলি ব্রাহ্মণ বিরচিত হইয়াছে। এই সময় সম্ভবতঃ বেদসংহিতা সকল সঙ্কলিত হইয়াছে। ‡ আমরা তিলকের এরূপ কালবিভাগের

* মহামতি তিলককৃত Orion ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের সংস্করণ ২০৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

** Orion ২০৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

† Orion ৭ম পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

‡ Orion ২০৬ পৃষ্ঠা—"It was a period when the *finished* hymns do not seem to have been known and half-prose and half-poetical Nivids or sacrificial formulae 'giving the principal names, epithets and feats of the deity invoked' were probably in use."

§ Orion ২০৭ পৃষ্ঠা—"A good many Suktas in the Rigveda (i. e., that of Vrishakapi, which contains a record of the beginning of the year when the legend was first conceived) were sung at this time, and several legends were either formed anew or developed from the older ones."

‡ Orion ২০৭ পৃষ্ঠা—"It was the period of the Taittiriya Samhita and several of the Brahmans. The hymns of the Rigveda had already become antique and unintelligible by this

পক্ষপাতী নহি। ছন্দ ও মন্ত্র—এইরূপ বিভাগের তিনি অনুসরণ করিয়াছেন। প্রাগ্ওরায়ণ কাল কেবল ছন্দের কাল। সম্ভবতঃ মহামতি তিলক এ বিষয়ে পণ্ডিত মোক্ষমূলারের অনুসরণ করিয়াছেন। আমাদের মনে হয় ছন্দ ও মন্ত্র পৃথক্ নহে। গোল্ডষ্টুকার সাহেবই তৎপ্রণীত "Panini—His place in Sanskrit Literature নামক প্রবন্ধে মোক্ষমূলারের এই কালবিভাগ সুযুক্তিবলে খণ্ডন করিয়াছেন। ছন্দ, মন্ত্র, ব্রাহ্মণ ও সূত্র—এরূপ কালবিভাগ নিতান্ত অযৌক্তিক। তিলক মহোদয় প্রাগ্ওয়ারণ কালকে প্রকারান্তরে ছন্দের কাল, ওরায়ণ কালকে সূক্ত অর্থাৎ মন্ত্রের কাল, কৃত্তিকা-কালকে ব্রাহ্মণের কাল এবং তৎপরবর্ত্তী ১৪০০ খ্রীষ্ট পূর্ব্বাব্দ হইতে ৫০০ খ্রীষ্ট পূর্ব্বাব্দ পর্য্যন্ত কালকে প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের কালরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে এই সময়ে সূত্রগুলি রচিত এবং দার্শনিকবাদ সকল শৃঙ্খলায় স্থাপিত হইয়াছে। * বস্তুতঃ ছন্দ ও মন্ত্র একার্থক। সুতরাং ছন্দকাল ও মন্ত্রকালের বিভাগ সম্পূর্ণ কাল্পনিক। সূত্রকালে কেবল সূত্রই রচিত হইত এরূপ নহে, সূত্রের মাঝে মাঝে অনুষ্টুপ্ প্রভৃতি ছন্দের শ্লোকও আছে। আশ্বলায়নসূত্রে সূত্রকার, ভাষ্যকার, ইতিহাসকার ও পুরাণকারের উল্লেখ আছে। † এতদ্দৃষ্টে প্রতীয়মান

---

time and the Brahmavadins indulged in speculations, often too free, about the real meaning of these hymns and legends. * * * It was at this time that the Samhitas were probably compiled into systematic books and attempts made to ascertain the meaning of the oldest hymns and formulae." (Orion ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের সংস্করণ ২০৭ পৃষ্ঠা)

* Orion ২০৮ পৃষ্ঠা "It was the period of the sutras and philosophical systems."

† "সূত্রকার-ভাষ্যকারমিতিহাস-পুরাণকারম্ ইতি" আশ্বলায়নসূত্র।

হয় যে, আশ্বলায়নসূত্রের পূর্ব্বে নানাবিধ সূত্র ও ভাষ্য বিরচিত হইয়াছে। মহাভারত এবং পুরাণাদিও ইহার পূর্ব্বেই বিরচিত হইয়াছে। আপস্তম্বধর্ম্মসূত্রে অনুষ্টুপ্ ছন্দের শ্লোক বিদ্যমান, অতএব এরূপ কালবিভাগ আমাদের বিবেচনায় যুক্তিযুক্ত নহে। সকল কালেই সূত্র রচিত হইতে পারে। কোনও সময়ে সূত্র সকল রচিত হইয়াছে, অন্য গ্রন্থাদি বিরচিত হয় নাই—ইহার সার্থকতা নাই।* মহামতি তিলকের মতে ২৫০০ খ্রীষ্ট পূর্ব্বাব্দ হইতে ১৪০০ খ্রীষ্ট পূর্ব্বাব্দের মধ্যে বেদ সংকলিত হইয়াছে। এই মতবাদের সহিত মহাভারতের জ্যোতিষনির্দ্দিষ্ট কালের সাম্য আছে। জ্যোতির্বিগণের মতে মহাভারতের কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের কাল ২৫০০ খ্রীষ্ট পূর্ব্বাব্দ।‡ বেদব্যাস বেদের সঙ্কলনকর্ত্তা—ইতিবৃত্তের

* [বস্তুতঃ প্রকৃত হিন্দুগণ বেদকে রচিতই বলেন না। উহা পরমাণু, কাল ও ঈশ্বর প্রকৃতির ন্যায় নিত্য, ব্রহ্মাদি ঋষিগণ কর্ণে শ্রবণ করিয়া লাভ করিয়াছেন মাত্র। সং]

‡ Cunningham সাহেব কৃত "Indian Eras" ৬—১৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। পণ্ডিতবর তিলক স্বকৃত গীতারহস্যে বর্ত্তমান গীতার কাল (মহাভারতের কাল) ৫০০ পূর্ব্ব শকাব্দ বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। শঙ্কর বালকৃষ্ণ দীক্ষিত স্বকৃত ভারতীয় জ্যোতিষশাস্ত্রেও বর্ত্তমান মহাভারতের ৫০০ পূর্ব্ব শকাব্দ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। (তিলকের গীতারহস্য হিন্দী অনুবাদ তৃতীয় সংস্করণ ৫৬২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।) আমাদের বিবেচনায় জ্যোতিষিক প্রমাণে কাল-নির্ণয় সমীচীন নহে। গ্রহাদির গণিত অকিঞ্চিৎকর। বিশেষতঃ দেশনির্ণয় হইলেও গ্রহগণের গতি পুনঃপুনঃ পূর্ব্বের ন্যায় হয়। সুতরাং এরূপ কালনির্ণয় সর্ব্ববাদিসম্মত হইতে পারে না। মহামহোপাধ্যায় শ্রীসুধাকর দ্বিবেদী মহোদয় "দিঙ্মীমাংসা" গ্রন্থে এ সম্বন্ধে সবিস্তার আলোচনা করিয়াছেন, দিঙ্মীমাংসা বেনারস মেডিকেল হল যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়াছে। অতএব কল্যব্দের প্রামাণিকতাই গ্রাহ্য, এবং মহাভারতে দুই এক স্থানে বৌদ্ধচ্ছায়া দেখিয়া মহাভারতকে ৫০০ পূর্ব্ব শকাব্দে গ্রহণ করা সঙ্গত নহে। পাণিনির পূর্ব্বেও মহাভারত ছিল তাহা আমরা পূর্ব্বেই প্রমাণিত করিয়াছি।

ইহাই সাক্ষ্য। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধকালে তিনি বর্ত্তমান ছিলেন। মহাভারত তাঁহারই রচনা বলিয়া প্রসিদ্ধ। জ্যোতিষিক প্রমাণ হইতেও কল্যব্দের প্রামাণিকতা সমধিক আদরণীয়। কল্যব্দের প্রারম্ভকাল ৩১০২ খ্রীষ্ট পূর্ব্বাব্দ। সুতরাং বেদের সঙ্কলনকালে মহাভারত রচিত এবং ব্রহ্মসূত্র শৃঙ্খলায় স্থাপিত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। সম্ভবতঃ ৩১০২ খ্রীষ্ট পূর্ব্বাব্দ হইতে ২৫০০ খ্রীষ্ট পূর্ব্বাব্দের মধ্যে মহাভারত ও ব্রহ্মসূত্র বিরচিত হইয়াছে। মহামতি তিলকের মতে দার্শনিক সূত্রের শৃঙ্খলা ১৪০০ খ্রীষ্ট পূর্ব্বাব্দ হইতে ৫০০ খ্রীষ্ট পূর্ব্বাব্দের মধ্যে সাধিত হইয়াছে। ইহার কোনরূপ প্রমাণ তিনি দেন নাই, সুতরাং ইহা হেতুগর্ভ বলিয়া প্রতীত হয় না। বিশেষতঃ পাণিনি ও চরকের পূর্ব্বেই সূত্রাদি রচিত হইয়াছে। মহাভারতীয় গীতা পাণিনির পূর্ব্ববর্ত্তী। পাণিনি বুদ্ধদেবের পূর্ব্বে

[বৌদ্ধমতকে বুদ্ধদেবেরই সম্পত্তি বলা অসঙ্গত। কারণ, উহা উপনিষদেও আছে। বৈদিক ধর্ম্মাবলম্বিগণ বৌদ্ধমত খণ্ডনকালে যে বৌদ্ধমত উপন্যাস করেন তাহার প্রমাণরূপে উপনিষদ্ বাক্যও প্রদর্শন করেন। যেমন বেদান্তসার গ্রন্থে দেখা যায় বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধমতের খণ্ডনকালে বলা হইতেছে—

"বৌদ্ধস্তু অন্যঃ অন্তর আত্মা বিজ্ঞানময়ঃ" (তৈঃ উঃ ২।৪।১) ইত্যাদি শ্রুতেঃ, কর্ত্তুঃ অভাবে করণস্য শক্ত্যভাবাৎ "অহং কর্ত্তা" "অহং ভোক্তা" ইত্যাদ্যনুভবাচ্চ "বুদ্ধিঃ আত্মা" ইতি বদতি।"

এবং শূন্যবাদী বৌদ্ধমত খণ্ডনকালে বলা হইতেছে—

"অপরঃ বৌদ্ধঃ" অসৎ এব ইদম্ অগ্রে আসীৎ" (ছাঃ উঃ ৬।২।১) ইত্যাদি শ্রুতেঃ, সুষুপ্তৌ সর্ব্বাভাবাৎ "অহং (সুপ্তঃ) সুষুপ্তৌ ন আসম্" ইতি উত্থিতস্য স্বাভাবপরামর্শবিষয়ানুভবাৎ চ "শূন্যম্ আত্মা" ইতি বদতি।

এই কারণে মহাভারতে বৌদ্ধমত থাকায় মহাভারতকে বুদ্ধের পরবর্ত্তী বলা সঙ্গত হইতে পারে না। প্রাচীন বস্তুর প্রাচীনতা নির্দ্দেশ করিলে তাহার আদিসীমা নির্দ্দেশ করা বুঝায়, আর সেই আদিসীমা নির্দ্দেশের জন্য অপ্রাচীন সীমার উল্লেখ করা এক প্রকার বাতুলতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। আর অধিকাংশ বর্ত্তমান প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ অজ্ঞাতসারে এই পথেই চলিয়া থাকেন। সং]

বর্ত্তমান ছিলেন। পাণিনির কাল খ্রীষ্টীয় ৯ম বা ১০ম পূর্ব্বশতাব্দী গ্রহণ করিলে চরক তাঁহারও পূর্ব্ববর্ত্তী হন। সুতরাং চরক খ্রীঃ পূঃ ৯ম বা ১০ম শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া প্রতীত হন। খ্রীঃ পূঃ দশম শতাব্দীর পূর্ব্বে বেদান্তবাদ ও অন্যান্য দর্শন শৃঙ্খলায় স্থাপিত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। পাণিনির সূত্রে ব্রহ্মসূত্রের (ভিক্ষুসূত্রের) উল্লেখও আছে। চরকের পূর্ব্বে ও কল্যব্দ প্রারম্ভের পরে এমন কোনও কাল নির্ণীত হইতে পারে না, যে সময় মহাভারত ও ব্রহ্মসূত্রের কাল নির্ণীত হইতে পারে। ভারতীয় ইতিবৃত্তের ঐতিহাসিকতা অনেক ক্ষেত্রেই স্বীকার্য্য। অতএব আমরা ব্রহ্মসূত্রের কাল মহাভারতের সমসময়ে নির্দ্দেশ করাই যুক্তিযুক্ত মনে করি। অন্যান্য দার্শনিক সূত্রও তৎকালে বিরচিত হইয়াছে বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

তাহার পর অনেকের মতে ভগবদ্গীতা মহাভারতের মধ্যে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। তাঁহাদের এই অযথা অনুমানের বিরুদ্ধে এইমাত্র বক্তব্য যে গীতার ভিতরে যে সকল উপমা প্রভৃতি দেখিতে পাই, ভাষাগত যে বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাই, তাহা মহাভারতের সকল অংশে বিক্ষিপ্ত। একজনের রচনা না হইলে এরূপ ভাষাগত ঐক্য হইতে পারে না। অতএব এরূপ আপত্তি নিতান্ত অশোভন। (খ) ইতিবৃত্তের সাক্ষ্যও এস্থলে গ্রহণযোগ্য। অতএব মহাভারত এবং ব্রহ্মসূত্র সমকালেই বিরচিত হইয়াছে।

[(খ) গীতা যে মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত নহে তাহার সপক্ষে বহু যুক্তি আছে। তন্মধ্যে দুই একটী এই :—প্রথমতঃ গীতা যদি প্রক্ষিপ্ত হইত তাহা হইলে কোন না কোন হস্তলিখিত প্রাচীন মহাভারতের পুঁথিতে উহার অভাব পরিলক্ষিত হইত। কিন্তু এ পর্য্যন্ত সেরূপ মহাভারতের কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

দ্বিতীয়তঃ যুদ্ধ শেষে অর্জ্জুন গীতার উপদেশ বিস্মৃত হইয়াছেন বলিয়া আর

বেদান্তের বিশেষত্ব

মানবীয় সভ্যতায় ভারতের দান সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। যখন অন্যান্য দেশ অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন, তখন ভারতীয় জ্ঞানগবেষণার প্রোজ্জ্বল আলোকে দিঙ্‌মণ্ডল উদ্ভাসিত হইয়াছে। বেদান্তদর্শনের মহামহিমা জগতের শ্রেষ্ঠ সম্পৎ। এই দর্শনের প্রভাব পৃথিবীময় পরিব্যাপ্ত হইয়াছে ও হইতেছে। ভারতীয় জাতীয় জীবনের অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাই, বেদান্তই জাতীয় প্রাণের মূলাধার, বেদান্তই জাতির আত্মা। বেদান্তই জাতির জীবন। জাতির সকল চেষ্টা, সকল চিন্তা, সকল ভাব বেদান্তকে মূল করিয়াই প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ভারতীয় জাতিকে জানিতে হইলেই বেদান্ত জানা প্রয়োজন। ভারতের জাতীয় জীবনে বেদান্ত আত্মরূপে অবস্থিত বলিয়াই জাতির ধ্বংসসাধন করিতে গেলে বেদান্তের জ্ঞান ধ্বংস করিতে হইবে। গ্রীক্‌জ্ঞানী সক্রেতিসের দার্শনিক মত নিরাকরণ করিতে যাইয়া যেমন তাঁহাকে বিনাশ না করিলে উপায়ান্তর ছিল না, সেইরূপ ভারতীয় জাতিকে বিনাশ করিতে হইলে বেদান্তদর্শনের বিনাশ সাধন আবশ্যক।* সক্রেতিসের জীবনে যেমন তাঁহার

শ্রীকৃষ্ণকে পুনরায় গীতাকথনে অনুরোধ করিতেন না। গীতাকে প্রক্ষিপ্ত বলিলে অনুগীতাকেও প্রক্ষিপ্ত বলিতে হয়।"

তৃতীয়তঃ প্রাচীন আচার্য্যগণ কেহই গীতায় প্রক্ষিপ্ততা সন্দেহ করেন নাই, অথচ প্রক্ষিপ্ততা সম্বন্ধে যে তাঁহাদের জ্ঞান ছিল না, তাহা নহে। যাঁহারা মীমাংসা পড়িয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে প্রক্ষিপ্ততা তাঁহাদের অপরিজ্ঞাত বিষয় নহে।

আর গীতার প্রক্ষিপ্ততা সম্বন্ধে বিরুদ্ধবাদিগণ যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করেন, তাহার একটীও অকাট্য নহে। বাহুল্যভয়ে তাহার আলোচনা করা হইল না। সং]

* দার্শনিক Erdmann সাহেব সক্রেতিস্ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—"It was only possible to refute his philosophy by killing him." তিনি

মতবাদ প্রকট, ভারতীয় জাতির জীবনেও সেইরূপ বেদান্তের ভাব পরিস্ফুট; এই কারণেই বলিতেছি বেদান্তই ভারতীয় জাতির জীবন। ভারতীয় ধর্ম্ম বেদান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত।

ভারতীয় মতের প্রভাব

ভারতীয় দার্শনিক চিন্তা গ্রাক্‌চিন্তাকেও প্রভাবিত করিয়াছে বলিয়া প্রতিভাত হয়। ইলেটিক্‌গণ ভারতীয় ভাবে প্রভাবিত বলিয়াই প্রতীত হয়।†

জেনোফেন (Xenophanes) ৬০ অল (ol) অর্থাৎ খ্রীঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন বলিয়াই অনুমিত হয়। ইলেটিক্‌দিগের (Eleatics) মতবাদ ইহা হইতেও প্রাচীন। প্লেটো ইহা স্বীকার করিয়াছেন। প্লেটোর মতে ইলেটিক্‌গণের মতবাদ অতি প্রাচীন। সক্রেতিসের পূর্ব্বে জেনোফেন (Xenophanes) তাঁহার মতবাদ প্রচার করিতেন। সক্রেতিস্ ৪৬৯ খ্রীষ্ট পূর্ব্বাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৩৯৯ খ্রীষ্ট পূর্ব্বাব্দে বিষপান করেন। সক্রেতিসের পূর্ব্বে জেনোফেন (Xenophanes) বর্ত্তমান ছিলেন। সুতরাং খ্রীঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দী তাঁহার স্থিতিকাল বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। তিনি ৯২ বৎসর জীবিত ছিলেন। তাঁহার অবস্থিতিকালেরও বহু পূর্ব্বে ইলেটিক্ মতবাদের প্রচার ছিল। ইলেটিক্‌গণের মতবাদ ভারতীয়

অন্যত্র লিখিয়াছেন "His philosophy, being subjectivism as well as objectivism, is precisely Idealism. But the idea appears with him in its immediacy, as life, and idealism as Socrates himself, its incarnation." (Hist. of Phil. Vol 1. 4th Ed., p. 85)

† দার্শনিক Erdmann তৎকৃত দর্শনের ইতিহাসের (Hist. of Phil.) লিখিয়াছেন—"The absorption of all separate existences in a single substance, as it is taught by the Eleatics, seems rather an echo of Indian pantheism than a principle of Hellenic spirit,"

বেদান্তমতের প্রতিধ্বনি বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। সেকেন্দরের ভারত আক্রমণের পূর্ব্বে (খ্রীঃ পূঃ ৩২৬) ভারতীয় সৈন্য পারস্য সৈন্যের সহিত গ্রীক্‌দেশ আক্রমণ করিয়াছিল। গ্রীস্‌দেশের সহিত ভারতের আদান-প্রদান অতি প্রাচীনকাল হইতে আরম্ভ হইয়াছে। সেকেন্দর ভারতের বিষয় পূর্ব্ব হইতে না জানিলে ভারত আক্রমণ করিতেন না, এবং ভারতীয় জ্ঞানগবেষণার বিষয় পূর্ব্বে জানা না থাকিলে ভারতীয় সাধকগণকে আহ্বান করিয়া প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেন না। *

সেকেন্দরের বহু পূর্ব্ব হইতেই ভারতের জ্ঞান গ্রীক্‌চিন্তাকে প্রভাবিত করিয়াছে বলিয়াই প্রতীত হয়। পিথাগোরাসের চিন্তায় ভারতীয় প্রভাব অনুভূত হয়। ভারতের দার্শনিক মত অতি প্রাচীনকালেই পৃথিবীর অন্যান্য দেশকে প্রভাবিত করিয়াছে। বেদান্তের মতে ইলেটিক্‌গণ প্রভাবিত বলিয়া প্রতীয়মান হয়। বেদান্তমতের সবিশেষ প্রচার ও প্রসারফলেই ইহা সম্ভব। ভারতীয় অদ্বৈতবাদ আচার্য্য শঙ্কর প্রবর্ত্তিত নহে। তিনি এই মতের একজন প্রধান আচার্য্য মাত্র। তাঁহার পরম গুরু গৌড়পাদাচার্য্যও অদ্বৈত-জ্ঞানী। মাণ্ডূক্যোপনিষদের কারিকা তাঁহার রচিত। অদ্বৈতবাদের যে সকল নিবন্ধ আছে, তন্মধ্যে এই কারিকাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। তৎপূর্ব্বের কোনও এতাদৃশ গ্রন্থ আজও আবিষ্কৃত হয় নাই। শঙ্করও পূর্ব্বাচার্য্যগণের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। শারীরকভাষ্যে "তদুক্তং বেদান্তার্থসম্প্রদায়বিদ্ভিঃ" এইরূপ বলিয়া যে সকল বাক্য উদ্ধার করিয়াছেন, তদ্দ্বারাও অদ্বৈতমতের প্রাচীনতা প্রতিপন্ন হয়। ভর্তৃপ্রপঞ্চ, দ্রবিড়াচার্য্য প্রভৃতি অদ্বৈতবাদাচার্য্য সকল শঙ্করের পূর্ব্ববর্ত্তী। আচার্য্য শঙ্করের গ্রন্থ আলোচনা করিলেই ইহা প্রতিপন্ন হয়। অবশ্যই শঙ্করের অভ্যুদয়ের বহু

* এরিয়াণ প্রভৃতির ভারতবিবরণ দ্রষ্টব্য। McCrindle সাহেবের "প্রাচীন ভারত" নামক গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

পূর্ব্বেই বেদান্তের মতবাদ নানা দিগ্‌দেশে প্রচারিত হইয়াছে। তাই বলি ভারতীয় চিন্তা গ্রীক্‌চিন্তাকে প্রভাবিত করিয়াছে বলিয়াই অনুমিত হয়।

বেদান্তের ভাবের সহিত গ্রীক্‌ভাবের সাদৃশ্য সবিশেষ পরিস্ফুট। দার্শনিক হব্‌ডিং সাহেব তৎকর্তৃক Philosophy of Religion নামক গ্রন্থে ভারতীয় মতের সহিত গ্রীক্‌ মতের সাদৃশ্যের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন।*

প্লেটো প্রভৃতির চিন্তায় ভারতীয় চিন্তার সাদৃশ্য সুস্পষ্ট। প্লেটোর রাজনৈতিক ব্যবস্থাও ভারতীয় বর্ণবিভাগের অনুরূপ। বাস্তবিক উপনিষদের ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞান মানবের ইতিহাসে প্রধান বস্তু। এই জ্ঞান সর্ব্বপ্রথমেই উপনিষদে অভিব্যক্ত হইয়াছিল। ডাক্তার হব্‌ডিংও এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়াছেন।†

* Dr. Hoffding (হব্‌ডিং) তৎপ্রণীত "Philosophy of Religion" নামক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন,—"A struggle arose between an idealistic conception, which emphasised the purely spiritual interpretation of the religious ideas and a realistic or materialistic view, which supported a clear and literal interpretation. Such a struggle occurs in many religions. In the Upanishads, which give the idealistic exposition of the religion of the Vedas, we find it stated that Brahma, the deity, is eternal and since name, place, time and body perish, none of these can be predicted of Brahma. In Xenophanes' and Plato's criticisms of the popular religion of the Greeks we find a similar idealising tendency. We encounter it again in Mohammedanism where e. g. the sensuous and pictorial account of the Joys of Paradise are expounded allegorically as the description of spiritual pleasure." Philosophy of Religion 1906, p. 46.

† Dr. Hoffding লিখিয়াছেন, "This interpretation reveals to us

বাস্তবিকই বিশ্বমানবের চিন্তারাজ্যে ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞান বেদান্তেই সর্ব্বপ্রথমে স্ফূর্ত্তি পাইয়াছে। এই চিন্তা বৈদিক যুগ হইতে ভারতীয় শাস্ত্রে শিক্ষায়, দীক্ষায় প্রকটিত হইয়া জাতির নিকট সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ স্থাপন করিয়াছে। বেদান্তের মন্দিরতলে কত মহামহিমাময় মহাপুরুষ সমবেত হইয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। বেদান্তের বাণী কত দুর্ব্বল হৃদয়ে বল, মনে স্ফূর্ত্তি, বুদ্ধিতে তেজের সঞ্চার করিয়াছে, তাহার সংখ্যা করা অসম্ভব। বিশ্বমানবের চিন্তারাজ্যে, দার্শনিক ক্ষেত্রে যত প্রকারের আদর্শ স্থান পাইয়াছে, বেদান্তের আদর্শ তন্মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। বেদান্তের প্রভাবে অন্যান্য দেশের চিন্তা প্রভাবিত হইয়াছে। বেদান্তের প্রভাবে ভারতের জাতীয় জীবনে নূতন আশার সঞ্চার হইয়াছে। উপনিষদের মহান্ আদর্শে মোহাচ্ছন্নের মোহ বিদূরিত হইয়াছে। হতাশ্বাসের হৃদয়ে নব বলের, নব আশার ত্রিতন্ত্রী বাজিয়া উঠিয়াছে। বেদান্তের এই মাহাত্ম্য বিশ্বজনের অমূল্য সম্পদ্। ভারতীয় বেদান্ত জগতের নিকট সর্ব্বপ্রধান উপহার। আদর্শের শ্রেষ্ঠতায়, ভাবের গাম্ভীর্য্যে, ভাষার মধুরতায় বেদান্ত সর্ব্ব দেশের সর্ব্ব সাহিত্যের শিরোমণি।

---

the nature of what the "thing-in-itself" is; it is no longer an X, but a something that is in its essence akin to that which we know immediately in our own breasts. Leibnitz adopted this line of thought in his day with great clearness and of set purpose. In modern times it has been followed by Schopenhauer, Beneke, Fechner and Lotze. But this thought made its first appearance in the history of human thought in the philosophy of the Vedantas (the Upanishads) which replied to the question: What is Brahma, the principle of being? It is Atma, it is the soul within thy breast, it is thou thyself," Philosophy of Religion pp. 72—73.

এই উপনিষদের বাক্যগুলি সম্মুখে রাখিয়াই ব্রহ্মসূত্র বিরচিত হইয়াছে। ব্রহ্মসূত্র, ন্যায় ও যুক্তিবলে বেদান্ত বা উপনিষদের প্রতিপাদ্য বস্তু প্রতিপাদন করিয়াছে। উপনিষদের প্রকৃত তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলেই ব্রহ্মসূত্রের অধ্যয়ন করা আবশ্যক।

দার্শনিকতার উদ্ভব

মানব তিনটী প্রশ্ন লইয়া ব্যস্ত। যদি মানবের আদি যুগ স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেই বলিতে হইবে যে, সেই আদি যুগ হইতেই মানবের চিন্তা অতীন্দ্রিয় রাজ্যের সংবাদ লইতে ব্যস্ত হইয়াছে। মানব নিজকে জানিতে পারে, সঙ্গে সঙ্গেই সম্মুখে অনন্ত বিস্তৃত জগৎ দেখিতে পায়। এরূপ অসীম জগতের অন্তরালে ও ব্যক্তির অন্তরালে কে আছেন—এ প্রশ্ন মানবের মনে অতি আদিম যুগেই উদিত হইয়াছিল। ঋগ্বেদেও দেখিতে পাই জগন্নির্ম্মাণ সম্বন্ধে ঋষির মনে প্রশ্ন হইয়াছে। এই জগতের উপকরণ কোথা হইতে সংগৃহীত হইল?—এই প্রশ্ন উদিত হইয়াছে। গায়ত্রী মহামন্ত্রে "জীব ও ব্রহ্মের সম্বন্ধ এবং জগতের ও ব্রহ্মের সম্বন্ধ প্রতিপন্ন হইয়াছে। গায়ত্রী মহামন্ত্র ঋগ্বেদের তৃতীয় মণ্ডলে অবস্থিত। "সবিতুঃ" বা "জগৎপ্রসবিতুঃ" জগতের প্রসবিতার সহিত জীবের সম্বন্ধ অতি নিকট। কারণ, তিনিই "ধিয়ঃ যঃ নঃ প্রচোদয়াৎ"। তিনিই অন্তরাত্মরূপে আমাদের বুদ্ধি পরিচালিত করিতেছেন। জীব ও জগৎ এবং এই উভয়ের অন্তরালের বস্তু বিশ্লেষণ করিয়া দেখিবার চেষ্টা স্মরণাতীতকাল হইতে আরম্ভ হইয়াছে। সেই প্রচেষ্টার ফলেই ঋগ্বেদ প্রভৃতি শাস্ত্রে জীব জগৎ ও ব্রহ্মের স্বরূপ নির্দ্দেশের জন্য এত ব্যগ্রতা।

বাস্তবিক মানব এই তিনটী প্রশ্ন লইয়াই ব্যস্ত। ১। আমি কি? ২। জগৎ কি? ৩। জগৎ ও আমার অন্তরালে কিছু আছে কি না, এবং থাকিলে তাহার স্বরূপ কি? এই তিনটী প্রশ্নকে

বিশ্লেষণ করিলে সম্বন্ধও ফুটিয়া উঠে। ১। আমাতে ও জগতে সম্বন্ধ কি? ২। আমাতে ও অন্তরালে যিনি আছেন তাঁহাতে সম্বন্ধ কি? ৩। জগতে ও তদন্তরালে যিনি আছেন তাঁহাতে সম্বন্ধ কি? এই তিনটী প্রশ্ন লইয়াই দার্শনিকের কার্য্যক্ষেত্র।* এই প্রশ্নত্রয়ের সদুত্তরপ্রদান ও মীমাংসা করিবার জন্য দার্শনিকগণ মানবের আদি যুগ হইতে অন্তর্জ্জগৎ ও বহির্জ্জগৎ আলোড়ন বিলোড়ন করিয়াছেন। "আমি কি?" এই প্রশ্নের উত্তর করিতে গেলেই জগতের প্রশ্নও উপস্থিত হয়, কারণ, আমিই দ্রষ্টৃরূপে শরীর প্রভৃতির উপলব্ধি করি, বহির্জগৎ যেমন দৃশ্য, শরীরাদিও তেমনই দৃশ্য। দৃশ্যসামান্যে শরীরাদিই জগতের অন্তর্ভুক্ত। "আমি কি?" এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে গেলেই "আমার স্বরূপ কি?" জানিতে হয়। কোথা হইতে আমার উদ্ভব, কোথায় স্থিতি, কোথায় লয়? জিজ্ঞাসা হয়। আর কেবল এই প্রশ্নের উত্তর দিলেই "আমার" যাথার্থ্য উপলব্ধি হয় না। আমার বা আত্মার প্রকৃত স্বরূপ বা তত্ত্বপরিজ্ঞানেই আমার আশা আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি হয়, চিন্তার পরিসমাপ্তি হয়, আমার স্বরূপ যথার্থতঃ জানিতে গেলেই প্রত্যক্‌চৈতন্য স্বয়ং প্রকাশিত হয়েন।

এই প্রত্যক্ চৈতন্য খণ্ডিত কি অখণ্ডিত? এই বিচার করিতে গেলেই মহান্ ভূমা বিশ্বসম্রাট্ ব্রহ্মের অনুভূতি অবশ্যম্ভাবী হয়। আমিত্বের প্রসারে আমিত্ব লোপ পায়, ব্রহ্মত্ব ফুটিয়া উঠে।

* A Persian poet has compared the universe to an old manuscript of which the first and the last pages have been lost. It is no longer possible to say how the book began nor do we know how it is likely to end. Ever since men attained consciousness he has been trying to discover those lost pages. Philosophy is the name of this quest and its result.—"Philosophy East & West" by Radhakrishna : Introduction.

অতএব দেখিতে পাই একমাত্র "আমি কি ?" এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে গেলেই সকল প্রশ্নের মীমাংসা হইয়া যায়। তিনটী প্রশ্নই এক প্রশ্নে পর্য্যবসিত হয়।

অধ্যাত্মবিচারবলেই এই প্রশ্নত্রয় মীমাংসিত হইতে পারে বলিয়াই ভাষ্যকার আচার্য্য শঙ্কর ও রামানুজ "শারীরিক ভাষ্য" এই নামকরণ করিয়াছেন। যাহা হউক এই প্রশ্নত্রয় লইয়াই দার্শনিকগণ তত্ত্বজ্ঞান, সৃষ্টিতত্ত্ব ও কর্ম্মতত্ত্বের অবতারণা করিয়াছেন। তত্ত্বজ্ঞানে জীব ও ব্রহ্মের সম্বন্ধ ও স্বরূপপরিজ্ঞান এবং কর্ম্মতত্ত্বে জীব ও জগতের এবং জীব ও শিবের সম্বন্ধ ও স্বরূপজ্ঞান লইয়াই বিচার চলিয়াছে। কর্ম্মতত্ত্ব ও সৃষ্টিতত্ত্ব পরস্পরসংবদ্ধ। তাহা হইলে তত্ত্বজ্ঞান, কর্ম্মতত্ত্ব ও সৃষ্টিতত্ত্বই দার্শনিকগণের আলোচ্য। তত্ত্বজ্ঞান আলোচনা করিতে হইলেই জ্ঞানতত্ত্ব আলোচনা আবশ্যক হইয়া পড়ে। জ্ঞান খণ্ডিত কি অখণ্ডিত ? জ্ঞানের স্বরূপ ও স্বভাব কি ? ইহাই আলোচ্য বিষয় হইয়া পড়ে। এই জ্ঞানতত্ত্বকে ইংলণ্ডীয় ভাষায় Epistemology বলা যাইতে পারে। সৃষ্টিতত্ত্ব বলিতে Cosmology ও Cosmogony উভয়ই বুঝায়। কারণ, বিশ্বোৎপত্তি-বিজ্ঞানই Cosmogony। উৎপত্তিবিজ্ঞান ও সৃষ্টি-বিজ্ঞান বা Cosmology উভয়ই সৃষ্টিতত্ত্বে নিহিত। কর্ম্মতত্ত্ব বলিতে Ethics, Politics, Sociology (নীতিবিজ্ঞান, রাজনীতি, সমাজনীতি) ইত্যাদি সকলই বুঝায়, কর্ম্মতত্ত্বেই আদর্শ আবশ্যক। মানবের অপূর্ণতা পূর্ণতায় পরিণতি লাভ করিতে পারে কি না ? ইহা বিবেচনা করাই কর্ম্মতত্ত্বের ক্ষেত্র। কিরূপ ভাবে কর্ম্ম করিলে পূর্ণতা লাভ হইতে পারে—ইহা নির্দ্দেশ করাও কর্ম্মতত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত। কিরূপ ভাবে কর্ম্ম করিতে হইবে ? ইহা নির্দ্দেশ করিতে গেলেই রাজনীতি, সমাজনীতি, বিজ্ঞান প্রভৃতির আলোচনাও তদন্তর্ভুক্ত হয়। কর্ম্মের ক্ষেত্র অন্তর্জ্জগৎ ও বহির্জ্জগৎ। বহির্জ্জাগতিক ব্যাপার আবার সমাজ ও রাষ্ট্রে অভিব্যক্ত। সুতরাং কর্ম্মতত্ত্ব

বলিতে সমাজবিজ্ঞান, রাষ্ট্রীয়বিজ্ঞান এবং নীতিবিজ্ঞান সকলই গ্রহণ করিতে হইবে। তত্ত্বজ্ঞানকেই ইংরাজী ভাষায় Metaphysics বলা যাইতে পারে। অবশ্যই Metaphysics এবং তত্ত্বজ্ঞান একার্থক নহে। Metaphysics অধ্যাত্মবিজ্ঞানে পর্য্যবসিত, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান বস্তুর স্বরূপ বা যাথার্থ্যজ্ঞান। সেই তত্ত্বজ্ঞান সাক্ষাৎকারের ফল। ইউরোপীয় ভাব এবং ভাষা বহির্মুখীন বা পরাচীন। ভারতীয় ভাব এবং ভাষা প্রতিচীন বা অন্তর্মুখীন। এই বিশেষত্ব লক্ষ্য করিতে হইবে। ইউরোপে Psychology অর্থাৎ মনোবিজ্ঞান নামক দর্শনের এক অংশ আছে। ভারতে পৃথগ্‌ভাবে এরূপ কোনও শাস্ত্র নাই। কারণ, তত্ত্বজ্ঞান বলিতে মনস্তত্ত্বও তদন্তর্গত হইয়া পড়ে। আত্মস্বরূপ পরিজ্ঞানে মনঃস্বরূপপরিজ্ঞানও অত্যাবশ্যক; বিশেষতঃ মনঃস্বরূপ পরিজ্ঞানভিন্ন প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান অসম্ভব। ইউরোপীয় বিভাগপ্রণালী বহির্মুখীন বলিয়া নানারূপ খণ্ড দর্শনে বিভক্ত। কিন্তু ভারতীয় দর্শন অন্তর্মুখীন বলিয়া "তত্ত্ব" শব্দ ব্যবহার করায় বহির্ভাবগুলি তদন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং তত্ত্বজ্ঞানের অন্তরে জ্ঞান-তত্ত্ব Epistemology এবং মনোবিজ্ঞান (Psychology) রহিয়াছে। ইউরোপীয় মনোবিজ্ঞানও প্রকৃত প্রস্তাবে মনস্তত্ত্ব নহে। উহাতে মনোবৃত্তির বিশ্লেষণ করা হয়, মনের প্রকৃত স্বরূপ নির্দ্দেশ নাই। উহা মনঃকার্য্য-বিজ্ঞান বা Phenomenology of mind, কিন্তু মনস্তত্ত্ববিজ্ঞান বা Noumenology নহে। অন্তঃপ্রবেশ করাই ভারতীয় স্বভাব। সুতরাং মনস্তত্ত্ব তত্ত্বজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত হইয়া রহিয়াছে।

ভারতীয় দর্শনে মনস্তত্ত্বে ও মনোবিজ্ঞানের আলোচনা

সাংখ্যদর্শনের মনস্তত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে। পাতঞ্জলদর্শনের Psychophysics সর্ব্বজনবিদিত। ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনেও মনোবৃত্তি এবং মনস্তত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে। পাতঞ্জল দর্শনের

চিত্তবৃত্তিনির্ণয় এবং সাংখ্যের গুণ-নির্ণয় এক অভিনব ব্যাপার। সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ এই গুণত্রয়ের বিভাগ করিয়া মনোরাজ্যে ও বহিঃপ্রকৃতরাজ্যে সাংখ্যদর্শনকার এক মহান্ আবিষ্কার করিয়াছেন। সাংখ্য, পাতঞ্জল, ন্যায় ও বৈশেষিক সকল দর্শনই তত্ত্বজ্ঞান-নিরূপণে নিয়োজিত। সাংখ্য বলিতেছেন :—"জ্ঞানান্মুক্তিঃ", ন্যায়দর্শনকার গৌতম বলিতেছেন :—"তত্ত্বজ্ঞানান্নিঃশ্রেয়সাধিগমঃ", (ন্যায়দর্শন ১।১।১ সূত্র) এবং বৈশেষিক দর্শনকার বলিতেছেন :—যতোঽভ্যুদয়-নিঃশ্রেয়সসিদ্ধিঃ স ধর্ম্মঃ", (বৈশেষিক দর্শন ১।১।২ সূত্র)। ঈশ্বর-কৃষ্ণের সাংখ্যকারিকায় (২২—২৩ কারিকায়) বুদ্ধির উৎপত্তি এবং লক্ষণ এবং ২৭শ কারিকায় মনঃ নিরূপিত হইয়াছে। অবশ্যই মনোবৃত্তিগুলির পুঙ্খানুপুঙ্খবিচার এ স্থলে নাই, কিন্তু মনস্তত্ত্ব নিরূপিত হইয়াছে। পাতঞ্জল দর্শনে মনোবৃত্তির বিকাশ ও কার্য্যাবলী সবিশেষ পর্য্যালোচিত হইয়াছে। সমস্ত দর্শনেরই আংশিক তাৎপর্য্য মনোবৃত্তির বিকাশ প্রদর্শন। ন্যায়দর্শনেও বুদ্ধি ও মনঃ প্রভৃতির নির্ণয় সম্বন্ধীয় সূত্র রহিয়াছে।* বৈশেষিক দর্শনেও মন নিরূপিত হইয়াছে।† পঞ্চম অধ্যায় দ্বিতীয় আহ্নিকে মনের কার্য্য ও মনঃস্থৈর্য্য প্রভৃতি আলোচিত হইয়াছে।‡

মৃত্যুকালে প্রাণ ও মনের দেহত্যাগ এবং দেহোৎপত্তিকালে

---

* "বুদ্ধিরুপলব্ধির্জ্ঞানমিত্যনর্থান্তরম্।" (ন্যায়দর্শন ১।১।১৫ সূত্র) "যুগপজ্জ্ঞানানুৎপত্তির্মনসো লিঙ্গম্।" (১।১।১৬ সূত্র)

† "আত্মেন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষে জ্ঞানস্য ভাবোঽভাবশ্চ মনসো লিঙ্গম্।" (বৈশেষিক দর্শন, ৩।২।১ সূত্র)

‡ "হস্তকর্ম্মণা মনসঃ কর্ম্ম ব্যাখ্যাতম্।" (৫।২।১৭ সূত্র) "আত্মেন্দ্রিয়মনোঽর্থসন্নিকর্ষাৎ সুখদুঃখে।" (৫।২।১৫ সূত্র)

"তদনারম্ভ আত্মস্থে মনসি শরীরস্য দুঃখাভাবঃ সংযোগঃ।" (৫।২।১৬ সূত্র)

অনুপ্রবেশ প্রভৃতি পর্য্যালোচিত হইয়াছে।* ৭।১।২৩ সূত্রে মন নিরূপিত হইয়াছে।† স্মৃতি স্বপ্ন প্রভৃতি সম্বন্ধেও সূত্রকার কণাদ বিচার করিয়াছেন। ‡ অবশ্যই সকল দর্শনকারই কারণের অনুসন্ধানে ব্যস্ত। সকলেই তত্ত্বানুসন্ধানে তৎপর। কেন হয়? ইহা খুঁজিয়া বাহির করাই তাত্ত্বিক দর্শন। এইরূপ হয় বলিয়াই দার্শনিকের তৃষ্ণানিবৃত্তি হয় না। বৈজ্ঞানিক কতকগুলি নিয়ম খুঁজিয়া বাহির করেন এবং বলেন—এইরূপই প্রাকৃতিক লীলা। কিন্তু দার্শনিক সেই উত্তরে সন্তুষ্ট না হইয়া প্রাকৃতিক লীলার ইতিহাস উদ্ঘাটিত ও প্রপঞ্চিত করিতে ব্যাপৃত হন। সুতরাং দার্শনিক "কেন"র উত্তর দিতে কৃতনিশ্চয় হন।

বিশেষতঃ মূলতত্ত্ব নির্ণীত হইলে বস্তুর সকলাংশই নির্ণীত হইল, কিন্তু কেবল বহিরাবরণ নির্ণীত হইলে বস্তুর যাথাত্ম্য নির্দ্দেশ হয় না। ভারতীয় মনীষা এই সার সত্য নির্দ্ধারণ করিয়া মনস্তত্ত্ব নির্দ্দেশেই ব্যাপৃত হইয়াছিল। "একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান" প্রতিজ্ঞার ন্যায় "মূলজ্ঞানে—তত্ত্বজ্ঞানে সর্ব্ববিষয়ক জ্ঞান" এই যুক্তি ও সত্য বলেই মূলসূত্র উদ্ঘাটনের প্রয়াস ভারতে সবিশেষ পরিস্ফুট দেখা যায়। সুতরাং ভারতে মনোবিজ্ঞান পৃথগ্‌রূপে আলোচিত না হইয়া তত্ত্বজ্ঞানের অন্তরেই নিবিষ্ট হইয়াছে। সাংখ্যদর্শনে যেরূপ ভাবে বুদ্ধির ভেদ প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাতে মনোবিজ্ঞানের আলোচনা সবিশেষ পরিস্ফুট।

এষ প্রত্যয়সর্গো বিপর্য্যায়াশক্তিতুষ্টি-সিদ্ধাখ্যঃ।
গুণবৈষম্যবিমর্দ্দাৎ তস্য চ ভেদাস্তু পঞ্চাশৎ ॥ ৪৬ কারিকা।

---

* "অপসর্পণমুপসর্পণমশিতপীতসংযোগাঃ কার্য্যান্তরসংযোগাশ্চেত্যদৃষ্টকারিতানি" (৫।২।১৭ সূত্র।)

† "তদভাবাদণুমনঃ" (৭।১।২৩ সূত্র)

‡ "আত্মমনসোঃ সংযোগবিশেষাৎ সংস্কারাচ্চ স্মৃতিঃ" (৯।২।৬ সূত্র) "তথা স্বপ্নঃ" (৯।২।৮ সূত্র) "স্বপ্নান্তিকম্" (৯।২।৭ সূত্র)

অর্থাৎ পূর্বোক্ত ধর্মাদি আটটি বুদ্ধিধর্মের বিপর্যয়, অশক্তি, তুষ্টি ও সিদ্ধি এই কয়েকটি সংজ্ঞান্তর। গুণত্রয়ের ন্যূনাধিকতারূপ বৈষম্যপ্রযুক্ত অন্যতমের বা অন্যতমদ্বয়ের যে অনুভব হয়, তদ্বশতঃ বিপর্যয়াদির পঞ্চাশৎ প্রকার ভেদ হয়।

ধর্ম, অধর্ম, অজ্ঞান, বৈরাগ্য, অবৈরাগ্য, অনৈশ্বর্য্য প্রভৃতি বিপর্যায়, অশক্তি ও তুষ্টির অন্তর্ভুক্ত। সিদ্ধিতে জ্ঞানের অন্তর্ভাব। ধর্মাধর্ম প্রভৃতি বুদ্ধির ধর্ম।

এই পঞ্চাশটী ভেদকে পৃথক্ পৃথক্ করিয়াও বলা হইয়াছে

"পঞ্চবিপর্য্যয়ভেদা ভবন্ত্যশক্তিশ্চ করণবৈকল্যাৎ।

অষ্টবিংশতি ভেদা তুষ্টির্নবধাহষ্টধা সিদ্ধিঃ॥ ৪৭ কারিকা।

অর্থাৎ বিপর্য্যয় বা অবিদ্যা পাঁচ প্রকার। অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ, অভিনিবেশ ইন্দ্রিয়ের বিকলতাপ্রযুক্ত অশক্তি আটাইশ প্রকার। তুষ্টি নয় প্রকার, এবং সিদ্ধি আট প্রকার।

অবিদ্যা প্রভৃতিও সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে বিভক্ত হইয়াছে। বুদ্ধি, অহঙ্কার, এবং পঞ্চতন্মাত্র প্রভৃতি অনাত্মবিষয়ে আত্মবোধই অবিদ্যা। উহার বিষয় আট প্রকার বলিয়া উহাও আট প্রকার। অস্মিতা আট প্রকার, রাগ দশ প্রকার, দ্বেষ অষ্টাদশ প্রকার এবং অভিনিবেশ অষ্টাদশ প্রকার। এ সম্বন্ধে সাংখ্যকারিকা ৪৮ কারিকা এবং বাচস্পতি মিশ্রের তত্ত্বকৌমুদী দ্রষ্টব্য। ৪৯ কারিকার আটাইশ প্রকার অশক্তির বিষয় প্রপঞ্চিত হইয়াছে। ৫০ কারিকায় ও তত্ত্বকৌমুদীতে তুষ্টির বিষয় আলোচিত হইয়াছে। ৫১ কারিকায় সিদ্ধি আলোচনা হইয়াছে। এই সকল আলোচনা মনোবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। পাতঞ্জলদর্শনেও পাঁচটী চিত্তভূমির বিষয় উল্লিখিত আছে। ভাষ্যকার প্রথম সূত্রের ভাষ্যে লিখিয়াছেন :—

"ক্ষিপ্তং মূঢ়ং বিক্ষিপ্তং একাগ্রং নিরুদ্ধম্ ইতি চিত্তভূময়ঃ",

অর্থাৎ ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র ও নিরুদ্ধ এই পাঁচ প্রকার চিত্তের ভূমি। সূত্রকারও চিত্তবৃত্তির পাঁচ প্রকার ভেদ প্রদর্শন

করিয়াছেন। তাহাও আবার ক্লিষ্ট ও অক্লিষ্টভেদে দুই প্রকার এবং প্রমাণ, বিপর্য্যয়, বিকল্প, নিদ্রা এবং স্মৃতি এই পাঁচটি বৃত্তি স্বীকার করিয়াছেন। এই সকল বৃত্তির আলোচনা পাতঞ্জলদর্শনের বিশেষত্ব। পাতঞ্জলদর্শনের প্রধান কার্য্য মনোরাজ্যের আলোচনা। সুতরাং, ভারত কেবল তাত্ত্বিকরহস্য উদ্ঘাটনেই ব্যাপৃত ছিল না; Phenomenology অর্থাৎ কার্য্যবিজ্ঞানের আলোচনাও যথেষ্ট পরিমাণে করিয়াছে। ন্যায় প্রভৃতি দর্শনের "কদম্বকোরক" ন্যায় ও "বীচীতরঙ্গ" ন্যায়ে শব্দশ্রবণ এবং পাতঞ্জলাদি মতে তৎখণ্ডন মনোবিজ্ঞানের নিদর্শন। বর্ত্তমান ইউরোপে মনোবিজ্ঞান যেমন শারীর বিদ্যার (Physiology) সাহায্যে নূতন তত্ত্ব বিশ্লেষণে নিযুক্ত, পাতঞ্জলদর্শন বহু পূর্ব্বেই তৎসাধন করিয়া জগতে এক অমূল্য সম্পত্তি প্রদান করিয়াছে। অবশ্যই ইউরোপের Social Psychologyর নূতনত্ব আছে। ইহা অনেকটা পরিমাণে ঐতিহাসিক মনোবিজ্ঞান। নানাদেশের নানা সমাজের মানসিক কার্য্যাবলী আলোচনা করিয়া মনোরাজ্যের সত্যনির্ণয়ই Social Psychologyর কার্য্য। Anthropological Society প্রভৃতিই এই কার্য্যে নিযুক্ত। ভাষা, শিক্ষা, দীক্ষা, আচার প্রভৃতির অনুশীলন করিয়া দেশবাসীর রীতিনীতি প্রভৃতির আলোচনা করিয়া মানবীয় মনের বিকাশ নির্ণয় করিতে এখন ইউরোপীয়গণের প্রচেষ্টা পরিস্ফুট। ইহার ফলে মনোবিজ্ঞান দার্শনিক রাজ্য অতিক্রম করিয়া বৈজ্ঞানিক রাজ্যে পদার্পণ করিয়াছে। ভারতে এমন কোনও চেষ্টা হইয়াছে কি না—আমরা জানি না। কিন্তু মনোবিজ্ঞানের সহিত তত্ত্বজ্ঞানের, মনোবিজ্ঞানের সহিত কর্ম্মতত্ত্বের, মনোবিজ্ঞানের সহিত সৃষ্টিতত্ত্বের, মনোবিজ্ঞানের সহিত শারীরবিজ্ঞানের সম্বন্ধ বিশেষরূপেই পর্য্যালোচিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় কর্ম্মের সম্বন্ধে মনোবিজ্ঞানের যে ধারা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, মনোবিজ্ঞান ও নীতিবিজ্ঞানের (Psychology এবং Ethics)

যথেষ্ট আলোচনা ও সম্বন্ধ নির্ণীত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে আমাদের লিখিত "কর্ম্মতত্ত্ব" দ্রষ্টব্য। জ্ঞানতত্ত্ব বা Epistemology সম্বন্ধেও বিশেষ আলোচনা পরিলক্ষিত হয়। প্রত্যেক দর্শনেই "প্রমাণ" প্রভৃতির আলোচনা হইয়াছে। জ্ঞানতত্ত্বের আলোচনার প্রসঙ্গেই পঞ্চদশীকার বিদ্যারণ্য মুনি তৎকৃত "পঞ্চদশী" গ্রন্থে "তত্ত্ববিবেক" নামক প্রথম অধ্যায় বিরচন করিয়াছেন। *

এস্থলে জ্ঞানের অখণ্ডত্ব, কেবল বিষয়ভেদে উপাধিযোগে ভেদ স্বীকার করা হইয়াছে। "তত্ত্ববিবেক" এইরূপ নামকরণের তাৎপর্য্যও "জ্ঞানতত্ত্ব" উদ্ঘাটন।

প্রত্যভিজ্ঞা মতাবলম্বী অভিনব গুপ্তাচার্য্যও জ্ঞানের অখণ্ডত্ব স্বীকার করিয়াছেন। বিদ্যারণ্য মুনীশ্বর শঙ্করমতের আচার্য্য। তিনি খ্রীঃ ১৪শ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। অভিনব গুপ্তাচার্য্য (খৃঃ ১০০০) একাদশ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহার মত বিদ্যারণ্য "সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহে" উদ্ধৃত করিয়াছেন। ক

* তিনি লিখিয়াছেন :—

"শব্দস্পর্শাদয়ো বেদ্যা বৈচিত্র্যাজ্জাগরে পৃথক্।
ততো বিভক্তা তৎসংবিদৈকরূপ্যান্ন ভিদ্যতে॥
তথা স্বপ্নেঽত্র ন স্থিরং জাগরে স্থিরম্।
তদ্ভেদোঽতস্তয়োঃ সংবিদেকরূপা ন ভিদ্যতে॥
সুপ্তোত্থিতস্য সৌষুপ্ততমোবোধো ভবেৎ স্মৃতিঃ।
সা চাববুদ্ধবিষয়াঽববুদ্ধং তত্তদা তমঃ॥
স বোধো বিষয়াদ্ভিন্নো ন বোধাৎ স্বপ্নবোধবৎ।
এবং স্থানত্রয়েঽপ্যেকা সংবিৎ তদ্বদ্দিনান্তরে।
মাসাব্দযুগকল্পেষু গতাগম্যেষ্বনেকধা।
নোদেতি নাস্তমেত্যেকা সংবিদেষা স্বয়ম্প্রভা"॥

পঞ্চতত্ত্ববিবেক ৩-৭ শ্লোক।

ক "বিবৃতঞ্চাভিনবগুপ্তাচার্য্যৈঃ। তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতীতি শ্রুত্যা প্রকাশৈকচিদ্রূপমহিম্না সর্ব্বস্য ভাবজাতস্য

ন্যায়াচার্য্যগণও "ব্যবসায়জ্ঞান" ও "অনুব্যবসায়জ্ঞান" এই সকল অঙ্গীকার করিয়া জ্ঞানতত্ত্বের আলোচনা করিয়াছেন। "অয়ং ঘটঃ" এই জ্ঞানই ব্যবসায় জ্ঞান, "ঘটমহং জানামি" ইহাই অনুব্যবসায় জ্ঞান। এস্থলেও জ্ঞানতত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে। প্রমাণ যে প্রমার জনক ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। সাংখ্যাচার্য্য কারিকায় লিখিয়াছেন— "প্রমেয়সিদ্ধিঃ প্রমাণাৎ হি" (৪র্থ কারিকা)। ন্যায়াচার্য্যগণ অনুব্যবসায় স্বীকার করিয়া বিষয়েন্দ্রিয়-সংযোগজন্য জ্ঞানকে ব্যবসায়জ্ঞান বলিয়াছেন। অনুব্যবসায়-জ্ঞান হইতে ব্যবসায় জ্ঞান প্রকাশিত হয়। ইহাই ন্যায়াচার্য্যগণের অভিমত। তাঁহারা বলেন—

"সবিষয়-জ্ঞান-বিষয়জ্ঞানত্বম্ অনুব্যবসায়ত্বম্।"

অর্থাৎ বিষয়ের সহিত জ্ঞান যে জ্ঞানের বিষয় তাহাকে অনুব্যবসায় বলে। ন্যায়মতে জ্ঞান স্বপ্রকাশ নহে, জ্ঞানান্তরদ্বারা প্রকাশিত হয়। সাংখ্য ও বেদান্তমতে জ্ঞান স্বপ্রকাশ। ন্যায়মতে জ্ঞান খণ্ডিত ও অনন্ত। ন্যায়মতের অনন্ত অনুব্যবসায়ের স্থানে সাংখ্যমতে এক প্রকাশশীল চিতিশক্তি পুরুষ। ন্যায়ের ব্যবসায়জ্ঞান স্থানীয় সাংখ্যের চিত্তবৃত্তি। প্রমাণের ফল প্রমা, অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞান। প্রমাণ কত প্রকার গ্রাহ্য হইতে পারে, তাহা লইয়া বিশেষ আলোচনা হইয়াছে। এ সম্বন্ধে দেখিতে পাই :—

"প্রত্যক্ষমেকং চার্ব্বাকাঃ কণাদসুগতৌ পুনঃ।
অনুমানঞ্চ তচ্চাপি সাংখ্যাশব্দঞ্চ তে উভে॥
ন্যায়ৈকদেশিনোঽপ্যেবমুপমানঞ্চ কেচন।

ভাসকত্বমভ্যুপেয়তে, ততশ্চ বিষয়প্রকাশস্য নীলপ্রকাশঃ পীতপ্রকাশ ইতি বিষয়োপরাগভেদাদ্ভেদঃ। বস্তুতস্তু দেশকালাকারসঙ্কোচবৈকল্যাৎ অভেদ এব, স এব চৈতন্যরূপঃ প্রকাশঃ প্রমাত্যেত্যুচ্যতে॥"

সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ (আনন্দাশ্রম Ed. page 77)

১৯০৬ খৃঃ ১৮২৮ শকাব্দ

অর্থাপত্ত্যা সহৈতানি চত্বার্য্যাহুঃ প্রাভাকরাঃ ॥
অভাবষষ্ঠান্যেতানি ভাট্টা বেদান্তিনস্তথা।
সম্ভবৈতিহ্য-যুক্তানি তানি পৌরাণিকা জগুঃ ॥"

তার্কিকরক্ষা।

এইরূপ প্রমাণ-সম্বন্ধে যে মতভেদ তাহা জ্ঞান-তত্ত্ব-পর্য্যালোচনার নিদর্শন। তর্কশাস্ত্র (Logic) সম্বন্ধেও চর্চ্চা ভারতে যথেষ্ট হইয়াছে। কাহারও কাহারও মতে গ্রীক্ দার্শনিক আরিষ্টটলের ন্যায়শাস্ত্র (Logic) ভারতীয় ন্যায়শাস্ত্রের ছায়া। ইহা দৃঢ়তার সহিত বলিতে না পারিলেও ইহাই সম্ভব বোধ হয়। সুতরাং দেখিতে পাইলাম, ইউরোপীয় দর্শন যে সকল অংশে বিভক্ত, তাহার সকল অংশেই ভারতীয় চিন্তা আপনার মহত্ত্ব এবং মহিমা প্রকাশ করিয়াছে। আমাদের মনে হয় দর্শনশাস্ত্র লিখিতে হইলে ইউরোপের দ্বারস্থ হইবার আবশ্যকতা আদপেই নাই। দেশের যাহা আছে, তাহা উপভোগ করিলে যথেষ্ট হইতে পারে। অধিক কি, এক ব্যক্তির জীবনে এই সকল দার্শনিক গ্রন্থ পাঠ করা সম্ভবপর হয় না। বৌদ্ধ জৈন প্রভৃতি দর্শনও সুখসেব্য। আয়ুর্ব্বেদীয় দর্শন, ব্যাকরণের, ছন্দশাস্ত্রের ও কাব্য-নাটকের দর্শন সকলও উপাদেয়। ব্যাকরণের দার্শনিকতা বিদ্যারণ্যস্বামী তৎপ্রণীত "সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ" নামক গ্রন্থে পাণিনিদর্শন-মধ্যে প্রদর্শন করিয়াছেন। বিশেষতঃ মহাভাষ্যকার পতঞ্জলির ভাষ্য যথার্থই দার্শনিক ভিত্তিতে প্রোথিত। বিদ্যারণ্য মুনীশ্বর পাণিনিদর্শনপ্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,—

"তথাচ শব্দানুশাসনশাস্ত্রস্য নিঃশ্রেয়সসাধনত্বং সিদ্ধম্। * * তস্মাদ্ব্যাকরণশাস্ত্রং পরমপুরুষার্থসাধনতয়া ধ্যেতব্যমিতি সিদ্ধম্।"

আয়ুর্ব্বেদের দর্শনও এইরূপ। বোধ হয় সর্ব্বদর্শনসংগ্রহকার "রসেশ্বর দর্শন" আয়ুর্ব্বেদীয় দর্শনের উপলক্ষণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। যাহা হউক, রসেশ্বরদর্শন হইতে আয়ুর্ব্বেদীয় দর্শন শতগুণে উপাদেয়। চরক ও সুশ্রুতাচার্য্য প্রভৃতির দার্শনিক মত উপভোগের বস্তু।

অলঙ্কারশাস্ত্র, কাব্য, নাটক ও ছন্দঃ প্রভৃতি শাস্ত্রের দর্শন ও ভারতীয় চিন্তার প্রসার কেবল অধ্যাত্মরাজ্যে আবদ্ধ ছিল না; ভারতীয় চিন্তার প্রচার বহিঃরাজ্যেও প্রসারিত।* অলঙ্কারশাস্ত্র "রসের" পর্য্যালোচনায় প্রবৃত্ত। সেই রসই ব্রহ্মানন্দ। অলঙ্কার-শাস্ত্রের মতে "রসো বৈ সঃ" এই শ্রুতিই অলঙ্কারের উপাদান। ব্রহ্মানন্দই অলঙ্কারশাস্ত্রের তাৎপর্য্য। যেমন ব্যাকরণশাস্ত্র নিঃশ্রেয়সের অর্থাৎ মুক্তির হেতু, সেইরূপ অলঙ্কারশাস্ত্রও ব্রহ্মানন্দের হেতু। যেরূপ "শব্দব্রহ্মণি নিষ্ণাতঃ পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি" সেইরূপ অলঙ্কারের যে রস তাহার অনুশীলনে রসস্বরূপ পরমানন্দময় ব্রহ্মই অধিগত হন। বাস্তবিক মুক্তি সকল দার্শনিকেরই গ্রাহ্য। প্রাসঙ্গিকক্রমে একমাত্র বলিয়া আমরা প্রস্তাবিত বিষয়ের অনুসরণ করিব। সচরাচর লোকে ষড়্দর্শনের নাম শুনিয়াছেন। কিন্তু ভারতে এই ষড়্দর্শন ব্যতীত অন্যান্য দর্শনও বিদ্যমান। বৌদ্ধদর্শন, জৈনদর্শন এবং চার্ব্বাকদর্শন প্রভৃতিও ভারতীয় দর্শন। বৌদ্ধদর্শনের মতবাদ চারি ভাগে বিভক্ত। --সৌত্রান্তিক, বৈভাষিক, মাধ্যমিক ও যোগাচার। তথাপি বৌদ্ধমতের প্রধান বিভাগ দুইটা: হীনযান ও মহাযান এই দুই ভাগে বৌদ্ধমত ভারত ও অন্যান্য স্থানে প্রচারিত হইয়াছিল। অবশ্যই দুই মতের আচার-ব্যবহারে কেবল ভিন্নতা ছিল না, কিন্তু দার্শনিক মতবাদেও ভিন্নতা পরিস্ফুট হইয়াছিল।

দর্শনের বিভাগ

ষড়্দর্শনের ভিতরেও বিভাগ আছে। ন্যায়দর্শন দুই ভাগে বিভক্ত। প্রাচীন ও নব্য ন্যায়। নব্য ন্যায়ে প্রাচীন ন্যায়ের মতবাদ কোন কোনও স্থলে খণ্ডন হইয়াছে। রঘুনাথ শিরোমণি বৈশেষিক আকাশ নামক পদার্থ খণ্ডন করিয়াছেন। তদ্ভিন্ন

* ডাক্তার ব্রজেন্দ্রবাবু "Physical Sciences of the Hindoos" দ্রষ্টব্য।

ভট্টের মতানুসরণকারী আর এক প্রকার নৈয়ায়িকের বিষয় শুনিতে পাওয়া যায়। নব্য নৈয়ায়িকগণ ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের মিলন সাধন করিয়া এক অভিনব মতবাদ স্থাপন করিয়াছেন। মৈথিল গঙ্গেশোপাধ্যায়, তৎপুত্র বর্দ্ধমানোপাধ্যায়, বঙ্গদেশীয় রঘুনাথ শিরোমণি, জগদীশ, গদাধর প্রভৃতি নব্যন্যায়ের আচার্য্যস্থানীয়। অবশ্যই মৈথিল বল্লভাচার্য্য গঙ্গেশ ও রঘুনাথ হইতে প্রাচীন। তিনি স্বীয় গ্রন্থে "ন্যায়লীলাবতীতে" বৈশেষিকের পদার্থ নিরূপণ করিয়াছেন। কোন কোন মতে তৎপ্রণীত ন্যায়লীলাবতী নব্য-ন্যায়ের গ্রন্থরূপে পরিগণিত হইতে পারে না। (এই ন্যায়লীলাবতী নির্ণয়সাগর প্রেসে মুদ্রিত হইয়াছে)। বৈশেষিক দর্শনের টীকাকার শ্রীধর "ন্যায়কন্দলী" নামে প্রশস্তপাদভাষ্যের টীকা প্রণয়ন করেন। ন্যায়কন্দলীর প্রণেতা শ্রীধর ৯৯১ খ্রীষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন। উদয়নাচার্য্যও গঙ্গেশ হইতে প্রাচীন। আচার্য্য উদয়নই প্রাচীন ন্যায়ের শেষ আচার্য্য।*

গৌতমীয় ন্যায়সূত্রের উপর বাৎস্যায়নের ভাষ্য, ভাষ্যের উপর বাচস্পতি মিশ্রের "বার্ত্তিক-তাৎপর্য্য টীকা" এবং "বার্ত্তিকতাৎপর্য্যের" উপরে উদয়নাচার্য্যের "তাৎপর্য্যপরিশুদ্ধি" টীকা আছে। এইস্থলেই প্রাচীন ন্যায়াচার্য্যগণের সমাপ্তি। অতএব ন্যায়াচার্য্যরূপে গঙ্গেশ ও রঘুনাথ প্রভৃতিকে গ্রহণ করায় কোনও দোষ হইতে পারে না।†

---

* [উদয়নাচার্য্যের সময় তাঁহার লক্ষণাবলী গ্রন্থের শেষে দেখা যায়, যথা—

তর্কাম্বরাঙ্কপ্রমিতেষ্বতীতেষু (৯০৬) শকান্ততঃ।

বর্ষেষূদয়নশ্চক্রে সুবোধাং লক্ষণাবলীম্।

সুতরাং উদয়নাচার্য্য ৯০৬ শকাব্দ বা ৯৮৭ খ্রীষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন। গঙ্গেশোপাধ্যায়ের সময় "নব্যন্যায়—ব্যাপ্তিপঞ্চক" গ্রন্থের ভূমিকায় ১১৭৮ খ্রীষ্টাব্দ বলিয়া নানা যুক্তিসহকারে নির্দ্ধারিত হইয়াছে। সং]

†। নব্যন্যায়ের সূত্রপাত প্রশস্তপাদভাষ্যে দেখা যায়। তৎপরে শিবাদিত্য বা ব্যোমশিবাচার্য্যের সপ্তপদার্থী গ্রন্থে উহার পুষ্টি হয়। এই

সাংখ্য দর্শনে কোনরূপ মতবাদের পার্থক্য না থাকিলেও বাচস্পতি মিশ্র ও বিজ্ঞানভিক্ষুর মতে কোন কোন স্থলে পার্থক্য আছে। অবশ্যই ইহাকে সাম্প্রদায়িক মতভেদ বলা যাইতে পারে না। পূর্ব্বমীমাংসার দুইটী প্রবল সম্প্রদায় বর্ত্তমান। এক—প্রভাকরমত, দ্বিতীয়—ভট্টমত। উভয় মতের পৃথকত্ব আর প্রদর্শিত হইল না। ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে মতবাদের ভিন্নতা-প্রদর্শন আবশ্যক। আমাদের প্রস্তাবিত বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত নহে বলিয়া বিরত রহিলাম। বেদান্তমতেও বহু সম্প্রদায়। বৈষ্ণব, শৈব প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ই স্বীয় স্বীয় মতানুসারে ব্রহ্মসূত্র, গীতা এবং উপনিষদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইহারই ফলে বেদান্তদর্শন নানারূপ মতবাদে বিভক্ত হইয়াছে। ইহাদের প্রথম ও প্রধান বিভাগ—অদ্বৈতবাদ এবং দ্বৈতবাদ।

দ্বৈতবাদের অন্তরে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, শুদ্ধাদ্বৈতবাদ, দ্বৈতাদ্বৈতবাদ এবং ভেদাভেদবাদ প্রভৃতি বহু মতবাদ অবস্থিত। আচার্য্য শঙ্কর অদ্বৈতবাদী, সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে বিবর্ত্তবাদী। জগৎ মায়িক বলিয়াই—জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন বলিয়াই অদ্বৈতব্রহ্মবাদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আচার্য্য রামানুজ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী। মধ্বাচার্য্য দ্বৈতবাদী। তাঁহার

ব্যোমশিবাচার্য্য শ্রীশঙ্করাচার্য্যেরও পূর্ব্ববর্ত্তী। কারণ, মাধবীয় শঙ্করবিজয়ে আছে "নীলকণ্ঠ পণ্ডিত, আচার্য্য শঙ্করের সহিত বিচারকালে ব্যোমশিবাচার্য্যের পক্ষে তর্ক করিতে আরম্ভ করিলেন" ইত্যাদি। শঙ্করাচার্য্যের সময় পরে নির্দ্ধারিত হইয়াছে। ব্যোমশিবের পর ভাসর্ব্বজ্ঞের উদয়। তৎপরে উদয়নাচার্য্যের লক্ষণাবলি গ্রন্থে নব্যন্যায়ের পুষ্টি দেখা যায়। তৎপরে শ্রীবল্লভাচার্য্যের ন্যায়লীলাবতী গ্রন্থে উহার বিস্তৃতি। পরিশেষে গঙ্গেশের গ্রন্থে উহার পূর্ণতা ঘটিয়াছে। বৌদ্ধদিগের দিকে দৃষ্টি করিলে নব্যন্যায়ের সূত্রপাত ধর্ম্মকীর্ত্তির সময় বলা যায়। তাঁহার ন্যায়বিন্দু গ্রন্থ ইহার নিদর্শন হইতে পারে। যাহা হউক নব্যন্যায়ের আচার্য্য বলিতে উদয়নাচার্য্যকেই বুঝায়। সং]

মতবাদকে স্বতন্ত্রাস্বতন্ত্রবাদও বলা হয়। আচার্য্য বল্লভ শুদ্ধাদ্বৈতবাদী। আচার্য্য নিম্বার্ক দ্বৈতাদ্বৈতবাদী। গৌড়ীয় বলদেব বিদ্যাভূষণ অচিন্ত্যভেদাভেদবাদী।* শৈবাচার্য্যগণ বিশিষ্টশিবাদ্বৈতবাদী। নকুলীশ পাশুপতমতে হরদত্তাচার্য্য প্রভৃতি আচার্য্যগণও দ্বৈতবাদী। শ্রীকণ্ঠাচার্য্যের ভাষ্যও সুপ্রসিদ্ধ। ভাস্করাচার্য্য ভেদাভেদবাদী। প্রত্যভিজ্ঞাসম্প্রদায় বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী। যদিও তাঁহারা জীব ও শিবের অভিন্নতা স্বীকার করেন, তথাপি তাঁহাদিগকে অদ্বৈতবাদী বলা যাইতে পারে না। কারণ, তাঁহাদের মতে জগৎ নিত্য, এবং মায়াময় নহে। এই সকল মতই সৃষ্টিতত্ত্বসম্বন্ধে পরিণামবাদী। প্রাচীন ভাষ্যকার বিজ্ঞানভিক্ষুকে সমন্বয়বাদী বলা যাইতে পারে। তাঁহার মতও দ্বৈতবাদ। সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে তিনি পরিণামবাদী।

ভারতে সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে তিন প্রকার মতভেদ আছে—আরম্ভবাদ, পরিণামবাদ ও বিবর্ত্তবাদ। ন্যায় ও বৈশেষিক আরম্ভবাদী। তাঁহাদের মতে পার্থিব, জলীয়, তৈজস ও বায়বীয় এই চতুর্ব্বিধ পরমাণু দ্ব্যণুকাদিরূপে ব্রহ্মাণ্ড পর্য্যন্ত জগৎ আরম্ভ বা সৃষ্টি করে। উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্য অসৎ, কারকব্যাপারের পরে তাহা উদ্ভূত হয়। অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি হয়। ইহাদের মতে অবয়ব হইতে অবয়বী দ্রব্যের উৎপত্তি হয়। যথা—সূত্র হইতে বস্ত্রের উৎপত্তি। অবয়ব ও অবয়বী এক বস্তু নহে। দুইটি ভিন্ন বস্তু। সূত্র ও বস্ত্র পৃথক্। সূত্র বস্ত্রের উপাদানকারণ। বস্ত্রের সহিত সূত্রের এইমাত্র সম্বন্ধ। অবশ্যই ইহাদের মতে অভাব হইতে ভাবোৎপত্তি হয়। দ্বিতীয়—পরিণামবাদ। পরিণামবাদেরও দুই প্রকার ভাগ আছে। প্রথম ভাগ—সাংখ্য, পাতঞ্জল ও পাশুপত

* গৌড়ীয়বৈষ্ণবমতে ভাষ্যকার—বলদেব বিদ্যাভূষণ, তিনিই ব্রহ্মসূত্রের গোবিন্দভাষ্য প্রণয়ন করেন। [অচিন্ত্যভেদাভেদবাদটা জীবগোস্বামীরই বলা ভাল। সং]

মতাবলম্বিগণের অনুমোদিত। তাঁহাদের মতে সত্ত্বরজস্তমোগুণাত্মক প্রধান বা প্রকৃতিই মহদহঙ্কারাদিক্রমে জগদাকারে পরিণত হইয়াছে। উৎপত্তির পূর্ব্বেও কার্য্য সূক্ষ্মরূপে কারণে বর্ত্তমান ছিল, কারণ-ব্যাপারেই অভিব্যক্ত হইয়াছে। ইঁহারা অভাব হইতে ভাবোৎপত্তি স্বীকার করেন না। প্রাগভাব এবং ধ্বংসাভাব ইঁহাদের স্বীকৃত নহে। আবির্ভাব ও তিরোভাবই ইঁহারা অঙ্গীকার করেন। ইঁহারা বলেন—কারণে কার্য্য অনভিব্যক্ত অবস্থায় ছিল—এখন প্রকাশিত হইয়াছে এই মাত্র। ইঁহাদের মতে কার্য্য ও কারণ অভিন্ন। দ্বিতীয় পক্ষ—বৈষ্ণবাচার্য্যগণ। ইঁহারাও পরিণামবাদী। ইঁহাদের মতে ব্রহ্মই জগদাকারে পরিণত হইয়াছেন। বিবর্ত্তবাদী বলেন—স্বপ্রকাশ পরমানন্দ অদ্বিতীয় ব্রহ্মই স্বমায়াবলম্বনে মিথ্যা জগদাকারে কল্পিত হন। বেদান্তদর্শনের আলোচনা-প্রসঙ্গে আরম্ভবাদের আলোচনা আমাদের প্রসঙ্গাধীন নহে। তবে যে সকল স্থলে আরম্ভবাদ খণ্ডিত হইয়াছে, তত্তৎস্থলের প্রসঙ্গে আরম্ভবাদ আবশ্যক। কিন্তু পরিণাম ও বিবর্ত্তবাদই বেদান্তমতের আলোচনাপ্রসঙ্গে অত্যাবশ্যক। সংক্ষিপ্তভাবে এস্থলে আভাষমাত্র প্রদত্ত হইল। তত্তৎমতবাদের ইতিহাসপ্রনয়নকালে যথাসম্ভব বিবরণ প্রদান করিবার ইচ্ছা রহিল। অদ্বৈতবাদের আচার্য্যগণের মধ্যেও অল্পবিস্তর মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। তাঁহারা আচার্য্য শঙ্করের মতবাদকে ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে নানারূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহাদের মতের পার্থক্য আলোচনাপ্রসঙ্গে দেখাইবার ইচ্ছা আছে। অন্ততঃ সহস্রাধিক বৎসরকাল ভারতের চিন্তারাজ্যে বেদান্তের প্রভাব কিরূপে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল, তাহা আমরা অনুধাবন করিতে পারিব। নানারূপ রাষ্ট্রীয় পরিবর্ত্তনেও অন্তঃশৃঙ্খলার ফলে ভারতীয় দার্শনিক চিন্তার গতি রুদ্ধ হয় নাই। অবশ্যই কোন কোন মতবাদ রাজনৈতিক প্রভাবে কতকটা পরিমাণে দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবমতের উপর রাষ্ট্রীয় আঘাত পড়িয়াছে। চৈতন্যদেবের শিষ্য-প্রশিষ্যগণের

পরের রাষ্ট্রীয় অত্যাচার সর্ব্বজনবিদিত। অবশ্য রাজা অনেক ক্ষেত্রে মতবাদের প্রচারে সাহায্যও করিয়াছেন, আর কোন কোনও স্থলে প্রতিরোধও করিয়াছেন। অবশ্যই আভ্যন্তরীণ শান্তি না থাকিলে এরূপ দার্শনিকতার বিকাশ হইতে পারিত না। ১৮শ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ পর্য্যন্ত ভারতে দার্শনিক ক্ষেত্রে নানারূপ গ্রন্থ বিরচিত হইয়াছে। ১৮শ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে দার্শনিক গ্রন্থ বিরচন একপ্রকার শেষ হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। এমন কোনও শতাব্দী অতীত হয় নাই, যে শতাব্দীতে অদ্বৈতমতে গ্রন্থ বিরচিত হয় নাই। অবশ্যই আচার্য্য শঙ্করের কালনির্ণয়ের উপর আমাদের এই মন্তব্য নির্ভর করে। অতীতের কথা ছাড়িয়া দিলে অন্ততঃ খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ পর্য্যন্ত ভারতীয় দর্শনের সত্যযুগ। সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা এই সহস্র বৎসরকাল দর্শনের সকল ক্ষেত্রেই প্রকট। ১৮শ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ হইতে দার্শনিক রাজ্যে কোনও বিশেষ উন্মেষ বা উত্তেজনা পরিলক্ষিত হয় না। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে যে সকল গ্রন্থ বিরচিত হইয়াছে, তাহাতে মৌলিকতাও পরিদৃষ্ট হয় না। মুসলমান-শাসনসময়েও আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলার ফলে দার্শনিক মতবাদ বিস্তার লাভ করিয়াছে। যাহারা বলেন মুসলমান সময়ে শৃঙ্খলা ছিল না, তাঁহাদিগকে এ বিষয়ে অবহিত হইতে অনুরোধ করি। মুসলমানগণের শাসনসময়েই মধুসূদন সরস্বতী, অপ্পয় দীক্ষিত প্রভৃতি মহামনীষাসম্পন্ন সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র দার্শনিকের আবির্ভাব হয়। বিদ্যারণ্য মুনীশ্বরের সময় উত্তর ভারত মুসলমান-শাসনাধীন ছিল। আলাউদ্দিনের বিজয়-বাহিনী দাক্ষিণাত্য আক্রমণ করিয়া বিধ্বস্ত করিয়াছিল। ১২৯৪—১৩১২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে দাক্ষিণাত্যবিজয় সংসাধিত হয়। ১৩৩৫ বা ১৩৩৬ খৃষ্টাব্দে মাধবাচার্য্য (বিদ্যারণ্য) বিজয়নগর রাজ্য সংস্থাপন করেন। অবশ্যই দাক্ষিণাত্যেই বৈদান্তিক আচার্য্যগণের আবির্ভাব সবিশেষ দৃষ্ট হয়। দাক্ষিণাত্যের স্বাধীনতার ফলে এই দার্শনিক চিন্তার বিস্তার

হইয়াছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। স্বাধীন ভারতে স্বাধীন দার্শনিক চিন্তার প্রচার ও প্রসার অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু তাহা হইলেও মুসলমান-শাসনকালেও বল্লভাচার্য্য, বলদেব বিদ্যাভূষণ, অপ্পয় দীক্ষিত অমলানন্দ, মধুসূদন সরস্বতী, ব্রহ্মানন্দ সরস্বতী এবং আচার্য্য চিৎসুখ প্রভৃতি আচার্য্যগণের আবির্ভাব হইয়াছে। শ্রীহর্ষ মিশ্র, মুসলমান আক্রমণের সন্ধিস্থলে অবস্থিত। ন্যায়দর্শনের ক্ষেত্রেও রঘুনাথ শিরোমণি প্রভৃতি মুসলমান-শাসনকালেই আপনাদের দার্শনিক প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। বৈশেষিক দর্শনের টীকাকার শঙ্কর মিশ্রও মুসলমান-শাসনকালে বর্ত্তমান ছিলেন। বৈশেষিক দর্শনের উপর টীকা শঙ্কর মিশ্রের বিরচিত। তিনিই শ্রীহর্ষরচিত খণ্ডনখণ্ডখাদ্যের টীকাকার। তখন চিন্তার প্রসার অব্যাহত ছিল বলিয়াই গ্রন্থাদি-প্রণয়ন সম্ভবপর হইয়াছিল। গৌড়পাদাচার্য্য ব্যতীত বেদান্তের মনীষার জন্য সমস্ত ভারত দক্ষিণ ভারতের নিকট ঋণী। কারণ, আচার্য্যগণ অনেকেই দক্ষিণ ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। দক্ষিণ ভারতের মনীষা ভারতকে সঞ্জীবিত রাখিয়াছে। রামানুজাচার্য্যের জীবনচরিত-লেখক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণস্বামী আয়াঙ্গার মহোদয় "Sir Ramanujacharya—His Life and Times" নামক প্রবন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা অতীব সত্য। * কিন্তু এই প্রসঙ্গে অন্য একটি বিষয় স্মরণ রাখিতে হইবে।

* আয়াঙ্গার মহোদয় লিখিয়াছেন,—"To the religious history of India, the contributions that the Southern half has had to make have been many. The South generally enjoyed more peaceful development and was long out of the convulsions that threw the north into confusion, and all the internal revolutions and external attacks sent out the pulse of the impact almost spent out to the south. This has been of great advantage and

ভারতের দার্শনিক পীঠস্থান কাশীধাম। বোধ হয় অতি প্রাচীন কাল হতেই বারাণসী শিক্ষাদীক্ষার কেন্দ্র। কারণ, বুদ্ধদেবও বুদ্ধত্ব লাভের পরেই ধর্ম্মচক্রপ্রবর্ত্তনমানসে কাশীতে আসিয়াছিলেন। * সারনাথ আজিও তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। আচার্য্য শঙ্করের প্রতিভাও কাশীতে বিকাশ পাইয়াছে। তিনিও স্বীয় মত প্রচারার্থ কাশীকে কেন্দ্র করিয়াছিলেন। আচার্য্য মধ্বও নিজ মত প্রতিষ্ঠার জন্য সূত্রভাষ্য সহিত কাশীতে আসিয়াছিলেন। খ্রীঃ পূঃ ৬ষ্ঠ বা ৭ম শতাব্দীর বহু পূর্ব্ব হইতেই কাশী ধর্ম্মের কেন্দ্ররূপে পরিগণিত হইয়াছিল। কাশীর ন্যায় স্থানে মত প্রচারিত হইলেই সমস্ত ভারতে প্রচারিত হইত। মুসলমান-শাসনকালেও কাশীর শান্তি অব্যাহত ছিল। অবশ্যই আরঙ্গজেবের আক্রমণ বাদ দিতে হইবে। মুসলমান শাসনসময়েই মধুসূদন সরস্বতী কাশীধামে অদ্বৈতসিদ্ধি প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। দক্ষিণভারত, গৌড়পাদকর্তৃক প্রজ্বলিত প্রদীপ অধিকতর প্রজ্বলিত করিলেও কাশীই সেই প্রোজ্জ্বল আলোক সমস্ত ভারতে বিকীর্ণ করিয়াছে। আমাদের একটী বিষয় মনে হয়, মুসলমান-শাসনকালে নানারূপ বিপ্লব সত্ত্বেও আভ্যন্তরীণ স্বাধীনতা ও শান্তি ছিল। বেদান্তের প্রতিভা যেমন দক্ষিণ ভারতের বিশেষত্ব, ন্যায়ের প্রতিভা তেমনই উত্তর ভারতের বিশেষত্ব। উত্তরভারতেও বিপ্লবের সময়েই নব্যন্যায়ের উদ্ভব। এই সকল প্রমাণবলেই মনে হয় উত্তর ভারতের রাষ্ট্রীয় বিপ্লবের মধ্যেও আভ্যন্তরীণ শান্তি ছিল। প্রাচীন ভারতে যেরূপ বৈদেশিক আক্রমণ বা রাষ্ট্রীয় বিপ্লবের কালেও সাধারণ শিল্পী এবং কৃষকগণ নিজ নিজ কার্য্যে নিয়োজিত থাকিত,

---

...t is precisely in the dark ages of the north, that often intervened brighter epochs, that the South sent out its light to relieve the darkness." (2nd. Edition P.P.I.)

* "বারাণসীং গমিস্সামি ধম্মচক্কং পবত্তামি।"

তাহাদের কোনও রূপ অসুবিধাই হইত না, সেইরূপ মুসলমান শাসনকালেও আভ্যন্তরীণ শান্তি ছিল। তাহারই ফলে দার্শনিক চিন্তার বিস্তৃতিলাভ ঘটিয়াছে।

বেদান্তদর্শনের প্রতিপাদ্য তত্ত্বজ্ঞান, তদনুকূল কর্মতত্ত্ব এবং সৃষ্টিতত্ত্ব। বেদান্তশাস্ত্রে এই তিনটি বিষয় যথাযথ আলোচিত ও মীমাংসিত হইয়াছে। ব্রহ্মসূত্রে তত্ত্বজ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনা সমধিক পরিমাণে করা হইয়াছে। এবং গৌণরূপে সৃষ্টিতত্ত্ব ও কর্মতত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে। ইহাই হইল ভারতীয় দার্শনিক চিন্তার যৎকিঞ্চিৎ পরিচয়।

এইবার আচার্য্যগণের জীবনচরিত আলোচনা করা যাউক। বিশেষতঃ তাঁহাদের জীবিতাবস্থায় তাৎকালিক পারিপার্শ্বিক অবস্থা কিরূপ ছিল তাহা জানা একান্ত প্রয়োজনীয়। অবশ্যই আচার্য্যগণের মধ্যে অনেকেরই সময় ও দেশের পরিচয় প্রদান করা অসম্ভব কারণ, অনেক আচার্য্যই সন্ন্যাসী। আত্মপরিচয় তাঁহারা প্রায়ই প্রদান করেন নাই। গুরু ও পরমগুরুর নাম করিয়াই অনেকে অনেক ক্ষেত্রে ক্ষান্ত হইয়াছেন। প্রধান প্রধান গ্রন্থকারগণের কালনির্দ্ধারণে আমরা যথেষ্ট চেষ্টা করিলাম। ভ্রমপ্রমাদ অনিবার্য্য। পরবর্ত্তী কোনও ঐতিহাসিক এই কার্য্যভার গ্রহণ করিলে অনেক লুপ্ত রত্নের উদ্ধার হইতে পারিবে এবং জাতীয় চিন্তার ইতিহাস জাতীয় জাগরণের সহায় হইয়া বিশ্বমানবের কল্যাণে নিয়োজিত হইতে পারিবে। গ্রন্থকর্ত্তার জীবনীপ্রদানের তাৎপর্য্য এই যে, গ্রন্থকর্ত্তার জীবনে তাঁহার মতবাদ প্রকট থাকে। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের চরণাশ্রিত স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ শ্রীরামানুজচরিতে যাহা লিখিয়াছেন, তাহাও প্রণিধানের যোগ্য। তিনি লিখিতেছেন,— "আর একটি কথা। দুরূহ ও দুরধিগম্য উপদেশরাজি কণ্ঠস্থ করা অপেক্ষা মহাপুরুষগণের জীবনীপাঠে অধিক লাভ আছে। তাহার কারণ এই যে, নিরবয়ব সুতরাং দুর্গ্রাহ্য উপদেশগুলি সাধুজীবনে

সাবয়ব হইয়া প্রকাশ পাওয়ায় সাতিশয় সহজগ্রাহ্য হইয়া থাকে এবং সাধারণ মানবমণ্ডলীর পক্ষে সুখানুকরণীয় হওয়ায় তাঁহারা অনায়াসে তত্ত্ববিত্তের অনুসরণ করিয়া সাধুতার পথে অগ্রসর হয়েন, এবং জীবভাব পরিত্যাগ করিয়া ক্রমে দেবত্ব আশ্রয় করিবার অধিকার প্রাপ্ত হয়েন।" বাস্তবিক আচার্য্যগণের জীবনে তৎপ্রতিপাদিত মতবাদ প্রতিফলিত হয়। সুতরাং জীবনের সহিত মতবাদের মিলন অবশ্যম্ভাবী। হৃদয়ের অন্তর্নিহিত ভাবই তাঁহাদের ভাষায় ফুটিয়া উঠে। সুতরাং তাঁহাদের লিখিত বিষয়ের সহিত জীবনের যোগ অনিবার্য্য। মতবাদ তাঁহাদের জীবনে "সাবয়ব" হয়। অতএব জীবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদানও ঐতিহাসিকের কর্ত্তব্য। কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে আমরা কতদূর কৃতকার্য্য হইতে পারিব তাহা সুধীবর্গ বিবেচনা করিবেন। অবশ্যই দর্শনের ইতিহাসলেখকের পক্ষে জীবনচরিত বিস্তৃতভাবে লিখিবার আবশ্যকতা নাই; তথাপি আমরা আচার্য্যগণের বিবরণ প্রদান করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। বেদান্তদর্শনের ইতিহাস প্রণয়নের চেষ্টা এই প্রথম বলিলেও অত্যুক্তি বা অতিশয়োক্তি হইবে না।

বঙ্গদেশে মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয় "ফেলোসিপের বক্তৃতায়" বেদান্তদর্শনের বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু ঐতিহাসিকভাবে তাহা প্রদত্ত হয় নাই। মোক্ষমূলর তৎপ্রণীত "Vedanta Philosophy" এবং "Six Systems of Indian Philosophy" নামক প্রবন্ধদ্বয়ে কেবল আচার্য্য শঙ্কর ও রামানুজের মত আলোচনা করিয়াছেন। ডুসেন সাহেবও তৎকৃত "Philosophy of the Upanishads" নামক প্রবন্ধে শঙ্করমতের আলোচনা করিয়াছেন। কোনও প্রবন্ধই ইতিহাসের আকার ধারণ করে নাই। ডাক্তার থিব আচার্য্য শঙ্কর ও রামানুজের ভাষ্য ভাষান্তরিত করিয়াছেন। হিন্দী সাহিত্যে বিচারসাগর, বিচার-প্রকাশ প্রভৃতি বেদান্তের প্রকরণ গ্রন্থ বিরচিত হইয়াছে। কিন্তু

ঐতিহাসিকভাবে সকল মত প্রদত্ত হয় নাই। ভারতীয় কোনও ভাষায় এরূপ কোনও ইতিহাস প্রণীত হইয়াছে কি না—জানি না। প্রাচীন আচার্য্যগণের মধ্যে বিদ্যারণ্য মুনীশ্বরের সর্ব্বদর্শনসংগ্রহের বিষয় পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। সেখানিও ঐতিহাসিক গ্রন্থ নহে; অপ্পয় দীক্ষিত অদ্বৈতমতের বিবরণ তৎকৃত সিদ্ধান্তলেশসংগ্রহ নামক গ্রন্থে প্রদান করিয়াছেন। তৎপ্রণীত মতসারসংগ্রহ নামক গ্রন্থেও আচার্য্য শঙ্কর, শ্রীকণ্ঠ, রামানুজ ও মধ্ব প্রভৃতির মতের সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম প্রদত্ত হইয়াছে। এই গ্রন্থ পদ্যে বিরচিত। ঐতিহাসিক ভাবে লিখিত নহে। এতদ্ব্যতীত অদ্বৈতমতে তিনি "নয়মঞ্জরী"* মাধ্বমতে "ন্যায় মুক্তাবলী" এবং ইহার ব্যাখ্যা, রামানুজমতে "নয়ময়ূখমালিকা"† এবং পাশুপতমতে "মণিমালিকা" প্রভৃতি প্রকরণগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। কিন্তু ঐতিহাসিক ধারা রক্ষা করিয়া কোন গ্রন্থ বিরচিত হয় নাই। মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহোদয়ের Fellowship এর বক্তৃতায়ও মতের সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম প্রদত্ত হইয়াছে। তাঁহার গ্রন্থ অতি উপাদেয়, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু উহাকেও বেদান্তদর্শনের ইতিহাসরূপে গ্রহণ করা যায় না। সুতরাং আমাদের এই চেষ্টা প্রথম। যেরূপ অসুবিধার ভিতরে কার্য্য করিতে হইতেছে, তাহাতে ভ্রমপ্রমাদ অবশ্যম্ভাবী, আশা করি সহৃদয় সুধীবর্গ ঔদার্য্যাদি গুণে তাহা ক্ষমা করিবেন। নারায়ণের প্রীতির জন্য গ্রন্থ লিখিত হইল। তিনি সর্ব্বাত্মস্বরূপ, তিনি সর্ব্বান্তর্য্যামী, তিনি প্রীত হইলেই আমাদের শ্রম সার্থক মনে করিব।

এস্থলে বলা ভাল যে, যে প্রবল প্রতিকূলতার মধ্যে এই গ্রন্থ লিখিতে উদ্যত হইয়াছি, জগদ্গুরুর অনুগ্রহে তাঁহার তৃপ্তিসাধন

* এই গ্রন্থের নামমাত্র শুনিতে পাওয়া যায়।

† এই গ্রন্থ এখনও প্রকাশিত হয় নাই। মান্দ্রাজ G. O. M. L. সূচীপত্র দ্রষ্টব্য।

করিতে পারিলেই আমাদের কর্ত্তব্য শেষ হইবে। নারায়ণ প্রীত হউন, বিশ্বের শান্তি হউক, ইহাই প্রার্থনীয়।

অবতরণিকায় বেদান্তদর্শনের প্রভাব ও প্রাচীনতা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, তৎসম্বন্ধে আরও সামান্য বলিবার আছে। সেকেন্দরের ভারত-আক্রমণ সময়েও বেদান্তচিন্তার ও সন্ন্যাসিগণের ক্রিয়া-কলাপ দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রীক্ বিবরণে যাহাদিগকে Sophists বা তার্কিক বলা হইয়াছে, তাঁহাদের মতবাদ বৈদান্তিক মতবাদের সদৃশ বলিয়াই প্রতীত হয়। ষ্ট্রাবো যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহার সার মর্ম্ম এই :—

"বহির্জগতের বিষয়ের অতীত হওয়াই প্রকৃত পূর্ণতা। জীবন ও মৃত্যু উভয়ই সমান। সুখ দুঃখ সমান। জীবন মৃত্যু, সুখ দুঃখ পরিস্থিতিতে ঔদাসীন্যই প্রকৃত শান্তি। তার্কিকগণের মতে এই জীবন মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ শিশুর জীবনের মত। জীবনের অন্তেই জীবনের আরম্ভ, তাঁহাদের একমাত্র চেষ্টা ভবিষ্যৎ জীবনের পূর্ণতাসংসাধন। তাঁহারা ভালমন্দের বাস্তবত্ব স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে বহির্বিষয়দ্বারা মানুষ সুখী দুঃখী হয় না, কিন্তু নিজেদের মানসিক ধারণার জন্যই সুখ দুঃখ। স্বপ্নাবস্থার সুখ-দুঃখের ন্যায় মানবের সুখদুঃখ বোধ হয়।" (Strabo, lib XV. P. 490 ed 1587)। এই মতবাদ দেখিলে স্পষ্ট উপলব্ধি হয়—ইহা বৈদান্তিক মতের ছায়া। স্বপ্নদৃশ্যের ন্যায় সুখ-দুঃখ প্রভৃতি ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞানের অবাস্তবত্ব প্রতিপাদন করা বৈদান্তিক মতেই সম্ভব। সন্ন্যাসিগণের তিনটী বিভাগ গ্রীক্ বিবরণে দৃষ্ট হয়। Brachmanes (ব্রাহ্মণ), Germanes (জর্ম্মান—শ্রমণ (?)) এবং Sophists তার্কিক সন্ন্যাসিগণকেই লক্ষ্য করিয়া বোধ হয় এইরূপ বিভাগ করা হইয়াছে।

গ্রীক্ বিবরণে যে সকল তপস্যার কথা উল্লিখিত আছে, তাহা যোগী ও সন্ন্যাসীর জীবনেই সম্ভব। যোগের কঠোর তপস্যা তাঁহাদের জীবনে পরিস্ফুট। তাঁহারা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়াও বাস করিতেন। এই

সাধুগণের বিষয় ওনিসিক্রিটাস্ (Onesicritus) এর নিকট হইতে পাওয়া যায়। এজন্য Straboর গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। (Strabo, lib XV P. 192)। সেকেন্দর ওনিসিক্রিটাস্‌কে (Onesicritus) সাধুগণের সহিত কথোপকথন করিতে পাঠাইয়াছিলেন। কারণ, সাধুগণ সেকন্দরের নিকট আগমনে অস্বীকৃত হইয়াছিলেন। ওনিসিক্রিটাস্ (Onesicritus) নগর হইতে দুই মাইল দূরে সাধুগণকে দেখিতে পান। তাঁহারা নগ্ন ও রৌদ্রে সন্তপ্ত হইতে-ছিলেন। কতক শায়িত, কতক দণ্ডায়মান, কতক উপবিষ্ট ছিলেন; কিন্তু সকলেই প্রভাত হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত এক অবস্থায় স্থিরভাবে অবস্থিত ছিলেন। ওনিসিক্রিটাস্ (Onesicritus) কল্যাণ (Calanus) নামক সাধুর সহিত আলাপ করিতে অগ্রসর হইলেন। সাধু তাঁহার সহিত একটু স্বতন্ত্রতার সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন। বৈদেশিক ব্যবহারের জন্য হাস্যপরিহাসও করিলেন এবং সমস্ত পরিচ্ছদ ত্যাগ করিয়া নগ্ন হইয়া প্রস্তরে উপবেশন-পূর্ব্বক প্রশ্ন করিতে আদেশ করিলেন। ইহাতে সকলের অপেক্ষা যিনি বৃদ্ধ সেই সাধু "মণ্ডন" (Mandanis) তাঁহাকে তিরস্কার করিলেন ও ওনিসিক্রিটাস্‌কে (Onesicritus) মৃদুবাক্যে ভারতীয় জ্ঞান ও বিজ্ঞান উপদেশ দিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন, কিন্তু গ্রীকদেশে যাইতে অনুরোধ করায় তিনি অস্বীকার করিলেন। তিনি বলিলেন, "আমার এই শরীরের জন্য যাহা আবশ্যক তাহা ভারতেই আছে। এই কষ্টদায়ক নরকতুল্য শরীর গেলেই হইল। দেহান্তেই প্রকৃত সুখ।"

এই সকল বিবরণ পাঠ করিলেও বৈদান্তিক মতের প্রসার খ্রীঃ পূঃ ৩য় শতাব্দীতেও পরিদৃষ্ট হয়, মেগাস্থিনিস্‌ও ব্রাহ্মণ ও জার্ম্মন (Brachmanes and Germanes) এই দুই সম্প্রদায়ের উল্লেখ করিয়াছেন। এরিষ্টোবোলাস্‌ও (Aristobolus) দুইজন সাধুর উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি তক্ষশিলায় তাঁহাদিগকে দেখিতে

পাঠাইয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে (Strabo lib XV P. 491 এবং 492) দ্রষ্টব্য। ম্যাক্‌রিডল্ (Mc Reidle) সাহেবের গ্রন্থখানি পাঠ করিলে এই সকল বিষয় জানিতে পারা যায়। যাহা হউক এ বিষয়ে অধিক লিখিয়া গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি করায় লাভ নাই।

ইহার পর সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে হর্ষবর্দ্ধনের রাজত্বকালে চৈনিক পর্য্যটক হিউয়েন্‌সঙ্গ নালন্দা প্রভৃতি স্থানে আত্মবিদ্যা অধ্যয়ন করিয়াছিলন এবং হর্ষবর্দ্ধনের নিকটে অবস্থান কালে ব্রাহ্মণগণের সহিত তর্ক করিয়াছিলেন। উনি সাংখ্য, যোগ, বেদান্ত প্রভৃতি শীলভদ্রের নিকট অধ্যয়ন করিয়াছিলেন,—এ সমস্ত তৎপ্রণীত বিবরণ হইতেই পাওয়া যায়।* সুতরাং বেদান্তদর্শনের প্রভাব ও প্রাচীনতা সম্বন্ধে সন্দিহান হইবার কোন কারণই নাই।

ব্রহ্মসূত্রের বিবরণ

ব্রহ্মসূত্রের প্রণেতা ভগবান্ বেদব্যাস। তিনিই বেদের বিভাগকর্ত্তা ও মহাভারতের প্রণেতা। অষ্টাদশ মহাপুরাণ তদ্‌বিরচিত বলিয়াই প্রসিদ্ধ। ভারতীয় ইতিবৃত্ত ইহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। পুরাণে, পরবর্ত্তী কালে কোন কোন অংশ সংযোজিত হইলেও পুরাণ অতিশয় প্রাচীন। বহু গ্রন্থেই পুরাণের উল্লেখ রহিয়াছে। কৌটিল্যপ্রণীত অর্থশাস্ত্রেও পুরাণের উল্লেখ দেখিতে পাই। কৌটিল্য চন্দ্রগুপ্তের সমসাময়িক। চন্দ্রগুপ্ত খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৪র্থ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন, সুতরাং কৌটিল্যের অবস্থিতিকাল খ্রীঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দী। কিন্তু তৎপূর্ব্বেও পুরাণের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। কারণ অন্যান্য তৎপূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থেও পুরাণের উল্লেখ রহিয়াছে। পুরাণ ব্যতীত যোগবাশিষ্ঠরামায়ণ এবং অধ্যাত্মরামায়ণও তৎপ্রণীত

* বিল্ (Beal) সাহেব প্রণীত Life of Hiuen Tsang ও Watters সাহেব প্রণীত The Yuan chwang গ্রন্থ পাঠ করিলে এই বিবরণ দৃষ্ট হইবে।

বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। তিনি যুধিষ্ঠিরাব্দের প্রারম্ভকালে জীবিত ছিলেন। মহাভারতদৃষ্টে ইহাই প্রতীয়মান হয়। মহাভারতের কাল খ্রীঃ পূঃ ৩১০২ গ্রহণ করিলে, তিনি খ্রীষ্টের জন্মের তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন। তাৎকালিক ভারতের অবস্থায় তাঁহার পক্ষে এত গ্রন্থ বিরচন অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না; বেদের বিভাগকর্ত্তা, মহাভারতের প্রণেতা যে ব্রহ্মসূত্র বিরচন করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। যেহেতু মহাভারতে ব্রহ্মসূত্রের উল্লেখ এবং ব্রহ্মসূত্রে মহাভারতের উল্লেখ রহিয়াছে। ব্রহ্মসূত্রে "বাদরায়ণ" নাম উল্লেখ থাকায় ব্রহ্মসূত্র তদ্বিরচিত বলিয়াই বোধ হয়। বেদবিভাগকর্ত্তার পক্ষেই বেদান্ত সূত্রবিরচন সম্ভব।

ব্রহ্মসূত্র চারি অধ্যায় ষোলপাদে বিভক্ত। "ষোড়শকল" পুরুষের ন্যায় শারীরক মীমাংসা ১৬পাদে বিভক্ত হওয়াই সমীচীন। ইহাতে সমগ্র সূত্রসংখ্যা ৫৫৫। অবশ্য এই সংখ্যা ভাষ্যকার আচার্য্য শঙ্করের অনুমোদিত। রামানুজাচার্য্য, নিম্বার্কাচার্য্য প্রভৃতি সূত্র সম্বন্ধে আচার্য্য শঙ্করের গৃহীত পাঠের অনুমোদন করেন নাই। রামানুজ যাহাকে একটী সূত্ররূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, শঙ্করের গ্রন্থে তাহাকে দুইটী সূত্ররূপে গৃহীত হইতে দেখা যায়। ২।২ পাদের "রচনানুপপত্তেশ্চ নানুমানম্" এই পর্য্যন্তই আচার্য্য শঙ্করের মতে প্রথম সূত্র, এবং "প্রবৃত্তেশ্চ" দ্বিতীয় সূত্র। কিন্তু রামানুজ উভয় সূত্রকে এক সূত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছেন। অধিকরণ প্রভৃতি বিষয়েও মতভেদ রহিয়াছে। প্রত্যেক পাদে অনেকগুলি অধিকরণ আছে। এই অধিকরণ হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে বেদান্তদর্শনে কতকগুলি বিষয় বিচারিত এবং মীমাংসিত হইয়াছে। ৫৫৫টী সূত্রের মধ্যে ১৯২টী অধিকরণ সূত্র এবং ৩৬৩টী গৌণ সূত্র। প্রথম অধ্যায়ে ৪০ অধিকরণ ও ১৩৪টী সূত্র। দ্বিতীয় অধ্যায়ে ৪৭ অধিকরণ এবং

১৫৭টী সূত্র। তৃতীয় অধ্যায়ে ৬৭ অধিকরণ এবং ১৮৬টী সূত্র; চতুর্থ অধ্যায়ে ৩৮ অধিকরণ এবং ৭৮টী সূত্র আছে। মোট ১৯২ অধিকরণ ও ৫৫৫টী সূত্র আছে।

সূত্র সম্বন্ধে অদ্বৈতবাদী আচার্য্যগণের মধ্যেও মতভেদ দৃষ্ট হয়। বৃত্তিকার রঙ্গনাথ প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদের "রূপোপন্যাসাচ্চ" এই ২৩ সূত্রের পরে "প্রকরণাৎ" বলিয়া অন্য একটি সূত্র অঙ্গীকার করিয়াছেন। "বৈয়াসিক-ন্যায়মালা"-প্রণেতা ভারতাতীর্থ মুনিও স্বগ্রন্থে "প্রকরণাৎ" এই সূত্রটি গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু ভামতীকার বাচস্পতিমিশ্র প্রভৃতি আচার্য্যগণ ইহাকে সূত্ররূপে গ্রহণ করেন নাই। বাচস্পতিমিশ্র "প্রকরণাৎ" এই পদকে ভাষ্যের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। (১) বাচস্পতিমিশ্র প্রভৃতি আচার্য্যগণের অনুসরণ করিয়া আমরা "প্রকরণাৎ" এই পদকে পৃথক্ সূত্ররূপে গ্রহণ করিলাম না। ইহাকে পৃথক্ সূত্ররূপে গ্রহণ করিলে ৫৫৬টি সূত্র হয়। আমাদের মনে হয় উহাকে পৃথক্ সূত্ররূপে গ্রহণ করিবার কোন হেতু নাই।

এখন প্রস্তাবিত বিষয়ের অনুসরণ করা যাউক। ব্রহ্মসূত্রের প্রথম অধ্যায়ে সমন্বয়, দ্বিতীয়ে অবিরোধ, তৃতীয়ে সাধন এবং চতুর্থে ফল নির্ণীত হইয়াছে।

প্রথম অধ্যায়ে সকল বেদান্তবাক্যের তাৎপর্য্য যে ব্রহ্মে

১। ভামতীকার ১।২।২৩ সূত্রের ভাষ্যের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—"প্রকরণং খল্বেতদ্বিশ্বযোনেঃ, সন্নিধিশ্চ জায়মানানাং সন্নিধেশ্চ প্রকরণং বলীয়ঃ—ইতি জায়মানপরিত্যাগেন বিশ্বযোনেরেব প্রকরণিনো রূপাভিধানমিতি চেৎ? ন। প্রকরণিনঃ শরীরোপাধ্যাদিভিঃ তস্য বিগ্রহবত্তাবিরোধাৎ। ন চৈতাবতা শ্রুতিলক্ষণয়োঃ প্রকরণবিরোধাৎ স্বার্থত্যাগেন সর্ব্বাত্মতামাত্রপরা ইতি যুক্তম্। ...তত্ত্বার্থপ্রকৃষ্টার্থাং প্রকরণাদবলীয়স্ত্বাৎ। সিদ্ধে চ প্রকরণিনোঽসংবন্ধে জায়মান মধ্যপাতিত্বং জায়মানগ্রহণে কারণমুপন্যস্তং ভাষ্যকৃতা"।

(ভামতী দ্রষ্টব্য)

পর্য্যবসিত তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে সম্ভাবিত বিরোধ পরিহৃত হইয়াছে। তৃতীয় অধ্যায়ে বিদ্যার সাধন নির্ণীত হইয়াছে এবং চতুর্থ অধ্যায়ে বিদ্যার ফল নির্ণীত হইয়াছে।

প্রথম অধ্যায়ের—প্রথমপাদে স্পষ্টব্রহ্মলিঙ্গ বাক্যসমূহ মীমাংসিত হইয়াছে। দ্বিতীয় পাদে অস্পষ্ট ব্রহ্মলিঙ্গক বাক্য সকল বিচারিত এবং উপাস্যবিষয়ক বাক্যাবলী মীমাংসিত হইয়াছে। তৃতীয় পাদেও অস্পষ্ট ব্রহ্মলিঙ্গক বাক্য সকল বিচারিত হইয়াছে কিন্তু এ পাদে জ্ঞেয় ব্রহ্মবিষয়ক বাক্য সকলেরই মীমাংসা করা হইয়াছে। চতুর্থ পাদে সন্দিগ্ধ বাক্য সকল বিচারিত হইয়া মীমাংসিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়—প্রথম পাদে সাংখ্যযোগ ও বৈশেষিক প্রভৃতি মতবাদ এবং তত্তৎ মতানুকূল তর্কের বিরোধ পরিহৃত হইয়াছে। দ্বিতীয় পাদে সাংখ্যাদি মতের অযৌক্তিকত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। তৃতীয় পাদের পূর্ব্বভাগে পঞ্চমহাভূতশ্রুতির আপাতঃবিরোধ পরিহৃত হইয়াছে। উত্তরভাগে জীবশ্রুতির বিরোধ নিরাকৃত হইয়াছে। চতুর্থ পাদে লিঙ্গশরীর-বিষয়ক শ্রুতির বিরোধ পরিহৃত হইয়াছে।

তৃতীয় অধ্যায়—প্রথমপাদে জীবের পরলোকগমনাগমন-সম্বন্ধীয় বিচার্য্য বৈরাগ্য নিরূপিত হইয়াছে। দ্বিতীয়পাদের পূর্ব্বভাগে "ত্বং" পদার্থ শোধিত এবং উত্তরভাগে "তৎ" পদার্থ শোধিত হইয়াছে। তৃতীয়পাদে সগুণ বিদ্যা সমূহে গুণোপসংহার এবং নির্গুণ ব্রহ্মে অপুনরুক্ত পদের উপসংহার নির্ণীত হইয়াছে। চতুর্থপাদে নির্গুণ জ্ঞানের বহিরঙ্গ সাধনভূত আশ্রম ও যজ্ঞাদি এবং অন্তরঙ্গ সাধনভূত শমদমধ্যানপ্রভৃতি সাধন নিরূপিত হইয়াছে।

চতুর্থ অধ্যায়—প্রথমপাদে শ্রবণাদিবলে নির্গুণ ব্রহ্মসাক্ষাৎকার এবং উপাসনাবলে সগুণব্রহ্মসাক্ষাৎকার করিলে জীবিতাবস্থায় পাপপুণ্যলেপবিশূন্য মুক্তি অধিগত হয়—উহাই নির্ণীত হইয়াছে। দ্বিতীয়পাদে কর্ম্মাধিকারীর উৎক্রান্তির প্রকার নিরূপিত হইয়াছে।

তৃতীয়পাদে সগুণ ব্রহ্মবিদের মৃত্যুর পরে উত্তরমার্গ-প্রাপ্তির কথিত হইয়াছে। চতুর্থপাদের পূর্ব্বভাগে নির্গুণব্রহ্মবিদের বিদেহকৈবল্য প্রপঞ্চিত হইয়াছে, এবং উত্তরভাগে সগুণব্রহ্মবিদের ব্রহ্মলোকস্থিতি নিরূপিত হইয়াছে।

আচার্য্য শংকরের মতানুযায়ী এই বিভাগ প্রদর্শিত হইল। অন্যান্য আচার্য্যগণের এই সকল বিভাগে সামান্য সামান্য মতদ্বৈধ আছে।

এক্ষণে সূত্রগুলির বিবরণ প্রদান আবশ্যক।

প্রথম অধ্যায়—প্রথমপাদে ১১টী ন্যায়সূত্র এবং ২০টী অঙ্গসূত্র অর্থাৎ ১১টী অধিকরণ সূত্র এবং ২০টী গৌণ সূত্র আছে। দ্বিতীয়পাদে ৭টী অধিকরণ সূত্র এবং ২৫টী গৌণ সূত্র আছে। তৃতীয়পাদে ১৪টী অধিকরণ সূত্র এবং ২৯টী গৌণ সূত্র আছে। চতুর্থপাদে ৮টী অধিকরণ সূত্র এবং ২০টী অঙ্গসূত্র আছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়—প্রথমপাদে ১৩টী অধিকরণ সূত্র এবং ২৪টী অঙ্গসূত্র বিদ্যমান। দ্বিতীয়পাদে ৮টী অধিকরণ সূত্র ও ৩৭টী অঙ্গ-সূত্র রহিয়াছে। তৃতীয়পাদে ১০টী অধিকরণ সূত্র ও ৩৬টী অঙ্গসূত্র আছে। চতুর্থপাদে ৯টী অধিকরণ সূত্র এবং ১৩টী গৌণ সূত্র বিদ্যমান।

তৃতীয় অধ্যায়—প্রথম পাদে ৬টী অধিকরণ সূত্র ও ২১টী গৌণ সূত্র আছে। দ্বিতীয় পাদে ৮টী অধিকরণ সূত্র এবং ৩৩টী গৌণ সূত্র আছে। তৃতীয় পাদে ৩৬টী অধিকরণ সূত্র এবং ৩০টী গৌণ সূত্র রহিয়াছে। চতুর্থ পাদে ১৭টী অধিকরণ সূত্র ও ৩৫টী অঙ্গ সূত্র আছে।

চতুর্থ অধ্যায়—প্রথম পাদে ১৪টী অধিকরণ ও ৫টী গৌণ সূত্র, দ্বিতীয় পাদে ১১টী অধিকরণ ও ১০টী গৌণ সূত্র, তৃতীয় পাদে ৬টী অধিকরণ ও ১০টী গৌণ সূত্র এবং চতুর্থ পাদে ৭টী অধিকরণ ও ৫টী গৌণ সূত্র আছে।

এক্ষণে দেখিতে হইবে ব্রহ্মসূত্রসমূহ কোন্ কোন্ শাস্ত্রের বাক্য ও মত অবলম্বনে বিরচিত হইয়াছে। অবশ্যই বৈদিক শাস্ত্রই মুখ্য উপাদান। মহাভারত ও তদন্তর্গত গীতা এবং মনুসংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থের বাক্য লক্ষ্য করিয়াও সূত্র বিরচিত হইয়াছে। দর্শনের মধ্যে সাংখ্য, পাতঞ্জল, ন্যায়, বৈশেষিক ও পূর্ব্ব-মীমাংসা দর্শনের মত নিরসন করিবার জন্যও সূত্রনিচয় গ্রথিত হইয়াছে। পাঞ্চরাত্রমতও খণ্ডিত হইয়াছে। পাঞ্চরাত্রমত অতি প্রাচীন। মহাভারতেও পাঞ্চরাত্রমতের উল্লেখ আছে। ব্রহ্মসূত্রেও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ও দ্বৈতাদ্বৈতবাদের উল্লেখ আছে। মহাভারতের শান্তি ও অনুশাসন-পর্ব্বে পাঞ্চরাত্র মতের সুস্পষ্ট উল্লেখ দেখা যায়। আচার্য্য শঙ্কর, বৌদ্ধ ও জৈনমত খণ্ডন করিবার জন্যও সূত্র সকল ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইহা দেখিয়া কেহ বলিয়াছেন, ব্রহ্মসূত্র বৌদ্ধপ্রভাবের পরে বিরচিত হইয়াছে। আমাদের বিবেচনায় ইহা নিতান্ত অসঙ্গত। কারণ, বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্য উপনিষদে ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদের উল্লেখ আছে।

বৃহদারণ্যক উপনিষদের প্রথম অধ্যায় দ্বিতীয় ব্রাহ্মণে এবং ছান্দোগ্য উপনিষদের ৭ম অধ্যায় ৭ম ও ৮ম খণ্ডে ক্ষণিক বিজ্ঞান-বাদের উল্লেখ আছে। কঠোপনিষদের ৬ষ্ঠ বল্লীতেও ক্ষণিক বিজ্ঞান-বাদের উল্লেখ রহিয়াছে। বৃহদারণ্যকোপনিষদের দ্বিতীয় ব্রাহ্মণের প্রথম কণ্ডিকায় নিম্নলিখিত শ্রুতি আছে—

"নৈবেহ কিংচনাগ্র আসীন্ মৃত্যুনৈবেদমাবৃতমাসীৎ।"(১) এই শ্রুতিকে শূন্যবাদ ও ক্ষণিকবাদের উপাদানরূপে আচার্য্য শঙ্কর ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্য প্রভৃতি শ্রুতি বুদ্ধদেবের পরে বিরচিত হয় নাই। এই সকল উপনিষদে শূন্যবাদ ও ক্ষণিকবাদের সুস্পষ্ট উল্লেখ থাকায় ব্রহ্মসূত্রকে বুদ্ধদেবের

১। বৃহদারণ্যক উপনিষৎ—আনন্দাশ্রম সংস্করণ (১৯০২) ২০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

পরবর্ত্তী বলা যাইতে পারে না। আচার্য্য শঙ্করের পরমগুরু গৌড়-পাদাচার্য্যও তৎকৃত মাণ্ডুক্যোপনিষদের কারিকায় মন আত্ম ও বিজ্ঞানাত্মবাদের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—

"মন ইতি মনোবিদো বুদ্ধিরিতি চ তদ্বিদঃ।
চিত্তমিতি চিত্তবিদো ধর্ম্মাধর্ম্মৌ চ তদ্বিদঃ॥

(মাণ্ডুক্যোপনিষৎকারিকা বাণীবিলাস প্রেসের আচার্য্যের গ্রন্থাবলী ৫ম খণ্ড ১২৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

মন-আত্মবাদ ও বিজ্ঞানাত্মবাদ সম্বন্ধে আচার্য্য শঙ্করও লিখিয়াছেন,—"দেহমাত্রং চৈতন্যবিশিষ্টমাত্মা ইতি প্রাকৃতা জনা লোকায়তিকাশ্চ প্রতিপন্নাঃ। ইন্দ্রিয়াণ্যেব চেতনান্যাত্মেত্যপরে। মন ইত্যন্যে বিজ্ঞানমাত্রং ক্ষণিকমিত্যেকে।" (ব্রহ্মসূত্র ভাষ্য ১।১।১ সূত্র)। চার্ব্বাকপ্রভৃতির মতও অতীব প্রাচীন। বৃহস্পতিনামক অতি প্রাচীন আচার্য্য চার্ব্বাকমত প্রচার করিতেন। লোকায়তিক মতবাদ ও চার্ব্বাকমত সমানার্থক। লোকায়তিক মতবাদ মহা-ভারতেও বিদ্যমান। মহাভারত শান্তিপর্ব্ব রাজধর্ম্মপর্ব্বে ৩৮।৩৯ অধ্যায়ে সবিস্তারে চার্ব্বাকের প্রসঙ্গ উল্লিখিত হইয়াছে। দেহাত্মবাদ ও মন-আত্মবাদ অতি প্রাচীন। মহাভারতে যুধিষ্ঠিরের রাজ্যাভিষেক-সময়ে চার্ব্বাকের উপস্থিতির বিষয় জানিতে পারা যায়। চার্ব্বাক নামক রাক্ষস দুর্য্যোধনের সখা ছিল। রামায়ণেও চার্ব্বাক-মতাবলম্বী জাবালি নামক জনৈক চার্ব্বাকের (দেহাত্মবাদীর) বিবরণ দৃষ্ট হয়। রামচন্দ্র, বনগমনকালে পিতৃকর্তৃক নির্ব্বাসন বর্ণনা করিলে, জাবালি চার্ব্বাকসম্মত মতবাদে রামচন্দ্রকে পিতার বিরুদ্ধে প্রোৎসাহিত করিলেন। চার্ব্বাকের মতবাদের ইঙ্গিত কোন কোন উপনিষদেও দেখিতে পাওয়া যায়। পরবর্ত্তীকালে "বেদান্তসার" প্রণেতা সদানন্দ, চার্ব্বাক প্রভৃতি মতবাদের যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে প্রতীয়মান হয় যে, প্রাচীনকালে শ্রুতির কদর্থ করিয়াই চার্ব্বাক মত প্রতিষ্ঠা লাভ

করিয়াছে। (১) বিজ্ঞানাত্মবাদ বৌদ্ধের অভিমত। উপনিষদে বিজ্ঞানাত্মবাদ এবং মহাভারতে ও রামায়ণে লোকায়তিকমবাদ দেখিতে পাই। সুতরাং সূত্রকার ঐ সকল মতবাদ অবলম্বনে সূত্র বিরচন করিয়াছেন—ইহাই প্রতিপন্ন হয়। বৌদ্ধ * এবং জৈনগণও বলেন—বুদ্ধদেব এবং মহাবীরস্বামীর পূর্ব্বেও বহু বুদ্ধ ও অর্হতের আবির্ভাব হইয়াছে। মহাবীরস্বামী তীর্থঙ্করগণের মধ্যে চতুর্ব্বিংশস্থানীয়। এই ইতিবৃত্ত অমূলক বলিয়া মনে হয় না। জৈন তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ খ্রীঃ পূঃ দশম শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহার সময়েও বেদান্তসূত্র বর্ত্তমান ছিল। এই ইতিবৃত্তের ঐতিহাসিকতা অবশ্য স্বীকার্য্য। এই ইতিবৃত্তও অমূলক বলিয়া মনে হয় না। জৈনসূত্রে সাংখ্য ও মীমাংসা প্রভৃতি দর্শনের উল্লেখ পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। (অবতরণিকা ২৯-৪১ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। ব্রহ্মসূত্রকারের সময়েও বৈনাশিক মতবাদ ছিল। তদবলম্বনেই সূত্র সকল বিরচিত হইয়াছে। বাস্তবিক বৌদ্ধমতের অনুরূপ বৈনাশিকমতবাদ অতি প্রাচীনকালেও ভারতে প্রচারিত হইত। সেই প্রাচীন মতবাদ আশ্রয় করিয়াই বুদ্ধদেব স্বীয় মত প্রচার করেন এবং তাঁহার মতবাদ বিকৃত হইয়াই পরবর্ত্তীকালে বৌদ্ধদার্শনিকমতবাদ চারি সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়াছে। উপনিষদের বিজ্ঞানাত্মবাদকে লক্ষ্য করিয়াই ক্ষণিক-বিজ্ঞানবাদ উদ্ভূত হইয়াছে। তদ্রূপ শ্রুতির অর্থ বিকৃত করিয়া সর্ব্বশূন্যবাদ স্থাপিত হইয়াছে। বিশেষতঃ ভাষ্যকার আচার্য্য শঙ্কর যে সকল সূত্র অবলম্বনে বৌদ্ধ ও জৈনমতের নিরসন

১। সদানন্দ বেদান্তসারে লিখিয়াছেন,—"ইতরস্তু চার্ব্বাকঃ অন্যোঽন্তর আত্মা মনোময় ইত্যাদি শ্রুতেঃ মনসি সুপ্তে প্রাণাদেরভাবাৎ অহং সংকল্পবানহং বিকল্পবানিত্যাদ্যনুভবাচ্চ মন আত্মেতি বদতি"। (বেদান্তসার নির্ণয়সাগর প্রেসে মুদ্রিত কর্ণেল জেকবির সংস্করণ; তৃতীয় সংস্করণ ২৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

* হীনযান ও মহাযান উভয় মতেই বুদ্ধদেবের পূর্ব্ববর্ত্তী বহু বুদ্ধ স্বীকার করা হয়।

করিয়াছেন, সেই সূত্রগুলি পর্য্যালোচনা করিলে প্রতীয়মান হয় যে, প্রাচীন বৈনাশিকমত অবলম্বন করিয়াই সূত্রগুলি বিরচিত হইয়াছে। আধুনিক বৌদ্ধমত নিরাকৃত হয় নাই। আচার্য্য শঙ্করও স্বীয় ভাষ্যে মহাযান ও হীনযান প্রভৃতি বিভাগের উল্লেখ করেন নাই, অথবা সৌত্রান্তিক, বৈভাষিক, মাধ্যমিক ও যোগাচার প্রভৃতি দার্শনিক বিভাগেরও উল্লেখ করেন নাই। সুতরাং সূত্রকার প্রাচীন বৈনাশিকমত নিরসন করিয়াছেন বলিয়াই প্রতীত হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদের ১৮শ সূত্র হইতে ৩২শ সূত্র বৈনাশিক মতবাদ নিরাকরণ করিতে বিরচিত হইয়াছে। এই সকল সূত্রে সর্ব্বাস্তিত্ববাদ, বিজ্ঞানাস্তিত্ববাদ এবং সর্ব্বশূন্যবাদ নিরাকৃত হইয়াছে। শঙ্কর স্বীয় ভাষ্যে সর্ব্বাস্তিত্ববাদ ও ক্ষণিক-বিজ্ঞানবাদ নিরাকরণ করিয়া সকল প্রমাণবিরুদ্ধ বলিয়া সর্ব্বশূন্যবাদে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছেন। বৌদ্ধ অভ্যুদয়ের বহু পূর্ব্বেই এই সকল মতবাদ ভারতে প্রচারিত ছিল। উপনিষৎ-প্রভৃতি ইহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। সূত্রগুলির বিশেষত্ব এই যে, সূত্রগুলি এমনভাবে রচিত যে, বৌদ্ধবাদ অনায়াসে খণ্ডিত হইতে পারে। *

---

* বৌদ্ধমতের নিরাকরণে নিম্নলিখিত সূত্রগুলির অবতারণা করা হইয়াছে।

"সমুদায় উভয়হেতুকেঽপি তদপ্রাপ্তিঃ" ২।২।১৮

"ইতরেতরপ্রত্যয়ত্বাদিতি চেন্নোৎপত্তিমাত্রনিমিত্তত্বাৎ" ২।২।১৯

উত্তরোৎপাদে চ পূর্ব্বনিরোধাৎ। ২।২।২০। অসতি প্রতিজ্ঞোপরোধো যৌগপদ্যমন্যথা। ২।২।২১। প্রতিসংখ্যাপ্রতিসংখ্যানিরোধাপ্রাপ্তিরবিচ্ছেদাৎ। ২।২।২২। উভয়থা চ দোষাৎ। ২।২।২৩। আকাশে চাবিশেষাৎ ২।২।২৪। অনুস্মৃতেশ্চ ২।২।২৫। নাসতোঽদৃষ্টত্বাৎ ২।২।২৬। উদাসীনানামপি চৈবং সিদ্ধিঃ ২।২।২৭। নাভাব উপলব্ধেঃ ২।২।২৮। বৈধর্ম্ম্যাচ্চ ন স্বপ্নাদিবৎ ২।২।২৯। ন ভাবোঽনুপলব্ধেঃ ২।২।৩০। ক্ষণিকত্বাচ্চ ২।২।৩১। সর্ব্বথানুপপত্তেশ্চ ২।২।৩২ সূত্র। সূত্রগুলি colourless সুতরাং বৌদ্ধবাদনিরাকরণের উপযোগী হইয়াছে। প্রাচীনমতবাদ লক্ষ্য করিয়া সূত্রগুলি বিরচিত হইবার একান্ত সম্ভাবনা।

সূত্রগুলির রচনাভঙ্গী দেখিয়া প্রতীয়মান হয় যে, আধুনিক বৌদ্ধবাদ অবলম্বন করিয়া সূত্রগুলি বিরচিত হয় নাই। সূত্রে বর্ত্তমানে প্রচলিত বৌদ্ধমতের ছায়া দেখিতে পাওয়া যায় না। এজন্য আধুনিক বৌদ্ধমত প্রাচীনমত অবলম্বনে প্রপঞ্চিত হইয়াছে বলিয়াই প্রতীতি জন্মে। জৈনমতনিরসনপ্রসঙ্গে ৩৩শ সূত্র হইতে ৩৬শ সূত্রের অবতারণা হইয়াছে। এই সকল সূত্রেও একই বস্তুতে যুগপৎ বিরুদ্ধধর্ম্মের সমাবেশ হইতে পারে না, ইহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে। জৈনমতের সপ্তভঙ্গিন্যায়ে কিন্তু বিরুদ্ধধর্ম্মের এক বস্তুতে সমাবেশ স্বীকৃত হইয়াছে। সুতরাং সূত্রবলে জৈন-সিদ্ধান্ত নিরাকৃত হইতে পারে। জৈনমতে একধর্ম্মীতে বিরুদ্ধ-ধর্ম্মের সমাবেশ হইতে পারে বলা হয়। বাস্তবিক, জৈনসিদ্ধান্তের অনুরূপ সিদ্ধান্ত অতি প্রাচীনকাল হইতেই বর্ত্তমান। মহাবীর-স্বামী নূতন মত প্রচার করেন নাই। তিনি ঐ মতের প্রবর্ত্তক নহেন, একজন প্রধান আচার্য্য মাত্র। যেমন, শঙ্কর অদ্বৈতমতের প্রবর্ত্তক নহেন, একজন প্রধান আচার্য্য মাত্র, সেইরূপ মহাবীর-স্বামীও একজন আচার্য্য মাত্র।

জৈনমতনিরসনে যে সকল সূত্রের অবতারণা হইয়াছে, তাহাতেও বর্ত্তমান জৈনমতের সুস্পষ্ট ছায়া দেখিতে পাই না।* পক্ষান্তরে মনে হয় প্রাচীনকালে জৈনমতের অনুরূপ মতবাদ ভারতে প্রচলিত ছিল। সেই মতবাদ অবলম্বন করিয়া জৈনমত স্থাপিত হইয়াছে। মনআত্মবাদ ও বিজ্ঞানাত্মবাদ যে অতীব প্রাচীন, তাহা উপনিষৎপাঠে প্রতীত হয়। ন্যায়দর্শনকার গোতম মন-আত্মবাদকে পূর্ব্বপক্ষরূপে গ্রহণ করিয়া নিরসন করিয়াছেন।

* জৈনমতখণ্ডনের জন্য নিম্নলিখিত সূত্রগুলির অবতারণা হইয়াছে—

নৈকস্মিন্নসম্ভবাৎ ২।২।৩৩; এবং চাত্মাকার্ৎস্ন্যম্। ২।২।৩৪। ন পর্য্যায়াদপ্যবিরোধো বিকারাদিভ্যঃ ২।২।৩৫। অন্ত্যাবস্থিতেশ্চোভয়-নিত্যত্বাদবিশেষঃ। ২।২।৩৬।

ঋগ্বেদীয় চরণব্যূহে এবং যজুর্ব্বেদীয় চরনব্যূহে মীমাংসা ও ন্যায়দর্শনের উল্লেখ রহিয়াছে।* বাস্তবিক চার্ব্বাক প্রভৃতি লোকায়তিক এবং বৌদ্ধ জৈন প্রভৃতির বৈনাশিক ও বিরুদ্ধবাদ অতি প্রাচীনকাল হইতেই ভারতে প্রচারিত ছিল।

প্রাণাত্মবাদও বৃহদারণ্যকোপনিষদে দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ উপনিষদে প্রাণাত্মবাদ খণ্ডিত হইয়াছে। ভারতীয় সকল মতবাদেরই জন্মভূমি শ্রুতি। অতএব ব্রহ্মসূত্র বৌদ্ধযুগের পরে বিরচিত হইয়াছে, অথবা বৌদ্ধ ও জৈনমত খণ্ডনের সূত্রগুলি প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, এইরূপ আশঙ্কা করিবার কারণ নাই। বিশেষতঃ বুদ্ধদেবের পূর্ব্ববর্ত্তী উপবর্ষাচার্য্য ব্রহ্মসূত্রের বৃত্তি বিরচন করেন; সুতরাং ঐরূপ আশঙ্কার কোনও কারণই থাকিতে পারে না।

ব্রহ্মসূত্র প্রধানতঃ নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি অবলম্বনে প্রণীত হইয়াছে

১।	ঈশাবাস্যোপনিষৎ	...	শুক্লযজুর্ব্বেদীয়।
২।	কেন উপনিষৎ	...	সামবেদীয়।
৩।	কঠ ”	...	কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয়।
৪।	প্রশ্ন ”	...	অথর্ব্ববেদীয়।
৫।	মুণ্ডক ”	...	”
৬।	মাণ্ডুক্য ”	...	”
৭।	ঐতরেয় ”	...	ঋগ্বেদীয়।
৮।	তৈত্তিরীয় ”	...	কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয়।
৯।	ছান্দোগ্য ”	...	সামবেদীয়।
১০।	বৃহদারণ্যক ”	...	শুক্লযজুর্ব্বেদীয়।
১১।	শ্বেতাশ্বতর ”	...	কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয়।
১২।	কৌষীতকি ”	...	ঋগ্বেদীয়।
১৩।	কৈবল্য ”	...	শুক্লযজুর্ব্বেদীয়।

* "তস্মাৎ সাঙ্গমধীত্য ব্রহ্মলোকে মহীয়তে। তথা প্রতিপদমনুপদং ছন্দো ভাষা ধর্ম্মো মীমাংসা ন্যায় তর্কা ইত্যুপাঙ্গানি॥" (চরণ ব্যূহ)

১৪। জাবাল „ ... শুক্লযজুর্ব্বেদীয়।
১৫। কাণ্বশাখা অগ্নিরহস্য ব্রাহ্মণ ... „
১৬। তাণ্ডিশাখা „
১৭। শাট্যায়নিশাখা ... „
১৮। পৈঙ্গিরহস্য ব্রাহ্মণ ... „
১৯। { মহাভারত
২০। { শ্রীমদ্ ভগবদ্‌গীতা
২১। মনুস্মৃতি
২২। কপিলস্মৃতি অর্থাৎ সাঙ্খ্য দর্শন।
২৩। যোগস্মৃতি „ পাতঞ্জল দর্শন।
২৪। কণাদস্মৃতি „ বৈশেষিক দর্শন।
২৫। গোতমস্মৃতি „ ন্যায়দর্শন।
২৬। জৈমিনিস্মৃতি „ পূর্ব্বমীমাংসা দর্শন।
২৭। চার্ব্বাক, বৌদ্ধ, জৈন ও মাহেশ্বর প্রভৃতি মতানুরূপ মতবাদ।
২৮। পাঞ্চরাত্র মতবাদ।
২৯। ভাগবত মতবাদ।

আচার্য্য শঙ্করের ভাষ্যে প্রতীয়মান হয় ছান্দোগ্য উপনিষদের বাক্য অবলম্বনে যত সূত্র রচিত হইয়াছে, তত আর কোনও উপনিষদ্ অবলম্বনে বিরচিত হয় নাই।

ব্রহ্মসূত্রে মীমাংসক ঋষিগণের নামযুক্ত কতগুলি সূত্র দৃষ্ট হয়। তাঁহারা যে পূর্ব্বমীমাংসা এবং উত্তরমীমাংসার ঋষি তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। জৈমিনি, আশ্মরথ্য, বাদরি, বাদরায়ণ, ঔড়ুলোমি, কাশকৃৎস্ন, কার্ষ্ণাজিনি ও আত্রেয় ঋষির নাম দেখিতে পাই।

ঋষি	মীমাংসক ঋষির নামযুক্ত সূত্র	অধ্যায় প্রভৃতি।
জৈমিনি—	"সাক্ষাদপ্যবিরোধঃ জৈমিনিঃ" *।	১।২।২৮

* এতদ্ব্যতীত ১।৩।৩১; ১।৪।১৮; ৩।৩।৪০; ৩।৪।১৮; ৩।৪।৪০; ৪।৩।১২; ৪।৪।৫ এবং ৪।৪।১১ সূত্রে জৈমিনির নামোল্লেখ আছে।

"সম্পত্তেরিতি জৈমিনিস্তথা হি দর্শয়তি"। ১।২।৩১

আশ্মরথ্য—"অভিব্যক্তেরিত্যাশ্মরথ্যঃ"। ১।২।২৯

"প্রতিজ্ঞাসিদ্ধের্লিঙ্গমাশ্মরথ্যঃ"। ১।৪।২০

বাদরি— "অনুস্মৃতের্ব্বাদরিঃ" *। ১।২।৩০

"সুকৃতদুষ্কৃতে এবেতি তু বাদরিঃ"। ৩।১।১১

বাদরায়ণ—"তদুপর্য্যপি বাদরায়ণঃ সম্ভবাৎ †।" ১।৩।২৬

ঔড়ুলোমি—"উৎক্রমিষ্যত এবম্ভাবাদিত্যৌড়ুলোমিঃ"। ‡ ১।৪।২১

কাশকৃৎস্ন—"অবস্থিতেরিতি কাশকৃৎস্নঃ"। ১।৪।২২

কার্ষ্ণাজিনি—"চরণাদিতি চেন্নোপলক্ষণার্থেতি কার্ষ্ণাজিনিঃ"। ৩।১।৯

আত্রেয়— "স্বামিনঃ ফলশ্রুতেরিত্যাত্রেয়ঃ"। ৩।৪।৪৪

এই আটজন ঋষির নামোল্লেখ ব্রহ্মসূত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। ইঁহারা মীমাংসা শাস্ত্রের (অর্থাৎ উত্তর ও পূর্ব্বমীমাংসার) প্রাচীন আচার্য্য। ইহাতে স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হয় যে ব্যাসদেবের (বাদরায়ণের) পূর্ব্বেও পূর্ব্বমীমাংসাদর্শন এবং বেদান্তদর্শন আলোচিত ও মীমাংসিত হইত। বাদরায়ণ ঋষিই ব্যাসদেব। জৈমিনি ব্যাসদেবের শিষ্য বলিয়া প্রসিদ্ধ, সুতরাং সমসাময়িক। উভয়ে উভয়ের মতখণ্ডনের চেষ্টা করিয়াছেন। ইহাতেও উভয়ের সমসাময়িকত্ব প্রতিপন্ন হয়। ব্যাসদেবের সময় মীমাংসাদর্শনের যে সবিশেষ প্রতিপত্তি ছিল, তাহা ব্রহ্মসূত্রের সংস্থান দেখিলেই প্রতীয়মান হয়। জৈমিনির মত পূর্ব্বপক্ষরূপে গ্রহণ করিয়া সূত্রকার সিদ্ধান্তরূপে স্বকীয় মত স্থাপন করিয়াছেন। সূত্রকার যে সকল আচার্য্যের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন, তদ্দৃষ্টে মনে হয় বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ও ভেদাভেদবাদ বা দ্বৈতাদ্বৈতবাদ

* এতদ্ব্যতীত ৪।৩।৭ এবং ৪।৪।১০ সূত্রে বাদরির নামোল্লেখ আছে।

† এতদ্ব্যতীত ১।৩।৩৩; ৩।৩।৪১; ৩।৪।৮; ৩।৫।১৯ এবং ৪।৪।১২ সূত্রে বাদরায়ণের নামোল্লেখ আছে।

‡ এতদ্ব্যতীত ৩।৪।৪৫ এবং ৪।৪।৬ সূত্রে ঔড়ুলোমির নামোল্লেখ আছে।

সূত্রকারের সময়ে প্রচলিত ছিল। অদ্বৈতবাদের মতও সুপরিস্ফুট ছিল। আচার্য্য কাশকৃৎস্ন অদ্বৈতবাদী। বাদরায়ণ (ব্যাসদেব) তাঁহার মতের অনুমোদন করিয়াছেন। ১।৪।২০ সূত্রে আচার্য্য আশ্মরথ্যের মতবাদ প্রপঞ্চিত হইয়াছে। সূত্রটী "প্রতিজ্ঞাসিদ্ধেলিঙ্গ-মাশ্মরথ্যঃ।" এই সূত্রের ব্যাখ্যাকল্পে আচার্য্য শঙ্কর ও ভামতীকার বাচস্পতিমিশ্র আশ্মরথ্যকে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদিরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।§

এতদ্দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় আচার্য্য আশ্মরথ্য বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী ছিলেন। ১।৪।২১ সূত্রে আচার্য্য ঔড়ুলোমির মত প্রদর্শিত হইয়াছে। সূত্রটি এই—"উৎক্রমিষ্যতঃ এবম্ভাবাদিত্যৌড়ুলোমিঃ।" এই সূত্রের অর্থ পর্য্যালোচনা করিলে প্রতীত হয় আচার্য্য ঔড়ুলোমি

---

§ আচার্য্য শঙ্কর লিখিয়াছেন,—

"অস্ত্যত্র প্রতিজ্ঞা—'আত্মনি বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি ইদং সর্ব্বং যদয়মাত্মা' ইতি চ। তস্যাঃ প্রতিজ্ঞায়াঃ সিদ্ধিং সূচয়ত্যেতল্লিঙ্গং যৎপ্রিয়সংসূচিতস্যাত্মনো দ্রষ্টব্যত্বাদিসংকীর্ত্তনম্। যদি হি বিজ্ঞানাত্মা পরমাত্মনোঽন্যঃ স্যাৎ ততঃ পরমাত্মবিজ্ঞানেঽপি বিজ্ঞানাত্মা ন বিজ্ঞাত ইত্যেকবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানং যৎ প্রতিজ্ঞাতং তদ্ধীয়েত। তস্মাৎ প্রতিজ্ঞাসিদ্ধ্যর্থং বিজ্ঞানাত্মপরমাত্মনোরভেদাংশেনোপক্রমণমিত্যাশ্মরথ্য আচার্য্যো মন্যতে।" ১।৪।২০

এই ভাষ্যের টীকায় বাচস্পতি মিশ্র (৮ম—৯ম শতাব্দীতে) লিখিয়াছেন,—

"যথা হি বহ্নের্বিকারা ব্যুচ্চরন্তো বিস্ফুলিঙ্গা ন বহ্নেরত্যন্তং ভিদ্যন্তে, তদ্রূপনিরূপণত্বাৎ নাপি ততোঽত্যন্তম্ অভিন্না, বহ্নেরিব পরস্পরব্যাবৃত্ত্যভাবপ্রসঙ্গাৎ, তথা জীবাত্মানোঽপি ব্রহ্মবিকারা ন ব্রহ্মণোঽত্যন্তং ভিদ্যন্তে চিদ্রূপত্বাভাবপ্রসঙ্গাৎ। * * * সর্ব্বজ্ঞং প্রত্যুপদেশবৈয়র্থ্যাচ্চ। তস্মাৎ কথঞ্চিদ্ভেদো জীবাত্মনামভেদশ্চ।"

(ব্রহ্মসূত্রভাষ্য নির্ণয়সাগর প্রেস ১৯০৯ সংস্করণ ৩৩১ পৃ এবং ভামতী দ্রষ্টব্য)

সংসারদশায় ভেদ এবং মুক্তিতে অভেদ স্বীকার করেন।* পাঞ্চরাত্রমতেও এইরূপ ভেদাভেদবাদ পরিদৃষ্ট হয়।†

এই ভেদাভেদবাদ দেখিয়া মনে হয় ভাস্করাচার্য্য ও নিম্বার্ক সম্প্রদায় তাঁহাদের দ্বৈতাদ্বৈতবাদকে এই মতবাদের উপরে স্থাপিত করিয়াছেন। অতি প্রাচীনকালেও দ্বৈতাদ্বৈত বা ভেদাভেদবাদ প্রচলিত ছিল।

আচার্য্য ব্যাসদেবের এই উভয় মতই সম্মত নহে বলিয়া তিনি তৎপরবর্ত্তী সূত্রে‡ আচার্য্য কাশকৃৎস্নের মতই উদ্ধৃত করিয়াছেন, এবং আচার্য্য কাশকৃৎস্নের মত যে আচার্য্য ব্যাসদেবের সম্মত তাহা সূত্রের সংস্থান দেখিয়াই প্রতীত হয়। সূত্রটী এই—"অবস্থিতেরিতি কাশকৃৎস্নঃ।" ইহার ভাষ্যে আচার্য্য শঙ্কর লিখিয়াছেন,—

"অস্যৈব পরমাত্মনোঽনেনাপি বিজ্ঞানাত্মভাবেনাবস্থানাদুপপন্নমিদমভেদেনোপক্রমণমিতি কাশকৃৎস্ন আচার্য্যো মন্যতে।" (সূত্রভাষ্য নির্ণয়সাগর ১৯০২ সং ৩৩২ পৃঃ)

কাশকৃৎস্ন মুনির মতে পরমাত্মাই জীবভাবে অবস্থিতি করিতেছেন; ইহা দেখাইবার জন্যই শ্রুতি ঐরূপ অভেদ বর্ণনা করিয়াছেন। এই সকল প্রমাণে প্রতীয়মান হয়—আচার্য্য বাদরায়ণের পূর্ব্বেও অভেদবাদ, ভেদাভেদবাদ এবং বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের আচার্য্যগণ বর্ত্তমান ছিলেন। মহাভারতরচনার পূর্ব্বেই বেদান্তবাদ নানাকার ধারণ করিয়াছে—ইহা অবিসংবাদিত সত্য, এবং আচার্য্য বাদরায়ণ দ্বৈতাদ্বৈত এবং বিশিষ্টাদ্বৈতমতনিরসন করিয়াছেন। অবশ্যই এ সম্বন্ধে মতভেদ থাকিবার সম্ভাবনা। কারণ, দ্বৈতবাদী আচার্য্যগণ

* ১।৪।২১ সূত্রের শাঙ্করভাষ্য দ্রষ্টব্য।

† পাঞ্চরাত্র সম্প্রদায় বলেন,—

"আমুক্তের্ভেদ এব স্যাজ্জীবস্য চ পরস্য চ।
মুক্তস্য তু ন ভেদোঽস্তি ভেদহেতোরভাবতঃ॥"

‡ প্রথম অধ্যায় চতুর্থপাদ ২২শ সূত্র।

ব্রহ্মসূত্রের দ্বৈতপরই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু বৈদিকসংহিতা, উপনিষৎ, গীতা ও পুরণাদিপাঠে শ্রুতিসিদ্ধান্ত অদ্বৈতপর বলিয়াই আমাদের নিকট প্রতিভাত হয়।

ব্রহ্মসূত্রে যে সকল আচার্য্যের মত উদ্ধৃত হইয়াছে, তাঁহাদের সম্বন্ধে সুবিস্তৃত আলোচনা আবশ্যক। কারণ, তাহা হইতে পূর্ব্বমীমাংসা ও বেদান্তদর্শনের সমসাময়িকতা নিরূপিত হইবে এবং প্রাচীনকালে দার্শনিক আলোচনার প্রসারও উপলব্ধি হইবে।

আচার্য্য বাদরি

ব্রহ্মসূত্রে আচার্য্য বাদরির যে মতবাদ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা দেখিলে মনে হয় তিনি বৈদান্তিক আচার্য্য ছিলেন। তিনি পূর্ব্বমীমাংসক নহেন। তাঁহার মতবাদের সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম প্রদত্ত হইয়াছে। তাহা দেখিলেই আমাদের সিদ্ধান্তের সার্থকতা প্রতিপন্ন হইবে। তাঁহার মতে পরমেশ্বর মহান্ হইলেও প্রাদেশপ্রমাণ হৃদয়দ্বারা অর্থাৎ মনদ্বারা স্মৃত হন। * তিনি "রমণীয়চরণ" এবং "কপূয়চরণ" প্রভৃতি বিষয়ের প্রস্তাবে সুকৃত দুষ্কৃত কর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। † চরণ শব্দের অর্থ—কার্ষ্ণাজিনি মুনি 'অনুশয়' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, এবং তাঁহার মতের পোষকপ্রমাণরূপেই আচার্য্য বাদরির মত উদ্ধৃত হইয়াছে—সূত্রসংস্থান দেখিলে ইহাই প্রতীয়মান হয়। গতিশ্রুতিবলে সগুণ অথবা নির্গুণ ব্রহ্মলাভ হয়—ইহার বিচারপ্রসঙ্গে বাদরি আচার্য্যের অভিমত এই যে, গতিশ্রুতিবলে কার্য্যব্রহ্মই (অর্থাৎ সগুণ ব্রহ্মই) অধিগত হন। ‡ তাঁহার মতে অমানব পুরুষেরা ব্রহ্ম প্রাপ্ত করায়। এই ব্রহ্ম নির্গুণ ব্রহ্ম নহেন, কিন্তু সগুণ ব্রহ্ম। কারণ, সগুণব্রহ্মেই গতিশ্রুতির

* ১।২।৩০ সূত্র দ্রষ্টব্য।

† ৩।১।১১ সূত্র দ্রষ্টব্য।

‡ ৪।৩।৭ সূত্র দ্রষ্টব্য।

সঙ্গতি হয়। আচার্য্য জৈমিনি পূর্ব্বমীমাংসক। তাঁহার মত আশঙ্কা করিয়াই সূত্রকার আচার্য্য বাদরির মত উপন্যস্ত করিয়াছেন। আচার্য্য শঙ্কর এ বিষয় পরিষ্কারভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন। *

বাদরি আচার্য্যের মতে বেদজ্ঞানী পুরুষের শরীরাদি নাই। সেই হেতু মুক্ত পুরুষ নিরিন্দ্রিয় এবং অশরীর। † কিন্তু আচার্য্য জৈমিনির মতে শ্রুতির বিকল্প অর্থাৎ অনেকবিধ ভাব দৃষ্ট হয়। সুতরাং মুক্তিতে মনের ন্যায় শরীর ও ইন্দ্রিয় উভয়ই বিদ্যমান থাকে ‡ এ বিষয়ে বাদরায়ণের সিদ্ধান্ত উভয়কোটিক। তিনি বলেন সশরীর ও অশরীর উভয়বোধিকা শ্রুতি আছে। অতএব উভয় প্রকার হওয়াই সঙ্গত। যেমন দ্বাদশাহ অর্থাৎ দ্বাদশ দিনব্যাপী একই যাগ এক শ্রুতি অনুসারে সত্র এবং অন্য শ্রুতি অনুসারে অহীন, তেমনই, মুক্তপুরুষ সশরীর ও অশরীর অর্থাৎ ইচ্ছানুসারেই সশরীর ও অশরীর হইতে পারেন। § এই সকল প্রমাণবলে প্রতীত হয়—আচার্য্য বাদরি বৈদান্তিকাচার্য্য। কারণ, জৈমিনির বিরোধী মতস্থাপনই বাদরির মতের তাৎপর্য্য। বাদরায়ণের অভিমতের অনুকূল বলিয়া তাঁহাকে বৈদান্তিক আচার্য্যরূপে গ্রহণ করাই সঙ্গত। এ বিষয়ে অন্য হেতুও বিদ্যমান। জৈমিনি পূর্ব্বমীমাংসাদর্শনকার। তাঁহার দর্শনে তিনি বাদরির মত পূর্ব্বপক্ষরূপে উদ্ধার করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন।

মীমাংসাদর্শনে বহুস্থলে পূর্ব্বপক্ষরূপে বাদরির মত উদ্ধৃত

* শঙ্কর ৪।৩।১১ সূত্রের শেষে এবং ১২শ সূত্রের প্রারম্ভে আভাস ভাষ্যে লিখিয়াছেন,—"তস্মাৎ কার্য্যব্রহ্মবিষয়া গতিঃ শ্রুত ইতি সিদ্ধান্তঃ। কং পুনঃ পূর্ব্বপক্ষমাশঙ্ক্য অয়ং সিদ্ধান্তঃ প্রতিষ্ঠাপিতঃ "কার্য্যং বাদরিঃ" ইত্যাদিনেতি। স ইদানীং সূত্রৈরেব উপদর্শ্যতে।"

(সূত্রভাষ্য নিঃ সাঃ ১৯০৯ সং ৮৮১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

† ৪।৪।১০ সূত্র দ্রষ্টব্য।

‡ ৪।৪।১১ সূত্র দ্রষ্টব্য।

§ ৪।৪।১২ সূত্র দ্রষ্টব্য।

হইয়াছে। * মীমাংসাদর্শনের ৩।১।৩ সূত্রে আচার্য্য বাদরির মত উদ্ধৃত হইয়াছে। তাঁহার মতে দ্রব্য গুণ ও সংস্কার প্রভৃতি শেষ শব্দে গৃহীত হইবে। যাগফল পুরুষ প্রভৃতিতে গৃহীত হইবে না। এই মত পূর্ব্বপক্ষরূপে গ্রহণ করিয়া ৩।১।৪ সূত্রে বাদরির মতে জৈমিনি দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন। † ৬।১।২৭ সূত্রে বাদরির মত উদ্ধৃত হইয়াছে। বাদরির মতে সকলেরই বৈদিককার্য্যে অধিকার আছে। তিনি সর্ব্বাধিকারের পক্ষপাতী। এই মতবাদ পূর্ব্বপক্ষরূপে গ্রহণ করিয়া ৬।১।২৮ সূত্রে জৈমিনির সিদ্ধান্ত স্থাপিত হইয়াছে। তাঁহার মতে শূদ্রের বৈদিক যজ্ঞাদিতে অধিকার নাই। ‡ এইরূপ ৮।৩।৬ সূত্রে ও ৯।২।৩০ সূত্রে বাদরির মত উদ্ধৃত ও পরবর্ত্তী সূত্রদ্বারা তন্মত খণ্ডিত হইয়াছে। §

এই সকল প্রমাণে বাদরিকে বৈদান্তিক আচার্য্যরূপে গ্রহণ করাই সঙ্গত। বাদরি ব্রহ্মসূত্রকার ও মীমাংসাসূত্রকার হইতে প্রাচীন বলিয়াই অনুমিত হন। তাঁহার মতের সবিশেষ গুরুত্ব ছিল বলিয়াই বাদরায়ণ প্রমাণরূপে তাঁহাকে গ্রহণ করিয়াছেন, এবং জৈমিনিমত নিরসনের জন্য চেষ্টিত ছিলেন। ইহা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, বেদব্যাসের পূর্ব্বেও বৈদান্তিক আচার্য্যগণ তাঁহাদের মতবাদ প্রপঞ্চিত ও প্রচারিত করিয়াছিলেন।

---

* নিম্নলিখিত সূত্রে বাদরির মত উদ্ধৃত হইয়াছে—৩।১।৩ সূত্র; ৬।১।২৭ সূত্র; ৮।৩।৬ সূত্র এবং ।২।৩০ সূত্র।

† মীমাংসাদর্শন চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজ সংস্করণ ১ম খণ্ড ১৪৩—১৪৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

‡ মীঃ দঃ চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজ, ২য় খণ্ড ১২০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

§ মীঃ দঃ চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজ ৩য় খণ্ড ৬৮ পৃষ্ঠা এবং ৩য় খণ্ড ১৯৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

আচার্য্য কার্ষ্ণাজিনি

আচার্য্য কার্ষ্ণাজিনির নামোল্লেখ ব্রহ্মসূত্র এবং মীমাংসাসূত্র উভয় গ্রন্থেই বিদ্যমান। ব্রহ্মসূত্রের সূত্রে আচার্য্য কার্ষ্ণাজিনির মত উদ্ধৃত হইয়াছে। তাঁহার মতে 'রমণীয়চরণ' এবং 'কপূয়চরণ' ইত্যাদি স্থানে যে, 'চরণ' শব্দটী ব্যবহৃত হইয়াছে তাহার অর্থ—আচরণ অর্থাৎ শীল, এবং তাহাদ্বারাই জীবের যোনিপ্রাপ্তি অর্থাৎ জন্মান্তর লাভ হয়। অনুশয় শব্দ না থাকায় অনুশয়ের দ্বারা যোনিপ্রাপ্তি—এ সিদ্ধান্ত প্রমাণশূন্য, সুতরাং তাহা বলিতে পার না। কারণ, শ্রুতিস্থ চরণ শব্দ অনুশয়ের উপলক্ষক অর্থাৎ লক্ষণাদ্বারা অনুশয়ের বোধক। *

আচার্য্য কার্ষ্ণাজিনি বৈদান্তিক আচার্য্য। কারণ, ব্রহ্মসূত্রকার স্বীয়মত সমর্থনের জন্য প্রমাণরূপে তন্মত গ্রহণ করিয়াছেন। অন্য কারণ—আচার্য্য জৈমিনি তাঁহার মত খণ্ডন করিয়াছেন। মীমাংসাদর্শন ৪।৩।১৭ সূত্রে কার্ষ্ণাজিনির মত উদ্ধৃত হইয়াছে এবং ১৮শ সূত্রে তন্মত খণ্ডিত হইয়াছে। ৬।৭।৩৫ সূত্রেও তন্মত উদ্ধৃত করিয়া তৎপরবর্ত্তী সূত্রদ্বারা তন্মত নিরসন করা হইয়াছে। আচার্য্য জৈমিনির পক্ষে বৈদান্তিক আচার্য্যের মতখণ্ডনই সম্ভব। অতএব কার্ষ্ণাজিনিকে বৈদান্তিক আচার্য্যরূপে গ্রহণ করাই সমীচীন। কার্ষ্ণাজিনি, ব্যাসদেব ও জৈমিনির পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়াই বোধ হয়।

আচার্য্য আত্রেয়

আত্রেয়ের মত ব্রহ্মসূত্রে উদ্ধার করিয়া খণ্ডন করা হইয়াছে। ৩।৪।৪৪ সূত্রে আচার্য্য আত্রেয়ের মত উদ্ধৃত হইয়াছে। তাঁহার মতে যজমান যজ্ঞাঙ্গ উপাসনার ফলভাগী, সুতরাং সে সকল উপাসনা

* সূত্রটী এই "চরণাদিতি চেন্নোপলক্ষণার্থেতি কার্ষ্ণাজিনিঃ।" (ব্রহ্মসূত্র ৩।১।৯ সূত্র)

যজমানেরই কর্ত্তব্য, পুরোহিতের কর্ত্তব্য নহে; অর্থাৎ ধ্যান বা উপাসনা যজমানই করিবে, পুরোহিত করিবেন না। এই মতটী বৈদান্তিক আচার্য্য ঔড়ুলোমির মত উদ্ধার করিয়া সূত্রকার খণ্ডন করিয়াছেন। *

মীমাংসাদর্শনকার জৈমিনি বৈদান্তিক আচার্য্য কার্ষ্ণাজিনির মতবাদখণ্ডন-মানসে সিদ্ধান্তরূপে আচার্য্য আত্রেয়ের মত উদ্ধার করিয়াছেন, † এবং বৈদান্তিক আচার্য্য বাদরির অনুমোদিত সর্ব্বাধিকার-নিরসনজন্য আত্রেয়ের মত প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। ‡ এই সকল প্রমাণে প্রতীয়মান হয় আচার্য্য আত্রেয় পূর্ব্বমীমাংসক। তিনিও ব্যাসদেবের পূর্ব্ববর্ত্তী।

আচার্য্য ঔড়ুলোমি।

আচার্য্য ঔড়ুলোমি ভেদাভেদবাদী—ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে। ভেদাভেদবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ এবং অভেদবাদের প্রসঙ্গে ঔড়ুলোমিকে ভেদাভেদবাদী আচার্য্যরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। ঔড়ুলোমি বৈদান্তিক আচার্য্য, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কারণ, জৈমিনির পূর্ব্বমীমাংসায় তাঁহার নামোল্লেখ নাই। অন্য কারণ—মীমাংসক আত্রেয়ের মতখণ্ডনপ্রসঙ্গে আচার্য্য বাদরায়ণ ৩।৪।৪৫ সূত্রে তাঁহার মত উদ্ধৃত করিয়াছেন, এবং তাঁহার মত যে ব্যাসদেবের সম্মত তাহাও "শ্রুতেশ্চ" সূত্রদ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে। এ পক্ষে

---

* ঔড়ুলোমির সূত্রটী এই,—

"আর্ত্বিজ্যমিত্যৌড়ুলোমিস্তস্মৈ হি পরিক্রীয়তে" (৩।৪।৪৫ ব্রঃ সূঃ)।

† মীমাংসাদর্শন ৪।৩।১৭ সূত্রে কার্ষ্ণাজিনির মত এবং ৪।৩।১৮ সূত্রে আত্রেয়ের মত উদ্ধৃত হইয়াছে।

‡ ৬।১।২৬ সূত্রে আত্রেয়ের মতে শূদ্রাধিকার নাই প্রদর্শিত করিয়া ৬।১।২৭ সূত্রে বাদরির মত উদ্ধার করিয়া খণ্ডন করা হইয়াছে।

অন্য হেতুও বিদ্যমান। ব্রহ্মসূত্র ৪।৪।৫১ * সূত্রে জৈমিনির মত উদ্ধৃত হইয়াছে। জৈমিনির মতে মুক্ত ব্যক্তি ব্রহ্মরূপতা প্রাপ্ত হয়। মুক্ত ব্যক্তি নিষ্পাপ, সর্ব্বজ্ঞ ও ঐশ্বর্য্যাদি প্রাপ্ত হয়। কিন্তু আচার্য্য ঔড়ুলোমির মত এই মতের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ। † ঔড়ুলোমির মতে কেবল চৈতন্যই আত্মার স্বরূপ। আত্মা যখন কেবল চৈতন্যাত্মক, তখন, মুক্তিতে আত্মা চৈতন্যমাত্রে অভিনিষ্পন্ন হন। সত্যসংকল্পত্ব, সর্ব্বজ্ঞত্ব এবং সর্ব্বেশ্বরত্বাদি প্রভৃতি ধর্ম্ম থাকে না। এতদ্দৃষ্টেও প্রতীয়মান হয়—ঔড়ুলোমি বেদান্তাচার্য্য। আচার্য্য বাদরায়ণ উভয়মতের সামঞ্জস্য বিধান করিয়াছেন। বাদরায়ণের মতে আত্মা অসঙ্গ চিদেকরস সত্তা, কিন্তু শাস্ত্রসমর্পিত ঈশ্বররূপও অপ্রত্যাখ্যেয়। তাহা পারমার্থিক রূপ তাহার সহিত ব্যাবহারিক রূপের বিরোধ নাই। ‡ এই সকল প্রমাণবলেই সিদ্ধান্ত করিতে পারা যায় যে, আচার্য্য ঔড়ুলোমি বৈদান্তিক আচার্য্য এবং বাদরায়ণের পূর্ব্ববর্ত্তী।

আচার্য্য আশ্মরথ্য

পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে—আচার্য্য আশ্মরথ্য বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী। তিনিও বৈদান্তিক আচার্য্য। কারণ, আচার্য্য জৈমিনি তাঁহার মত উদ্ধার করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন। মীমাংসাদর্শনের ৬।৫।১৬ সূত্রে আচার্য্য আশ্মরথ্যের মত উদ্ধার করিয়া জৈমিনি পরবর্ত্তী সূত্রে উহার খণ্ডন করিয়াছেন। অতএব নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে তিনি বৈদান্তিক আচার্য্য ও বাদরায়ণ হইতে প্রাচীন।

* সূত্রটি এই—"ব্রাহ্মেণ জৈমিনিরুপন্যাসাদিভ্যঃ (৪।৪।৫ সূত্র)

† নিম্নসূত্রে ঔড়ুলোমির মত প্রদর্শিত হইয়াছে যথা—
"চিতিতন্মাত্রেণ তদাত্মকত্বাদিত্যৌড়ুলোমিঃ" (৪।৪।৬ সূত্র)

‡ নিম্নলিখিত সূত্রে বাদরায়ণ উভয়মতের সামঞ্জস্য বিধান করিয়াছেন,—
"এবমপ্যুপন্যাসাৎ পূর্ব্বভাবাদবিরোধং বাদরায়ণঃ" ৪।৪।৭ সূত্র।

আচার্য্য কাশকৃৎস্ন

আচার্য্য কাশকৃৎস্ন অদ্বৈতমতাবলম্বী—ইহা পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। জৈমিনির দর্শনে তাঁহার নামোল্লেখ নাই। তিনি বাদরায়ণ হইতে প্রাচীন এবং অদ্বৈতমতের আচার্য্য।

আচার্য্য জৈমিনি

ব্রহ্মসূত্রে আচার্য্য জৈমিনির মত তাঁহার নামের সহিত বহু স্থানে উদ্ধৃত হইয়াছে। * এতদ্দৃষ্টে মনে হইতে পারে আচার্য্য জৈমিনি ব্যাসের পূর্ব্ববর্ত্তী। কিন্তু তাহা নহে, উভয়ে সমসাময়িক। কারণ, জৈমিনি মীমাংসাদর্শনে ব্যাসের মতবাদ কোনও কোনও স্থলে পূর্ব্বপক্ষরূপে, কোনও স্থলে নিজের মতের প্রাশস্ত্য-প্রদর্শনজন্য উদ্ধার করিয়াছেন।† মীমাংসাদর্শনের ১।১।৫ সূত্রে বাদরায়ণের সম্মতি প্রদর্শিত হইয়াছে। ভাষ্যকার শবরস্বামীও ভাষ্যে লিখিয়াছেন, "বাদরায়ণগ্রহণং বাদরায়ণস্যেদং মতং কীর্ত্ত্যতে বাদরায়ণং পূজয়িতুং, ন আত্মীয়ং মতং পর্য্যুদসিতুম্" ইত্যাদি অন্যান্যস্থলেও পূর্ব্বপক্ষরূপে গ্রহণ করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন। কিন্তু ১১।১।৬৪ সূত্রে বাদরায়ণের মত নিজের মতের পোষক প্রমাণরূপে—অন্ততঃ অনুকূলরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। ভাষ্যকার শবরস্বামীও ৬৪ সূত্রের ভাষ্যে লিখিয়াছেন,—"বাদরায়ণগ্রহণং কীর্ত্ত্যর্থং, নৈকীয়মতার্থম্।" এতদ্দৃষ্টে প্রতীত হয়—উভয়ে সমসাময়িক। পুরাণশাস্ত্রেও দেখিতে পাই—জৈমিনি ব্যাসদেবের শিষ্য। অতএব উভয়ে সমসাময়িক—ইহাই সারসিক সিদ্ধান্ত। এই সকল আলোচনায় পাওয়া গেল—আচার্য্য ব্যাসদেবের পূর্ব্বেও প্রাচীন আচার্য্যগণ বেদান্ত বিচার

---

* ব্রহ্মসূত্র ১।২।২৮ ; ১।২।৩১ ; ১।৩।৩১ ; ১।৪।১৮ ; ৩।৪।১৮ ; ৩।৪।৪০ ; ৪।৩।১২ ; ৪।৪।৫ ; ৪।৪।১১ সূত্র।

† মীমাংসাদর্শন ১।১।৫ ; ৫।২।১৯ ; ৬।১।৮ ; ১০।৮।৪৪ ; ১১।১।৬৪ সূত্র।

করিতেন। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, ভেদাভেদবাদ এবং অদ্বৈতবাদ অতি প্রাচীনকালেই প্রচলিত ছিল। অদ্বৈতবাদ বাদরায়ণের সম্মত বলিয়া প্রতিভাত হয়। ব্রহ্মসূত্রের আভ্যন্তরীণ প্রমাণবলে প্রতীত হয় যে, তাৎকালিক সমাজেও বৈদান্তিক চিন্তার প্রসার অব্যাহত ছিল। কোনও আচার্য্য অন্য আচার্য্যের মত খণ্ডন করিতে ও স্বমত প্রতিষ্ঠা করিতে প্রগাঢ় চিন্তাশীলতার পরিচয় দিয়াছেন। নানা দার্শনিক মতখণ্ডনের প্রচেষ্টা দেখিয়া বাদরায়ণের অভূতপূর্ব্ব প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার অতিমানুষ মনীষা, চিন্তার প্রখরতা, বিচারের কৌশল বাস্তবিকই বিস্ময়াবহ। ভারতীয় আচার্য্যগণের মধ্যে এরূপ প্রতিভা বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। বোধ হয়, এরূপ প্রতিভার জন্যই ব্যাসদেবকে নারায়ণের অবতার বলা হয়।

আচার্য্য শঙ্কর-প্রতিপাদিত অদ্বৈতবাদই শ্রুতি ও বাদরায়ণের সম্মত বলিয়া প্রতিভাত হয়। ব্রহ্মসূত্র পর্য্যালোচনা করিলে এই সিদ্ধান্তই দৃঢ়তর হয়। অদ্বৈতমতের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয়ের ফেলোসিপের বক্তৃতাই যথেষ্ট সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন। বাস্তবিক চন্দ্রকান্তের গ্রন্থের ন্যায় সুন্দর দার্শনিক গ্রন্থ বঙ্গভাষায় আর নাই বলিলেও চলে। তিনি সকল দর্শনের মতবাদ প্রপঞ্চিত করিয়া শ্রুতি ও যুক্তিবলে তাহা খণ্ডন করিয়াছেন এবং অদ্বৈতমত সংস্থাপন করিয়াছেন। চন্দ্রকান্তের অসাধারণ মনীষা ও স্বাভাবিক বিনয় গ্রন্থের সর্ব্বত্র পরিস্ফুট। কিন্তু এই গ্রন্থের সমাদর আমরা এরূপ করিয়াছি যে আর পুনঃসংস্করণ হইল না। চন্দ্রকান্ত যাহা বলিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। তিনি পঞ্চমবর্ষের দশম লেক্‌চারের অন্তে বলিয়াছেন—

"অদ্বৈতবাদ শ্রুতিসিদ্ধ ও যথার্থ, সুতরাং স্বাভাবিক। এই জন্য দ্বৈতসত্যত্ববাদী আচার্য্যগণ অদ্বৈতবাদ অস্বীকার করিতে না

পারিয়া বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের উদ্ভাবন করিয়াছেন। যাঁহারা নিরবচ্ছিন্ন দ্বৈতবাদী, তাঁহারাও কোন না কোন বিশেষ বিশেষ ধর্ম্ম অবলম্বনে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া অনন্ত পদার্থকে সংক্ষিপ্ত কতিপয় সংখ্যায় সীমাবদ্ধ করিয়াছেন, তাঁহাদের এই রীতির মধ্যে অদ্বৈতবাদের অস্পষ্ট ছায়া পরিলক্ষিত হয় কি না,—তদ্দ্বারা তাঁহারা অজ্ঞাতভাবে অদ্বৈতবাদের দিকে অগ্রসর হইতেছেন কি না,—তাঁহাদের রীতি স্থূলভাবে অদ্বৈতবাদের স্বাভাবিকত্ব সূচনা করে কি না, কৃতবিদ্যমণ্ডলী তাহার বিচার করিবেন।"

(ফেলোসিপের বক্তৃতা ৫ম বর্ষ, শকাব্দা ১৮২৪, ২৮৬ পৃষ্ঠা)

ইউরোপীয় পণ্ডিতবর্গ অনেকেই অদ্বৈতবাদ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। সুতরাং তাঁহাদের সিদ্ধান্ত বিশিষ্টাদ্বৈতপর হইয়াছে। ইহার প্রধানতম কারণ—অদ্বৈতবাদ অধিগত করিবার সাধন তাঁহাদের নাই। দ্বিতীয় কারণ—ইউরোপীয় চিন্তা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ এখনও অতিক্রম করিয়া দার্শনিক পথে অদ্বৈতবাদে পৌঁছিতে পারে নাই। ইউরোপীয় দার্শনিকগণের মধ্যে স্পিনোজা ও হেগেল বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী। স্পিনোজার Pantheism এবং হেগেলের Panlogism বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের নামান্তর। ইহাদের অদ্বৈতবাদের সহিত কোনও সাম্য নাই, ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ দেশের সংস্কার ভুলিতে পারেন না। ভুলিতে না পারা স্বাভাবিকও বটে। ইউরোপের চিন্তা এখনও অদ্বৈতবাদ এবং সৃষ্টিতত্ত্বে বিবর্ত্তবাদ উপলব্ধি করিতে পারে নাই। ইউরোপের চিন্তা সৃষ্টিতত্ত্বে আরম্ভ ও পরিণামবাদে পরিসমাপ্তি লাভ করিয়াছে। প্রাচীন ইউরোপের নব্যপ্লেটনিক প্লোটিনাস্ প্রভৃতিও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী। এরূপ অবস্থায় ইউরোপীয় পণ্ডিতের পক্ষে সহজাত সংস্কারের বশে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ সমর্থন করাই কতকটা পরিমাণে স্বাভাবিক।

বেদান্তসূত্রের শঙ্কর ও রামানুজভাষ্যের অনুবাদক ডাক্তার থিব (Dr. Thibaut) বিশিষ্টাদ্বৈতবাদই শ্রুতি ও সূত্রসম্মত বলিয়া

নির্দ্দেশ করিয়াছেন। * ডাক্তার থিব তাঁহার সহজাত সংস্কার ত্যাগ করিতে পারেন নাই। বিশেষতঃ বিদেশী পণ্ডিতের পক্ষে অদ্বৈতবাদ হৃদয়ঙ্গম এক প্রকার অসম্ভব। তাঁহাদের পক্ষে দেশীয় দর্শনের প্রভাব অতিক্রম করাও সম্ভব নহে। আরও একটী কারণ—ইহার অন্তর্নিহিত খ্রীষ্টানধর্ম্ম। খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বীর পক্ষে তদ্ধর্ম্মের প্রতি সমধিক আকর্ষণ থাকাই স্বাভাবিক।

কর্ণেল জেকব বেদান্তসারের এক সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার ভূমিকায় যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলেই আমাদের এই বাক্যের সারবত্তা উপলব্ধি হইবে। †

---

* ডাক্তার থিব তংকৃত অনুবাদের ভূমিকায় ১০০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—

"They (Upanishads and the Sutras) do not set forth the distinction of a higher and lower knowledge of Brahman; they do not acknowledge the distinction of Brahman and Iswara in Sankara's sense; they do not hold the doctrine of the unreality of the world; and they do not, with Sankara, proclaim the absolute identity of the individual and the highest self."

† বেদান্তসারের ভূমিকায় কর্ণেল জেকব সাহেব লিখিয়াছেন,—

"It is intensely interesting to see the efforts made by its great men, centuries ago, to reach the truth; yet with all their keenness of mental vision, what result did they arrive at? The Vedanta philosophy of which this volume is an outline, is supposed to be the finest outcome of Indian thought; *Yet it abolishes God as an unreality, and substitutes an impersonal. it, with no consciousness, whilst its highest notion of bliss is the annihilation of personality!* Yet if any men could, by searching, find out the living and true God, they would assuredly have succeeded. Is it not clear, then, that God must give us a revelation of Himself or we shall never know Him? And

জেকব সাহেবের মন্তব্যের উপর টীকা টিপ্পনী অনাবশ্যক। বেদান্ত চৈতন্যপরিশূন্য (with no consciousness) ব্রহ্ম নির্দেশ করিয়াছে এরূপ বিদ্যাপ্রদর্শন ধৃষ্টতা ও অজ্ঞানতা ব্যতীত আর কিছুই নহে। জেকব সাহেব বেদান্তের তত্ত্ব বুঝিতে পারেন নাই। খ্রীষ্টীয়ভাবে ভাবিত বলিয়াই ঐরূপ মতবাদ আশ্রয় করিয়াছেন। বেদান্ততত্ত্বপরিজ্ঞান সাক্ষাৎকারের ফল, আর সেই সাক্ষাৎকার সাধনবিরহিত জেকব সাহেবের পক্ষে অসম্ভব। বেদান্তমতে ব্রহ্মজ্ঞানে আত্মার পূর্ণতা সাধিত হয়। কিন্তু জেকব সাহেব বলিলেন—বেদান্তে ব্যক্তিত্ব ধ্বংস করে (Annihilation of personality)। ডাক্তার থিব এবং কর্ণেল জেকব সাহেবের মত, অধ্যাপক সুন্দররাম আয়ার বাণীবিলাসপ্রেস হইতে প্রকাশিত বেদান্তসরের ভূমিকায় প্রমাণবলে খণ্ডন করিয়াছেন। বাস্তবিক আয়ার মহোদয়ের বিচার অতীব শোভন ও সমীচীন হইয়াছে। (বেদান্তসার ১৯১১ খ্রীঃ সংস্করণ বাণীবিলাস প্রেস)।

I think that any really earnest and candid mind will see that the Bible is Just the revelation we need; and, like the sacred books of all the other great religions of the world, it came to us from Asia. * * * Just one word as to the annihilation of our personality. I look upon humanity as capable, under improved conditions of attaining to heights grand beyond all our present conceptions; and the idea of merging our personality in another Being is as horrible as it is unsound. No, there are far greater things than that in store for that portion of the human race that is willing to unite under the headships of the 'second man'; and as such will after all see the declaration "ye shall become as Gods" more than fulfilled, false as it was when uttered."

(বেদান্তসার ২য় সংস্করণ Preface P. XII)

অদ্বৈতমতের সারবত্তা ও শ্রেষ্ঠত্ব নৈয়ায়িকাচার্য্য উদয়নও স্বীকার করিয়াছেন। উদয়নাচার্য্য নৈয়ায়িক, তাঁহার পক্ষে ন্যায়ের পক্ষপাতী হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু এ সত্ত্বেও তিনি বেদান্তের মহামহিমাই কীর্ত্তন করিয়াছেন। বেদান্ত-সম্মত আত্মজ্ঞানের উল্লেখ করিয়া তিনি বলিয়াছেন,—"সা চাবস্থা ন হেয়া মোক্ষনগর-গোপুরায়মাণত্বাৎ" (আত্মতত্ত্ববিবেক)। অর্থাৎ বেদান্ত-সম্মত আত্মজ্ঞান হেয় নহে। কেননা, কটক ভিন্ন যেমন নগরে প্রবেশের উপায়ান্তর নাই, সেইরূপ চরমবেদান্তসম্মত আত্মজ্ঞান ব্যতীত মোক্ষলাভের উপায়ান্তর নাই। কেবল উদয়নাচার্য্য নহেন, ভারতীয় আচার্য্যগণের নিকট বেদান্তের অদ্বৈতমতের শ্রেষ্ঠতা সর্ব্বত্র পরিগৃহীত। ইউরোপীয় চিন্তাও ক্রমশঃ জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য-সংসাধনের অভিমুখীন হইতেছে। লিব্‌নিজ্, সোপেনহৌর, বেনেক, ফেক্‌নর এবং লোজ প্রভৃতির মতবাদ কতকটা পরিমাণে অভেদ-বাদের দিকে অগ্রসর হইতেছে। জানিনা—কোন দূর শতাব্দীতে ইউরোপীয় চিন্তাও ভারতীয় চিন্তার রসাস্বাদনে সম্পূর্ণ সমর্থ হইবে। অবশ্যই জর্ম্মনদেশের চিন্তা ভারতীয় চিন্তার অনুকূলে ধাবিত হইতেছে। হয়ত, ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ ভারতীয় দার্শনিক মন্দিরের চত্বরে উপবেশন করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিবেন। যাহা হউক, ব্রহ্মসূত্রের পর্য্যালোচনায় অনেক তথ্য আবিষ্কৃত হইল। অতি প্রাচীনকাল হইতেই বৈদান্তিক চিন্তার প্রসার ও প্রচার ভারতে আরম্ভ হইয়াছে। ব্রহ্মসূত্রের যে সকল ভাষ্য বিদ্যমান, তন্মধ্যে আচার্য্যশঙ্করের ভাষ্যই সমাধিক প্রাচীন। রামানুজাচার্য্য যে বোধায়নবৃত্তির উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা এখনও পাওয়া যায় না। উপবর্ষের বৃত্তিও পাওয়া যায় না। * সুতরাং আমরা প্রথমেই আচার্য্য শঙ্করের মত প্রপঞ্চিত করিব।

* [বোধায়নবৃত্তির নাম শঙ্করাচার্য্য বা তৎসম্প্রদায়ের কেহই উল্লেখ করেন নাই। রামানুজাচার্য্যও বোধায়নবৃত্তি দেখেন নাই বলিয়া মনে হয়। যদিও

ব্রহ্মসূত্রের কালসম্বন্ধে এল্‌ফিন্‌ষ্টোন্ সাহেব যাহা লিখিয়াছেন, তাহা সমীচীন নহে। কোল্‌ব্রুক্ সাহেব যে মত প্রচার করিয়াছেন, তাহাও অসঙ্গত। † এল্‌ফিন্‌ষ্টোন্ সাহেব কোল্‌ব্রুক্ সাহেবের মত আশ্রয় করিয়া বর্ত্তমান বেদান্তসূত্রকে বুদ্ধদেবের পরবর্ত্তী বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন ‡ এল্‌ফিন্‌ষ্টোন্ সাহেবের মতে ব্যাসদেব ১৪০০

তাঁহার জীবনচরিতে কাশ্মীর হইতে বোধায়নবৃত্তি সংগ্রহের কথা দেখা যায়—তাহা হইলেও তাহা বিশ্বাসযোগ্য নহে। কারণ রামানুজাচার্য্য শ্রীভাষ্যের প্রথমেই লিখিয়াছেন যে "তিনি পূর্ব্বাচার্য্যগণ কর্ত্তৃক বিস্তীর্ণ বোধায়নবৃত্তির সংক্ষেপ দেখিয়া তদনুসারে সূত্রাক্ষর ব্যাখ্যা করিতেছেন।" অসংক্ষিপ্ত প্রকৃত ও মূল বোধায়নবৃত্তি তিনি দেখিতে পাইলে আর "তদনুসারে" এরূপ কথা লিখিতেন না, অথবা সমগ্র শ্রীভাষ্যে দুইটী তিনটী পংক্তিমাত্র লিখিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেন না। তিনি উক্ত গ্রন্থ পাইলে, শঙ্করাচার্য্য যেমন স্বমতের ভিত্তি গৌড়পাদের গ্রন্থকে ভাষ্য করিয়া রক্ষা করিয়া গিয়াছেন, তাহাই করিয়া তাহাকে রক্ষা করিতেন। সং]

† কোল্‌ব্রুক্ সাহেব তাঁহার অভিমত Transactions of Royal Asiatic Society Vol. II. pp. 3—4 নামক প্রবন্ধে প্রকাশ করিয়াছেন।

‡ এল্‌ফিন্‌ষ্টোন্ সাহেব লিখিয়াছেন,—

"The foundation of this School (Vedanta or Uttarmimansa School) is ascribed to Vyasa, the supposed compiler of the Vedas, who lived about 1400 B. C. ; and it does not seem probale that the author of that compilation, whoever he was, should have written a treatise on the scope and essential doctrines of the composition which he had brought together : but Mr. Colebrook is of opinion that, in its present form, the School is more modern than any of the other five, and even than the Jains and Bauddhas ; and that work in which its system is first explained could not, therefore, have been written earlier than sixth century before Christ." (Hist. of India 9th. Ed. P. 129)

খৃঃপূর্ব্বাব্দে বর্ত্তমান ছিলেন। কিন্তু ইহা সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না; কারণ, মহাভারতের যুদ্ধকালে তিনি বর্ত্তমান ছিলেন। কলাব্দের গণনায় ব্যাসদেবের স্থিতিকাল ৩১০২ খ্রীষ্ট পূর্ব্বাব্দের পূর্ব্বে। যে অব্দ এতদিন ধরিয়া ভারতে প্রচলিত তাহাকে উড়াইয়া দেওয়া সঙ্গত নহে। কলাব্দ অনুসারে প্রাচীন ভারতে নানারূপ ব্যবহার চলিত। বোধ হয় বিক্রমাব্দ ও শকাব্দের পূর্ব্বে কলাব্দেরই ব্যবহার ছিল। কল্যব্দকে অমূলক বলিয়া নির্ণয় করিবার হেতু নাই। বৌদ্ধ ও জৈন অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে মহাভারত এদেশে প্রচলিত ছিল। পাণিনি বুদ্ধদেবের পূর্ব্ববর্ত্তী। তাঁহাদের সূত্রে মহাভারতীয় ব্যক্তিবর্গের নামোল্লেখ ও বেদান্তসূত্রের উল্লেখ রহিয়াছে। কোল্‌ব্রুক্ সাহেব আচার্য্য শঙ্করের ভাষ্যে বৌদ্ধ ও জৈনমত নিরস্ত হইয়াছে দেখিয়া বর্ত্তমানে বেদান্তদর্শনকে বুদ্ধদেবের পরবর্ত্তী বলিয়া স্থির করিয়াছেন। তিনি যে ভ্রান্তিবশে এরূপ ধারণা করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কারণ, মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থেও বৌদ্ধমতের আভাষ রহিয়াছে। বৌদ্ধ ও জৈনমতের অনুরূপ মতবাদ যে ভারতে অতি প্রাচীন কালেও বিদ্যমান ছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। জৈনসূত্রে মীমাংসাদর্শন প্রভৃতির উল্লেখ পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। উপনিষদের "বিজ্ঞানাত্মাই" বৌদ্ধের ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদের মূল।

উপনিষদের "অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ" প্রভৃতি বাক্যই শূন্যবাদের উৎপত্তিস্থল। এ সম্বন্ধে সবিস্তরে পূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি। বিশেষতঃ পাণিনির গুরু উপবর্ষ বুদ্ধদেব হইতে প্রাচীন। উপবর্ষ ব্রহ্মসূত্র ও মীমাংসাসূত্রের বৃত্তিকার, এ বিষয়ে শঙ্করও সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন। সুতরাং এ বিষয়ে কোল্‌ব্রুক্ ও এল্‌ফিন্‌ষ্টোন্ সাহেব উভয়েই ভ্রান্ত। কোল্‌ব্রুক্ সাহেবের মতে সাংখ্য প্রভৃতি দর্শন হইতে বেদান্তদর্শন পরবর্ত্তী। এ সিদ্ধান্তও ভ্রান্ত। কারণ, আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি দার্শনিকসূত্রসকল সমসাময়িক। সুতরাং এ সিদ্ধান্তও অমূলক ও অশোভন। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ সকল বিষয়

পর্য্যালোচনা না করিয়া কোনও গ্রন্থের স্থলবিশেষ দেখিয়াই ঐরূপ অদ্ভুত সিদ্ধান্ত উপস্থাপিত করেন, এবং এরূপ সিদ্ধান্তকেই বৈজ্ঞানিক ঐতিহাসিকতা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। আমাদের মনে হয় জাতীয় ইতিহাস অন্যজাতির পক্ষে লিখা অসম্ভব। জাতীয় জীবনের উপাদান স্বজাতি যেরূপ বুঝিতে পারে, সেরূপ অন্য কাহারও পক্ষে সম্ভব নহে। ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস Thiers এবং Michollete যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, সেরূপ ইংরাজ লেখকগণ করিতে পারেন নাই।

বাস্তবিক বিদেশীর পক্ষে ইতিহাস লিখিতে এরূপ বিড়ম্বনা অনিবার্য্য। দেশীয় লেখকগণের মধ্যে ৺রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় বিদেশীর অনুকরণ করিতে গিয়া অনেকস্থলে ভ্রান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন। রমেশবাবু সংস্কৃতের ভিতর দিয়া ইতিহাস পর্য্যালোচনা করেন নাই; ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের সিদ্ধান্তই বৈজ্ঞানিক ও অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। এ ব্যাধি এখনও দেশ হইতে বিদূরিত হয় নাই। দেশের ইতিহাস স্বজাতি ও স্বজাতি ব্যক্তিই লিখিতে সমর্থ। ঐতিহাসিক ব্যক্তির হৃদয় দেশীয়ভাবে ভাবিত হওয়া একান্ত আবশ্যক। বিদেশী ও বিজাতির পক্ষে তদ্দেশীয় জীবনের প্রভাব অতিক্রম করা অসম্ভব। ব্রহ্মসূত্রের অনতিপ্রাচীনতা সম্বন্ধে এল্‌ফিন্‌ষ্টোন্ ও কোল্‌ব্রুক্ সাহেবের সিদ্ধান্ত নিতান্ত অসমীচীন ও অশোভন। যাহা হউক আমরা এক্ষণে আচার্য্য শঙ্করের মতবাদের ইতিবৃত্তবর্ণনে প্রবৃত্ত হইব।

শাঙ্কর দর্শন

(ভূমিকা)

অদ্বৈতবাদের প্রাচীনতা প্রদর্শিত হইয়াছে। অদ্বৈতবাদ শ্রুতি ও যুক্তিসম্মত ইহাই ভারতীয় সিদ্ধান্ত। আচার্য্য শঙ্করের পূর্ব্বেও অদ্বৈতবাদের আচার্য্যগণ তাঁহাদের মত প্রচার করিতেন।

ভর্তৃপ্রপঞ্চ, দ্রবিড়াচার্য্য, গৌড়পাদাচার্য্য প্রভৃতি আচার্য্যগণ অদ্বৈতমতাবলম্বী ছিলেন। গৌড়পাদীয় আগমই সকল নিবন্ধগ্রন্থের মধ্যে আদিম। আচার্য্য শঙ্কর অদ্বৈতবাদের প্রথম প্রবর্ত্তক নহেন; গুরুপরম্পরাক্রমে এই মতবাদ প্রচারিত হইত। আচার্য্য শঙ্করের গুরু গোবিন্দপাদ এবং তাঁহার গুরু গৌড়পাদাচার্য্য। গৌড়পাদীয় কারিকার উপর আচার্য্য শঙ্কর ভাষ্যপ্রণয়ন করেন। শঙ্কর, গোবিন্দপাদের নিকট বেদান্তরহস্য অবগত হন। ইহারা যে পূর্ব্বতন আচার্য্য তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। শঙ্কর অদ্বৈতবাদের অন্যতম প্রধান আচার্য্য, তাঁহার ভাষ্য সর্ব্বত্র সমাদৃত। সুতরাং অদ্বৈতবাদ তাঁহার নামানুসারে শাঙ্করদর্শন নামে অভিহিত করিলাম। বেদান্তদর্শনের যে সকল ভাষ্য বিদ্যমান তন্মধ্যে শঙ্করের ভাষ্যই সমধিক প্রাচীন। তাহার পর এই ভাষ্যের প্রাঞ্জলতায়, ভাবের গভীরতায় এবং যুক্তির সারবত্তায় ইহা অপর সকল ভাষ্যের শিরোমণি। * আচার্য্য রামানুজের ভাষ্যে বিচারমল্লতা আছে; এবং ভাষা বড়ই জটিল ও দুর্ব্বোধ্য। রামানুজের ভাষায় সরস ও সরল প্রবাহ নাই। শঙ্করের ভাষার মাধুর্য্য ও সারল্য সর্ব্বজনের উপভোগ্য। শঙ্করের ভাষ্য "প্রসন্ন গম্ভীর"। তাঁহার ভাষা অচল সিন্ধুর মত গম্ভীর, অচল পর্ব্বতের ন্যায় অধৃষ্য, সূর্য্যের ন্যায় প্রোজ্জ্বল এবং চন্দ্রের ন্যায় সুশীতল। ভাষ্যকারের প্রতিভা সর্ব্বতোমুখী। দার্শনিক মতের উপন্যাসে তিনি সিদ্ধহস্ত। মতখণ্ডনে সর্ব্বার্থদর্শী। বিচারের তীক্ষ্ণতায় তিনি সাক্ষাৎ সরস্বতী। শঙ্কর দার্শনিক ক্ষেত্রে সার্ব্বভৌম সম্রাট্, চিন্তার রাজ্যে চক্রবর্ত্তী ও মনীষায় মহারাজাধিরাজ। শ্রুতিবাক্যের এরূপ সুযৌক্তিক সমন্বয়সাধন অন্য কোথাও পরিলক্ষিত

---

* মহামতি বাচস্পতি এই ভাষ্য সম্বন্ধে ভামতী মধ্যে বলিয়াছেন—

নত্বা বিশুদ্ধবিজ্ঞানং শঙ্করং করুণাকরম্।
ভাষ্যং প্রসন্নগম্ভীরং তৎপ্রণীতং বিভজ্যতে ॥৬ সং]

হয় না। অন্যান্য দার্শনিক মত তিনি যেরূপ অবলীলাক্রমে প্রপঞ্চিত ও খণ্ডিত করিয়াছেন, তাহা তাঁহার অতিমানুব প্রতিভার পরিচায়ক। তাঁহার "শঙ্কর" নাম সার্থক। শঙ্করের মনীষা ভারতের জাতীয় জীবনের মহা তপস্যার ফল। শঙ্করের জীবন পৃথিবীর ইতিহাসের জ্বলন্ত, ও জাগ্রত দৃষ্টান্ত। শঙ্করের জীবন-সুষমায় স্নাত হইলে আশার তৃপ্তি, জীবনের পূর্ণতা, প্রাণের বল, হৃদয়ের তেজ, বুদ্ধির স্ফূর্ত্তি এবং সর্ব্বোপরি মানবের পরিপূর্ণাত্মদর্শন লাভ হয়; কারণ, শঙ্করের দর্শন তাঁহার জীবনে "সাবয়ব" হইয়াছে। ভগিনী নিবেদিতা শঙ্করের সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা বর্ণে বর্ণে সত্য।* বাস্তবিক ভগিনী নিবেদিতা মনীষী বিবেকানন্দের প্রভাবে আচার্য্য

---

* নিবেদিতা বলিয়াছেন,—

"Western people can hardly imagine a personality like that of Sankaracharya. In the course of a few years to have nominated the founders of no less than ten great religious orders, of which four have fully retained their prestige to the present day; to have acquired such a mass of Sanskrit learning as to create a distinct philosophy and impress himself on the scholastic imagination of India is a pre-eminence that twelve hundred years have not sufficed to shake; to have written poems whose grandure makes them unmistakable, even to foreign and unlearned ears, and at the same time to have lived with his disciples in all the radiant love and simple pathos of the saint—this is the greatness that we must appreciate but cannot understand. We contemplate with wonder and delight the devotion of Francis of Assisi, the intellect of Ablard, the virile force and freedom of Martin Luther, and the political efficiency of Ignatius Loyola, but who could imagine all these united in one person."

শঙ্করকে ধারণা করিতে পারিয়াছিলেন। নিবেদিতার বাক্যে বিবেকানন্দের প্রভাব সুপরিস্ফুট। শঙ্করের মহিমা উপলব্ধি করিয়া তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহার সত্যতা সম্বন্ধে কোনও কথা উঠিতে পারে না। শঙ্করের জ্ঞানে ও মহানুভবতায় বুদ্ধ, ভক্তিতে ও সমবেদনায় খ্রীষ্ট, কর্ম্মে নেপোলিয়ান ও মহম্মদ, চিন্তায় কাণ্ট ও হেগেল। এরূপ অপূর্ব্ব সমন্বয় আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। পৃথিবীর ইতিহাসে এরূপ চরিত্র বিরল। সমস্ত ভারতব্যাপী কর্ম্মক্ষেত্রে যাঁহার প্রভাব অন্ততঃ বিংশশত বৎসর অব্যাহতভাবে চলিয়া আসিয়াছে। তাঁহার মহিমার ন্যায় মহিমা অন্য কোথাও আছে কিনা সন্দেহ।

জ্ঞানরাজ্যের অদ্বিতীয় সম্রাট্ হইয়াও কর্ম্মীর যে দৃষ্টান্ত তিনি জীবনে দেখাইয়াছেন, তাহার তুলনা আর নাই। পৃথিবীর ইতিহাসে আচার্য্য শঙ্করের মত আদর্শ অতি বিরল। বুদ্ধদেবের মনীষা তাঁহার জীবন-কালে মগধে ব্যাপ্ত ছিল। বিশেষতঃ বৌদ্ধধর্ম্ম তাঁর জন্মস্থান ভারতবর্ষ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছে। খ্রীষ্টের প্রভাব তাঁহার জীবন-কালে য়িহুদী দেশের কতিপয় গ্রামে আবদ্ধ ছিল। মহম্মদের প্রভাব তাঁহার জীবন-কালে আরবদেশের কতিপয় জনপদে আবদ্ধ ছিল। কিন্তু আচার্য্য শঙ্করের প্রভাব তাঁহার জীবন-কালেই আসমুদ্র হিমাচল পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। অদ্যাপি শঙ্করের মত ভারতের জাতীয়-জীবনের মেরুদণ্ড। চারি ধামে চারিটী মঠসংস্থাপনই তাঁহার প্রভাবের নিদর্শন।* দশনামী সন্ন্যাসীর সম্প্রদায়ই তাঁহার প্রভাবেরই নিদর্শন। অসংখ্য গ্রন্থই তাঁহার

* চারিটি মঠ :— (১) উত্তরে—বদরিকায়—যোশিমঠ।
(২) দক্ষিণে—রামেশ্বরক্ষেত্রে—শৃঙ্গেরীমঠ।
(৩) পূর্ব্বে—পুরীধামে—গোবর্দ্ধনমঠ।
(৪) পশ্চিমে—দ্বারকায়—সারদামঠ।

প্রভাবের নিদর্শন। তাঁহার মতবাদের সমস্ত ভারতব্যাপী সমাদরই তাহার নিদর্শন। ঐতিহাসিকের পক্ষে এরূপ প্রশংসা কাহারও কাহারও নিকট অতিরঞ্জিত ও অন্যায় বলিয়া বোধ হইতে পারে। কিন্তু আমাদের মনে হয়, ঐতিহাসিকের পক্ষে যাহার যাহা প্রাপ্য তাহা প্রদান করাই প্রধান কার্য্য। সত্যের মর্য্যাদা লঙ্ঘন না করিয়া যাহা প্রকৃত তথ্য তাহার নির্দ্দেশ করাই ঐতিহাসিকের প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য। শঙ্করের যাহা প্রাপ্য তাহাই তাঁহাকে প্রদান করিয়াছি। অতিরঞ্জন দূরে থাক্, প্রকৃতরূপে তাঁহাকে বর্ণনা করিতে পারিয়াছি কিনা জানি না।

শঙ্কর সন্ন্যাসী। তাঁহার গুরুও সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসিগণের নিকট বেদান্ত অতি প্রাচীনকাল হইতেই সমাদৃত। কৌষীতকী উপনিষদে ইন্দ্রপ্রতর্দ্দন আখ্যায়িকার প্রসঙ্গে দেখিতে পাই, ইন্দ্র বলিতেছেন,—

"অরুন্মুখান্ যতীন্ শালাবৃকেভ্যঃ প্রাযচ্ছমিতি" অর্থাৎ যে সকল যতির মুখে বেদান্তবাক্য নাই, তাহাদিগকে আমি অরণ্যকুক্কুরদিগের নিকট নিক্ষেপ করিয়াছি। এই শ্রুতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে প্রতীত হয়—উপনিষদের সময়েও সন্ন্যাসিগণ বেদান্ত আলোচনা করিতেন। বেদান্তের অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনা সন্ন্যাসীর প্রধান কর্ত্তব্য। বৈদিক সময় হইতে এই প্রথা চলিয়া আসিয়াছে। 'আরণ্যক'গুলি অরণ্যে লিখিত হইয়াছে। অরণ্যে সন্ন্যাসিজীবন-যাপনকালেই আরণ্যকগুলির বিস্তার সাধিত হইয়াছিল। কোনও কোনও আচার্য্য অরণ্যে অবস্থান করিয়া—লোকালয় হইতে দূরে থাকিয়া ব্রহ্মতত্ত্ব অনুশীলন করিতেন। বৈদিক যুগ হইতেই যতিগণের ভিতরে ব্রহ্মবিদ্যার অনুশীলন আরম্ভ হইয়াছে। খ্রীষ্টের জন্মের বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে সন্ন্যাসিগণের মধ্যে ব্রহ্মতত্ত্ববিচারের প্রচেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে। সন্ন্যাসিগণের মধ্যে গুরু-শিষ্যপরম্পরাক্রমে ব্রহ্মতত্ত্ব আলোচিত হইত। বশিষ্ঠ কুলপতি ছিলেন। দশ হাজার শিষ্য যাঁহার তিনিই কুলপতি। দুর্ব্বাসার ষাট হাজার শিষ্যের

উল্লেখ আছে। গোপালতাপনীয় উপনিষদে দুর্ব্বাসার আত্মজ্ঞান বর্ণিত আছে। রামায়ণ ও মহাভারতের সময়েও ব্রহ্মবিদ্যা গুরু-পরম্পরাক্রমে অধীত এবং অধিগত হইত। এইরূপ পরম্পরাক্রমেই আচার্য্য শঙ্কর ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিয়াছিলেন। বেদান্তভাষ্যে তিনি বলিয়াছেন,—"অত্রোক্তং বেদান্তার্থসম্প্রদায়বিদ্ভিঃ আচার্য্যৈঃ"* অর্থাৎ এ বিষয়ে পূর্ব্বতন বেদান্তাচার্য্যগণ বলিয়াছেন, ইত্যাদি।

তৈত্তিরীয় উপনিষদ্‌ভাষ্যের প্রারম্ভেও লিখিয়াছেন,—

"যৈরিমে গুরুভিঃ পূর্ব্বং পদবাক্যপ্রমাণতঃ।
ব্যাখ্যাতাঃ সর্ব্বে বেদান্তাস্তান্নিত্যং প্রণতোঽস্ম্যহম্।"

গীতার ভাষ্যেও বলিয়াছেন,—"অসম্প্রদায়বিৎ সর্ব্বশাস্ত্রবিদপি মূর্খবদেব উপেক্ষণীয়ঃ"।

এই সকল স্থলে দেখা যায় তিনি সম্প্রদায়ের উল্লেখ করিয়াছেন। পূর্ব্বতন আচার্য্যগণের অনুসরণ করিয়াই তিনি ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছেন। যাঁহারা তাঁহার ভাষ্যের সাম্প্রদায়িক প্রামাণ্য সম্বন্ধে সন্দিহান, তাঁহাদের এ সকল বিষয় অনুধাবন করা একান্ত কর্ত্তব্য। উপবর্ষের বৃত্তি অবলম্বন করিয়া তিনি যে ভাষ্যপ্রণয়নে অগ্রসর হইয়াছেন, তাহা পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। তিনি পরমগুরু গৌড়পাদাচার্য্যের আগমকে প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়া ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। অতএব তাঁহার ভাষ্যের প্রামাণিকতা নাই—এইরূপ মতবাদ যাঁহারা স্থাপন করিতে প্রয়াসী, তাঁহারা নিতান্ত ভ্রান্ত। বাস্তবিক প্রাচীনকাল হইতেই ভারতে সম্প্রদায়পরম্পরাক্রমে বিদ্যার প্রচার হইত।

এইরূপে বেদান্তপ্রতিপাদ্য আত্মজ্ঞান গুরুপরম্পরাক্রমে আচার্য্য শঙ্কর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শঙ্করের পরবর্ত্তী আচার্য্যগণও মঙ্গলাচরণে

* ব্রহ্মসূত্র ভাষ্য ২।১।৯ সূত্রের ভাষ্য দ্রষ্টব্য। এ স্থলে গৌড়পাদীয় আগম হইতে বাক্য উদ্ধৃত করা হইয়াছে। যথা—"অনাদিমায়য়া সুপ্তঃ" ইত্যাদি।

ও গ্রন্থসমাপ্তিতে সম্প্রদায়পরম্পরা প্রদর্শন করিয়াছেন। সম্প্রদায়ের প্রামাণ্য সর্ব্বত্রই পরিগৃহীত হইত। পঞ্চপাদিকাবিবরণকার প্রকাশাত্ম যতি (১৩শ শতাব্দী) বিবরণপ্রস্থানে লিখিয়াছেন,—

"অত্র কশ্চিদ্বেদাভেদাভ্যাং সর্ব্বসঙ্করবাদী বেদান্তার্থগহনসম্প্রদায়হীনো দুর্জ্জনরমণীয়াং বাচং জল্পতি"। পঞ্চপাদিকা বিবরণ—বিজয়নগর সংস্কৃত সিরিজ ১৮৯২ খ্রীঃ ১৬ পৃঃ।

সম্প্রদায়হীনের বাক্যের কোনও মূল্য নাই বলিয়াই আচার্য্য প্রকাশাত্মা ঐরূপ কটাক্ষ করিয়াছেন। আচার্য্য শঙ্করও তৎপূর্ব্ববর্ত্তী বৃত্তিকারের মত আশঙ্কা করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন।*

আচার্য্য শঙ্কর পূর্ব্বতন বৃত্তিকারের মতই এ স্থলে নিরসন করিয়াছেন। এরূপ অনেক স্থলে আচার্য্য শঙ্কর পূর্ব্বতন আচার্য্যগণের মতগ্রহণ বা কোথাও মতখণ্ডন করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার মতের সাম্প্রদায়িক প্রামাণ্য নাই এরূপ সিদ্ধান্ত নিতান্ত অযৌক্তিক। সন্ন্যাসিগণের মধ্যে গুরুপরম্পরাক্রমে ব্রহ্মবিদ্যার বিস্তার হইয়াছে, তাহার দৃষ্টান্ত পরবর্ত্তীকালেও দেখিতে পাই। শঙ্করের পরবর্ত্তী অনেক আচার্য্যই সন্ন্যাসী। সর্ব্বজ্ঞাত্মমুনি, প্রকাশাত্মা, অদ্বৈতানন্দ, চিৎসুখাচার্য্য, আনন্দবোধাচার্য্য, ভারতীতীর্থ, বিদ্যারণ্য, আনন্দজ্ঞান বা আনন্দগিরি, গোবিন্দানন্দ, অমলানন্দ, প্রকাশানন্দ, নৃসিংহ

---

* আচার্য্য শঙ্কর ১।১।১ সূত্রের "ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" শব্দের অর্থবিচারপ্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,—ব্রহ্মণো জিজ্ঞাসা ব্রহ্মজিজ্ঞাসা। ব্রহ্ম চ বক্ষ্যমাণলক্ষণং জন্মাদ্যস্য যত ইতি। অতএব ন ব্রহ্মশব্দস্য জাত্যাদি অর্থান্তরমাশঙ্কিতব্যম্।" এ স্থলের ব্যাখ্যাস্থলে পদ্মপাদাচার্য্য পঞ্চপাদিকায় লিখিয়াছেন—

"তত্র যদন্যৈর্বৃত্তিকারৈঃ ব্রহ্মশব্দস্যার্থান্তরমাশঙ্ক্য নিরস্যতে—ন খলু ব্রাহ্মণজাতিরিহ গৃহ্যতে প্রত্যক্ষসিদ্ধত্বাজ্জিজ্ঞাস্যত্বাভাবাৎ। নাপি তৎকর্তৃকা জিজ্ঞাসা ত্রৈবর্ণিকাধিকারাৎ * * * তদপি ন কর্ত্তব্যমিত্যাহ অতএব ন ব্রহ্মশব্দস্য জাত্যাদ্যর্থান্তরমাশঙ্কিতব্যমিতি"। (পঞ্চপাদিকা, বিজয়নগর সংস্করণ ৬৩ পৃষ্ঠা)।

সরস্বতী, রামতীর্থ, অখণ্ডানন্দ, মধুসূদন, ব্রহ্মানন্দ প্রভৃতি সকলেই সন্ন্যাসী এবং ইঁহারা সকলেই গুরুপরম্পরাক্রমে ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিয়াছেন। ইঁহারা মঙ্গলাচরণ ও গ্রন্থসমাপ্তিতে ইহার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

এইরূপ আচার যে অতি প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, তাহার নিদর্শন উপনিষৎ, রামায়ণ, মহাভারত, যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ এবং পুরাণে বর্ণিত আছে। অতএব শাঙ্করমতের সাম্প্রদায়িক প্রামাণ্য সুসিদ্ধ। অদ্বৈতমত যে ব্যাসের অনুমোদিত তাহাও "গ্রন্থের বিবরণ" নামক প্রবন্ধে প্রদর্শিত হইয়াছে। অদ্বৈতবাদ যে শঙ্করের স্বকপোলকল্পিত নহে, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে, শঙ্করের মত যে শ্রুতি ও যুক্তির অনুসারী তাহাও প্রদর্শিত হইয়াছে। শঙ্কর, তাঁহার গুরু ও পরমগুরুপরিগৃহীত ঐকাত্ম্যজ্ঞানই সবিস্তরে বর্ণন করিয়াছেন। বৌদ্ধপ্লাবনের সময়েই গৌড়পাদ এবং শঙ্করের অভ্যুদয়। খ্রীঃ পূঃ ৭ম হইতে ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে বুদ্ধদেবের আবির্ভাব। তৎপরে তিন শতাব্দী কাল বৌদ্ধধর্ম মগধে আবদ্ধ ছিল। মৌর্যবংশীয় অশোকের সময় (২৭৩ বা ২৭২ খ্রীঃ পূঃ হইতে ২৩২ খ্রীঃ পূঃ) বৌদ্ধধর্ম্ম সমস্ত এশিয়ায় পরিব্যাপ্ত হয়। অশোকরাজ এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা ভূখণ্ডে প্রচারক পাঠাইয়া বৌদ্ধধর্ম্মের বিস্তার সাধন করেন।*

অশোকের মৃত্যুর পরেই মৌর্যসাম্রাজ্যের পতনের সূচনা হয়। মৌর্যবংশের শেষ সম্রাট্ বৃহদ্রথ খ্রীঃ পূঃ ১৮৪ অব্দে শুঙ্গবংশীয় পুষ্পমিত্রকর্তৃক নিহত হন। পুষ্পমিত্রের সময় হিন্দুধর্মের পুনরায় অভ্যুত্থান হয়। অশোক যজ্ঞানুষ্ঠান বন্ধ করেন। পুষ্পমিত্র অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া হিন্দুধর্মের পুনরভ্যুদয়ের সূচনা করেন। পুষ্পমিত্র ১৮৪ খ্রীঃ পূঃ হইতে ১৪৮ খ্রীঃ পূঃ পর্যন্ত রাজত্ব করেন।

---

* ভিন্সেণ্ট স্মিথ্ সাহেবের প্রাচীন ভারতের ইতিহাস ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের ২য় সংস্করণ ১৭৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

ঐতিহাসিক স্মিথ্ সাহেবের মতে মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি পুষ্পমিত্রে সমসাময়িক। এ স্থলে একটী বিষয় উল্লেখযোগ্য। এইরূপ কিংবদন্তী আছে যে, আচার্য্য শঙ্করের গুরু গোবিন্দপাদই পতঞ্জলি। অবশ্যই যোগসূত্রকার পতঞ্জলি অতি প্রাচীন। মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি শঙ্করের গুরু বলিয়া অনুমিত হইতে পারিত, কিন্তু আচার্য্য শঙ্করে কালনির্ণয় সুকঠিন। শৃঙ্গেরী মঠের আচার্য্যগণের বিবরণে তাঁহার আবির্ভাবকাল খ্রীঃ পূর্ব্বাব্দ ৪৪ বলিয়া পরিগৃহীত।* মহামতি তেলাঙ শঙ্করের আবির্ভাবকাল খ্রীষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর শেষ ভাগ বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন।†

অধ্যাপক মোক্ষমূলর ৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দ শঙ্করের জন্মকাল বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন।‡ কিন্তু পতঞ্জলিকে শঙ্করের গুরুরূপে গ্রহণ করিলে শঙ্কর, পুষ্পমিত্র প্রভৃতির সমসাময়িক হইয়া পড়েন, এবং

* [শৃঙ্গেরী মঠের গুরুপরম্পরায় যাহা লিখিত আছে তাহা এইরূপ— আচার্য্য ১৪ বিক্রমার্কাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন, ২২ বিক্রমার্কাব্দে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং ৪৬ বিক্রমার্কাব্দে সমাধিলাভ করেন। সুরেশ্বর ৩০ বিক্রমার্কাব্দে সন্ন্যাস লইয়া ৬৯৫ শালিবাহনাব্দে দেহত্যাগ করেন, ইত্যাদি। উপরে যে ৪৪ খৃঃ পূঃ অব্দে আচার্য্যের জন্মকাল বলা হইল, তাহা ১৪ বিক্রমার্কাব্দকে খৃষ্টাব্দে পরিণত করিয়া বলা হইয়াছে। যেহেতু বিক্রমাদিত্যের অব্দ ৫৭ খৃঃ পূর্ব্বাব্দ, তাহা হইতে ১৩ বাদ দিলে ৪৪ পূঃ খৃষ্টাব্দ পাওয়া যায়। এস্থলে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে শৃঙ্গেরী মঠে যে অব্দ এজন্য ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা বিক্রমার্কাব্দ; তাহা বিক্রমাব্দ বা সংবৎ বা বিক্রমাদিত্যাব্দ কি না বিবেচ্য। অপর যে অব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা শালিবাহনাব্দ বা শকাব্দ এ বিষয় যা বক্তব্য আছে তাহা পরে যথাস্থানে বর্ণিত হইবে। সং]

† Indian Antiquary নামক পত্রিকা দ্রষ্টব্য।

‡ [ইহার মূল পুনা ডেকান্ কলেজের সংস্কৃত অধ্যাপক পণ্ডিত ৺ কে, বি পাঠকের সিদ্ধান্ত। এ জন্য ভিয়ানা ৯ম ওরিয়াণ্টেল কংগ্রেস্ রিপোর্ট দ্রষ্টব্য। মোক্ষমূলর ইহা গ্রহণ করিয়াছেন, নির্ণয় করেন নাই। সং]

শঙ্করের আবির্ভাব ৪৪ খ্রীঃ পূর্ব্বাব্দ গ্রহণ করিলে পতঞ্জলি অন্ততঃ ১০০ শত বৎসরের অধিক কাল বাঁচিয়াছিলেন বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়। যেহেতু ১৫৩ খ্রীষ্ট পূর্ব্বাব্দে মিলিন্দ পুষ্পমিত্রকর্তৃক পরাজিত হয়েন। পুষ্পমিত্র তাঁহাকে পরাজিত করিয়া অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। যদি পতঞ্জলি সেই যজ্ঞের সময়ে উপস্থিত থাকেন, তাহা হইলে শঙ্করের আবির্ভাবের অন্ততঃ ১০৯ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার অবস্থিতি স্বীকার করিতে হয়। অবশ্যই মনুষ্যের পক্ষে এরূপ দীর্ঘকাল জীবিত থাকা অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয় না এবং অবিশ্বাস করিবার কোনও কারণও দেখিতে পাই না। কিন্তু এ সম্বন্ধে স্থিরতর প্রমাণ না থাকায় সিদ্ধান্তরূপে গ্রহণ করিতে পারা যায় না। আর যদি পুষ্পমিত্রের যজ্ঞের পরবর্ত্তী কালে পতঞ্জলির আবির্ভাব হয় তাহা হইলে কালের পরিমাণ কমিয়া যায়।

এ স্থলে আরও একটি বিষয় আলোচনা করা আবশ্যক।

ভোজরাজের পাতঞ্জলদর্শনের উপরে রাজমার্ত্তণ্ড নামক বৃত্তি আছে। ভোজদেব ধারা নগরীর অধিপতি বলিয়া পরিচিত। ব্যাকরণে শব্দানুশাসন এবং বৈদ্যকশাস্ত্রে "রাজমৃগাঙ্ক" নামক গ্রন্থ তদ্বিরচিত। ভোজপ্রবন্ধ প্রভৃতি গ্রন্থ পর্য্যালোচনা করিলে প্রতীয়মান হয় যে, ভোজরাজ খ্রীষ্টীয় ১১শ শতাব্দীতে মালব দেশ শাসন করিতেন। তিনি "শিশুপাল বধ" প্রণেতা মাঘের সমসাময়িক।

ভোজরাজ ১১শ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। "রাজমার্ত্তণ্ড' বৃত্তিতে তিনি লিখিয়াছেন—

"শব্দানামনুশাসনং বিদধতা পাতঞ্জলে কুর্ব্বতা
বৃত্তিং রাজমৃগাঙ্কসংজ্ঞকমপি ব্যাতহতা বৈদ্যকে।
বাক্‌চেতো বপুষাং মলঃ ফণিভৃতাং ভর্ত্রেব যেনোদ্ধৃত-
স্তস্য শ্রীরণরঙ্গমল্লনৃপতে র্বাচো জয়ন্ত্যুজ্জলাঃ॥"

এতদ্দৃষ্টে মনে হয় ভোজরাজ বৈদ্যকশাস্ত্রকর্ত্তা চরক, যোগসূত্রকার

পতঞ্জলি ও মহাভাষ্যকার পতঞ্জলিকে অভিন্ন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।

ভোজরাজের মতে চরক ও পতঞ্জলি প্রভৃতি অনন্তদেবের অবতার। ভোজরাজের শ্লোকদৃষ্টে মনে হয় অনন্তদেবের যোগশাস্ত্রে কোনও গ্রন্থ আছে। কিন্তু এরূপ কোনও গ্রন্থ পাওয়া যায় না। চরকগ্রন্থে অনন্তদেবের নামোল্লেখ নাই। কিন্তু ভাবপ্রকাশে চরককে অনন্তদেবের অবতাররূপে গ্রহণ করা হইয়াছে।* ভোজরাজ শব্দানুশাসন, পাতঞ্জলবৃত্তি ও রাজমৃগাঙ্ক নামক বৈদ্যকগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া ফণিভর্ত্তা অনন্তদেবের ন্যায় বাক্য, চিত্ত ও শরীরের মল বিদূরিত করিয়াছেন। সুতরাং ভোজরাজের বাক্যানুসারে চরক ও পতঞ্জলি অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়াই অনুমিত হয়। আমাদের মনে হয়—যোগসূত্রকার, মহাভাষ্যকার ও চরক অভিন্ন ব্যক্তি নহেন। চরক মহাভাষ্যকারের পূর্ব্ববর্ত্তী, পাণিনির সূত্রে চরকের উল্লেখ আছে। ইঁহারা বিভিন্ন সময়ে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। হইতে পারে ইঁহাদের বিদ্যাবত্তা জ্ঞানগাম্ভীর্য্য প্রভৃতির জন্য ইঁহাদিগকে অনন্তদেবের অবতাররূপে গ্রহণ করা হইত। চরক ও সুশ্রুত বুদ্ধদেব হইতে প্রাচীন। বুদ্ধদেবের পূর্ব্বেও চরক এবং সুশ্রুত

---

* ভাবপ্রকাশে চরকপ্রাদুর্ভাবপ্রসঙ্গে—"যদা মৎস্যাবতারেণ হরিণা বেদ উদ্ধৃতঃ। তদা শেষশ্চ তত্রৈব বেদং সাঙ্গমবাপ্তবান্॥ অথর্বান্তর্গতং সম্যগায়ুর্বেদঞ্চ লব্ধবান্। একদা স মহীবৃত্তং দ্রষ্টুং চর ইবাগতঃ॥ তত্র লোকান্ গদৈর্গ্রস্তান্ ব্যথয়া পরিপীড়িতান্। স্থলেষু বহুষু ব্যগ্রান্ ম্রিয়মাণাংশ্চ দৃষ্টবান্॥ তান্ দৃষ্ট্বাতিদয়াযুক্তস্তেষাং দুঃখেন দুঃখিতঃ। অনন্তশ্চিন্তয়ামাস রোগোপশমকারণম্॥ সঞ্চিন্ত্য স স্বয়ং তত্র মুনেঃ পুত্রো বভূব হ। প্রসিদ্ধস্য বিশুদ্ধস্য বেদবেদাঙ্গবেদিনঃ॥ যতশ্চর ইবায়াতো ন জ্ঞাতঃ কেনচিদ্ যতঃ। তস্মাচ্চরকনাম্নাসৌ বিখ্যাতঃ ক্ষিতিমণ্ডলে॥ স ভাতি চরকাচার্য্যো দেবাচার্য্যো যথা দিবি। সহস্রবদনস্যাংশো যেন ধ্বংসো রুজাং কৃতঃ॥" পাতঞ্জলদর্শন—পূর্ণচন্দ্র বেদান্তচুঞ্চু ২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

সংহিতা প্রচারিত ছিল। * বৌদ্ধযুগে চিকিৎসাশাস্ত্রের যে বিস্তার সাধিত হইয়াছিল, তাহার মূল চরক সুশ্রুতপ্রভৃতির গ্রন্থ। মহাভাষ্যকার ও চরক একই ব্যক্তি হইতে পারেন না। মহাভাষ্যকার যদি পুষ্পমিত্রের সমসাময়িক হয়েন, তাহা হইলে তিনি খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। কিন্তু চরকাচার্য্য খ্রীঃ পূঃ ৬ষ্ঠ বা ৭ম শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী।

নাগার্জ্জুন যেমন সুশ্রুতের প্রতিসংস্কর্ত্তা, বোধ হয় মহাভাষ্যকার পতঞ্জলিও তদ্রূপ চরকের প্রতিসংস্কর্ত্তা। যোগসূত্রকার পতঞ্জলি মহাভাষ্যকার হইতে প্রাচীন। কারণ, পাণিনির গণপাঠে পতঞ্জলির নামোল্লেখ আছে। আমরাও দেখিয়াছি দার্শনিকসূত্র সকল সমসাময়িক। সুতরাং সূত্রকার ও মহাভাষ্যকার অভিন্ন ব্যক্তি হইতে পারেন না। আচার্য্য শঙ্করের সময় চরক সুশ্রুতের প্রামাণ্য স্বীকৃত হইত। কিন্তু বাগ্‌ভটের নামোল্লেখ নাই। কুন্টে মহোদয়ের মতে বাগ্‌ভট খ্রীষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। † পদ্মপাদাচার্য্যকৃত পঞ্চপাদিকায় চরক ও সুশ্রুতের নাম আছে। ‡ পদ্মপাদ শঙ্করের শিষ্য সুতরাং সমসাময়িক।

শঙ্করের সমসাময়িক পদ্মপাদের গ্রন্থে চরক ও সুশ্রুতের উল্লেখ আছে, কিন্তু বাগ্‌ভটের উল্লেখ নাই—ইহাতে মনে হয় শঙ্করের সময় বাগ্‌ভটের প্রাধান্য স্থাপিত হয় নাই। সুতরাং দেখা যাইতেছে—আচার্য্যের সময়নির্ণয় করা বড় সহজ ব্যাপার নহে।

---

* ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়ের History of Hindu Chemistryর ২য় খণ্ডের (Volume) ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

† বাগ্‌ভটকৃত অষ্টাঙ্গহৃদয়ের কুন্টেকৃত ভূমিকা দেখুন। নির্ণয়সাগর [illegible] প্রকাশিত [illegible]।

‡ "[illegible] তথাপি চিকিৎসাশাস্ত্রে [illegible]" (পঞ্চপাদিকা নির্ণয়সাগর [illegible] ৬০ পৃষ্ঠা)। "[illegible] চিকিৎসাশাস্ত্রে সুশ্রুতাদিভিঃ চরকে নিয়মেন প্রবর্ত্তিতে" (পঞ্চপাদিকা ঐ ৬৮ পৃষ্ঠা)।

শঙ্করের কালনির্ণয়।

এখন দেখিতে হইবে শঙ্কর কোন্ সময়ে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে তিনটী প্রধান মত আছে। ৪৪ খ্রীঃ পূঃ, ৬ষ্ঠ শতাব্দীর শেষ ভাগ এবং ৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দ। এই তিনটী মত প্রাধানতঃ বিদ্যমান। মোক্ষমূলর প্রভৃতি ৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দ গ্রহণ করিয়াছেন, এবং অনেকেই তন্মতের অনুসরণ করেন।* আমাদের বিবেচনায় শঙ্কর খ্রীষ্ট পূর্ব্বাব্দে আবির্ভূত হন। শঙ্করের জীবন সম্বন্ধে মাধবাচার্য্য কৃত "শঙ্করবিজয়", আনন্দগিরি কৃত "শঙ্করদিগ্বিজয়" এবং চিদ্বিলাস ও সদানন্দকৃত জীবনীও রহিয়াছে। মধ্বসম্প্রদায়ের পণ্ডিত নারায়ণাচার্য্য মধ্ববিজয় ও মণিমঞ্জরী নামক গ্রন্থদ্বয়ে শঙ্করকে অতি জঘন্য চিত্রে চিত্রিত করিয়াছেন। এই চিত্র সাম্প্রদায়িক বিরোধের বিষময় ফল। কাহারও মতে মধ্ববিজয় ও মণিমঞ্জরী নামক প্রবন্ধদ্বয়ে তাৎকালিক শৃঙ্গেরী মঠের মঠাধীশ "বিদ্যাশঙ্কর" আচার্য্যকে ঐরূপ ঘৃণিত ভাবে চিত্রিত করা হইয়াছে।† ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মধ্যে উইলসন ও মোক্ষমূলর সাহেব এই কালনির্ণয় সম্বন্ধে যথেষ্ট গবেষণা করিয়াছেন। দেশীয় পণ্ডিতগণের মধ্যে তেলাঙ্গ মহোদয়ের চেষ্টাই

* কিন্তু পণ্ডিত মোক্ষমূলর প্রভৃতি যে ৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দকে শঙ্করের জন্মকাল বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন তাহা পুণা ডেকান্ কলেজের সংস্কৃতাধ্যাপক স্বর্গীয় কে, বি পাঠক মহোদয়ের পরিশ্রমের ফল। শঙ্করাবির্ভাব কাল বলিয়া প্রায় ১৮।১৯টি মত আছে, কিন্তু এই ৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দই সাধারণতঃ গৃহীত হইয়াছে।

† কৃষ্ণস্বামী আয়ার মহাশয় তৎকৃত "Sankaracharya. His life and times" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন.—"In his sketch of the life of Madhva, the writer of this account has endeavoured to show that these works were the fruit of the persecution which that teacher of dualistic Vedanta had received from the then incumbents of the Sringeri mutt, and that he had on that account been forced to call himself Bhima, and make Sankara,

সবিশেষ প্রশংসনীয়। কৃষ্ণস্বামী আয়ার মহোদয় শঙ্করের জীবন-চরিত লিখিয়াছেন। ‡ তিনি মোক্ষমুলার মত সমীচীন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।

আচার্য্য শঙ্করের অবস্থিতিকাল নির্ণয় করিতে না পারিলে তাৎকালিক সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক ও জাতীয় ধর্ম্মজীবনের অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যাইবে না। এই জন্যই কালনির্ণয় একান্ত আবশ্যক। এক্ষণে মাধবাচার্য্য প্রণীত "শঙ্করবিজয়"কে উপাদান করা যাউক। এই মাধবাচার্য্যই বিদ্যারণ্য মুনীশ্বর কি না—তদ্বিষয়ে অনেকে সন্দিহান।§

---

one of whose successors at the Sringeri mutt accidentally bearing the same name, (as has been shown elsewhere), had been twaddling him, an avatar of a Rakshasa, Manima by name, mentioned in the Mahabharat." (Sankaracharya. His life and times—Natesan Co. 4th Ed.; P. 3)

‡ আয়ার মহাশয় প্রণীত Sankaracharya. His life & times ন্যাটিশন্ কোম্পানি হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

§ শঙ্করের জীবনচরিতকার কৃষ্ণস্বামী আয়ার মহাশয় বলিতেছেন,—"This fact settles the time when this Sankaravijaya was written, whether, Vidyaranya wrote it himself or caused it to be written by some one else; for, considered as a literary effort, it is to be feared that, matter and manner taken together, the work does not reflect much credit on the critical capacity and historic judgement of the author." (P. 3.)

বার্ণেল সাহেবও (Burnell) বংশব্রাহ্মণের ভূমিকায় শঙ্করবিজয়কার মাধবকে বিদ্যারণ্য মুনীশ্বর বলিয়া স্বীকার করেন নাই। (বংশব্রাহ্মণের ভূমিকা * * ২০ পৃষ্ঠা এবং নিম্নস্থ পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

রামশাস্ত্রী ভাগবতাচার্য্য পঞ্চপাদিকার সম্পাদক। তিনি ভূমিকায় লিখিয়াছেন, "We are thus thrown back on what seems to be the

যাহা হউক শঙ্করবিজয়কার মাধব এবং বিদ্যারণ্যকে অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া গ্রহণ করিলেও শঙ্করবিজয়ের প্রামাণ্য প্রসিদ্ধ হয় না। বিদ্যারণ্যের স্থিতিকাল ১৩শ হইতে ১৪শ শতাব্দী, তিনি শতদূষণীকার বেদান্তাচার্য্যের সমসাময়িক। ইহা শঙ্করের অবস্থিতির অনেক পরে বিরচিত হইয়াছে এবং ইহাতে ঐতিহাসিকতা পরিরক্ষিত হয় নাই। মাধবের মতে শঙ্কর, বাণ প্রভৃতি পণ্ডিতগণকে বিচারযুদ্ধে পরাজিত করেন। বাণ ও হর্ষবর্দ্ধন সমসাময়িক। ৭ম শতাব্দীতে (৬৪০ খ্রীঃ) হর্ষবর্দ্ধন রাজত্ব করিতেন। সুতরাং শঙ্কর ও বাণ সমসাময়িক হইতে পারেন না।* এরূপ ঐতিহাসিক ভ্রান্তি শঙ্করবিজয়ের বহুস্থলে বিদ্যমান। সুতরাং শঙ্করবিজয়ের প্রামাণ্য একেবারে পরিগৃহীত হইতে পারে না। বিশেষতঃ শঙ্করবিজয় কোনও পূর্ব্বতন গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত উপাদানে বিরচিত।†

উইলসন সাহেব (Wilson) আনন্দগিরির প্রামাণিকতা স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু তেলাঙ্গ মহোদয় তন্মত খণ্ডন করিয়াছেন। আমাদের মনে হয় আনন্দগিরিও শঙ্করের সাক্ষাৎ শিষ্য নহেন। আনন্দজ্ঞান বা আনন্দগিরি শুদ্ধানন্দ স্বামীর শিষ্যরূপে আত্মপরিচয়

---

later and doubtful testimony of one Madhava who in his Sankaravijaya industriously recites the story of the Panchapadika" (পঞ্চপাদিকার preface ১২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।)

[* মাধবের গ্রন্থে এ সম্বন্ধে যাহা আছে তাহাতে মনে হয়, শঙ্কর ঠিক বিচারযুদ্ধে বাণকে পরাজয় করেন নাই, কিন্তু বাণ ময়ূর দণ্ডীর গৌরব তাঁহার নিকট হতপ্রভ হইয়াছিল মাত্র। মাধব পরলোকগত হইলেও তাঁহার গৌরব থাকে এবং তাহা পরবর্তী ব্যক্তির নিকট নিষ্প্রভ হইতে কোন বাধা ঘটিতে পারে না। শঙ্করবিজয়ে যাহা আছে তাহা উদ্ধৃত। সং]

† দেখুন মাধবাচার্য্যকৃত শঙ্করবিজয় দ্রষ্টব্য। [এই গ্রন্থের প্রারম্ভে আছে "প্রাচীন-শঙ্করজয়ে সারঃ সংগৃহ্যতে স্ফুটম্।" সুতরাং ইহার পূর্ব্বে প্রাচীন শঙ্করবিজয় ইত্যাদি। সং]

প্রদান করিয়াছেন। তিনি শঙ্করভাষ্যের উপর "ন্যায়নির্ণয়" নামক টীকা প্রণয়ন করেন। সেই টীকার সমাপ্তিতে লিখিয়াছেন,—

"সন্ত্যেব বহুশানীহ ব্যাখ্যানানি মহাধিয়াম্।
ব্যাখ্যা তথাপি সৌখ্যেন ব্যাখ্যানায় ময়া কৃতা"।

ইহা হইতে স্পষ্ট প্রতীতি হয় যে, তিনি অনতিপ্রাচীন।* বিশেষতঃ অন্য টীকাকারগণের তিনি পরবর্ত্তী। আনন্দগিরি টীকাকারেরও পরবর্ত্তী এবং সম্ভবতঃ ১৫শ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। সুতরাং তাঁহার গ্রন্থের প্রামাণিকতাও সুদৃঢ় নহে। আনন্দগিরির প্রামাণিকতা তেলাঙ্গ মহাশয় খণ্ডন করিয়াও তিনি ভ্রান্তিমুখে পতিত হইয়াছেন। তিনি (K. T. Tolang) Indian Antiquary Vol. V ২৮৭ পৃষ্ঠায় উভয় শঙ্করবিজয়ের আলোচনা করিয়াছেন। কারণ, তিনি চিদ্বিলাস ও চিৎসুখাচার্য্যকে অভিন্ন মনে করিয়া চিদ্বিলাসকে শঙ্করের সাক্ষাৎ শিষ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছেন।† তেলাঙ্গ মহোদয়ের মতে চিদ্বিলাস ও চিৎসুখাচার্য্য উভয়ে একই

* [শঙ্করবিজয়প্রণেতা আনন্দগিরি নিজ গ্রন্থমধ্যে অনন্তানন্দগিরি নামেও পরিচিত। সুতরাং ইনি টীকাকার আনন্দগিরি নহেন বেশ বুঝা যায়। আনন্দগিরির সময় সম্বন্ধে আনন্দগিরিকৃত শঙ্করবিজয় দ্রষ্টব্য। উহা গাইকোয়াড় সংস্কৃত সিরিজ মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে। সং]

† [তিনি Indian Antiquaryর ২৯৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—"A work on Sankara's victories is ascribed to another of Sankara's pupils—Chidbilasa, who, I take it, is identical with Chitsukha. Not having access to the work, I am unable to say whether it was really written by a pupil of Sankara's, or whether the author was one of the "ancient poets" to whom Madhava refers. Nevertheless, the fact that it is attributed to Chitsukha induces me to express the hope that somebody may undertake to edit and publish it."

ব্যক্তি। যদি চিৎসুখাচার্য্য তত্ত্বপ্রদীপিকাকার চিৎসুখ মুনি হয়েন, তাহা হইলে তিনি শঙ্করের সাক্ষাৎ শিষ্য হইতে পারেন না। কারণ, তত্ত্বপ্রদীপিকাকার চিৎসুখাচার্য্য "ন্যায়কন্দলী" হইতে বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন, "ন্যায়কন্দলী" ৯৯১ খ্রীষ্টাব্দে বিরচিত হইয়াছিল। (এ সম্বন্ধে B. O. R. A. S. Journal-এ Buhler বুলর সাহেবের প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। ৭৬ পৃষ্ঠা) তত্ত্বপ্রদীপিকায় ন্যায়লীলাবতীকার বল্লভাচার্য্যের মতও খণ্ডিত হইয়াছে।

ন্যায়লীলাবতীকার খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। তত্ত্ব-প্রদীপকার চিৎসুখ ন্যায়কন্দলীকার শ্রীধরের পরবর্ত্তী এবং বিদ্যারণ্যের পরবর্ত্তী। বিদ্যারণ্য চিৎসুখের নাম সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহে উল্লেখ করিয়াছেন।* সুতরাং চিৎসুখাচার্য্য বিদ্যারণ্যের পূর্ব্ববর্ত্তী। চিৎসুখ খণ্ডনখণ্ডখাদ্যকার শ্রীহর্ষ মিশ্রের পরবর্ত্তী। শ্রীহর্ষমিশ্র রাঠোররাজ জয়চাঁদের সমসাময়িক। জয়চাঁদ ১১৯৩ খ্রীষ্টাব্দে মুসলমানগণকর্ত্তৃক সিংহাসনচ্যুত হয়েন। সুতরাং শ্রীহর্ষ দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বিদ্যমান ছিলেন।

চিৎসুখাচার্য্য খণ্ডনখণ্ডখাদ্যের টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন। অতএব চিৎসুখাচার্য্য শঙ্করের সাক্ষাৎ শিষ্য হইতে পারেন না। এ সম্বন্ধে

---

* কলিকাতা হইতে প্রকাশিত সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে শঙ্করদর্শন প্রদত্ত হয় নাই। কিন্তু পুনা আনন্দাশ্রম হইতে প্রকাশিত সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে শঙ্করদর্শন লিখিত আছে। তথায় চিৎসুখাচার্য্যের বাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে।

"তথাচাচকথচ্চিৎসুখাচার্য্যঃ—

দৃষ্টৈচেন্মুখোৎপত্তে স্তংপদাঙ্কিতবাসসা।
বার্ত্তাহারেণ সা তস্য পরিশেষবিনিশ্চিতেঃ॥

(সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ ১৫৪ পৃষ্ঠা)

"তমবোচচ্চিৎসুখাচার্য্যঃ—

প্রত্যেকং সদসত্ত্বাভ্যাং বিচারপদবীং ন যৎ।
গাহতে তদনির্ব্বাচ্যমাহু র্বেদান্তবাদিনঃ। (ঐ ১৬৬ পৃষ্ঠা)

তেলাঙ্গ মহোদয়ের সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত। "ব্রহ্মবিদ্যাভরণ" নামক ব্রহ্মসূত্র ভাষ্যের এক টীকা আছে। এই টীকার প্রণেতা অদ্বৈতানন্দবোধেন্দ্র। তাঁহারও অপর নাম চিদ্বিলাস। তিনি ১১৬৬—১১৯৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত শৃঙ্গেরী মঠের পীঠাধীশ ছিলেন। তিনিও শ্রীহর্ষ মিশ্রের সমসাময়িক। সুতরাং তিনিও শঙ্করের সাক্ষাৎ শিষ্য নহেন। অতএব চিদ্বিলাসকৃত শঙ্করবিজয়ের প্রামাণ্য স্বীকৃত হইতে পারে না। *

অন্য জীবন-চরিত লেখক—সদানন্দ।† বেদান্তসার প্রণেতা সদানন্দ এবং এই সদানন্দ অভিন্ন হইলে তিনিও বিদ্যারণ্য হইতে পরবর্ত্তী হইয়া পড়েন। কারণ, বেদান্তসারে পঞ্চদশীর শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। এই সকল প্রমাণে মনে হয় শঙ্করের সমসাময়িক কোনও জীবন-চরিত নাই।‡

যাহা হউক পরবর্ত্তীকালে প্রাচীন ইতিবৃত্ত অনুসরণ করিয়া আচার্য্যের জীবন-চরিত বিরচিত হইয়াছে। মাধবের গ্রন্থে ইহার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রহিয়াছে। ফলতঃ আচার্য্য জীবন-চরিতের প্রামাণিকতা সম্বন্ধে ইহার অধিক কিছুই পাওয়া যায় না।

এক্ষণে সময় সম্বন্ধে তেলাঙ্গ মহোদয়ের মত আলোচনা করা যাউক। তাঁহার মতে শঙ্কর স্বীয় ভাষ্যে রাজা পূর্ণবর্ম্মার যেরূপ উল্লেখ করিয়াছেন তাহাতে তাহার সমসাময়িকরূপে শঙ্করকে গ্রহণ

[* কিন্তু চিদ্বিলাস নামে যে শঙ্করের শিষ্য কেহ ছিল না তাহা ত এতদ্দ্বারা প্রমাণিত হয় না। যদি চিদ্বিলাসরচিত শঙ্করচরিতে শঙ্করের পরবর্ত্তী ব্যক্তির নাম গন্ধ পাওয়া যায় তবে ঐ গ্রন্থকে অপ্রামাণিক বলাই ভাল। সং]

[† এই সদানন্দের সময় কালিকা প্রেসে প্রকাশিত বেদান্তসার গ্রন্থের ভূমিকায় নিরূপিত হইয়াছে। ইনি ১৫শ শতাব্দীর লোক। সং]

[‡ প্রাচীন শঙ্করবিজয়খানি শঙ্করের সময়ে রচিত শঙ্করজীবনচরিত—ইহা বহুদিন হইতে খণ্ডিত হইয়াছে। আর এইজন্যই বোধ হয় মাধবীয় শঙ্করবিজয়ের টীকাকার ধনপতি সূরী তৎকৃত ডিণ্ডিমাখ্য টীকায় ইহা প্রায় সমগ্রই উদ্ধৃত করিয়া ইহার রক্ষা সাধন করিয়াছেন। সং]

করা সমুচিত। আমাদের এই মত সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। কারণ, যেস্থলে পূর্ণবর্ম্মার উল্লেখ রহিয়াছে, সে স্থলে পূর্ণবর্ম্মা বলিতে কোনও বিশেষ রাজার নাম উল্লিখিত হয় নাই। ব্রহ্মসূত্রের ২।১।১৮শ সূত্রের ভাষ্যে শঙ্কর লিখিতেছেন, –

"নহি বন্ধ্যাপুত্রো রাজা বভূব প্রাক্ পূর্ণবর্ম্মণোঽভিষেকাৎ ইত্যেবঞ্জাতীয়কেন মর্য্যাদাকরণেন নিরুপাখ্যো বন্ধ্যাপুত্রো রাজা বভূব ভবতি ভবিষ্যতি ইতি বা বিশেষ্যতে।"

অর্থাৎ রাজা পূর্ণবর্ম্মার অভিষেকের পূর্ব্বে বন্ধ্যাপুত্র রাজা হইয়াছিল, এ বাক্য যেমন, উক্ত বাক্যও সেইরূপ। এস্থলে "পূর্ণবর্ম্মা" নামটী কোনও বিশেষ রাজার নাম নহে। এই নামটি দেবদত্ত যজ্ঞদত্ত প্রভৃতি নামের ন্যায় ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। মন্বাদিশাস্ত্রে ক্ষত্রিয়ের পদবী "বর্ম্মন্", ব্রাহ্মণাদির নাম দেবদত্ত যজ্ঞদত্ত এবং বৈশ্যের নাম ঐশ্বর্য্যের দ্যোতকরূপে রাখিবার বিধান রহিয়াছে।

এইরূপ বিধানবলেই শঙ্কর "পূর্ণবর্ম্মা" এইরূপ সাধারণ নাম গ্রহণ করিয়াছেন। বিশেষতঃ এই সূত্রের ভাষ্যে পূর্ণবর্ম্মার উল্লেখের পূর্ব্বে এবং পরে দেবদত্ত ও যজ্ঞদত্ত প্রভৃতি নামের সুস্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে। * বাস্তবিক দেবদত্ত যজ্ঞদত্ত প্রভৃতি নামের ন্যায় পূর্ণবর্ম্মা নামও সাধারণ নাম। কোনও বিশেষ রাজার নাম নহে। ক তেলঙ্গের

---

* "নহি দেবদত্তঃ স্রুঘ্নে সন্নিধীয়মানঃ তদহরেব পাটলিপুত্রে সন্নিধীয়তে, যুগপদনেকত্র বৃত্তাবনেকত্বপ্রসঙ্গাৎ দেবদত্তযজ্ঞদত্তয়োরিব স্রুঘ্নপাটলিপুত্রনিবাসিনোঃ।"

"নহি দেবদত্তঃ সঙ্কোচিতহস্তপাদঃ প্রসারিতহস্তপাদশ্চ বিশেষেণ দৃশ্যমানোঽপি বস্ত্বন্যত্বং গচ্ছতি, স এব প্রত্যভিজ্ঞানাৎ।"

ক। এই সিদ্ধান্তটী বিশেষ বিবেচ্য। কারণ, পূর্ণবর্ম্মা এস্থলে যদি দেবদত্তের ন্যায় নাম মাত্র বলিয়া বোধ হয় না। তাহা হইলে ঐ নামটি ব্যবহৃত হইল না কেন? দেবদত্ত যজ্ঞদত্তের নাম প্রাচীন অর্ব্বাচীন উভয় শাস্ত্রেও আছে, কিন্তু পূর্ণবর্ম্মার নাম ত প্রাচীন বা অর্ব্বাচীন কোন শাস্ত্রেই

মতে শঙ্কর ৬ষ্ঠ শতাব্দীর শেষ ভাগে বর্ত্তমান ছিলেন এবং মগধের রাজা পূর্ণবর্ম্মার সমসাময়িক। রাজা পূর্ণবর্ম্মা মগধের স্থানীয় নরপতি। তিনি অশোকের শেষ বংশধর। চৈনিক পর্য্যটক হিউয়েনসঙ্গের বর্ণনানুসারে তিনি তাঁহার প্রায় সমসাময়িক। তিনিই বোধি বৃক্ষ পুনরায় রোপণ করেন। শশাঙ্ক নরেন্দ্র গুপ্ত বোধিবৃক্ষ সমূলে উৎপাটন করিয়াছিলেন। পূর্ণবর্ম্মা পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করেন। হিউয়েনসঙ্গ পুনঃ প্রতিষ্ঠিত বোধিবৃক্ষ দর্শন করেন। সুতরাং পূর্ণবর্ম্মা ৭ম শতাব্দীর প্রথম ভাগে বর্ত্তমান ছিলেন।* এই সময়ে শঙ্করের অভ্যুদয় হইলে চৈনিক পর্য্যটক অবশ্যই তৎসম্বন্ধে উল্লেখ করিতেন। শঙ্করের প্রভাব ও প্রতিভা তাঁহার জীবনকালেই ভারতের

মত। তেলাঙ্গ ও ভাষ্যকার ও পূর্ণবর্ম্মার নাম একত্রে একবার উল্লেখ করিয়াছেন ও রাজ্যবর্দ্ধনের [illegible] তুলনা করিয়া পূর্ণবর্ম্মাকে নিকৃষ্টমন প্রমাণ করিয়াছে। অতএব এস্থলে পূর্ণবর্ম্মাকে [illegible] বিবেচনা করা কর্ত্তব্য নহে তাহা বুঝিতে পারা যায় না। তেলাঙ্গ মহোদয় এই আপত্তি অতি বিচক্ষণতার সহিত খণ্ডন করিয়াছেন। তবে তেলাঙ্গ মহোদয় আচার্য্যকে যে, পূর্ণবর্ম্মার সমসাময়িক বলিয়াছেন, তাহা যেন ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত বলিয়া বোধ হয়। আচার্য্য, পূর্ণবর্ম্মার নাম করায় এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে আচার্য্য পূর্ণবর্ম্মার পূর্ব্বে নহেন এইমাত্র। সং]

* "But the descendants of the great Asoka continued as subordinated local subordinate Rajas in Magadha for many centuries; the last of them and the only whose name has been preserved, being Purnavarmana, who was nearly contemporary with the Chinese pilgrim, Hiuen Tsang, in the seventh century (Smith's, E. H. I. 2nd Ed. P. 183)

"The Bodhi tree was replanted after a short time by Purnavarmana, the local Raja of Magadha, who is described as being last descendant of Asoka, etc. etc." (Smith's E. H. I. 2nd Ed. P. 320)

সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। শঙ্করের আবির্ভাবের অল্প পরেই চৈনিক পর্য্যটক (৬৪০ খ্রীঃ) আগমন করেন। শঙ্করের সম্বন্ধে তিনি কোনও কথা না বলিয়া মৌন থাকিবার কোনও হেতু দেখিতে পাওয়া যায় না।*

শঙ্করের জীবনচরিতে দেখিতে পাওয়া যায়—তিনি পণ্ডিত বাণকে পরাভূত করিয়াছিলেন। বাণ "কাদম্বরী"কার এবং হর্ষবর্দ্ধনের সমসাময়িক। হর্ষবর্দ্ধন ৬০৬ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। শঙ্কর ৬ষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে বর্ত্তমান থাকিলে বাণের সহিত দেখা হইবার সম্ভাবনা অতি কম। আর যদি ধরিয়া লই তিনি ৬ষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম ভাগেও জীবিত ছিলেন, তাহা হইলেও জীবন-চরিতকারগণের অন্যান্য বিবরণের সহিত একবাক্যতা থাকে না; কারণ, জীবনচরিতকারগণের মতে তিনি বিচারযুদ্ধে ভাস্কর, দণ্ডী ও ময়ুর প্রভৃতি পণ্ডিতগণকে পরাজিত করেন। ভাস্করাচার্য্য (বৈদান্তিক) শঙ্করের পরবর্ত্তী। তৎপ্রণীত ভাষ্যে শঙ্করের মত খণ্ডিত হইয়াছে। বিশেষতঃ শঙ্কর তাঁহার গ্রন্থে ভাস্করাচার্য্য প্রভৃতির নামোল্লেখ অথবা মতবাদ উদ্ধৃত করেন নাই। তিনি মাহেশ্বরমত নিরসন করিয়াছেন (২।২।৩৭-৪১ সূত্রভাষ্য দ্রষ্টব্য)। কিন্তু তাহাতে ভাস্করাচার্য্যের মত খণ্ডিত হয় নাই, অথবা তাঁহার নামোল্লেখও

---

* [এস্থলে বিচার্য্য এই যে শঙ্কর পূর্ণবর্ম্মার উল্লেখ করায় পূর্ণবর্ম্মার পূর্ব্বে তিনি নহেন এইমাত্র পাওয়া যায়, পূর্ণবর্ম্মার সমকালীন বা পরবর্ত্তী হইতে বাধা হয় না। হুয়েনসাঙ্গ শঙ্করের নাম না করিবার কারণ শঙ্কর হুয়েনসাঙ্গের পরবর্ত্তী ছিলেন। আর এরূপ বলিলে কোন দোষ হইতে পারে না। ইৎসিঙ্গ সম্বন্ধেও সেই কথা বলা যাইতে পারে; অবশ্য যদি কোন প্রবল প্রমাণ বাধা দেয় তাহা হইলে আচার্য্যকে এভাবে পরবর্ত্তী করা চলিবে না। কিন্তু সেরূপ প্রমাণ এখন পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। আমরা নানা দিক্ দেখিয়া আচার্য্যের সময় ৬৮৬ খৃষ্টাব্দ করিয়াছি। ৪৭ খৃষ্টাব্দ হইলে হুয়েনসাঙ্গ ও ইৎসিঙ্গের আচার্য্যবিষয়ক অনুল্লেখ অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয়। সং]

নাই। ভাস্কর শঙ্করের পরবর্ত্তী। কারণ, তিনি আচার্য্য শঙ্করের মত প্রতিপক্ষরূপে গ্রহণ করিয়া স্বীয় ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছেন। জীবন-চরিতকারগণ পরবর্ত্তী কালের প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণের নাম শঙ্করের প্রতিপক্ষরূপে গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাঁহার প্রাধান্য প্রদর্শনের জন্য অতথ্য তথ্যরূপে প্রপঞ্চিত করিয়াছেন। সুতরাং শঙ্করবিজয়োক্ত বাণ-পরাজয় দেখিয়া শঙ্করকে ঐ সময় স্থাপিত করা অন্যায়।

তাহার পর পর্য্যটক হিউয়েনসঙ্গ নালন্দায় অবস্থিতিকালে সাংখ্য পাতঞ্জল ও বেদান্তাদি শাস্ত্র আচার্য্য শীলভদ্রের নিকট অধ্যয়ন করেন। তৎপ্রণীত বিবরণ ইহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। হিউয়েনসঙ্গ লিখিয়াছেন তথায় বেদবেদান্তাদি সাধারণ গ্রন্থ হইতে ন্যায়, ব্যাকরণ, চিকিৎসা ও শিল্পশাস্ত্র পর্য্যন্ত পঠিত হইত।* তিনি নালন্দায় অবস্থিতিকালে যোগশাস্ত্র তিনবার, ন্যায়ানুসার শাস্ত্র একবার, অভিধর্ম্মশাস্ত্র একবার, হেতুবিদ্যাশাস্ত্র দুইবার এবং শব্দবিদ্যাশাস্ত্র দুইবার অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তিনি পাঁচ বৎসর কাল নালন্দায় অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহার বিবরণে দেখিতে পাওয়া যায় অষ্টাদশ প্রকার সাম্প্রদায়িক দার্শনিক মত প্রচলিত ছিল। কানৌজ ও নালন্দায় অবস্থিতিকালে তাঁহার সহিত ব্রাহ্মণগণের নানারূপ বিচারযুদ্ধ হইয়াছিল। সেই সকল বিচারযুদ্ধে নানারূপ দার্শনিক মত আলোচিত হইত।

সাংখ্য ও বৈশেষিক প্রভৃতি দর্শনের আলোচনা সমধিক পরিমাণে হইত। বৌদ্ধ হীনযান ও মহাযান মতের বিবাদের উল্লেখও করিয়াছেন। তিনি নানারূপ সাহিত্যের প্রচার বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন। বিশেষরূপে শব্দবিদ্যা, শিল্পস্থানবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা,

---

* "From the common books, as the Vedas and such writings, to logic (hetuvidya), grammar (sabdavidya), medicine (chikitsa) and the practical Arts (silpasthanavidya)."

হেতুবিদ্যা এবং অধ্যাত্মবিদ্যার উল্লেখ করিয়াছেন। অধ্যাত্মবিদ্যা অর্থে বেদান্তই গ্রাহ্য।* এই বিবরণ দৃষ্টে অনুমিত হয় বেদান্তদর্শন হিউয়েনসঙ্গের সময় অধীত ও বিচারিত হইত। ইহাতে মনে হয় শঙ্করের প্রতিপাদিত বেদান্তমত পূর্ব্বেই প্রচারিত হইয়াছে। অবশ্যই বেদান্তের মত শঙ্করাভ্যুদয়ের বহু পূর্ব্ব হইতে প্রচারিত ছিল; কিন্তু আচার্য্য শঙ্করের প্রভাবে ... বিশেষ পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন সংসাধিত হইয়াছিল। সেই প্রভাববলেই নালন্দায় বেদান্তাদি শাস্ত্রের অধ্যাপনা হইবার সম্ভাবনা। এই কারণে তেলাঙ্গ মহাশয়ের সিদ্ধান্তের প্রামাণিকতা নাই।†

এক্ষণে দেখিতে হইবে অধ্যাপক মোক্ষমূলারের সিদ্ধান্ত ঠিক কিনা? শৃঙ্গেরী মঠের তালিকায় ভ্রম প্রমাদ ও অসাবধানতা থাকিলেও তাহাকে একেবারে অগ্রাহ্য করিবার হেতু দেখিতে পাই না।

শৃঙ্গেরী মঠের বিবরণে সুরেশ্বরাচার্য্যের স্থিতিকাল ৮০০ শত বৎসর বলিয়া বর্ণিত আছে। মঠের প্রাচীন লেখানুসারে সুরেশ্বর ৩০ বিক্রমাব্দ হইতে পীঠাধীশ ছিলেন। আমাদের বিবেচনায় ৩০ বিক্রমাব্দ অর্থাৎ ২৭ খ্রীঃ পূর্ব্বাব্দ সুরেশ্বরের পীঠাধিরোহণকাল। কিন্তু দীর্ঘ এই আট শত বৎসরের মধ্যে যে সকল পীঠাধীশ ছিলেন, তাঁহাদের নাম ও বিবরণ লিখিত হয় নাই, অথবা কালক্রমে লুপ্ত হইয়াছে।‡

---

* [অধ্যাত্মবিদ্যা বলিলে যে বেদান্তই বুঝায় তাহা বোধ হয় প্রমাণ সাপেক্ষ। সং]

† [এই যুক্তিটী কতদূর অকাট্য তাহা ভাবিবার বিষয়। তেলাঙ্গ মহোদয়ের যুক্তির দুর্ব্বলতা এই যে তিনি আচার্য্য কর্ত্তৃক পূর্ব্বনামার উল্লেখ দেখিয়া আচার্য্যকে তাহার সমসাময়িক বলিতে চাহেন। যেহেতু পরবর্ত্তী ব্যক্তির পক্ষে পূর্ব্ববর্ত্তী ব্যক্তির নাম করা অসম্ভব হয় না। সং]

‡ [সুরেশ্বর ৮০০ শত বৎসর জীবিত ছিলেন ইহা অতি অল্পদিন হইতে

সর্ব্বজ্ঞাত্মমুনির কালনির্ণয়

সংক্ষেপশারীরককার সর্ব্বজ্ঞাত্মমুনি আপনাকে দেবেশ্বরাচার্য্যের শিষ্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। টীকাকার মধুসূদন সরস্বতী দেবেশ্বর অর্থে সুরেশ্বরকে গ্রহণ করিয়াছেন। সংক্ষেপশারীরকে সর্ব্বজ্ঞাত্মমুনি লিখিয়াছেন,—

"যদীয়সম্পর্কমবাপ্য কেবলং, বয়ং কৃতার্থা নিরবস্তকীর্ত্তয়ঃ।
জগৎস্মৃতে তারিতশিষ্যপঙ্‌ক্তয়ো জয়ন্তি দেবেশ্বরপাদরেণবঃ॥"

(১ম অধ্যায়, ৮ম শ্লোক)।

উহার ব্যাখ্যাকল্পে মধুসূদন লিখিয়াছেন,—"সুরপদস্থানে দেবপদ-প্রয়োগঃ সাক্ষাদ্ গুরোর্নাম ন গৃহ্ণীয়াদিতি স্মৃতেঃ।"

অর্থাৎ সুরপদস্থানে দেবপদের প্রয়োগ হইয়াছে, কারণ, সাক্ষাৎ গুরুর নাম লইতে নাই। স্মৃতিও বলিয়াছেন গুরুনাম গ্রহণ

প্রচারিত হইয়াছে। আমি কিছু দিন পূর্ব্বে শৃঙ্গেরী গিয়াছিলাম। তখন নৃসিংহ ভারতী মঠাধীশ ছিলেন। বর্ত্তমান স্বামী তাঁহার শিষ্য; তিনি এবিষয়ে স্বয়ং বলিলেন যে তিনি একথা পূর্ব্বে শুনেন নাই। তাঁহার পরমগুরু প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের অনুরোধে মঠের পুরাতন কাগজ পত্র অন্বেষণ করিয়া একটী গুরুপরম্পরা নির্মাণ করিয়াছিলেন তাহাতে জানা যায় যে শঙ্কর ১৪ বিক্রমার্কাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন ও তাঁহার শিষ্য সুরেশ্বর ৩০ বিক্রমার্কাব্দে সন্ন্যাস লহেন এবং ৬৯৫ শালিবাহনাব্দে দেহত্যাগ করেন এই মাত্র। সত্য মিথ্যা তোমরা স্থির কর, ইত্যাদি। এস্থলে এই বিক্রমার্কাব্দকে আদি বিক্রমাদিত্যের অব্দ ধরিলে সুরেশ্বর ৮০০ বৎসর জীবিত থাকেন, কিন্তু যদি এই বিক্রমার্কাব্দকে চালুক্য বংশীয় বিক্রমাদিত্য প্রথম ধরা যায় তাহা হইলে সুরেশ্বর ৭৭ বৎসর জীবিত থাকেন। কারণ, চালুক্য বিক্রমাদিত্য ১ম, বার্ণেল সাহেবের মতে প্রায় ৬৭০ খ্রীষ্টাব্দে রাজা হন, তাহাতে ১৪ বৎসর যোগ করিলে ৬৮৪ খ্রীষ্টাব্দ শঙ্করের জন্মকাল হয়। আর এরূপ হইলে হুয়েনসঙ্গ ও ইৎসিঙ্গ উভয়েরও পক্ষে আচার্য্যের নামোল্লেখ সম্ভব হয় না এবং আচার্য্যের পক্ষে উভয়ের নামোল্লেখ সম্ভব হয়। বাণ ময়ূর ও দণ্ডির প্রতিভাহ্রাসও অসঙ্গত হয় না। এতদনুকূলে অন্য প্রমাণগুলি যথাস্থানে বিবৃত হইবে। সং]

করিবে না। অন্য টীকাকার রামতীর্থ স্বামীও এই কথাই বলিয়াছেন, অর্থাৎ "দেবেশ্বরপাদরেণবঃ" অর্থে সুরেশ্বরাচার্য্যকে গ্রহণ করা হইয়াছে।

এখন দেখিতে হইবে সর্ব্বজ্ঞাত্মমুনি সুরেশ্বরাচার্য্যের সাক্ষাৎ শিষ্য কিনা। আমাদের মনে হয় সর্ব্বজ্ঞাত্মমুনি সুরেশ্বরের সাক্ষাৎ শিষ্য নহেন। বোধ হয় তিনি দেবেশ্বরাচার্য্য নামক অপর কোনও মহাপুরুষের শিষ্য। দেবেশ্বরের নিকট হইতে তিনি ৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দে শৃঙ্গেরী মঠের কর্ত্তৃত্বভার প্রাপ্ত হয়েন। প্রাচীন লেখানুসারে সুরেশ্বর ২৭ খ্রীঃ পূর্ব্বাব্দ হইতে ৭৫৮ বা ৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পীঠাধীশ ছিলেন। কিন্তু ইহার সম্ভাবনা নাই। বোধ হয় ২৭ খ্রীঃ পূর্ব্বাব্দ এই তারিখ স্থির। ৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দ ভ্রমনিবন্ধন পরিগৃহীত হইয়াছে। ৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দে সর্ব্বজ্ঞাত্মমুনি পীঠাধীশ হয়েন। তাঁহার অপর নাম নিত্যবোধাচার্য্য। ইহার অবস্থিতিকাল স্থির বলিয়া গ্রহণ করিলে, দেবেশ্বরাচার্য্য ইঁহার গুরু ছিলেন এরূপ ধারণা করা যাইতে পারে। কোন কোনও আচার্য্যের সম্বন্ধে এরূপ অনবধানতা অন্য ক্ষেত্রেও বিদ্যমান। "মধ্ববিজয়" ও "মণিমঞ্জরী" প্রভৃতি প্রবন্ধ প্রণেতা নারায়ণাচার্য্য শঙ্করসম্বন্ধে যেরূপ চিত্র চিত্রিত করিয়াছেন, তদ্দৃষ্টে মনে হয় বিদ্যাশঙ্করনামক তাৎকালিক পীঠাধীশের উপর বিরক্তিবশতঃ ঐরূপ চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে বিদ্যাশঙ্কর ব্যতীত পদ্মতীর্থ নামক অন্য জনৈক পীঠাধিশের উল্লেখ রহিয়াছে। অবশ্যই পদ্মতীর্থ বলিতে পদ্মপাদকে গ্রহণ করা যাইতে পারে, কিন্তু তাৎকালিক অবস্থার পর্য্যালোচনা করিলে, পদ্মতীর্থ নামক জনৈক পীঠাধীশের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। এ সম্বন্ধে মধ্বাচার্য্যের জীবনচরিতকার কৃষ্ণস্বামী আয়ার মহাশয়ের মত আমরা গ্রহণ করিলাম।*

* কৃষ্ণস্বামী আয়ার মহাশয় তৎপ্রণীত "Madhvacharya—His life and Times" প্রবন্ধে লিখিয়াছেন,—"After the encounter at Trivandrum,

ইহা হইতে প্রতীয়মান হয় সুরেশ্বর ও সর্ব্বজ্ঞাত্মমুনির অন্তরালে দেবেশ্বরাচার্য্য প্রভৃতি আচার্য্যগণ শৃঙ্গেরী মঠের অধ্যক্ষ ছিলেন। মধুসূদন সরস্বতী ১৭শ শতাব্দীর শেষ ভাগে বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহার পক্ষে ঐতিহাসিক দৃষ্টির অভাব অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না। তিনি গুরুর নাম গ্রহণ অন্যায় বলিয়া দেবেশ্বর অর্থে সুরেশ্বরকে গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা এরূপ কোনও দৃষ্টান্ত অন্য কোনও গ্রন্থকর্ত্তার গ্রন্থে দেখিতে পাই না। সকল গ্রন্থকারই প্রায় স্বীয়

Vidyasankara of Sringeri, did not apparently trouble further about Madhva, for the simple reason that the latter had not become formidable until several years after. The date of Vidyasankar's exit given in the published list is 1333, which we already saw, means some irregularity in the Register, for it allots to this Swami more than a hundred years of Pontificate. One or two names have clearly escaped the attention of the Sringeri matt, and this is made clearer from what we have in Madhvavijaya. From the latter we learn that the monk who was ruling at Sringeri at this time was a Padmatirtha, who is said to have succeeded Gnanisreshta i.e. Vidyasankara. This Padmatirtha, therefore, is the missing link or one of the missing links between Vidyasankara and Bharati Krishna, who, according to the list, succeeded the former in 1333. Vidyasankara made his exit in peace and was succeeded by Padmatirtha, a monk from the country of Cholas i.e. from the Coromendal coast. A strong suspicion, however, attaches to this part of the story and to the name given, by reason of startling coincidence of the name of Padmatirtha with Padmapada, the Chief disciple of the great Sankara, who was also a man from the Chola land." (Pp. 45—46).

গুরুর নাম গ্রহণ করিয়াছেন এবং যথেষ্ট সম্মানপুরঃসর তাঁহাদের গুণানুকীর্ত্তন করিয়াছেন। আচার্য্য শঙ্করও তাঁহার গুরুর নামোল্লেখে কুণ্ঠিত হয়েন নাই। সর্ব্বজ্ঞাত্মমুনিও আচার্য্য শঙ্করের নামোল্লেখ করিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিয়াছেন। যদি * গুরুর নাম গ্রহণ অন্যায় মনে করিয়া দেবেশ্বর লিখিয়া থাকেন, তাহা হইলে পরমগুরু শঙ্করাচার্য্যের নাম গ্রহণও অযৌক্তিক হয়। স্মৃতিশাস্ত্রে কেবল গুরুর নাম নহে, আত্মনাম গ্রহণও নিষিদ্ধ। †

পরবর্ত্তী সকল আচার্য্যগণই স্বীয় স্বীয় গুরুর নাম উল্লেখ করিয়াছেন। এমত অবস্থায় দেবেশ্বর অর্থে সুরেশ্বর গ্রহণ করার কোনও হেতু দেখিতে পাওয়া যায় না। ‡ সর্ব্বজ্ঞাত্মমুনি যদি স্বীয় গুরুর নাম গ্রহণ অন্যায় মনে করিতেন, তাহা হইলে মণ্ডন নাম গ্রহণও অন্যায়; কারণ, মণ্ডন মিশ্র সুরেশ্বরের পূর্ব্বাশ্রমের নাম। কিন্তু সংক্ষেপশারীরকের ২।১৭৪ শ্লোকে "পরিহৃত্য মণ্ডনবচঃ" সর্ব্বজ্ঞাত্মমুনি এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন। বিশেষতঃ সংক্ষেপশারীরককার সর্ব্বজ্ঞাত্মমুনি গ্রন্থসমাপ্তিতে আপনাকে দেবেশ্বরের শিষ্য বলিয়াই পরিচয় দিয়াছেন। প্রথম অধ্যায়ের সমাপ্তিতে লিখিয়াছেন,—

"ইতি শ্রীদেবেশ্বরপূজ্যপাদশিষ্য-শ্রীসর্ব্বজ্ঞাত্মমুনেঃ কৃতৌ শারীরকপ্রকরণে সংক্ষেপশারীরকঃ" ইত্যাদি।

---

* "বক্ত্রারমাসাদ্য যমেব নিত্যা, সরস্বতী স্বার্থসমন্বিতাসীৎ।
নিরস্তদুস্তর্ককলঙ্কপঙ্কা, নমামি তং শঙ্করমর্চিতাঙ্ঘ্রিম্॥

(সংক্ষেপশারীরক ১।৭ শ্লোক।)

† আত্মনাম গুরোর্নাম নামাতিকৃপণস্য চ। শ্রেয়স্কামো ন গৃহ্নীয়াৎ জ্যেষ্ঠপুত্রকলত্রয়োঃ॥

‡ [গুরুর নামগ্রহণ নিষিদ্ধ ইহা শাস্ত্রে আছে, আর তদনুসারে যে সর্ব্বজ্ঞাত্মমুনি সুরেশ্বরের নাম করেন নাই, তাহা প্রদর্শিত যুক্তির দ্বারা নিশ্চিতরূপে প্রতিপন্ন হয় কিনা বিচার্য্য। সং]

ইহা হইতেও প্রতীয়মান হয় সর্ব্বজ্ঞাত্মমুনি দেবেশ্বরের শিষ্য। গ্রন্থের সমাপ্তিতে তিনি গুরুর নাম ও স্বীয় স্থিতিকালের নির্দ্দেশ যে করিয়াছেন তাহাতে তিনি লিখিয়াছেন,—

"শ্রীদেবেশ্বরপাদপঙ্কজরজঃসম্পর্কপূতাশয়ঃ,
সর্ব্বজ্ঞাত্মগিরাঙ্কিতো মুনিবরঃ সংক্ষেপশারীরকম্।
চক্রে সজ্জনবুদ্ধিমণ্ডনমিদং রাজন্যবংশে নৃপে,
শ্রীমত্যক্ষতশাসনে মনুকুলাদিত্যে ভুবং শাসতি॥

অর্থাৎ শ্রীদেবেশ্বরার্য্যের পাদস্পর্শে পবিত্রীকৃতচিত্ত সর্ব্বজ্ঞাত্মমুনীশ্বর অক্ষতশাসন, মনুকুলের আদিত্যস্বরূপ শ্রীমন্নামক রাজার রাজ্যসময়ে সজ্জনগণের বুদ্ধির মণ্ডন সংক্ষেপশারীরক রচনা করিল। * এস্থলেও দেবেশ্বরের শিষ্য বলিয়াই আত্মপরিচয় প্রদান করিলেন। এস্থলে যে রাজার নাম উল্লিখিত হইল তৎসম্বন্ধে আলোচনায় সর্ব্বজ্ঞাত্মমুনির স্থিতিকাল নির্ণীত হইতে পারে। সর্ব্বজ্ঞাত্মমুনি দক্ষিণ ভারতের শৃঙ্গেরী মঠের মঠাধ্যক্ষ ছিলেন। দক্ষিণভারতের কোন রাজার নামোল্লেখ করাই তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক। শ্রীমতি অর্থাৎ শ্রীমন্নাম্নি এই অর্থই গ্রহণ করা সঙ্গত। রামতীর্থস্বামীও এই অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রী আছে যাহার এইরূপ অর্থই

---

* [এস্থানে শ্রীমতি পদে রাজার নাম শ্রীমান্ কল্পনা করা কতটা প্রয়োজন তাহা ভাবিবার বিষয়। মনুকুলাদিত্য পদে আদিত্য নামক রাজা বলিলে কি দোষ হয় বস্তুতঃ আদিত্য বর্ম্মা নামে চালুক্য বংশীয় প্রথম বিক্রমার্কের এক ভ্রাতাও ছিলেন। তিনি শৃঙ্গেরী প্রভৃতি স্থানে আধিপত্য করিতেন। হরিহর ইহার রাজধানী ছিল। ইহা শিলালেখ হইতে জানা যায়। পণ্ডিত রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকারেরও ইহাই মত। কিন্তু মনুকুলাদিত্য বলিতে আদিত্য উপাধিকারী বহু-রাজযুক্ত চালুক্য বংশকে ধরিলে সকল দিকই রক্ষা হয়। তাহার পর মধুসূদন সরস্বতীর ন্যায় বিদ্বদ্বরের সাম্প্রদায়িক জ্ঞান যে তুষ্ট তাহা বিশেষ প্রমাণ না পাইলে বলা সকলের রুচিকর হইবে কিনা তাহাও ভাবিবার বিষয়। সং]

সঙ্গত।* তাহাতে মনে হয় বিষ্ণু, নারায়ণ বা কৃষ্ণ নামক কোনও রাজাকে লক্ষ্য করিয়াই শ্রীমতি এই সপ্তম্যন্তপদ ব্যবহৃত হইয়াছে।

"মনুকুলাদিত্য" এই বিশেষণ পদ ব্যবহার করায় শ্রেষ্ঠ রাজবংশ বলিয়া অনুমিত হয়। "রাজন্যবংশে" এই পদের ব্যবহারেরও সার্থকতা আছে। দক্ষিণ ভারতে চালুক্যবংশের পরে রাষ্ট্রকূটবংশীয় রাজগণ আধিপত্য করিতেন। রাষ্ট্রকূটবংশীয় রাজাকে রাজন্যবংশে অর্থাৎ রাজন্যবংশীয় বলাই সম্ভব। রাষ্ট্রকূটবংশ অতি প্রাচীন এ বিষয়ে ঐতিহাসিক স্মিথ্ সাহেব সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন।† মনুকুলাদিত্য বলাও সঙ্গত। রাষ্ট্রকূটবংশীয় প্রথম কৃষ্ণ, দন্তীদুর্গকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া ৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসন আরোহণ করেন। তাঁহার সময় ইলোরায় কৈলাস মন্দির রচিত হয়। খোদিত মন্দিরের মধ্যে ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থপতিবিদ্যার অত্যাশ্চর্য্য নিদর্শন।

কৈলাস মন্দির রাষ্ট্রকূটবংশীয় প্রথম কৃষ্ণের অক্ষয় কীর্ত্তি প্রথম কৃষ্ণ ৭৬০ হইতে ৭৮০ খ্রীঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছেন। এই রাষ্ট্রকূটবংশীয় প্রথম কৃষ্ণকেই সর্ব্বজ্ঞাত্মমুনি "মনুকুলাদিত্য", "রাজন্যবংশীয়" ও "শ্রীমন্নামা" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন—ইহাই স্বাভাবিক। কৃষ্ণকে লক্ষ্মীপতি ("শ্রীমৎ") বলাই যুক্তিযুক্ত। ইলোরার কীর্ত্তিতে কীর্ত্তিমান ক্ষত্রিয় রাজাকে মনুকুলের প্রকাশক বলাও সঙ্গত। রাষ্ট্রকূটবংশীয় রাজাকে রাজন্যবংশীয় বলাও শোভন। শৃঙ্গেরী মঠের প্রাচীন লিপি হইতেও সর্ব্বজ্ঞাত্মমুনির কাল ৭৫৮ খ্রীঃ হইতে ৮৪৮ খ্রীঃ বলিয়াই জানিতে পারি। সুতরাং

---

* [এরূপ যুক্তি প্রতিপক্ষ স্বীকার করিবেন কিনা ভাবিবার বিষয়। সঃ]

† "In the middle of the eighth century, Dantidurga, a chieftain of the ancient, and apparently indigenous Rashtrakuta clan, fought his way to the front"

(Smith's Early History of India—2nd Ed. P. 386).

সর্ব্বজ্ঞাত্মমুনি রাষ্ট্রকূটবংশীয় রাজা 'প্রথম কৃষ্ণের' সমসাময়িক এবং তাঁহার সময়েই সংক্ষেপশারীরক রচনা করেন।* আর তাহা হইলে শৃঙ্গেরী মঠের কাল ও রাষ্ট্রকূট নরপতির কালের সমতা পরিলক্ষিত হইল।†

সুতরাং সর্ব্বজ্ঞাত্মমুনির স্থিতিকাল নির্ণয় সুস্থির। সর্ব্বজ্ঞাত্মমুনির গুরু—দেবেশ্বর, এ বিষয়েও সন্দেহ নাই। সুরেশ্বরাচার্য্যের অপর নাম বিশ্বরূপাচার্য্য। অনতিপ্রাচীন গ্রন্থে এই নাম দেখিতে পাই। কিন্তু কোথাও দেবেশ্বর নাম দেখিতে পাওয়া যায় না। বিদ্যারণ্য মুনীশ্বর তৎপ্রণীত 'বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহে' বিশ্বরূপাচার্য্য এই নামের উল্লেখ করিয়াছেন।‡ রামতীর্থ ও মধুসূদন উভয়ই অনতিপ্রাচীন। সুতরাং তাঁহাদের পক্ষে ঐতিহাসিকতার অভাব অসম্ভব নহে। এই সকল কারণে আমরা দেবেশ্বরাচার্য্যকে সুরেশ্বর হইতে পৃথক্ ব্যক্তিরূপে গ্রহণ করিতে পারি। এই সকল প্রমাণবলে প্রতীয়মান হয় সুরেশ্বর ও সর্ব্বজ্ঞাত্মমুনির অভ্যন্তরে দেবেশ্বরাচার্য্য প্রভৃতি অন্যান্য আচার্য্যগণ বিদ্যমান ছিলেন। অধ্যাপক মোক্ষমুলরের নির্দ্দিষ্ট কাল ৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দ গ্রহণ করিলে সর্ব্বজ্ঞাত্মমুনি শঙ্করের পূর্ব্ববর্ত্তী হইয়া পড়েন। সর্ব্বজ্ঞাত্মমুনির স্থিতিকাল ৭৫৮ খ্রীঃ হইতে ৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দ।

---

* [আচার্য্যের সময় চালুক্যবংশীয় ১ম বিক্রমার্কের ১৪শ অব্দে হইলে সুরেশ্বরের সময়ও যেমন সঙ্গত হয়, তদ্রূপ সর্ব্বজ্ঞাত্মমুনির সময়ও সঙ্গত হয়। অবশ্য সর্ব্বজ্ঞাত্মমুনির যে সময় উক্ত হইল তাহাতে সাম্প্রদায়িক একটী প্রবাদ বিরোধী হয়। তাহা এই যে শঙ্কর স্বয়ং সর্ব্বজ্ঞাত্মমুনির গ্রন্থ শ্রবণ করিয়াছিলেন, ইত্যাদি। এই প্রবাদটী কাশীতে প্রকাশিত মধুসূদনী টীকাসহ সংক্ষেপশারীরকের ভূমিকায় আছে। সং]

† রাজা প্রথম কৃষ্ণের বিবরণ স্মিথ্ সাহেবের ইতিহাসের ২য় সংস্করণ ৩৮৬—৩৮৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

‡ বিবরণ প্রমেয়সংগ্রহ—বিজয়নগর সিরিজ্ ৪৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

রাজা "প্রথম কৃষ্ণ"ও ৭৬০ খ্রীঃ হইতে ৭৮০ খ্রীঃ পর্য্যন্ত সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে সর্ব্বজ্ঞাত্মমুনি সংক্ষেপশারীরক প্রণয়ন করেন। শঙ্করের আবির্ভাবের পূর্ব্বে তিনি সংক্ষেপশারীরক রচনা করিয়াছেন—ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব। সুতরাং ৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে শঙ্করের আবির্ভাব সম্পূর্ণ অসম্ভব। শঙ্করের কালনির্ণয়-প্রসঙ্গে শৃঙ্গেরী মঠের প্রাচীন লেখের এবং অন্যান্য মঠের আচার্য্যগণের বিবরণের প্রামাণ্য অবশ্যই গ্রাহ্য। বিশেষ কারণ ব্যতিরেকে খণ্ডন করিবার কোনও হেতু দেখিতে পাই না। সুতরাং আমরা শঙ্করের আবির্ভাবকাল ৪৪ খ্রীঃ পূর্ব্বাব্দ বলিয়া গ্রহণ করিতে প্রস্তুত। মাধবের গ্রন্থে যে জন্মপত্রিকা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার প্রামাণ্য স্বীকার করা যায় না। অনেকেই উহার প্রামাণ্য সম্বন্ধে সন্দিহান। সন্দেহের কারণও যথেষ্ট আছে। কারণ, শঙ্করাচার্য্যের জীবনচরিতলেখক কৃষ্ণস্বামী আয়ার মহাশয় মাধবের গ্রন্থে প্রদত্ত জন্মপত্রিকা অগ্রাহ্য করিয়াছেন।* অতএব জন্মপত্রিকার প্রামাণ্য স্বীকৃত হইতে পারে না। আমরা আচার্য্য শঙ্করের অবস্থিতি কাল খ্রীঃ পূর্ব্বাব্দ বলিয়া গ্রহণ করিলাম। আমাদের সিদ্ধান্তের অনুকূলে যে সকল হেতু আছে, তাহা ক্রমশঃ প্রদর্শিত হইবে।

শঙ্করের স্থিতিকাল নির্ণয় ও তাহার হেতু

(পৌরাণিক বাক্য-প্রয়োগ)

রামানুজ ও মধ্বাচার্য্য প্রভৃতির ভাষ্যে যেরূপ পৌরাণিক বাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে, আচার্য্য শঙ্করের ভাষ্যে কিন্তু সেরূপ বহুলপ্রয়োগ

* কৃষ্ণস্বামী আয়ার মহাশয় লিখিয়াছেন,—"The horoscope given in Madhava's book is a mere imitation of Rama's and is therefore worthless."

(Sankaracharya. His life and times. P. 14.)

দেখিতে পাওয়া যায় না। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের ভাষ্য তাঁহার বিরচিত বলিয়া গ্রহণ করিলে তদ্‌ভূমিকায় অনেক পৌরাণিক বাক্য দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত অন্যত্র পৌরাণিক বাক্যের বহুলতা নাই।

সূত্রভাষ্য, গীতাভাষ্য এবং উপনিষদের ভাষ্যে পৌরাণিক বাক্য অতি অল্পস্থলেই উদ্ধৃত হইয়াছে। কোনও কোনও স্থলে কেবল "পুরাণে" শব্দটী ব্যবহৃত হইয়াছে। কোনও বাক্য উদ্ধৃত হয় নাই।*

---

* ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে নিম্নলিখিত স্থানে পুরাণের উল্লেখ ও পৌরাণিক বাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে—

১।৩।৩৮ সূত্রের ভাষ্যে লিখিয়াছেন "শ্রাবয়েচ্চতুরো বর্ণান্" ইতি চেতিহাসপুরাণাধিগমে চাতুর্বর্ণ্যাধিকারস্মরণাৎ"। এস্থলে পুরাণের বাক্য সম্পূর্ণ উদ্ধৃত হয় নাই। পুরাণের উল্লেখ ও বাক্যের অংশ মাত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন।

২।১।১ সূত্রের ভাষ্যের পৌরাণিক বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন,—

"অতশ্চ সংক্ষেপমিমং শৃণুধ্বং নারায়ণঃ সর্ব্বমিদং পুরাণঃ।
স সর্গকালে চ করোতি সর্বং সংহারকালে চ তদত্তি ভূয়ঃ॥"

ইতি পুরাণে।

২।১।৫ সূত্রের ভাষ্যে পুরাণের উল্লেখ রহিয়াছে। কিন্তু বাক্য উদ্ধৃত হয় নাই। "অনুগতাশ্চ সর্ব্বত্রাভিমানিন্যশ্চেতনা দেবতা মন্ত্রার্থবাদেতিহাসপুরাণাদিভ্যোঽবগম্যন্তে।"

২।১।২৭ সূত্রের ভাষ্যে পৌরাণিক বাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে।

তথাহুঃ পৌরাণিকাঃ :—

"অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ।
প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্॥" ইতি।

২।১।৩৬ সূত্রের ভাষ্যে পুরাণের উল্লেখ আছে। "পুরাণে চ অতীতানাম্ অনাগতানাঞ্চ কল্পানাং ন পরিমাণমস্তি ইতি স্থাপিতম্।"

রামানুজের ভাষ্যে পৌরাণিক বাক্যের প্রয়োগ যথেষ্ট দেখিতে পাই। মধ্বাচার্য্যের ভাষ্য পৌরাণিক উদ্ধৃত বাক্য বলিলেও অত্যুক্তি বা অতিশয়োক্তি হইবে না। কিন্তু আচার্য্য শঙ্করের ভাষ্যে পৌরাণিক বাক্যের সংখ্যা অত্যল্প। সূত্রভাষ্যে মাত্র দুই স্থলে পৌরাণিক বাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহাতে স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হয় রামানুজ ও মধ্ব পৌরাণিক প্রভাবে প্রভাবিত। কিন্তু শঙ্কর পৌরাণিক অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে আবির্ভূত হয়েন।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ৩।১ শ্লোকের ভাষ্যে বৃহস্পতি-শুকদেবের বাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে—

"ত্যজ ধর্ম্মমধর্ম্মং চ উভে সত্যানৃতে ত্যজ।
উভে সত্যানৃতে ত্যক্ত্বা যেন ত্যজসি তত্ত্যজ ॥
সংসারমেব নিঃসারং দৃষ্ট্বা সারদিদৃক্ষয়া।
প্রব্রজন্ত্যকৃতোদ্বাহাঃ পরং বৈরাগ্যমাশ্রিতাঃ ॥"

ইতি বৃহস্পতিঃ।

কর্ম্মণা বধ্যতে জন্তুর্বিদ্যয়া চ বিমুচ্যতে।
তস্মাৎ কর্ম্ম ন কুর্ব্বন্তি যতয়ঃ পারদর্শিনঃ ॥

ইতি শুকানুশাসনম্।

১৫। ১ শ্লোকের ভাষ্যে পুরাণের বাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে—"পুরাণে চ—

"অব্যক্তমূলপ্রভবস্তস্যৈবানুগ্রহোত্থিতঃ।
বুদ্ধিস্কন্ধময়শ্চৈব ইন্দ্রিয়ান্তরকোটরঃ ॥
মহাভূতবিশাখশ্চ বিষয়ৈঃ পত্রবাংস্তথা।
ধর্ম্মাধর্ম্মসুপুষ্পশ্চ সুখদুঃখফলোদয়ঃ ॥
আজীব্যঃ সর্ব্বভূতানাং ব্রহ্মবৃক্ষঃ সনাতনঃ।
এতদ্ ব্রহ্মবনং চৈব ব্রহ্মাচরতি নিত্যশঃ ॥
এতচ্ছিত্ত্বা চ ভিত্ত্বা চ জ্ঞানেন পরমাসিনা।
ততশ্চাত্মরতিং প্রাপ্য যস্মান্নাবর্ত্ততে পুনঃ ॥"

১৮।৬৬ শ্লোকের ভাষ্যে পুরাণের উল্লেখ আছে। "জ্ঞানাৎ কৈবল্যমাপ্নোতি" ইতি চ পুরাণস্মৃতেঃ, "অনারব্ধফলানাং পুণ্যানাং কর্ম্মণাং ক্ষয়ানুপপত্তেঃ।"

ঐতিহাসিক স্মিথ্ সাহেবের এবং ভাণ্ডারকারের মতে খ্রীষ্টীয় ৪র্থ ও ৫ম শতাব্দীতে গুপ্তসাম্রাজ্যকালে পুরাণের অভ্যুদয় হইয়াছিল।* আমরা সর্ব্বাংশে স্মিথ্ সাহেবের অনুমোদন করি না। মন্বাদি সংহিতার রচনাকাল ৪র্থ বা ৫ম শতাব্দী এরূপ অস্বাভাবিক মতবাদের সারবত্তা বুঝিতে পারি না। যাহা হউক গুপ্তবংশীয় সম্রাট্গণের সময় পৌরাণিক সাহিত্যে প্রচার ও প্রসার আমরা স্বীকার করি। হিন্দুধর্ম্মের পুনরভ্যুদয়ও স্বীকার্য্য। পুষ্যমিত্রের সময় হইতেই হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থানের সূচনা হইয়াছে। ১৮৪ খ্রীঃ পূর্ব্বাব্দ হইতে ৪৮০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত যে হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থান

বৃহদারণ্যক উপনিষদ ১।৪।৬ কণ্ডিকার ভাষ্যে "কর্ম্মবিপাক" হইতে বচন উদ্ধার করিয়াছেন "স্মৃতেশ্চ কর্ম্মবিপাকপ্রক্রিয়ায়াম্—ব্রহ্মা বিশ্বসৃজো ধর্ম্মো মহানব্যক্তমেব চ। উত্তমাং সাত্ত্বিকীমেতাং গতিমাহুর্মনীষিণঃ" "পুরাণে চ—ব্রহ্মকৃতং সমাধিনঃ" ইতি।

* "To the same age probably should be assigned the principal Puranas in their present form, the metrical treatises, of which the so-called code of Manu is the most familiar example; and in short, the mass of the 'classical' Sanskrit literature. The patronage of the great Gupta emperors gave, as Professor Bhandarkar observes, 'a general literary impulse' which extended to every department, and gradually raised Sanskrit to the position which it long retained as the sole literary language of Northern India. The decline of Buddhism and the diffusion of Sanskrit proceeded side by side, with the result that, by the end of the Gupta period, the force of Buddhism on the Indian soil had been nearly spent and India, with certain local exceptions had again become the language of the Brahmans". (Smith's E. H. I. 2nd. Ed. P. 288).

হইয়াছে তাহা অস্বীকার করিবার কোন হেতু নাই। মৌর্য্যবংশীয় অশোকের সময় হইতে কণ্ববংশ পর্য্যন্ত এমন কি খ্রীষ্টের জন্ম পর্য্যন্তই বৌদ্ধপ্রভাব অপ্রতিহত গতিতে বিস্তারলাভ করিয়াছে। স্মিথ্ সাহেবের মতে স্থানে স্থানে বৌদ্ধপ্রভাব থাকিলেও, ভারত পুনরায় হিন্দুভারতে পরিণত হইয়াছে। বৌদ্ধভারত হিন্দুভারতে পরিণত হওয়া কেবল রাজনৈতিক পরিবর্ত্তনের ফল হইতে পারে না। কারণ, বৌদ্ধমতের দার্শনিক ভিত্তি বিধ্বস্ত না হইলে বৌদ্ধমতের অবনতি হইতে পারে না। পৌরাণিক সাহিত্যের প্রসার ও বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতি আচার্য্য শঙ্করের মহতী মনীষার ফল বলিয়া অনুমিত হয়।* অতএব ৪৪ খ্রীঃ পূর্ব্বাব্দে তিনি আবির্ভূত হন এবং ১২ খ্রীঃ পূর্ব্বাব্দে তাঁহার তিরোভাব হয়।

তৎপরে তাঁহার শিষ্য ও প্রশিষ্যগণের প্রচেষ্টায় হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থান হয়—ইহাই সমীচীন বলিয়া প্রতীত হয়। স্মিথ্ সাহেব ও অধ্যাপক ভাণ্ডারকারের মতে ৪র্থ ও ৫ম শতাব্দীতে পৌরাণিক অভ্যুদয় হয়। আচার্য্য শঙ্কর ৮ম শতাব্দীর শেষ ভাগে বর্ত্তমান থাকিলে পৌরাণিক বাক্য-ব্যবহার সমধিক পরিমাণে করিতেন, কারণ, তৎকালে সর্ব্বত্রই পৌরাণিক ভাবের প্রবলতা দেখিতে পাওয়া যায়। দক্ষিণভারতে চালুক্যবংশের রাজত্বকালে (৫৫০ খ্রীঃ—

---

* [আচার্য্যের পূর্ব্বে শবর প্রভাকর বাৎস্যায়ন গৌড়পাদ প্রভৃতি এই কথা করিয়াছিলেন বলিলে দোষ হয় না মনে হয়। ৪৪ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে আচার্য্যের আবির্ভাব স্থির করিলে স্বীকার করিতে হয় যে আচার্য্যের পর বৌদ্ধধর্ম্মের দার্শনিকতা চরম সূক্ষ্মতা লাভ করিয়াছিল, যেহেতু নাগার্জ্জুন দিঙ্নাগ ধর্ম্মকীর্ত্তি বসুবন্ধু অসঙ্গ প্রভৃতি ৪৭ খৃঃ পূর্ব্বাব্দের বহুপরে আবির্ভূত হইয়া বৌদ্ধধর্ম্মের দার্শনিক ভাগের পূর্ণতা করিয়াছিলেন। হুয়েনসঙ্গের এবং ইৎসিঙ্গের সময় বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতি হইলেও দার্শনিক বিদ্যার গৌরব যথেষ্ট ছিল বলিতে হয়। এজন্য হুয়েনসঙ্গ ও ইৎসিঙ্গের পর বলিলে আচার্য্যের গৌরবহানি হয় না। সং।]

৭৫০ খ্রীঃ) বৌদ্ধ ধর্ম্মের অবনতি ও পৌরাণিক ধর্ম্মের অভ্যুদয় হইয়াছে।*

এই পৌরাণিক অভ্যুদয়ের যুগে শঙ্করের আবির্ভাব হইলে পৌরাণিক প্রভাব অতিক্রম করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইত। রামানুজ (১০১৭—১১৩৭ খ্রীঃ) এবং মধ্বাচার্য্য (১১৯৯ খ্রীঃ—১৩শ শতাব্দীর শেষ ভাগ) উভয়ে পৌরাণিক অভ্যুদয়ের পরবর্ত্তী। সুতরাং তাঁহাদের গ্রন্থে পৌরাণিক বাক্যের বাহুল্য সবিশেষ পরিস্ফুট। কিন্তু আচার্য্য শঙ্কর পৌরাণিক প্রভাবে আদপেই

* স্মিথ্ সাহেব তৎকৃত Early History of India নামক গ্রন্থের ৩৮৬ পৃষ্ঠে লিখিয়াছেন—"550—750 A.D. State of Religion—During the two centuries of the rule of the early Chalukya Dynasty of Vatapi, great changes in the religious state of the country were in progress. Buddhism although still influential, and supported by a large section of the population, was slowly declining, and suffering gradual suppression by its rivals, Jainism and Brahmanical Hinduism.

The sacrificial form of the Hindu religion received special attention, and was made the subject of a multitude of formal treatises. The pouranic forms of Hinduism also grew in popularity; and everywhere elaborate temples dedicated to Vishnu, Siva, or other members of the Pouranic Pantheon, were erected, which, even in their ruins, form magnificent memorials of the Kings of this period. The orthodox Hindus borrowed from their Buddhist and Jaina rivals the practice of excavating cave-temples, and one of the earliest Hindu works of this class that made at Badami in honour of Vishnu by Mangalisa Chalukya, at the close of the sixth century. Jainism was specially popular in the Southern Marhatta Country."

প্রভাবিত নহেন। এই কারণে আচার্য্য শঙ্করের কাল পৌরাণিক অভ্যুদয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া গ্রহণ করা সঙ্গত।* সুরেশ্বরাচার্য্যের ৮০০ শত বৎসর অবস্থিতি অস্বাভাবিক বলিয়া শঙ্করের স্থিতিকাল ৮ম শতাব্দী গ্রহণ করা কখনই সঙ্গত নহে। শৃঙ্গেরী মঠের প্রাচীন লেখকের পক্ষে মিথ্যা বলিবার কোনও হেতু নাই। প্রাচীন ভারতে মিথ্যার প্রতি ঘৃণা সর্ব্বত্রই দেখিতে পাই। এরূপ অবস্থায় সন্ন্যাসীর পক্ষে (অবশ্যই প্রাচীন লেখক সন্ন্যাসী) মিথ্যার অবতারণা কখনই সম্ভবপর নহে। অনবধানতার জন্য কয়েকজন আচার্য্যের বিবরণ বিস্মৃতিসাগরে ডুবিয়া গিয়াছে বলিয়াই প্রতীয়মান হয়।

দ্বিতীয় কারণ

(ভট্টকুমারিলের কাল নির্ণয়)

শঙ্করের উক্ত স্থিতিকালের সম্বন্ধে অন্য কারণও বিদ্যমান। শঙ্করের ভাষ্যে ভট্টকুমারিলের নামোল্লেখ বা তাঁহার মত উদ্ধৃত হয় নাই। কিন্তু ভট্টকুমারিল বেদান্তের মত উদ্ধার করিয়া তর্কপাদে তাহা খণ্ডন করিয়াছেন। যেহেতু—

শ্লোকবার্ত্তিকের তর্কপাদে তিনি লিখিয়াছেন,—

"স্বয়ং চ শুদ্ধরূপত্বাদসত্ত্বাচ্চান্যবস্তুনঃ।
স্বপ্নাদিবদবিদ্যায়াঃ প্রবৃত্তিস্তস্য কিং কৃতা॥

---

* [এই কারণে আচার্য্য ৭।৮ম শতাব্দীতে আবির্ভূত নহেন ইহা বলিলে আচার্য্যের গৌরব হ্রাস হয় বলিয়া মনে হয়। আচার্য্যের মতটী শ্রুতিমাত্রপোজীবী, সেই জন্যই তাঁহার গ্রন্থে পুরাণ-প্রমাণ বাহুল্যরূপে গৃহীত হয় নাই—এরূপ বলাই কি ভাল নয়? শৃঙ্গেরী মঠের বাক্য মিথ্যা নহে, আমরা মঠোক্ত ১৪ বিক্রমার্ক অব্দকে আদি বিক্রমাদিত্যের অব্দ ধরিয়া এইরূপ ভাবিতেছি। উহা চালুক্যবংশীয় বিক্রমাদিত্য ধরিলে সুরেশ্বরের জীবতকাল ৮০০ হয় না, প্রত্যুত ৭৮/৮০ এইরূপ হয়। সং]

অন্যোন্যোপপ্লবেঽভীষ্টে দ্বৈতবাদঃ প্রসজ্যতে।
স্বাভাবিকীমবিদ্যাং তু নোচ্ছেত্তুং কশ্চিদর্হতি॥
বিলক্ষণোপপত্তৌ হি নশ্যেৎ স্বাভাবিকী ক্বচিৎ।
ন ত্বেকাত্মাঽভ্যুপায়ানাং হেতুরস্তি বিলক্ষণঃ॥"

(শ্লোকবার্ত্তিক ৫ম সূত্র, সম্বন্ধাক্ষেপপরিহার ৮৪-৮৬ শ্লোক।)

আচার্য্য শঙ্করের অভ্যুদয়কাল ৭৮৮ খৃষ্টাব্দ গ্রহণ করিলে ভট্টকুমারিল শঙ্কর হইতে পূর্ব্ববর্ত্তী হইয়া পড়েন। ভট্টকুমারিল পূর্ব্ববর্ত্তী হইলে শ্লোকবার্ত্তিক, তন্ত্রবার্ত্তিক অথবা টুপ্‌টীকার কোনও বাক্য উদ্ধৃত করিয়া শঙ্করের পক্ষে খণ্ডন করাই সম্ভব ছিল।*

কিন্তু ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে কুত্রাপিও ভাট্টমত খণ্ডিত হয় নাই। মীমাংসক মত খণ্ডিত হইয়াছে। শবরস্বামী শঙ্কর হইতে প্রাচীন। শঙ্করভাষ্যে শবরস্বামীর মত নিরাকৃত হইয়াছে।

আচার্য্য শঙ্কর ১।১।১ সূত্রের ভাষ্যে লিখিয়াছেন—

"অস্তি দেহাদিব্যতিরিক্তঃ সংসারী কর্ত্তা ভোক্তেত্যপরে।"

অবশ্যই এই মতবাদ মীমাংসকগণের সম্মত। ১।১।৪ সূত্রের ভাষ্যে মীমাংসক মত উদ্ধার করিয়াছেন। "যদ্যপি কেচিদাহুঃ প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিবিধি তচ্ছেষব্যতিরেকেণ কেবলবস্তুবাদী বেদভাগো নাস্তীতি" এবং "অত্রাহুঃ দেহাদিব্যতিরিক্তস্যাত্মন আত্মীয়ে দেহাদাবভিমানো গৌণো ন মিথ্যেতি" এস্থলেও মীমাংসকমত উদ্ধৃত হইয়াছে। শবরস্বামীর অভিমতই শঙ্করের ভাষ্যে স্থান পাইয়াছে, কিন্তু ভাট্টমত কোথাও উদ্ধৃত বা খণ্ডিত হয় নাই।†

---

* [আচার্য্য বৃত্তিকার প্রভৃতিরও মত খণ্ডন করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের বাক্য উদ্ধৃত করেন নাই। বস্তুতঃ কাহারও মত খণ্ডন করিতে হইলে প্রাচীনগণ যে তাঁহাদের বাক্য উদ্ধৃত করিতেন তাহা বলা চলে না। সং]

† [একথা বলিলে ভট্টের মত ও শবরের মত পৃথক্ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। কুমারিল ভট্ট শবরেরই মত প্রকাশ করিবার জন্য শ্লোকবার্ত্তিক ও টুপ্‌টীকা প্রভৃতি রচনা করিয়াছেন, তাই—এইরূপও হইতে পারে। সং]

আচার্য্য শঙ্কর ১।১।৪ সূত্রের আভাস ভাষ্যে মীমাংসকমতের আপত্তি তুলিয়াছেন। এই স্থলেও শবরস্বামীর মত উদ্ধৃত হইয়াছে।

শঙ্কর লিখিয়াছেন—

"ন কচিদপি বেদবাক্যানাং বিধিসংস্পর্শমন্তরেণার্থবত্তা দৃষ্টোপপন্না বা। ন চ পরিনিষ্ঠিতে বস্তুস্বরূপে বিধিঃ সম্ভবতি, ক্রিয়াবিষয়ত্বাদ্বিধেঃ। তস্মাৎ কর্ম্মাপেক্ষিত কর্তৃস্বরূপদেবতাদিপ্রকাশনেন ক্রিয়াবিধিশেষত্বং বেদান্তানাম্। অথ প্রকরণান্তরভয়ান্নৈতদভ্যুপগম্যতে তথাপি স্ববাক্যগতোপাসনাদিকর্ম্মপরত্বম্ তস্মান্ন ব্রহ্মণঃ শাস্ত্রযোনিত্বমিতি প্রাপ্ত উচ্যতে"।

এস্থলে টীকাকার আনন্দগিরি এবং রত্নপ্রভাকার গোবিন্দানন্দ এই মত ভট্টকুমারিলের বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।* এস্থলে উভয় টীকাকারই ভ্রমে পতিত হইয়াছেন।† শঙ্কর এস্থলে মীমাংসক মতের জন্য আচার্য্য শবরস্বামীর মত উদ্ধার করিয়াছেন। ভাট্ট মত উদ্ধার করেন নাই। বাচস্পতি মিশ্রের ব্যাখ্যা হইতে ইহা প্রতিপন্ন হয়। বাচস্পতি মিশ্র ভামতীতে লিখিয়াছেন— "উপসংহরতি তস্মাদিতি।" এস্থলে যে ভাট্টমত উদ্ধৃত হইয়াছে এরূপ আভাস প্রদত্ত হয় নাই। আনন্দগিরি ও গোবিন্দানন্দ উভয়েই অনতিপ্রাচীন। ঐতিহাসিকতা রক্ষা না করিয়া কেবল ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শঙ্করবিজয়কারের অনুবর্ত্তন করিয়া কুমারিলেরও শঙ্করের সমসাময়িকত্ব সাব্যস্ত করিয়া ঐরূপ ব্যাখ্যা করিতে পারেন।‡

---

* গোবিন্দানন্দ রত্নপ্রভায় লিখিয়াছেন—"ভাট্টমতমুপসংহরতি—তস্মাদিতি"। এবং আনন্দগিরি "ন্যায়নির্ণয়ে" লিখিয়াছেন,—"বার্ত্তিককারমতমুপসংহরতি—তস্মাদিতি।'

† [এই টীকাকারদ্বয়কে ভ্রান্ত বলিতে হইলে অন্য হেতুপ্রদর্শন আবশ্যক নয় কি ? সং]

‡ [এরূপ সিদ্ধান্ত সাম্প্রদায়িকগণ গ্রহণ করিবেন কি ? সং]

আচার্য্য শঙ্কর ভাষ্যরচনার পূর্ব্বে কুমারিলের গ্রন্থাদি দেখিতে ...ইলে অবশ্য তদ্‌গ্রন্থের উল্লেখ করিতেন। উপবর্ষ ও শবরস্বামীর ...ম তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু কুমারিল অথবা তৎগ্রন্থের ...মোল্লেখ কোথাও করেন নাই। * আচার্য্য শঙ্কর মীমাংসাদর্শনের ...গুলি উদ্ধৃত করিয়াই পূর্ব্বপক্ষের আশঙ্কা স্থাপন করিয়াছেন। ...রিলের স্থিতিকাল সম্বন্ধেও মতদ্বৈধ আছে। কাহারও মতে ...রিল বৌদ্ধ ধর্ম্মকীর্ত্তির সমসাময়িক।† ধর্ম্মকীর্ত্তির স্থিতিকাল ...ম শতাব্দীর শেষভাগ। চৈনিক পর্য্যটক ইৎসিং ধর্ম্মকীর্ত্তির ...ল্লেখ করিয়াছেন। কুমারিল ও ধর্ম্মকীর্ত্তি সমসাময়িক হইলে ...রিলের স্থিতিকাল ৭ম শতাব্দীর শেষভাগ বলিয়া গ্রহণ ...রিতে হয়।

আচার্য্য শঙ্কর ৮ম শতাব্দীর শেষভাগে আবির্ভূত হইলে ...শ্চয় কুমারিলের নামোল্লেখ বা তন্মত বা তদ্‌গ্রন্থের উল্লেখ ...রিতেন। কুমারিলের অবস্থিতিকাল ৭ম শতাব্দীর শেষভাগ ...ইলে শঙ্কর ১০০ শত বৎসর পরে আবির্ভূত হয়েন। (৭৮৮ খ্রীঃ ...ঙ্করের অভ্যুদয়কাল স্বীকার করিলে)। এই সময়ের মধ্যে ...মারিলের যশঃ অবশ্যই চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়াছে। সুতরাং ...ঙ্করের পক্ষে ভাট্টমতখণ্ডনের চেষ্টা থাকিত।‡

* [ইহার কারণ ভট্টকে তিনি প্রমাণ জ্ঞান করিতেন না সুতরাং তত ...র চক্ষে দেখেন নাই—এরূপও হইতে পারে। সং]

† ডাক্তার সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় তৎপ্রণীত "History of ...aeval Logic" নামক গ্রন্থে কুমারিল ও ধর্ম্মকীর্ত্তিকে সমসাময়িক বলিয়া ...শ করিয়াছেন। (বিদ্যাভূষণের ইতিহাস ১০০—১০৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। ...ন সাহেব (H. Kern) "Manual of Buddhism" নামক গ্রন্থে উভয়কে ...ই সমসাময়িকরূপে গ্রহণ করিয়াছেন (Manual of Buddhism" ১৩০ ...া দ্রষ্টব্য)।

‡ [শঙ্করকে ৬৮৬ খৃষ্টাব্দে আবির্ভূত বলিলে ত আর এ সব কোন

কিন্তু তাহা আমরা দেখিতে পাই না। অতএব শঙ্কর কুমারিল হইতে প্রাচীন। শঙ্করের জীবনচরিতকার মাধব, শঙ্কর ও কুমারিলকে সমকালবর্ত্তী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্রয়াগে তুষানলপ্রায়শ্চিত্ত সময়ে শঙ্কর কুমারিলকে তারকব্রহ্ম নাম প্রদান করেন—এইরূপ উপাখ্যান শঙ্করবিজয়ে দেখিতে পাই, আমাদের বিবেচনায় মাধব পরবর্ত্তীকালে ভট্টকুমারিলের বিদ্যাবত্তা প্রভৃতি বিষয় অবগত হইয়া তিনিও যে শঙ্করের নিকট পরাভূত হইয়াছিলেন—ইহা প্রদর্শন জন্যই উভয়কে সমসাময়িকরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

যাহা হউক, শঙ্কর কুমারিলের মতবাদ উদ্ধৃত করিয়া খণ্ডন করেন নাই, ইহা হইতে প্রতীয়মান হয় শঙ্কর কুমারিলের পূর্ব্ববর্ত্তী।*

দক্ষিণ ভারতে ৬ষ্ঠ শতাব্দী হইতে ৮ম শতাব্দীর মধ্যভাগে

অসঙ্গতিই হয় না। ভামতীতে শঙ্করভাষ্য বুঝাইবার জন্য ধর্মকীর্ত্তির বাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে। সুতরাং শঙ্কর ধর্মকীর্ত্তিকে লক্ষ্য করিয়া উক্ত ভাষ্য লিখিয়াছেন বলা যায়। অতএব শঙ্কর ধর্মকীর্ত্তির পরবর্ত্তী বলাই সঙ্গত। স্বর্গীয় কে, বি, পাঠক উপদেশসহস্রীতে কুমারিলের মত উদ্ধৃত হইতে দেখিয়াছেন। উপদেশসহস্রী লোঠাস্ লাইব্রেরী সংস্করণ ৫০০ পৃঃ ৩৫ শ্লো দেখুন। রামতীর্থ তাহার টীকায়—"ভাট্টাদিমতমাহ অহং কর্ত্তেবেতি" এইরূপ বলিয়াছেন। অতএব ৪৪ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে শঙ্করাবির্ভাব স্বীকার করিতে যাইয়া শঙ্করবিজয়োক্ত শঙ্কর কুমারিল সংবাদ প্রভৃতিকে মিথ্যা বলিবার আবশ্যক হয় না। ৬৮৬ খৃষ্টাব্দ গ্রহণ করিবার পক্ষে অন্য প্রমাণ যে সব আছে তাহা যথাস্থানে বর্ণিত হইবে। সং]

* [আচার্য্যকে কুমারিলের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিলে শঙ্করবিজয়ের সহিত বিরোধ করিতে হয়। ইহা কিন্তু বিশেষ প্রমাণ না হইলে করা যুক্তিযুক্ত নহে। আচার্য্যের ভাষ্যব্যাখ্যাতৃগণ বলিলেন—আচার্য্য ভাট্টমত খণ্ডন করিতেছেন তাহাদিগকেও তাহা হইলে উপেক্ষা করিতে হয়। সাম্প্রদায়িক বিশ্বাস দুর্ব্বল এত অল্প মনে করা কি ভাল? আর কুমারিলমত খণ্ডিত বা উদ্ধৃত হয় নাই বলিয়াই কুমারিলকে পরবর্ত্তী বলাও চলে না। সং]

(৫৫০ খ্রীঃ হইতে ৭৫০ খ্রীঃ) কর্ম্মকাণ্ডের প্রসার ও প্রতিপত্তি ঐতিহাসিক সত্য। * সম্ভবতঃ শাস্ত্রদীপিকাকার পার্থসারথিমিশ্র এই সময়ের মধ্যে আবির্ভূত হয়েন। পার্থসারথিমিশ্র কুমারিলের পরবর্ত্তী এবং বিদ্যারণ্যের পূর্ব্ববর্ত্তী। কারণ, মাধবাচার্য্য বিদ্যারণ্যকৃত জৈমিনীয় ন্যায়মালাবিস্তরে" শাস্ত্রদীপিকার উল্লেখ আছে।† পরবর্ত্তীকালে অপ্পয় দীক্ষিত স্বকৃত "পরিমল" নামক প্রবন্ধে এবং বিধিরসায়নে পার্থসারথিমিশ্রের গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন।‡

কুমারিল ৭ম শতাব্দীতে বর্ত্তমান থাকিলে পার্থসারথিমিশ্রের ৮ম শতাব্দীতে বর্ত্তমান থাকিবার একান্ত সম্ভাবনা। আচার্য্য শঙ্কর ৮ম শতাব্দীর শেষভাগে বর্ত্তমান থাকিলে এই সকল মীমাংসা-গ্রন্থের উল্লেখ ও ভাট্টমত খণ্ডন করিতেন। কিন্তু তাহা কোথাও দেখিতে পাই না। অষ্টম শতাব্দীতে ভাট্টমতের সবিশেষ বিস্তার সাধিত হইয়াছিল। সুতরাং শঙ্করকে ৬ষ্ঠ শতাব্দী পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া গ্রহণ করাই সঙ্গত।

শঙ্করের গ্রন্থে মহাযান ও হীনযান প্রভৃতি বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের উল্লেখ নাই

গুপ্তসাম্রাজ্যের সময়ে বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতি আরম্ভ হইয়াছে। চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের সময়ে চীন পর্য্যটক ফাহিয়ান (৪০৫—

---

* স্মিথ সাহেবের তৎকৃত ইতিহাসে ৫৫০ খৃঃ ৭৫০ খৃঃ পর্য্যন্ত ভারতীয় ধর্ম্মের অবস্থা প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,—

"The sacrificial form of Hindu religion received special attention, and who made the subject of a multitude of formal treatises."

† পুণা, আনন্দাশ্রমে প্রকাশিত জৈমিনীয় ন্যায়মালাবিস্তরের ৪ পৃষ্ঠায় ২য় পঙ্‌ক্তি দ্রষ্টব্য।

‡ বিজয়নগর সংস্কৃত সিরিজ সংস্করণ পরিমল টীকায় ১৩ পৃঃ ১২ পঙ্‌ক্তি দ্রষ্টব্য। বিধিরসায়নে গ্রন্থের উল্লেখ আছে।

৪১১ খ্রীষ্টাব্দে) ভারতে আগমন করেন। তাঁহার সময়ে বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতির সূচনা হইয়াছে। ফাহিয়ান এ সম্বন্ধে নীরব থাকিলেও বৌদ্ধমতের প্রভাব যে কমিয়াছিল তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।*

ফাহিয়ানের আগমনের বহুপূর্ব্ব হইতেই হিন্দুধর্ম্মের পুনরভ্যুদয় আরম্ভ হইয়াছে। খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে মহাযানিক বৌদ্ধ সম্প্রদায় হিন্দুপ্রভাবে প্রভাবিত হইয়াছে। নাগার্জ্জুন মাধ্যমিক দর্শনের প্রধান আচার্য্য। তাঁহার জীবনে হিন্দু প্রভাব পরিস্ফুট; খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর হিন্দুপ্রভাব ঐতিহাসিক সত্য।†

স্মিথ্ সাহেবের মতে মহাযান বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের উন্নতির অন্যতম কারণ হিন্দুধর্ম্মের অভ্যুদয়। দ্বিতীয় শতাব্দীতে মহাযান সম্প্রদায়ের সবিশেষ উন্নতি হইয়াছিল। এই উন্নতির কারণ হিন্দুধর্ম্মের বিকাশ। আমরা শঙ্করের কাল খৃষ্টপূর্ব্বাব্দ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি। আমাদের দৃঢ় প্রতীতি হিন্দুধর্ম্মের পুনরভ্যুদয় শঙ্করের অভিমুখে

---

* ঐতিহাসিক স্মিথ্ সাহেব বলিয়াছেন, "In fact, the Brahmanical reaction against Buddhism had begun at a time considerably earlier than that of Fahien's travels; and Indian Buddhism was already upon the downward path, although the pilgrim could not discern the signs of decadence. (Smith's E. H. I. 2nd Ed. P. 288)

† স্মিথ্ সাহেব উক্ত ইতিহাসের ২৮৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—The development of the Mahayana School of Buddhism, which became prominent and fashionable from the time of Kanishka in the second century was in itself a testimony to the reviving power of Brahmanical Hinduism. The newer form of Buddhism had much in common with the older Hinduism and the relation is so close that even an expert often feels a difficulty in deciding to which system a particular image should be assigned."

প্রচেষ্টার অভিব্যক্তি। ইতিবৃত্ত হইতে জানিতে পারি আচার্য্য শঙ্করের প্রভাবেই বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতি আরম্ভ হয়। আমাদের পরিগৃহীত কাল স্বীকার করিলে ইতিবৃত্তেরও সার্থকতা রক্ষিত হয়। অবশ্যই বৌদ্ধদর্শনের বিকাশ খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দী হইতে ৮ম শতাব্দীতে (১৫০ খৃঃ ৭৫০ খৃঃ) সাধিত হইয়াছে। বৌদ্ধমত হিন্দুমতবাদের আক্রমণে বিধ্বস্ত হইয়া দার্শনিক ক্ষেত্রে স্বপ্রতিষ্ঠিত হইতে সবিশেষ চেষ্টা করিয়াছে। তাহারই ফলে ঐ সময়ে দার্শনিকতার প্রসার হইয়াছে। ৮ম শতাব্দীতে শঙ্করের আবির্ভাব স্বীকার করিলে ইতিবৃত্তের সার্থকতা থাকে না। কারণ, চৈনিক পর্য্যটক হিউয়েনসাঙ্গের সময়, এমন কি তৎপূর্ব্বেই বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতি আরম্ভ হইয়াছে। বৌদ্ধগণের অবনতির সাক্ষ্য হিউয়েনসঙ্গ তাঁহার বিবরণে প্রদান করিয়াছেন। স্মিথ্ সাহেব প্রতিপন্ন করিয়াছেন চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীতে (৩৩০—৪৮০ খৃঃ) হিন্দুধর্ম্ম মহারাজের নিকট সমাদৃত হইত। সংস্কৃতভাষাভিজ্ঞ-পণ্ডিতের দেশে সমাদর ছিল। হিন্দুধর্ম্মই পণ্ডিতগণের ধর্ম্ম ছিল * হিন্দুধর্ম্মের অভ্যুদয়ের সহিত সংস্কৃত ভাষারও বিস্তৃতি সাধিত হইয়াছিল। + হিন্দুধর্ম্মের এই বিকাশ মহামনীষার প্রভাব ভিন্ন অসম্ভব। বৌদ্ধমত নিরসন করিয়াই হিন্দুধর্ম্মের অভ্যুদয়ের সম্ভাবনা হইয়াছে। শঙ্করের দার্শনিকতা হিন্দুধর্ম্মের অভ্যুদয়ের কারণ বলিয়া অনুমিত হয়। শঙ্করের অতিমানুষ প্রতিভায় বৌদ্ধমত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে এবং হিন্দুধর্ম্মমতের প্রসার ও প্রতিপত্তি হয়।

---

* স্মিথ্ সাহেবের ইতিহাস ২৮৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

+ স্মিথ্ সাহেব লিখিয়াছেন,—

"The revival of the Brahmanical religion was accompanied by the diffusion and extension of Sanskrit, the sacred language of the Brahmans." (Smith's E. H. I. pp 286-287)

স্মিথ্ সাহেব হিন্দুধর্ম্মের এই অভ্যুন্নতির কারণ নির্দ্দেশে অসমর্থ হইয়াছেন। * কিন্তু আমাদের দৃঢ় ধারণা আচার্য্য শঙ্করের প্রতিভাই ইহার মূল কারণ। মহাযান সম্প্রদায় শঙ্করমতের প্রভাবে প্রভাবিত হইয়া আপনাদের মতের সংস্কার ও সংশোধন করেন। তাহারই ফলে তাঁহাদের মতের বিকাশ সাধিত হয়। শঙ্কর ও তাঁহার শিষ্যপ্রশিষ্যগণের প্রচেষ্টার ফলেই হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থান হয়। ইতিবৃত্তে আচার্য্য শঙ্কর হিন্দুধর্ম্মের উদ্ধারকর্ত্তৃরূপে পরিচিত। এই কারণে শঙ্করের আবির্ভাব মহাযানমতের বিকাশের পূর্ব্ববর্ত্তী হওয়াই সঙ্গত। †

শঙ্করের গ্রন্থে বৌদ্ধমতের "মহাযান" এবং "হীনযান" প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক বিভাগ দেখিতে পাওয়া যায় না। ‡

খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে মহাযান সম্প্রদায়ের উন্নতি আরম্ভ হইয়াছে। হীনযান ও মহাযান এইরূপ বিভাগ শঙ্করের সময় প্রাধান্য

---

* স্মিথ্ সাহেব লিখিয়াছেন—"Whatever may have been the causes, the fact is abundantly established that the restoration of the Brahmanical religion to popular favour, and the associated revival of Sanskrit language, first became noticeable in the second century, were fostered by western satraps during the third, and made a success by the Gupta Emperors in the fourth Century". (Simth's E. H. I. P. 257).

† [এজন্য আচার্য্যকে খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে স্থাপন করা সঙ্গত নহে মনে হয়। গৌড়পাদও বৌদ্ধমতের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। তাঁহারাও কি হিন্দুধর্ম্মের পুনরভ্যুদয়ের কারণ নহেন? Smith সাহেবের গ্রন্থে শঙ্করাচার্য্যের নাম নাই। সং]

‡ [কিন্তু তিনি যখন সর্ব্বাস্তিত্ববাদ, বিজ্ঞানাস্তিত্ববাদ এবং সর্ব্বশূন্যত্ববাদ খণ্ডন করিয়াছেন, তখন প্রকারান্তরে মহাযান ও হীনযানের নাম করা কি হইল না? সং]

লাভ করিলে তিনি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে মতনিরসন করিতেন। তিনি ২।২।১৮শ সূত্রের ভাষ্যে বৌদ্ধমতের সামান্য বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। * এস্থলে হীনযান ও মহাযানের কোন উল্লেখ নাই। কেবল সর্ব্বাস্তিত্ববাদী, বিজ্ঞানাস্তিত্ববাদী এবং সর্ব্বশূন্যত্ববাদীর উল্লেখ আছে। বৌদ্ধগণ, মতের এবং বুদ্ধির বিভিন্নতায় বহুপ্রকার—ইহাই বলিয়াছেন। "প্রতিপত্তিভেদাদ্বিনেয়ভেদাদ্বা" এই বাক্যের অন্য কোনও অর্থ হইতে পারে না। এরূপ মতভেদ বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণের অব্যবহিত পরেই আরম্ভ হইয়াছে। প্রথম সম্মিলনের সভাপতি ছিলেন মহাকাশ্যপ। এই সম্মিলনে শাস্ত্রীয় বিরোধের নিষ্পত্তি হইয়াছিল। মৌর্য্যবংশীয় অশোকের রাজত্বকালে বৌদ্ধদিগের দ্বিতীয় সম্মিলন হয়। বৌদ্ধসাহিত্য ইহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

হীনযান ও মহাযানের ভেদ দ্বিতীয় শতাব্দী হইতে সবিশেষ পরিস্ফুট। শঙ্করের সময় এইরূপ ভেদের প্রাধান্য থাকিলে, তিনি তাহা উল্লেখ করিতেন। কিন্তু এরূপ উল্লেখ না থাকায়, এবং মহাযানের প্রসার হিন্দুধর্ম্মের প্রভাবের ফলে নির্ণীত হওয়ায়, আচার্য্য শঙ্করের স্থিতিকাল তৎপূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া নির্দ্দেশ করাই সঙ্গত। কেহ আপত্তি উত্থাপিত করিতে পারেন, শঙ্কর দক্ষিণ ভারতের অধিবাসী। তাঁহার পক্ষে খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দে বৌদ্ধমতবাদ জানিবার কোনও কারণ থাকিতে পারে না। আমরা তদুত্তরে বলিব, শঙ্করের আবির্ভাবের অন্ততঃ ২০০ শত বৎসর পূর্ব্বেই মৌর্য্যবংশীয় অশোকের সময় দক্ষিণ ভারতে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার ও প্রসার হইয়াছে। †

---

* শঙ্কর স্বীয় ভাষ্যে লিখিয়াছেন—"স চ বহুপ্রকারঃ প্রতিপত্তিভেদাদ্বিনেয়ভেদাদ্বা। তত্রৈতে ত্রয়ো বাদিনো ভবন্তি—কেচিৎ সর্ব্বাস্তিত্ববাদিনঃ, কেচিদ্বিজ্ঞানাস্তিত্ববাদিনঃ, অন্যে পুনঃ সর্ব্বশূন্যত্ববাদিনঃ।"

† স্মিথ্ সাহেব তাঁহার ইতিহাসের ১৭৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—"Before the year 256 B. C. when the Rock Edicts were published

বিশেষতঃ কাশী প্রভৃতি স্থানে বৌদ্ধধর্ম্ম অনেক পূর্ব্বেই প্রচারিত হইয়াছিল। সারনাথ ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তনের স্থান। সারনাথে বৌদ্ধ-বিহার ছিল। শঙ্কর কাশীতে অবস্থানকালীন বৌদ্ধমতবাদ অবগত হইয়াছিলেন, ইহা অসঙ্গত বোধ হয় না। অতএব এরূপ আশঙ্কার কোনও কারণ দেখিতে পাই না। বেদান্তসূত্রে যে বৌদ্ধমত খণ্ডিত হইয়াছে, তাহা অতি প্রাচীন। উপনিষদেও বিজ্ঞানবাদ ও শূন্যবাদের সমুল্লেখ দেখিতে পাই। সুতরাং প্রতীয়মান হয়—শঙ্কর প্রাচীন বৌদ্ধমত নিরসন করিয়াছেন, তাঁহার সময় হীনযান ও মহাযানের ভেদ ছিল না। অথবা তাহাদের ভেদের প্রধান্য ছিল না। ফাহিয়ানের সময়েও (৪০৬-৪১১ খ্রীঃ) পাটলিপুত্রে হীনযান ও মহাযান সম্প্রদায়ের মঠ ও বিহার ছিল। *

হিউয়েনসঙ্গের সময়েও (৬৭০ -৬৪৫ খ্রীঃ) উভয় সম্প্রদায়ে বিরোধ ছিল। শঙ্কর অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে বর্ত্তমান থাকিয়া, হীনযান ও মহাযান এই উভয় সম্প্রদায়ের মত ভিন্নভাবে প্রদর্শন করিতেন। কিন্তু তাঁহার কোনও ভাষ্যেই তাহা দেখিতে পাই না।

শাঙ্করভাষ্যে বৌদ্ধদার্শনিকসম্প্রদায়ের উল্লেখ নাই

বিশেষতঃ বোধিসত্ত্ব নাগার্জ্জুনের সময় হইতে বৌদ্ধদর্শনের বিকাশ আরম্ভ হয়। নাগার্জ্জুন খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে আবির্ভূত হয়েন। তাঁহার সময় হইতে মাধ্যমিক মতের প্রসার ও প্রতিপত্তি

---

collectively the royal missionaries had been dispatched to all the protected states and tribes on the frontiers of the empire, to independent kingdoms of southern India, Ceylon, and to the Hellenistic monarchies of Syria, Egypt, Cyrene, Macedonia, and Epirus, then governed respectively by Antiochus Theos, Ptolemy Philadelphus, Magas, Antigonus Gonatas and Alexander."

* স্মিথ্ সাহেবের ইতিহাস ২৭৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

আরম্ভ হয়। সৌত্রান্তিক মতের প্রধান আচার্য্য কুমারলব্ধ। তিনিও নাগার্জ্জুনের সমসাময়িক। কনিষ্কের সময় বৌদ্ধদিগের তৃতীয় সম্মিলন হয়। নাগার্জ্জুন ও কনিষ্ক সমসাময়িক। * এই তৃতীয় সম্মিলনের সভাপতি বসুবন্ধু মহাবিভাষাশাস্ত্র প্রণয়ন করেন। এই গ্রন্থ চীনদেশের ত্রিপিটকের অন্তর্ভুক্ত আছে। † বোধ হয় এই গ্রন্থ এখনও অনূদিত হয় নাই। কনিষ্কের সময় হইতে মহাযান মতের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। বৈভাষিক মতের বিকাশও তৃতীয় শতাব্দী হইতে আরম্ভ হইয়াছে। আর্য্যদেবের শিষ্য ভদন্ত ধর্ম্মত্রাত, ভদন্ত ঘোষক, ভদন্ত বুদ্ধদেব, ভদন্ত বসুমিত্র প্রভৃতির সময় বৈভাষিক মতের অভ্যুদয় হয়।

আর্য্যদেব এবং সিংহলের থেরাদেব যদি অভিন্ন হয়েন, তাহা হইলে তিনি খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। ‡ ভদন্ত বসুমিত্র কনিষ্কের পুত্র হুবিষ্কের সমসাময়িক। § হুবিষ্ক ১৫০ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। ‖ সুতরাং দেখিতে পাওয়া যায় বৈভাষিক মত দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতাব্দীতে বিকাশ পাইয়াছে। বৈভাষিক মতাবলম্বিগণ ভদন্ত নামে পরিচিত। চতুর্থ

* কার্ণ সাহেবের (H. Kern) কৃত "Manual of Buddhism" গ্রন্থের ১২ পৃঃ দ্রষ্টব্য। ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় কৃত "History of Hindu Chemistry," নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকায় নাগার্জ্জুনকে শালিবাহন নামক অন্ধ্রবংশীয় রাজার সমসাময়িক বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তাহাতেও কালের ঐক্য থাকে।

† Nanjio's Catalogue. No. 1263.

‡ কার্ণ সাহেবের H. Kern's Manual of Buddhism নামক গ্রন্থের ১২ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

§ কার্ণ সাহেবের Manual of Buddhism নামক গ্রন্থের ১২৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

‖ স্মিথ সাহেবের ইতিহাস ২৫১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

শতাব্দীর শেষভাগে যোগাচার সম্প্রদায়ের প্রধানতম আচার্য্য অসঙ্গ এবং তাঁহার ভ্রাতা বসুবন্ধুর আবির্ভাব হয়। * পঞ্চম শতাব্দী বুদ্ধ ঘোষ, চন্দ্রকীর্ত্তি এবং প্রমাণসমুচ্চয়কার দিঙ্নাগ প্রভৃতি আচার্য্যের আবির্ভাব কাল।

৬ষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে এবং ৭ম শতাব্দীর প্রথমভাগে দার্শনিক গুণপ্রভা বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি হর্ষবর্দ্ধনের উপদেষ্টা। তিনি ১০০ শত প্রবন্ধ প্রণয়ন করেন—এইরূপ ইতিবৃত্ত আছে। ৭ম শতাব্দীতে স্থিরমতি, সংঘদাস, বুদ্ধদাস, ধর্ম্মপাল, শীলভদ্র, জয়সেন, চন্দ্রগোমিন, গুণমতি, বসুমিত্র, যশমিত্র, ভব্য, রবিগুপ্ত, বুদ্ধপালিত, ধর্ম্মকীর্ত্তি প্রভৃতি বৌদ্ধাচার্য্যগণের আবির্ভাবে বৌদ্ধ দর্শনের বিকাশ সাধিত হয়। আচার্য্য শঙ্কর ৮ম শতাব্দীতে আবির্ভূত হইলে এই সকল দার্শনিকের গ্রন্থের বা মতের উল্লেখ করিতেন। † অন্ততঃ ২য়, ৩য় ও চতুর্থ শতাব্দীতে, সৌত্রান্তিক, বৈভাষিক, মাধ্যমিক ও যোগাচার এই সাম্প্রদায়িক প্রস্থানভেদ পরিস্ফুট। এই চারি সম্প্রদায়ের মধ্যে সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিক হীনযানমতাবলম্বী এবং মাধ্যমিক ও যোগাচার মহাযানমতাবলম্বী। শঙ্কর মহাযান বা হীনযানের যেরূপ উল্লেখ করেন নাই, সেইরূপ সম্প্রদায় চতুষ্টয়েরও উল্লেখ করেন নাই। অষ্টম শতাব্দীতে

---

* ডাক্তার টাকাকাশু (Taka kasu) রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে অসঙ্গের স্থিতিকাল ৪র্থ শতাব্দীর শেষ এবং পঞ্চম শতাব্দীর প্রথম (৪০০খ্রী) বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পণ্ডিতবর সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এসিয়াটিক সোসাইটীর পত্রিকায় ১ম ভলিউমে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে বসুবন্ধুর স্থিতিকাল ৪র্থ শতাব্দীর শেষ ভাগ (৩৭১ খ্রী) নির্দ্দেশ করেন।

† [কেবল বৌদ্ধমত খণ্ডনের জন্য কোন গ্রন্থ তিনি রচনা করিলে তাহা করাই তাঁহার স্বাভাবিক। কিন্তু তাহা ত তিনি করেন নাই। বৌদ্ধমতখণ্ডন তাঁহার প্রাসঙ্গিক কীর্ত্তি। সং।]

সংক্ষেপশারীরককার সর্ব্বজ্ঞাত্মমুনি "ভদন্তপথ" উল্লেখ করিয়া বৈভাষিক মত খণ্ডন করিয়াছেন। *

অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে ও ৯ম শতাব্দীর প্রথম ভাগে বাচস্পতিমিশ্র বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি ভামতীতে দার্শনিক ধর্ম্মকীর্ত্তির নামোল্লেখপূর্ব্বক তাঁহার বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। † কিন্তু শঙ্কর কাহারও নামোল্লেখ করেন নাই, কিংবা ভদন্ত প্রভৃতি শব্দও ব্যবহার করেন নাই। তিনি কেবল সর্ব্বাস্তিত্ববাদী, [অর্থাৎ সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিক] বিজ্ঞানবাদী [অর্থাৎ যোগাচার] ও সর্ব্বশূন্যবাদী [অর্থাৎ মাধ্যমিক] এই তিন প্রকার দার্শনিক মতের উল্লেখ করিয়াছেন। হীনযান-মতাবলম্বী বৌদ্ধগণই সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিক। উহারাই সর্ব্বাস্তিত্ববাদী। মহাযান সম্প্রদায় যোগাচার ও মাধ্যমিক। উহারাই বিজ্ঞানবাদী ও সর্ব্বশূন্যবাদী। শঙ্কর যে মত খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা প্রাচীন মত। জাপানি পণ্ডিত ইয়ামাকামিও ইহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। নাগার্জ্জুন ও পরবর্ত্তী দার্শনিকগণ যে মত স্থাপন করিয়াছেন, তাহা শঙ্কর খণ্ডন

* [কাশী চৌখাম্বা হইতে যে সংক্ষেপশারীরক প্রকাশিত হইয়াছে তাহার ভূমিকাতে দেখা যায় সর্ব্বজ্ঞাত্মমুনি সুরেশ্বরের শিষ্য এবং তিনি তাঁহার গ্রন্থ আচার্য্য শঙ্করকে শুনাইয়াছিলেন। সং]

† ২।২।২৮ সূত্রের উপর ভামতী টীকা দ্রষ্টব্য।

[এস্থলে যে বাক্যটী উদ্ধৃত করা হইয়াছে তাহা এইরূপ—

"যথাহ ধর্ম্মকীর্ত্তিঃ—তস্মান্নার্থে ন চ জ্ঞানে স্থূলাভাসস্তদাত্মনঃ।
একত্র প্রতিষিদ্ধত্বাদ্ বহুষ্বপি ন সম্ভবঃ॥

যাহা হউক ইহা হইতে ইহাই মনে হইবে যে আচার্য্য ধর্ম্মকীর্ত্তিকেও লক্ষ্য করিয়াছেন, সুতরাং আচার্য্য ধর্ম্মকীর্ত্তির পর বা সমসাময়িক কিন্তু পূর্ব্বে নহেন। ৭৮৮ হইতে ৮২০ খৃষ্টাব্দ আচার্য্যের সময় না হইলেও ধর্ম্মকীর্ত্তির সমসাময়িক বা কিঞ্চিৎ পরবর্ত্তী হইতে বাধা কৈ? আমাদের নিরূপিত ৬৮৬ হইতে ৭১৮ খৃষ্টাব্দ হইলে কোন দোষই হয় না। সং।]

করেন নাই। * নাগার্জ্জুনের পূর্ব্বেও বিজ্ঞানবাদী ও সর্ব্বশূন্যবাদীর অস্তিত্ব ছিল। সর্ব্বাস্তিত্ববাদও প্রাচীন। শঙ্কর প্রাচীন বৌদ্ধমত নিরসন করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার আবির্ভাবকাল খ্রীঃ পূর্ব্বাব্দে হওয়াই সঙ্গত। তিব্বতের ইতিহাসকার লামা তারানাথও নাগার্জ্জুনের জীবনচরিতে নাগার্জ্জুনকর্ত্তৃক শঙ্করের পরাভব উল্লেখ করিয়াছেন। †

তারানাথ ১৭শ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইতিহাস প্রণয়ন করেন ও নানাস্থলে ভ্রান্তির পরিচয়ও প্রদান করিয়াছেন। তিনি ইতিবৃত্ত অনুসরণ করিয়া ইতিহাস প্রণয়ন করেন। এস্থলে ইতিবৃত্তের সত্যতাও থাকিতে পারে। সম্ভবতঃ শাঙ্কর মত প্রভাবিত হইয়া নাগার্জ্জুন মাধ্যমিকমতের বিস্তার সাধন করেন। (শঙ্কর যে নাগার্জ্জুনের পূর্ব্ববর্ত্তী তাহা পরে প্রদর্শিত হইবে)। ‡

---

* [এই বিষয়টী বিশেষ বিবেচনার যোগ্য। এজন্য উহা মাধ্যমিক [illegible] বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতা দ্রষ্টব্য এবং [illegible] দ্রষ্টব্য। [illegible] প্রাচীন বৌদ্ধমত খণ্ডন করিয়াছেন, কিন্তু কোন কোন স্থলে বিশেষের মত খণ্ডন করিয়াছেন [illegible] যে কোন বৌদ্ধমত খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা [illegible] তবে এই বিচার সম্ভব। অনেকে এই বিষয়টীকে লক্ষ্য করিয়া বলেন [illegible] বৌদ্ধমতাবলম্বী ছিলেন। কিন্তু তাহা [illegible] বিশ্বাসের [illegible] মনে হয়, যদি নাগার্জ্জুন প্রভৃতির মত তর্কশাস্ত্রে অধিকার [illegible] করিয়া আচার্য্য তাঁহার খণ্ডন না করেন এবং নাস্তিকদিগের বিরুদ্ধ মতের খণ্ডন করেন তাহা হইলে যে কি দোষ হয় তাহা বুঝা যায় না। সং]

† এসিয়াটিক সোসাইটীর পত্রিকা ১ম খণ্ড ১১৪—১২০ পৃষ্ঠায় শরচ্চন্দ্র দাস মহাশয় নাগার্জ্জুনের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তারানাথের গ্রন্থ প্রভৃতিই এই বিবরণের উপাদান। অন্যান্য গ্রন্থ হইতেও নাগার্জ্জুনের বিবরণ সংগৃহীত করিয়াছেন।

‡ [নাগার্জ্জুনের ন্যায় প্রতাপশালী পণ্ডিত ব্যক্তি শঙ্করকে পরাজিত করিলে শঙ্করের মত আর এভাবে প্রচারিত হইতে পারিত না। অথবা

বৈদান্তিক ভাস্কর শঙ্করের পরবর্ত্তী

বৈদান্তিক ভাস্কর পাঞ্চালরাজ (কানৌজরাজ) মিহিরভোজের সমসাময়িক। মিহিরভোজ ৮৪০—৮৯০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। * মিহিরভোজ বৈদান্তিক ভাস্করকে বিদ্যাবত্তার জন্য উপাধিতে ভূষিত করেন।

সম্ভবতঃ ভাস্কর বৃদ্ধবয়সে মিহিরভোজকর্ত্তৃক উপাধিতে ভূষিত হয়েন। কারণ, বাচস্পতিমিশ্র ভাস্করাচার্য্যের মত ভামতীতে খণ্ডন করিয়াছেন। † বাচস্পতিমিশ্র অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগ হইতে ৯ম শতাব্দীর প্রথম ভাগে বর্ত্তমান ছিলেন। ৮৪১ খৃষ্টাব্দে তিনি "ন্যায়সূচীনিবন্ধ" নামক গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি গৌড়রাজ ধর্ম্মপালের সমসাময়িক। ‡ ধর্ম্মপাল ৭৯৫ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে

নাগার্জ্জুনের পূর্ব্বে শঙ্কর নিজমত প্রচার করিলেও চেষ্টা করাই হইত। কনিষ্কের পর হইতে হর্ষবর্দ্ধনের সময় পর্য্যন্ত অর্থাৎ খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দী হইতে ৭ম শতাব্দী পর্য্যন্ত বৌদ্ধধর্ম্মের পতন হইতে থাকিলেও ভারতবর্ষে উন্নত হইয়াছিল। আচার্য্যকে এই খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে স্থাপিত করিলে আচার্য্যের গৌরব হরণ করা হয় এবং আচার্য্যদিগের প্রচারের অনুপযোগিতা স্বীকার করিতে হয়। হিন্দু পণ্ডিতগণ প্রাচীন বৌদ্ধমত খণ্ডন করিলেই যে তাঁহাদের প্রাচীনত্ব সিদ্ধ হইবে ইহাও সঙ্গত নহে। তাঁহারা নব্য বৌদ্ধমত 'নব্য' বলিয়া উপেক্ষা করিলেও করিতে পারেন। আর এরূপ ত এখনও হয়। অতএব এপথে আচার্য্যের কাল খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দ কিরূপে হইতে পারে বুঝা যায় না। সং]

* স্মিথ্ সাহেব কৃত Early History of India—৩য় সংস্করণ ৩৫০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

† বাচস্পতি মিশ্র বেদান্তসূত্রের ৩।৪।২৬ সূত্রের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে ভাস্করের মত উদ্ধৃত করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন। (নির্ণয়সাগর প্রেসের প্রকাশিত ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের সংস্করণ ৮১১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

‡ ধর্ম্মপালের রাজ্যকাল সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত বাঙ্গালার ইতিহাস দ্রষ্টব্য।

আরোহণ করেন। বাচস্পতি হইতে বৈদান্তিক ভাস্কর বয়সে প্রাচীন। বাচস্পতির স্থিতিকাল ৮ম হইতে ৯ম শতাব্দীর প্রথম ভাগ। ভাস্কর বাচস্পতির পূর্ব্ববর্ত্তী। সুতরাং তিনি অষ্টম শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন এবং নবম শতাব্দীতে বৃদ্ধ বয়সে মিহিরভোজ কর্ত্তৃক উপাধিতে ভূষিত হয়েন। *

বৈদান্তিক ভাস্কর স্বীয় ভাষ্যে শঙ্করপ্রতিপাদিত মায়াবাদকে মহাযান মতরূপে চিত্রিত করিয়াছেন। † তিনি শঙ্করমতের খণ্ডনজন্যই স্বীয় ভাষ্য প্রণয়ন করেন। ‡ ভাস্কর যখন শঙ্করমত খণ্ডন করিয়াছেন, তখন শঙ্কর ভাস্কর হইতে প্রাচীন। ভাস্কর ৮ম শতাব্দীর শেষভাগে বর্ত্তমান ছিলেন। সুতরাং ৭৮৮ খৃষ্টাব্দে শঙ্করের অবস্থিতি হইতে পারে না ৭৮৮ খৃষ্টাব্দ গ্রহণ করিলে ভাস্কর ও শঙ্কর সমসাময়িক হয়েন। কিন্তু ইহা অসম্ভব। § অতএব শঙ্কর ৮ম

---

* বৈদান্তিক ভাস্করের জীবনচরিত এই ইতিহাসের পরে লিখিত হইয়াছে। তৎস্থলে দ্রষ্টব্য।

১। ভাস্কর স্বীয় ভাষ্যে লিখিয়াছেন,—"তথাচ বাক্যং পরিণামস্য স্যাৎ দধ্যাদিবদিতি বিগীতং বিচ্ছিন্নমূলং মাহাযানিকবৌদ্ধগাথিতং মায়াবাদং ব্যাবর্ণয়ন্তো লোকান্ ব্যামোহয়ন্তি।" (চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজ্ সংস্করণ ৮৫ পৃষ্ঠা)

"যে তু বৌদ্ধমতাবলম্বিনো মায়াবাদিনস্তেঽপ্যনেন ন্যায়েন সূত্রকারেণৈব নিরস্তা বেদিতব্যাঃ" (১২৪ পৃষ্ঠা)।

† [ভাস্কর শঙ্করকে মহাযানিক বৌদ্ধ বলায় ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে শঙ্কর মহাযান সম্প্রদায় উৎপন্ন হইবার পরে আবির্ভূত। আর তাহা হইলে খৃঃ পূর্ব্বাব্দে শঙ্করকে স্থাপন করা সঙ্গত হয় কি? প্রাচীন কোন মহাযান সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করিয়া ভাস্কর এরূপ বলিবেন ইহা সম্ভব নহে। সং]

‡ ভাস্কর স্বীয় ভাষ্যের প্রারম্ভে লিখিয়াছেন,—

"সূত্রাভিপ্রায়সংবৃত্যা স্বাভিপ্রায়প্রকাশনাৎ।
ব্যাখ্যাতং যৈরিদং শাস্ত্রং ব্যাখ্যেয়ং তন্নিবৃত্তয়ে॥"

§ [যদিও ৭৮৮ খৃষ্টাব্দে আচার্য্যের জন্মকাল বলিয়া আমাদেরও বোধ

শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী। ৭৮৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার স্থিতিকাল হইতে পারে না।

বাচস্পতিমিশ্রের কালনির্ণয়ে শঙ্করের স্থিতিকাল ৭৮৮ খৃষ্টাব্দ হইতে পারে না। তাহার কারণ এই—

বাচস্পতিমিশ্র স্বকৃত "ন্যায়সূচীনিবন্ধের কাল ৮৯৮ সংবৎ অর্থাৎ ৮৪১ খৃষ্টাব্দ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ভামতীর সমাপ্তি শ্লোকে দেখিতে পাই—তিনি নৃগ রাজার উল্লেখ করিয়াছেন। আমাদের বিবেচনায় নৃগরাজ ও গৌড়রাজ ধর্ম্মপাল অভিন্ন ব্যক্তি। * ধর্ম্মপাল ৭৯০—৭৯৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে সিংহাসনে আরোহণ করেন, এবং ৩৫ বৎসরকাল রাজ্যপালন করেন। † সুতরাং বাচস্পতি ৭৯০ খৃঃ হইতে অথবা ৭৯৫ খৃঃ হইতে ৮২৫ খৃঃ বা ৮৩০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ভামতী প্রণয়ন করেন। বাচস্পতি, ন্যায় সাংখ্য ও পাতঞ্জল প্রভৃতি দর্শনের টীকা প্রণয়ন করিয়া সর্ব্বশেষে ভামতী রচনা করেন। অতএব মনে হয় খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দীর শেষভাগেও তিনি বর্ত্তমান ছিলেন। শঙ্করের স্থিতিকাল ৭৮৮ খৃষ্টাব্দ গ্রহণ করিলে উভয়ে সমসাময়িক হইয়া পড়েন। ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব। ‡ অতএব শঙ্করের স্থিতিকাল ৭৮৮ খৃষ্টাব্দ হইতে পারে না।

হয় না, তথাপি এস্থলে শঙ্করবিজয়ের উক্তি স্মরণ করা যাইতে পারে। শঙ্করবিজয়ে আছে—ভাস্করের সহিত আচার্য্যের বিচার হইতেছে। তাহার পর ইহাও ভাবিতে হইবে যে, এই বৈদান্তিক ভাস্কর বেদভাষ্যকার ভাস্কর কিনা? অনেকে ইহাদিগকে অভিন্ন বলেন। সং]

* আমাদের ইতিহাসে বাচস্পতি মিশ্রের জীবনচরিত দ্রষ্টব্য।

† শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কৃত বাঙ্গালার ইতিহাস (প্রথম খণ্ড) ১৫৫-১৬৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

‡ [এই অসম্ভাবনার হেতু শঙ্করবিজয়ের বর্ণনাই বলিতে হইবে। সুতরাং শঙ্করবিজয়োক্ত বর্ণনাকে ভ্রান্ত বলিয়া উপেক্ষা করা বিশেষ প্রমাণ না পাইলে উচিত নহে। তাহার পর বাচস্পতির উক্ত ৮৯৮ বৎসর যে শকাব্দ নহে—

শঙ্কর শ্রীকণ্ঠ হইতে প্রাচীন।

শৈবাচার্য্য শ্রীকণ্ঠ শাঙ্করমত নিরসন করিয়াছেন। সুতরাং শ্রীকণ্ঠ শঙ্করের পরবর্ত্তী। শ্রীকণ্ঠ সম্ভবতঃ ৪র্থ কি ৫ম শতাব্দীতে আবির্ভূত হন। চৈনিক পর্য্যটক ইৎসিং Itsingয়ের ভারত আগমনের অব্যবহিত পূর্ব্বে ভর্তৃহরি বর্ত্তমান ছিলেন। ইৎসিং ৭ম শতাব্দীর শেষভাগে (৬৭১—৬৯৫ খৃ) ভারতে আগমন করেন; ৭ম শতাব্দীতে ভর্তৃহরি বর্ত্তমান ছিলেন। শ্রীকণ্ঠাচার্য্যের মৃগেন্দ্র সংহিতার উপর ভাষ্য আছে। সেই ভাষ্যের উপর ভট্টনারায়ণকণ্ঠ বৃত্তি রচনা করেন। সেই বৃত্তির উপর ভর্তৃহরি ব্যাখ্যা প্রণয়ন করেন। শ্রীকণ্ঠ ভট্টনারায়ণকণ্ঠ হইতে তিন পুরুষ প্রাচীন। ভট্টনারায়ণ স্বকৃত মৃগেন্দ্রাগম বা মৃগেন্দ্রসংহিতার বৃত্তির প্রারম্ভে স্বীয় পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তাহাতে তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহা এই—

"সাক্ষাচ্ছ্রীকণ্ঠনাথাদিমনুগসুজনানুগ্রহা ··· মান্
হত্বাহ শ্রীরামকণ্ঠাচ্ছিবদৃগমলোম্মীলনাপ্রৌঢ়ভাস্বান্।
শ্রীবিদ্যাকণ্ঠভট্টস্তদিদনুদিশদাদিদেশৈকদা মাং
স্পষ্টার্থমস্য লঘ্বীং (বিরচয়) বিবৃতিং বৎস (সর্ব্বজ্ঞ) যোগাৎ।

এই স্থলে দেখিতে পাই—নারায়ণকণ্ঠ বিদ্যাকণ্ঠের পুত্র, এবং শ্রীকণ্ঠ ভট্টনারায়ণ হইতে তিন পুরুষ পূর্ব্ববর্ত্তী।* ভট্টনারায়ণের মৃগেন্দ্রাগমের বৃত্তির উপরে ভর্তৃহরি ব্যাখ্যা প্রণয়ন করেন। ৭ম শতাব্দীর প্রথম ভাগে ভর্তৃহরির স্থিতিকাল। সুতরাং ভট্টনারায়ণ তৎপূর্ব্ববর্ত্তী। ভট্টনারায়ণ সম্ভবতঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে আবির্ভূত

তাহার প্রমাণ আবশ্যক। শকাব্দ হইলে বাচস্পতির সময় হয় ৮৯৮ + ৭৮ = ৯৭৬ খৃষ্টাব্দ হয় সুতরাং উক্ত যুক্তি নিরর্থক হয়।]

* ইহা হইতে যে বংশতালিকা পাওয়া যায় তাহা এইরূপ—

(১) শ্রীকণ্ঠ (৩) শ্রীবিদ্যা কণ্ঠ
(২) শ্রীরাম কণ্ঠ (৪) ভট্টনারায়ণ কণ্ঠ

হয়েন। ভট্টনারায়ণ হইতে শ্রীকণ্ঠ তিন পুরুষ প্রাচীন। অতএব শ্রীকণ্ঠের কাল ৫ম শতাব্দীর প্রথম ভাগ বা চতুর্থ শতাব্দীর শেষভাগ গ্রহণ করিতে পারি। শ্রীকণ্ঠ শঙ্করমত খণ্ডনের জন্য ব্রহ্মসূত্রভাষ্য রচনা করেন।* শ্রীকণ্ঠ স্বীয় ভাষ্যের নানাস্থানে শাঙ্করমত নিরসন করিয়াছেন।‡ সুতরাং শঙ্কর শ্রীকণ্ঠের পূর্ব্ববর্ত্তী।

---

* শ্রীকণ্ঠ স্বীয় ভাষ্য প্রারম্ভে লিখিয়াছেন,—

"ব্যাসসূত্রমিদং নেত্রং বিদুষাং ব্রহ্মদর্শনে।
পূর্ব্বাচার্য্যৈঃ কলুষিতং শ্রীকণ্ঠেন প্রসাদ্যতে॥" ॥
(শ্রীকণ্ঠের ভাষ্য ৫ম শ্লোক—৬ পৃষ্ঠা।)

‡ শ্রীকণ্ঠ ১।১।১ সূত্রের ভাষ্যে পূর্ব্বমীমাংসা ও ব্রহ্মমীমাংসাকে এক শাস্ত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু শঙ্করমতে উভয় পৃথক্ শাস্ত্র। শ্রীকণ্ঠ শঙ্করের অনুসরণ না করিয়া লিখিয়াছেন—"ন বয়ং ধর্মব্রহ্মবিচাররূপয়োঃ শাস্ত্রয়োঃ অত্যন্তভেদবাদিনঃ। কিন্তু একত্ববাদিনঃ। (ব্রহ্মসূত্রভাষ্য—ভারতীমন্দির ইদিক্ ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের সংস্করণ ৩৪ পৃষ্ঠা)

১।১।২ সূত্রের ভাষ্যে লিখিয়াছেন,—চিদচিৎপ্রপঞ্চরূপশক্তিবিশিষ্টত্বং স্বাভাবিকমেব ব্রহ্মণঃ, কদাচিদপি ন নির্ব্বিশেষত্বম্ ইত্যনেন সিদ্ধম্। ভাষ্য—১২৪ পৃষ্ঠা) এস্থলে শঙ্করের প্রতিপাদিত নির্ব্বিশেষবাদের প্রতি কটাক্ষ ।করিয়াছে।

১।১।৩য় সূত্রের ভাষ্যে শঙ্করের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন,—অনেন সূত্রেণ [পূর্ব্বা]ধিকরণ-প্রতিপাদিতজগৎকারণসিদ্ধ্যুপযোগিসর্ব্বজ্ঞত্বম্ ব্রহ্মণঃ শাস্ত্রাণাং [প্রমা]ণানাং যোনিত্বাৎ কারণত্বাৎ সিধ্যতীত্যপি প্রতিপাদ্যতে ইতি কেচিদাহুঃ ভাষ্য ১৫২ পৃষ্ঠা)।

এস্থলে শঙ্করের প্রতি কটাক্ষ সুপরিস্ফুট। শঙ্কর তৃতীয় সূত্রের আভাষভাষ্যে লিখিয়াছেন,—"জগৎকারণত্বপ্রদর্শনেন সর্ব্বজ্ঞং ব্রহ্ম ইতি উপক্ষিপ্তং তদেব দৃঢ়য়ন্নাহ।" শ্রীকণ্ঠ এস্থলে শঙ্করের মতের অনুবাদ করিয়াছেন,—

শঙ্কর ১।১।৩ সূত্রের ভাষ্যে লিখিয়াছেন,—

"যদ্ যদ্ বিস্তরার্থং শাস্ত্রং যস্মাৎ পুরুষবিশেষাৎ সম্ভবতি, যথা ব্যাকরণাদি [বেদা]দিঃ জ্ঞেয়ৈকদেশার্থমপি স ততোপ্যধিকতরবিজ্ঞান ইতি প্রসিদ্ধং

অতএব শঙ্করের স্থিতিকাল ৪র্থ শতাব্দীর পূর্ব্বে। শ্রীকণ্ঠ ও শঙ্কর সমসাময়িক হইলে শ্রীকণ্ঠ তাঁহাকে পূর্ব্বাচার্য্যরূপে (পূর্ব্বাচার্য্যৈঃ) নির্দ্দেশ করিতেন না। শ্রীকণ্ঠ শঙ্করমতের নিরসন করায় স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হয়—শঙ্কর চতুর্থ শতাব্দীর পূর্ব্বে আবির্ভূত হয়েন। শঙ্কর ৪র্থ বা ৫ম শতাব্দীর প্রারম্ভে বর্ত্তমান থাকিলে, চৈনিক পর্য্যটক ফাহিয়ান (৪০৫-৪১১খ্রী) তাঁহার সম্বন্ধে কোনও উল্লেখ অবশ্যই করিতেন। শঙ্করের মনীষা ও প্রভাব তাঁহার জীবিতকালেই সমস্ত ভারতে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। ফাহিয়ানের পক্ষে এ সম্বন্ধে নীরব থাকার কোনও হেতু দেখিতে পাওয়া যায় না। বিশেষতঃ ফাহিয়ানের সময় বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতি ও হিন্দুধর্ম্মের পুনরভ্যুদয় আরম্ভ হইয়াছে। সেই অবনতির হেতু শাঙ্করদর্শনের অভ্যুদয় বলিয়াই অনুমিত হয়। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতিপক্ষরূপে শঙ্করের উল্লেখ ফাহিয়ানের পক্ষে বিশেষ স্বাভাবিক। কিন্তু তিনি শঙ্করের সম্বন্ধে নীরব। সুতরাং শঙ্কর ৪র্থ শতাব্দী হইতেও প্রাচীন, এবং ফাহিয়ানের আগমনের কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে আবির্ভূত হওয়ায় ফাহিয়ান তাঁহার নামোল্লেখ করেন নাই—ইহাই যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয়। *

লোকে। শ্রীকণ্ঠও এস্থলে শঙ্করের বাক্য অনুবাদ করিয়াছেন,—"তৎকর্তৃ-রীশ্বরস্যাধিকং জ্ঞানমস্তি। ব্যাকরণাদেরধিকার্থবিদাং হি পাণিনিপ্রভৃতীনাং তৎপ্রণেতৃত্বং দৃশ্যতে।" (ভাষ্য ১৫৮—১৫৯ পৃষ্ঠা)

* [কিন্তু আচার্য্য শঙ্কর যেরূপ মহৎকার্য্য করিয়াছেন—তিনি যেভাবে হিন্দুধর্ম্মের পুনরুদ্ধার করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার নাম, প্রাচীন হইলেও ফাহিয়ানের করা উচিত ছিল মনে হয়। নাগার্জ্জুন প্রভৃতির পূর্ব্বে হিন্দুধর্ম্মের পুনরভ্যুদয়ের কারণ, বাৎস্যায়ন, শবর প্রভৃতি মহাপুরুষে আরোপ করা যাইতে পারে। সং]

পুরাণে শঙ্করের উল্লেখ

অন্য কারণেও শঙ্করের স্থিতিকাল খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দে গ্রহণ করা সঙ্গত। পুরাণে শঙ্করের আবির্ভাব সম্বন্ধে উল্লেখ রহিয়াছে। পূর্ব্বে বলিয়াছি শঙ্কর পৌরাণিক অভ্যুদয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী। শঙ্করের সময় পুরাণের প্রাধান্য ছিল না। কারণ, বৃহদারণ্যক উপনিষদের ব্যাখ্যাচ্ছলে শঙ্কর পুরাণ অর্থে উপনিষদের বা ব্রাহ্মণের অংশবিশেষ গ্রহণ করিয়াছেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদে পুরাণ শব্দের উল্লেখ আছে। * ইতিহাস ও পুরাণ শব্দের প্রয়োগ রহিয়াছে। ঐ স্থানের ব্যাখ্যাকল্পে শঙ্কর লিখিয়াছেন,—"ইতিহাস ইত্যুর্ব্বশীপুরূরবসোঃ সংবাদাদিঃ উর্ব্বশী হাপ্সরা ইত্যাদি ব্রাহ্মণম্। পুরাণম্—অসদ্বা ইদমগ্র আসীদ্ ইত্যাদি।" শঙ্কর এস্থানে পুরাণ অর্থে উপনিষদের অংশবিশেষ গ্রহণ করিয়াছেন যদিও এস্থলে প্রকরণবলে পুরাণ শব্দে বেদভাগ গ্রহণ করাই ন্যায্য। তথাপি পৌরাণিক প্রাধান্য থাকিলে তৎসম্বন্ধে বিশেষ কিছু উল্লেখ করিতেন। বেদের অপৌরুষেয়ত্বনির্দ্দেশই ঐস্থলে শ্রুতির তাৎপর্য্য। কারণ, পরমেশ্বর হইতে শ্বাসপ্রশ্বাসের ন্যায় প্রযত্ননিরপেক্ষভাবে বেদাদির উদ্ভব হইয়াছে। পুরাণসকল ব্যাসপ্রণীত। সুতরাং তাহাদের পৌরুষেয়ত্ব অবশ্য অঙ্গীকার্য্য। ঐস্থলে পুরাণ শব্দে বেদভাগ গ্রহণ না করিলে প্রকৃত তাৎপর্য্য রক্ষিত হয় না।

যাহাহউক পুরাণাদির প্রাধান্য থাকিলে তৎসম্বন্ধে নীরব থাকিতেন না। ইহা হইতে প্রতীয়মান হয়—শঙ্কর পৌরাণিক অভ্যুদয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী। পদ্মপুরাণে মায়াবাদের ও শঙ্করের প্রতি

---

* "স যথার্দ্রৈধাগ্নেরভ্যাহিতাৎ পৃথগ্ধূমা বিনিশ্চরন্ত্যেবং বা অরেঽস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতম্ এতদ্ যদ্ ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্বাঙ্গিরস ইতিহাসঃ পুরাণং বিদ্যা উপনিষদঃ শ্লোকাঃ সূত্রাণ্যনুব্যাখ্যানানি ব্যাখ্যানান্যস্যৈবৈতানি নিঃশ্বসিতানি।" (বৃঃ উঃ ২।৪।১০)

কটাক্ষ আছে* অবশ্যই পদ্মপুরাণের "মায়াবাদ মসচ্ছাস্ত্র প্রচ্ছন্নবৌদ্ধমেব চ" প্রভৃতি বাক্য প্রক্ষিপ্ত, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই সকল বাক্য তাঁহার বিরুদ্ধমতাবলম্বিগণ বিদ্বেষবশে পুরাণের কলেবরে সংযোজিত করিয়াছেন। কিন্তু এই সকল বাক্য অতি প্রাচীনকালেই পুরাণে সংযোজিত হইয়াছে সন্দেহ নাই।

প্রাচীন কালেই এই সকল বাক্য যে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে তাহার কারণ, সকল পুরাণের তাৎপর্য্য অদ্বৈতপর। মায়াবাদ সকল

---

* "শৃণু দেবি। প্রবক্ষ্যামি তামসানি যথাক্রমম্।
যেষাং শ্রবণমাত্রেণ পাতিত্যং জ্ঞানিনামপি॥
প্রথমং হি ময়ৈবোক্তং শৈবং পাশুপতাদিকম্।
মচ্ছক্ত্যাবেশিতৈর্বিপ্রৈঃ সংপ্রোক্তানি ততঃপরম্॥
কণাদেন তু সংপ্রোক্তং শাস্ত্রং বৈশেষিকং মহৎ।
গৌতমেন তথা ন্যায়ং সাংখ্যন্তু কপিলেন বৈ॥
দ্বিজন্মনা জৈমিনিনা পূর্ব্বং বেদময়ার্থতঃ।
নিরীশ্বরেণ বাদেন কৃতং শাস্ত্রং মহত্তরম্॥
ধিষণেন তথা প্রোক্তং চার্ব্বাকমিতি গর্হিতম্।
দৈত্যানাং নাশনার্থায় বিষ্ণুনা বুদ্ধরূপিণা॥
বৌদ্ধশাস্ত্রমসৎপ্রোক্তং নগ্ননীলপটাদিকম্।
মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমেব চ॥
ময়ৈব কথিতং দেবি! কলৌ ব্রাহ্মণরূপিণা॥
অপার্থং শ্রুতিবাক্যানাং দর্শয়ল্লোকগর্হিতম্॥
কর্ম্মস্বরূপত্যাজ্যত্বমত্র চ প্রতিপাদ্যতে।
সর্ব্বকর্ম্মপরিভ্রংশান্নৈষ্কর্ম্যং তত্র চোচ্যতে।
পরাত্মজীবয়োরৈক্যং ময়াত্র প্রতিপাদ্যতে।
ব্রহ্মণোঽস্য পরং রূপং নির্গুণং দর্শিতং ময়া॥
সর্ব্বস্য জগতোঽপ্যস্য নাশনার্থং কলৌ যুগে।
বেদার্থবন্মহাশাস্ত্রং মায়াবাদমবৈদিকম্॥
ময়ৈব কথিতং দেবি! জগতাং নাশকারণাৎ।

পুরাণেরই অভিপ্রেত। সুতরাং ঐ বাক্য বিদ্বেষপ্রণোদিত ও প্রক্ষিপ্ত। ঐ সকল বাক্যের প্রাচীনত্বের কারণ এই যে খ্রীষ্টীয় ৮ম শতাব্দীতে বৈদান্তিক ভাস্কর শাঙ্করমতকে "মহাযানিক বৌদ্ধ-গাথায়িতং" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ১৩শ শতাব্দীতে মধ্বাচার্য্য শঙ্করের প্রতি কটাক্ষ করিয়া বরাহ পুরাণের বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। *

পরবর্ত্তীকালে সাংখ্যপ্রবচনভাষ্যকার বিজ্ঞানভিক্ষু প্রবচনভাষ্যে পদ্মপুরাণের বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। সুতরাং প্রতীয়মান হয় সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর পূর্ব্বে পুরাণের এই সকল বাক্য প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। স্কন্দ পুরাণের ৯ম অংশে আচার্য্য শঙ্করের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। হইতে পারে এই অংশেও প্রক্ষিপ্ত। † স্কন্দপুরাণের অন্তর্গত সূতসংহিতায় শঙ্করের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে মাধবাচার্য্য--বিদ্যারণ্য সূতসংহিতার টীকা প্রণয়ন করেন। সুতরাং প্রতীয়মান হয় এই অংশ প্রক্ষিপ্ত হইলেও মাধবাচার্য্যের

এস্থলে মহাদেব বক্তা ও ভগবতী শ্রোতা। মহাদেবের মুখ হইতে এরূপ মিথ্যাবাক্য বাহির করাতে সাধারণের পক্ষে মায়াবাদের প্রতি অবজ্ঞা হইবে এই উদ্দেশ্যে বিপক্ষগণ ঐরূপ বাক্যের অবতারণা করিয়াছেন।

* মধ্বভাষ্যে বরাহপুরাণের নিম্নলিখিত বাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে,—

"এষ মোহং সৃজাম্যাশু যো জনান্ মোহয়িষ্যতি।
ত্বঞ্চ রুদ্রো মহাবাহো! মোহশাস্ত্রাণি কারয়॥
অতথ্যানি বিতথ্যানি দর্শয়স্ব মহাভুজ!
প্রকাশং কুরু চাত্মানমপ্রকাশঞ্চ মাং কুরু॥

† শঙ্করাচার্য্যের জীবনচরিত্র-লেখক কৃষ্ণস্বামী আয়ার মহাশয় Sri Sankaracharya. His life and Times নামক প্রবন্ধের ৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—"The chapter of Skanda Purana has been mentioned only to show that it is a very recent and poor interpolation and has been less historic value.

আবির্ভাবের বহুপূর্ব্বে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। স্কন্দপুরাণের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে ঐতিহাসিক স্মিথ্ সাহেব সাক্ষ্য দিয়াছেন। ‡

স্মিথ্ সাহেবের মতে স্কন্দপুরাণ (অবশ্যই বর্ত্তমান আকারে) সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে বর্ত্তমান ছিল। স্কন্দ পুরাণের নবমাংশের ঐ অধ্যায় অবশ্যই সপ্তম শতাব্দীর পূর্ব্বে সংযোজিত হওয়া সম্ভব। কূর্ম্মপুরাণেও আচার্য্য শঙ্করের উল্লেখ রহিয়াছে। কূর্ম্মপুরাণের ৩০ অধ্যায়ে শঙ্করের আবির্ভাবের উল্লেখ আছে।

"কলৌ রুদ্রো মহাদেবো লোকানামীশ্বরঃ পরঃ।
তদেব সাধয়েন্নৃণাং দেবতানাং চ দৈবতম্॥
করিষ্যত্যবতারং স্বং শঙ্করো নীললোহিতঃ।
শ্রৌতস্মার্ত্তপ্রতিষ্ঠার্থে ভক্তানাং হিতকাম্যয়া॥
উপদেক্ষ্যতি তজ্জ্ঞানং শিষ্যাণাং ব্রহ্মসম্মিতম্।
সর্ব্ববেদান্তসারং হি ধর্ম্মান্ বেদানদর্শনাৎ॥
যে তং প্রীত্যা নিষেবন্তে যেন কেনোপচারতঃ।
বিজিত্য কলিজান্ দোষান্ যান্তি তে পরমং পদম্॥
(কূর্ম্মপুরাণ ৩০ অধ্যায় ৩২-৩৫ শ্লোক।)

পুরাণে ভবিষ্যৎকাল থাকিলেও অতীতকাল বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে।

সৌর বা আদিত্য পুরাণেও শঙ্করের আবির্ভাবসম্বন্ধে উল্লেখ আছে। * প্রধান প্রধান পুরাণগুলির সম্পাদন সম্বন্ধে স্মিথ

‡ স্মিথ্ সাহেবের তৎকৃত ইতিহাসের ২০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন— "Independent proof of the existence of the Skanda Purana in the same period is afforded by a Bengal manuscript of the work, written in Gupta hand, to which as early a date as the middle of the seventh Century can be assigned on Palaeographical grounds.

* সৌর পুরাণে দেখিতে পাই শঙ্করের স্পষ্ট উল্লেখ আছে।
"চতুর্ভিঃ সহ শিষ্যৈস্তু শঙ্করোঽবতরিষ্যতি।"

সাহেব বলেন যে গুপ্তসাম্রাজ্য কালে সম্পাদিত হইয়াছে। * তাঁহার মতে পুরাণগুলি বর্ত্তমান আকারে গুপ্তসাম্রাজ্য-সময়ে সম্পাদিত ও প্রচারিত হইয়াছে। অর্থাৎ ৩৩০ খৃষ্টাব্দ হইতে ৪৮০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে পুরাণগুলি সম্পাদিত হইয়াছে। এই সিদ্ধান্ত অনুবলে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া গ্রহণ করিলেও শঙ্করের অভ্যুদয়কাল ৪র্থ শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়াই অনুমিত হয়। যে সকল হস্তলিখিত পুস্তক পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের কাল ৪র্থ বা ৫ম শতাব্দী গ্রহণ করিলে তৎপূর্ব্বে পুরাণে শঙ্করসম্বন্ধীয় বাক্য সংযোজিত হইবার সমধিক সম্ভাবনা। কৃষ্ণস্বামী আয়ার মহাশয় স্কন্দপুরাণের ঐ অংশকে অনতিপ্রাচীন বলিয়াছেন।

এবিষয়ে তাঁহার সহিত একমত হইতে পারিলাম না। প্রক্ষিপ্ত হইলেও প্রাচীন কালেই প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। হস্তলিখিত পুরাণের প্রাচীনতা অস্বীকার করিতে পারা যায় না। গুপ্তদিগের সময়ে পুরাণগুলির সম্পাদন হইলেও পুরাণগুলি আরও প্রাচীন। মিলিন্দপঞ্হকারের সময়েও পুরাণগুলির প্রচার ছিল। মিলিন্দপঞ্হ ৩০০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে বিরচিত হইয়াছে বলিয়া প্রতীত হয়। গুপ্তসময় হইতে পৌরাণিক সাহিত্যের আদর হয়, এবং সেই সময় হইতেই এই দীর্ঘ পঞ্চদশ শতাব্দীকাল ভারতে পুরাণের আদর হইয়াছে। আমাদের মনে হয় শঙ্করের আবির্ভাবের পরে বৌদ্ধ-প্রভাব নিবারিত করিবার জন্যই পৌরাণিক সাহিত্যের প্রচার আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল। সকল পুরাণের তাৎপর্য্য ব্রহ্মজ্ঞান।

ব্যাকুর্ব্বন্ ব্যাসসূত্রাণি শ্রুতেরর্থং যথোচিতান্।
স এবার্থঃ শ্রুতেগ্রাহ্যঃ শঙ্করঃ সবিতাননঃ॥"

* স্মিথ্ সাহেব বলিয়াছেন,—

The Principal Puranas seem to have been edited in that present from during the Gupta period, when a great extension and revival of Sanskrit Brahmanical literature took place.

এ সম্বন্ধে মতদ্বৈধ থাকিতে পারে না। সৃষ্টিরহস্যের বর্ণনা, রাজকীয় ঘটনার বর্ণনা—সকল বর্ণনারই প্রকৃত তাৎপর্য্য ব্রহ্মবিজ্ঞান। পৌরাণিক সাহিত্য জনসাধারণের পক্ষে সুখসেব্য। জনসাধারণের ভিতরে হিন্দুধর্ম্মের সার সত্য বিস্তার করিবার একটা প্রচেষ্টা শঙ্করের পরবর্ত্তী কালে হইয়াছিল। সেই প্রচেষ্টাই গুপ্তসাম্রাজ্যসময় সর্ব্বতোমুখী হইয়া ভারতের জাতীয় জীবনের অরুণোদয় ঘোষণা করিয়াছিল।

বিশেষতঃ পুরাণসমূহ অদ্বৈতভাবে পূর্ণ। পুরাণসমূহের তাৎপর্য্য পর্য্যালোচনা করিলে ইহা স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হয়। প্রায় সকল পুরাণেই মায়াবাদের সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে। অবশ্যই মায়াবাদ বৈদিক কাল হইতেই সাধারণের নিকট প্রচারিত ছিল। কিন্তু শঙ্করের আবির্ভাবে মায়াবাদের প্রসার ও প্রতিপত্তি সমধিক বৃদ্ধি পায়। আচার্য্য শঙ্করের প্রচেষ্টার ফলে বৌদ্ধ প্লাবন রুদ্ধ হয়। মায়াবাদের প্রসার ও প্রতিপত্তির ফলে পৌরাণিক সাহিত্যের আদর হয়। বৌদ্ধবাদ নিরসন করিবার জন্য পৌরাণিক সাহিত্য সাধারণের নিকট প্রচারিত হয়। ইহাই সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। সুতরাং পৌরাণিক অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে শঙ্করের আবির্ভাব স্বীকার করাই সঙ্গত।*

শঙ্কর লঙ্কাবতার-সূত্র-প্রণেতা হইতে প্রাচীন

লঙ্কাবতারসূত্র বৌদ্ধদিগের একখানি অতি প্রাচীন ও প্রামাণিক গ্রন্থ।‡ এই গ্রন্থ ১৯০০ খৃষ্টাব্দে পণ্ডিতবর সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ

* [এ পক্ষে প্রমাণ পাওয়া যায় কি? ইহা অতি দুর্ব্বল যুক্তি নয় কি? সং।]

‡ ডাক্তার সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় তৎকৃত "History of Mediaeval Logic" নামক গ্রন্থে লঙ্কাবতারসূত্রের কাল ৩০০ খ্রীঃ নির্দ্দেশ করিয়াছেন

ও শরৎচন্দ্র দাস মহাশয়দ্বয়ের সম্পাদনায় অসম্পূর্ণ অবস্থায় প্রকাশিত হইয়াছে। শরৎ বাবু এই গ্রন্থের উৎসর্গপত্রে লিখিয়াছেন যে, আচার্য্য শঙ্কর ও সায়নাচার্য্য (মাধবাচার্য্য ?) লঙ্কাবতার সূত্রের মত খণ্ডন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াও খণ্ডন করিতে পারেন নাই। ‡ আমাদের মনে হয় শরৎ বাবু এস্থল ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। তিনি শঙ্করকে পরবর্ত্তী ধরিয়া ঐরূপ মতবাদ প্রপঞ্চিত করিয়াছেন।* শঙ্কর দুইটী সূত্রের ভাষ্যে বৌদ্ধদর্শনের বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। তিনি ২।২।২২ সূত্রের ভাষ্যে লিখিয়াছেন,—"অপিচ বৈনাশিকাঃ কল্পয়ন্তি 'বুদ্ধিবোধ্যং ত্রয়াদন্যৎ সংস্কৃতং ক্ষণিকঞ্চ"

এই গ্রন্থ ৪৭৩ খ্রীষ্টাব্দে চীনভাষায় অনূদিত হয়। আর্য্যদেব এই গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় লিখিয়াছেন—

"The approximate date seems to be 309 A. D. for it existed at or before the time of Arya Deva who mentions it.

কার্ণ সাহেবের (Kern) মতে আর্য্যদেবের কাল খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দী। (সতীশ বাবুর গ্রন্থের ৭২ পৃষ্ঠা এবং কার্ণ সাহেবের Manual of Buddhism নামক গ্রন্থের ১২৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

‡ শরৎ বাবু উৎসর্গ পত্রে লিখিয়াছেন—

"যস্মিন্ শঙ্করসায়নৌ কৃতধিয়ৌ নিক্ষিপ্য জোষ্টুং মুহু।
নো শক্তৌ খলু যস্য ভেত্তুমথ তৌ দার্ঢ্যঞ্চ নৈসর্গিকম্॥
সোঽয়ং যুক্তিময়োপলৈঃ সুঘটিতো লঙ্কাবতারঃ সপে।
জন্মায়া সহিতশ্চিরায় লভতাং বিশ্বস্তরায়াং স্থিতিম্॥

মাধবাচার্য্য 'সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে বৌদ্ধদর্শনপ্রসঙ্গে লঙ্কাবতারসূত্রে উল্লেখ করিয়াছেন—"তদুক্তং ভগবতা লঙ্কাবতারে" ইত্যাদি।'

* [আচার্য্য খণ্ডন করিতে পারিয়াছেন কিনা এ বিচার করিবার সামর্থ্য শরৎবাবুর ছিল কিনা আমাদের সন্দেহ আছে। আচার্য্য কি লঙ্কাবতারের নাম করিয়া কোথাও খণ্ডন করিতে গিয়াছিলেন যে এরূপ উক্তি করা হইল? তিনি যাহা বলিয়া গিয়াছেন তদবলম্বনে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সকল বিরোধী মতই খণ্ডন করিতে পারেন বোধ হয়। সং]

এবং ২।২।২৪ সূত্রের ভাষ্যে লিখিয়াছেন,—"সৌগতে হি সময়ে 'পৃথিবী ভগবন্ কিং সংনিঃশ্রয়া' ইত্যস্মিন্ প্রশ্নপ্রতিবচনপ্রবাহে পৃথিব্যাদীনামন্তে 'বায়ুঃ কিং সন্নিঃশ্রয়ঃ' ইত্যস্য প্রশ্নস্য প্রতিবচনং ভবতি 'বায়ুরাকাশসন্নিশ্রয়ঃ' ইতি।" লঙ্কাবতারসূত্রে প্রশ্নপ্রতিবচন-প্রবাহ থাকিলেও এইরূপ কোনও প্রশ্ন অথবা ঐরূপ উত্তর নাই; এক স্থলে আকাশ ও রূপের অভেদত্ব সম্বন্ধে বিচার আছে।* এই স্থলে ঐরূপ কোনও প্রশ্নপ্রতিবচন নাই। এতদ্ব্যতীত অন্যত্র কোথাও ঐরূপ প্রশ্নের ঐরূপ উত্তর দেখিতে পাওয়া যায় না। লঙ্কাবতারসূত্রের যে অংশ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে কোথাও ঐরূপ প্রশ্ন বা ঐরূপ উত্তর নাই। যে অংশ প্রকাশিত হইয়াছে, তদ্ব্যতীত অন্য অংশ পাওয়া যায় না। সুতরাং আচার্য্য শঙ্কর লঙ্কাবতারসূত্রের মত খণ্ডন করিতে গিয়া অকৃতকার্য্য হইয়াছেন—এরূপ সিদ্ধান্ত নিতান্ত অসমীচীন। লঙ্কাবতারসূত্রে সাংখ্যমত, ন্যায় ও বৈশেষিকমতবাদের উল্লেখ আছে।‡

---

* "অথ তু ভবতি মহামতে অপেক্ষ্যং নাস্তিত্বং শশবিষাণস্য, অস্তিত্ব অপেক্ষ্যো নাস্তিত্বং শশবিষাণং ন কল্পয়িতব্যং বিষমহেতুত্বাৎ, মহামতে নাস্ত্যস্তিত্বং সিদ্ধিঃ ন ভবতি নাস্তিত্ববাদিনাম্। অন্যে পুনঃ মহামতে তীর্থকরদৃষ্টা রূপ-কারণসংস্থানাভিনিবেশাভিনিবিষ্টাঃ আকাশভাবাপরিচ্ছেদকুশলাঃ রূপম্ আকাশ-ভাববিগতং পরিচ্ছেদং দৃষ্ট্বা বিকল্পয়ন্তি আকাশম্ এব মহামতে রূপং রূপং ভূতানুপ্রবেশম্ মহামতে রূপম্ এব আকাশম্, আধেয়াধারব্যবস্থানভাবেন মহামতে রূপাকাশকারণয়োঃ প্রবিভাগঃ প্রত্যেতব্যঃ। ভূতানি মহামতে প্রবর্ত্তমানানি পরস্পর-স্বলক্ষণভেদভিন্নানি আকাশে চ অপ্রতিষ্ঠিতানি ন চ তেষু আকাশং নাস্তি।" (লঙ্কাবতারসূত্রম্ ৫৭—৫৮ পৃষ্ঠা)

‡ লঙ্কাবতারসূত্রে ৪৫ পৃষ্ঠায় সাংখ্যমত উল্লিখিত আছে—'অন্যত্র কারণং কারণং পুনঃ মহামতে প্রধানপুরুষঃ চিরকালানুপ্রবাদাঃ।"

১৮ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে—"অবিশেষলক্ষণানাং বৈশেষিকস্বভাবানন্বিতানাং অশুদ্ধক্ষয়জ্ঞানবিষয়িণাং তৎ কথং তেষাং প্রশমমেব ভাবিনাম্।" এস্থলে

পাতঞ্জল যোগদর্শনের প্রভাবও লঙ্কাবতারসূত্রে দেখিতে পাই। স্পষ্টতঃ পাতঞ্জল দর্শনের উল্লেখ না থাকিলেও ধর্ম্মমেঘ প্রভৃতি সমাধির উল্লেখ আছে।* লঙ্কাবতার সূত্রে একত্ববাদেরও উল্লেখ দেখিতে পাই।† এই একত্ববাদ অদ্বৈতবাদ ভিন্ন অন্য কিছুই হইতে পারে না। কারণ, এই একত্ববাদকে অপসিদ্ধান্তরূপে লঙ্কাবতার সূত্রে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। লঙ্কাবতার সূত্রে দেখিতে পাই, "এবম্ এব মহামতে অনাদিকালতীর্থপ্রপঞ্চবাদ-বাসনাভিনিবিষ্টাঃ একত্বান্যত্বা-স্তিত্বনাস্তিত্ববাদান্ অভিনিবিশন্তে স্বচিত্তদৃশ্য-মাত্রানবধারিতমতয়ঃ।" (লঙ্কাবতার সূত্র ৯২ পৃষ্ঠা)। এস্থলে একত্ববাদের উল্লেখ করিয়া অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিকের উপর কটাক্ষ করা হইয়াছে। এই সকল

সাংখ্যকারিকার "দৃষ্টবৎ আনুশ্রবিকঃ স হি অবিশুদ্ধিক্ষয়াতিশয়যুক্তঃ" (২য় কারিকা) এই কারিকার সহিত সাদৃশ্য পরিস্ফুট।

৮২ পৃষ্ঠায় বৈশেষিক, সাংখ্য ও ন্যায়মতবাদের উল্লেখ আছে—

"পুদ্গলঃ সন্ততিঃ স্কন্ধাঃ প্রত্যয়া অণবস্তথা।
প্রধানম্ ঈশ্বরঃ কর্ত্তা চিত্তমাত্রং বিকল্প্যতে॥"

১১৮ পৃষ্ঠায় সাংখ্য ও বৈশেষিকের সুস্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে—"সচ্চাসতো হ্যুৎপাদঃ সাংখ্যবৈশেষিকৈঃ স্মৃতঃ।"

৮০ পৃষ্ঠায় ন্যায়মতের উল্লেখ আছে,—

"তীর্থকরা অপি ভগবান্ নিত্যঃ কর্ত্তা নির্গুণো বিভুঃ অব্যয় ইতি আত্মবাদোপদেশং কুর্ব্বন্তি।"

* "শ্রাবকপ্রত্যেকবুদ্ধসমাধিপক্ষাণাম্ অতিক্রম্য অচলাসাধুমতিধর্ম্মমেঘা-ভূমিব্যবস্থিতেঃ" ইত্যাদি (লঙ্কাবতার সূত্র ১৬ পৃষ্ঠা)

২০ পৃষ্ঠায় যোগের উল্লেখ আছে—

"ন কেবলম্ এবাং লঙ্কাধিপতে ধর্ম্মাণাং প্রতিবিভাগবিশেষো যোগিনামপি যোগম্ অভ্যস্যতাং যোগমার্গে প্রত্যাত্মগতিলক্ষণবিশেষো দৃষ্টঃ।"

† লঙ্কাবতার সূত্র ৯২ পৃষ্ঠা।

"আধ্যাত্মিকবাহ্যভাবাভাবাকুশলাস্তে একত্বান্যত্বনাস্ত্যস্তিত্বগ্রাহে প্রপতন্তি।"

মতবাদকে "কুদৃষ্টি" রূপেও ‡ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। বৈদান্তিকের দৃষ্টান্তগুলিই লঙ্কাবতার সূত্রে বহুস্থলে পরিগৃহীত হইয়াছে। *

লঙ্কাবতার সূত্রে দুই স্থলে "সপ্তভূমির" উল্লেখ আছে। এই সপ্তভূমি বৌদ্ধগণের "দশভূমি" বা "ত্রয়োদশ ভূমি" নহে। "ধর্ম্ম-সংগ্রহ", "মহাবস্তু", "ললিতবিস্তর" ও "মহাব্যুৎপত্তি" প্রভৃতি গ্রন্থে "দশভূমি" বা "ত্রয়োদশ" ভূমির উল্লেখ আছে। † সপ্তভূমি সম্বন্ধে লঙ্কাবতারে রাবণ বুদ্ধদেবকে প্রশ্ন করিতেছেন, "চিত্তং হি ভূময়ঃ সপ্ত কথং কেন বদাহি মে।" (৩৩ পৃষ্ঠা)। এস্থলে যোগবাশিষ্ঠ

---

‡ "এবম্ এব মহামতে বালপৃথগ্‌জনাঃ কুদৃষ্টিদৃষ্টাঃ তীর্থমতয়ঃ স্বপ্নতুল্যাং স্বচিত্তদৃশ্যভাবাদ্ ন প্রতিবিজ্ঞানন্তঃ একত্বান্যত্বনাস্ত্যস্তিত্বদৃষ্টিত্বম্ আশ্রয়ন্তে ॥"

(লঙ্কাবতার সূত্র ৯২ পৃষ্ঠা)

* "স্বপ্নোঽয়ম্ অথবা মায়া নগরং গন্ধর্ব্বশব্দিতম্।
তিমিরো মৃগতৃষ্ণা বা স্বপ্নো বন্ধ্যাপ্রসূয়ম্ ॥
অলাতচক্রধূমো বা যদহং দৃষ্টবানিহ।
অথবা ধর্ম্মতা হ্যেষা ধর্ম্মাণাং চিত্তগোচরে ॥
ন চ বালাববুধ্যন্তে মোহিতাঃ বিশ্বকল্পনৈঃ।
ন দ্রষ্টা ন চ দ্রষ্টব্যং ন বাচ্যো নাপি বাচকঃ ॥
অন্যত্র হি বিকল্পোঽয়ং বুদ্ধধর্মাকৃতিস্থিতিঃ।
যে পশ্যন্তি যথাদৃষ্টং ন তে পশ্যন্তি নায়কম্ ॥

(লঙ্কাবতার সূত্র ৮—৯ পৃষ্ঠা)

লঙ্কাবতার সূত্রের দৃষ্টান্তগুলি বৈদান্তিকের দৃষ্টান্ত হইতে পরিগৃহীত বলিয়া মনে হয়। কারণ, গৌড়পাদীয় কারিকায় দেখিতে পাই,—

"স্বপ্নমায়ে যথা দৃষ্টে গন্ধর্ব্বনগরং যথা।
তথা বিশ্বমিদং দৃষ্টং বেদান্তেষু বিচক্ষণৈঃ ॥

২প্রঃ ৩১ কারিকা।

গৌড়পাদীয় কারিকার চতুর্থ প্রকরণে অলাতের দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে।

† ধর্ম্মসংগ্রহ ৬৪ ও ৬৫ অধ্যায় দ্রষ্টব্য। মহাবস্তু ৭৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য, ললিতবিস্তর ৩৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। মহাব্যুৎপত্তি ২৭ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

রামায়ণের সপ্তভূমির § বিষয় জিজ্ঞাসিত হইয়াছে কি না তাহাও বিবেচ্য। লঙ্কাবতার সূত্রে অনেকস্থলে বেদান্তের প্রভাব পরিদৃষ্ট হয়।‡

আমাদের বিবেচনায় শাঙ্করমতের প্রভাবে তৎপ্রপঞ্চিত মায়াবাদ বৌদ্ধ মহাযানবাদকে প্রভাবিত করিয়াছে। লঙ্কাবতার সূত্রে বেদান্তমতের অধ্যারোপ অপবাদ সম্বন্ধে তীব্র কটাক্ষ রহিয়াছে,—

---

§ যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের সপ্তভূমি—

"শুভেচ্ছা, বিচারণা, তনুমানসা, সত্তাপত্তি, অসংসক্তি, পদার্থভাবিনী ও তুর্য্যগা।"

‡ ভগবান্ বুদ্ধদেব লঙ্কাধিপতি রাবণকে বলিলেন যেমন কোনও ব্যক্তি নিজের প্রতিচ্ছায়া দর্পণে অথবা চন্দ্রালোকে দেখিতে পায়, সেইরূপ ধর্ম্মাধর্ম্ম আত্মমায়া মাত্র।

"য এবং পশ্যতি লঙ্কাধিপতে স সম্যক্ পশ্যতি, অন্যথাপশ্যান্তো বিকল্পে চরন্তি ইতি স্ববিকল্পাৎ দ্বিধা গৃহ্ণন্তি, তদ্‌যথা দর্পণান্তর্গতং স্বাবিম্বপ্রতিবিম্বং জলে বা স্বাঙ্গচ্ছায়া বা, জ্যোৎস্না-দীপ-প্রদীপে বা গৃহে বা অঙ্গচ্ছায়াপ্রতিশ্রুৎকানি।

অত্র, স্ববিকল্পগ্রহণম্ প্রতিগৃহ্য ধর্ম্মাধর্ম্মং প্রতিবিকল্পয়ন্তি, ন চ ধর্ম্মাধর্ম্ময়োঃ প্রহাণো, ন চরন্তি বিকল্পয়ন্তি পুষ্ণন্তি ন প্রশমং প্রতিলভ্যন্তে। (২২ পৃষ্ঠা)

মায়াবাদের প্রভাব সুস্পষ্ট—

"দেশেমি জিনপুত্রাণাং নেয়ং বালা ন দেশনাঃ।
বিচিত্রা হি যথা মায়া দৃশ্যতে ন চ বিদ্যতে॥" (৫৪ পৃষ্ঠা)

মায়া সম্বন্ধে লঙ্কাবতার সূত্রে শাঙ্করমতের ছায়া অতি স্পষ্ট। যথা— "মায়া চ মহামতে বৈচিত্র্যাৎ ন অন্যা ন অনন্যা। যদি অন্যা স্যাৎ বৈচিত্র্যম্ মায়াহেতুকম্ ন স্যাৎ, অথ অনন্যা স্যাদ্ বৈচিত্র্যান্ মায়াবৈচিত্র্যয়োঃ ন স্যাৎ স চ দৃষ্টো বিভাগঃ তস্মান্ ন অন্যা ন অনন্যা।" (১২৮ পৃষ্ঠা)

শঙ্করের মতেও মায়া "সৎ" নহে অসৎ নহে, অনির্ব্বচনীয়া। তিনি বিবেক-চূড়ামণিতে লিখিয়াছেন,—

"সন্নাপ্যসন্নাপ্যুভয়াত্মিকা নো ভিন্নাপ্যভিন্নাপ্যুভয়াত্মিকা নো।
সাঙ্গাপ্যনঙ্গাপ্যুভয়াত্মিকা নো, মহাদ্ভুতাঽনির্ব্বাচনীয়রূপা॥"

বিঃ চূঃ বাণীবিলাস সং ১১১ শ্লোক, ২২ পৃষ্ঠা

"সমারোপাপবাদো হি চিত্তমাত্রে ন বিদ্যতে।
দেহভোগপ্রতিষ্ঠাভং যে চিত্তং নাভিজানতে।
সমারোপাপবাদেষু তেচরন্ত্যবি পণ্ডিতাঃ॥ (৭৩ পৃষ্ঠা)

সূত্রে দেখিতে পাই (১০৬ পৃষ্ঠা)—

"আকাশঃ শশশৃঙ্গং চ বন্ধ্যায়াঃ পুত্র এব চ।
অসন্তো হ্যভিলপ্যন্তে তথা ভাবেষু কল্পনা॥
হেতুপ্রত্যয়সামগ্র্যাং বালা কল্পন্তি সম্ভবম্।
অজানানাময়ম্ ইদং ভ্রমন্তি ত্রিভবালয়ে॥"

এস্থলেও বেদান্তের ছায়া দেখিতে পাওয়া যায়।

অসৎখ্যাতি ও অন্যথাখ্যাতি বিষয়েও সূত্রে বিচার রহিয়াছে—

"অলাতমৃগতৃষ্ণা চ অসন্তঃ খ্যাতি বৈ নৃণাম্।" (৯৭ পৃষ্ঠা)

অসৎখ্যাতি ও অন্যথাখ্যাতি বৈদান্তিকের নিকট হইতে মহাযান সম্প্রদায় গ্রহণ করিয়াছেন কিনা তাহাও বিবেচ্য।

সূত্রে দেখিতে পাই—

"ন হ্যত্রোৎপদ্যতে কিঞ্চিৎ প্রত্যয়ৈঃ ন বিরুধ্যতে।
উৎপদ্যন্তে নিরুধ্যন্তে প্রত্যয়া এব কল্পিতাঃ॥
ন ভঙ্গোৎপাদসংক্লেশঃ প্রত্যয়াস্ত্যান্নিবার্য্যতে।
যত্র বালা বিকল্পন্তি প্রত্যয়ৈঃ স নিবার্য্যতে॥
যচ্চাসতঃ প্রত্যয়েষু ধর্ম্মাণাং নাস্তি সম্ভবঃ।
বাসনৈঃ ভ্রামিতং চিত্তং ত্রিভবে খ্যায়তে যতঃ॥
ন ভূত্বা জায়তে কিঞ্চিৎ প্রত্যয়ৈঃ ন বিরুধ্যতে।
বন্ধ্যাসুতাকাশপুষ্পং যদা পশ্যন্তি সংস্কৃতম্।
তদা গ্রাহঞ্চ গ্রাহ্যঞ্চ ভ্রান্তিং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে॥
নচোৎপাদ্যং নচোৎপন্নঃ প্রত্যয়েপি ন কেচন।
সংবিদ্যন্তে ক্বচিৎ কেচিদ্ ব্যবহারস্তু কথ্যতে॥" (৮৭ পৃষ্ঠা)

এস্থলেও বেদান্তের ছায়া সুস্পষ্ট। মায়াবাদের প্রভাব একটু বিকৃত হইয়া শূন্যবাদের উদ্ভব হইয়াছে। আচার্য্য গৌড়পাদ অজাত আত্মার উৎপত্তি অসম্ভব বলিয়াছেন। তিনি কারিকায় লিখিয়াছেন,—

এই স্থলে বৈদান্তিকগণের "অধ্যারোপ অপবাদের" উপর কটাক্ষ অতি সুস্পষ্ট। অবিপশ্চিত (অর্থাৎ অবিদ্বান্) ব্যক্তিরাই "অধ্যারোপ অপবাদ" মতবাদ আশ্রয় করে—এরূপ কটাক্ষ অদ্বৈতবৈদান্তিক ভিন্ন আর কাহারও উপর প্রযুজ্য হইতে পারে না। সুতরাং শাঙ্করমতের উপরেই এইরূপ আক্রমণ হইয়াছে ইহা অনায়াসে অনুমিত হয়।

আচার্য্য শঙ্কর ২।২।২২ সূত্রের ভাষ্যে বৌদ্ধবাদের "প্রতিসংখ্যা-নিরোধ" এবং "অপ্রতিসংখ্যানিরোধ" নামক নিরোধদ্বয় সম্বন্ধে বিচার করিয়াছেন, বৌদ্ধমতে প্রতিসংখ্যা, অপ্রতিসংখ্যা ও আকাশ ব্যতীত সমস্ত পদার্থই উৎপাদ্য, ক্ষণিক ও বুদ্ধিপ্রকাশ্য। এই তিনটী বৌদ্ধমতে স্বরূপশূন্য তুচ্ছ ও অভাব মাত্র। ২২ সূত্রের ভাষ্যে নিরোধদ্বয়ের অসঙ্গতি প্রদর্শন করিয়াছেন, ২৪ সূত্রের ভাষ্যে আকাশের বস্তুত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছেন। লঙ্কাবতার সূত্রেও আকাশ ও নিরোধদ্বয়ের উল্লেখ আছে—

"দেশেমি শূন্যতাং নিত্যং শাশ্বতোচ্ছেদবর্জ্জিতম্।
সংসারং স্বপ্নমায়াখ্যং ন চ কর্ম্ম বিনশ্যতি ॥
আকাশমথ নির্ব্বাণং নিরোধং দ্বয়মেব চ।
বালা কল্পয়ন্ত্যকৃতকান্ আর্য্যা নাস্ত্যস্তিবর্জ্জিতান্ ॥"

(৭৯ পৃষ্ঠা)

"অজাতস্যৈব ভাবস্য জাতিমিচ্ছন্তি বাদিনঃ।
অজাতো হ্যমৃতো ভাবো মর্ত্ত্যতাং কথমেষ্যতি ॥ ৩।২০

শঙ্করও বলিয়াছেন—

"উপাধিরায়াতি স এব গচ্ছতি স এব কর্ম্মাণি করোতি ভুঙ্‌ক্তে।
এ সব জীর্যন্ ম্রিয়তে সদাহং কুলাদ্রিবন্নিশ্চল এব সংস্থিতঃ ॥"

(বিবেকচূড়ামণি—বা বি সং ৫০২ শ্লোক)

শঙ্করমতে ভ্রান্তিবশে সংসার, উপাধির জন্যই সংসার এই ভাবে ভাবিত হইয়াই বৌদ্ধবাদ সংসারের অসারতা প্রতিপন্ন করিয়াছে।

শঙ্কর যে লঙ্কাবতার সূত্র হইতে এই নিরোধদ্বয়ের ও আকাশের অবস্তুত্ব গ্রহণ করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা আদতেই মনে হয় না; কারণ, কর্ম্মের বিনাশ নাই, অথচ আত্মাও শূন্য—এই মতবাদ সম্বন্ধে কিছু বলেন নাই। আত্মা শূন্য হইলে কর্ম্ম কি প্রকারে থাকে—এই অসঙ্গতির বিরুদ্ধে শঙ্করের আক্রমণ অত্যন্ত স্বাভাবিক। আমাদের বিবেচনায় এই নিরোধদ্বয় ও আকাশের অবস্তুত্ব অতি প্রাচীন কাল হইতেই দার্শনিক সমাজে চলিয়া আসিতেছিল। বেদান্তসূত্রেও (২।২।২২) প্রতিসংখ্যা এবং অপ্রতিসংখ্যা শব্দ দুইটী দেখিতে পাই। এই শব্দ দুইটীর প্রয়োগ দেখিয়া মনে হয় অতি প্রাচীন কালেই ইহাদের ব্যবহার আরম্ভ হইয়াছে। বৌদ্ধগণ হয়ত এই দুইটী শব্দ তাহাদের দর্শনে পরিভাষারূপে গ্রহণ করিয়াছেন।

এই সকল প্রমাণে মনে হয়, শাঙ্করমতের প্রভাবেই মহাযানিক মাধ্যমিক সম্প্রদায় প্রভাবিত হইয়াছে এবং শঙ্কর লঙ্কাবতার সূত্রের মত খণ্ডন করেন নাই। শঙ্কর লঙ্কাবতার সূত্র রচনার পূর্ব্বেই আবির্ভূত হন।

শঙ্কর নাগার্জ্জুন হইতে পূর্ব্ববর্ত্তী

শ্রীকণ্ঠাচার্য্যের কালনির্ণয়প্রসঙ্গে দেখিয়াছি শঙ্কর শ্রীকণ্ঠের পূর্ব্ববর্ত্তী, কারণ, শ্রীকণ্ঠ তন্মত খণ্ডন করিয়াছেন। শ্রীকণ্ঠ সম্ভবতঃ চতুর্থ শতাব্দীর শেষ ভাগে অথবা পঞ্চম শতাব্দীর প্রথম ভাগে বর্ত্তমান ছিলেন। সুতরাং শঙ্কর চতুর্থ শতাব্দীর পূর্ব্বে আবির্ভূত হন। নাগার্জ্জুনের কাল সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মতভেদ আছে। পণ্ডিতবর সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় নাগার্জ্জুনের কাল চতুর্থ শতাব্দীর (৩০০ খ্রীঃ) প্রারম্ভে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।*

* বিদ্যাভূষণ মহাশয় প্রণীত "History of Midiaeval School of Logic" নামক গ্রন্থের ১৯০৯ খ্রীঃ সং ৬৮—৭০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

বৌদ্ধ ইতিবৃত্তে নাগার্জ্জুন বুদ্ধনির্ব্বাণের ৪০০ শত বৎসর পরে আবির্ভূত হন। বুদ্ধনির্ব্বাণকাল ৫৪৩ খ্রীঃ পূঃ গ্রহণ করিলে নাগার্জ্জুনের কাল ১৪৩ খ্রীঃ পূঃ হয়। পণ্ডিতবর Kern মহোদয়ের মতে নাগার্জ্জুনের কাল খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী।*

বিজ্ঞানাচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহোদয় তৎকৃত "History of Hindu Chemistry"তে নাগার্জ্জুনের কাল দ্বিতীয় শতাব্দী ও তাঁহাকে যজ্ঞশ্রী সাতকর্ণী নামক অন্ধ্রবংশীয় রাজার সমকালিকরূপে ...ণয় করিয়াছেন। আমরা Kern সাহেব ও প্রফুল্ল বাবুর অনুসরণ ...রিয়া নাগার্জ্জুনের কাল দ্বিতীয় শতাব্দী নির্দ্দেশ করিলাম। ...গার্জ্জুন "মাধ্যমিক-কারিকা" নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তিনি ...তা অনেক গ্রন্থও বিরচন করেন। যুক্তিষষ্টিকা-কারিকা, বিগ্রহ-...বর্ত্তনিকারিকা, এবং বিগ্রহব্যবর্ত্তনিবৃত্তি প্রভৃতি গ্রন্থ তাঁহার ...চিত।

"মাধ্যমিক-কারিকা" তাঁহার প্রথম গ্রন্থ। মাধ্যমিক সম্প্রদায়ে ...ই গ্রন্থ অতি প্রামাণিক। আমাদের মনে হয় এই গ্রন্থের ...কারিকার সহিত গৌড়পাদীয় কারিকার অনেক স্থলে সাদৃশ্য আছে। ...বোধ হয় গৌড়পাদীয় কারিকা অবলম্বন করিয়াই মাধ্যমিক কারিকা বিরচিত হইয়াছে। তাহাতে গৌড়পাদীয় কারিকার প্রভাব সুস্পষ্ট। দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকটী কারিকা উদ্ধৃত করিলাম।

১। মাধ্যমিক কারিকার প্রারম্ভে লিখিত আছে ;—

"যঃ প্রতীত্যসমুৎপাদং প্রপঞ্চোপশমং শিবম্।
দেশয়ামাস সম্বুদ্ধ স্তং বন্দে বদতাম্বরম্॥"

এই শ্লোকটী মাধ্যমিক কারিকা প্রত্যয়পরীক্ষা নামক প্রথম প্রকরণে শরৎ বাবুর সংস্করণ ৪র্থ পৃষ্ঠায় দেখা যায়।

গৌড়পাদীয় কারিকার ৪র্থ প্রকরণের আরম্ভ শ্লোকটী এই :—

* Kern মহোদয় কৃত "Manual of Buddhism" নামক গ্রন্থের ১২২—১২৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

"জ্ঞানেনাকাশকল্পেন ধর্ম্মান্ যো গগনোপমান্।
জ্ঞেয়াভিন্নেন সম্বুদ্ধ স্তং বন্দে দ্বিপদাম্বরম্॥" ৪।১

গৌড়পাদীয় কারিকায় "সম্বুদ্ধস্তং বন্দে দ্বিপদাম্বরম্" এই অংশের সহিত সাম্য পরিস্ফুট। কেবল গৌড়পাদীয় "দ্বিপদাম্বরম্" স্থলে নাগার্জ্জুনীয় কারিকায় "বদতাম্বরম্" লিখিত হইয়াছে। মাধ্যমিক কারিকার "প্রপঞ্চোপশমং শিবম্" এই অংশ মাণ্ডুক্যোপনিষদের প্রসিদ্ধ অংশ। যথা "প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বৈতং, চতুর্থং মন্যন্তে স আত্মা স বিজ্ঞেয়ঃ॥" উপনিষদের বাক্য উদ্ধার করায় প্রতীয়মান হয় গৌড়পাদীয় কারিকার প্রভাবেই মাধ্যমিক কারিকা প্রভাবিত হইয়াছে। গৌড়পাদীয় কারিকার "সম্বুদ্ধ" শব্দ সম্যক্ জ্ঞানী অর্থে এবং মাধ্যমিক কারিকায় বৌদ্ধপ্রভাবে বুদ্ধার্থে গ্রহণ করা হইয়াছে। গৌড়পাদীয় কারিকায় বুদ্ধ শব্দ জ্ঞানী অর্থেই বহুস্থলে ব্যবহৃত হইয়াছে।*

২। মাধ্যমিক কারিকার অস্তিত্বনাস্তিত্ব প্রভৃতি বিকল্প সম্বন্ধে নাগার্জ্জুন লিখিয়াছেন,—

"অস্তিত্বং যত্তু পশ্যন্তি নাস্তিত্বং চাল্পবুদ্ধয়ঃ।
ভাবানাং তে ন পশ্যন্তি দ্রষ্টব্যোপশমং শিবম্॥"
(৫ম প্রকরণ, ধাতুপরীক্ষা ৪০ পৃঃ)

---

* [এস্থলে আমাদের কিছু বিপরীত মনে হয়। আমাদের মনে হয় নাগার্জ্জুন মৈত্রায়ণি উপনিষদের উদাহরণ সাহায্যে বেদান্তের অদ্বৈতবাদ বিকৃত করিয়া শূন্যবাদ প্রচার করিতেছেন দেখিয়া গৌড়পাদ তাহার ঐ উত্তর দিয়াছেন মাত্র। ডাক্তার পুঁসেন্ R. A. S. Journal-এ কিছুদিন পূর্ব্বে দেখাইয়াছেন যে নাগার্জ্জুনের অলাতচক্রাদির দৃষ্টান্ত মৈত্রায়ণি উপনিষদের সম্পত্তি। বৌদ্ধের পক্ষে মঙ্গলাচরণে 'বদতাম্বরম্' লেখা স্বাভাবিক কিন্তু বৈদিকের পক্ষে দ্বিপদাম্বরম্ এইরূপ মনুষ্যবোধক শব্দ লেখা তত স্বাভাবিক নহে। তাঁহারা আত্মা ব্রহ্ম ঈশ্বর প্রভৃতির নাম করিবেন ইহাই স্বাভাবিক। গৌড়পাদ নাগার্জ্জুনের পরে হইলেও কোন দোষ নাই, যেহেতু তাঁহার মত বৈদিক। সং]

গৌড়পাদীয় কারিকায় আত্মা সম্বন্ধে নানারূপ বিকল্পের উল্লেখ করিয়া সমাপ্তিতে বলিয়াছেন—

"এতৈরেষোঽপৃথগ্ভাবৈঃ পৃথগেবেতি লক্ষিতঃ।
এবং যো বেদ তত্ত্বেন কল্পয়েৎ সোঽবিশঙ্কিতঃ॥"

২য় প্রকরণ ৩০ কারিকা।

"ভাবৈরসদ্ভিরেবায়মদ্বয়েন চ কল্পিতঃ।
ভাবা অপ্যদ্বয়েনৈব তস্মাদদ্বয়তা শিবা॥"

২য় প্রকরণ ৩৩ কারিকা।

এস্থলেও ভাবসাম্য বিদ্যমান।

৩। মাধ্যমিক কারিকায় নাগার্জ্জুন লিখিয়াছেন—

"যথা মায়া যথা স্বপ্নো গন্ধর্ব্বনগরং যথা।
তথোৎপাদস্তথা স্থানং তথা ভঙ্গ উদাহৃতম্॥"

(৭ম প্রকরণ, ৫৭২ শ্লোক)

গৌড়পাদীয় কারিকাতে ঐরূপ দৃষ্টান্তই রহিয়াছে:—

"স্বপ্নমায়ে যথা দৃষ্টে গন্ধর্ব্বনগরং যথা।
তথা বিশ্বমিদং দৃষ্টং বেদান্তেষু বিচক্ষণৈঃ॥"

২।৩১ কাঃ।

এস্থলেও ভাব-সাম্য পরিস্ফুট। বিশ্বের অনস্তিত্ব সম্বন্ধে উভয়েতের সাম্য বিদ্যমান। এস্থলেও গৌড়পাদীয় আগমের প্রভাবে নাগার্জ্জুন প্রভাবিত।

৪। যাহার আদি ও অন্ত নাই, তাহার বর্ত্তমানতাও নাই, এই প্রসঙ্গে নাগার্জ্জুন বলিতেছেন:—

"যথা বীজস্য দৃষ্টান্তো ন চাদিস্তস্য বিদ্যতে।
তথা কারণবৈকল্য জন্মনাপি চ সম্ভব ইতি।
নৈবাগ্রং নাবরং যস্য তস্য মধ্যং কুতো ভবেৎ॥

১১শ প্রকরণ।

গৌড়পাদও বলিয়াছেন :—

"আদাবন্তে চ যন্নাস্তি বর্ত্তমানেঽপি তত্তথা ॥" (২।৬ কা:)।

গৌড়পাদের প্রভাব নাগার্জ্জুনে প্রকট। নাগার্জ্জুনের মত গৌড়পাদের প্রতিধ্বনি মাত্র।

৫। প্রকৃতির অন্যথাভাব হইতে পারে না—এতৎপ্রসঙ্গে নাগার্জ্জুন বলিতেছেন :—

"যত্তস্তিত্বং প্রকৃত্যা স্যান্ন ভবেদস্য নাস্তিতা।
প্রকৃতেরন্যথাভাবো নহি জাতূপপদ্যতে ॥" (৯৭ পৃঃ)

গৌড়পাদ বলিতেছেন :—

"ন ভবত্যমৃতং মর্ত্ত্যং ন মর্ত্ত্যমমৃতং তথা।
প্রকৃতেরন্যথাভাবো ন কথঞ্চিদ্ ভবিষ্যতি ॥" (৩।২১)

এস্থলে কেবল ভাবসাম্য নহে, ভাষার সাম্যও বিদ্যমান রহিয়াছে দেখা যাইতেছে। কারণ, গৌড়পাদ বলিতেছেন :—"ন কথঞ্চিদ্ ভবিষ্যতি" আর নাগার্জ্জুন বলিয়াছেন :—"নহি জাতূপপদ্যতে"।

৬। মাধ্যমিক সম্প্রদায়ের শূন্যই তত্ত্ব দেখা যায়। নাগার্জ্জুন বলিতেছেন :—

"শূন্যমাধ্যাত্মিকং পশ্য, পশ্য শূন্যং বহির্গতম্।
ন বিদ্যতে সোঽপি কশ্চিদ্ যো ভাবয়তি শূন্যতাম্" ॥
(১৮শ প্রকরণ, ১২৪ পৃঃ)

গৌড়পাদ শূন্যস্থলে "তত্ত্ব" সম্বন্ধে বলিতেছেন :—

তত্ত্বমাধ্যাত্মিকং দৃষ্ট্বা তত্ত্বং দৃষ্ট্বা তু বাহ্যতঃ।
তত্ত্বীভূতস্তদারামস্তত্ত্বাদপ্রচ্যুতো ভবেৎ ॥ ২।৩৮ কারিকা

এইরূপ বহু স্থলেই ভাব-সাম্য ও ভাষা-সাম্য দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রন্থ-বাহুল্য ভয়ে উদ্ধৃত করিলাম না। এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে কে কাহার নিকট ঋণী ? আমাদের মনে হয় নাগার্জ্জুনই ঋণী। নাগার্জ্জুন হিন্দুপ্রভাবে প্রভাবিত ইহাই ঐতিহাসিকগণের মত।*

* স্মিথ্ সাহেব, কার্ণ সাহেব ও বালগঙ্গাধর তিলক মহোদয়ের মতে মহাযান

তিব্বতের ঐতিহাসিক লামা তারানাথ লিখিয়াছেন,—নাগার্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণ ও গণেশের নিকট হইতে জ্ঞান লাভ করিয়াছেন। নাগার্জ্জুনের গুরু—ব্রাহ্মণ, তাহার নাম—রাহুল ভদ্র। নাগার্জ্জুনের পক্ষেই হিন্দুপ্রভাবে প্রভাবিত হওয়া স্বাভাবিক। এই ভাষাসাম্য ও ভাবসাম্যক্ষেত্রেও নাগার্জ্জুন গৌড়পাদীয় কারিকাদ্বারা প্রভাবিত হইয়াছেন, ইহাই যুক্তিযুক্ত। পণ্ডিতবর বালগঙ্গাধর তিলক মহোদয়ের মতে নাগার্জ্জুন গীতার প্রভাবে প্রভাবিত হইয়াছিলেন। আমাদের বিবেচনায় কেবল গীতার প্রভাবে প্রভাবিত হইয়া নাগার্জ্জুন মাধ্যমিক দর্শনের প্রতিষ্ঠা করিতে পারিতেন না। গীতায় মায়াবাদ সবিশেষ স্ফুট নহে, গৌড়পাদের কারিকায় এবং শাঙ্কর ভাষ্যে মায়াবাদ মূর্ত্তিমান্ বিগ্রহরূপে প্রকাশ পাইয়াছে। সুতরাং শাঙ্কর মায়াবাদের প্রভাবে প্রভাবিত হওয়াই স্বাভাবিক। মাধ্যমিক কারিকা ও গৌড়পাদীয় কারিকার সাম্য দেখিয়া ইহাই সত্য বলিয়া প্রতিভাত হয়। আচার্য্য গৌড়পাদ শঙ্করের পরমগুরু ও উভয়ে সমকালে বর্ত্তমান ছিলেন। সুতরাং শঙ্কর নাগার্জ্জুন হইতে পূর্ব্ববর্ত্তী এবং আচার্য্য গৌড়পাদ ও শঙ্করের প্রভাবেই মহাযানিক বৌদ্ধমত প্রভাবিত হইয়াছে। অতএব শঙ্কর খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর পূর্ব্বে আবির্ভূত হন—ইহা সুস্থিত।

সপ্তম শতাব্দীতে অদ্বৈতবাদের উল্লেখ

দিগম্বর জৈন সম্প্রদায়ের অন্যতম আচার্য্য সামন্ত ভদ্র। তিনি সপ্তম শতাব্দীর (৬০০ খ্রীঃ) প্রারম্ভে বর্ত্তমান ছিলেন।* তিনি

[illegible] ও নাগার্জ্জুন হিন্দুপ্রভাবে প্রভাবিত। কিন্তু এই হিন্দুকে গৌড়পাদ না [illegible] উপনিষদ্ বলিতে বাধা কি? সং।

* শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় কৃত History Mediaeval School Indian Logic নামক গ্রন্থের ২৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

জৈনাচার্য্য উমাস্বতিকৃত "তত্ত্বার্থাধিগম সূত্রের" উপর গন্ধহস্তিমহোদধি নামক ভাষ্য রচনা করেন। এই ভাষ্যের উপক্রমণিকা ভাষ্যের নাম দেবাগম স্তোত্র অথবা আপ্তমীমাংসা। আপ্তমীমাংসায় অন্যান্য দার্শনিক মত বিচারপ্রসঙ্গে অদ্বৈতবাদেরও বিচার করা হইয়াছে দেখা যায়,

"অদ্বৈতৈকান্তপক্ষেঽপি দৃষ্টো ভেদো বিরুধ্যতে।
কারকাণাং ক্রিয়ায়াশ্চ নৈকং স্বস্মাৎ প্রজায়তে॥"
(আপ্তমীমাংসা ২৪ শ্লোক)

ইহা হইতে প্রমাণিত হয় সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভেও অদ্বৈতবাদের প্রচার ছিল।

সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভেও অদ্বৈতবাদের অর্থাৎ বিবর্তবাদের উল্লেখ দেখা যায়। কারণ, দার্শনিক ভর্তৃহরি সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগে বর্তমান ছিলেন। চৈনিক পর্যটক ইৎসিং তৎসম্বন্ধে স্বীয় ভ্রমণবৃত্তান্ত মধ্যে বর্ণনা করিয়াছেন। ভর্তৃহরি মৃগেন্দ্র সংহিতার বৃত্তির উপর টীকা রচনা করেন। ভট্ট নারায়ণ কণ্ঠ আবার [illegible] ভাষ্যের উপর বৃত্তি প্রণয়ন করেন। সেই বৃত্তিরই উপর ভর্তৃহরির টীকা। সেই টীকায় ভর্তৃহরি অদ্বৈতবাদের উল্লেখ করিয়াছেন,—

"যথা বিশুদ্ধমাকাশং তিমিরোপপ্লুতোজনঃ।
সংকীর্ণমিব মাত্রাভিশ্চিত্রাভিরভিমন্যতে॥
তথেদমমৃতং ব্রহ্ম নির্বিকারমবিদ্যয়া।
কলুষত্বমিবাপন্নং ভেদরূপে প্রবর্ত্ততে॥" এবং

যথা স্বয়ং জ্যোতিরাত্মা বিবদানপো ভিন্নো বহুধৈকোঽনুগচ্ছন্
উপাধিনা ক্রিয়তে ভেদরূপো দেবঃ ক্ষেত্রেষ্বেবমজোঽয়মাত্মা॥"

ভর্তৃহরি পাণিনি সূত্রের মহাভাষ্যের উপর "বাক্যপদীয়ম্" নামক বৃত্তি রচনা করেন। সেই "বাক্যপদীয়ে" তিনি অদ্বৈতবাদের উল্লেখ করিয়াছেন,—

যত্র দ্রষ্টা চ দৃশ্যং চ দর্শনং চাপি কল্পিতম্।
তস্যৈবার্থস্য সত্যত্বমাহুস্ত্রয্যন্তবাদিনঃ॥

"ব্রহ্মকাণ্ডে" ভর্তৃহরি বিবর্ত্তবাদেরও উল্লেখ করিয়াছেন—

"অনাদিনিধনং ব্রহ্ম শব্দতত্ত্বং যদক্ষরম্।
বিবর্ত্ততেঽর্থভাবেন প্রক্রিয়া জগতো যথা॥"

সুতরাং ভর্তৃহরির সময়ে অদ্বৈতবাদ বা বিবর্ত্তবাদের সবিশেষ প্রচার ছিল বলিতে হইবে।

যাহারা বলেন এই সকল শতাব্দীতে অদ্বৈতবাদের উল্লেখ কোনও গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় না, তাঁহারা এই সকল স্থল অবহিত হইয়া পাঠ করিলেই দেখিতে পাইবেন, যে দার্শনিক সাহিত্যে অদ্বৈতবাদের উল্লেখ রহিয়াছে। আর অন্য আপত্তি যে, শঙ্করের নাম এই সকল শতাব্দীতে কোনও গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় না; তদুত্তরে বলিব যে, চতুর্থ শতাব্দীর শেষভাগে [illegible]ই -শঙ্করমতের খণ্ডন করিয়াছেন। যদি বলা হয়— তিনি শঙ্করের নামোল্লেখ করেন নাই; তাহা হইলে বলিব— বৈদান্তিক ভাস্করাচার্য্যও অষ্টম শতাব্দীতে শঙ্করমতের খণ্ডন করিয়াছেন, কিন্তু শঙ্করের নামোল্লেখ করেন নাই। আচার্য্য রামানুজও শঙ্করমতনিরসনে বদ্ধপরিকর, কিন্তু কোথাও শঙ্করের নামোল্লেখ করেন নাই। মধ্বাচার্য্য সম্বন্ধেও সেই কথা। ভারতীয় আচার্য্যগণ বোধ হয় এরূপভাবে ব্যক্তিগত আক্রমণে অনিচ্ছুক বলিয়াই কেবল মতবাদখণ্ডন করিয়াছেন। সুতরাং কয়েক শতাব্দীতে শঙ্করের নামোল্লেখ নাই বলিয়া তিনি পরবর্ত্তীকালে আবির্ভূত হন, এরূপ সিদ্ধান্ত নিতান্ত হেয়। দার্শনিক সাহিত্যে যখন তন্মতখণ্ডনের প্রচেষ্টা রহিয়াছে, তখন তাঁহাকে এই সকল শতাব্দীর প্রাচীন বলিয়া অঙ্গীকার করাই সঙ্গত ও শোভন।

আপত্তি-খণ্ডন

শঙ্করের কালসম্বন্ধে কয়েকটী আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে। যথা—

১। শঙ্কর খ্রীঃ পূঃ প্রথম শতাব্দীতে আবির্ভূত হইলে তিনি যে সকল গ্রন্থ হইতে ভাষ্যবাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা কিরূপে সম্ভব হয়? শঙ্কর প্রধানতঃ শ্রুতিই উদ্ধৃত করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে আপত্তি উঠিবার অবসর নাই। তাহার পর স্মৃতির ভিতর ও মহাভারত (ভগবদ্গীতা বিশেষতঃ), রামায়ণ, মনু, যাস্ক প্রভৃতির বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। কেবল দুইটী সম্বন্ধে এস্থলে আলোচনা আবশ্যক। শঙ্কর স্বীয় ভাষ্যে সাংখ্যকারিকা ও মার্কণ্ডেয় পুরাণ হইতে বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইহা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। পৌরাণিক বাক্য শাঙ্করভাষ্যে অতি কম; সে প্রকার নাই বলিলেও চলে। পুরাণসম্বন্ধে এইমাত্র বলা যায় যে, পঞ্চম শতাব্দীতে উহার প্রচার সমধিক হইয়াছিল।* মহাভারতের হরিবংশেও অনেক পুরাণের উল্লেখ আছে। পুরাণ খ্রীঃ পূঃ প্রথম শতাব্দীতে ছিল না—এরূপ বলা নিতান্ত অশোভন। হইতে পারে পঞ্চম শতাব্দীতে পৌরাণিক অভ্যুদয় হইয়াছিল। কিন্তু পুরাণ খ্রীঃ পূর্ব্বেও ছিল যেহেতু "মিলিন্দাপঞ্‌হ" নামক বৌদ্ধগ্রন্থেও পুরাণের উল্লেখ আছে "মিলিন্দাপঞ্‌হ" খ্রীঃ প্রথম শতাব্দীতে বিরচিত হইয়াছিল বলিয়াই ঐতিহাসিকগণ স্বীকার করেন।†

অতএব মার্কণ্ডেয় পুরাণের উদ্ধৃত বাক্যের জন্য শঙ্করকে অনতি-প্রাচীন কালের বলা নিতান্ত শোভন নহে।

২। সাংখ্যকারিকার সম্বন্ধে বিচার পূর্ব্বেই করিয়াছি। সাংখ্যকারিকা ৫৫৭ খ্রীঃ হইতে ৫৮০ খ্রীঃ মধ্যে চীন ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল বলিয়াই এই গ্রন্থের প্রাচীনত্ব নষ্ট হয় না।‡ ঈশ্বরকৃষ্ণের

---

* স্মিথ্ সাহেবের ও ভাণ্ডারকারের মত।

† ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের মতে ১০০ খৃষ্টাব্দে "মিলিন্দাপঞ্‌হ" বিরচিত হয়। তৎকৃত ইতিহাসের ৬১ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

‡ ম্যাক্‌ডোনেল সাহেব তৎকৃত সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে ৩৯২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—"As it was translated into Chinese between 557 and

সাংখ্যকারিকা খ্রীষ্ট পূর্ব্বে বিরচিত হইয়াছিল, এবং কয়েক শতাব্দী-ব্যাপী প্রাধান্যের ফলে ষষ্ঠ শতাব্দীতে চীন ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল, ইহাই যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয়। সুতরাং এই আপত্তিরও কোনও অবকাশ নাই। এখন অন্য একটী আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে।

৩। শঙ্কর বৌদ্ধ-(সৌগত)-মতপ্রসঙ্গে দুই স্থলে বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন দেখা যায়। কাহারও কাহারও মতে এতন্মধ্যে একটী বাক্য "অভিধর্ম্মকোশব্যাখ্যা" নামক গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়।* এই ব্যাখ্যার প্রণেতা গুণমতি। তিনি চৈনিক পর্য্যটক হিউয়েন সাঙ্গের সমসাময়িক এবং খ্রীঃ ৬৩০ হইতে ৬৫০ খ্রীঃ মধ্যে নালন্দায় বর্ত্তমান ছিলেন। দার্শনিক অসঙ্গের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বসুবন্ধু "অভিধর্ম্মকোশ" বিরচন করেন। এই গ্রন্থের উপর গুণমতি ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। শঙ্কর দুই স্থলে (২।২।২২ সূত্রের ভাষ্যে) এবং (২।২।২৪ সূত্রের ভাষ্যে) উদ্ধৃত বাক্যদ্বয়ের প্রয়োগ করিয়াছেন।† এই উদ্ধৃত বাক্যদ্বয়ের মধ্যে প্রথমটী সপ্তম শতাব্দীর গুণমতিকৃত অভিধর্ম্মকোশব্যাখ্যা নামক গ্রন্থের বাক্য। দ্বিতীয়টীর কোন সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। আমাদের মনে হয় ইহাদের কোনও মৌলিক গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত হইবার সম্ভাবনা সমধিক। ইহা কোনও টীকা

---

583 A. D. it cannot belong to a later century than the fifth, and may be still older."

* মোক্ষমূলর সাহেব কৃত—"The six systems of Indian philosophy নামক গ্রন্থের ১১৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। (১৯১৬ খ্রীঃ সংস্করণ)।

† "অপিচ বৈনাশিকাঃ কল্পয়ন্তি, বুদ্ধিবোধ্যং ত্রয়াদন্যৎ সংস্কৃতং ক্ষণিকঞ্চ।" (বেঃ সূঃ ২।২।২২)

"সৌগতে সময়ে পৃথিবী ভগবন্ কিং সন্নিশ্রয়া, ইত্যস্মিন্ প্রশ্নপ্রতিবচন-প্রবাহে পৃথিব্যাদীনামন্তে বায়ুঃ কিং সন্নিশ্রয় ইত্যস্য প্রশ্নস্য প্রতিবচনং ভবতি—বায়ুরাকাশসন্নিশ্রয় ইতি।" (বেঃ সূঃ ২।২।২৪)

গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। সম্ভবতঃ গুণমতি স্বীয় গ্রন্থে (অভিধর্মকোশ ব্যাখ্যায়) অন্য প্রাচীন বৌদ্ধ মৌলিক গ্রন্থ হইতে ঐ বাক্য উদ্ধার করিয়াছেন। যখন দেখিতে পাই চতুর্থ বা পঞ্চম শতাব্দীতে [illegible] শাঙ্করমত খণ্ডনে ব্যাপৃত তখন শঙ্কর সপ্তম শতাব্দীতে বর্ত্তমান গুণমতির গ্রন্থ হইতে বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন ইহা অসম্ভব।† সুতরাং এই আপত্তির যৌক্তিকতা নাই বলিলেও ক্ষতি নাই।

সুরেশ্বর ও ধর্ম্মকীর্ত্তি বিষয়ক আপত্তিখণ্ডন

এখন আর একটী আপত্তি হইতে পারে, সুরেশ্বরাচার্য্য শঙ্করের সাক্ষাৎ শিষ্য, সুতরাং তিনি শঙ্করের সমসাময়িক। সুরেশ্বর বৃহদারণ্যকভাষ্যবার্ত্তিকে ধর্ম্মকীর্ত্তির মত খণ্ডন করিয়াছেন [আনন্দাশ্রম [illegible] ১১৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য]। সুরেশ্বরের বাক্য এই —

ত্রিরূপ [illegible] ॥
প্রত্যক্ষাদি [illegible] ন সংশয়ঃ ॥

(আনন্দাশ্রম সং [illegible] ৭২৩ শ্লোক ১৪১২ পৃঃ)

ইহাতে প্রথমেই মনে হয় প্রসিদ্ধ দার্শনিক ধর্ম্মকীর্ত্তির কথাই উদ্ধৃত হইয়াছে। ধর্ম্মকীর্ত্তি সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগে বর্ত্তমান ছিলেন।* সুরেশ্বরাচার্য্য ধর্ম্মকীর্ত্তির উল্লেখ করিলে তিনি সপ্তম

---

† [illegible] শ্রীকণ্ঠ [illegible] খণ্ডন করায় শঙ্কর পূর্ব্ববর্ত্তী [illegible] পারেন। কারণ, [illegible] বহু গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে। [illegible] শ্রীকণ্ঠ [illegible] সপ্তম শতাব্দীর [illegible] শ্রীকণ্ঠ। এই শ্রীকণ্ঠের [illegible] বাক্য উদ্ধৃত হয় নাই [illegible] হইতে পারে। কারণ, [illegible]।

* ডাক্তার সতীশ বাবুর মধ্যযুগের ন্যায়ের ইতিহাসের ১০৩—১০৪ পৃষ্ঠা, কার্ণ সাহেব কৃত Manual of Buddhism গ্রন্থের ১৩০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

শতাব্দীর পরবর্ত্তী হন। শঙ্করও সুরেশ্বরের সমসাময়িক। সুতরাং শঙ্করের কাল সপ্তম শতাব্দী বা পরবর্ত্তী বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে হয়। কিন্তু ইহা অসম্ভব। আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি শঙ্কর, দিঙ্নাগ ও নাগার্জ্জুন প্রভৃতির পূর্ব্ববর্ত্তী। সুতরাং তিনি সপ্তম শতাব্দীর পরবর্ত্তী হইতে পারেন না। ইতিবৃত্তে শঙ্কর ও সুরেশ্বর সমসাময়িকরূপে নির্দ্দিষ্ট। আমাদের বিবেচনায় সুরেশ্বরকথিত ধর্ম্মকীর্ত্তি সুপ্রসিদ্ধ ধর্ম্মকীর্ত্তি নহেন। সুরেশ্বর বার্ত্তিকে অন্যত্রও "অভিলাপ" সম্বন্ধ (প্রত্যক্ষ বিষয়ে) আলোচনা করিয়াছেন। সে স্থলে ধর্ম্মকীর্ত্তির উল্লেখ নাই। কেবল "শাক্যভিক্ষু" বলিয়া উল্লেখ আছে। যথা—

"ত্রিকালবর্ত্তিনাভাবাদিনি ঘোরং প্রকল্পনং।
প্রতিবোধ্যতে স্ম ভাগ্যো ন বৃত্তঃ শাক্যভিক্ষুভিঃ॥"

(বৃঃ ভাঃ বাঃ আঃ সং ১৫২৬ পৃঃ ৪ অঃ ৩ ব্রা ৭৮৮)

এতদ্ব্যতীত ধর্ম্মকীর্ত্তির নামোল্লেখ নাই। বিশেষতঃ বৌদ্ধ সাহিত্যে একই নামের বহু ব্যক্তি আছেন।‡ অশ্বঘোষ ধর্ম্মরক্ষিত ধর্ম্মোত্তর ধর্ম্মপাল প্রভৃতি নাম একাধিক ব্যক্তির আছে। সিংহলরাজ মহাসেনের সময় সিংহলে ধর্ম্মরক্ষিত বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহাকেও ধর্ম্মোত্তর বলা হইত এবং ধর্ম্মকীর্ত্তির ন্যায়বিন্দুর টীকাকারের নামও ধর্ম্মোত্তর। সুরেশ্বর বৌদ্ধগণের "প্রত্যক্ষ" বিষয়ে সংজ্ঞা সম্বন্ধে বিচার করিয়াছেন। হইতে পারে প্রত্যক্ষের সম্বন্ধে অন্য স্থানেও ধর্ম্মকীর্ত্তির উল্লেখ তিনি করিয়াছেন। অন্যান্য প্রমাণ আমরা যাহা পাইয়াছি তাহার সঙ্গে তুলনায় কেবল ধর্ম্মকীর্ত্তির নামোল্লেখের প্রামাণ্য সমধিক নহে। আমাদের মনে হয় সুরেশ্বর

* [ইহা কিন্তু নিঃসন্দিগ্ধভাবে প্রমাণিত হয় নাই। সং]

‡ [ধর্ম্মরক্ষিত প্রভৃতি নামদ্বারা ধর্ম্মকীর্ত্তি অনেক তাহা কি করিয়া প্রমাণিত হয়? সং]

যে ধর্ম্মকীর্ত্তির নামোল্লেখ করিয়াছেন—তিনি সুপ্রসিদ্ধ ধর্ম্মকীর্ত্তি হইতে পৃথক্।*

অতএব এই আপত্তির সার্থকতা কম। যে সকল প্রমাণ আমরা উপস্থাপিত করিয়াছি, তাহাতে আচার্য্য শঙ্করের অবস্থিতিকাল খ্রীঃ পূঃ প্রথম শতাব্দীরূপে গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত।

[আচার্য্য শঙ্করের আবির্ভাবকালের উপসংহার]

[আচার্য্য শঙ্করের কালনির্ণয় উপলক্ষে পূজ্যপাদ স্বামী-জী যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহাতে কতকগুলি বিষয় গৃহীত হয় নাই; তিনি আজ জীবিত থাকিলে উহাদিগকে নিশ্চয়ই গ্রহণ করিতেন সন্দেহ নাই। কারণ, আমরা দেখিতেছি স্বামীপাদ এই স্থলে তাঁহার স্বহস্তে লিখিত গ্রন্থ মধ্যে কতকগুলি সাদা পাতা রাখিয়া গিয়াছেন। অদৃষ্টদোষে তিনি পরাধীন অবস্থায় এই গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। বহু গ্রন্থ সে অবস্থায় তাঁহার ইচ্ছামত লেখা হয় নাই। ইহাই আমরা মনে করি তাঁহার এ বিষয়টি অসম্পূর্ণ থাকিবার কারণ। যাহা হউক বিষয়গুলি এই—

১। আচার্য্য শঙ্কর যে দেশে জন্মগ্রহণ করেন, সেই দেশের প্রাচীন ইতিহাসস্বরূপ কেরলোৎপত্তি ও কেরলমাহাত্ম্য নামক দুইখানি গ্রন্থ আছে। ইহাদের মধ্যে কেরলোৎপত্তি নামক গ্রন্থখানি সপ্তদশ শতাব্দীতে এক পণ্ডিতকর্ত্তৃক লিপিবদ্ধ হইয়াছে এবং তাহাতে পরশুরামের পরবর্ত্তী ইতিহাস বিবৃত হইয়াছে। ইহাতে দেখা যায় চেরামান পেরুমাল নামক শাসনকর্ত্তৃগণ যখন কেরল শাসন করিতেন তখন আচার্য্যের জন্ম হয়। এই শাসনকর্ত্তৃগণ সংখ্যায় পঞ্চবিংশতি হইয়াছিলেন এবং যথাক্রমে কেরল শাসন করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে যিনি প্রথম, তাঁহার সময় ৩৩১৬ কল্যব্দ বা ১১৬ খৃষ্টাব্দ উক্ত হইয়াছে। আজ কাল যে সব

* [এইরূপ যুক্তির দ্বারা শ্রীকণ্ঠকেও দুইজন বলা যাইতে পারে? সঃ]

তাম্রলিপি প্রভৃতি পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে ইঁহাদের সময় আরও পরে বলিয়া অনেকে অনুমান করিতেছেন। ফলতঃ ইঁহাদের সময় খ্রীষ্টজন্মের পূর্ব্বে নহে ইহা স্থির। এখন এই কেরলোৎপত্তিকে যদি প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে স্বামী-পাদের অনুমিত ৪৪ খ্রীঃ পূর্ব্বাব্দে আচার্য্যের আবির্ভাব সময় হয় না। এজন্য সাঙ্গুনিমেননকৃত ত্রিবাঙ্কুর ইতিহাস দ্রষ্টব্য।

২। আচার্য্যের সময় নিরূপণ করিয়া কেরলের পণ্ডিতগণ পূর্ব্বকালে একটী শব্দ রচনা করিয়াছিলেন। তাহার অক্ষরসংখ্যা হইতে দিনসংখ্যা পাওয়া যায়। শব্দটী আচার্য্যবাগভেদ্যা। ইহা হইতেই আচার্য্যের জন্মসময় খ্রীষ্টজন্মের বহু পরে হয়। ৪৪ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দ হইবার কোন সম্ভাবনা নাই।

৩। শঙ্করবিজয় নামক প্রসিদ্ধ শঙ্করচরিত গ্রন্থখানির অনেক কথা স্বামীপাদ অগ্রাহ্য করিয়াছেন, কিন্তু সব কথা যে অগ্রাহ্য—তাহা বলেন নাই। ইহাতে আছে—আচার্য্য যখন মণ্ডনপত্নীর কামশাস্ত্রীয় প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য যোগবলে মৃত অমরুকরাজ-শরীরে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন, তখন পদ্মপাদ মৎস্যেন্দ্রের ও গোরক্ষনাথের কথা উল্লেখ করিয়া আচার্য্যকে নিবৃত্ত হইতে অনুরোধ করেন। এই মৎস্যেন্দ্র ও গোরক্ষনাথের সময় নেপালের ইতিহাসে দেখা যায়—খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ, ৭ম শতাব্দী এবং ইহারই কিছু পরে শঙ্করাচার্য্যের নেপাল গমনের কথা আছে। অবশ্য নেপালের ইতিহাসের মতে আটজন শঙ্কর হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে ছয়জন বৌদ্ধদিগের নিকট পরাজিত হন। ষষ্ঠ জয়ী হন, ইঁহার সময় খৃষ্টজন্মের কয়েক শত বৎসর পূর্ব্বে, এবং অষ্টম শঙ্করাচার্য্যের সময় খৃষ্টীয় সপ্তম, অষ্টম শতাব্দী। সুতরাং শঙ্করবিজয় ও নেপাল-ইতিহাসের কথা মিলাইয়া গ্রহণ করিলে আচার্য্যের সময় খৃঃ পূর্ব্ব ৪৪ অব্দ হয় না, পরন্তু খৃষ্টীয় সপ্তম, অষ্টম শতাব্দীই হয়। এজন্য রাইট সাহেবের নেপাল-ইতিহাস দ্রষ্টব্য।

৪। ভর্ত্তৃহরি গোরক্ষনাথের শিষ্য বলিয়া একটী প্রবল প্রবাদ আছে। এই ভর্ত্তৃহরি চৈনিক পরিব্রাজক ইৎসিঙ্গের ভারতাগমনের পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে দেহত্যাগ করেন। ইৎসিঙ্গের সময় ৬৯২ খৃষ্টাব্দ। এজন্য ভর্ত্তৃহরিকে ৬৪০তে মৃত বলিয়া স্থির করা হয়। আচার্য্য নিজ ভাষ্যমধ্যে ভর্ত্তৃপ্রপঞ্চ শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন। শঙ্করবিজয়ের টীকারূপে উদ্ধৃত প্রাচীন শঙ্করবিজয়ে দেখা যায়— আচার্য্য শঙ্কর ভর্ত্তৃহরিকে প্রমাণরূপে গ্রহণ করিতেছেন। অন্য কোনরূপ বিরোধী ঘটনার অভাবে ভর্ত্তৃপ্রপঞ্চ ও ভর্ত্তৃহরিকে অভিন্ন বলা হয়। আচার্য্য তাঁহার পূর্ব্বে না হওয়ায় ৪৪ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে হইতে পারেন না, সুতরাং তাঁহার আবির্ভাব ৭ম, ৮ম শতাব্দীতে সম্ভব হয়।

৫। দিগম্বর জৈন পণ্ডিত বিদ্যানন্দ নিজ অষ্টসাহস্রী গ্রন্থে আচার্য্য শঙ্করশিষ্য সুরেশ্বরকৃত বৃহদারণ্যকভাষ্যবার্ত্তিক হইতে সুরেশ্বরের নাম করিয়া বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই বিদ্যানন্দ প্রভাচন্দ্র ও অকলঙ্ক সমসাময়িক পণ্ডিত। তন্মধ্যে অকলঙ্ক গুরু, বিদ্যানন্দ ও প্রভাচন্দ্র অকলঙ্কের শিষ্যস্থানীয়। এই বিদ্যানন্দ জৈনগুরুর সিংহাসনে খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে (৭৫১ খৃঃ) আরোহণ করেন। ইহা জৈনপট্টাবলীতে দেখা যায়। অকলঙ্ক রাষ্ট্রকূটবংশীয় দন্তিদুর্গের সভা অলঙ্কৃত করেন, ইহা একখানি তাম্রলিপিমধ্যে উক্ত হইয়াছে। দন্তিদুর্গের প্রদত্ত তাম্রফলকে ৬৭৫ শকের উল্লেখ আছে। সুতরাং দন্তিদুর্গ ৭৫৩ খৃষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন এবং অকলঙ্ক সেইরূপ সময়ে ছিলেন। স্বর্গীয় কে, বি, পাঠক দেখাইয়াছেন অকলঙ্ক আবার ভর্ত্তৃহরি ও কুমারিলের সমসাময়িক। আচার্য্য শঙ্কর কুমারিলকে লক্ষ্য করিয়াছেন ইহা ভাষ্যটীকায় আছে। ওদিকে সমন্তভদ্র নামক একজন পরবর্ত্তী জৈন পণ্ডিত যে একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ লিখিয়াছেন অকলঙ্ক তাহার টীকাকার ইহা প্রসিদ্ধ। আচার্য্য শঙ্কর বেদান্তদর্শনের মধ্যে জৈনমত

বিচারস্থলে যাহা বলিয়াছেন, তাহা বিবৃত করিতে প্রবৃত্ত হইয়া ভামতীকার বাচস্পতি মিশ্র এই সমন্তভদ্রের বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। সমন্তভদ্রের সময়ও যাহা জৈন পট্টাবলীতে আছে, তাহা অকলঙ্কের কিছু পূর্ব্বে (৬০০খৃঃ) এই মাত্র। অতএব আচার্য্যশঙ্করকে খৃঃপূর্ব্বাব্দে কি করিয়া স্থাপন করা যায়?

৬। আচার্য্য নিজ গ্রন্থমধ্যে যে সকল রাজার নাম করিয়াছেন, তাহা পূর্ণবর্ম্মা, রাজবর্ম্মা, বলবর্ম্মা, কৃষ্ণগুপ্ত এবং জয়সিংহ। ইহাদের মধ্যে পূর্ণবর্ম্মা সম্বন্ধে আনন্দগিরির যাহা বক্তব্য তাহা তিনি পূর্ব্বে যথাস্থানে বলিয়াছেন। আমরাও তাহা বলিবার কথায় বলিয়াছি। রাজবর্ম্মা বলিয়া কোন রাজাকে কোন গ্রন্থে পাওয়া যায় নাই। পণ্ডিতগণ আচার্য্যের কথিত এই রাজবর্ম্মাকে হর্ষবর্দ্ধনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাজ্যবর্দ্ধন বলিয়া মনে করেন। যেহেতু লিপিকারগণ ভ্রমক্রমে রাজ্যবর্দ্ধন পদকে রাজবর্ম্মা করিয়াছেন—এরূপ অসম্ভব নহে। যদি আচার্য্য রাজ্যবর্দ্ধনকে লক্ষ্য করেন, তাহা হইলে আচার্য্য খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর পূর্ব্বে যাইতে পারেন না। আচার্য্যোক্ত রাজবর্ম্মন্-এর রাজ্যবর্দ্ধন হইবার প্রতি যুক্তিও আছে। কারণ, আচার্য্য একস্থলে পূর্ণবর্ম্মার অল্পদানশীলতা এবং রাজ্যবর্ম্মার অসীমদানশীলতার কথা বলিয়াছেন। বাস্তবিক পূর্ণবর্ম্মা বৌদ্ধ ও নামমাত্রে রাজা—ইহা আমরা হুয়েনসঙ্গের বৃত্তান্ত হইতে জানিতে পারি। পক্ষান্তরে রাজ্যবর্দ্ধন মহাদাতা ও হিন্দুধর্ম্মানুরাগী বড় রাজা তাহা সর্ব্বজনপ্রসিদ্ধ। এই উভয়েই সমসাময়িকও বটে। অতএব আচার্য্যের রাজ্যবর্ম্মনঃ পদটা রাজ্যবর্দ্ধনঃ হইতে পারে। ইহা হইলে আচার্য্য খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর পূর্ব্বে আবির্ভূত আর বলা যায় না। তাহার পর বলবর্ম্মা যতগুলি পাওয়া গিয়াছে সকলেই খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর পরবর্ত্তী। কৃষ্ণগুপ্তও চতুর্থ শতাব্দীর রাজা ও একজনই দেখিতে পাই। জয়সিংহ যতগুলি পাওয়া গিয়াছে সকলেই খৃষ্টীয়

৪র্থ হইতে ৮ম শতাব্দীর রাজা। অতএব এ পথেও আচার্য্যকে ৪৬ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে স্থাপন করা যায় না।

৭। আমরা আচার্য্যের কয়েকখানি জীবনচরিত দেখিয়া আচার্য্যের জন্মকালীন যে গ্রহসংস্থান জানিতে পারিয়াছি, তাহাকে অবলম্বন করিয়া সূর্য্যসিদ্ধান্ত হইতে গণনা করিয়া আচার্য্যের জন্মকুণ্ডলী প্রস্তুত করিয়াছি, তাহাতে আচার্য্যের অবতারযোগও পাওয়া গিয়াছে। উহা ৬৮৬ খৃষ্টাব্দ। (আচার্য্য শঙ্কর ও রামানুজ নামক গ্রন্থ এবং বিশ্বকোষ দ্রষ্টব্য।)

এতদ্ভিন্ন যে সকল প্রয়োজনীয় বা বিচারযোগ্য বিষয় আছে, তাহা স্বামীপাদ সকলই প্রায় উক্ত করিয়াছেন এবং বিচারও করিয়াছেন। সে সকল স্থানে আমাদের যাহা বক্তব্য তাহাও বলিয়াছি। আমাদের মনে হয়, স্বামীপাদ যদি স্বাধীন থাকিতেন, তাহা হইলে এই বিষয়গুলি তাঁহার স্বভাবসুলভ সূক্ষ্মদৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারিত না। আর তাহা হইলে তিনি আমাদের সহিত ভিন্নমতাবলম্বীও হইতে পারিতেন না। তাঁহার শিষ্যবর্গের সত্য নিষ্ঠার ফলেই আমি এই সব কথা তাঁহার গ্রন্থ সম্পাদনকালে তাঁহার গ্রন্থমধ্যে লিপিবদ্ধ করিলাম। সং]

গৌড়পাদাচার্য্য

(জীবন-চরিত)

আচার্য্য গৌড়পাদ শঙ্করের পরম গুরু। আচার্য্য গোবিন্দপাদ গৌড়পাদের শিষ্য—এরূপ ইতিবৃত্ত আছে। আচার্য্য শঙ্করের সহিত আচার্য্য গৌড়পাদের দেখা হইয়াছিল—এরূপ শঙ্কর জীবনচরিতে দেখা যায়। কিন্তু গৌড়পাদের সহিত শঙ্করের মিলনের কোনওরূপ অন্য প্রমাণ নাই। আচার্য্য গৌড়পাদের গ্রন্থ সম্পর্কে

বৌদ্ধবাদের উল্লেখ দেখিতে পাই না, কেবল আভাস দেখিতে পাই। * যদিও তিনি মনআত্মবাদ ও বুদ্ধ্যাত্মবাদ বা বিজ্ঞানাত্মবাদের উল্লেখ করিয়াছেন, তথাপি তাহাতে বৌদ্ধবাদের সুস্পষ্ট উল্লেখ নাই। ইহা দেখিয়া মনে হয়—তিনি বৌদ্ধপ্রাধান্যের পূর্ব্বেই স্বগ্রন্থ লিখিয়াছেন। মৌর্য্যবংশের অশোকের (২৭৩ বা ২৭২ খ্রীঃ পূঃ হইতে ২৩২ বা ২৩১ খ্রীঃ পূঃ) সময় বৌদ্ধধর্ম্মের বিস্তার সাধিত হয়, কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাধান্য স্থাপিত হইতে দুইশত বৎসর লাগিতে পারে।

আচার্য্য শঙ্করের সময় বৌদ্ধমত সবিশেষ প্রাধান্যলাভ করিয়াছে। পুষ্যমিত্রের সময় যদি পতঞ্জলির কাল নির্দ্দিষ্ট হয় এবং পতঞ্জলি যদি গোবিন্দপাদ হয়েন, তাহা হইলে গৌড়পাদাচার্য্য পুষ্যমিত্রের সময়সাময়িক (১৮৪ খৃঃ পূঃ—১৪৮ খৃঃ পূঃ) হইবার সম্ভাবনা। পুষ্যমিত্রের সময় বৌদ্ধমতের প্রাধান্য সবিশেষ স্থাপিত হয় নাই বলিয়াই বোধ হয়। বৌদ্ধসাহিত্যের বিবরণে পুষ্যমিত্রের সময় বৌদ্ধগণের উপর অত্যাচারের বিষয় বর্ণিত আছে। অবশ্যই এ বিষয়ে আমরা সন্দিহান। অত্যাচারের বিষয় মানিয়া লইলেও বৌদ্ধপ্রাধান্য স্বীকৃত হইতে পারে না। বৌদ্ধমতের প্রাধান্য ক্রমবিকাশ প্রাপ্ত হইয়া খৃষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীতে মূর্ত্তিমান্ বিগ্রহরূপে সমস্ত ভারতে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল, এবং খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে প্রচার ও প্রসারের সবিশেষ প্রচেষ্টা হইয়াছিল। তৃতীয় শতাব্দীতে অশোকের প্রচেষ্টায় তাহার বীজবপন হইল, দ্বিতীয় শতাব্দীতে জলসেচন ও প্রথম শতাব্দীতে প্রাধান্য—ইহাই স্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয়।† এই হেতুতে আমাদের মনে হয়—আচার্য্য

"অস্তি নাস্ত্যস্তি নাস্তীতি নাস্তি নাস্তীতি বা পুনঃ।
চলস্থিরো ভয়াভাবৈরাবৃণোত্যেব বালিশঃ ॥"

এস্থলে আভাসে বৈনাশিক মতবাদের উল্লেখ করিয়াছেন।

(আঃ শাঃ প্রঃ ৮৩ কা)।

† বিশেষতঃ ঘাতপ্রতিঘাতের ফলেই প্রাধান্য স্থাপিত হয়; অশোকের

গৌড়পাদ খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথম ভাগে বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহার জীবনের অন্য কোনও বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায় না। তিনি কোন্ দেশে জন্মগ্রহণ করেন—তাহাও নির্ণয় করা কঠিন। তবে আচার্য্য শঙ্করের সাক্ষাৎ শিষ্য সুরেশ্বরাচার্য্য তৎকৃত নৈষ্কর্ম্য-সিদ্ধিতে তাঁহাকে গৌড়দেশীয় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।‡

গৌড়পাদাচার্য্য গৌড়দেশীয় এবং আচার্য্য শঙ্কর দ্রাবিড়দেশীয়—ইহাই সেই শ্লোকের অর্থ পর্য্যালোচনা করিলে প্রতীয়মান হয়। গৌড়পাদাচার্য্য যে উত্তরভারতের অধিবাসী তাহাও ইহা হইতে প্রতিপন্ন হয়। কিন্তু উত্তরভারতের কোন্ প্রদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন—তাহা বলা যায় না। গৌড়পাদাচার্য্যও সন্ন্যাসী ছিলেন। তাঁহার নিকটই আচার্য্য শঙ্করের গুরু গোবিন্দপাদ দীক্ষিত হইয়াছিলেন। তাঁহার জীবন সম্বন্ধে এতদতিরিক্ত কিছুই জানা যায় না। আচার্য্য শঙ্কর যে তাঁহার গ্রন্থ হইতে স্বীয় মতের উপাদান গ্রহণ করিয়াছেন—তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। সুরেশ্বরাচার্য্যও নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিতে তাঁহার আগম হইতে বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। (নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি, বে, সাং সি ১৯০৪ সং ২৮৬—২৮৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।) তাঁহার গ্রন্থ যে পরবর্ত্তী আচার্য্যগণের উপজীব্য ছিল তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

সময় বিস্তারের চেষ্টা, পুষ্পমিত্রের সময় প্রতিদ্বন্দ্বিতা, এবং খ্রীঃ পূঃ ২য় শতাব্দীতে প্রাধান্য, ইহাই স্বাভাবিক মনে হয়। পাশাপাশি উভয় মত চলিয়া আসিলে কোন মতের প্রাধান্য উপলব্ধি হয় না। আমাদের মনেই একটি অন্যটি হইতে প্রধান হইয়া পড়ে।

‡ "এবং গৌড়ৈ দ্রাবিড়ৈর্নঃ পূজ্যৈরর্থঃ প্রভাষিতঃ।
অজ্ঞানমাত্রোপাধিঃ সন্নহমাদি দৃগীশ্বর॥"

নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি (Benares Sans. Series 1904) ৪র্থ অঃ, ৪৪ শ্লোক ২৮৮ পৃঃ।)

গৌড়পাদীয় গ্রন্থের বিবরণ

আচার্য্য গৌড়পাদ মাণ্ডুক্যোপনিষদের কারিকা প্রণয়ন করেন। এই গ্রন্থখানিই তাঁহার প্রধান গ্রন্থ। ইহার উপরে আচার্য্য শঙ্করের ভাষ্য আছে। এই গ্রন্থের নানারূপ সংস্করণ হইয়াছে। পুনা আনন্দাশ্রমের সংস্করণ, শ্রীরঙ্গের বাণীবিলাস প্রেসের আচার্য্য শঙ্করের গ্রন্থাবলীর সংস্করণ, কলিকাতা মহেশচন্দ্র পালের সংস্করণ ও লোটাস্ লাইব্রেরীর সংস্করণ—এইরূপ নানা স্থানেই আচার্য্য শঙ্করের ভাষ্য সহিত গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। মাণ্ডুক্য উপনিষদের কারিকার উপর মিতাক্ষরা নামক একটী টীকাও বিদ্যমান। ইহা কাশীতে পাওয়া যায়।

গৌড়পাদাচার্য্যপ্রণীত সাংখ্যকারিকার ভাষ্য আছে, কিন্তু এই ভাষ্য তদ্রচিত কি না—তাহা নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায় না। কারণ, এই ভাষ্যে গৌড়পাদীয় প্রতিভার কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না। ইতিবৃত্তবলে ইহা তাঁহার বিরচিত বলিয়াই বিদ্বৎসমাজে পরিচিত। বাচস্পতিমিশ্র তাঁহার সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদীতে এই ভাষ্যের মতবাদ খণ্ডন করিয়াছেন।*

---

* "সাংখ্যকারিকা ৫১—বাচস্পতি মিশ্র লিখিয়াছেন, "অন্যে ব্যাচক্ষতে বিনোপদেশাদিনা প্রাগ্‌ভবীয়াভ্যাসবশাৎ তত্ত্বস্য স্বয়মূহনং যৎ সা সিদ্ধিঃ ঊহঃ। যস্য সাংখ্যশাস্ত্রপাঠমন্যদীয়মাকর্ণ্য তত্ত্বজ্ঞানমুৎপদ্যতে সা সিদ্ধিঃ শব্দঃ, শব্দপাঠাদনন্তরং ভাবাৎ। যস্য শিষ্যাচার্য্যসম্বন্ধেন সাংখ্যশাস্ত্রং গ্রন্থতোঽর্থতশ্চাধীত্য জ্ঞানমুৎপদ্যতে সাঽধ্যয়নহেতুকা সিদ্ধিরধ্যয়নম্। সুহৃৎপ্রাপ্তিরিতি যস্যাধিগততত্ত্বং সুহৃদং প্রাপ্য জ্ঞানমুৎপদ্যতে সা জ্ঞান-লক্ষণা সিদ্ধিস্তস্য সুহৃৎপ্রাপ্তিঃ। দানঞ্চ সিদ্ধিহেতুঃ। ধনাদিদানেনারাধিতো জ্ঞানী জ্ঞানং প্রযচ্ছতি, অস্য চ যুক্তাযুক্তত্বে সূরিভিরেবাবগন্তব্যে ইতি কৃতং পরদোষোদ্ভাবনেন নঃ সিদ্ধান্তমাত্রব্যাখ্যানপ্রবৃত্তানামিতি। সাংখ্যকারিকা ৫১, সাংখ্যতত্ত্ব-কৌমুদী ৺পূর্ণচন্দ্র বেদান্তচুঞ্চুর সংস্করণ ১৯০১, ১৮২৩ শকাব্দ ২১১পৃঃ।

[আচার্য্য শঙ্করের প্রশিষ্য বিদ্যারণ্য নামধেয় এক পণ্ডিতকৃত বিদ্যার্ণব তন্ত্রে

এই ভাষ্যের উপর চন্দ্রিকা নামক একটী টীকা আছে (বেনারস সংস্কৃত সিরিস)। যাহা হউক এই গ্রন্থে গ্রন্থকর্ত্তার মনীষার স্ফূর্ত্তি হয় নাই। বিশেষতঃ বৈদান্তিক আচার্য্যের পক্ষে সাংখ্যদর্শনের ভাষ্য লিখাও সম্ভব নহে। যদিও অন্যান্য আচার্য্যের ভিতরে (যথা বাচস্পতি মিশ্র) কেহ কেহ সাংখ্যপ্রভৃতি দর্শনের টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন, তথাপি মাণ্ডূক্যকারিকাবিরচয়িতার পক্ষে ওরূপ গ্রন্থ লিখা একরূপ অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয়। বিশেষতঃ আচার্য্য বাচস্পতি মিশ্রও বিশেষ সম্মানের সহিত তাঁহার মতবাদ খণ্ডন করেন নাই, তাঁহার মনেও গ্রন্থকর্তৃদ্বয়ের সন্দেহ ছিল বলিয়াই বোধ হয়।

ইহার তৃতীয় গ্রন্থ "উত্তর গীতা-ভাষ্য"। এই গ্রন্থ এতদিন প্রকাশিত হয় নাই। বর্ত্তমান (১৯১০) শ্রীরঙ্গমের বাণীবিলাস প্রেসের স্বত্বাধিকারী, টি, কে, বালসুব্রহ্মণ্যশাস্ত্রী শৃঙ্গেরী প্রভৃতি স্থান হইতে হস্তলিখিত গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া প্রকাশিত করিয়াছেন। উত্তরগীতা মহাভারতের অংশ বলিয়া পরিচিত। কিন্তু অনেক মহাভারতে এই অংশ দেখিতে পাওয়া যায় না। উত্তরগীতা অদ্বৈতভাবে পরিপূর্ণ। এই ভাষ্যে প্রাঞ্জলতা আছে। হইতে পারে এই ভাষ্য আচার্য্য গৌড়পাদের বিরচিত, কিন্তু পরবর্ত্তী আচার্য্যগণ এই ভাষ্য হইতে কিছু গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না।

শঙ্কর সম্প্রদায়ের গুরুগণের নাম আছে। তাহাতে প্রথম কপিল হইতে আরম্ভ করিয়া ৭১তম শ্রীশঙ্করাচার্য্যের নাম দেখা যায়। ইহার মধ্যে গৌড় নামে দুই জন আচার্য্য দেখা যায়। একজন ৫৫-সংখ্যক অপর ৬৫-সংখ্যক। সুতরাং এ মতে গৌড়পাদ বা গৌড় ঠিক শ্রীশঙ্করের পরম গুরু নহেন। যাহা হউক এই তালিকায় যদি সত্যতা থাকে, তবে দুই জন গৌড়পাদ হন, এবং সাংখ্যকারিকা-রচয়িতা গৌড়পাদ ও মাণ্ডূক্যকারিকা রচয়িতা গৌড়পাদ ভিন্ন ব্যক্তি হইতে বিশেষ বাধা ঘটে না। আচার্য্য শঙ্কর ও রামানুজ নামক গ্রন্থ ২১৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। সং]

মাণ্ডূক্যোপনিষদের কারিকা প্রমাণরূপে পরবর্ত্তী আচার্য্যগণ গ্রহণ করিয়াছেন। এই কারিকার চারিটি প্রকরণ। প্রথম—আগম প্রকরণ, দ্বিতীয়—বৈতথ্য প্রকরণ, তৃতীয়—অদ্বৈত প্রকরণ এবং চতুর্থ—অলাতশান্তি প্রকরণ। আগম প্রকরণে উনত্রিশটি কারিকা বা শ্লোক আছে। বৈতথ্য প্রকরণে আটত্রিশ, অদ্বৈত প্রকরণে আটচল্লিশ এবং অলাতশান্তি প্রকরণে এক শত শ্লোক আছে এবং সর্ব্বসমেত দুই শত পনর শ্লোক বা কারিকা আছে।

গৌড়পাদাচার্য্য

(মত-বাদ)

আচার্য্য গৌড়পাদ মাণ্ডূক্যোপনিষদের বিশ্ব, তৈজস, প্রাজ্ঞ ও তুরীয় এই চারি পাদের ব্যাখ্যা প্রথমে আগম প্রকরণে করিয়াছেন। বিশ্বই বৈশ্বানর বা বিরাট্ পুরুষ, তৈজসই হিরণ্যগর্ভ এবং প্রাজ্ঞই ঈশ্বর। ব্যষ্টিরূপে বিশ্ব তৈজস্ প্রাজ্ঞ ও সমষ্টিরূপে বিরাট্ বা বৈশ্বানর, হিরণ্যগর্ভ বা সূত্রাত্মা ও ঈশ্বর। ইহারা অভিন্ন। ভেদ কেবল ঔপাধিক এবং ভ্রান্তির ফল। জীব সর্ব্বদাই শিব। জীবভাব মায়িক। ঈশ্বরভাবও মায়িক। তুরীয়ই পারমার্থিক স্বরূপ। বিশ্ব বহিঃপ্রজ্ঞ, তৈজস্ অন্তঃপ্রজ্ঞ, প্রাজ্ঞ ঘনপ্রজ্ঞ, পর্য্যায়ক্রমে ত্রিস্থানে সেই আমি ইহা স্মরণ করিয়া অবস্থিত। অহং বা আত্মা ত্রিস্থান হইতে বিলক্ষণ বা দ্রষ্টা। দ্রষ্টা কখনই দৃশ্য নহে। দ্রষ্টা দৃশ্য হইতে পৃথক্। জাগরণ অবস্থাও জানি আমি, স্বপ্নও জানি আমি, সুষুপ্তিও জানি আমি। অতএব তিন অবস্থার অন্তরালেই আমি, এবং আমিই দ্রষ্টা ও অবস্থাত্রয়ের সাক্ষী। বিশ্ব অবস্থার সকল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু গ্রহণ করিলেও অবস্থাত্রয়ের সাক্ষিরূপে আত্মা অসঙ্গ —আত্মা শুদ্ধ। তৈজস্ অবস্থায় মনোময়ী বস্তুর সাক্ষী আত্মা এবং প্রাজ্ঞ অবস্থায় সমস্ত অন্তঃ ও বহিঃকরণ উপশান্ত হইলে হৃদাকাশে সুপ্ত ভাবে অবস্থিত হয়। বিশ্ব স্থূলভুক্, তৈজস্ প্রবিবিক্তভুক্ ও

প্রাজ্ঞ আনন্দভুক্। বিশ্ব বাহিরের বিষয় ভোগ করে। তৈজসের ভোগ মনোময়ী এবং প্রাজ্ঞের ভোগ মনঃসুষুপ্তিজ। নিদ্রার আনন্দই প্রাজ্ঞের ভোগ্য। বিশ্ব স্থূলবিষয়ে তৃপ্ত হয়। তৈজস্ সূক্ষ্ম তৃপ্ত, প্রাজ্ঞ আনন্দে তৃপ্ত। এই তিন স্থানে যাহা ভোগ্য ও যিনি ভোক্তা—এই উভয়ই জানেন তিনি ভোগ করিয়াও লিপ্ত হন না। সৃষ্টি মায়াময়। মায়াময় সৃষ্টির অধিষ্ঠানই সৎ। কারণ নিরধিষ্ঠান ভ্রমও হইতে পারে না। অবিদ্যাকৃত নানারূপমায়া-স্বরূপেই বিশ্বতৈজসপ্রাজ্ঞ প্রভৃতি ভেদের উৎপত্তি। আত্মরূপেই ইহাদের সত্তা, পারমার্থিক দৃষ্টিতে ভেদ মায়াকল্পিত।

তাহার পর গৌড়পাদ ইহাতে নানারূপ সৃষ্টিবাদ উদ্ধৃত করিয়া তাহার খণ্ডন করিয়াছেন। কাহারও মতে প্রভুর ইচ্ছামাত্রেই সৃষ্টি হইয়াছে, কাহারও মতে কাল হইতে সৃষ্টি, কাহারও মতে ভোগার্থ সৃষ্টি, কাহারও মতে ক্রীড়ার্থ সৃষ্টি, কেহ বা বলেন দেবের স্বভাববলেই সৃষ্টি। এই সকল মতও খণ্ডন করিতে করিতে তিনি বলিয়াছেন—"আপ্তকামস্য কা স্পৃহা"। মায়াকল্পিত আভাস ভিন্ন সৃষ্টিকে অন্য কিছুই বলিতে পারা যায় না। পরমার্থচিন্তকগণের নিকট সৃষ্টির আদর নাই।

বিশ্ব তৈজস্ ও প্রাজ্ঞ হইতে বিলক্ষণ সর্ব্বদুঃখাতীত ঈশান তুরীয় আত্মা। তিনি অব্যয়। তিনি অদ্বৈত। তিনি ব্যাপী। তিনি দ্যোতনাত্মক। বিশ্ব ও তৈজস্ কার্য্যকারণে বদ্ধ, প্রাজ্ঞ কেবল কারণবদ্ধ। কিন্তু তুরীয় সর্ব্বাতীত। প্রাজ্ঞ নিজকে, কি নিজ হইতে পৃথক্ বস্তুকে, কি বাহ্য দ্বৈত বস্তুকে জানিতে পারে না; বিশ্ব তৈজস্ জানিতে পারে। প্রাজ্ঞ তত্ত্বগ্রহণে অসমর্থ, কিন্তু তুরীয় সর্ব্বদৃক্। অর্থাৎ তুরীয় ব্যতিরেকে অন্য বস্তুও না থাকায় তুরীয় সর্ব্বদাই সৎ। তুরীয়ই সর্ব্ব। তুরীয়ই দৃক্স্বভাব বা জ্ঞান-স্বরূপ। প্রাজ্ঞও দ্বৈত দর্শন করে না, তুরীয়ও দ্বৈতদর্শন করে না; কিন্তু প্রাজ্ঞ বীজনিদ্রাযুক্ত, তুরীয়ে নিদ্রা বা তমঃ নাই। বিশ্ব ও

তৈজসের অন্যথাগ্রহণ ও তত্ত্ববোধের অভাব আছে। প্রাজ্ঞের স্বপ্ন নাই, কেবল নিদ্রাই আছে। কিন্তু তুরীয়ের নিদ্রা বা তমঃ এবং স্বপ্ন বা অন্যথাগ্রহণ কিছুই উভয়ই নাই। অন্যথাগ্রহণ ও অতাত্ত্বিকবোধ উভয়ই তুল্য। স্বপ্নে ও জাগরণে অন্যথাগ্রহণ সমান। অতাত্ত্বিক-বোধ তিন অবস্থায়ই সমান। অন্যথাগ্রহণ ও অতাত্ত্বিক-গ্রহণ যখন রুদ্ধ হইয়া কার্য্যকারণবোধ প্রতিবদ্ধ হয় এবং পরমার্থ-তত্ত্ববোধের উদয় হয় তখনই তুরীয়াধিগম সিদ্ধ হয়। তুরীয় স্বয়ংপ্রকাশ, তাই সাধনায়ও প্রকাশ্য নহেন। আচার্য্য তাই বলিয়াছেন:—

"অনাদিমায়য়া সুপ্তো যদা জীবঃ প্রবুধ্যতে।
অজমনিদ্রমস্বপ্নমদ্বৈতং বুধ্যতে তদা॥"

অর্থাৎ জীব যখন অন্যথাগ্রহণ ও অগ্রহণপ্রযুক্ত সুপ্তি হইতে পরম কারুণিক গুরুর উপদেশে প্রবুদ্ধ হয় এবং মিথ্যাজ্ঞান ও অজ্ঞান বিদূরিত হয়, তখনই প্রকৃত বোধস্বরূপ জন্মবিরহিত অদ্বৈততত্ত্ব স্বয়ং প্রকাশিত হয়। কেহ আপত্তি করিতে পারেন—জগৎ থাকিলে অদ্বৈত কি প্রকারে সম্ভব? তদুত্তরে আচার্য্য বলিতেছেন—প্রপঞ্চ মায়াকল্পিত, যাহা মিথ্যা তাহা প্রকৃতবোধ হইলে থাকিতে পারে না। সত্যবোধে মিথ্যা অন্তর্হিত হয়—ইহাই মিথ্যার ধর্ম্ম—আচার্য্য তাই বলিয়াছেন—

"প্রপঞ্চো যদি বিদ্যেত নিবর্ত্তেত ন সংশয়ঃ।
মায়ামাত্রমিদং দ্বৈতমদ্বৈতং পরমার্থতঃ॥"

কেহ আপত্তি তুলিতে পারেন—শাস্তা শাস্ত্র ও শিষ্য—এই বিকল্প কি প্রকারে নিবৃত্ত হইবে? আচার্য্য বলিতেছেন—জ্ঞানোৎপত্তির পূর্ব্ব পর্য্যন্তই এই বিকল্প। অদ্বৈতজ্ঞানে দ্বৈত নিরস্ত হয়। এই বিকল্প অবিদ্যাকল্পিত। অবিদ্যার নাশে কল্পনারও শেষ। তাই আচার্য্য বলিয়াছেন—

"বিকল্পো বিনিবর্ত্তেত কল্পিতো যদি কেনচিৎ।
উপদেশাদয়ং বাদো জ্ঞাতে দ্বৈতং ন বিদ্যতে॥"

সমষ্টিগত বিরাট্ হিরণ্যগর্ভ ও ঈশ্বরের সহিত বিশ্ব তৈজস ও প্রাজ্ঞের অভিন্নতা ইহার পরে প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রণবই পরাপর ব্রহ্ম। প্রণবের তিনপাদ—'অকার' 'উকার' 'মকার'। বিশ্ব অকার, তৈজসই উকার, আর প্রাজ্ঞই মকার। 'অ' যেমন বর্ণ সকলের আদি, সেইরূপ বিশ্বই আদি। 'উ' যেমন অকার হইতে উৎকৃষ্ট, অ ও ম এই উভয় বর্ণের অন্তরালে অবস্থিত। সেইরূপ তৈজসও বিশ্ব হইতে উৎকৃষ্ট ও বিশ্ব এবং প্রাজ্ঞের অন্তরালে স্থিত। 'ম' বর্ণের শেষ বর্ণ। তাহাতে যেমন বর্ণের পরিসমাপ্তি বা লয়, সেইরূপ প্রাজ্ঞেই লয়। এইরূপ সাদৃশ্যবলে ভাবনা করিয়া যিনি ধ্যানবলে বিশ্ব ও বিরাটের, তৈজস ও হিরণ্যগর্ভের এবং প্রাজ্ঞ ও ঈশ্বরের অভিন্নতা বোধ করেন, এবং জানেন তুরীয় বা অ-মাত্রে গতি নাই, তিনিই 'পূজ্যঃ, সর্ব্বভূতানাং বন্দ্যশ্চৈব মহামুনিঃ॥' প্রণবই সাধনার বস্তু; জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞানই পরম পুরুষার্থ; প্রণবই অপর ব্রহ্ম; প্রণবই পরম ব্রহ্ম। প্রণব অপূর্ব্ব, অনন্তর, অবাহ্য, অনপর ও অব্যয়। প্রণবই নির্ভয় ব্রহ্ম, প্রণবে চিত্ত নিবেশ করিতে হইবে। প্রণবে নিত্যযুক্ত ব্যক্তির ভয় থাকিতে পারে না। প্রণবই সকলের আদি অন্ত ও মধ্য। প্রণবই ঈশ্বর, প্রণবই সর্ব্বহৃদিস্থিত। ওঙ্কারই সর্ব্বব্যাপী।

যাঁহার প্রণবাত্মজ্ঞানোদয় হইয়াছে তাঁহার শোক নাই—তিনি অশোক। আচার্য্য বলিয়াছেন, যিনি তুরীয়স্বরূপ শিবরূপ ওঙ্কার জানিয়াছেন, তিনিই মুনি, তিনিই প্রকৃত জ্ঞানী। তাই আচার্য্য বলিয়াছেন—

"অমাত্রোঽনন্তমাত্রশ্চ দ্বৈতস্যোপশমঃ শিবঃ।
ওঙ্কারো বিদিতো যেন স মুনির্নেতরো জনঃ॥"

আগম প্রকরণে শ্রুতিবাক্য অনুসারে জীব ও শিবের অভিন্নতা ও জগতের মায়াময়ত্ব প্রতিপাদন করিয়া বৈতথ্য প্রকরণে যুক্তি বা উপপত্তিবলে তাহাই আরও দৃঢ় করিয়াছেন। তিনি বলেন—

স্বপ্নদৃশ্য মিথ্যা বা বিতথ। কারণ, দেহের অভ্যন্তরে পর্ব্বত ও হস্তী প্রভৃতির সংস্থান অসম্ভব। কিন্তু স্বপ্নে দেহ ও নাড়ীর (স্নায়ুর) অভ্যন্তরে হস্তী প্রভৃতি দৃষ্ট হয়। দেহ হইতে বহির্গত হইয়া কেউ স্বপ্ন দেখে না, কিন্তু শত যোজন দূরের স্বপ্ন দেখিতেছে। জাগিলেও সেই দেশে তাহার অবস্থান হয় না। আহার করিয়া শয়ন করিলাম স্বপ্নে দেখিতেছি ক্ষুধার জ্বালায় আমি অস্থির। ইত্যাদি যুক্তিবলে ও শ্রুতিবলে স্বপ্নদৃশ্য মিথ্যা। তাই আচার্য্য বলিয়াছেন—

"বৈতথ্যং তেন বৈ প্রাপ্তং স্বপ্ন আহুঃ প্রকাশিতম্।"

স্বপ্নের দৃশ্যও দৃশ্য, জাগরণের দৃশ্যও দৃশ্য। দৃশ্যত্বসামান্যে জাগরণের দৃশ্যও স্বপ্নের দৃশ্যবৎ মিথ্যা। স্বপ্নদৃশ্যবোধ অতিসংবৃত স্থানে হয়। কিন্তু জাগরণের তাহা নহে। এই অংশে পৃথক্ত্ব থাকিলেও দৃশ্যত্ব উভয় ক্ষেত্রেই সমান। বস্তু সকল স্বপ্নেও গ্রাহ্য, জাগরণেও গ্রাহ্য, এই গ্রাহ্যত্বে উভয় অবস্থাতেই সমান। গ্রাহ্যত্ব সামান্যেও জাগরণের দৃশ্য মিথ্যা। এখন অন্য হেতুর উপন্যাস করিয়াছেন—সদ্বস্তু সকল অবস্থায়, সকল কালেই সৎ, কিন্তু যাহা আদিতে ও অন্তেতে নাই, তাহা কখনই পারমার্থিক সৎ হইতে পারে না। দৃশ্যভেদও তাই পারমার্থিকরূপে সৎ নহে। আচার্য্য তাই বলিয়াছেন—

"আদাবন্তে চ যন্নাস্তি বর্ত্তমানেঽপি তত্তথা॥"

এস্থলে কেহ আপত্তি করিতে পারেন, যদি উভয় দৃশ্যই বিতথ হয়, তাহা হইলে চিত্তকল্পিত বহির্বস্তুকে কে বোধ করে? যদি সকলই মিথ্যা হয় তাহা হইলে নিরাত্মবাদ স্বীকার করিতে হয়, আচার্য্য তদুত্তরে বলিতেছেন—

"কল্পয়ত্যাত্মনাত্মানমাত্মা দেবঃ স্বমায়য়া।
স এব বুধ্যতে ভেদানিতি বেদান্তনিশ্চয়ঃ॥"

অর্থাৎ আত্মাই স্বমায়ার সাহায্যে ভেদ কল্পনা করেন। নিরাস্পদ

ভ্রমও হইতে পারে না। আত্মাই পরমার্থ সৎ। মায়া বা অজ্ঞান সম্বন্ধে আচার্য্য তৎপ্রণীত উত্তরগীতার ভাষ্যে লিখিয়াছেন—

"তচ্চ ন সৎ নাসৎ, নাপি সদসৎ, ন ভিন্নম্ নাভিন্নম নাপি ভিন্নাভিন্নং কুতশ্চিৎ ; ন নিরবয়বম্ ন সাবয়বম্, নোভয়ম্, কেবল-ব্রহ্মাত্মৈকাত্মজ্ঞানাপনোদ্যম্।"

অর্থাৎ অজ্ঞানকে সৎও বলা যায় না, অসৎও বলা যায় না, সদসৎও বলা যায় না, তাহা নিরবয়বও নহে, সাবয়বও নহে, উভয়ও নহে, কেবল ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞানেই তাহা বিনষ্ট হয়।

আচার্য্য শঙ্কর অধ্যাসভাষ্যে ইহা সর্ব্বপ্রাণিসাধারণ বলিয়াই প্রমাণিত করিয়াছেন, আচার্য্য গৌড়পাদের মায়ার সিদ্ধান্ত আচার্য্য শঙ্করে আরও পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে।

আচার্য্য গৌড়পাদ কেবল সিদ্ধান্তনির্ণয় করিতে গিয়া ব্যাবহারিক সত্তা (জগতের) বিশেষভাবে প্রপঞ্চিত করেন নাই। আচার্য্য শঙ্কর জগতের ব্যাবহারিক সত্তা ও পারমার্থিক অসত্তা উভয়ই স্ফুটরূপে দেখাইয়াছেন। আচার্য্য গৌড়পাদের কারিকায় যাহা বীজরূপে বর্ত্তমান, আচার্য্য শঙ্করের ভাষ্যেই তাহা মহামহীরুহরূপে বিস্তার লাভ করিয়াছে।

আচার্য্য গৌড়পাদের মতে ঈশ্বরই মায়ার সাহায্যে অন্তঃস্থ বাসনারূপে অবস্থিত ভেদনিচয়কে ব্যক্ত করেন। ইহাই সৃষ্টি। সৃষ্টি মায়িক বলিয়া তাহাতে ঈশ্বর সংস্পৃষ্ট হয়েন না। সদসতের সম্বন্ধ অসম্ভব। যাহা নাই ও যাহা আছে তাহাদের সম্বন্ধ আবার কি? স্বপ্নদৃশ্য, চিত্তের পরিচ্ছেদে পরিচ্ছিন্ন অর্থাৎ স্বপ্নকালে পরিচ্ছিন্ন। যতক্ষণ স্বপ্ন ততক্ষণই দৃশ্য। কিন্তু জাগরণের দৃশ্য অন্যোন্যপরিচ্ছিন্ন। এই পৃথক্ত্ব থাকিলেও উভয় দৃশ্যই কল্পিত। অন্তরের বাসনাময় দৃশ্য ও বাহিরের ঐন্দ্রিয়িক দৃশ্য উভয়ই কল্পিত। অধ্যাসবশেই জীব কল্পনার আশ্রয়। কল্পনার দৃষ্টান্তও আচার্য্য প্রদর্শন করিয়াছেন :—

"অনিশ্চিতা যথা রজ্জুরন্ধকারে বিকল্পিতা।
সর্পধারাদিভির্ভাবৈস্তদ্বদাত্মা বিকল্পিতঃ॥"

কি প্রকারে এই কল্পনার অবসান হইবে তাহাই বলিয়াছেন—

"নিশ্চিতায়াং যথা রজ্জ্বাং বিকল্পো বিনিবর্ত্ততে।
রজ্জুরেবেতি চাদ্বৈতং তদ্বদাত্মবিনিশ্চয়ঃ॥"

অর্থাৎ রজ্জুতে সর্পভ্রম হইলে যখন রজ্জুকে রজ্জু বলিয়া বোধ হয় তখন ভ্রমের নিবৃত্তি হয়। অদ্বৈতবোধও সেইরূপ।

আত্মা যদি একই হন, তাহা হইলে নানারূপ বিকল্প কেন? তদুত্তরে আচার্য্য বলেন—উহা দেবতার মায়া।

"মায়ৈষা তস্য দেবস্য যয়ায়ং মোহিতঃ স্বয়ম্।"

অর্থাৎ ইহা সেই দেবতার মায়া, যে মায়াদ্বারা তিনি যেন মোহিত এরূপ বোধ হয়, অর্থাৎ প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি মায়াদ্বারা মোহিত নহেন।

উহার পর আচার্য্য আত্মা-সম্বন্ধে নানারূপ বিকল্পের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। যথা—প্রাণাত্মবাদ, ভূতাত্মবাদ, গুণাত্মবাদ, তত্ত্বাত্মবাদ, পাদাত্মবাদ, বিষয়াত্মবাদ, লোকাত্মবাদ, দেবাত্মবাদ, বেদাত্মবাদ, যজ্ঞাত্মবাদ, ভোক্তাত্মবাদ, ভোজ্যাত্মবাদ, সূক্ষ্মাত্মবাদ, স্থূলাত্মবাদ, মূর্ত্তাত্মবাদ, অমূর্ত্তাত্মবাদ, কালাত্মবাদ, দিগাত্মবাদ, বাদাত্মবাদ, ভুবনাত্মবাদ, মনআত্মবাদ, বিজ্ঞানাত্মবাদ, ধর্ম্মাধর্ম্মাত্মবাদ প্রভৃতি নানারূপ মতবাদের উল্লেখ করিয়াছেন। আচার্য্য বলেন, এইরূপে অবিদ্যার বশে নানারূপে আত্মা কল্পিত হয়েন, কিন্তু যিনি ইহাকে নির্ব্বিকল্প ও এক বলিয়া জানেন, তিনিই প্রকৃত জ্ঞানী। অনন্ত কল্পনার আশ্রয় যিনি—তিনি এক ও সর্ব্ববিকারাতীত। বিকার মিথ্যা, আবারই সত্য, বিশ্বতাই স্বপ্নমায়ার মত, গন্ধর্ব্বনগরের মত। যথা—

"স্বপ্নমায়ে যথা দৃষ্টে গন্ধর্ব্বনগরং যথা।
তথা বিশ্বমিদং দৃষ্টং বেদান্তেষু বিচক্ষণৈঃ॥"

আত্মার পারমার্থিক স্বরূপ সম্বন্ধে আচার্য্য নিঃসংকোচে বলিয়াছেন যে, যেকোনও আরোপই মিথ্যা—

"ন নিরোধো ন চোৎপত্তির্ন বদ্ধো ন চ সাধকঃ।
ন মুমুক্ষুর্ন বৈ মুক্ত ইত্যেষা পরমার্থতা॥"

অর্থাৎ পারমার্থিক দৃষ্টিতে নিরোধ নাই, উৎপত্তি নাই, বদ্ধজীব নাই, সাধক নাই, মুমুক্ষু জীব নাই এবং মুক্তও নাই, কিন্তু এক অখণ্ড নির্ব্বিকল্প আত্মাই অবস্থিত। ইহাই তাঁহার মতে সারসিদ্ধ সিদ্ধান্ত। আত্মা কেবল কল্পনাবলেই, অজ্ঞানবলেই নানারূপে কল্পিত হয়েন। পরমার্থরূপে অদ্বয়তাই সিদ্ধান্ত, প্রকৃত জ্ঞানীর নিকট নানাত্ব কুত্রাপি নাই।

এরূপ জ্ঞানলাভে কে সমর্থ—তদ্বিষয়ে আচার্য্য বলিতেছেন—বেদপারগ ও বশীকৃতরাগভয়ক্রোধ মুনিই সর্ব্ববিকল্পশূন্য অদ্বৈত-জ্ঞানলাভ করিতে পারেন। অদ্বৈতস্মরণই সাধন। অদ্বৈতলাভে অর্থাৎ 'আমিই পরম ব্রহ্ম' এই জ্ঞানলাভ হইলে "জড়বল্লোকমাচরেৎ", জ্ঞানী যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্ট। কাহাকেও স্তব করেন না, কাহাকেও নমস্কার করেন না, কেবল দেহমাত্রস্থিতিপ্রয়োজনে লোকযাত্রার ন্যায় ব্যবহার করেন। সর্ব্বদাই অপ্রচ্যুততত্ত্ব হইয়া আত্মারামভাবে অবস্থিত থাকেন—ইহাই জীবের পরম পুরুষার্থ। বৈতথ্যপ্রকরণের ইহাই সারমর্ম্ম। প্রথম আগমপ্রকরণে যাহা শ্রুতিবলে প্রমাণিত করিয়াছেন, দ্বিতীয় বৈতথ্যপ্রকরণে তাহাই যুক্তিবলে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। তৃতীয় অদ্বৈতপ্রকরণে পুনরায় যুক্তিবলে অদ্বৈত স্থাপন করিয়াছেন।

জীব উপাসক ও ব্রহ্ম উপাস্য—এইরূপ উপাসনায় দেহলাভ হইলে, আমি ব্রহ্মলাভ করিব—এইরূপ বোধ জন্মে। বাস্তবিক এইরূপ যাঁহার বোধ তিনি কৃপণ, তিনি ক্ষুদ্র ব্রহ্মবিৎ।

তাঁহার মতে আত্মার জন্ম হইতে পারে না। আত্মা অজ। যাঁহার জন্ম নাই, তাঁহার মৃত্যুও নাই। মৃত্যুর পরে ব্রহ্মলাভ

ইহা কার্পণ্যের নিদর্শন। আত্মা অকৃপণ, অজ সম একরস। আত্মা নিরবয়ব বলিয়াই অজ। আত্মা আকাশের ন্যায় বিভু, ঘটাকাশাদি যেমন ব্যাবহারিক প্রকৃত প্রস্তাবে আকাশ এক অখণ্ড, সেইরূপ জীব ঘটাকাশাদির ন্যায়, আত্মা এক অখণ্ড। উৎপত্তি প্রভৃতি ঔপাধিক। উহাদের পারমার্থিকতা নাই। ঘটাদির প্রলয়ে, যেমন ঘটাকাশ মহাকাশে লীন থাকে, সেইরূপ জীবগত আত্মাও পরমাত্মায় লীন থাকে। প্রকৃত প্রস্তাবে প্রলয়ও নাই। ঘটাকাশ ও মহাকাশ যেমন অভিন্ন, সেইরূপ জীব ও পরমাত্মা অভিন্ন, কেবল অবিদ্যাবশেই ভিন্ন বলিয়া প্রতীত হয়।

কেহ আপত্তি করিতে পারেন—যদি সর্ব্বদেহে এক আত্মাই থাকেন, তাহা হইলে একের সুখ-দুঃখে সকলের সুখ-দুঃখ হউক।

আচার্য্য তদুত্তরে বলেন—তাহা হইতে পারে না। যেমন কোনও ঘটোপহিত আকাশে রজোধূম প্রভৃতির সমাবেশ হইলে সকল ঘটাকাশে রজোধূমাদির সংযোগ হয় না, সেইরূপ কোনও জীবগত সুখ-দুঃখজন্য সকল জীবে পরিব্যাপ্ত হয় না। বাস্তবিক প্রত্যেক ঘটাকাশের রূপ কার্য্য ও নামের পৃথকত্ব আছে। আকাশের কোনও ভেদ নাই। জীবগত অভিমানের পৃথকত্ব আছে; কিন্তু আত্মার স্বরূপে কোনও ভেদ নাই। ঘটাকাশ প্রভৃতি আকাশের বিকার নহে। সেইরূপ জীবও আত্মার বিকার নহে। যেমন মূর্খ ব্যক্তিরা আকাশকে মলিন বলিয়া ধারণা করে, সেইরূপ অজ্ঞানীর নিকট আত্মাও মলিন বলিয়া বোধ হয়। জন্ম-মরণ গমনাগমন স্থিতি প্রভৃতি সর্ব্বব্যাপারে সর্ব্বশরীরে অবস্থিত আত্মা আকাশের ন্যায় অখণ্ড এক, অর্থাৎ উপাধিরই জন্ম মৃত্যু প্রভৃতি হয়, কিন্তু আত্মা সর্ব্বদাই স্থির। শ্রুতিপ্রমাণেও এক আত্মা সিদ্ধ হয়। পঞ্চকোশের বিলক্ষণ আত্মা—ইহাই তৈত্তিরীয় উপনিষদের তাৎপর্য্য। শ্রুতি জীব ও পরমাত্মার অভেদের প্রশংসা করিয়াছেন ও ভেদদৃষ্টির নিন্দা করিয়াছেন। ইহাতেই সামঞ্জস্য রক্ষিত হইয়াছে।

কেহ এস্থলে আপত্তি তুলিত পারেনা যে, শ্রুতিতে উৎপত্তি-প্রসঙ্গে বিশেষতঃ কর্ম্মকাণ্ডে জীব ও পরমাত্মার ভেদ উল্লিখিত হইয়াছে। এমতাবস্থায় কর্ম্মকাণ্ডের বিরোধী মত জ্ঞানকাণ্ডে কিরূপে স্থাপিত হইতে পারে? এতদুত্তরে আচার্য্য বলিতেছেন—

"জীবাত্মনোঃ পৃথক্ত্বং যৎপ্রাগুৎপত্তেঃ প্রকীর্ত্তিতম্।
ভবিষ্যদ্‌বৃত্ত্যা গৌণং তন্মুখ্যত্বং হি ন যুজ্যতে॥"

অর্থাৎ উপত্তিবাক্যে যে পৃথক্ত্ব বলা হইয়াছে—তাহা পারমার্থিক নহে, উহা গৌণ। ভেদবাক্যের কদাচিৎ মুখ্যভেদার্থকত্ব সম্ভব নহে। শ্রুতিতে মৃত্তিকা লৌহ বিস্ফুলিঙ্গ প্রভৃতির দৃষ্টান্তবলে যে সৃষ্টি কল্পিত হইয়াছে, তাহাও জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যবুদ্ধির অবতরণার উপায়মাত্র। "উপায়ঃ সোঽবতারায়" কোনও ভেদের সম্ভাবনা নাই।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে—শ্রুতিতে উপাসনা বিহিত হইয়াছে। উপাসনায় উপাস্য ও উপাসকের ভেদ আছে। যদি ঐকাত্ম্য জ্ঞানই পরমার্থ, তাহা হইলে উপাসনার প্রয়োজন কি? আচার্য্য তদুত্তরে বলিতেছেন—অধিকারীর তারতম্যের জন্যই উপাসনার বিধান রহিয়াছে।

আচার্য্যমতে তিন প্রকার অধিকারী—মন্দ, মধ্যম ও উৎকৃষ্ট। মন্দ মধ্যম অধিকারীই কর্ম্মের অধিকারী। তাহাদের পক্ষেই উপাসনা বিহিত। এস্থলে আচার্য্য গৌড়পাদ বড়ই সুন্দর কথা বলিয়াছেন। দ্বৈতবাদীরা স্বসিদ্ধান্ত স্থাপন করিতে পরস্পর জিগীষাপরবশ হইয়া বিরোধের সৃষ্টি করে, কিন্তু অদ্বৈতবাদীর সহিত কাহারও বিরোধ নাই। কারণ, দ্বৈতপ্রভৃতি সকলই অদ্বৈতের অন্তর্ভুক্ত। আচার্য্য গৌড়পাদ লিখিয়াছেন—

"স্বসিদ্ধান্তব্যবস্থাসু দ্বৈতিনো নিশ্চিতা দৃঢ়ম্।
পরস্পরং বিরুধ্যন্তে তৈরয়ং ন বিরুধ্যতে॥
অদ্বৈতং পরমার্থো হি দ্বৈতং তদ্ভেদ উচ্যতে।
তেষামুভয়থা দ্বৈতং তেনায়ং ন বিরুধ্যতে॥"

অর্থাৎ অদ্বৈতই পরমার্থ। দ্বৈত অদ্বৈতের ভেদমাত্র। উহা অজ্ঞানের ফল। দ্বৈতবাদীদিগের নিকট দ্বৈত পারমার্থিক ও অপারমার্থিক উভয়প্রকারে সৎ। আমাদের মতে ইহা কেবল ভ্রান্ত দৃষ্টির ফল। তাই তাঁহাদের সহিত আমাদের কোনও বিরোধ নাই। বাস্তবিক এস্থলে আচার্য্য অতীব মধুর কথা বলিয়াছেন। যাহার নিকট দ্বৈত নাই, সে বিরোধ করিবে কাহার সঙ্গে? নিজের হস্তপদের সহিত যেরূপ বিরোধের সম্ভাবনা নাই—সেইরূপ এই ক্ষেত্রেও বিরোধের হেতু নাই। আচার্য্যের মতে মায়ার জন্যই ভেদ। তত্ত্বতঃ ভেদ অঙ্গীকার করিলে অমৃতস্বরূপ আত্মা বিনাশশীল হইয়া পড়েন। ভেদ থাকিলেই আত্মা সাবয়ব হয়। মূর্ত্ত বস্তুরই বিনাশ হয়। অতএব তত্ত্বতঃ ভেদ কোন প্রকারেই যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না। কেহই আত্মাকে বিনাশশীল বলেন না। বাদিগণ অজাত ভাব-বস্তুর জন্ম স্বীকার করেন না। বাস্তবিক ইহা তাঁহাদের ভ্রান্তি। কারণ, অজাত নিত্যসিদ্ধ অমৃত বস্তুর জন্ম বা বিকার হইতে পারে না। বিকার হইলেই বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। আচার্য্য বলেন—সিদ্ধ বস্তুর আবার উৎপত্তি কি? যাহা আছে তাহা আছেই। অমৃত মর্ত্ত্য হইতে পারে না, এবং মর্ত্ত্যও অমৃত হইতে পারে না। আচার্য্য তাই বলিলেন—

"প্রকৃতেরন্যথাভাবো ন কথংচিদ্ভবিষ্যতি।"

অর্থাৎ প্রকৃতির অন্যথাভাব কোনও প্রকারে সম্ভব নহে। স্বভাবতঃ যাহা অমৃত তাহা মর্ত্ত্যতা প্রাপ্ত হইলে সকলই মর্ত্ত্য হয়, অনির্মোক্ষপ্রসঙ্গ অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। শ্রুতিতে যে সৃষ্টি কথিত হইয়াছে তাহা গৌণ ও মুখ্যরূপে সকলই অবিদ্যাবিষয়ক। অতএব অদ্বৈতই যুক্তিযুক্ত, শ্রুতিও "নেহ নানাস্তি কিংচন" "ইন্দ্রো মায়াভিঃ" ইত্যাদি বাক্যদ্বারা দ্বৈতভাব নিরস্ত ও আত্মৈকত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছেন। "অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যে সংভূতিমুপাসতে" ইত্যাদি শ্রুতি সংভূতির উপাস্যত্বের অপবাদ করিয়া উৎপত্তি বা

সংভাবের প্রতিষ্ঠাই করিয়াছেন। "নায়ং কুতশ্চিন্ন বভূব কশ্চিৎ" এই শ্রুতি—অবিদ্যোদ্ভূত জগতের জনক কেহ নাই—ইত্যাদি বলিয়া কারণও প্রতিষেধ করিয়াছেন। শ্রুতিতে "নেতি নেতি" এই আদেশবলে সকল দৃশ্য নিরস্ত হইয়াছে। একমাত্র অগ্রাহ্য অজ আত্মাই প্রকাশিত আছেন—ইহাই শ্রুতির তাৎপর্য্য। তাঁহার মতে সং হইতে মায়ার বলে জন্ম হইতে পারে, কিন্তু তত্ত্বতঃ জন্ম অসম্ভব। যাঁহারা বলেন তত্ত্বতঃ জন্ম হয় তাঁহাদের মতে জাত বস্তুই জন্ম গ্রহণ করে। ইহা কিন্তু অসম্ভব। আর যাঁহারা অসদ্‌বাদী তাঁহাদের পক্ষে মায়া বা তত্ত্বতঃ কোনও প্রকারেই জন্ম স্বীকৃত হইতে পারে না, কারণ এইরূপ কোথাও দেখা যায় না। আচার্য্য তাই বলিয়াছেন—

"বন্ধ্যাপুত্রো ন তত্ত্বেন মায়য়া বাপি জায়তে।"

স্বপ্নে যেমন মায়ার বলে মনঃস্পন্দিত হয় এবং তাহাতেই দ্বৈতাভাস। জাগ্রদ্ অবস্থায়ও সেইরূপ। স্বপ্নেও আত্মরূপে সং কেবল মায়ায় উপহিত হইয়াই দ্বৈত, জাগরণেও সেইরূপ। আচার্য গৌড়পাদ তাই বলিয়াছেন যে, দ্বৈত মনোমাত্র। যতক্ষণ মন আছে ততক্ষণই দ্বৈত আছে। মনঃ অ-মনঃ হইলে দ্বৈত থাকে না, অর্থাৎ তাঁহার মতে মনই মায়া। তিনি বলিয়াছেন—

"মনোদৃশ্যমিদং দ্বৈতং যৎকিঞ্চিৎ সচরাচরম্।
মনসো হ্যমনীভাবে দ্বৈতং নৈবোপলভ্যতে॥"

এবং যখন আত্মসত্যত্ববোধ হয় ও সংকল্পের অবসান হয়, তখনই অ-মনঃ হয়। গ্রাহ্যের অভাবে গ্রাহকেরও অভাব হয়।

"আত্মসত্যানুবোধেন ন সংকল্পয়তে যদা।
অমনস্তাং তদা যাতি গ্রাহ্যাভাবে তদগ্রহম্॥"

এস্থলে আপত্তি হইতে পারে, যদি দ্বৈত অসৎ তাহা হইলে কি প্রকারে সম্যক্‌রূপে আত্মতত্ত্বপরিজ্ঞান হইবে। তদুত্তরে আচার্য্য বলিয়াছেন—সর্ব্ব কল্পনাবর্জ্জিত অজ জ্ঞানজ্ঞেয়ের সহিত অভিন্ন। ইহাই বৈদান্তিক সিদ্ধান্ত, আত্মস্বরূপে জ্ঞান ও জ্ঞেয় অভিন্নরূপে

স্বয়ং প্রকাশিত হয়, কোনও প্রকাশান্তরের আবশ্যকতা নাই। তদ্ভিন্ন জ্ঞান স্বয়ংপ্রকাশ।

ইহার পরে সুষুপ্তি অবস্থা ও নিরুদ্ধ অবস্থার পার্থক্য প্রদর্শন করিয়াছেন, যথা—সুষুপ্তিতে তমঃ থাকে, ক্লেশ কর্ম্মের বাসনাভূত বীজ থাকে। কিন্তু নিরুদ্ধ অবস্থার তমঃ থাকে না, সমস্ত ক্লেশরজঃ প্রশান্ত হয়। সুষুপ্তিতে লয় আছে, নিরুদ্ধ অবস্থায় লয় নাই। নিরুদ্ধ অবস্থায় নির্ভয় ব্রহ্মজ্ঞানালোক সম্যক্‌রূপে প্রকাশিত, অজ, অনিদ্র, অস্বপ্ন, অনাম, অরূপ সম্যক্ প্রকাশিত, সর্ব্বস্বরূপ জ্ঞানস্বরূপ আত্মাই বিভাত থাকেন। কোন প্রকার উপচার নাই, অবিদ্যার নাশে নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্তস্বভাব আত্মারই স্ফূর্ত্তি হয়। এ অবস্থায় আচার্য্যের ভাষায় এরূপ বর্ণিত আছে—

"সর্ব্বাভিলাপবিগতঃ সর্ব্বচিন্তাসমুত্থিতঃ।
সুপ্রশান্তঃ সকৃজ্জ্যোতিঃ সমাধিরচলোঽভয়ঃ॥
গ্রহো ন তত্র নোৎসর্গশ্চিন্তা যত্র ন বিদ্যতে।
আত্মসংস্থং তদা জ্ঞানমজাতি সমতাং গতম্॥"

ইহার পরে আচার্য্য যোগিগণের উপর একটু কটাক্ষ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, এই যোগ অস্পর্শ যোগ, সর্ব্বযোগীর পক্ষেই দুর্দর্শ, কিন্তু যোগিগণ যাহা প্রকৃত অভয় তাহাতেই ভয় পান, অর্থাৎ ব্রহ্মাত্মৈক্য জ্ঞানই প্রকৃত অভয়। বাস্তবিক যোগিগণ অভয় স্বরূপ ঐকাত্মজ্ঞানে আত্মনাশের ভয় করেন। ইহা নিতান্তই অবিবেকের ফল। প্রকৃত যাহা আত্মস্বরূপ তাহার লাভ হইলে আত্মনাশ হইবে কেন? এস্থলে আচার্য্যের বাক্য বড়ই শোভন ও সুসঙ্গত হইয়াছে।

এখন সাধন সম্বন্ধে বলিতেছেন, মনঃ নিগৃহীত না হইলে অভয়-লাভ হইতে পারে না, মনঃ নিগৃহীত হইলেই দুঃখ হয়, প্রবোধ ও শান্তির উদয় হয়, কিন্তু মনঃ নিগ্রহ শনৈঃ শনৈঃ করিতে হইবে। অপ্রমাদের সহিত "কুশাগ্রেণৈকবিন্দুনা যদ্বৎ উদধেঃ উৎসেকঃ",

তদ্বৎ মনের নিগ্রহ করিতে হইবে। কামোপভোগসংসক্ত মনকে শনৈঃ শনৈঃ উপরত করিতে হইবে। কামে চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়, বিক্ষিপ্ত চিত্তকে নিগৃহীত করিতে হইবে। সেইরূপ চিত্ত লয়ে বা নিদ্রায়ও সংসক্ত হয়। তাহা হইতে প্রতিনিবৃত্তিও করিতে হইবে। কামভোগে কেবল দুঃখ ইহা বোধ করিয়া বৈরাগ্যবলে কামভোগ হইতে নিবৃত্ত হইবে, এবং অজ আত্মস্বরূপই সৎ, অন্য সকলই মিথ্যা —এইরূপ বোধে সকলই পরিত্যাগ করিবে। আত্মানাত্মবিবেকই উপসেব্য। যে উপায় বলিয়াছেন বাস্তবিক তাহা সর্ব্বমুমুক্ষুর গ্রাহ্য। তিনি একটী কারিকায় সকল সাধনের সারভূত কথাটি বলিয়াছেন।—

"লয়ে সংবোধয়েচ্চিত্তং বিক্ষিপ্তং শময়েৎ পুনঃ।
সকষায়ং বিজানীয়াৎ সমপ্রাপ্তং ন চালয়েৎ॥"

(গৌরপাদীয় আগম ৩।৪৪)

অর্থাৎ লয়ে চিত্তকে সম্বোধন করিতে হইবে, অর্থাৎ জাগাইতে হইবে; বিক্ষিপ্ত হইলে প্রশমিত করিতে হইবে।

সাধনার রাজ্যে অগ্রসর হইলে যে আনন্দ উপস্থিত হয়, তাহাতে না মজিয়া উত্তরোত্তর অগ্রসর হইতে হইবে; সাধনমার্গে সবিকল্প সমাধিতে আনন্দলাভ হয়, তাহাই কষায়। ইহাতে সম্মুগ্ধ থাকিলে প্রকৃত স্বরূপপরিজ্ঞানানন্দলাভ হয় না। তাই কষায় জানিয়া তাহাও পরিত্যাগ করিতে হইবে; এবং সমাবস্থা লাভ হইলে পুনরায় আর চালনা করিবে না; উপায়বলে নিশ্চল নিশ্চয় ও একাগ্র করিতে হইবে। যখন চিত্তের লয় ও বিক্ষেপ থাকিবে না, যখন স্পন্দনবিরহিত হইবে, যখন চিত্ত নির্ব্বিকল্প হয়, তখনই ব্রহ্মনিষ্পন্ন হয়। ইহাই স্বস্থ, শান্ত, নির্ব্বাণ, ইহাই পরমানন্দস্বরূপ। ইহাই পরম পুরুষার্থ। ইহাতেই ত্রিপুটির লয় হয়।

তৃতীয় অধ্যায় অদ্বৈত প্রকরণেও শ্রুতিযুক্তিবলে দ্বৈতমিথ্যাত্ব ও অদ্বৈত প্রতিষ্ঠিত হইল। চতুর্থ প্রকরণ অলাতশান্তি প্রকরণ।

অলাত শব্দের অর্থ মশাল। মশালকে ঘুরাইলে যেরূপ নানাকার দেখায়, বাস্তবিক সেইগুলি স্পন্দনের ফলমাত্র। ইহা কখনও গোলাকার কখনও চতুষ্কোণ ইত্যাদি নানা আকারে আকারিত হয়। যখন মশাল স্থির হয় এই আকার কোথায় গমন করে? অবশ্য আকারগুলি মশালে লয় পায় না। কোথায় গেল? যখন পুনরায় মশাল স্পন্দিত হইল তখন আবার আকারের উদ্ভব।

ইহা কোথা হইতে আসিল—অবশ্যই মশাল হইতে নহে, অতএব উহার উৎপত্তি ও লয় মশালের নহে, উহা স্পন্দনের ফল। পারমার্থিক দৃষ্টিতে উহার সত্তা নাই। এইরূপে ব্রহ্মেও বিবর্তরূপ জগতের পারমার্থিক সত্তা নাই। মশাল হইতে যেমন আকারের উদ্ভব নহে, তাহাতে যেমন লয় পায় না, সেইরূপ জগদ্বিভ্রমও ব্রহ্মে লয় পায় না, ব্রহ্ম হইতে উদ্ভবও হয় না। উহা ভ্রান্তির ফল। অবশ্যই ভ্রান্তির আধার বা আশ্রয় জ্ঞান—ইহা স্বীকার করিতে হইবে। আচার্য্যের মতে যাহা নাই তাহা ত্রিকালেই তিন অবস্থাতেই সর্ব্বদেশে নাই। বোধকালে যে সত্তাবোধ হয়, তাহাও পরমার্থিক নহে। শুক্তিতে রজতবোধ ভ্রান্তিকালে থাকিলেও পারমার্থিক দৃষ্টিতে কোনও কালেই নাই—ইহাই আচার্য্যের অলাতশান্তি প্রকরণের তাৎপর্য্য। এই অধ্যায়ে স্পষ্টরূপে দ্বৈতমত নিরাস করিয়াছেন, এবং বৈনাশিকমতের কোনও বিশেষ নাম প্রদান না করিয়া—সামান্যাকারে খণ্ডন করিয়াছেন। বৈনাশিক মতের আভাস প্রদত্ত হইয়াছে, কিন্তু বিশেষভাবে বৌদ্ধমত এই—এইরূপ বলেন নাই। এজন্যই আমরা আচার্য্য গৌড়পাদকে বৌদ্ধপ্রাধান্যের পূর্ব্ববর্ত্তী ও আচার্য্য শঙ্করকে সমকালবর্ত্তী বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি।

সমস্ত ভারতে বৌদ্ধ দার্শনিক মতের প্রাধান্য স্থাপিত হইতে দুই এক শতাব্দী লাগিবার সম্ভাবনা। অশোক মৌর্য্যের সময় চতুর্দ্দিকে প্রচারক প্রেরিত হইল। অনুশাসন খোদিত হইল, কিন্তু দার্শনিক

প্রতিষ্ঠা হইল না। উহা সময়সাপেক্ষ। অনুশাসনের দ্বারা দার্শনিকতার শ্রীবৃদ্ধি হয় না। আমরা দার্শনিক প্রাধান্যকেই মতের প্রাধান্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি। আচার্য্য গৌড়পাদ সামান্যাকারে বৌদ্ধমত নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কোনওরূপ নামের প্রসঙ্গও করেন নাই। কিন্তু আচার্য্য শঙ্কর বৈনাশিক মতবাদ উদ্ধৃত করিয়া খণ্ডন করিতে একান্ত বদ্ধপরিকর। এই প্রসঙ্গ ভূমিকায় আলোচিত হইয়াছে। আচার্য্য গৌড়পাদ এই অলাতশান্তি প্রকরণে দ্বৈতবাদ পুনরায় নিরস্ত করিয়াছেন। তিনি বলেন—দ্বৈতবাদীরা পরস্পর বিবাদ করিতেছে। তাঁহাদের বিবাদের ফলে সিদ্ধ বস্তুর জন্ম নাই ও যাহা নাই তাহার জন্ম হইতে পারে না, ইহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে, যথা—

"ভূতং ন জায়তে কিংচিদভূতং নৈব জায়তে।"

তাঁহারা যে অজাতিখ্যাপন করিয়াছেন আমরাও তাহার অনুমোদন করি। তাঁহাদের সহিত আমাদের বিবাদ নাই, কিন্তু অজাতের জন্ম অসম্ভব, অমৃতও মর্ত্ত্য হইতে পারে না, যাহার যাহা স্বভাব তাহা কখনই পরিত্যক্ত হইতে পারে না, তিনি লিখিয়াছেন—

"সাংসিদ্ধিকী স্বাভাবিকী সহজা অকৃতা চ যা।
প্রকৃতিঃ সেতি বিজ্ঞেয়া স্বভাবং ন জহাতি যা॥"

অর্থাৎ লৌকিক প্রকৃতিরই বিপর্য্যয় হয় না। যাহা সম্যক্ সিদ্ধ তাহার স্বভাবচ্যুতি অসম্ভব। সংসিদ্ধ বস্তু জন্মামরণনির্ম্মুক্ত। তাহার জন্ম স্বীকার করিলে সংসিদ্ধির লোপ হয়।

যাঁহারা বলেন—কারণই কার্য্য, তাঁহাদের মতে কারণেরই জন্ম হয়। কারণের জন্ম হইলে কারণ কি প্রকারে অজ নিত্য ও ভিন্ন হইতে পারে। এস্থলে সাংখ্যপ্রভৃতির পরিণামবাদ খণ্ডিত হইয়াছে। আর যাঁহারা অভাব হইতে উৎপত্তি স্বীকার করেন (যেমন, ন্যায় বৈশেষিক) তাঁহাদের কোনও দৃষ্টান্ত নাই। আর জাত বস্তুর জন্ম স্বীকার করিলেও অনবস্থাদোষ অপরিহার্য্য হইয়া

পড়ে। এই সকল কারণে অজাতিই প্রকৃত সিদ্ধান্ত। আর বীজাঙ্কুরের দৃষ্টান্ত দিলেও চলিতে পারে না। কারণ উহা সাধ্যসম। পরন্তু সাধ্যসম হেতু সাধ্যসিদ্ধিতে প্রযোজ্য হইতে পারে না, অতএব—

স্বতো বা পরতো বাপি ন কিংচিদ্বস্তু জায়তে"

ইহাই সারসিক সিদ্ধান্ত। হেতু যখন অনাদি এবং ফল যখন অনাদি, তখন অনাদি ফল হইতে হেতুর উদ্ভব হইতে পারে না। বাস্তবিক যাহার আদি নাই, তাহার আবার আদি কি প্রকারে সম্ভব? আচার্য্যের সিদ্ধান্ত এই—অজাতি হইয়াও জাতির ন্যায় অবভাসিত হন, অচল হইয়াও সচলের ন্যায় অবভাসিত হয়েন এবং অদ্রব্য হইয়াও দ্রব্যের ন্যায় অভবাসিত হন। প্রকৃত আত্মরূপে আত্ম

"অজাচলমবস্তুত্বং বিজ্ঞানং শান্তমদ্বয়ম্।"

যে প্রকার মশাল ঋজুবক্রাদিভাবে স্পন্দিত হয়, সেইরূপ যেন বিজ্ঞানের স্পন্দন। মশাল যখন স্থির, তখন আর সেই সকল আকারাদি নাই। সেইরূপ পারমার্থিক দৃষ্টিতে, দৃশ্যের বা বিকারের মিথ্যাত্বই নিশ্চিত হয়। আচার্য্য গৌড়পাদ মশালের দৃষ্টান্ত অতি মনোজ্ঞভাবে দিয়াছেন। তিনি বলেন—

"অলাতে স্পন্দমানে বৈ নাভাসা অন্যতো ভুবঃ।
ন ততোঽন্যত্র নিস্পন্দান্নালাতং প্রবিশন্তি তে॥"
ন নির্গতা অলাতাত্তে, দ্রব্যত্বাভাবযোগতঃ।
বিজ্ঞানেঽপি তথৈব স্যুরাভাসস্যাবিশেষতঃ॥'

আচার্য্যের মতে গ্রাহ্যগ্রাহক সমস্ত ভাবই চিত্তস্পন্দন মাত্র, সকলই মায়াময়, পারমার্থিক কোনও সত্তা নাই।

৮৩ কারিকায় বৌদ্ধবাদের আভাস প্রদান করিয়াছেন—

"অস্তি নাস্ত্যস্তি নাস্তীতি নাস্তি নাস্তীতি বা পুনঃ।
চলস্থিরোভয়াভাবৈরাবৃণোত্যেব বালিশঃ॥"

অর্থাৎ কেহ বলেন আত্মা আছে, কেহ বলেন নাই, কেহ বলে আছে ও নাই, কেহ বলেন নাই নাই। ইহার মধ্যে অস্তিভাব চল কেননা ঘটাদি অনিত্য বস্তু হইতে বিলক্ষণ। নাস্তিভাব স্থির, কেন সর্ব্বদাই অবিশেষ। চল ও স্থির বলিলে সদসদ্ভাবের উদ্ভব হ এবং অভাবে অত্যন্তাভাব হয়। এস্থলে নাস্তিবাদ বৈনাশিকবাদ অস্তিনাস্তিবাদ সদসদ্বাদী দিগম্বর মত। নাস্তিনাস্তিবাদ শূন্যবাদীর অবশ্যই আচার্য্য কোনও মতের নাম করেন নাই। কেব মতবাদের আভাস প্রদান করিয়াছেন। ভ্রান্তবুদ্ধির বশেই এইরূ মতবাদ আশ্রয় করা হয়—তাহাও বলিয়াছেন। প্রচ্ছন্ন ইঙ্গি ব্যতিরেকে অন্য কোনও বিশেষত্ব নাই বলিয়াই আমরা মনে করি বৌদ্ধবাদের প্রাধান্য তৎকালে বিশেষভাবে স্থাপিত হয় নাই আচার্য্য গৌড়পাদ বৌদ্ধবাদিগণকে এক প্রকার উপেক্ষার যোগ্য মনে করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয়। তিনি বলেন ভগবান্ আ এই সকল বিকল্পের অস্পৃষ্ট। এই সকল বিকল্প অজ্ঞানের ব্রহ্মপদ লাভ করিলে কোনও কর্ত্তব্য থাকে না। ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থিতি ব্রাহ্মণগণের স্বাভাবিক। "বিপ্রাণাং বিনয়ো হ্যেষ ইতি।" আচার্য্য এইস্থলে "বিনয়" "শম" ও "দম" প্রভৃতির অতি সুচারু অর্থ করিয়াছেন।

ব্রাহ্মণগণের ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থিতি স্বাভাবিক বিনয়; শমও এইরূপ প্রাকৃতিক। দমও প্রাকৃতিক। কারণ, ব্রহ্ম উপশান্ত উপশান্ত ব্রহ্ম অধিগত হইলে, স্বাভাবিক উপশান্তি অবশ্যই হইবে ব্রহ্মজ্ঞ ব্রহ্মরূপেই অবস্থিত হয়। শাস্ত্র সমাপ্তিতে পরমার্থতত্ত্বে প্রসঙ্গে বলিয়াছেন,—

"দুর্দ্দর্শমতিগম্ভীরমজং সাম্যং বিশারদম্।
বুদ্ধ্বা পদমনানাত্বং নমস্কুর্ম্মো যথাবলম্॥"

মন্তব্য

ভাষার প্রাঞ্জলতায় ভাবের গভীরতায় গৌড়পাদীয় আগম সর্ব্বজনের উপভোগ্য। অদ্বৈতবাদের নিবন্ধ-গ্রন্থের মধ্যে ইহা সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। ইহা খ্রীষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে বিরচিত হইবার সম্ভাবনা। গৌড়পাদাচার্য্যের উত্তরগীতার ভাষ্যও অনতি-বিস্তৃত ভাবগম্ভীর। উত্তরগীতার ব্যাখ্যাচ্ছলে যেরূপ মনীষা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা আচার্য্য গৌড়পাদের পক্ষেই শোভন বলিয়া প্রতীত হয়। গৌড়পাদীয় ভাষ্য সহিত উত্তরগীতা শ্রীরঙ্গমের বাণীবিলাস প্রেস প্রকাশ করাতে এক মহদুপকার সাধিত হইয়াছে। উত্তরগীতার প্রমাণ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

এই অপূর্ব্বভাষ্য আবিষ্কৃত হইয়া অদ্বৈতমতের পোষক প্রমাণরূপে পরিগৃহীত হইয়াছে। মায়াবাদের প্রাচীনত্ব বিষয়েও সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। টি, কে বাল সুব্রহ্মণ্যশাস্ত্রী শৃঙ্গেরীমঠ হইতে এবং কৃষ্ণস্বামী আয়ার উকিল মাদ্রাজ গভর্ণমেণ্টের প্রাচীন হস্তলিখিত গ্রন্থের পুস্তকালয় হইতে (Madras Government Oriental Manuscript Library) হস্তলিখিত পুস্তক সংগ্রহ করিয়াছেন। সকল গ্রন্থের সমাপ্তিতেই গৌড়পাদাচার্য্যকৃত বলিয়া (Colophon) পরিসমাপ্তিবাক্য দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। ভাষা ও ভাববিন্যাস দেখিলেও ইহা আচার্য্যের মনীষাপ্রসূত বলিয়াই অনুমিত হয়। উত্তরগীতা তিন অধ্যায়ে সমাপ্ত। শ্রীকৃষ্ণ বক্তা, অর্জ্জুন শ্রোতা। প্রথম অধ্যায়ে যোগারূঢ় ও আরুরুক্ষের স্বরূপ কথিত হইয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিম্ব ও প্রতিবিম্বরূপে জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য সমর্থিত হইয়াছে। উত্তরগীতায় ভগবান্ বলিতেছেন—

"যথা জলং জলে ক্ষিপ্তং ক্ষীরে ক্ষীরং ঘৃতে ঘৃতম্।
অবিশেষো ভবেত্তদ্বজ্ জীবাত্মপরমাত্মনোঃ॥"

ভাষ্যকার আচার্য্য গৌড়পাদ বিম্বগত সর্ব্বগত চৈতন্য ও প্রতিবিম্বাত্মা জীবের ঐক্যই প্রদর্শন করিয়াছেন। বাস্তবিক

এতদ্দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় প্রতিবিম্ববাদই আচার্য্য গৌড়পাদের সম্মত। অবচ্ছিন্নবাদের তিনি বিরোধী। প্রতিবিম্ববাদ ও অবচ্ছিন্নবাদের সবিশেষ বিবরণ অপ্পয়দীক্ষিতের (১৫৮৭—১৬৬০) 'সিদ্ধান্ত লেশ' দ্রষ্টব্য। প্রতিবিম্ববাদ আচার্য্য শঙ্করেরও সম্মত বলিয়াই অনুমিত হয়। উত্তরগীতার তৃতীয় অধ্যায়ে যোগী ভগবানের শরণাপন্ন হয় ও ব্যর্থ ক্রিয়াকলাপ পরিত্যাগ করে—ইহাই বর্ণিত হইয়াছে। উত্তরগীতার প্রথম অধ্যায়ে ৫৭ শ্লোক, দ্বিতীয় অধ্যায়ে ৪৬ এবং তৃতীয় অধ্যায়ে ১৬টী শ্লোক আছে, মোট ১১৯টি শ্লোক আছে। বাণীবিলাস প্রেসের উত্তরগীতা ১৯১০ খ্রীঃ প্রকাশিত হইয়াছে।

আচার্য্য গৌড়পাদ শ্রুতি ও যুক্তিবলে মায়াবাদ প্রপঞ্চিত করিয়াছেন। জগৎই জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যের পরিপন্থী। জগতের মিথ্যাত্ব নিশ্চিত হইলেই জীব ও শিবের একত্ব হইতে পারে। আচার্য্য গৌড়পাদের গ্রন্থই উপাদানরূপে গ্রহণ করিয়া আচার্য্য শঙ্কর ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছেন। আচার্য্য গৌড়পাদ মায়াবাদ শ্রুতিবাক্যবলে গ্রহণ করিয়া যুক্তিবলে তাহার সারবত্তা প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু আচার্য্য শঙ্কর অধ্যাসভাষ্যে মায়ার অস্তিত্ব যেরূপভাবে প্রপঞ্চিত করিয়াছেন তাহা এক অভিনব ব্যাপার। ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে আচার্য্য গৌড়পাদের কারিকা ও উত্তরগীতার ভাষ্য উভয়ই প্রামাণিক, অদ্বৈতমতের প্রাচীন গ্রন্থের মধ্যে এই দুইখানিই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন।

আচার্য্য গৌড়পাদের মত উচ্চাধিকারীর পক্ষেই সম্যক্ উপাদেয়। অনধিকারীর হস্তে এই মতবাদ সর্ব্বনাশের কারণ। তিনি নিজেই বলিয়াছেন—"দুর্দ্দর্শমতিগম্ভীরম্।" এই মতবাদ আদর্শরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। এই মত সিদ্ধান্তরূপে গ্রাহ্য। সাধনের যে অঙ্গ প্রপঞ্চিত তাহাও সন্ন্যাসীর জন্য। এ সম্বন্ধে তিনি নিজেও তাহা বলিয়াছেন। ইহাতে সাধারণ কর্ম্মীর কোনও ব্যবস্থা নাই, হইতেও পারে না। জ্ঞানের অখণ্ডত্ব প্রতিপন্ন করিতে গেলে কর্ম

গৌণ হইয়া পড়ে। সৃষ্টিতত্ত্বে তিনি বিবর্ত্তবাদী। পরিণামবাদ ও আরম্ভবাদ অতি সুচারুরূপে খণ্ডিত হইয়াছে। আচার্য্য শঙ্কর যেরূপভাবে মীমাংসক মতের খণ্ডনে বদ্ধপরিকর, ইহার গ্রন্থে তদ্রূপ প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয় না। ইহার অবশ্য দুইটী কারণ হইতে পারে। প্রথম কারণ—সিদ্ধান্ত স্থাপিত করিতে ওরূপ মতনিরসনের আবশ্যকতা কম। দ্বিতীয়—তাঁহার সময়ে মীমাংসকমতের সবিশেষ প্রবলতা হয় নাই। তাঁহার প্রতিপাদিত শম দম ও বিনয় অতি উচ্চ গ্রামের কথা ও সাধারণের পক্ষে দুর্লভ। চিন্তার অসীমতায় জ্ঞানের স্ফূর্ত্তিতে, যুক্তির সারবত্তায় তাঁহার মত অতি উপাদেয়। যাঁহারা ভাষ্যবিৎ তাঁহারা কারিকা ও উত্তরগীতা ভাষ্য পড়িয়াও আনন্দভোগ করিবেন। গৌড়পাদাচার্য্যের সিদ্ধান্তে উৎপত্তি বা জন্ম নাই। সাংখ্যমতে সৎ হইতে সতের জন্ম। আচার্য্য গৌড়পাদ বলেন—সদ্‌বস্তু সিদ্ধবস্তু, তাহার আবার উৎপত্তি কি? যাহা আছে তাহা আছেই। তাহার উৎপত্তি হইতে পারে না। নৈয়ায়িকগণ অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি স্বীকার করেন। আচার্য্য গৌড়পাদ বলেন—তাহাও অসম্ভব। অর্থাৎ অসৎ যাহা নাই, তাহা হইতে উৎপত্তি অসম্ভব। সদ্‌বস্তুর উৎপত্তি হইলে তাহা জন্য বস্তু হয়, জন্যবস্তু হইলে বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। সদ্‌বস্তুর বিনাশ কাহারও সম্মত হইতে পারে না। যাহা অজ তাহার জন্ম হইবে কি প্রকারে? যাহা অকৃত তাহার উৎপত্তি হইলে তাহা কৃত হয়। ইহা অসম্ভব। তাই তাঁহার সিদ্ধান্ত—

"ন কশ্চিজ্ জায়তে জীবঃ সম্ভবোঽস্য ন বিদ্যতে।
এতত্তদুত্তমং সত্যং যত্র কিংচিন্ন জায়তে॥"

[গৌড়পাদকে সিদ্ধ যোগী বলিয়া অনেকের বিশ্বাস। দেবীভাগবত পুরাণে আছে গৌড়পাদ ছায়াশুকের পুত্র। সং]

ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য

জীবন

গৌড়পাদাচার্য্যের পরে ও আচার্য্যশঙ্করের পূর্ব্বে আর কোনও গ্রন্থকারের পরিচয় পাওয়া যায় না। আচার্য্যশঙ্করের গুরু গোবিন্দপাদ কোনও গ্রন্থ লিখিয়াছেন বলিয়া কোথাও জানিতে পারা যায় নাই। * গোবিন্দপাদ যদি পতঞ্জলি হন, তাহা হইলে মহাভাষ্য তদ্বিরচিত। কিন্তু বেদান্তরাজ্যে কোনও গ্রন্থ তৎপ্রণীত নাই। অন্ততঃ অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। আচার্য্য স্বীয় গুরুর যথেষ্ট সম্মান করিয়াছেন। গুরুর প্রতি যে তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি ছিল, তাহা সর্ব্বত্রই সুস্পষ্ট। কিন্তু কোন গ্রন্থেই তাঁহার গ্রন্থকর্তৃত্ব সম্বন্ধে কিছু বলেন নাই, গৌড়পাদীয় আগম অনুসরণ করিয়াছেন তাহা ভাষ্যে সুব্যক্ত। ভর্তৃপ্রপঞ্চ, দ্রাবিড়াচার্য্য প্রভৃতি আচার্য্য তাঁহার পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন, তাহাও ভাষ্যে প্রতীয়মান হয়। উপবর্ষের বৃত্তি তিনি অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাও প্রদর্শিত হইয়াছে। (অবতরণিকা দ্রষ্টব্য)। উপবর্ষ প্রভৃতি আচার্য্যের কোন গ্রন্থ আবিষ্কৃত হয় নাই। আচার্য্যশঙ্কর যে অদ্বৈতবাদের অন্যতম প্রধান আচার্য্য তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। তাঁহার জীবন-চরিতও আদর্শরূপে বিশ্ব-মানবের ইতিহাসে স্থল পাইবার যোগ্য। যখন ভারতে বৌদ্ধমত ও বৈদিক কর্ম্মমত প্রাধান্যের জন্য ব্যস্ত, পরস্পর পরস্পরকে আক্রমণ করিয়া স্বীয় প্রাধান্য স্থাপনে যত্নবান্, তখন ১৪ বিক্রমাব্দে ৪৫খ্রীঃ পূর্ব্বাব্দে আচার্য্যশঙ্কর দক্ষিণ ভারতে

[*ইঁহার কৃত যোগশাস্ত্রের এক গ্রন্থ পাওয়া যায়। পণ্ডিত জগন্মোহন তর্কালঙ্কার অনূদিত অদ্বৈতানুভূতি নামক একখানি গ্রন্থ গোবিন্দপাদের নামে দেখা যায়, কিন্তু পরে উহা অন্যত্র আচার্য্য রচিত বলা হইয়াছে। সং]



ভগবান শ্রীশ্রীশংকরাচার্য

কেরল দেশে কালাডি নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বৈশাখ শুক্লাপঞ্চমী তাঁহার জন্মতিথি। তিনি অল্প বয়সেই নানা বিদ্যায় পারদর্শী হন। তাঁহার গ্রন্থে তিনি যেরূপ প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হয়—বেদ, বেদান্ত ও বেদাঙ্গাদি শাস্ত্রে তাঁহার অসাধারণ জ্ঞান জন্মিয়াছিল। যৌবনবিকাশ হইতে না হইতেই তিনি সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করেন, এবং নর্ম্মদাতীরে গোবিন্দপাদের নিকট দর্শনাদি অধ্যয়ন করিয়া কৃতী হন। গোবিন্দপাদ অসাধারণ যোগী ছিলেন। শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে শঙ্করের শ্রদ্ধাই তাহার নিদর্শন। অধ্যয়নাদি সমাপনান্তে গুরুর আদেশে শঙ্কর বারাণসীতে গমন করেন। বারাণসী ও বদরিনারায়ণই তাঁহার গ্রন্থ সকলের জন্মস্থান।

বারাণসী হইতে আচার্য্য কলকোলাহলবর্জ্জিত বদরিধামে গমন এবং তথায় একান্তে গ্রন্থাদি লিখেন—এরূপ তাঁহার জীবন-চরিতে দেখিতে পাওয়া যায়। বারাণসীই তাঁহার প্রচারের কেন্দ্রস্থল। বারাণসীতেই তাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার বিকাশ। অবশ্য কোন্ গ্রন্থ কোন্ সময়ে রচিত হইয়াছে তাহা বলা সুকঠিন। ইতিবৃত্ত পাঠে জানিতে পারা যায়—অষ্টম বৎসরে সন্ন্যাস ও ষোড়শ বর্ষেই সকল গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। তাঁহার যেরূপ কর্ম্মবহুল জীবন ও যেরূপ অল্প বয়সে তাঁহার অন্তর্ধান তাহাতে ষোড়শ বর্ষেই গ্রন্থসমাপন যুক্তিযুক্ত মনে হয়। গ্রন্থসমাপন হইলেই তিনি দিগ্বিজয়ে বহির্গত হয়েন। দিগ্বিজয়ে অনেক সময় অতীত হইবার সম্ভাবনা। আসমুদ্রহিমাচল তৎকালে পরিভ্রমণ সহজসাধ্য নহে। তদুপরি, পণ্ডিতগণকে বিচারযুদ্ধে পরাজিত করাও কালসাপেক্ষ। জীবনের দ্বাদশ বৎসর হইতে ষোড়শ বৎসর গ্রন্থপ্রণয়নে, ষোড়শ হইতে দ্বাত্রিংশৎ বর্ষ দিগ্বিজয়ে, মঠস্থাপনে ও মন্দিরপ্রতিষ্ঠায় অতিবাহিত হওয়াই সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। যাহাই হউক অতি অল্প বয়সেই যে তাঁহার প্রতিভার স্ফুরণ হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই।

গ্রন্থপ্রণয়নের সমকালেই তিনি শিষ্যগণকে অধ্যাপনা করিতেন। তাঁহার প্রথম শিষ্য—সনন্দন। ইনিই শেষে পদ্মপাদাচার্য্য নামে পরিচিত হন। "পঞ্চপাদিকা" ইঁহারই দার্শনিক কীর্ত্তি। আচার্য্যের বিরচিত গ্রন্থের বিবরণ অগ্রে প্রদত্ত হইবে। গ্রন্থপ্রণয়ন ও শিষ্য-সংগ্রহ হইলে তিনি দিগ্বিজয়ে বহির্গত হন। দিগ্বিজয়ে তিনি রাজগণের সাহায্য পাইয়াছিলেন বলিয়া অনুমিত হয়। সুধন্বন্ বা সুধন্বন্ রাজার বিষয়ে ভূমিকায় উল্লেখ করিয়াছি। মাধবের গ্রন্থে কুমারিল ভট্টের সহিত আচার্য্যের মিলন বর্ণিত আছে। কুমারিল ভট্ট তুষানল প্রায়শ্চিত্ত করিতেছিলেন। তিনি বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া শেষে বৌদ্ধমত খণ্ডন করেন। তিনি যখন গুরুদ্রোহের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ তুষানলে প্রবেশ করেন, তখনই আচার্য্যশঙ্কর প্রয়াগে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ভট্টপাদের জীবনান্তকালে আচার্য্যশঙ্কর তারকব্রহ্ম নাম প্রদান করেন। কুমারিল ভট্ট ও আচার্য্য সমসাময়িক কিনা তদ্বিষয়ে সন্দেহ আছে। মাধবের অনুসরণ করিলে কুমারিলের কাল খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দী হইবার সম্ভাবনা; কারণ আচার্য্যশঙ্করের কাল প্রথম শতাব্দী বলিয়া আমরা বলিয়াছি। হইতে পারে কুমারিলও খৃঃ পূঃ প্রথম শতাব্দীর প্রথম ভাগে ও দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষভাগে বিদ্যমান ছিলেন, এবং মৃত্যু সময়ে আচার্য্যশঙ্করের সহিত যে তাঁহার দেখা হইয়াছে, তাহাও সত্য। ইতিবৃত্ত অনুসরণ করিয়াই মাধব এরূপ লিখিয়াছেন। কিন্তু আচার্য্যশঙ্কর ভট্ট কুমারিলের বাক্য উদ্ধৃত করেন নাই। শ্লোক বার্ত্তিকে কুমারিল শঙ্করের অদ্বৈতমত খণ্ডন করিয়াছেন।*

ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মতে ভট্ট কুমারিলের কাল ৭০০ খৃষ্টাব্দ। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের এই সিদ্ধান্ত সঠিক হইলে শঙ্কর ও ভট্ট সমকালিক হইতে পারেন না। শঙ্করের কাল খৃঃ পূঃ প্রথম শতাব্দী হইলে ভট্টপাদের আবির্ভাব ৭০০।৮০০ বৎসর পরে। কিন্তু

[* এ বিষয় পূর্ব্বে আলোচনা করা হইয়াছে। সং]

ভট্টপাদের গ্রন্থে অদ্বৈতমত খণ্ডিত হইলেও আচার্য্যশঙ্করের নামোল্লেখ নাই। অবশ্য রামানুজাচার্য্য শঙ্করমতখণ্ডনপ্রসঙ্গেও শঙ্করের নামোল্লেখ করেন নাই। ইতিবৃত্ত ও মাধবকে অনুসরণ করিলে ভট্ট ও শঙ্কর সমকালিক কিনা দৃঢ়তার সহিত এ বিষয়ে কোনও সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে না। শঙ্কর শবরস্বামীর নাম উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু স্বীয় গ্রন্থে ভট্টের নামোল্লেখ করেন নাই। হইতে পারে শঙ্করের সহিত ময়ুর প্রভৃতি পণ্ডিতের পরাজয়ের বৃত্তান্ত যেরূপ মাধব লিখিয়াছেন কুমারিলের সম্বন্ধেও সেইরূপ। এ কথাও যুক্তিসহ নহে। কারণ, মণ্ডনমিশ্র কুমারিলের মত খণ্ডন করিয়াছেন। আমাদের মনে হয়—কুমারিল ভট্ট শঙ্করের পূর্ব্ববর্ত্তী আচার্য্যগণের অদ্বৈতমত খণ্ডন করিয়াছেন। অবশ্য বৌদ্ধমতের নিরসনে উভয়ের নামই প্রসিদ্ধ। প্রয়াগে কুমারিলের সহিত মিলনের পরে আচার্য্যশঙ্কর মগধের অন্তঃপাতী মাহিষ্মতী নগরে মণ্ডনমিশ্রকে পরাজিত করেন। তাঁহাদের বিচারযুদ্ধের মধ্যস্থ ছিলেন—মণ্ডনমিশ্রের পত্নী ভারতী দেবী। ইনি তাৎকালিক রমণীর বিদ্যাবত্তার অপূর্ব্ব নিদর্শন। শঙ্কর ও মণ্ডনের মত পণ্ডিতের বিচারের মধ্যস্থতা করা কিরূপ বিদুষীর সাধ্য তাহা সহজেই অনুমেয়। এই ঘটনায় মনে হয় তৎকালে রমণীগণও সুশিক্ষিতা হইতেন। বৌদ্ধযুগে রমণীগণ ভিক্ষুণী হইতেন। মহাভারতেও বিদুষী সুলভার উপাখ্যান আছে। অবশ্যই প্রাচীন ভারতে বিদুষী ললনার সম্মান যথেষ্ট ছিল। মণ্ডনের পরাজয়ে মণ্ডন সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করেন, এবং সুরেশ্বরাচার্য্য বলিয়া পরিচিত হন। মণ্ডন মিশ্র পূর্ব্বমীমাংসক ছিলেন। তৎকালে তাঁহার মত পণ্ডিত মগধে কেহ ছিল না। শঙ্কর ও মণ্ডনের মতের পার্থক্য কেবল আদর্শে। শঙ্কর কর্ম্মবাদকে জ্ঞানের সহকারী বলিয়াছেন। ভট্টপাদ কুমারিল ও মণ্ডনমিশ্র কর্ম্মই পরম পুরুষার্থ—ইহাই প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন। মণ্ডনমিশ্র যে তৎকালে মগধের পণ্ডিতশিরোমণি ছিলেন এবং তাঁহার পরাজয়ে

যে মগধবিজয় সাধিত হইয়াছিল তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। শঙ্কর মণ্ডনকে পরাভূত করিয়া দাক্ষিণাত্য বিজয়ে বহির্গত হন এবং মহারাষ্ট্রে শৈব ও কাপালিকগণকে পরাজিত করেন, ও তাহাদের অবৈদিক আচার বিদূরিত করেন। উগ্রভৈরব নামক জনৈক কাপালিক তাঁহাকে বলি প্রদান করিয়া সিদ্ধিলাভ মানসে তাঁহার শিষ্য হয়, এবং বলি প্রদানে উদ্যত হইলে পদ্মপাদাচার্য্য কর্তৃক নিহত হয়। এই সময়ে শঙ্করের অতিমানুষভাব তাঁহার সাধনার অপূর্ব্ব নিদর্শন। কাপালিকের খড়্গতলেও তিনি সমাধিস্থ ও শান্ত! ইহার পরে আরও দক্ষিণে গমন করিয়া তুঙ্গভদ্রার তীরে সারদা দেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক সরস্বতীর প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার সহিত যে মঠ স্থাপন করেন তাহাই শৃঙ্গেরী মঠ। সুরেশ্বরাচার্য্য এই মঠের আধিপত্য প্রাপ্ত হন। এই শৃঙ্গেরী মঠে অবস্থান কালে পদ্মপাদাচার্য্য "পঞ্চপাদিকা" নামক নিবন্ধ প্রণয়ন করেন। শঙ্করের অনুমতি লইয়া পদ্মপাদ তীর্থভ্রমণে বহির্গত হন। ইতিমধ্যে আচার্য্য তাঁহার বৃদ্ধা মাতার আসন্নকাল জানিতে পারিয়া মাতার নিকট উপস্থিত হন। মাতার মৃত্যু হইলে তাঁহার সংকারাদি করিয়া পুনরায় শৃঙ্গেরী মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং দিগ্বিজয়ে বহির্গত হন। এই সময়ে পুরীধামে গোবর্দ্ধন মঠ স্থাপন করেন, এবং পদ্মপাদাচার্য্যকে মঠাধিপত্যে নিযুক্ত করেন। * কাঞ্চিতে শাক্ত সম্প্রদায়ের ভিতর যে সকল অনাচার ছিল তাহা বিদূরিত করেন। তাঁহার কার্য্যের বিশেষত্ব এই যে, তিনি সকল সম্প্রদায়ের দোষ দূর করিয়াছেন, কিন্তু কোন দেবতার উপাসনায় হস্তক্ষেপ করেন নাই। সকল মতের পাপ দূর করিয়া পবিত্র করিয়াছেন। শাক্ত, গাণপত্য ও কাপালিক সম্প্রদায় এই সময়ে সকল অনাচার দূর করিতে বাধ্য হয়। কারণ চোল ও পাণ্ড্য দেশের রাজন্যবর্গও আচার্য্যের প্রভাবে প্রভাবিত হইয়াছিলেন। বাস্তবিক এই সংস্কারকার্য্যে বহুদিন অতিবাহিত হইয়াছিল। দক্ষিণ

* কাঁহারও কাঁহারও মতে পুরীর মন্দিরও আচার্য্যশঙ্করের যত্নে নির্ম্মিত হয়।

ভারতের সর্ব্বত্র ধর্ম্মের পতাকা উড্ডীন করিয়া বেদান্তের মহিমা উদ্ঘোষিত করিয়া তিনি পুনরায় উত্তর ভারতের অভিমুখে প্রস্থান করেন। কিছুদিন বেরার প্রদেশে অবস্থান করিয়া উজ্জয়িনীতে উপনীত হন, এবং তথায় ভৈরবগণের ভীষণ সাধননীতি নিবারণ করেন। এইস্থলে ক্রকচ নামক জনৈক ভৈরবের বিবরণ মাধবের গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। বোধ হয় এই দেশের তদানীন্তন রাজাকে স্বমতে আনয়ন করিয়া ভৈরবদিগের অত্যাচার বলপূর্ব্বক নিবারণ করেন। উজ্জয়িনী হইতে আচার্য্য গুজরাতে উপস্থিত হন। তথায় দ্বারকায় একটী মঠ স্থাপনা করেন, এবং হস্তামলকাচার্য্যকে তথায় প্রতিষ্ঠিত করেন। তৎপরে গাঙ্গেয় প্রদেশের পণ্ডিতগণকে বিচারযুদ্ধে পরাজিত করিয়া কাশ্মীরের সারদাক্ষেত্রে উপস্থিত হন, এবং তথাকার পণ্ডিতগণকে পরাজিত করিয়া স্বমতের প্রতিষ্ঠা করেন।

তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক আসামের অন্তর্গত কামরূপের শাক্ত অভিনব গুপ্তের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হন। অভিনবগুপ্ত বিচারে পরাজিত হন। অবশ্যই স্পন্দ সম্প্রদায়ের অভিনবগুপ্তচার্য্য ও আসামের অভিনবগুপ্তচার্য্য ভিন্ন ব্যক্তি। স্পন্দ সম্প্রদায়ের অভিনবগুপ্তচার্য্য প্রত্যভিজ্ঞা মতবাদের একজন প্রধান আচার্য্য। এই অভিনবগুপ্ত অন্ততঃ ১০০০ খৃষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন। আচার্য্য শঙ্করের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইবার কোনও সম্ভাবনা নাই। আসামের অভিনবগুপ্ত অভিচারবলে শঙ্করাচার্য্যের ভগন্দর রোগ উৎপাদন করে। পদ্মপাদাচার্য্যের চেষ্টায় শঙ্কর রোগমুক্ত হন।

আসাম হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া আচার্য্য বদরিতে গমন করেন। তথায় তিনি জ্যোতির্মঠ স্থাপন করিয়া তোটকাচার্য্যকে প্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্তু অন্যান্য মঠের ন্যায় এই মঠ আচার্য্যের কোনও স্বনাভিষিক্ত সন্ন্যাসীর হস্তে নাই। বদরিনারায়ণের মন্দিরের

মহান্ত রাওল ব্রাহ্মণই এখন মঠের অধ্যক্ষ। বিষ্ণুপ্রয়াগের নিকটেই জ্যোতিঃ বা জ্যোতির্মঠ স্থাপিত। মঠস্থাপনের সঙ্গিতই বদরিনারায়ণের মন্দির নির্ম্মিত হয়। বর্ত্তমানেও নম্বুরী ব্রাহ্মণই বদরির অধ্যক্ষ। নম্বুরী ব্রাহ্মণের বংশেই আচার্য্যশঙ্করের অভ্যুদয়। বদরির মন্দিরপ্রতিষ্ঠা হইলে তিনি কেদারে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, এবং তথায়ই ভারতগগনের প্রোজ্জ্বলমার্ত্তণ্ড অস্তমিত হন। তাঁহার তিরোভাব কাল ১১ খৃঃ পূ। ৩২ বৎসরের সময় তাঁহার জীবন-লীলার অবসান হয়।

জীবনের কার্য্যাবলী

সন্ন্যাস। অধ্যয়ন। কাশী ও বদরিনাথে অবস্থান,	জীবনের ১৬ বৎসর পর্য্যন্ত এই কার্য্যে অতিবাহিত হইয়াছে।
অধ্যাপনা ও গ্রন্থপ্রণয়ন। প্রয়াগে ভট্ট কুমারিলের সহিত মিলন। মণ্ডন মিশ্রের পরাজয়, শৃঙ্গেরী-মঠস্থাপন ও সারদাদেবীর প্রতিষ্ঠা।	১৬-৩২ বৎসরে অবশিষ্ট সকল কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে।

দিগ্বিজয়।

পুরীর গোবর্দ্ধনমঠের প্রতিষ্ঠা, শাক্ত প্রভৃতি সম্প্রদায়ের সংস্কার, উজ্জয়িনীতে ভৈরবগণের সংস্কার, দ্বারকায় মঠপ্রতিষ্ঠা (সারদা মঠ)। পণ্ডিতগণের সহিত বিচার ও স্বমতের প্রতিষ্ঠা।

কাশ্মীরের শিক্ষাকেন্দ্র সারদাক্ষেত্রে তক্ষশীলার পণ্ডিতবর্গের পরাজয় ও স্বমতের প্রতিষ্ঠা।

কামরূপে গমন ও অভিনবগুপ্তের পরাজয়।

বদরিনারায়ণে গমন।

বিষ্ণুপ্রয়াগে জ্যোতির্মঠ ও মন্দিরপ্রতিষ্ঠা।

দশনামী (অর্থাৎ তীর্থ, আশ্রম, বন, অরণ্য, গিরি, পর্ব্বত, সাগর, সরস্বতী, ভারতী, ও পুরী) সন্ন্যাসীর প্রতিষ্ঠা।

চারি মঠের অধীনে এই দশনামী সন্ন্যাসিগণকে স্থাপন করেন।

সমস্ত ভারতীয় ধর্ম্মমতের পরিশুদ্ধির জন্যই এই অপূর্ব্ব প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠান শক্তির এরূপ উদ্বোধন আর কোথায়ও পরিদৃষ্ট হয় না। অশোকের বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের প্রচেষ্টায় এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকায় ধর্ম্মমত প্রচারিত হইয়াছিল। কিন্তু পূর্ব্ব এশিয়া ব্যতীত অন্য ভূ-খণ্ডে বৌদ্ধমতের প্রভাব থাকিলেও বৌদ্ধমত নাই। বিশেষতঃ বৌদ্ধধর্ম্মের জন্মস্থান যে ভারতবর্ষ তাহা হইতে উহা এক প্রকার নির্ব্বাসিত হইয়াছে।

পূর্ব্বএশিয়াও বৌদ্ধমতের যথেষ্ট পরিবর্ত্তন হইয়াছে। চীন দেশের "কনফুসিয়ান" মত ও 'তাও' মত ও জাপানের 'সিণ্ট'ধর্ম্ম প্রভৃতি বৌদ্ধমতকে রূপান্তরিত করিয়াছে। কিন্তু আচার্য্যশঙ্করের প্রভাব আজিও ভারতে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। নানারূপ পরিবর্ত্তনের ভিতরেও আপনার মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। বর্ত্তমান ভারতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে মনে হয়,—শঙ্করের সাম্রাজ্যই বিস্তৃতি লাভ করিতেছে। এমন কি শঙ্করের মতবাদ পৃথিবীর অন্যান্য ভূ-খণ্ডেও সমাদৃত হইতেছে। শঙ্করের দর্শনিক চিন্তা সমস্ত বিশ্ব-মানবের সম্পত্তি হইয়া চিন্তারাজ্যে নূতন ধারা নির্দ্দেশ করিতেছে। মঠপ্রতিষ্ঠা এবং গ্রন্থের বিস্তারই এই বিকাশের মূল। চরিত্রের মহিমা, জ্ঞানের গভীরতা, বুদ্ধির তীক্ষ্নতা, কর্ম্মের অক্লান্তি, প্রাণের উদারতার এরূপ অপূর্ব্ব সমন্বয়—বোধ হয় পৃথিবীর ইতিহাসে আর নাই। খড়্গতলেও স্থির, পাপনিবারণে বদ্ধপরিকর, কর্ম্মফলে অনাসক্ত, ধর্ম্মমতে উদার, কর্ম্মক্ষেত্রে অটল অচল, প্রেমে পূর্ণ, জ্ঞানে মূর্ত্তিমান্ অবতার। এরূপ অসাধারণ চরিত্র পৃথিবীর ইতিহাসে আর আছে বলিয়া আমাদের ধারণা নাই। এরূপ অক্লান্ত কর্ম্মী

অথচ চরিত্রের মহিমায় মহিমান্বিত, জ্ঞানের সুষমায় প্রোজ্জ্বল বোধ হয় আর কেহই নাই।

গ্রন্থের বিবরণ

আচার্য্য শঙ্কর কোন্ সময়ে কোন্ গ্রন্থ লিখিয়াছেন তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। কাঁহারও মতে 'বিষ্ণুর সহস্রনাম ভাষ্য' তিনি প্রথমে রচনা করেন। তৎপরে প্রকরণ-গ্রন্থ রচনা করিয়া উপনিষদ্ ভাষ্য, গীতাভাষ্য ও সর্ব্বশেষে ব্রহ্মসূত্রভাষ্য প্রণয়ন করেন। * অবশ্যই এ সম্বন্ধে দৃঢ়তার সহিত কিছুই বলা যায় না। অনেক স্তোত্র—পরে বিরচিত হইবার সম্ভাবনা। কৃষ্ণ স্বামী আয়ার মহোদয় লিখিয়াছেন—"The commentary on the Gita is said to betray some amount of impatience in regard to those who object to an unmarried young man turning out a Sanyasin. If it does, it must be evidently the expression of his personal feeling."

---

* "The order in which he wrote his works, is not known to us, but judging from analogy, it is clear, he must have attempted small things before beginning great ones. There is a tradition that he began with commenting on the thousand names of Vishnu (Vishnu-shahasranama), and there is nothing improbable in it. The reader will easily find in his terse and beautiful explanations of these names an earnest of what was to follow. Many small works of various kinds must have been written by him before he proceeded to comment on the chief Upanishads or on the Gita, or finally on the Vedanta Sutras.

C. N. Krishnaswami Ayer. Sankaracharya, His life and Times (4th Ed.P. 21-22).

(Sankracharyya. His life and Times. 4th Ed. p. 22.) আমাদের কিন্তু গীতাভাষ্য পড়িয়া এরূপ ধারণা জন্মে নাই। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৭২ শ্লোকের ভাষ্যে যাহা লিখিয়াছেন তাহাতে এরূপ কোনও প্রতীতি জন্মিতে পারে না। দ্বিতীয় অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি শ্লোক এই—

"এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি।
স্থিত্বাস্যামন্তকালেঽপি ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃচ্ছতি।" ২।৭২।

ইহার ভাষ্যে আচার্য্য শঙ্কর লিখিয়াছেন—"স্থিত্বা অস্যাং স্থিতৌ ব্রাহ্ম্যাং যথোক্তায়াম্ অন্তকালে অন্তে বয়স্যপি ব্রহ্মনির্ব্বাণং ব্রহ্মনিবৃতিং মোক্ষমৃচ্ছতি, কিমু বক্তব্যং ব্রহ্মচর্য্যাদেব সংন্যস্য যাবজ্জীবং যো ব্রহ্মণ্যেবাবতিষ্ঠতে স ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃচ্ছতীতি" (গীতা, নিঃ সাঃ সঃ ১৯১২ ইং ১৮৩৪ শকাব্দ ১৩৩ পৃঃ)। এস্থলে "অপি" শব্দের অর্থ গ্রহণ করিলেই ঐরূপ অর্থসঙ্গতি হয়। "অন্তকালেও" বলিলেই ঐরূপ অর্থ করা ভিন্ন গত্যন্তর নাই। এস্থলে কোথাও অধৈর্য্যের চিহ্নমাত্র লক্ষিত হয় না। বিশেষতঃ সনক, সনন্দ প্রভৃতি আকুমার সন্ন্যাসী। বালখিল্য মুনিরাও আকুমার সন্ন্যাসী। এমতাবস্থায় শঙ্করের সন্ন্যাসগ্রহণ গর্হিত হইবার কোনও হেতু দেখিতে পাওয়া যায় না। বৌদ্ধ ভারতে সন্ন্যাসের প্লাবন ইতিহাসপ্রসিদ্ধ। তৎকালে অবিবাহিতের পক্ষে সন্ন্যাসের কোনও প্রতিবন্ধকতা দেখিতে পাই না। বরং তৎকাল সন্ন্যাসের পক্ষেই অনুকূল। অতএব আয়ার মহোদয়ের সিদ্ধান্ত সমীচীন মনে হয় না।

শঙ্করের মনীষা অসাধারণ। এরূপ সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা কদাচিৎ পরিলক্ষিত হয়। আচার্য্যশঙ্করের সম্পূর্ণ গ্রন্থাবলী শ্রীরঙ্গমের বাণীবিলাস প্রেস ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত করিয়াছে। ২০ খণ্ডে এই গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। এরূপ কোনও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ এ পর্য্যন্ত হয় নাই। প্রথম তিন খণ্ডে ব্রহ্মসূত্র ভাষ্য। ৪র্থ খণ্ডে ঈশ, কেন, কঠ ও প্রশ্নোপনিষদের ভাষ্য। ৫ম খণ্ডে

মুণ্ডক, মাণ্ডূক্য (কারিকা সহিত) এবং ঐতরেয় উপনিষদের ভাষ্য। ৬ষ্ঠ খণ্ডে তৈত্তিরীয় এবং ছান্দোগ্য উপনিষদের তৃতীয় অধ্যায় পর্য্যন্ত ভাষ্য। ৭ম খণ্ডে ছান্দোগ্যের অবশিষ্ট ভাষ্য। ৮ম খণ্ডে বৃহদারণ্যকের দ্বিতীয় অধ্যায় পর্য্যন্ত ভাষ্য। ৯ম খণ্ডে বৃহদারণ্যকের চতুর্থ অধ্যায় পর্য্যন্ত এবং ১০ম খণ্ডে বৃহদারণ্যকের অবশিষ্ট অংশ ও নৃসিংহ পূর্ব্বতাপনীয় উপনিষদের ভাষ্য আছে। ১১শ ও ১২শ খণ্ডে গীতাভাষ্য। ১৩শ খণ্ডে বিষ্ণুর সহস্রনাম ভাষ্য ও সনৎসুজাতীয় ভাষ্য। ১৪শ খণ্ডে বিবেকচূড়ামণি ও উপদেশসহস্রী। ১৫শ খণ্ডে অপরোক্ষানুভূতি, বাক্যবৃত্তি, স্বাত্মনিরূপণম্, আত্মবোধ, শতশ্লোকী, দশশ্লোকী, সর্ব্ববেদান্তসিদ্ধান্তসারসংগ্রহ, প্রভৃতি প্রকরণ গ্রন্থ আছে। ১৬শ খণ্ডে প্রবোধসুধাকর, মনীষাপঞ্চক, অদ্বৈতানুভূতি, পঞ্চীকরণ প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ২৫ খানি প্রকরণ গ্রন্থ বর্ত্তমান। ১৭শ খণ্ডে গণপতিস্তোত্র, সুব্রহ্মণ্যস্তোত্র, ঈশ্বরস্তোত্র ও দেবীস্তোত্র মোট ৩০টী স্তোত্র আছে। ১৮শ খণ্ডে বিষ্ণুস্তোত্র, প্রভৃতি ৩৫টী স্তোত্র ও ললিতা-ত্রিশতী-স্তোত্র-ভাষ্য আছে। ১৯ ও ২০শ খণ্ডে প্রপঞ্চসারতন্ত্র বিদ্যমান। এই সংস্করণে শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ দেখিতে পাওয়া যায় না। ইতিবৃত্তবলে জানিতে পারা যায় যে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের ভাষ্যও তদ্বিরচিত। পুনা আনন্দাশ্রমের সংস্করণে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের ভাষ্য আচার্য্যশঙ্করের বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। বঙ্গদেশে স্বর্গীয় মহেশ পালের সংস্করণেও ইহাই দেখিতে পাওয়া যায়। ইতিবৃত্তে বিশ্বাস ভিন্ন গত্যন্তর নাই।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের বাক্য আচার্য্যশঙ্কর ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে ৫৩ বার উদ্ধৃত করিয়াছেন। শ্বেতাশ্বতরের ভাষ্যও তৎপ্রণীত বলিয়া বোধ হয়। অবশ্যই এই উপনিষদের ভাষ্যভূমিকায় বহু পৌরাণিক বাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে। ব্রহ্মসূত্র প্রভৃতির ভাষ্যে ও অন্যান্য উপনিষদের ভাষ্যে পৌরাণিক বাক্য অতি সামান্যই আছে। কিন্তু ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের বাক্য উদ্ধৃত করায় উহার

ভাষ্যও আচার্য্য শঙ্করকৃত বলিয়া মনে হয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকরণ গ্রন্থের মধ্যে বাণীবিলাস সংস্করণে "অজ্ঞানবোধিনী" নামক গ্রন্থ দেখিতে পাই না। কিন্তু বঙ্গদেশীয় প্রসন্ন শাস্ত্রীর ও বসুমতীর সংস্করণে "অজ্ঞানবোধিনী" দেখিতে পাই। এই গ্রন্থ তদ্বিরচিত কি না দৃঢ়তার সহিত বলা যায় না। গ্রন্থের বিশেষত্ব এই যে ইহাতে পঞ্চীকরণ প্রভৃতি অতি বিশদভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। বঙ্গদেশ ও কাশী প্রদেশে আরও বহু গ্রন্থ আচার্য্যের নামে প্রচলিত আছে।

বঙ্গদেশীয় সংস্করণ মধ্যে দুই একটি স্তোত্র দেখা যায়। তাহা বাণীবিলাস সংস্করণে নাই। ক্ষুদ্র প্রকরণ ও স্তোত্র সম্বন্ধে নির্দ্ধারিতরূপে বলা সুকঠিন। যাহা হউক ইহাদের মধ্যে প্রধান কয়েকখানি গ্রন্থের বিবরণ এই—

ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য

ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য—এই ভাষ্যের বহু সংস্করণ হইয়াছে। তন্মধ্যে কতিপয় এই ঃ—আনন্দাশ্রমের সং—১৮৯০-৯১ (আনন্দগিরি টীকা সহ)।

এসিয়াটিক সোসাইটী সং—(গোবিন্দানন্দের টীকা সহ) এখন পাওয়া যায় না।

কালীবর বেদান্তবাগীশের সং—(ভামতী সহ) বঙ্গাব্দ ১২৯৪।

নির্ণয়সাগর সং—(ভামতী, রত্নপ্রভা ও আনন্দগিরিসহ) ১৯০৯।

নির্ণয়সাগর সং—(ভামতী, কল্পতরু, পরিমল)—১৯১৭।

জীবানন্দ বিদ্যাসাগর সং— (ভামতী)

ঐ ঐ (রত্নপ্রভা)

বাণীবিলাস প্রেস সং—(ভামতী, কল্পতরু, পরিমল, আভোগ) এখনও অসম্পূর্ণ।

বিজয়নগর সংস্কৃত সিরিজ্ সং—(কল্পতরু, পরিমল)।

লোটাস্ লাইব্রেরী (কলিকাতা) সং—(ভামতী, রত্নপ্রভা প্রভৃতি সহ। এখনও শেষ হয় নাই। খণ্ডাকারে বাহির হইতেছে। চতুঃসূত্রী শেষ হইয়াছে।

Deussen, Die Sutras des Vedanta, text with translations of Sutras, with Sankar's commentary, Leipsic 1887.

Thibaut's translation in sacred books of the East. Vol. xxxiv, Oxford 1890.

সূত্রভাষ্যের টীকার বিবরণ পরে প্রদত্ত হইবে। ভাষ্যের উপর বহু টীকা ও নিবন্ধ গ্রন্থ বিরচিত হইয়াছে। বৃত্তি, টীকা, নিবন্ধ, টীকার টীকার বিস্তৃত বিবরণ প্রদান আয়াসসাধ্য ব্যাপার। অন্য কোনও ভাষ্যের এরূপ ব্যাখ্যা হয় নাই। খ্রীঃ পূঃ ১ম শতাব্দী হইতে ব্যাখ্যা আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু আট শত বৎসর কাল আচার্য্যের টীকা বা ভাষ্যবৃত্তি প্রণয়ন এক প্রকার বন্ধ ছিল বলিয়াই মনে হয়। আচার্য্যশঙ্করের সমকালীন ও সাক্ষাৎ শিষ্য পদ্মপাদাচার্য্য "পঞ্চপাদিকা" ও সাক্ষাৎশিষ্য কোনও অজ্ঞাতনামা আচার্য্যের বৃত্তি (শ্রীবিদ্যা প্রেস, কুম্ভকোণ, মান্দ্রাজ।) ভিন্ন ব্রহ্মসূত্রের কোনও বৃত্তি বা টীকা দেখিতে পাওয়া যায় না। সর্ব্বজ্ঞাত্মমুনিই (৭৫৮—৮৪৮ খ্রীঃ) প্রথম বিস্তৃত "সংক্ষেপশারীরক" নামক বৃত্তি রচনা করেন। তিনি রাষ্ট্রকূটবংশীয় রাজা প্রথম কৃষ্ণের সময় "সংক্ষেপশারীরক" লিখিয়াছিলেন বলিয়া গ্রন্থসমাপ্তিতে লিখিয়াছেন। (ভূমিকায় দ্রষ্টব্য)। রাজা প্রথম কৃষ্ণ ৭৬০—৭৮০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁহার সময়ে প্রথম বিস্তৃত বৃত্তি বিরচিত হয়। খ্রীঃ পূঃ প্রথম শতাব্দী হইতে অষ্টম শতাব্দী পর্য্যন্ত আচার্য্যের ভাষ্য, পঞ্চপাদিকা ও সুরেশ্বরাচার্য্যের গ্রন্থনিচয়ের প্রচার ছিল। পুরাণ, স্মৃতি প্রভৃতির প্রচার ও

প্রসার চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীতে সবিশেষ ছিল। তৎকালে ভাষ্যের টীকা প্রণয়নের বিশেষ আবশ্যকতা বোধ হয় নাই। দক্ষিণ ভারতে চালুক্য বংশের রাজত্ব কালে (৫৫০—৭৫০ খ্রীঃ) পূর্ব্ব-মীমাংসা দর্শনের নানারূপ নিবন্ধ বিরচিত হয়। * মীমাংসার প্রচার ও প্রতিপত্তির জন্যই অষ্টম শতাব্দীতে আচার্য্যের ভাষ্যের নূতন করিয়া বৃত্তিবিরচন আবশ্যক হইয়াছিল। বিশেষতঃ সম্প্রদায়ক্রমে ভাষ্য এই দীর্ঘকাল চলিয়া আসিলেও কালসহকারে নানারূপ ঘাতপ্রতিঘাতে ব্যাখ্যাবিপর্য্যয় অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়িল। ইহা রুদ্ধ করিবার জন্যই অষ্টম শতাব্দী হইতে ১৮শ শতাব্দী পর্য্যন্ত এমন শতাব্দী প্রায় অতিবাহিত হয় নাই যে শতাব্দীতে বেদান্তমতের গ্রন্থ রচিত হয় নাই। টীকা, নিবন্ধ, প্রকরণ ইত্যাদি নানারূপ গ্রন্থই প্রণীত ও প্রচারিত হইয়াছে। এই সহস্র বৎসরই ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে অদ্বৈতদর্শনের স্বর্ণযুগ। কেবল অদ্বৈতমত নহে, অন্যান্য মতেও এই সহস্র বৎসরই নানারূপ গ্রন্থ প্রণীত ও প্রচারিত হইয়াছে। আচার্য্য গৌড়পাদের কাল হইতেই দার্শনিক চিন্তা ১৮শ শতাব্দী পর্য্যন্ত—এই দুই সহস্র বৎসর ভারতে নানারূপ পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়াও আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। আচার্য্যশঙ্করের ভাষ্যের প্রথম টীকা বা নিবন্ধ "পঞ্চপাদিকা।" ইহা চতুঃসূত্রীর টীকা। ইহার অতিরিক্ত আর পাওয়া যায় নাই। পঞ্চপাদিকা বিজয়নগর সিরিজে কাশীতে মুদ্রিত হইয়াছে। "সাক্ষাৎ শিষ্য" কিন্তু নাম জানা যায় না, তাঁহার এক বৃত্তি আছে। ইহা অতি সংক্ষিপ্ত। সম্ভবতঃ আচার্য্যের কোন শিষ্যই এই বৃত্তি প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহাতে সকলের সূত্রেরই বৃত্তি প্রদত্ত হইয়াছে। "সংক্ষেপশারীরককার" তাঁহার গ্রন্থকে বৃত্তি বলিলেও উহাকে স্বতন্ত্র গ্রন্থরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। ভাষ্যের পরে প্রধান টীকাই ভামতী। বাচস্পতি মিশ্র এই টীকার কর্ত্তা। তিনি দশম শতাব্দীতে

* স্মিথ সাহেবের ইতিহাস ৩৮৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

বিদ্যমান ছিলেন বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীতেই এই প্রধান নিবন্ধ ভামতী বিরচিত হইয়াছে। এই নিবন্ধও ভাষ্যের ন্যায় প্রসন্ন ও গম্ভীর। ভাষ্যব্যাখ্যাচ্ছলে ভামতীকার যে অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় প্রদর্শন করিয়াছেন তাহাতে বিস্মিত হইতে হয়। পরে তাঁহার গ্রন্থাদি বর্ণিত হইবে। ভামতীর পরে ১৩শ শতাব্দীতে অমলানন্দস্বামী কল্পতরু টীকা প্রণয়ন করেন। অমলানন্দ দেবগিরির যাদব বংশের রাজা রামচন্দ্র ও তদ্‌ভ্রাতা মহাদেবের রাজত্বকালে কল্পতরু প্রণয়ন করেন। কল্পতরুর উপরে ১৬শ ও ১৭শ শতাব্দীতে অপ্পয়দীক্ষিত পরিমল নামক টীকা লিখেন। লক্ষ্মীনৃসিংহ কল্পতরুর উপরে "আভোগ" নামক অন্য একটী টীকা বিরচন করেন। লক্ষ্মীনৃসিংহ "পরিমলের" ছায়ানুসরণ করিয়াই "আভোগ" রচনা করেন।

পঞ্চপাদিকা সম্প্রদায় হইতে ভামতী সম্প্রদায় ভিন্ন। পঞ্চপাদিকার টীকা পঞ্চপাদিকা-বিবরণ। প্রকাশাত্ম যতি ইহার প্রণেতা। স্থলবিশেষে বিবরণকার ও ভামতীকারের মতের পার্থক্য আছে। যথাস্থানে তাহা প্রদর্শিত হইবে। এই বিবরণ টীকা ভিন্ন অমলানন্দের "পঞ্চপাদিকাদর্পণ" নামক এক গ্রন্থের বিষয় জানা যায়। এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া জানিতে পারি নাই। ইতদ্ভিন্ন বিদ্যাসাগরকৃত "পঞ্চপাদিকাটীকা"ও আছে। অবশ্য এ গ্রন্থও প্রকাশিত হয় নাই। পঞ্চপাদিকার বিবরণের উপরে দুইটী টীকা আছে। প্রথম—তত্ত্বদীপন বেনারস সংস্কৃত সিরিজে প্রকাশিত। ইহা অখণ্ডানুভূতি আচার্য্য-শিষ্য আচার্য্য অখণ্ডানন্দকৃত। অখণ্ডানন্দ পঞ্চদশ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। দ্বিতীয় টীকা— ভাবপ্রকাশিকা। ইহা জগন্নাথাশ্রম আচার্য্যের শিষ্য নৃসিংহাশ্রম কৃত। নৃসিংহাশ্রম (১৫৮৭) ১৬শ শতাব্দীর মধ্যভাগে বর্ত্তমান ছিলেন বলিয়াই মনে হয়। *

* [বিবরণের উপর রত্নপ্রভাকার রামানন্দকৃত বিবরণোপন্যাস নামক এক

অদ্বৈতানন্দের "ব্রহ্মবিদ্যাভরণ" ভাষ্যের উপর টীকা। রঙ্গনাথের বৃত্তি সূত্রের উপর। বিদ্যারণ্যের বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহ ভাষ্যের উপর। আনন্দগিরি বা আনন্দজ্ঞান কৃত "ন্যায়নির্ণয় টীকা" চতুঃসূত্রী পর্য্যন্ত ভাষ্যের উপর। অপ্পয় দীক্ষিত কৃত "ন্যায়রক্ষামণি" প্রথমাধ্যায় পর্য্যন্ত, ইহা সূত্রের উপর। রামানন্দ কৃত "ভাষ্যরত্নপ্রভা" ইহা ভাষ্যের উপর। শঙ্করানন্দ কৃত "ব্রহ্মসূত্রদীপিকা", রামানন্দ সরস্বতী কৃত "ব্রহ্মামৃতবর্ষিণী" টীকা এবং সদাশিবেন্দ্র সরস্বতী কৃত "ব্রহ্মতত্ত্ব-প্রকাশিকা" নামক বৃত্তি ব্রহ্মসূত্রের উপর আছে।

এই সকল টীকা ও বৃত্তিকার সকলেই আচার্য্য শঙ্করের মতানুসারণ করিয়াছেন। এতগুলি টীকা, বৃত্তি ও নিবন্ধ কেবল ভাষ্যের প্রকৃত ব্যাখ্যামানসেই বিরচিত হইয়াছে। বিশেষতঃ রামানুজ, মধ্ব, ভাস্কর, শ্রীকণ্ঠ, উদয়ন, বল্লভাচার্য্য প্রভৃতি আচার্য্য-গণের অভ্যুদয়ের সহিত প্রতিপক্ষগণকে পরাজিত করিয়া অদ্বৈত মতের প্রতিষ্ঠা রক্ষা করিবার জন্য কেবল টীকা বা বৃত্তি নহে, অনেক প্রমেয়বহুল নিবন্ধও রচিত হইয়াছে। শ্রীহর্ষমিশ্রের খণ্ডনখণ্ডখাদ্য (কাশী চৌঃ সং), আনন্দবোধাচার্য্যের "ন্যায়মকরন্দ" (কাশী চৌঃ সং), "তত্ত্বপ্রদীপিকা" (নিঃ সাঃ সং), মধুসূদন সরস্বতীর "অদ্বৈতসিদ্ধি" (শ্রীবিদ্যা সং, ও নিঃ সাঃ সং) প্রভৃতি গ্রন্থের চিন্তাশীলতার, দার্শনিকতার অপূর্ব্ব অতুলনীয় নিদর্শন।

ইহা কাশী চৌখাম্বাতে ছাপা হইয়াছে। চিৎসুখাচার্য্য কৃত ভাষ্যের উপর ভাষ্যভাবপ্রকাশিকা নামক এক উত্তম টীকা আছে, ইহা এখনও অমুদ্রিত। ভামতীর উপর ভামতীতিলক নামক আর এক উত্তম টীকা আছে। ইহাও অমুদ্রিত। শঙ্করপাদভূষণ নামক আর এক টীকা আছে। এসব টীকা ছাপিব বলিয়া সংগ্রহ করিয়া ছাপিতে পারি নাই। শঙ্করভাষ্যের উপর বা উক্ত সূত্রের উপর এত টীকা আছে যে তাহার জন্য একখানি পৃথক্ গ্রন্থ হইলে ভাল হয়। সং]

ভাষ্যের এতগুলি টীকা দেখিলেই বাচস্পতি মিশ্রের "প্রসন্নগম্ভীর" কথার সার্থকতা মনে হয়।

ভাষ্যে ছান্দোগ্য উপনিষৎ ৮০৯ স্থলে, বৃহদারণ্যক ৫৬৫, তৈত্তিরীয় ১৪২, মুণ্ডক ১২৯, কঠ ১০৩, কৌষীতকী ৮৮, শ্বেতাশ্বতর ৫৩, প্রশ্ন ৩৮, ঐতরেয় ২২, জাবাল ১৩, মহানারায়ণ ৯, ঈশ ৮, পৈঙ্গি ৬, এবং কেন উপনিষৎ ৫ স্থলে উদ্ধৃত হইয়াছে।

উপনিষদ্-ভাষ্য

আনন্দাশ্রমের সংস্করণই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর। ভাষ্যের উপরে আনন্দজ্ঞানের টীকা আছে। কেনোপনিষদের দুই রকমের টীকা আছে। বঙ্গদেশে স্বর্গীয় মহেশচন্দ্র পাল মহাশয়ের সংস্করণ ও বর্ত্তমানে মোটাস্ লাইব্রেরীর সংস্করণ আছে। নিম্নলিখিত উপনিষদের উপর আচার্য্যের ভাষ্য বিদ্যমান।

১। ঈশোপনিষৎ (সটীক শঙ্করভাষ্য ভিন্ন উবটাচার্য্যের ভাষ্য, আনন্দভট্টোপাধ্যায়কৃত ভাষ্য, অনন্তাচার্য্যকৃত ভাষ্য, ব্রহ্মানন্দ সরস্বতীকৃত রহস্য, শঙ্করানন্দকৃত দীপিকা এবং রামচন্দ্র পণ্ডিতকৃত ঈশাবাস্যরহস্যবিবৃতিও আছে)।

২। কেনোপনিষৎ (ইহার দুই প্রকার সটীক শঙ্করভাষ্য এবং শঙ্করানন্দ ও নারায়ণ বিরচিত দীপিকাও আছে)।

৩। কঠোপনিষৎ (কেবল সটীক শঙ্করভাষ্য আছে)।

৪। প্রশ্নোপনিষৎ (সটীক শঙ্করভাষ্য ও শঙ্করানন্দদীপিকা)।

৫। মুণ্ডকোপনিষৎ (ঐ নারায়ণদীপিকা)।

৬। মাণ্ডুক্যোপনিষৎ (ঐ কারিকার সটীক শঙ্করভাষ্য ও শঙ্করানন্দকৃত দীপিকা)।

৭। ঐতরেয় উপনিষৎ (ঐ বিদ্যারণ্যকৃত দীপিকা)।

৮। তৈত্তিরীয় উপনিষৎ (ঐ বিদ্যারণ্য ও শঙ্করানন্দের দীপিকা)।

৯। ছান্দোগ্য উপনিষৎ (সটীক শঙ্করভাষ্য)।
১০। বৃহদারণ্যক উপনিষৎ (ঐ)
১১। নৃসিংহ পূর্ব্বতাপানীয় (কেবল শঙ্করভাষ্য)।
১২। শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ (ঐ)

এই সকল উপনিষদের ভাষ্যের উপরে আনন্দগিরির টীকা ব্যতীত কোনও কোনও উপনিষদের উপর শঙ্করানন্দ প্রভৃতির দীপিকা বা বৃত্তি আছে। নৃসিংহ পূর্ব্বতাপানীয় ও শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের উপর আনন্দগিরির কোনও টীকা নাই।

গীতাভাষ্য

গীতাভাষ্যের নানারূপ সংস্করণ হইয়াছে। আনন্দাশ্রমের সংস্করণ ১৮৯৭। নির্ণয় সাগর (আট টীকা)—১৯১২। বেঙ্কটেশ্বর (চতুষ্টীকা)। কলিকাতায় ৯টী টীকাযুক্ত দামোদর মুখোপাধ্যায়ের সংস্করণ, প্রসন্নকুমার শাস্ত্রীর সংস্করণ, কৃষ্ণানন্দ স্বামীর সংস্করণ (কাশী যোগাশ্রম হইতে প্রকাশিত) এবং লোটাস্ লাইব্রেরীর সংস্করণ এখন সুলভ। কিন্তু এতদ্ব্যতীত বহু সংস্করণ বিদ্যমান।

ভাষ্য অনুসরণ করিয়া নিম্নলিখিত টীকা প্রণীত হইয়াছে।

১। গীতাভাষ্যবিবেচন—আনন্দগিরিকৃত।
২। গূঢ়ার্থ দীপিকা—মধুসূদন সরস্বতীকৃত।
৩। গীতাসুবোধিনী—শ্রীধর স্বামীকৃত।
৪। গীতার্থ-প্রকাশ (ভারত ভাবদীপ)—শ্রীনীলকণ্ঠ সূরি কৃত।
৫। শঙ্করানন্দের টীকা।
৬। ভাষ্যোৎকর্ষ দীপিকা—ধনপতি সূরিকৃত।

আচার্য্য মধুসূদন, শ্রীধর প্রভৃতি স্থলবিশেষে টীকায় আচার্য্যের বিরোধী মত প্রপঞ্চিত করিয়াছেন। ভাষ্যোৎকর্ষ দীপিকায় ধনপতি সূরি সেই সকল স্থলে উহাদের ব্যাখ্যার দোষ প্রদর্শন করিয়া আচার্য্য শঙ্করের মতের উপাদেয়ত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। (নির্ণয়

সাগরের ১৯১২ খ্রীঃ সংস্করণ দ্রষ্টব্য)। কলিকাতার "উৎসব" পত্রের সম্পাদক পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার মহাশয় টীকা ও ভাষ্য হইতে সংগৃহীত টীকা ও বাঙ্গালা ব্যাখ্যায় আচার্য্য শঙ্করের ব্যাখ্যার উপাদেয়ত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। ইংরাজী অনুবাদ Sacred Books Vol. VIII 2nd Ed. Oxford 191 দ্রষ্টব্য হইয়াছে। ডেভিস্ (Davies) সাহেবের এক অনুবাদও আছে। তৃতীয় সংস্করণ ১৮৯৪ সালে প্রকাশিত হইয়াছিল। (Trubner's Oriental Series)। ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় করিয়াছেন। প্রথমে এই বঙ্গানুবাদ উদ্বোধন আফিসে পাওয়া যাইত। বর্ত্তমানে কোটাস্ লাইব্রেরীর সংস্করণে সেই অনুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত গীতার অন্যান্য টীকাও আছে। চিদ্ঘনানন্দের গূঢ়ার্থদীপিকা (বোম্বাই সং), রঘুনাথ প্রসাদের গীতামৃততরঙ্গিণী (বোম্বাই সং), বালপ্রবোধিনী ব্যাখ্যা (পুনা), সদানন্দ বিরচিত শ্লোকবদ্ধ "ভাব প্রকাশ" নামক টীকা (পুনা) আছে। ব্রহ্মানন্দ বিরচিত "ব্রহ্মানন্দগিরি" নামক ব্যাখ্যাও বিদ্যমান। ইহা শ্রীরঙ্গম বাণীবিলাস প্রেস হইতে প্রকাশিত এবং অতি উত্তম টীকা। ইহাতে অপরাপর ভাষ্যাদির মত খণ্ডনপূর্ব্বক শঙ্করভাষ্যের উৎকর্ষ প্রদর্শিত হইয়াছে। বাস্তবিক ভারতের সকল প্রদেশেই গীতার নানারূপ টীকা সহিত নানা সংস্করণ হইয়াছে। টীকার প্রসার আচার্য্যের ভাষ্যের উপাদেয়ত্বের নিদর্শন। গীতা মহাভারতের ভীষ্ম পর্ব্বের অন্তর্গত। গীতা ১৮শ অধ্যায় ৭০০ শ্লোকে সম্পূর্ণ।

বিষ্ণুসহস্রনাম ভাষ্য

বঙ্গদেশে ৺মহেশচন্দ্র পালের সংস্করণ আছে। ইহার বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে। বাণীবিলাস প্রেস "তারকব্রহ্মানন্দ" টীকা সহিত সভাষ্য সহস্রনাম প্রকাশ করিতেছেন। "বিষ্ণুসহস্রনাম"

ও মহাভারতের অনুশাসনপর্ব্বের অন্তর্ভুক্ত। ইহাতে ১৪০ শ্লোক ও দুইটী অর্থবাদ শ্লোক আছে।

সনৎসুজাতীয় ভাষ্য

মহাভারতের অন্তর্গত উদ্যোগপর্ব্বের ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি সনৎকুমারের অধ্যাত্ম উপদেশই সনৎসুজাতীয় শাস্ত্র। ইহা চারি অধ্যায়ে সম্পূর্ণ। প্রথম অধ্যায়ে ৪০টী শ্লোক, দ্বিতীয় অধ্যায়ে ৫১, তৃতীয় অধ্যায়ে ২৬, চতুর্থ অধ্যায়ে ২৯টী শ্লোক আছে। মোট ১৪৬ শ্লোক। কলিকাতার স্বর্গীয় কালীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয় ইহার অনুবাদ এক সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন।

হস্তামলক ভাষ্য

কোনও কোনও সংস্করণে "কস্ত্বং শিশো" এইরূপ আরম্ভ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু "নিমিত্তং মনশ্চক্ষুরাদি প্রবৃত্তৌ", "নিরস্তাখিলোপাধিরাকাশকল্পঃ" ইত্যাদি শ্লোক হইতেই ভাষ্য আরম্ভ হইয়াছে। এই শ্লোক সহিত ১২ শ্লোকের উপর শঙ্করভাষ্য বিদ্যমান। ইহা অতি সংক্ষিপ্ত হইলেও ইহাতে অদ্বৈতসিদ্ধান্ত অতি স্পষ্টরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে। "স নিত্যোপলব্ধিঃ স্বরূপোহমাত্মা" ইহাই প্রকৃত জ্ঞান। জ্ঞানীর স্বরূপ ঐ এক চরণেই প্রকাশিত হইয়াছে। [অনেকে বলেন এই ভাষ্য আচার্য্যের নহে। কারণ, শিষ্যের গ্রন্থে তিনি ভাষ্য করিবেন কেন? কেহ বলেন ইহা প্রাচীন গ্রন্থ, শিষ্য হস্তামলক উহার সাহায্যে আত্ম-পরিচয় দিয়াছিলেন, উহা উত্তম গ্রন্থ এজন্য আচার্য্য তাহার ভাষ্য করেন। সং]

ললিতাত্রিশতী ভাষ্য

"ললিতাত্রিশতী" মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত। ইহার উপর যে শঙ্করভাষ্য আছে তাহাতে শব্দগুলির অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। অনেকগুলি মন্ত্রোদ্ধারও করা হইয়াছে।

প্রকরণ গ্রন্থ—বিবেকচূড়ামণি

প্রকরণ গ্রন্থের মধ্যে বিবেকচূড়ামণি নামক গ্রন্থের কোনও টীকা পাওয়া যায় না। ভাষা ও ভাবমাধুর্য্যে গ্রন্থখানি একান্ত উপাদেয়। বাঙ্গালা, বোম্বাই, কাশী, শ্রীরঙ্গ প্রভৃতি সকল স্থলেই এই গ্রন্থের নানারূপ সংস্করণ হইয়াছে। শ্রীরঙ্গের সংস্করণে ৫৮১ শ্লোক আছে। বঙ্গদেশীয় সংস্করণের সহিত কোন কোন স্থলে পার্থক্য আছে।

উপদেশসহস্রী

এই গ্রন্থের উপরে রামতীর্থ স্বামীর "পাদযোজনিকা" নামক টীকা আছে। "উপদেশসহস্রী" গদ্যপদ্যাত্মক। এই গ্রন্থের লোটাস্ লাইব্রেরীর এক সংস্করণ ও নির্ণয় সাগর প্রেসের এক সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ আছে। লোটাস্ লাইব্রেরীর সংস্করণে বঙ্গানুবাদ আছে। উপদেশসহস্রী হইতে সুরেশ্বরাচার্য্য স্বকৃত নৈষ্কর্ম্ম-সিদ্ধিতে বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। সদানন্দও বেদান্তসারে ইহার বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। রামতীর্থ স্বামীও বেদান্তসারের টীকায় "বিদ্বন্মনোরঞ্জিনীতে" ইহা হইতে প্রামাণিক শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। (জেকব সাহেবের ২য় সং ৪৫, ৫৪, ৫৫, ৮০, ১২৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

এই গ্রন্থের পদ্যাংশের উপর বিদ্যাধামের শিষ্য বোধনিধি একখানি টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন। এই টীকা এখনও প্রকাশিত হয় নাই। (মাদ্রাজ Oriental Manuscript Library vol. IX 3100—3101 পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। [আনন্দগিরির একটী টীকাও আছে। সং]

অপরোক্ষানুভূতি

ইহার উপর বিদ্যারণ্য স্বামীর টীকা আছে। সটীক সংস্করণ বোম্বাইতে পাওয়া যায়। কলিকাতায় ৺প্রসন্নকুমার শাস্ত্রীর

প্রকাশিত গ্রন্থাবলীতেও সটীক অপরোক্ষানুভূতি আছে। এই গ্রন্থে মোট ১৪৪ শ্লোক আছে। গ্রন্থ-কলেবর ক্ষীণ হইলেও ভাবের প্রাধান্যে ইহা একখানি উপাদেয় গ্রন্থমধ্যে পরিগণিত। এই গ্রন্থে যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম প্রভৃতির এমন মনোজ্ঞ ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে যে পাঠ করিলেই হৃদয় পুলকিত হয়।

[মহেশ পালের সংস্করণও আছে। সং]

শতশ্লোকী

ইহার উপরে আনন্দগিরির টীকা আছে। ইহা বোম্বাইয়ে পাওয়া যায়। ইহাতে ১০১টী শ্লোক আছে।

দশশ্লোকী

ইহার উপরে মধুসূদন সরস্বতীর এক টীকা আছে। ইহার অপর নাম "সিদ্ধান্তবিন্দু"। "সিদ্ধান্তবিন্দু"র উপরে ব্রহ্মানন্দ সরস্বতীর "রত্নাবলী" নামক টীকা বিদ্যমান। কুম্ভকোণ শ্রীবিদ্যাপ্রেসের এক সংস্করণ আছে। [মহেশ পালেরও এক সংস্করণ আছে। সং]

সর্ব্ববেদান্তসিদ্ধান্ত-সারসংগ্রহ

ইহাতে ১০০৬ শ্লোক আছে। বাণীবিলাস প্রেস, শ্রীরঙ্গম ও ত্রিবাঙ্কুরের পৃথক্ পৃথক্ সংস্করণ আছে। কলিকাতা লোটাস্ লাইব্রেরীর সংস্করণে বঙ্গানুবাদও আছে।

বাক্যসুধা

এই গ্রন্থ Benares Sanskrit Series এ প্রকাশিত হইয়াছে (১৯০১)। ইহার উপর ব্রহ্মানন্দ সরস্বতীর টীকা আছে। বাক্যসুধায় ৪৬ শ্লোক আছে।

পঞ্চীকরণ

পরমহংসগণের সমাধিবিধিপ্রদর্শন জন্য এই অতি সংক্ষিপ্ত প্রকরণ গ্রন্থ বিরচিত। এই প্রকরণের উপরে সুরেশ্বরাচার্য্যের ভাষ্য আছে।

অন্য প্রকরণ গ্রন্থ

ইহা ভিন্ন অনেক ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রকরণ গ্রন্থ আছে। ইহাদের উপর কোনও টীকাদি প্রণীত হয় নাই। তাই তাহাদের বিবরণ প্রদত্ত হইল না। [কিন্তু "দৃগ্‌দর্শনবিবেক" নামক একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ দেখা যায়, তাহার উপর আনন্দগিরির টীকা আছে। গ্রন্থখানি অতি উপাদেয়। ইহা কলিকাতা হইতে প্রকাশিত এবং সানুবাদ। সং]

স্তোত্রসমূহের মধ্যে দক্ষিণামূর্ত্তিস্তোত্রের উপর টীকা আছে। শঙ্করের স্তোত্রগুলির বিশেষত্ব এই যে, পদের লালিত্যে, ভাবের গভীরতায় ইহারা সংস্কৃত সাহিত্যের অলঙ্কার। প্রাণের ভাব ভাষার ভিতর দিয়া যতদূর স্ফূর্ত্তি পাইতে পারে, ততদূর এই সকল স্তোত্রে স্ফুরিত হইয়াছে। আচার্য্য কোন দেবতাবিশেষের পক্ষপাতী নহেন। সকল দেবতাই যে এক তাহা দেখাইবার জন্যই শিবপর, বিষ্ণুপর, শক্তিপর, গণেশপর স্তোত্র রচনা করিয়াছেন। এরূপ শাব্দিক পারিপাট্য, এরূপ ভাষার ঝঙ্কার, এরূপ মর্ম্মস্পৃক্ ভাব, দার্শনিক সত্যের এরূপ সরল ও সহজ প্রকাশ অন্যত্র আছে কিনা বলিতে পারি না। ভক্তহৃদয়ের উৎস হইতে ভাবের স্ফূর্ত্তি হইলে এরূপ অনীর্ব্বচনীয় ভাষার বিকাশ হইতে পারে, অন্যথা নহে। এই সকল স্তোত্রে শঙ্করের হৃদয় প্রকট। "নির্গুণ মানস পূজা" (বা, বি, সং ১৯১০, ১৮খ, ১০৭—১১১ পৃ) নামক স্তোত্রটীতে অদ্বৈতাত্মজ্ঞান এরূপ মধুরভাবে বর্ণিত হইয়াছে যে পাঠ করিলেই আনন্দের প্রবাহ বহিতে থাকে।

প্রপঞ্চসার তন্ত্র

এই গ্রন্থখানি ৩৩টী পটলে সম্পূর্ণ। শ্রীবিদ্যার উপাসনাদি এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। সকল উপাসনাই যে ব্রহ্মের উপাসনা তাহাই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়। সমন্বয়সাধনই গ্রন্থের বিশেষ তাৎপর্য্য। এই গ্রন্থে মোট ২৪২৭ শ্লোক আছে। [ইহার উপর পদ্মপাদাচার্য্যের টীকা এবং অন্যান্য বহু টীকা আছে। সং]

বস্তুতঃ আচার্য্য শঙ্করের প্রণীত সমস্ত গ্রন্থই ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞানের প্রতিপাদনে পরিসমাপ্ত।

আত্মবোধ

এই গ্রন্থ পদ্যে লিখিত। ইহার উপরে বিশ্বেশ্বর পণ্ডিত বিরচিত "দীপিকা" নাম্নী টীকা আছে। (M. O. M. L. Vol. IX. Pp. 3301—03.)

মনীষা পঞ্চক

ইহার উপরে গোপাল বালযতি কৃত "মধুমঞ্জরী" নামক টীকা আছে। (M. O. M. L. Vol. IX P. 3500.) ইহার উপরে অন্য টীকাও আছে। (M. O. M. L. Vol. X. P. 3510.)

বাহুল্যভয়ে অবশিষ্ট গ্রন্থের বিবরণ আর প্রদত্ত হইল না।

ভগবান্ শ্রীশঙ্করাচার্য্যের মতবাদ

অধ্যাত্মমীমাংসাই শঙ্করদর্শনের প্রাণ। আচার্য্য শঙ্করের মতবাদের বিশেষত্ব মায়াবাদ। আচার্য্য গৌড়পাদের কারিকায় ও উত্তরগীতাভাষ্যে যে মায়াবাদের অঙ্কুর দেখা যায়, তাহাই আচার্য্য শঙ্করের ভাষ্যে মহামহীরুহরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। সকলেই নিজকে "আমি" বলিয়া জানে, কিন্তু আমি বা আত্মার প্রকৃত স্বরূপ

জানে না। জীব কখনও বলে, "আমার দেহ, আমার ইন্দ্রিয়, আমার মন, আমার বুদ্ধি", আবার বলে, "আমি খঞ্জ, আমি কুদ্ধ, আমি অন্ধ" ইত্যাদি। অতএব জীবের "আমি" জ্ঞানের স্থির অবলম্বন নাই। তাই আমি বা আত্মা কেবল "আমি" জ্ঞানের জ্ঞেয়। এরূপ সিদ্ধান্ত হইতে পারে না। বাস্তবিক জীবের সামান্যতঃ আত্মবোধ থাকিলেও আত্মার প্রকৃত স্বরূপের বোধ নাই। সংশয় থাকিলেই মীমাংসা। নির্ণয় সংশয়সাপেক্ষ, সংশয় আছে বলিয়াই আত্মবিচার। আমি কি?—এই বিচার করিতে গেলে দেখিতে পাওয়া যায়, আত্মজ্ঞান কখনও দেহাদিকে অবলম্বন করিয়া উদিত হয়, কখনও বা চৈতন্যমাত্র অবলম্বন করিয়া অবস্থিত হয়। দেহাদিতে আত্মবোধ তাই অধ্যাস বা ভ্রান্তির ফল। আমি বা আত্মা প্রকাশক, দেহাদি প্রকাশ্য। প্রকাশক ও প্রকাশ্য বা দ্রষ্টা ও দৃশ্য অবশ্যই পৃথক্। অতএব যখন ব্যবহার দশায় দেহাদিতে আত্মবোধ হয়, তাহা অধ্যাস ভিন্ন অন্য কিছুই নহে।

জীবের জ্ঞান অধ্যস্ত কি না? এইরূপ শঙ্কা উত্থাপন করিয়াই আচার্য্য শঙ্কর তাঁহার শারীরক ভাষ্যের উপক্রমণিকায় অধ্যাসের বিষয় প্রপঞ্চিত করিয়াছেন। এই প্রথম অংশটাই তাঁহার ভাষ্যের ভূমিকা। এক্ষণে ইহা অধ্যাসভাষ্য নামে পরিচিত। এমন চমৎকার ভূমিকা আর কোনও ভাষ্যকার বা ব্যাখ্যাকার লিখিতে পারেন নাই। অধ্যাসভাষ্যে আচার্য্যের যে প্রতিভার স্ফুরণ হইয়াছে তাহাই ভাষ্যের সর্ব্বত্র পরিস্ফুট, এবং সেই প্রতিভার পূর্ণতায় সমস্ত ভাষ্য জগতের অমূল্য সম্পত্তি হইয়াছে।

সাংখ্যদর্শনে সৎ হইতে সতের জন্ম বা উৎপত্তি স্বীকৃত হইয়াছে। কারণও সৎ, কার্য্যও সৎ। সৎ হইতেই সতের উৎপত্তি। আচার্য্য গৌড়পাদ বলিয়াছেন, সৎ বস্তুর উৎপত্তি হইতে পারে না। যাহা আছে, যাহা সিদ্ধ বস্তু তাহার আবার উৎপত্তি কি? যাহা আছে, তাহা আছেই। ইহার উৎপত্তি হইতে পারে না। যাহার

উৎপত্তি আছে, তাহার বিনাশ অপরিহার্য্য। যাহা আছে, যাহা সৎ তাহার বিনাশ হইতে পারে না। যাহা অজাত, তাহার জন্ম অসম্ভব। অজাত বস্তুই অমৃত। অমৃতের বিনাশ নাই। তত্ত্বতঃ বা মায়াবলে কোনও প্রকারেই উৎপত্তি বা জন্ম স্বীকৃত হইতে পারে না। মায়িক সৃষ্টিকেও উদ্ভব বা উৎপত্তি বলা যায় না। কারণ, উহার সত্তা নাই। আচার্য্য গৌড়পাদ তাই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—সৎ হইতেও সতের উৎপত্তি স্বীকার্য্য নহে। অসৎ হইতেও উৎপত্তি স্বীকার্য্য নহে। তিনি বলিয়াছেন—

"ন কশ্চিজ্জায়তে জীবঃ সম্ভবোঽস্য ন বিদ্যতে
এতত্তদুত্তমং সত্যং যত্র কিঞ্চিন্ন জায়তে॥"

আচার্য্য গৌড়পাদের মতে সৃষ্টি মায়িক বা মিথ্যা, কিন্তু ব্যবহারিক জগৎ উপলব্ধ হয়। এই উপলব্ধি আকীট মনুষ্য সকলেরই আছে। এই উপলব্ধির মূল কি? এই অনুসন্ধান করিতে আচার্য্যশঙ্কর অধ্যাসভাষ্য প্রপঞ্চিত করিয়াছেন। আচার্য্যশঙ্কর বলেন—বিষয়ী সৎ, বিষয় অসৎ। বিষয় অসৎ হইলেও সৎ বলিয়া বোধ হয়। সত্য ও মিথ্যা মিলাইয়াই সমস্ত লোকব্যবহার। "অহং" আর "ইদং" এই চিদচিৎ গ্রন্থিই সকল ব্যবহারের অবলম্বন। আত্মা প্রকাশক, জড় প্রকাশ্য। যাহা আত্মা, তাহা অনাত্মা নহে। যাহা আলোক, তাহা অন্ধকার নহে। অতএব যাহা আত্মা তাহা কখনই জড় হইতে পারে না, সত্য ও মিথ্যা—আত্মা ও অনাত্মা মিলাইয়া যে লোকব্যবহার তাহা অবশ্যই ভ্রান্তির ফল। পারমার্থিক দৃষ্টিতে আত্মা ও অনাত্মার তাদাত্ম্য থাকিতে পারে না। যাহা আছে ও যাহা নাই তাহার আবার সম্বন্ধ কি?

অনাত্মবস্তু কল্পিত। কারণ, যাহা ত্রিকাল ও তিন অবস্থায় সৎ, তাহাই সত্য, যাহা অবাধিত তাহাই সত্য। যাহার বাধ হয়, তাহাই মিথ্যা। আত্মার বাধ হয় না। আত্মা ত্রিকালে তিন অবস্থায় সৎ। অতএব আত্মা সৎ। কিন্তু অনাত্মা বা দৃশ্যের বাধ

হয়। জাগরণের দৃশ্য, স্বপ্নদৃশ্য হইতে পৃথক্। ঘন সুষুপ্তিতে স্বপ্ন ও জাগ্রৎ উভয় দৃশ্যের লয় হয়। যাহা সৎ, তাহার লয়, ক্ষয়, ব্যয় নাই। তাহা শাশ্বত, তাহা চিরন্তন। তাহা বদলাইতে পারে না। সত্যের পরিবর্ত্তন হইতে পারে না। সত্য চিরকাল সর্ব্বাবস্থায়ই সত্য। কিন্তু দৃশ্যের বা বিষয়ের পরিবর্ত্তন হয়। অতএব উহা সত্য নহে, উহা মিথ্যা। সত্যানৃত মিলাইয়া লোকব্যবহার হইতেছে। উহা সর্ব্বজনের প্রত্যক্ষ। অতএব এই ব্যবহারের মূল কারণ অবিদ্যা বা অজ্ঞান। বিপর্য্যয়, বিকল্প প্রভৃতি সকলই অজ্ঞান। এক বস্তুকে অন্য বস্তু বলিয়া বোধই মিথ্যা জ্ঞান। যথার্থস্বরূপের বোধই জ্ঞান। অসমাপ্ত বোধও অজ্ঞান। যাহা যাহা নহে, তাহাতে তাহার বোধই অজ্ঞান। অনাত্মাতে আত্মবোধ অজ্ঞান। অবস্তুতে বস্তুবোধ অজ্ঞান। এই অজ্ঞান সর্ব্বজীবনসাধারণ। তাই শঙ্কর বলিয়াছেন,—"পশ্বাদিভিশ্চাবিশেষাৎ।"

পশু পক্ষী হইতে মানুষ পর্য্যন্ত সকলেই অবস্তুতে বস্তুর আরোপ করিয়া ব্যবহার করিতেছে। অত্যন্তপৃথক্ সত্য ও মিথ্যা, আত্মা ও অনাত্মা উভয়ে পরস্পর আরোপ করিয়া অনাদি ব্যবহার চলিতেছে। শঙ্কর বলেন,—"সত্যানৃতে মিথুনীকৃত্যাহমিদং মমেদমিতি নৈসর্গিকোঽয়ং লোকব্যবহারঃ।" এই অজ্ঞান নৈসর্গিক এক্ষণে এই অধ্যাস কি? অধ্যাসের লক্ষণ কি? শঙ্কর বলিতেছেন— "স্মৃতিরূপঃ পরত্র পূর্ব্বদৃষ্টাবভাসঃ" অর্থাৎ অধ্যাস এক প্রকার অবভাস অর্থাৎ মিথ্যাপ্রত্যয়, এবং তাহা স্মৃতিজ্ঞানের মত ও পূর্ব্বপ্রতীতি অনুসারে বা অনুরূপে উৎপন্ন হয়। এই অধ্যাসই অবিদ্যা বা অজ্ঞান। বিবেকজ বস্তুর অবধারণই বিদ্যাস্বরূপ। অতএব যে অধিষ্ঠানে অধ্যাস সেই অধিষ্ঠানের অধ্যাসকৃত দোষগুণ হইতে পারে না। কারণ, সদসতের কোনও রূপ সম্বন্ধ অসম্ভব। আচার্য্য শঙ্করের মতে লৌকিক ও বৈদিক সকল প্রমাণপ্রমেয়-ব্যবহারই অবিদ্যার বশে। ঐকাত্ম্যজ্ঞান ব্যতিরেকে এই অজ্ঞানের

বিনাশ হয় না। অজ্ঞানই মায়া। যতক্ষণ অজ্ঞান আছে, ততক্ষণ ইহার সত্তা স্বীকার করিতে হয়। পক্ষান্তরে জ্ঞানোদয়ে অজ্ঞান থাকে না। অতএব ইহাকে সৎ বলা যায় না, অসৎ বলাও যায় না। তাহা হইলে সদসৎ হউক? শঙ্কর বলেন—তাহাও হইতে পারে না। কারণ, একই বস্তু সমকালে বিরুদ্ধধর্ম্মাক্রান্ত হইতে পারে না। অতএব ইহাকে সদসৎ বলিতে পারা যায় না। আর তাই ইহাকে অনির্ব্বচনীয় বলিতে হইবে। ইহা সর্ব্বজনপ্রত্যক্ষ, অতএব ইহা যৎকিঞ্চিৎ। কিন্তু মিথ্যা বলিয়া তুচ্ছ। মৃত্তিকা ও ঘট পৃথক্‌ও নহে অপৃথক্‌ও নহে। ভিন্নাভিন্নও নহে। মৃত্তিকা না হইলে ঘট হয় না, অতএব অপৃথক্ বলিতে হয়। কিন্তু মৃত্তিকা ও ঘটে পৃথক্ত্ব আছে। ঘট ও মৃত্তিকা ভিন্নাভিন্নও বলা যায় না, অতএব অনির্ব্বচনীয় বলিতে হয়। বাস্তবিক অজ্ঞান জ্ঞানে থাকিতে পারে না। ত্রিকালে কি কোন দেশে অজ্ঞান জ্ঞানে নাই। জ্ঞান জ্ঞানই। অজ্ঞানের আশ্রয় জ্ঞান বটে, কিন্তু অজ্ঞান জ্ঞানে নাই। অজ্ঞান সর্ব্বজন্তুসাধারণ। কেহ কেহ বলেন, আচার্য্য শঙ্কর মায়া বা অজ্ঞান নামক কোন বস্তুকে Assumption রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। আমাদের মনে হয় তাঁহাদের এই সিদ্ধান্ত সঙ্গত নহে। কারণ, মায়া Assumption নহে। উহা সর্ব্বজনপ্রত্যক্ষ। যাহা সর্ব্বজনপ্রত্যক্ষ, তাহাকে Assume করিতে হয় না। অবিদ্যা বা অজ্ঞান যে সর্ব্বজনপ্রত্যক্ষ তাহা শঙ্কর "পশ্বাদিভিশ্চাবিশেষাৎ" এই বাক্যদ্বারাই প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তাঁহার মতে শাস্ত্রীয় ব্যবহারও অবিদ্যার ফল। যে পর্য্যন্ত যথাযথ আত্মজ্ঞান উদিত না হয়, তাবৎকালই শাস্ত্রের সার্থকতা। তিনি তাই বলিয়াছেন "প্রাক্ চ তথাভূতাত্মবিজ্ঞানাৎ প্রবর্ত্তমানং শাস্ত্রমবিদ্যাবদ্বিষয়ত্বং নাতিবর্ত্ততে" (অধ্যাস ভাষ্য)। জীব মাত্রেরই অধ্যাস আছে, অতস্মিন্ তদ্‌বুদ্ধিই অধ্যাস। এই অধ্যাস গৌণ ও মুখ্য দুই প্রকার। পুত্রভার্য্যাদিতে আত্মবুদ্ধি গৌণ। শরীর

ইন্দ্রিয়াদিতে আত্মবুদ্ধি মুখ্য। এইরূপ অনাদি, অনন্ত, নৈসর্গিক অধ্যাসবলেই কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব সর্ব্বলোকপ্রত্যক্ষ ব্যবহার চলিতেছে। যাঁহারা বলেন শঙ্কর মায়া বা অজ্ঞান assume করিয়াছেন, তাঁহাদের অধ্যাসভাষ্যের পরিসমাপ্তি স্থান দ্রষ্টব্য। তিনি বলিতেছেন।—"এবময়নাদিরনন্তো নৈসর্গিকোঽধ্যাসো মিথ্যাপ্রত্যয়রূপঃ কর্তৃত্বভোক্তৃত্বপ্রবর্ত্তকঃ সর্ব্বলোকপ্রত্যক্ষঃ"। যাহা সর্ব্বলোকপ্রত্যক্ষ তাহা কখনই assumption হইতে পারে না। শঙ্করের মতে আত্মা ও অজ্ঞান বা অনাত্মবস্তু লইয়া বিচার। আত্মবোধই প্রয়োজন, ব্রহ্মবিচার ব্যতীত আত্মবোধ সম্ভব নহে। বেদান্তশাস্ত্রবিচারদ্বারা ব্রহ্মমীমাংসা সম্ভব। অতএব বেদান্তবিচার আবশ্যক। শাস্ত্র অবিদ্যার বিষয় হইলেও নিষেধমুখেই আত্মজ্ঞান প্রতিপন্ন করে। অবিদ্যানিবৃত্তি পর্য্যন্তই শাস্ত্রের তাৎপর্য্য। শঙ্করের মতে ব্রহ্ম স্বপ্রকাশ। আত্মাই ব্রহ্ম। শাস্ত্র জড়, আত্মার প্রকাশেই শাস্ত্রের প্রকাশ। শাস্ত্র তাই স্বপ্রকাশ বস্তুকে প্রকাশ করে না। কেবল অবিদ্যার নিবৃত্তি পর্য্যন্তই শাস্ত্রের সার্থকতা। "নেতি নেতি" দ্বারাই শাস্ত্র আত্মাকে প্রতিপন্ন করে। ব্রহ্মবস্তু দৃশ্য নহেন, দৃশ্য বস্তুকে "ইদংতয়া" নির্ব্বচন করা চলে, কিন্তু যাহা প্রত্যগাত্মস্বরূপ তাহা স্বপ্রকাশ। ব্রহ্ম দৃশ্য নহেন বলিয়াই তাঁহাকে "ইদংতয়া" নির্ব্বচন করা যায় না। (মাণ্ডূক্যোপনিষদের ভাষ্য দ্রষ্টব্য)। ব্রহ্মসূত্রের প্রথম সূত্রে অনুবন্ধ চতুষ্টয় প্রদর্শিত হইয়াছে। অধিকারী, সংবন্ধ, প্রয়োজন, বিষয় এই চারিটি অনুবন্ধ। আচার্য্যশঙ্করের মতে শমদমাদিসাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন ব্যক্তিই অধিকারী। পূর্ব্বমীমাংসা বা কর্ম্মমীমাংসায় যাহার জ্ঞান জন্মিয়াছে সেই ব্যক্তিই যে অধিকারী হইবে—ইহার কোন তাৎপর্য্য নাই।

এস্থলে রামানুজাচার্য্য আচার্য্য শঙ্করের সহিত একমত নহেন, রামানুজাচার্য্য পূর্ব্বমীমাংসা ও উত্তরমীমাংসাকে পূর্ব্বাপর শাস্ত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছেন। আচার্য্য শঙ্কর বলেন, কর্ম্ম জ্ঞানের সহকারী।

কিন্তু সমুচ্চয়বাদ কখনই পরিগৃহীত হইতে পারে না। শঙ্কর বলেন, ধর্ম্মজিজ্ঞাসার পূর্ব্বেও যে ব্যক্তি বেদান্ত পড়িয়াছে তাহার ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা সম্ভব। তাই তিনি বলিতেছেন—

"ধর্ম্মজিজ্ঞাসায়াঃ প্রাগপ্যধীতবেদান্তস্য ব্রহ্মজিজ্ঞাসোপপত্তেঃ"।

শঙ্কর এ সম্বন্ধেও হেতু প্রদর্শন করিয়াছেন। ধর্ম্মজিজ্ঞাসা ও ব্রহ্মজিজ্ঞাসার ফল ও জিজ্ঞাস্য ভিন্ন। ধর্ম্মজ্ঞানের ফল অভ্যুদয়, এবং এই ফল অনুষ্ঠানসাপেক্ষ। ব্রহ্মজ্ঞানের ফল মুক্তি। ইহাতে অনুষ্ঠানের অপেক্ষা নাই। ভূতবস্তুবিষয়ক জ্ঞানে কোনও রূপ অনুষ্ঠান নাই। ধর্ম্মজিজ্ঞাসার জিজ্ঞাস্য ভব্য বা জন্য। উহা জ্ঞানকালে হয় না বা জন্মে না, কারণ উহা পুরুষের ব্যাপারের অধীন, কিন্তু ব্রহ্ম নিত্যসিদ্ধ ভূতবস্তু, উহা পুরুষব্যাপারতন্ত্র নহে। উভয়ের চোদনা প্রভৃতির ভেদও আছে। ধর্ম্মবিষয়ক বিধানগুলি শ্রোতৃ-পুরুষকে "ইহা কর, এইরূপ কর" ইত্যাদি প্রকারে প্রবৃত্ত করে। কিন্তু ব্রহ্মবিষয়ক বিধান উহার বিপরীত। "কর" না বলিয়া, কেবল "জান", "তাহাকে জান" এতন্মাত্র উপদেশ দেয়। কেবলমাত্র তদগত অজ্ঞানসংশয়াদি, নিবৃত্তি করিয়া দেয়। অনন্তর আপনা হইতেই তদ্বিষয়ক অববোধ উপস্থিত হয়।

আচার্য্য শঙ্কর অথাতোব্রহ্মজিজ্ঞাসা এই প্রথম সূত্রের "অথ" শব্দের অর্থ আনন্তর্য্য গ্রহণ করিয়া নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক, ইহামূত্রফলভোগ-বিরাগ, শমদমাদিসাধনসম্পৎ ও মুমুক্ষুত্ব এই সাধনচতুষ্টয়ের আনন্তর্য্য-গ্রহণ করিয়াছেন। এস্থলে আচার্য্য রামানুজের সহিত তাঁহার পার্থক্য ঘটিয়াছে। এইরূপ নিম্বার্কাচার্য্যের সহিতও তাঁহার পার্থক্য আছে। নিম্বার্কাচার্য্য কর্ম্ম বা ধর্ম্মজ্ঞানের আনন্তর্য্য স্বীকার করিয়াছেন।* অন্যান্য আচার্য্যগণের সহিত যে পার্থক্য আছে

* অথাধীতবেদাঙ্গবেদেন কর্ম্মফলব্রহ্মস্বরূপবিষয়কবিবেকপ্রকারপরবাক্যার্থজ্ঞ-সম্প্রদায়বিশিষ্টেন অত এব জিজ্ঞাসিতধর্ম্মমীমাংসাশাস্ত্রেণ তন্নিশ্চিতকর্ম্মতৎপ্রকার তৎ-ফলবিষয়কব্যবসায়জাতনির্ব্বেদেন ভগবৎপ্রসাদেপ্সুনা তদ্দর্শনেচ্ছালম্পটেনাচা-

তাহা তাঁহাদের মতপ্রসঙ্গে উল্লিখিত হইবে। আচার্য্য শঙ্করের মতে শমদমাদিই ব্রহ্মবিচারের মুখ্য সাধন। নিষ্কাম কর্ম্মাদি গৌণসাধন। নিষ্কামকর্ম্মের ফলে শমদমাদির উদ্ভব হইবে। ধর্ম্মজিজ্ঞাসার আবশ্যকতা তাই তিনি মুখ্যরূপে অস্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার মতে ধর্ম্মজিজ্ঞাসার তাৎপর্য্য শমদমাদির উদয় পর্য্যন্ত। তাই তিনি গীতাভাষ্যের উপক্রমণিকায় লিখিয়াছেন—

"অভ্যুদয়ার্থোঽপি যঃ প্রবৃত্তিলক্ষণোধর্ম্মঃ বর্ণাশ্রমাংশ্চোদ্দিশ্য বিহিতঃ স চ দেবাদিস্থানপ্রাপ্তিহেতুরপি সন্নীশ্বরার্পণবুদ্ধ্যানুষ্ঠীয়মানঃ সত্ত্বশুদ্ধয়ে ভবতি ফলাভিসন্ধিবর্জ্জিতঃ, শুদ্ধসত্ত্বস্য চ জ্ঞাননিষ্ঠাযোগ্যতা-প্রাপ্তিদ্বারেণ জ্ঞানোৎপত্তিহেতুত্বেন চ নিঃশ্রেয়স হেতুত্বমপি প্রতিপদ্যতে।" (গীতা উপক্রমণিকাভাষ্য নিঃ সাঃ ১৯১২ সং, ৭ পৃঃ)

আচার্য্য শঙ্করের মতে ধর্ম্মজিজ্ঞাসার পূর্ব্বে বা পরে যে কোন অবস্থায়ই সাধনচতুষ্টয় থাকিলেই ব্রহ্মজিজ্ঞাসা সম্ভব। তিনি ১ম সূত্রের ভাষ্যেও ইহা বলিয়াছেন, "তেষু হি সৎসু প্রাগপি ধর্ম্মজিজ্ঞাসায়া ঊর্দ্ধঞ্চ শক্যতে ব্রহ্মজিজ্ঞাসিতুং, জ্ঞাতুঞ্চ, ন বিপর্য্যয়ে।" অতএব শঙ্করের মতে সাধনচতুষ্টয়সম্পন্নই প্রকৃত অধিকারী। ব্রহ্মাত্মজ্ঞানই প্রতিপাদ্য। ইহাই বিষয়। সংসারনিবৃত্তি প্রয়োজন। প্রতিপাদ্য ও প্রতিপাদক এস্থলে সম্বন্ধ। ব্রহ্ম প্রতিপাদ্য। শাস্ত্রমুখে বিচার প্রতিপাদক। অবশ্য শাস্ত্র কেবল নিষেধমুখেই প্রতিপন্ন করে। ব্রহ্মজ্ঞানই পরমপুরুষার্থ। জ্ঞানরূপী প্রমাণবৃত্তির অবগমনীয় বস্তু ব্রহ্ম। ব্রহ্মজ্ঞানের উদয়েই সংসারের বীজভূত অনর্থস্বরূপ অবিদ্যার নিঃশেষে নাশ হয়। অতএব ব্রহ্মই

বৈ্যকদেবেন শ্রীগুরুভক্তেকহার্দ্দেন মুমুক্ষুণানন্তাচিন্ত্যস্বাভাবিকস্বরূপগুণশক্ত্যাদিভি বৃহত্তমো যো রমাকান্তঃ পুরুষোত্তমো ব্রহ্মশব্দাভিধেয়স্তদ্বিষয়িকা জিজ্ঞাসা সততং সম্পাদনীয়েত্যুপক্রমঃ বাক্যার্থঃ।"

(নিম্বার্কাচার্য্য কৃত বেদান্তপারিজাতসৌরভ। দার্শনিক ব্রহ্মবিদ্যা সং ২৮ পৃঃ)

জিজ্ঞাস্য। ব্রহ্ম প্রসিদ্ধ কি অপ্রসিদ্ধ? প্রসিদ্ধ হইলে জিজ্ঞাসার আবশ্যকতা নাই। অপ্রসিদ্ধ হইলে জানিবার উপায় নাই। এতদুত্তরে আচার্য্য শঙ্কর বলিতেছেন, বাস্তবিক ব্রহ্ম প্রসিদ্ধ। কারণ, শাস্ত্রমুখে জানিতে পারি নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাব (স্বরূপলক্ষণ) এবং সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিসমন্বিত (তটস্থ লক্ষণ) ব্রহ্ম আছেন। ভাষায় ব্রহ্ম শব্দের ব্যবহার আছে। ব্রহ্ম শব্দের ব্যুৎপত্তি অনুসন্ধান করিলেও ঐ অর্থই প্রতীত হয়। যাহা বড়, যাহা মহান্ যাহা বাধারহিত, যাহা নিরতিশয়, তাহাই ব্রহ্ম। যাহা অপেক্ষা বৃহৎ (ব্যাপক) বা উৎকৃষ্ট আর নাই তিনিই ব্রহ্ম। যাহা নশ্বর, তাহা সদোষ। তাহা কখনই নিরতিশয় হইতে পারে না। দোষ নাই বলিয়াই ব্রহ্ম নিত্যশুদ্ধ। জড়ের বিপরীত বলিয়াই নিত্যবুদ্ধ। মহান্ বলিয়াই নিত্যমুক্ত। শাস্ত্রও ব্রহ্মকে সকলের আত্মা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। "অয়মাত্মা ব্রহ্ম"। বিদ্বান্ ব্যক্তি অনুভব করেন—আত্মাই ব্রহ্ম। সকলেই আপনাকে আমি বলিয়া জানে। "আমি নাই" এরূপ বোধ কাহারও নাই। যে বলিবে নাই—সেই "আমি" অতএব ব্রহ্ম প্রসিদ্ধ। শঙ্কর তাই বলিয়াছেন, "সর্ব্বস্যাত্মত্বাচ্চ ব্রহ্মাস্তিত্বপ্রসিদ্ধিঃ। সর্ব্বোহ্যাত্মাস্তিত্বং প্রত্যেতি ন নাহমস্মীতি। যদি হি নাত্মাস্তিত্বপ্রসিদ্ধিঃ স্যাৎ সর্ব্বোলোকো নাহমস্মীতি প্রতীয়াৎ। আত্মা চ ব্রহ্ম।" (১ম সূত্র ভাষ্য)। এক্ষণে আশঙ্কা হইতে পারে ব্রহ্ম আত্মরূপে প্রসিদ্ধ থাকিলে জিজ্ঞাসার প্রয়োজন কি? তদুত্তরে শঙ্কর বলিতেছেন,—আছে, কারণ, প্রকৃতরূপে আত্মবোধ সকলের নাই। কেহ দেহাত্মবাদী, কেহ ইন্দ্রিয়াত্মবাদী, কেহ মনআত্মবাদী—এইরূপে ব্রহ্মবিষয়ে নানা প্রকার বিপ্রতিপত্তি আছে। প্রকৃত ব্রহ্মাত্মজ্ঞান থাকিলে বিপ্রতিপত্তি থাকিতে পারিত না। প্রকৃত ব্রহ্মাত্মপ্রতিপাদনের জন্যই জিজ্ঞাসার প্রয়োজন। শাস্ত্রবাক্যবলে ও তদনুকূল তর্কবলেই ব্রহ্মজিজ্ঞাসার সম্ভব। কূট তর্ক বা শুষ্ক তর্কের তিনি বিরোধী। তাঁহার মতে

তর্ক অপ্রতিষ্ঠ। তিনি দ্বিতীয় অধ্যায়ে ১ম পাদে এ বিষয়ে বিশেষ ভাবে বিচার করিয়াছেন। শঙ্করের মতে শ্রুতি, গুরু ও অনুভূতি প্রমাণ। শ্রুতি ও গুরু হইতে পরোক্ষানুভূতি হয়। শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনবলেই আত্মস্বরূপের অপরোক্ষানুভূতি হয়। শ্রুতিবলেই তাই ব্রহ্মবিচার সম্ভব। ঐন্দ্রিয়িক প্রত্যক্ষ অনেক স্থলেই ভ্রমাত্মক। অনুমান প্রত্যক্ষের উপর নির্ভর করে। অতএব অনুমানও ভ্রমাত্মক হইতে পারে। অর্থাপত্তিও প্রত্যক্ষ বলেই সম্ভব। উপমানও সেইরূপ। অতএব অর্থাপত্তি, উপমানপ্রভৃতি হইতেও শ্রুতিপ্রমাণ বলবৎ; কারণ, শ্রুতি ঋষিবাক্য। ঋষিগণ অপরোক্ষানুভূতিবলে প্রত্যক্ষ করিয়া শাস্ত্রবাক্য উদ্ধার করিয়াছেন। অপরোক্ষানুভূতিতে ভ্রম প্রমাদ থাকিতে পারে না। অনুভূতি জ্ঞানজ। যাহা অজ্ঞান তাহা জ্ঞান নহে। যথার্থ স্বরূপের জ্ঞানই অপরোক্ষানুভব। আচার্য্য শঙ্কর বলিতেছেন—

"শ্রুত্যাদয়োঽনুভবাদয়শ্চ যথাসম্ভবমিহ প্রমাণম্, অনুভবাবসানত্বাৎ ভূতবস্তুবিষয়ত্বাচ্চ ব্রহ্মবিজ্ঞানস্য" (১।১।২ ভাষ্য)।

প্রমাণ সম্বন্ধে পরবর্ত্তী আচার্য্যগণ—শ্রীহর্ষ (দ্বাদশ শতাব্দী), চিৎসুখ আচার্য্য (দ্বাদশ শতাব্দী), প্রভৃতি বিশেষ আলোচনা করিয়াছিলেন। অতএব আচার্য্য শঙ্করের মতে শ্রুতি ও অনুভবপ্রমাণই বলবৎ। ব্রহ্মবিচার করিতে হইবে। আর শ্রুতিবলেই ব্রহ্মবিচার সম্ভব। শ্রুতিই স্বতঃপ্রমাণ। শ্রুতির অন্য কোনও প্রমাণ নাই। শ্রুতি অপৌরুষেয়। শ্রুতি ব্রহ্মের যে লক্ষণ নির্দ্দেশ করেন, তদনুবলেই জিজ্ঞাসা সম্ভব। শ্রুতি বলেন, জগতের উৎপত্তি, স্থিতি, লয় যাহা হইতে হয়, তিনিই ব্রহ্ম। অবশ্যই সৃষ্টি মায়িক। মায়িক হইলেও মায়ার আধার বা আশ্রয় ব্রহ্ম। যদিও সৃষ্টি মায়াময়, তথাপি ইহার শৃঙ্খলা আছে। মায়াবীর মায়ার ন্যায় ব্রহ্মের মায়া হইতে আকাশাদি অপঞ্চীকৃত পঞ্চ মহাভূত হইতে জগতের উদ্ভব হইয়াছে। আকাশাদিক্রমে

স্থূল প্রপঞ্চ হইয়াছে। আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে তেজ, তেজ হইতে অপ্, অপ্ হইতে পৃথ্বী। এইরূপে অপঞ্চীকৃত পঞ্চমহাভূতের উদ্ভব। আবার পঞ্চভূত একে অন্যের ভিতরে অনুপ্রবেশ করিয়া পঞ্চীকৃত পঞ্চভূতের উদ্ভব। এই পঞ্চীকৃত পঞ্চভূতই স্থূলপ্রপঞ্চের উপাদান। অপঞ্চীকৃত পঞ্চভূতই সূক্ষ্মপ্রপঞ্চের কারণ, এবং মায়াই কারণপ্রপঞ্চের মূল। ঈশ্বরের সাক্ষিত্বনিবন্ধনই মায়ার বিকাশ। সাংখ্যমতে প্রধান বা প্রকৃতি স্বতন্ত্রা, কিন্তু বেদান্তমতে মায়া ঈশ্বরের অধীন। ঈশ্বরের অধ্যক্ষতাবলেই মায়া 'সূয়তে সচরাচরম্"। সাংখ্য পরিণামবাদী। আচার্য্য শঙ্কর বিবর্ত্তবাদী। রামানুজাচার্য্য প্রভৃতিও পরিনামবাদী। কিন্তু তাঁহাদের পরিণামবাদ ও সাংখ্যের পরিণামবাদে পার্থক্য আছে। সাংখ্য ঈশ্বরের অধীনতা স্বীকার করেন না, প্রকৃতির পরিণামেই জগতের উদ্ভব। কিন্তু রামানুজাচার্য্য প্রভৃতির মতে ঈশ্বরই জগদ্রূপে পরিণত হইয়াছেন। ইউরোপে বিবর্ত্তবাদের অনুরূপ কোনও মতবাদ দেখিতে পাই না। রামানুজের মতবাদের সহিত Spinoza ও Hegel প্রভৃতি দার্শনিকগণের সাদৃশ্য আছে। রামানুজাচার্য্যের মতবাদকে Pantheism বলা যাইতে পারে, কিন্তু আচার্য্য শঙ্করের মতবাদ Pantheism নহে।

জ্ঞান ও কর্ম্ম

আচার্য্য শঙ্করের মতে জ্ঞান অখণ্ড। উপাধির যোগেই নানারূপ বলিয়া বোধ হয়। বিষয় নানা, কিন্তু বোধ এক। জ্ঞান বস্তুতন্ত্র। বস্তুর যাথাত্ম্যজ্ঞানে পুরুষবুদ্ধির অপেক্ষা নাই। কারণ, জ্ঞান বস্তুতন্ত্র, বস্তুর স্বরূপানুরূপ জ্ঞানের উদয় হইবে। মানুষ ইচ্ছা করিলেই অন্যরূপ করিতে পারে না। অন্যথাবোধ মিথ্যাজ্ঞান, যাথাত্ম্যজ্ঞানই তত্ত্বজ্ঞান। আচার্য্য বলেন, "ন বস্তুযাথাত্ম্যজ্ঞানং পুরুষবুদ্ধ্যপেক্ষম্, কিন্তর্হি—বস্তুতন্ত্রমেব তৎ। নহি স্থাণাবেকস্মিন্ স্থাণুর্ব্বা পুরুষোঽন্যো বেতি তত্ত্বজ্ঞানং ভবতি তত্র পুরুষোঽন্যো বেতি মিথ্যা-

জ্ঞানম্। স্থাণুরেবেতি তত্ত্বজ্ঞানং, বস্তুতন্ত্রত্বাৎ।" (১।১।২ ভাষ্য)। অতএব ব্রহ্মবিজ্ঞানও বস্তুতন্ত্র। কারণ, ব্রহ্ম চিরনিষ্পন্ন সিদ্ধবস্তু। আচার্য্যের মতে ব্রহ্মজ্ঞানে ক্রিয়ার অনুপ্রবেশ অসম্ভব। হেয়োপাদেয় পরিশূন্য ব্রহ্মাত্মবোধে সর্ব্বক্লেশের বিনাশ হয়। তাহাই পরমপুরুষার্থ। উপাসনাদি ব্রহ্মজ্ঞানের সহকারী, কিন্তু মুখ্য কারণ নহে। কারণ, ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানে ক্রিয়াকারকাদি দ্বৈতবোধ উপমর্দ্দিত হইয়া যায়। ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানে দ্বৈতমত বিমর্দ্দিত হইলে উপাসনার অবসর থাকিতে পারে না। ব্রহ্ম নিত্য, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বগত, নিত্যতৃপ্ত, নিত্যশুদ্ধমুক্তস্বভাব, বিজ্ঞানানন্দস্বরূপ। উপাসনাদি কর্ম্ম। কর্ম্মফল ও জ্ঞানফলের ভিন্নতা আছে। ব্রহ্মজ্ঞানই মুক্তি। মুক্তি স্বরূপনিষ্ঠ। শাস্ত্রীয় বিধিবলে কর্ম্মে প্রবর্ত্তনা হয়। বিধি ও নিষেধশাস্ত্র কর্ম্মের প্রবর্ত্তক। ধর্ম্মাধর্ম্মের ফল প্রত্যক্ষ। সুখদুঃখই ধর্ম্মাধর্ম্মের ফল। শারীরিক, বাচিক ও মানসিক কর্ম্মের তারতম্য আছে। অধিকারীর তারতম্য আছে।

মানুষ হইতে আরম্ভ করিয়া দেহবান্ সকলের সুখদুঃখের তারতম্য আছে। সুখদুঃখের তারতম্য থাকিলে ধর্ম্মের তারতম্য থাকে। ধর্ম্মের তারতম্যে অধিকারীর তারতম্য আছে। সুখের তারতম্য ও তৎসাধনেরও তারতম্য আছে, কিন্তু মুক্তির কোনও তারতম্য নাই। ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থিতিই মোক্ষ। ব্রহ্মে তারতম্য নাই। অতএব মোক্ষ অনুষ্ঠেয়বিলক্ষণ ও নিত্য। তাহাতে উৎপাদ্য, আপ্য, বিকার্য্য বা সংস্কার্য্য কোনও প্রকার ক্রিয়ারই অনুপ্রবেশ সম্ভব নহে। ব্রহ্মজ্ঞান পুরুষের ব্যাপারতন্ত্র নহে, কিন্তু প্রত্যক্ষাদি প্রমাণবিষয়ক বস্তুজ্ঞানের ন্যায় বস্তুতন্ত্র। ব্রহ্মকে "ইদন্তয়া" নির্দ্দেশ করা যায় না। শাস্ত্রও ব্রহ্মকে প্রত্যগাত্মরূপে অবিষয় বলিয়াই প্রতিপাদন করিয়াছেন। মুক্তি বা ব্রহ্মস্বরূপতা উৎপাদ্য হইতে পারে না। কারণ, তাহাতে মোক্ষ অনিত্য হইয়া পড়ে, কার্য্যের অপেক্ষা থাকে ও মোক্ষ জন্যবস্তু হয়। বিকার্য্য হইলেও

অনিত্যতা অপরিহার্য্য। আপ্য হইতে পারে না। কারণ, ব্রহ্ম স্বাত্মস্বরূপ। সর্ব্বগত বলিয়াও নিত্য আপ্তস্বরূপ। সংস্কার্য্যও হইতে পারে না। কারণ, ব্রহ্মস্বরূপতা অনাধেয় ও অতিশয়। নিত্যশুদ্ধ ব্রহ্মাত্মস্বরূপের দোষাপনয়নের কোনও তাৎপর্য্য নাই। আত্মার ক্রিয়াশ্রয়ত্ব কোন রূপেই সম্ভব নহে। কারণ ক্রিয়া যে আশ্রয়ে প্রকাশ পায়, সেই আশ্রয়কে বিকৃত না করিয়া আত্মলাভ করে না। "যদাশ্রয়া হি ক্রিয়া তমবিকুর্ব্বতী নৈবাত্মানং লভতে" (১।১।৪ ভাষ্য)। বিকার হইলেই আত্মা অনিত্য হইয়া পড়ে। ব্রহ্মভাবই মোক্ষ। অতএব ব্রহ্মস্বরূপতা সংস্কার্য্যও হইতে পারে না। ইহা সর্ব্বাবস্থায়ই শুদ্ধ। কেবল অবিদ্যার বশে আমাদের বিস্মৃত। গ্রীবাদেশে গামছা আছে, কিন্তু মনে নাই। ব্রহ্মস্বরূপতাও সেইরূপ। গুরু ও শাস্ত্র মনে করাইলেই আত্মস্বরূপের পরোক্ষানুভূতি হয়, এবং বিচারেই আত্মস্বরূপের স্ফূর্তি হয়।

জ্ঞান মানসীক্রিয়া হইলেও ক্রিয়া ও জ্ঞানে পৃথক্ত্ব আছে। ক্রিয়া কি? আচার্য্য শঙ্কর বলিতেছেন—"ক্রিয়া হি নাম সা যত্র বস্তুস্বরূপনিরপেক্ষৈব চোদ্যতে পুরুষচিত্তব্যাপারাধীনা চ।" অর্থাৎ যাহা বস্তুর স্বরূপ অপেক্ষা করে না, অথচ চোদিত হয় অর্থাৎ "কর" বলিয়া উপদিষ্ট হয়, ফলকল্পে তাহাই ক্রিয়া এবং তাহা পুরুষের চিত্তের অধীন। ধ্যান চিন্তা প্রভৃতি সবই মানস ব্যাপার। তাহা পুরুষ করিতেও পারে, নাও করিতে পারে বা অন্য রকমও করিতে পারে, কিন্তু জ্ঞানসম্বন্ধে তাহার সম্ভাবনা নাই। কারণ, জ্ঞান প্রমাণজন্য। প্রমাণ যথাভূতবস্তুবিষয়ক। জ্ঞানকে করা, না করা বা অন্যরূপ করা যায় না। জ্ঞান বস্তুনিষ্ঠ, জ্ঞান বস্তুতন্ত্র। উহা চোদনাতন্ত্র বা পুরুষতন্ত্র নহে। জ্ঞান ও কর্ম্মের ইহাই পার্থক্য। কর্ম্ম অজ্ঞানের ফল, কর্ম্ম চঞ্চল, কর্ম্ম জড়। স্পন্দনই ক্রিয়া, স্পন্দনই জড়ের ধর্ম্ম। গতিই স্পন্দন, গতিই জড়ের ধর্ম্ম, কিন্তু জ্ঞান স্থির, জ্ঞান চৈতন্য, চৈতন্যে ক্ষয় ব্যয় নাই। চৈতন্য অচঞ্চল। জ্ঞানের

প্রকাশেই জড়ের প্রকাশ। জ্ঞান স্বপ্রকাশ, কর্ম্ম জ্ঞানের প্রকাশ্য। কর্ম্ম নানা, জ্ঞান এক। কর্ম্ম খণ্ডিত, জ্ঞান অখণ্ডিত। কর্ম্ম সবিশেষ, জ্ঞান নির্ব্বিশেষ। জ্ঞান শুদ্ধ, কর্ম্ম অবিদ্যাধ্বস্ত। জ্ঞান নিত্যমুক্ত, কর্ম্ম বন্ধন। আচার্য্য শঙ্করের মতের কর্ম্ম ও জ্ঞান সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই। অবশ্যই শঙ্কর জ্ঞানকে কর্ম্মের সহকারী বলিয়াছেন। উপাসনাদি কর্ম্ম অদ্বৈতাত্মজ্ঞানের উপকারী। তিনি ছান্দোগ্যোপনিষদের ভাষ্যভূমিকায় বলিতেছেন,—"তান্যেতানি উপাসনানি সত্ত্বশুদ্ধিকরত্বেন বস্তুতত্ত্বাবভাসকত্বাৎ অদ্বৈতজ্ঞানোপকারকাণি, আলম্বনবিষয়ত্বাৎ সুখসাধ্যানি চ"। (ছা উ, ১ ; বাঃ বিঃ সং ৯ পৃ)।

জ্ঞান

আচার্য্য শঙ্করের মতে আত্মবোধ বা অহংপ্রত্যয়ই সকল জ্ঞানের মূল। আত্মাই সকল জ্ঞানের আশ্রয়। আত্মা স্বতঃসিদ্ধ। আত্মার নিরাকরণ অসম্ভব। যে বলিবে আত্মা নাই, সেই আত্মা। "আমি নাই" এরূপ কেহই বলিতে পারে না। আত্মা আগন্তুক নহে। কারণ আত্মা স্বয়ংসিদ্ধ। অন্য প্রমাণবলে আত্মা প্রমাণিত হয় এরূপও নহে। কারণ, আমি না থাকিলে প্রমাণ বা প্রমেয় সিদ্ধ করিবে কে? আত্মা সকল প্রমাণাদিব্যবহারের আশ্রয়। অতএব সকল প্রমাণাদি ব্যবহারের পূর্ব্বেই আত্মা সিদ্ধ। আত্মার তাই নিরাকরণ অসম্ভব। আগন্তুক বস্তু নিরাকৃত হইতে পারে। স্বরূপের নিরাকরণ অসম্ভব। কারণ, যে নিরাকরণকর্ত্তা সেই তাহার স্বরূপ। জ্ঞাতার কখনও লোপ হয় না। আচার্য্য শঙ্কর বলিতেছেন—"আত্মত্বাচ্চ আত্মনো নিরাকরণশঙ্কানুপপত্তিঃ। নহ্যাত্মা আগন্তুকঃ কস্যচিৎ, স্বয়ংসিদ্ধত্বাৎ। নহি আত্মা আত্মনঃ প্রমাণমপেক্ষ্য সিধ্যতি। তস্য হি প্রত্যক্ষাদীনি প্রমাণান্যসিদ্ধপ্রমেয়সিদ্ধয়ে উপাদীয়ন্তে। *** আত্মা তু প্রমাণাদিব্যবহারাশ্রয়ত্বাৎ প্রাগেব প্রমাণাদিব্যবহারাৎ সিধ্যতি। ন চেদৃশস্য নিরাকরণং সম্ভবতি। আগন্তুকং হি বস্তু

নিরাক্রিয়তে ন স্বরূপম্। য এব হি নিরাকর্ত্তা তদেব তস্য স্বরূপম্ (২-৩-৭ সূ)।*

আচার্য্যের মতে জ্ঞান নিত্যোদিত, উহা আগন্তুক নহে। ফরাসী দার্শনিক ডেকার্টের মত "Cogito ergo sum" অর্থাৎ আমি চিন্তা করি অতএব আমি আছি। ইহা প্রকৃতপ্রস্তাবে স্থূলদর্শিতার পরিচায়ক। আমি আছি—ইহা প্রমাণিত করিবার জন্য চিন্তারূপ প্রমাণের আবশ্যকতা নাই।

জর্ম্মাণ দার্শনিক কাণ্ট (Kant) বহু স্থানে সহজ (Intuitional) বলিয়া আচার্য্য শঙ্করের সহিত অনেক পরিমাণে সাদৃশ্য রক্ষা করিয়াছেন। আচার্য্যের মতে স্মরণাদিও অনুভূতি-সাপেক্ষ। অনুভূতি অনুভবকর্ত্তা ভিন্ন অসম্ভব। অনুভবকর্ত্তাই নিত্যোদিত জ্ঞানস্বরূপ আত্মা। তাঁহার মতে জাগতিক জ্ঞান আপেক্ষিক। নিত্য চৈতন্যই সর্ব্বজাগতিক জ্ঞানের আশ্রয়। জ্ঞানের দেশকাল-পরিচ্ছেদ নাই। জ্ঞান নির্ব্বিশেষ, অবাধিত। জাগতিক জ্ঞানে দেশকাল পরিচ্ছেদের ভিতর দিয়া জ্ঞানের উদয় হয়। ব্যবহার-দশার জ্ঞান পরিচ্ছেদের ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইলেও সেই পরিচ্ছেদকেও জ্ঞান প্রকাশ করে। জ্ঞাতা আছে বলিয়াই দিক্-কালের প্রকাশ। সুষুপ্তি অবস্থায় দেশকালপরিচ্ছেদ লয় পায়। সুখদুঃখভালবাসা প্রভৃতি আন্তরিক বৃত্তিগুলি আমরা দেশপরিচ্ছেদ দিয়া বোধ করি না। কেবল কালের সাহায্য গ্রহণ করি। জাগরণে ও স্বপ্নে বহির্বোধ দেশ ও কালসাপেক্ষ। কিন্তু স্বপ্নের বোধ ও জাগরণের দেশকালবোধ পৃথক্। সুখের কাল ও দুঃখের কালের পার্থক্য আছে। কিন্তু জাগরণ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি সকল অবস্থায়ই "আমি" বোধের বিপর্য্যয় হয় না। সুষুপ্তোত্থিত ব্যক্তিও বলে আমি সুখে "ঘুমাইয়াছি"। সে সুষুপ্তি অবস্থা স্মরণ করে। অনুভব

* ১।১।৪ সূত্রের ভাষ্যেও বলিয়াছেন "আত্মনশ্চ প্রত্যাখ্যাতুমশক্যত্বাৎ য এব নিরাকর্ত্তা তস্যৈব আত্মত্বাৎ"।

না করিলে, স্মরণ করিতে পারিত না। অনুভব করিলেই অনুভবের কর্ত্তা আছে। সেই জ্ঞাতা বা আত্মার বিপরিলোপ অসম্ভব। আত্মাই দেশকালাদি পরিচ্ছেদের জ্ঞাতা। অতএব আত্মাই সর্ব্ব-জ্ঞানের আশ্রয়। জাগতিক জ্ঞান আক্ষেপিক। উহা দেশকাল-পরিচ্ছেদের অপেক্ষা রাখিয়া উদিত হয়। কিন্তু সুষুপ্তি অবস্থায় দেশকালপরিচ্ছেদ থাকে না। কিন্তু সে সময়েও আত্মবোধ আছে। কারণ সে অবস্থার স্মরণ হয়। আচার্য্যের মতে জ্ঞান আপেক্ষিক বা ঐন্দ্রিয়িক নহে, বরং ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞানের আশ্রয়। আত্মা জ্ঞানস্বরূপ বলিয়াই ইন্দ্রিয় মন প্রভৃতি বিষয়গ্রহণে সমর্থ। "তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি।" জ্ঞান নির্ব্বিকার ও নির্ব্বিকল্প। জ্ঞান নিত্য। জ্ঞানের ক্ষয় ব্যয় নাই, উৎপত্তি প্রভৃতি বিকারও নাই। জ্ঞান নিত্য সিদ্ধবস্তু। জ্ঞাতা, জ্ঞান, জ্ঞেয়—এরূপ ভেদ নাই। আত্মাই জ্ঞাতা, আত্মাই জ্ঞান, আত্মাই জ্ঞেয়। প্রকৃত প্রস্তাবে জ্ঞাতা প্রভৃতি ভেদ কাল্পনিক। এক অখণ্ড জ্ঞানই প্রকৃতস্বরূপ। জ্ঞাতা, জ্ঞান, জ্ঞেয় প্রভৃতি ভেদ পারমার্থিক নহে। উহা আপেক্ষিক। প্রত্যগাত্ম-স্বরূপে জ্ঞাতা প্রভৃতির ভেদ নাই। "আমাকে জানা" অর্থ আমিই। "আমি জানি" অর্থ আমি। "আমি" ও "জ্ঞান" একই বস্তু। জ্ঞানই স্বরূপ।

আত্মা

আচার্য্য শঙ্করের মত আত্মা সৎস্বরূপ, চিৎস্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ। যাহা সৎ, তাহাই চিৎ, তাহাই আনন্দ। আত্মার বিনাশ নাই, উৎপত্তি নাই। আত্মা সর্ব্ববিকারবর্জ্জিত, নিত্যমুক্ত। আত্মা কূটস্থনিত্য। আত্মার পরিণামও নাই। আত্মা শাশ্বত ও সনাতন। আত্মা ত্রিকালে সৎ, তিন অবস্থায় সৎ। আমি আছি এই অস্তিত্বই জ্ঞান। আমি আছি ইহা স্বতঃসিদ্ধ। অতএব আমি সৎ। আমি জানি অর্থ আমি চিৎ। জ্ঞানই আনন্দ। অতএব আত্মা সচ্চিদানন্দ। যাহা

জ্ঞান তাহা অজ্ঞান নহে। অতএব আত্মার অজ্ঞান নাই। অজ্ঞানেই বন্ধন। অতএব আত্মা নিত্যমুক্ত। আত্মা যে বন্ধন বোধ করে, তাহা অভ্যাসের ফল। পারমার্থিকস্বরূপে আত্মা নিত্যই মুক্ত। আত্মার বন্ধন পারমার্থিকস্বভাব হইলে উহার নিবৃত্তি হইতে পারিত না। কারণ, স্বভাবের নাশ নাই। আগন্তুকের নিরাকরণ হয়। স্বভাবের নিরাকরণ অসম্ভব। আত্মা দেশকালপরিচ্ছেদশূন্য। জাগরণেও আমি আছি, স্বপ্নেও আমি আছি, সুষুপ্তিতেও আমি আছি। ইহাদের অন্তরালেও আমি আছি। আমি অতীতেও ছিলাম; কারণ, তাহার স্মরণ হয়। বর্ত্তমানেও আছি। আর বর্ত্তমানে আছি বলিয়াই ভবিষ্যতে থাকিব। অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ সকলই আমি জানি। অতএব ত্রিকালে তিন অবস্থায় আমি আছি। "আমি বোধ" সকল জীবেই বর্ত্তমান। অতএব আমি সর্ব্বগত। আত্মা এক। সর্ব্বদেহেই এক আত্মা অবস্থিত,—

"একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা"

আত্মা আকাশবৎ সর্ব্বব্যাপী। মঠাকাশ, ঘটাকাশ যেরূপ পারমার্থিক নহে, এক অখণ্ড আকাশই পারমার্থিক, এইরূপে এক আত্মাই সর্ব্বগত, ভেদ কেবল ঔপাধিক। সাঙ্খ্যমতে আত্মা বহু। রামানুজ প্রভৃতির মতে আত্মা অণু। আত্মার সর্ব্বব্যাপিত্ব সাঙ্খ্যাদিরও সম্মত। আত্মা বহু ও সর্ব্বব্যাপী হইলে এক দেহে বহু আত্মার সমাবেশ হয়। অণুপরিমাণও সর্ব্বগত হইলেও এই দোষ অপরিহার্য্য। শঙ্করের মতে উপাধির ভেদ আছে। উপাধির ভেদেই ভোগপ্রভৃতির ভেদ। রামের সুখে, রামের দুঃখে শ্যামের সুখ বা দুঃখভোগ হয় না। ইহার কারণ অন্তঃকরণরূপ উপাধির ভেদ। আত্মা রাম ও শ্যামের এক। আচার্য্য শঙ্করের মতে আত্মা—নিষ্ক্রিয় নির্গুণ, আত্মার কর্তৃত্বভোক্তৃত্ব নাই। কেবল উপাধির যোগেই আত্মা কর্ত্তা ও ভোক্তার ন্যায় আভাত হয়। আত্মা সক্রিয় হইলে বিকার অবশ্যম্ভাবী। বিকার থাকিলেই বিনাশ অপরিহার্য্য। আত্মার

অনিত্যতা অসম্ভব। কর্তৃত্ব থাকিলেও আত্মা অনিত্য হইয়া পড়েন। নৈয়ায়িকগণ ও শৈবাচার্য্যগণ আত্মার কর্তৃত্ব স্বীকার করেন। কিন্তু কর্তৃত্ব থাকিলে আত্মার বিকার অবশ্যম্ভাবী। আত্মা কূটস্থ নিত্য, তাই বিকার অসম্ভব। মূর্ত্ত বস্তুর বিকার সম্ভব। অমূর্ত্ত আত্মার বিকার হইতে পারে না। সাংখ্যমতে আত্মার কর্তৃত্ব নাই, ভোক্তৃত্ব আছে। কিন্তু ইহাও অনুপপন্ন। ভোক্তৃত্ব থাকিলেই কর্তৃত্ব থাকে। যে কর্ত্তা সেই ভোক্তা। করিবে একজন, ভোগ করিবে অন্য—ইহা অসম্ভব। ভোক্তৃত্ব থাকিলেই বিকার আছে। বিকার থাকিলে আত্মার কূটস্থ নিত্যতা বাধিত হয়, শ্রুতিবাক্যের বিরোধও অনিবার্য্য হয়। শঙ্করের মতে তাই আত্মা অসঙ্গ, নিষ্ক্রিয় ও সংসারধর্ম্মনির্ম্মুক্ত। শঙ্কর তাই বলেন—"পুরুষো হি বিনাশহেত্বভাবাদ্ অবিনাশী বিক্রিয়াহেত্বভাবাচ্চ কূটস্থনিত্যঃ। অতএব নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবঃ।" (১-১-৪ সূ ভাষ্য)। জীব কেবল অবিদ্যার বশেই আপনাকে দেহবান্ বলিয়া মনে করে। মনপ্রভৃতিতে আত্মাকে আরোপিত করিয়া কর্ত্তা ভোক্তা বলিয়া ব্যবহার করে। মিথ্যাজ্ঞানই ইহার মূল। শঙ্কর বলেন—"নহ্যাত্মনঃ শরীরাত্মাভিমানলক্ষণং মিথ্যাজ্ঞানমুক্ত্বা অন্যতঃ অশরীরত্বং শক্যং কল্পয়িতুম্। নিত্যমশরীরত্বম্ অকর্ম্মনিমিত্তত্বাৎ ইত্যবোচাম" (১-১-৪ সূ ভাষ্য)। "মিথ্যাভিমানস্তু প্রত্যক্ষঃ সম্বন্ধহেতুঃ" (১-১-৪ সূঃ ভাষ্য) "ভেদস্তু উপাধিনিমিত্তো মিথ্যাজ্ঞানকল্পিতো ন পারমার্থিকঃ।" (১-৪-১০ সূত্র ভাষ্য)।

জগৎ

আচার্য্য শঙ্কর জগতের ব্যাবহারিক সত্তা স্বীকার করিয়াছেন। উপলব্ধি হয় অতএব বাহ্য বস্তুর ব্যাবহারিক সত্তা আছে। দেশ কাল বস্তু প্রভৃতির পরিচ্ছেদ আপেক্ষিক। দেশ, কাল ও কার্য্য-কারণ লইয়া জাগতিক ব্যবহার। শঙ্কর বাহ্য বস্তুর নিরাশ করেন নাই, বরং বৌদ্ধগণের মত নিরসন করিয়াছেন। (২।২।১৮-৩২

সূত্র)। তাঁহার মতে মন যতক্ষণ আছে, ততক্ষণই জগৎ আছে। মন অ-মন হইলেই দ্বৈতনিবৃত্তি হয়। আচার্য্য গৌড়পাদ বলিয়াছেন—

"মনোমাত্রমিদং দ্বৈতমদ্বৈতং পরমার্থতঃ।
মনসো হ্যমনীভাবে দ্বৈতং নৈবোপলভ্যতে॥"

দ্বৈত মনোমাত্র। অদ্বৈত পারমার্থিক। মন অ-মন হইলে দ্বৈত উপলব্ধ হয় না। শঙ্কর এই মতবাদই আরও স্ফুটতররূপে প্রপঞ্চিত করেন। পারমার্থিক ও ব্যাবহারিক সত্তা স্বীকার করিয়া প্রাতিভাসিক ও প্রাতীতিক সত্তা হইতে ব্যাবহারিক সত্তার পৃথক্ত্ব দেখাইয়া তিনি জাগতিক ব্যবহারের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন। ইহাতে শ্রুতিস্মৃতিচোদিত কর্ম্মেরও স্থান রহিয়াছে। তাঁহার মতে ব্রহ্মাত্মজ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্তই ক্রিয়াকারকফল ইত্যাদি ব্যবহারের মর্য্যাদা। জাগতিক বোধ না থাকিলে ক্রিয়া কারকাদি ব্যবহার চলিতে পারে না। অধ্যাস ভাষ্যে তাই বলিয়াছেন, "প্রাক্ চ তথাভূতাত্মবিজ্ঞানাৎ প্রবর্ত্তমানং শাস্ত্রমবিদ্যাবদ্বিষয়ত্বং নাতিবর্ত্ততে। তথাহি ব্রাহ্মণো যজেতেত্যাদীনি শাস্ত্রাণি আত্মনি বর্ণাশ্রমবয়োঽবস্থাদি-বিশেষাধ্যাসমাশ্রিত্য প্রবর্ত্তন্তে।"

তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন—"প্রাক্ চ আত্মৈকত্বাবগতেঃ অব্যাহতঃ সর্ব্বঃ সত্যানৃত-ব্যবহারঃ লৌকিকো বৈদিকশ্চেত্যবোচাম।" (২-১-১৪ সূত্রের ভাষ্য) আত্মবিচারের ফলে মনের লয় হইলেই দ্বৈত-নিবৃত্তি হইবে। ব্যাবহারিক জগতের ক্রিয়াকলাপ সকলই স্বীকৃত। গ্রীক্ দার্শনিক Platoর মতে মনোময় জগৎ সত্য। দার্শনিক Kant-এর মতেও মনোময় বা অব্যক্ত জগৎ সত্য। হেগেলের মতেও মনোময় জগৎ সত্য। কিন্তু শঙ্কর বলেন মনোময় জগৎ মিথ্যা। দার্শনিক প্লেটো বহির্জ্জগৎকে ছায়ামাত্র বলিয়াছেন (Republic)। Kant-এর মতে Thing-in-itself বা Transcendental object বা অব্যক্ত প্রকৃতি সৎ। কিন্তু বহির্জ্জগৎ বা

দৃশ্যজগৎ বা ঐন্দ্রিয়িক জগৎ অস্থির। শঙ্কর বলেন—বহির্জগৎ বা দৃশ্যজগৎ মিথ্যা নহে। যাহার সাহায্যে দৃশ্যজগৎ উপলব্ধি হয়, সেই মনই মিথ্যা। মন জাগরণে এক প্রকার, স্বপ্নে অন্যরূপ এবং সুষুপ্তিতে লয় প্রাপ্ত হয়। অতএব মনের স্থিরতা নাই। মন তিন অবস্থায় শাশ্বত ও সনাতন নহে, সুষুপ্তিতে বাধিত হয়, অতএব মন সৎ নহে।

মন আভাস মাত্র। মন অ-মন হইলেই দৃশ্য উপলব্ধ হয় না, দ্বৈত নিবৃত্ত হয়। মনই মায়া, মায়ার নিবৃত্তিতে দ্বৈত নিবৃত্ত হয়। যতক্ষণ মন আছে, ততক্ষণ দ্বৈত আছে, জ্ঞানে অজ্ঞান বা মায়ার নিবৃত্তি হয়, মনের নিবৃত্তি হয়—দ্বৈত বা জগৎ প্রপঞ্চের অবসান হয়। শঙ্কর ব্যাবহারিক জগৎকে প্রবাহরূপে নিত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। তিনি অধ্যাসকে "অনাদি, অনন্ত ও নৈসর্গিক" বলায় ব্যাবহারিক জগৎ তাঁহার মতে প্রবাহরূপে নিত্য।* এই জগতের অধিষ্ঠান চৈতন্য। সাংখ্যমতের প্রধান বা প্রকৃতি ইহার কারণ নহে। পর্য্যালোচনা ব্যতীত এরূপ শৃঙ্খলা বিরচিত হইতে পারে না। প্রধান জড়। পর্য্যালোচনা করা জড়ের ধর্ম্ম নহে। অতএব প্রকৃতি বা প্রধান জগতের হইতে পারে না। পরমাণুও জগতের কারণ হইতে পারে না। ঈশ্বরই জগতের কারণ। নিমিত্ত ও উপাদান উভয় কারণই ঈশ্বর। মায়ার অধিষ্ঠান ঈশ্বর। ঈশ্বর মায়ার অতীত। নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাব সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তি ঈশ্বর হইতেই জগতের প্রকাশ। অবশ্যই জগৎ অবিদ্যাকল্পিত।

এস্থলে জিজ্ঞাসা হইতে পারে—অবিদ্যা কাহার? উত্তরে শঙ্কর বলিতেছেন—যে জিজ্ঞাসা করিতেছে তাহার। বাস্তবিক নিত্যশুদ্ধ ঈশ্বরের অবিদ্যা সম্ভব নহে। তিনি যেন অবিদ্যাসহযোগে

---

* তিনি অধ্যাস ভাষ্যে বলিয়াছেন, "এবমযমনাদিরনন্তো নৈসর্গিকোঽধ্যাসো মিথ্যা-প্রত্যয়রূপঃ কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বপ্রবর্ত্তকঃ সর্ব্বলোকপ্রত্যক্ষঃ।" (ব্রঃ সূঃ অধ্যাসভাষ্য)।

মায়াবীর ন্যায় উপলব্ধ হন। বাস্তবিক তিনি সর্ব্বোপাধিবিবর্জ্জিত। তিনি বলিতেছেন—

"সর্ব্বজ্ঞস্যেশ্বরস্য আত্মভূতে ইব অবিদ্যাকল্পিতে নামরূপে তত্ত্বান্যত্বাভ্যামনির্ব্বচনীয়ে সংসারপ্রপঞ্চবীজভূতে সর্ব্বজ্ঞস্যেশ্বরস্য মায়াশক্তিঃ প্রকৃতিরিতি চ শ্রুতিস্মৃত্যোরভিলপ্যেতে, তাভ্যামন্যঃ সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরঃ। "আকাশো বৈ নাম নামরূপয়োঃ নির্ব্বহিতা তে যদন্তরা তদ্‌ব্রহ্ম" ইতিশ্রুতেঃ। "নামরূপে ব্যাকরবাণি", "সর্ব্বাণি রূপাণি বিচিত্য ধীরো নামানি কৃত্বাঽভিবদন্ যদাস্তে" "একং বীজং বহুধা যঃ করোতি" ইত্যাদি শ্রুতিভ্যশ্চ। এবমবিদ্যাকৃতনামরূপোপাধ্যনুরোধীশ্বরো ভবতি, ব্যোমেব ঘটকরকাদ্যুপাধ্যনুরোধি। স চ স্বাত্মভূতানেব ঘটাকাশস্থানীয়ান্ অবিদ্যাপ্রত্যুপস্থাপিতনামরূপকৃতকার্য্যকরণসঙ্ঘাতানুরোধিনো জীবাখ্যান্ বিজ্ঞানাত্মনঃ প্রতীষ্টে ব্যবহারবিষয়ে। তদেবম্ অবিদ্যাত্মকোপাধিপরিচ্ছেদাপেক্ষমেব ঈশ্বরস্যেশ্বরত্বং সর্ব্বজ্ঞত্বং, সর্ব্বশক্তিত্বঞ্চ, ন পরমার্থতো বিদ্যয়াপাস্তসর্ব্বোপাধিস্বরূপে আত্মনীশিত্রীশিতব্যসর্ব্বজ্ঞত্বাদিব্যবহার উপপদ্যতে। তথাচোক্তম্—'যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যচ্ছৃণোতি নান্যদ্বিজানাতি স ভূমা' ইতি। "যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ" ইত্যাদিনা চ, এবং পরমার্থাবস্থায়াং সর্ব্বব্যবহারাভাবং বদন্তি বেদান্তাঃ সর্ব্বে।" (২-১-১৪ সূত্র ভাষ্য)।

শঙ্করের মতে সমষ্টি উপাধি ঈশ্বরই জগতের কারণ। মায়া তাঁহার আশ্রিত। অবশ্যই আমার বস্তু আমি নহি। যাহা আমার তাহা আমা হইতে পৃথক্। অতএব মায়া ঈশ্বরের স্বরূপ বা স্বভাব নহে। ঈশ্বর নিত্যশুদ্ধ, নিত্যজ্ঞানস্বরূপ। তাঁহার মায়া আছে কি না? এ প্রশ্নের কোনও সার্থকতা নাই। কারণ, জ্ঞানে অজ্ঞান থাকে না। যিনি মিথ্যাকে মিথ্যা বলিয়া জানেন, তাঁহার নিকট মিথ্যার কোনও সত্তা নাই। জীব মিথ্যাকে সত্য বলিয়া বোধ করে। কিন্তু ঈশ্বরের নিকট মিথ্যা মিথ্যাই। বাস্তবিক

আকাশ যেমন এক অখণ্ড। ঘটাকাশ মঠাকাশও প্রকৃতপ্রস্তাবে আকাশ, ভ্রান্তিবুদ্ধিবশেই ঘটাকাশ প্রভৃতি উপাধিপ্রদত্ত হয়। সেইরূপ পারমার্থিক দৃষ্টিতে এক অখণ্ড ব্রহ্ম। সমষ্টি উপাধি ঈশ্বর ও খণ্ডিত উপাধি জীব। সকলই ব্রহ্ম। জগৎই জীব ও শিবের অন্তরালে। জগৎই মায়া। মায়ার নিবৃত্তিতে—উপাধির নাশে, জীব শিব অভিন্ন। শঙ্করের মতে আত্মার পরিচ্ছেদ নাই; জগৎ পরিচ্ছিন্ন। পরিচ্ছিন্ন বস্তুরই বিনাশ হয়। দেশ, কাল কার্য্যকারণ সকলই প্রবাহরূপে নিত্য হইলেও পরিচ্ছিন্ন। সকলই মূর্ত্ত, তাই বিনাশী পারমার্থিক দৃষ্টিতে উহাদের সত্তা নাই। উহারা মায়াবিজৃম্ভিত। আত্মস্বরূপের স্ফূর্ত্তি হইলেই দেশ, কাল, কার্য্যকারণ প্রভৃতি সকল পরিচ্ছেদের অবসান হয়। উপাধির নাশে নিত্য একস্বরূপ জীব ও শিব অভিন্নই থাকেন। আগন্তুক উপাধিরই নাশ হয়। আত্মস্বরূপ স্বয়ংপ্রকাশ। তাঁহার নাশ, ব্যয়, ক্ষয়, নাই। জগতের ব্যাবহারিক সত্তা আছে। কিন্তু পারমার্থিক সত্তা নাই।

ঈশ্বর

শঙ্করের মতে ঈশ্বরই জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ। সমষ্টি-উপাধি-উপহিত ঈশ্বর, সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান্। বাস্তবিক এই সগুণভাব মায়িক। স্বস্বরূপে তিনি সর্ব্বোপাধিবর্জ্জিত। যেমন দেবদত্তের ব্রাহ্মণ, শ্রোত্রিয়, যুবা, বালক, বৃদ্ধ, পিতা, বন্ধু ও সহোদর প্রভৃতি উপাধি, কিন্তু স্বস্বরূপে দেবদত্ত দেবদত্তই। সেইরূপ ঈশ্বর ও ব্রহ্ম অভিন্ন। তাই তিনি বলিয়াছেন, "তদেবম্ অবিদ্যাত্মকোপাধিপরিচ্ছেদাপেক্ষ্যমেবেশ্বরস্যেশ্বরত্বং সর্ব্বজ্ঞত্বং সর্ব্বশক্তিত্বঞ্চ ন পরমার্থতঃ" (২-১-১৪ সূত্র ভাষ্য)। বাস্তবিক অবিদ্যারূপ উপাধির দ্বারা পরিকল্পিত ভেদ থাকাতেই বিম্বস্থানীয় ঈশ্বর ও প্রতিবিম্বস্থানীয় জীবসমূহের নিয়ম্যত্ব ঘটনা হইতে পারে। বিম্ব

স্থানীয় ঈশ্বর, স্বকীয় উপাধির অন্তর্গত সমুদায় মায়োপাধি জীবকে পালন করেন।

ঈশ্বর ও জীব

শঙ্করের মতে ঈশ্বর ও জীব উভয়ই প্রতিবিম্বস্থানীয়। প্রতিবিম্ববাদ সম্বন্ধে আচার্য্যগণের মতভেদ আছে। বিবরণকার প্রকাশাত্ম যতির মতে ঈশ্বর বিম্ব ও জীব প্রতিবিম্ব, কিন্তু বাচস্পতি প্রভৃতি আচার্য্যগণের মতে ঈশ্বর ও জীব উভয়ই প্রতিবিম্ব। এস্থলে বাচস্পতির সিদ্ধান্তই সঙ্গত মনে হয়। ঈশ্বর সমষ্টি উপাধি, জীব ব্যষ্টি উপাধি। পারমার্থিক দৃষ্টিতে সমষ্টি ব্যষ্টির লয়ে এক অখণ্ড ভূমা ব্রহ্মই প্রতিভাত হন। ভেদ পারমার্থিক নহে। ভেদ অপারমার্থিক। প্রতিবিম্ববাদের আভাস আমরা গৌড়পাদাচার্য্যের মতে ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছি। আচার্য্য শঙ্করে তাহা আরও পরিস্ফুট হইয়াছে। গৌড়পাদের কারিকায় ও উত্তরগীতার ভাষ্যে যাহা বীজরূপে ছিল, তাহাই আচার্য্য শঙ্করে পূর্ণবিকাশ লাভ করিয়াছে। জীবকৃত ধর্ম্মাধর্ম্ম, পাপপুণ্য কিছুই ঈশ্বরে স্পর্শ করে না, "নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং, নচৈব সুকৃতং বিভুঃ" (গীতা)।

ঈশ্বর ও ব্রহ্ম

ঈশ্বর ও ব্রহ্ম পারমার্থিকরূপে অভিন্ন। যিনিই সগুণ তিনিই নির্গুণ। সগুণভাব ঔপাধিক। পারমার্থিক দৃষ্টিতে এক অখণ্ড নিরুপাধিক ব্রহ্মই অবস্থিত। সগুণ ভাবই লীলা। সগুণভাবই সৃষ্টিকর্ত্তা। শঙ্কর বলেন—সাধকের অনুগ্রহার্থ পরমেশ্বর মায়াকে বশীভূত করিয়া সৃষ্টি করেন। তুরীয় ব্রহ্মই পারমার্থিক। যেমন কোনও ব্যক্তি রঙ্গমঞ্চে যুধিষ্ঠির প্রভৃতি সাজিলেও সে স্বরূপতঃ যোগেন্দ্র থাকে, সেইরূপ ব্রহ্ম স্বরূপতঃ নির্ব্বিকার নির্ব্বিশেষ হইয়াও উপাধিযোগে যেন সগুণ, সবিশেষ বলিয়া প্রতিভাত হন। আচার্য্য

রামানুজ, মধ্ব, নিম্বার্ক প্রভৃতি আচার্য্যগণ নির্গুণ ও নির্ব্বিশেষভাব স্বীকার করেন না। মধ্বাচার্য্য ও গৌড়ীয় বলদেব বিদ্যাভূষণ ও নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের বৃত্তিকার দেবাচার্য্যপ্রভৃতির মতে নির্গুণ অর্থে—অপরিসীম গুণ। অর্থাৎ যাহার গুণের ইয়ত্তা করা যায় না। রামানুজাচার্য্য বলেন, অশেষ কল্যাণগুণের নিলয়। এস্থলে আচার্য্য শঙ্করের সহিত তাঁহাদের মতভেদ সুস্পষ্ট। জীব ঈশ্বর সম্বন্ধে রামানুজাচার্য্য স্বগত ভেদ স্বীকার করেন। সজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদ অঙ্গীকার করেন নাই। তাঁহার মতে জীব অণু। জীব ঈশ্বরের দাস। বৈষ্ণবাচার্য্যগণ প্রায় সকলেই জীবকে অণু ও ঈশ্বরের দাস বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন।

আচার্য্য ভাস্কর ভেদাভেদবাদী। আচার্য্য রামানুজ বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদী। মধ্বাচার্য্য স্বতন্ত্রাস্বতন্ত্রবাদী বা দ্বৈতবাদী। আচার্য্য বল্লভ শুদ্ধাদ্বৈতবাদী। আচার্য্য নিম্বার্ক দ্বৈতাদ্বৈতবাদী, আচার্য্য বলদেব অচিন্ত্যভেদাভেদবাদী। কিন্তু শঙ্কর অভেদবাদী। শৈবাচার্য্যগণও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী। বাস্তবিক মধ্বসম্প্রদায় ব্যতীত সকল বৈষ্ণব ও শৈবাচার্য্যগণই বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী। ব্রহ্মের নির্গুণভাব কাহারও স্বীকৃত নহে। ঈশ্বর সক্রিয় ও সগুণ ইহা সকল বৈষ্ণব ও শৈবাচার্য্যগণেরই সম্মত। শৈবাচার্য্যগণ দাসত্ব স্বীকার করেন নাই। ইউরোপে Spinozaর প্রতিপাদিত ঈশ্বরও সগুণ সবিশেষ। হেগেলের মতে World Soulও সগুণ সবিশেষ। রামানুজাচার্য্যের মতেও পুরুষোত্তম সগুণ ও সবিশেষ। অবশ্যই শঙ্করের চিন্তা সকল বিশেষ অতিক্রম করিয়া সর্ব্ব বাধার অতীত স্বীয় মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

ঈশ্বর ও জগৎ

জগতে বৈষম্য আছে। ঈশ্বর জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ হইলে বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্য তাহাতে অবশ্যম্ভাবী। এতদুত্তরে

শঙ্কর বলিয়াছেন, ঈশ্বর ধর্ম্মাধর্ম্মাদি অপেক্ষা করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। অতএব বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্য তাহাতে সম্ভব নহে। দৃষ্টান্তস্বরূপে শঙ্কর মেঘবর্ষণের উল্লেখ করিয়াছেন। যেমন মেঘের জল নানাস্থানে পতিত হয় এবং নানারূপ বৃক্ষের কটু, তিক্ত, কষায়, মিষ্ট প্রভৃতি নানারসের উদ্ভবের কারণ হয়, সেইরূপ ঈশ্বরও ধর্ম্মাধর্ম্মাদির অপেক্ষা করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্থলেও যেমন দোষগুণ বৃক্ষগত, বৃষ্টির জলের নহে, এস্থলেও সৃষ্টিবৈষম্যের জন্য ঈশ্বরের বৈষম্য প্রভৃতি স্বীকৃত হইতে পারে না। আচার্য্য শঙ্কর বলিতেছেন— "বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে নেশ্বরস্য প্রসজ্যেতে, কস্মাৎ, সাপেক্ষত্বাৎ। যদি হি নিরপেক্ষঃ কেবল ঈশ্বরো বিষমাং সৃষ্টিং নির্ম্মিমীতে স্যাতামেতৌ দোষৌ বৈষম্যং নৈর্ঘৃণ্যঞ্চ। ন তু নিরপেক্ষস্য নির্ম্মাতৃত্বমস্তি। সাপেক্ষো হীশ্বরো বিষমাং সৃষ্টিং নির্ম্মিমীতে। কিমপেক্ষতে ইতি চেৎ, ধর্ম্মাধর্ম্মাবপেক্ষতে ইতি বদামঃ। অতঃ সৃজ্যমানপ্রাণি-ধর্ম্মাধর্ম্মাপেক্ষা বিষমা সৃষ্টিরিতি নায়মীশ্বরস্যাপরাধঃ। ঈশ্বরস্তু পর্জ্জন্যবৎ দ্রষ্টব্যঃ। যথাহি পর্জ্জন্যো ব্রীহিযবাদিসৃষ্টৌ সাধারণং কারণং ভবতি, ব্রীহিযবাদিবৈষম্যে তু তত্তদ্বীজগতান্যেবাসাধারণানি সামর্থ্যানি কারণানি ভবন্তি, এবমীশ্বরো দেবমনুষ্যাদিসৃষ্টৌ সাধারণং কারণং ভবতি। দেবমনুষ্যাদিবৈষম্যে তু তত্তজ্জীবগতান্যেবাসাধারণানি কর্ম্মাণি কারণানি ভবন্তি এবমীশ্বরঃ সাপেক্ষত্বান্ন বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যাভ্যাং দুষ্যতি (২ অঃ ১ পাঃ ৩৪ সূত্র ভাষ্য)। আচার্য্য শঙ্করের মতে ধর্ম্মাধর্ম্মাদি অপেক্ষা করিয়াই সৃষ্টি হইয়াছে। ঈশ্বর সৃষ্টির সাধারণ কারণ। ধর্ম্মাধর্ম্মের ফলেই সংসারপ্রবাহ চলিতেছে। অবশ্যই সংসারপ্রবাহ অনাদি।

ব্রহ্ম

আচার্য্য শঙ্করের মতে ব্রহ্ম নির্গুণ, নির্ব্বিশেষ, সর্ব্বোপাধি-নির্ম্মুক্ত, নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাব। তুরীয়ই ব্রহ্মের স্বরূপ। সমস্ত

বেদান্তের প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মপ্রতিপাদনই শ্রুতির তাৎপর্য্য। তৈত্তিরীয় উপনিষদের "পঞ্চ কোশ" শ্রুতির ব্যাখ্যায় নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মপ্রতিপন্ন করিয়াছেন। "ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা ইতি," এই শ্রুতির বলে নির্বিশেষে ব্রহ্মই সকলের আধাররূপে নির্দিষ্ট হইয়াছেন। ব্রহ্মসূত্রের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদের দ্বাদশ সূত্র হইতে উনবিংশ সূত্র পর্য্যন্ত আনন্দময়াধিকরণ। সেই অধিকরণের তাৎপর্য্য আচার্য্য শঙ্করের মতে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে। এস্থলে আচার্য্য শঙ্কর ও রামানুজের বিরোধ আছে। রামানুজাচার্য্য সগুণ ও সবিশেষ ব্রহ্মবাদী। তিনি আনন্দময়কেই পরম ব্রহ্মরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। শঙ্কর বলেন, আনন্দময় পরম ব্রহ্ম হইতে পারেন না। কারণ, ময়ট্ প্রত্যয়ের প্রচুর অর্থ গ্রহণ করিলেও প্রতিযোগীর অল্প দুঃখ অনিবার্য্য "ব্রাহ্মণপ্রচুরগ্রামে" বলিলে যেমন সেই গ্রামে অল্প অন্য জাতির বাস আছে বুঝায়, সেইরূপ আনন্দপ্রচুর বলিলেও অল্প দুঃখের সম্ভাব অনিবার্য্য। কিন্তু পরমব্রহ্মে অজ্ঞানরূপ দুঃখের লেশমাত্রও থাকিতে পারে না। বিশেষতঃ প্রকরণবলেও "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম"ই সমাকৃষ্ট হইয়াছেন। উপসংহারেও বাক্যমনের অগোচর ব্রহ্মই নিষ্পাদিত হইয়াছে। "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ। আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন"॥ শ্রুতি এই শ্লোকদ্বারাই নির্ব্বিশেষ বাঙ্মনের অগোচর পরম ব্রহ্মের নির্দেশ করিয়াছেন। নির্গুণ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মই আচার্য্য শঙ্করের সম্মত। তৈত্তিরীয় উপনিষদের "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" এই শ্রুতিবাক্য-ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গেও সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, অনন্তরূপ ব্রহ্মই নিষ্পাদিত হইয়াছেন। আচার্য্য শঙ্কর বলেন শ্রুতিতে যে সকল সগুণভাব-বোধক বাক্য আছে, সে গুলি ঔপাধিক। কেনোপনিষদের "যস্যামতং তস্য মতং মতং যস্য ন বেদ সঃ। অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতম-বিজানতাম্", বৃহদারণ্যকের "অস্থূলমণম্বম্" ইত্যাদি শ্রুতি বলে নির্গুণ ব্রহ্মই নির্দ্দিষ্ট হয়েন। মাণ্ডূক্যোপনিষদের "নান্তঃপ্রজ্ঞং"

ইত্যাদি শ্রুতিও নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মেরই দ্যোতক। "তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে" (কেন)। "অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্" প্রভৃতি শ্রুতিও নির্গুণ, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মই নির্দ্দেশ করে। "নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্" (শ্বেতাশ্বতর) প্রভৃতি শ্রুতিও নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মই প্রতিপাদিত করে। আচার্য্য শঙ্করের মতে ব্রহ্ম ও জীব অভিন্ন। তুরীয়স্বরূপই আত্মস্বরূপ। ভেদসাধক যে সকল শ্রুতি আছে, শঙ্কর বলেন তাহা ঔপচারিক। "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি মহাবাক্যবলে জীব ও ব্রহ্মের অভিন্নতাই সাধিত হয়। "সেই এই দেবদত্ত" এরূপ বলিলে যেমন এক দেবদত্ত পিণ্ডে সামানাধিকরণ্য-বলে দেবদত্ত-বোধ জন্মে, সেইরূপ "তত্ত্বমসি" বাক্যবলে জীব ও ব্রহ্মের অভিন্নতাই সাধিত হয়। "তৎ" শব্দে ঈশ্বর ও "ত্বং" শব্দে জীব ও "অসি" শব্দে ঐক্যই নির্দ্দিষ্ট হয়। জহদজহৎ-লক্ষণাবলে "তৎ" পদার্থ ও "ত্বং" পদার্থ শোধন করিলে নির্ব্বিশেষ, নির্গুণ পরম ব্রহ্মই নিষ্পন্ন হয়। তৎপদার্থের সমষ্টি উপাধি ও ত্বং পদার্থের ব্যষ্টি উপাধির বিলয়ে নিত্যশুদ্ধ ও নিরুপাধিক ব্রহ্মই অবস্থিত হন।

ঈশ্বর ও অবতার

আচার্য্য বলেন—ঈশ্বরই মায়াবলে অবতীর্ণ হইতে পারেন। সাধকের অনুগ্রহার্থ পরমেশ্বর ইচ্ছাবশে মায়াময়রূপ গ্রহণ করেন। তিনি বলিয়াছেন—"স্যাৎ পরমেশ্বরস্যাপীচ্ছাবশান্মায়াময়ং রূপং সাধকানুগ্রহার্থম্" (১-১-২০ সূত্র ভাষ্য)। গীতার ভাষ্যের উপক্রমণিকায়ও লিখিয়াছেন, "স চ ভগবান্ জ্ঞানৈশ্বর্য্যশক্তিবলবীর্য্য-তেজোভিঃ সদা সম্পন্নস্ত্রিগুণাত্মিকাং বৈষ্ণবীং স্বাং মায়াং মূলপ্রকৃতিং বশীকৃত্য অজোঽব্যয়ো ভূতানামীশ্বরো নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবোঽপি সন্ স্বমায়য়া দেহবানিব জাতইব লোকানুগ্রহং কুর্ব্বন্ লক্ষ্যতে, স্বপ্রয়োজনাভাবেঽপি ভূতানুজিঘৃক্ষয়া বৈদিকং হি ধর্ম্মদ্বয়মর্জ্জুনায় শোকমোহমহোদধৌ নিমগ্নায়োপদিদেশ।" (গীতা উপক্রমণিকা

ভাষ্য)। আচার্য্যের মতে অবতার দেহবানের ন্যায় প্রতিভাত হইলেও প্রকৃতপ্রস্তাবে দেহাত্মবাদের অতীত। তাই তিনি বলিয়াছেন "দেহবানিব।" ঐ ভাষ্যের অন্যত্র বলিয়াছেন, "জগতঃ স্থিতিং পরিপালয়িষুঃ স আদিকর্ত্তা নারায়ণাখ্যো বিষ্ণুর্ভৌমস্য ব্রহ্মণো ব্রাহ্মণত্বস্য রক্ষণার্থং দেবক্যাং বসুদেবাৎ অংশেন কৃষ্ণঃ কিল সম্বভূব।" (উপক্রমণিকা, গীতাভাষ্য)। অবশ্যই পরম ব্রহ্ম পূর্ণরূপে অবতীর্ণ হইতে পারেন না। দেহবানের ন্যায় হইলেই "অংশেন" এই কথা বলিতে হইবে। কিন্তু অবতারে ও জীবে পার্থক্য আছে। অবতার সহজাত ভাবেই মায়াকে বশীভূত করিয়া অবতীর্ণ হন। আর জীব মায়ার বশীভূত। সাধনবলে মায়াকে বশীভূত করে। একজন স্বাভাবিক ভাবেই মায়াকে বশীভূত করে, আর অন্যে সাধনবলে ক্রমশঃ মায়া অতিক্রম করে। ইহাই অবতার ও সাধারণ জীবের পার্থক্য। গীতার চতুর্থ অধ্যায়ের ষষ্ঠ শ্লোকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—

"অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া॥"

ইহার ভাষ্যে আচার্য্য শঙ্কর লিখিয়াছেন—"অজোঽপি জন্মরহিতোঽপি সন্ তথা অব্যয়াত্মা অক্ষীণজ্ঞানশক্তিস্বভাবোঽপি সন্ তথা ভূতানাং ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তানামীশ্বর ঈশনশীলোঽপি সন্ প্রকৃতিং স্বাং মম বৈষ্ণবীং মায়াং ত্রিগুণাত্মিকাং যস্যা বশে সর্ব্বং জগদ্বর্ত্ততে যয়া মোহিতং সৎ স্বমাত্মানং বাসুদেবং ন জানাতি তাং প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় বশীকৃত্য সম্ভবামি দেহবানিব ভবামি, জাতইব আত্মমায়য়া আত্মনো মায়য়া ন পরমার্থতো লোকবৎ। (গীতা ৪।৬ শ্লোক ভাষ্য)।

আচার্য্য শঙ্করের মতে জীব হইতে অবতারের পার্থক্য আছে। সাধারণ জীব মায়ার বশীভূত। আর অবতার মায়াকে বশীভূত করিয়া অবতীর্ণ হন। প্রাণী-সকলের জন্যই অবতীর্ণ হন।

অবতারের সার্থকতা জীবের উপাসনায়। জীব উপাস্য বস্তুকে নিকটে পাইয়া সমস্ত হৃদয় দিয়া উপাসনা করিবার সুবিধা পায়। অবতারের আদর্শে সামাজিক গ্লানি বিদূরিত হয়—ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠা হয়। বাস্তবিক শঙ্করের মতের বিশেষত্বই এই। অতীন্দ্রিয় সাম্রাজ্যের অদ্বিতীয় সম্রাট্ই আবার হৃদয়েশ্বর। তিনিই আবার জীবের খেলার সাথী, হৃদয়ের সখা, স্নেহে মাতা, পালনে পিতা, প্রেমে পাগল এই অপূর্ব্ব সামঞ্জস্যই শাঙ্কর মতের অপূর্ব্ব বিশেষত্ব।

ভক্তি

আচার্য্য শঙ্করের মতে ভক্তি জ্ঞানের সহকারী। বিবেক-চূড়ামণি নামক গ্রন্থে তিনি বলিয়াছেন—

"মোক্ষকারণসামগ্র্যাং ভক্তিরেব গরীয়সী।"

মোক্ষের কারণনিচয়ের মধ্যে ভক্তি গরীয়সী অর্থাৎ শ্রেষ্ঠা। শঙ্করের মতে আত্মতত্ত্বানুসন্ধানই ভক্তি। স্বস্বরূপের অনুসন্ধানই ভক্তি। এজন্য বিবেকচূড়ামণি দ্রষ্টব্য। শঙ্করের ভক্তি স্বর্গরাজ্যের অজ্ঞাত। ভক্তিতে ভগবান্ ও জীব এক হইয়া যায়—অভিন্ন হয়। যে বিমল বিশুদ্ধ চিত্তের বৃত্তিতে ঈশ্বরের সহিত জীবের অভিন্নতা-বোধ জন্মে সেই বৃত্তিই ভক্তি। ইউরোপে দার্শনিক Spinoza বলিয়াছেন, "Amor intellectualis dei" *i. e.* "intellectual love of God" অর্থাৎ ঈশ্বর-প্রেম। এই প্রেমেও দ্বৈতভাব পরিস্ফুট। কিন্তু শঙ্করের প্রতিপাদিত ভক্তিতে ঈশ্বরই আত্মরূপে প্রকাশিত। জীবমাত্রেই আত্মাকে সকলের চেয়ে বেশী ভালবাসে। আত্মার জন্যই সকলে প্রিয়। আমি আমাকে যেমন ভালবাসি, তেমন আর কাহাকেও নহে। শঙ্করের ভক্তি বা প্রেম আত্মানুসন্ধান, ঈশ্বর ও আত্মার অভিন্নতাবোধ। এই ভক্তিতে বিরহ নাই, ব্যথা নাই, শোক নাই, নিত্য মহামিলন। উপাসনাবলে যখন জীব স্বীয় উপাধি (অর্থাৎ মনকে) ব্যাপক করিয়া সমষ্টি উপাধিতে উপহিত

ঈশ্বরে অর্পণ করে, তখন জীব ও ঈশ্বর এক হয়। ইহাই শঙ্করের প্রতিপাদিত ভক্তি। দ্বৈতদর্শন শঙ্করের মতে রাজসিক ও তামসিক। গীতার ১৮।২০ শ্লোকে সাত্ত্বিক জ্ঞানের প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন, "তজ্ জ্ঞানং অদ্বৈতাত্মদর্শনং সাত্ত্বিকং সম্যগ্ দর্শনং বিদ্ধীতি। যানি দ্বৈতদর্শনান্যসম্যগ্ ভূতানি রাজসানি তামসানি চেতি ন সাক্ষাৎ সংসারস্থিতয়ে ভবন্তি (গীতা ১৮।২০ শ্লোক ভাষ্য)। উপাসনার ফলে চিত্ত যখন ব্যাপক হইয়া সর্ব্বব্যাপী ঈশ্বরে ব্যাপ্ত হয়, তখনই ভক্তির সার্থকতা। শঙ্করের মতে ভজ্ ধাতুর অর্থ—তদাকারাকারিত হওয়া। ভজনের তাৎপর্য্য স্বরূপাপত্তি। চিত্তের ধর্ম্মই এই যে, যখন সে যার ভাবনা করে, তখন তদাকারাকারিত হয়। ঈশ্বরে তন্ময় হইলে চিত্ত ব্যাপক হইয়া ঈশ্বরে মিলিয়া যাইবে। আকাশ ভাবিলে, সমুদ্র ভাবিলে যেমন চিত্ত প্রশান্ত ও ব্যাপক হয়, সেইরূপ সর্ব্বব্যাপী ঈশ্বরের ভাবনায় ও ভজনায় চিত্ত প্রশান্ত হইয়া তাহাতেই মিশিয়া যাইবে। ভক্তির সাধনেও অজ্ঞান আছে। কারণ, কোনরূপ অবলম্বন গ্রহণ করিয়াই উপাসনা করিতে হয়। শঙ্করের মতে তাই ভক্তি কর্ম্মেরই অন্তর্ভুক্ত।

উপাসনা

প্রত্যয়ান্তররহিত উপাস্যগত চিত্তই উপাসনা। শঙ্কর বলিতেছেন—"উপাসনং নাম যথাশাস্ত্রমুপাস্যস্যার্থস্য বিষয়ীকরণেণ সামীপ্যমুপগম্য তৈলধারাবৎ সমানপ্রত্যয়প্রবাহেণ দীর্ঘকালং দাসনং তদুপাসনমাচক্ষতে।" (গীতা ১২।৩ ভাষ্য)। উপাসনায় উপাস্য ও উপাসকের ভেদ থাকে। ভেদই অজ্ঞানের কারণ। "দ্বিতীয়াৎ বৈ ভয়ং ভবতি।" ভেদেই ভয়, দ্বৈতেই ভয়। উপাসনা তাই অজ্ঞানের ফল। উপাসনার বলে অভ্যুদয় হয়, স্বর্গলাভ হয়। উপাসনা ক্রমমুক্তির সোপান। উপাসনার ফল—ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি। কৈবল্যের সন্নিকৃষ্ট ফলপ্রাপ্ত উপাসনার ফল। অদ্বৈতাত্মবিজ্ঞান ও উপাসনার পার্থক্য

আছে। অদ্বৈতাত্মজ্ঞানে আত্মাতে আরোপের অপবাদ হয়। কিন্তু উপাসনায় আলম্বন থাকে, আরোপের অপবাদ হয় না। কিন্তু উপাসনায় চিত্তশুদ্ধ হইয়া বস্তুর স্বরূপ প্রকাশ করে। চিত্ত তন্ময় হইলে ঈশ্বরে অবগাহন করিলে নির্ম্মলতানিবন্ধন জ্ঞাননিষ্ঠা জ্ঞানপ্রাপ্তিদ্বারা মোক্ষলাভ হইতে পারে। শঙ্কর বলিতেছেন—

"অত্রৈতস্মিন্নদ্বৈতবিদ্যাপ্রকরণে অভ্যুদয়সাধনানি উপাসনান্যুচ্যন্তে, কৈবল্যাসন্নিকৃষ্টফলানি চ অদ্বৈতাদীষদ্বিকৃতব্রহ্মবিষয়াণি 'মনোময়ঃ প্রাণশরীরঃ ইত্যাদীনি' কর্ম্মসমৃদ্ধিফলানি চ কর্ম্মাঙ্গসম্বন্ধীনি, রহস্যসামান্যাৎ মনোবৃত্তিসামান্যাচ্চ। যথা অদ্বৈতজ্ঞানং মনোবৃত্তিমাত্রং, তথা অন্যান্যুপাসনানি মনোবৃত্তিরূপাণি—ইতি অস্তি হি সামান্যম্। কস্তর্হি অদ্বৈতজ্ঞানস্যোপাসনানাং চ বিশেষঃ? উচ্যতে—স্বাভাবিকস্য আত্মন্যক্রিয়েঽধ্যারোপিতস্য কর্ত্রাদিকারকক্রিয়াফলভেদবিজ্ঞানস্য নিবর্তকমদ্বৈতবিজ্ঞানম্, রজ্জ্বাদাবিব সর্পাদ্যধ্যারোপলক্ষণজ্ঞানস্য রজ্জ্বাদিস্বরূপনিশ্চয়ঃ প্রকাশনিমিত্তঃ, উপাসনং তু যথাশাস্ত্রসমর্থিতং কিঞ্চিদালম্বনমুপাদায় তস্মিন্ সমানচিত্তবৃত্তিসন্তানকরণং তদ্বিলক্ষণপ্রত্যয়ান্তরিতম্—ইতি বিশেষঃ। তান্যেতান্যুপাসনানি সত্ত্বশুদ্ধিকরত্বেন বস্তুতত্ত্বাবভাসকত্বাৎ অদ্বৈতজ্ঞানোপকারকাণি, আলম্বনবিষয়ত্বাৎ সুখসাধ্যানি চ।" (ছান্দোগ্যোপনিষদ্-ভাষ্যভূমিকা)।

উপাসনা চিত্তনৈর্ম্মল্যের কারণ। উপাসনা অদ্বৈতাত্মজ্ঞানের উপকারক এবং সুখসাধ্য। আচার্য্য শঙ্করের মতে উপাসনা তিন প্রকার। অঙ্গাঙ্গবদ্ধ, প্রতীক ও অহংগ্রহ। কোনও যজ্ঞের অঙ্গবিশেষে ব্রহ্মবোধে উপাসনা অঙ্গাঙ্গবদ্ধ উপাসনা। কোনও অবলম্বনে—যেমন, মনে ব্রহ্মবোধ, আদিত্যে ব্রহ্মবোধ, শালগ্রামশিলায় ব্রহ্মবোধ, প্রতিমায় বিষ্ণুবোধ, লিঙ্গে শিববোধ ইত্যাদি ব্রহ্মবোধই প্রতীক উপাসনা। প্রতীক অর্থে অবলম্বন। ইহা বিষয়ীকে বিষয়রূপে গ্রহণ করিয়া উপাসনা। অবশ্যই এস্থলে আরোপ অবশ্যম্ভাবী, সাম্বাদি ভ্রমে যেমন ভ্রমক্রমে আরম্ভ করিলেও

বস্তুলাভ হইতে পারে, সেইরূপ প্রতীক উপাসনায়ও বস্তুলাভ হইতে পারে। আত্মপ্রতীকে উপাসনাই অহংগ্রহ উপাসনা। প্রতীক উপাসনাকে তটস্থ উপাসনাও বলা হয়। অহংগ্রহ উপাসনাকে পুরুষবিদ্যাও বলা যায়। (৩-৩-২৪ সূত্র ও ভাষ্য দ্রষ্টব্য)।

আচার্য্যের মতে উপাসনা নানাপ্রকার। কিন্তু উপাস্য এক। উপাস্য এক হইলেও উপাসনার নানাত্বে ফলের নানাত্ব। অহংগ্রহ উপাসনার সমুচ্চয় অসম্ভব। কারণ সমুচ্চয়ে চিত্তবিক্ষেপ জন্মে। নানারূপ চিত্তের বৃত্তিতে একতান প্রত্যয় প্রবাহ হইতে পারে না। উপাস্যের (ঈশ্বরাদির) সাক্ষাৎকার অসম্ভব হইয়া পড়ে। অতএব বিকল্প পক্ষই যুক্তিযুক্ত। আচার্য্য শঙ্কর সিদ্ধান্তে বলিয়াছেন, "তস্মাদ্ বিশিষ্টফলানাং বিদ্যানামন্যতমমাদায় তৎপরঃ স্যাৎ যাবদুপাস্য-বিষয়-সাক্ষাৎকরণেন তৎফলপ্রাপ্তিরিতি" (৩।৩।৫৯ সূত্র ভাষ্য) তটস্থ উপাসনায়ও সমুচ্চয় সম্ভব। অহংগ্রহ উপাসনায় ফল অবিশিষ্ট। কিন্তু তটস্থ উপাসনায় ফল বিশিষ্ট, প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্ন। ঐসকল উপাসনায় সুতরাং বিকল্পকারণের অভাব আছে। বিকল্পকারণের অভাব থাকায় সে সকল সমুচ্চয়ে অনুষ্ঠেয় (৩।৩।৬০ সূত্র ভাষ্য দ্রষ্টব্য)। অঙ্গাঙ্গবদ্ধ উপাসনায় আশ্রয়ের অনুরূপ উপাসনা করিতে হইবে। উপাসনাগুলি সমুচ্চয়ে অনুষ্ঠিত হইতে পারে। ইহার উত্তরে শঙ্কর বলেন, তাহা হইতে পারে না। কারণ, শ্রুতিতে উপাসনার সহভাবনিয়ম শ্রুত হয় না। অর্থাৎ সকলকে সকল উপাসনা করিতে হইবে, এমন কোনও নিয়ম শ্রুতিতে কথিত হয় নাই। সেজন্য অঙ্গাশ্রিত উপাসনার সমুচ্চয় নিয়ম-স্বীকার অযুক্ত (৩।৩।৬৫ সূত্র ভাষ্য)। শঙ্করের সিদ্ধান্ত এই—"তস্মাৎ যথা কামমেবোপাসনান্যনুষ্ঠীয়েরন্" (৩.৩।৬৫ সূত্র ভাষ্য)। ও "তস্মাৎ যথাকামমুপাসনানাং সমুচ্চয়ো বিকল্পো বেতি" (৩।৩ ৬৬সূত্র ভাষ্য)। অহংগ্রহ উপাসনায় আমিই ব্রহ্ম, ব্রহ্মই আমি এইরূপ ধ্যান করিবে।

(৪।১।৩ সূত্র ভাষ্য দ্রষ্টব্য)। শঙ্করের সিদ্ধান্ত এই—"তস্মাদাত্মন্যেবেশ্বরে মনো দধীত।" "আত্মেত্যেব পরমেশ্বরঃ প্রতিপত্তব্যঃ" (৪।১।৩ ভাষ্য)। কিন্তু প্রতীকে অহংজ্ঞান ন্যস্ত করিবে না। কারণ, প্রতীক-উপাসক প্রতীককে আত্মা বা অহং বলিয়া জানে না। সেই কারণে প্রতীকে অহংগ্রহ উপাসনা সিদ্ধ হয় না। এবং এই কারণেই অহংগ্রহ উপাসনা হইতে প্রতীকোপাসনা ভিন্ন (৪।১।৪ সূত্র ভাষ্য)। শঙ্করের সিদ্ধান্ত এই—"অতো ন প্রতীকেষ্বাত্মদৃষ্টিঃ ক্রিয়তে" (৪।১ ৪ সূত্র ভাষ্য)। শঙ্করের মতে প্রতীকে ব্রহ্মবুদ্ধি স্থাপন করিতে হইবে। নিকৃষ্ট বস্তুতে উৎকৃষ্ট বুদ্ধি স্থাপন করিলে তদ্দ্বারে উৎকর্ষ লাভ হয়। কিন্তু ব্রহ্ম মন আদিত্য প্রভৃতি প্রতীকবুদ্ধিতে উপাস্য নহেন। ব্রহ্ম উৎকৃষ্ট। তাই প্রতীকে ব্রহ্মবুদ্ধি কর্ত্তব্য। প্রতীক জড়। জড়ের উপাসনায় লাভ কি? জড়ের উপাসনায় উপাসক জড়ত্ব প্রাপ্ত হয়। জড়কে ব্রহ্ম ভাবিলে জড়ের জড়ত্ব লোপ পায়। জড় সচেতনের ন্যায় প্রতিভাত হয়। প্রতিমাদিতেই বিষ্ণুবোধ কর্ত্তব্য। বিষ্ণুকে প্রতিমা মনে করা দোষের। "ব্রহ্মদৃষ্টিরুৎকর্ষাৎ" (৪।১।৫ সূত্র) এই সূত্রে আচার্য্য বাদরায়ণ ইহা নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। যাহারা হিন্দুদিগকে পৌত্তলিক ও জড়োপাসক মনে করেন, তাঁহাদের এই স্থল অনুধাবনের যোগ্য। ধৃষ্টতার একটা সীমা আছে। না জানিয়া সিদ্ধান্ত করা একান্ত গর্হিত। Caird সাহেব তৎপ্রণীত Philosophy of Religion নামক গ্রন্থের ভূমিকায় যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা যে তাঁহার অজ্ঞতার ফল তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। তিনি বলেন, হিন্দুধর্ম্মে প্রতিমাপূজা বা জড়োপাসনার প্রশ্রয় দেয়। আমাদের মনে হয় উপাসনা মাত্রেই প্রতীক আবশ্যক। প্রতীকে জড়ভাব অবশ্যই আসিবে। নাম হউক, রূপ হউক সকলই জড়। খৃষ্টানগণ যে উপাসনা করেন তাহাও জড়ের উপাসনা। অহংগ্রহ উপাসনা ভিন্ন সকল উপাসনাই

জড়োপাসনা। উপাসনার ভাব থাকিলেই অজ্ঞান থাকে, অজ্ঞান থাকিলেই জড় আছে। নিকৃষ্ট জড় বস্তুতে ব্রহ্মদৃষ্টির বিধান করায় জড়ে চৈতন্যত্ব হইল। সাধনার কোনও দোষ থাকিতে পারে না। Caird সাহেব মতবাদ প্রিয়নাথ সেন খণ্ডন করিয়াছেন। *

"ব্রহ্মদৃষ্টিরুৎকর্ষাৎ" এই সূত্রের ভাষ্য পর্য্যালোচনা করিলেই আমাদের বাক্যের সারবত্তা প্রতীত হইবে।

আচার্য্য শঙ্করের মতে উপাসনার আরও মুখ্য দুই প্রকার ভেদ আছে, যথা—সগুণ ও নির্গুণ উপাসনা। আচার্য্যের মতে সগুণ-ব্রহ্মোপাসকগণ বিদ্যার ফলে মুক্তিলাভ করিলে সৃজনশক্তি ব্যতীত অন্যান্য ঐশ্বর্য্য লাভ করেন, অর্থাৎ অণিমাদি অষ্ট ঐশ্বর্য্য লাভ হয়। সৃষ্টি করা সাক্ষাৎ নিত্যসিদ্ধ ঈশ্বরের কার্য্য। সেই কার্য্যে জীব অনধিকৃত ও অসন্নিহিত। শঙ্কর বলেন "জগদুৎপত্ত্যাদিব্যাপারং বর্জ্জয়িত্বা অন্যদণিমাদ্যাত্মকমৈশ্বর্য্যং মুক্তানাম্ ভবিতুমর্হতি। জগদ্ব্যাপারস্তু নিত্যসিদ্ধস্যৈবেশ্বরস্য।" (৪।৪।১৭ সূত্র ভাষ্য)। সগুণব্রহ্মোপাসক নিরঙ্কুশ ঐশ্বর্য্য লাভ করিতে পারে না। তাঁহার মতে সগুণবিদ্যাবলে সমুদয় মুক্ত পুরুষ ঈশ্বরের নিয়ম্য। একমাত্র ঈশ্বরই স্বাধীন। পরমেশ্বরের যে নির্গুণ-নির্ব্বিকার রূপ আছে সগুণ উপাসকেরা তাহা প্রাপ্ত হন না। শ্রুতি বলিয়াছেন, পরমেশ্বর সগুণরূপ ও নির্গুণরূপ এই দ্বিরূপে অবস্থিত আছেন। সগুণ উপাসক পরমেশ্বরের নির্গুণভাব প্রাপ্ত হন না।' সগুণ রূপ পাইয়া সগুণেই অবস্থান করেন, নিরঙ্কুশ ঐশ্বর্য্য লাভ করিতে পারেন না। শ্রুতিতাৎপর্য্যে পাওয়া যায় যে সগুণব্রহ্মোপাসকদিগের কেবলমাত্র ভোগই ঈশ্বরের সহিত সমান। ঈশ্বর যাহা যাহা বা যেরূপ যেরূপ সুখভোগ করেন, ঈশ্বরপ্রাপ্ত উপাসকও সেইরূপ সুখভোগ করেন। সগুণব্রহ্মপ্রাপ্ত যোগীর ঐশ্বর্য্য ঈশ্বরাধীন। সুতরাং নিরঙ্কুশ নহে। (৪৪১৭ সূত্র হইতে ২১ পর্য্যন্ত দ্রষ্টব্য। আচার্য্য শঙ্করের মতে

*Vedanta Philosophy by Proonath Sen, Vakil High Court.

সগুণব্রহ্মবিদেরই পুনর্জ্জন্ম বা আবৃত্তি হয়। নির্গুণ ব্রহ্মবিদের অনাবৃত্তি নিত্যসিদ্ধই। তাই তিনি বলেন "সম্যগ্ দর্শনবিধ্বস্ততমসাস্তু নিত্যসিদ্ধনির্ব্বাণপরায়ণানাং সিদ্ধৈবানাবৃত্তিঃ।" (৪।৪।২২ সূত্র ভাষ্য)। ভগবান্‌ও গীতায় বলিতেছেন—

"যে ত্বক্ষরমনির্দ্দেশ্যমব্যক্তং পর্য্যুপাসতে।
সর্ব্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলং ধ্রুবং॥
সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্ব্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ॥"

গীতা ১২।৩।৪

"তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব" ইহার ভাষ্যে শঙ্কর বলিতেছেন—"যে এবংবিধাঃ তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ। নতু তেষাং বক্তব্যং কিঞ্চিন্মাং তে প্রাপ্নুবন্তীতি, জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতমিত্যুক্তম্। নহি ভগবৎস্বরূপাণাং সতাং যুক্ততমত্বমযুক্ততমত্বং বা বাচ্যম্" শ্রুতি জ্ঞানী বা নির্গুণ উপাসকের সম্বন্ধে বলেন, "বিমুক্তশ্চ বিমুচ্যতে"। শঙ্করের মতে জ্ঞানীর উৎক্রমণ নাই, কিন্তু উপাসকের উৎক্রমণ আছে। শঙ্করের মতে নির্ব্বাণপ্রাপ্ত জ্ঞানী সর্ব্বাবস্থায়ই ব্রহ্মপ্রাপ্ত, তাঁহার আবার গমনাগমন কি?

"শকুনিনামিবাকাশে জলে বারিচরস্য চ।
পদং যথা ন দৃশ্যতে তথা জ্ঞানবতাং গতিঃ॥"

ইহাই শঙ্করের অভিমত।

রামানুজাচার্য্য প্রভৃতি আচার্য্যগণ নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনা স্বীকার করেন না। অহংগ্রহ উপাসনাও তাঁহাদের সম্মত নহে। তাঁহারা বলেন, উপাসনার ফলেই মুক্তি। ভক্তিই মুক্তির সাধন। গৌড়ীয় আচার্য্য জ্ঞানকে ভক্তির গৌণ সাধন বলেন। ভেদেই উপাসনা, ইহা সকল বৈষ্ণবাচার্য্যগণেরই সিদ্ধান্ত। শঙ্কর এ স্থলে তাঁহাদের প্রতিপাদিত মুক্তিকে স্বর্গবিশেষ বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শঙ্কর নির্গুণ উপাসনার সম্বন্ধে একটী অতীব মনোজ্ঞ

প্রকরণ লিখিয়াছেন। এস্থলে আমরা পাঠকগণকে তাহাই উপহার দিতেছি।

নির্গুণ মানসপূজা

শিষ্য উবাচ—

অখণ্ডে সচ্চিদানন্দে নির্ব্বিকল্পৈকরূপিণি।
স্থিতেঽদ্বিতীয়ভাবেঽপি কথং পূজা বিধীয়তে॥ ১
পূর্ণস্যাবাহনং কুত্র সর্ব্বাধারস্য চাসনম্।
স্বচ্ছস্য পাদ্যমর্ঘ্যঞ্চ শুদ্ধস্যাচমনং কুতঃ॥ ২
নির্ম্মলস্য কুতঃ স্নানং বাসো বিশ্বোদরস্য চ।
অগোত্রস্য ত্ববর্ণস্য কুতস্তস্যোপবীতকম্॥ ৩
নির্লেপস্য কুতো গন্ধঃ পুষ্পং নির্ব্বাসনস্য চ।
নির্ব্বিশেষস্য কা ভূষা কোঽলংকারো নিরাকৃতেঃ॥ ৪
নিরঞ্জনস্য কিং ধূপৈ র্দীপৈর্বা সর্ব্বসাক্ষিণঃ।
নিজানন্দৈকতৃপ্তস্য নৈবেদ্যং কিং ভবেদিহ॥ ৫
বিশ্বানন্দয়িতুস্তস্য কিং তাম্বূলং প্রকল্পতে।
স্বয়ং প্রকাশচিদ্রূপো যোঽসাবর্কাদিভাসকঃ॥ ৬
গীয়তে শ্রুতিভিস্তস্য নীরাজনবিধিঃ কুতঃ।
প্রদক্ষিণমনন্তস্য প্রমাণোঽদ্বয়বস্তুনঃ॥ ৭
বেদবাচামবেদ্যস্য কিং বা স্তোত্রং বিধীয়তে।
অন্তর্ব্বহিঃসংস্থিতস্যোদ্বাসনবিধিঃ কুতঃ॥ ৮

শ্রীগুরুরুবাচ—

আরাধয়ামি মণিসন্নিভমাত্মলিঙ্গং মায়াপুরীহৃদয়পঙ্কজসন্নিবিষ্টম্।
শ্রদ্ধানদীবিমলচিত্তজলাভিষেকৈ র্নিত্যং
সমাধিকুসুমৈরপুনর্ভবায়॥ ৯
অয়মেকোঽবশিষ্টোঽস্মীত্যেবমাবাহয়েৎ স্থিরম্।
আসনং কল্পয়েৎ পশ্চাৎ স্বপ্রতিষ্ঠাত্মচিন্তনম্॥ ১০

পুণ্যপাপরজঃসঙ্গো মম নাস্তীতি বেদনম্।
পাদ্যং সমর্পয়েদ্ বিদ্বান্ সর্ব্বকল্মষনাশনম্॥ ১১
অনাদিকল্পবিধৃতমূলাজ্ঞানজলাঞ্জলিম্।
বিসৃজেদাত্মলিঙ্গস্য তদেবার্ঘ্যসমর্পণম্॥ ১২
ব্রহ্মানন্দাব্ধিকল্লোল-কণকোট্যংশলেশকম্।
পিবন্তীন্দ্রাদয় ইতি ধ্যানমাচমনং মতম্॥ ১৩
ব্রহ্মানন্দজলেনৈব লোকাঃ সর্ব্বে পরিপ্লুতাঃ।
অচ্ছেদ্যোঽয়মিতি ধ্যানমভিষেচনমাত্মনঃ॥ ১৪
নিরাবরণচৈতন্যং প্রকাশোঽস্মীতি চিন্তনম্।
আত্মলিঙ্গস্য সদ্বস্ত্রমিত্যেবং চিন্তয়েন্মুনিঃ॥ ১৫
ত্রিগুণাত্মাশেষলোকমালিকাসূত্রমস্ম্যহম্।
ইতি নিশ্চয়মেবাত্র হ্যুপবীতং পরং মতম্॥ ১৬
অনেকবাসনামিশ্রপ্রপঞ্চোঽয়ং ধৃতো ময়া।
নান্যেনেত্যনুসাধনমাত্মনশ্চন্দনং ভবেৎ॥ ১৭
রজঃসত্ত্বতমোবৃত্তিত্যাগরূপৈস্তিলাক্ষতৈঃ।
আত্মলিঙ্গং যজেন্নিত্যং জীবন্মুক্তিপ্রসিদ্ধয়ে॥ ১৮
ঈশ্বরো গুরুরাত্মেতি ভেদত্রয়বিবর্জ্জিতৈঃ।
বিল্বপত্রৈরদ্বিতীয়ৈ রাত্মলিঙ্গং যজেচ্ছিবম্॥ ১৯
সমস্তবাসনাত্যাগং ধূপং তস্য বিচিন্তয়েৎ।
জ্যোতির্ম্ময়াত্মবিজ্ঞানং দীপং সন্দর্শয়েদ্বুধঃ॥ ২০
নৈবেদ্যমাত্মলিঙ্গস্য ব্রহ্মাণ্ডাখ্যং মহোদনম্।
পিবানন্দরসং স্বাদু মৃত্যুরস্যোপসেচনম্॥ ২১
অজ্ঞানোচ্ছিষ্টকরস্য ক্ষালনং জ্ঞানবারিণা।
বিশুদ্ধস্যাত্মলিঙ্গস্য হস্তপ্রক্ষালনং স্মরেৎ॥ ২২
রাগাদিগুণশূন্যস্য শিবস্য পরমাত্মনঃ।
সরাগবিষয়াভ্যাসত্যাগস্তাম্বূলচর্ব্বণম্॥ ২৩

অজ্ঞানধ্বান্তবিধ্বংস-প্রচণ্ডমতিভাস্করম্।
আত্মনো ব্রহ্মতাজ্ঞানং নীরাজনমিহাত্মনঃ॥ ২৪
বিবিধ-ব্রহ্মসংদৃষ্টি মালিকাভিরলঙ্কৃতম্।
পূর্ণানন্দাত্মতাদৃষ্টিং পুষ্পাঞ্জলিমনুস্মরেৎ॥ ২৫
পরিভ্রমন্তি ব্রহ্মাণ্ডসহস্রাণি ময়ীশ্বরে।
কূটস্থাচলরূপোঽহমিতি ধ্যানং প্রদক্ষিণম্॥ ২৬
বিশ্ববন্দ্যোঽহমেবাস্মি নাস্তি বন্দ্যো মদন্যতঃ।
ইত্যালোচনমেবাত্র স্বাত্মলিঙ্গস্য বন্দনম্॥ ২৭
আত্মনঃ সৎক্রিয়া প্রোক্তা কর্ত্তব্যাভাবভাবনা।
নামরূপব্যতীতাত্মচিন্তনং নামকীর্ত্তনম্॥ ২৮
শ্রবণং তস্য দেবস্য শ্রোতব্যাভাবচিন্তনম্।
মননং ত্বাত্মলিঙ্গস্য মন্তব্যাভাবচিন্তনম্॥ ২৯
ধ্যাতব্যাভাববিজ্ঞানং নিদিধ্যাসনমাত্মনঃ।
সমস্তভ্রান্তিবিক্ষেপরাহিত্যেনাত্মনিষ্ঠতা॥ ৩০
সমাধিরাত্মনো নাম নান্যচ্চিত্তস্য বিভ্রমঃ।
তত্রৈব ব্রহ্মণি সদা চিত্তবিশ্রান্তিরিষ্যতে॥ ৩১
এবং বেদান্তকল্পোক্তস্বাত্মলিঙ্গপ্রপূজনম্।
কুর্ব্বন্নামরণং বাপি ক্ষণং বা সুসমাহিতঃ॥ ৩২
সর্ব্বদুর্ব্বাসনাজালং পদপাংসুমিব ত্যজেৎ।
বিধূয় জ্ঞানদুঃখৌঘং মোক্ষানন্দং সমশ্নুতে[৮]॥ ৩৩

এই নির্গুণ উপাসনাই শঙ্করের অনুমোদিত। বাস্তবিক চিন্তার ও ভাবের গভীরতায় এই পূজা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। শঙ্করের মতে জ্ঞানসংযুক্ত কর্ম্মীর দেবযান পথে ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি হয়। কেবল কর্ম্মীর পিতৃযান বা ধূমযান গতি হয়। সগুণ-উপাসক দেবযান পথে গমন করে। উহাও স্বর্গবিশেষ। নির্গুণ উপাসকের গমনাগমন নাই। উৎক্রান্তি নাই, নির্গুণ উপাসকই প্রকৃত জ্ঞানী। বিচারই তাঁহার সাধন।

কর্ম্ম

শঙ্কর নিষ্কামকর্ম্মবাদী। তাঁহার মতে কেবল ঈশ্বরার্থ কর্ম্মই নিষ্কাম কর্ম্ম। কোনও আশা আকাঙ্ক্ষা নাই, কোন পিপাসা নাই, কেবল ঈশ্বরার্থ অনুষ্ঠিত কর্ম্মই নিষ্কাম কর্ম্ম। তাঁহার মতে "কেবলমীশ্বরার্থং তত্রাপীশ্বরো মে তুষ্যত্বিতি আসঙ্গং ত্যক্ত্বা" (গীতাভাষ্য) কর্ম্ম করিতে হইবে। প্রথমে ঈশ্বরের প্রীতির জন্য কর্ম্ম, তৎপরে ভক্তির প্রগাঢ়তায় ঈশ্বরার্থ কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইবে। নিষ্কাম কর্ম্মের ফলে চিত্তশুদ্ধি, চিত্তশুদ্ধির ফলে জ্ঞাননিষ্ঠা; জ্ঞাননিষ্ঠায় জ্ঞানপ্রাপ্তি, জ্ঞানপ্রাপ্তিতে মোক্ষ। কর্ম্ম জ্ঞানের সহকারী, মুক্তির পরম্পরারূপে কারণ। জ্ঞানই মুক্তির কারণ, কর্ম্ম জ্ঞানের গৌণ কারণ। শঙ্করের মতে কেবল জ্ঞানই পুরুষার্থের হেতু। ব্রহ্মসূত্রে (৩ অঃ, ৪ পা ১ সূত্র) আচার্য্য বাদরায়ণ স্পষ্টই জ্ঞানে মুক্তি বলিয়াছেন। সূত্রটি এই —"পুরুষার্থোঽতঃ শব্দাদিতি বাদরায়ণঃ" (৩।৪।১ সূত্র)। শঙ্কর এই সূত্রের সিদ্ধান্তে বলেন, —"ইতোবক্ষ্যাতীয়কা শ্রুতিঃ কেবলায়াঃ বিদ্যায়াঃ পুরুষার্থহেতুত্বং শ্রাবয়তি।" (৩।৪।১ সূঃ ভাঃ)। জ্ঞান পুরুষার্থের হেতু হইলেও কর্ম্মসহকারী। গীতাভাষ্যে শঙ্কর বলিতেছেন,—

"অভ্যুদয়ার্থোঽপি যঃ প্রবৃত্তিলক্ষণো ধর্ম্মো বর্ণাশ্রমাংশ্চোদ্দিশ্য বিহিতঃ স চ দেবাদিস্থানপ্রাপ্তিহেতুরপি সন্নীশ্বরার্পণবুদ্ধ্যাঽনুষ্ঠীয়মানঃ সত্ত্বশুদ্ধয়ে ভবতি ফলাভিসন্ধিবর্জ্জিতঃ; শুদ্ধসত্ত্বস্য চ জ্ঞাননিষ্ঠা-যোগ্যতাপ্রাপ্তিদ্বারেণ জ্ঞানোৎপত্তিহেতুত্বেন চ নিঃশ্রেয়সহেতুত্বমপি প্রতিপদ্যতে।" (গীতা ভাষ্য)।*

শঙ্করের মতে কাম্যকর্ম্মে অভ্যুদয় হয়, ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উন্নতি হয়। কিন্তু নিষ্কাম কর্ম্মে ফলাভিসন্ধি থাকে

* গীতাভাষ্যে অন্যত্র বলিয়াছেন—"অসক্তো হি যস্মাৎ সমাচরন্ ঈশ্বরার্থং কর্ম্ম কুর্ব্বন্ মোক্ষম্ আপ্নোতি পুরুষঃ সত্ত্বশুদ্ধিদ্বারেণ ইত্যর্থঃ।"

৩।১৯ শ্লোক ভাষ্য।

না। ফলাভিসন্ধি না থাকিলে চিত্তের নৈর্ম্মল্য জন্মে। চিত্ত নির্ম্মল হইলে জ্ঞাননিষ্ঠা সম্ভব হয়। অবশ্যই শঙ্করের মতে কাম্যকর্ম্ম জ্ঞানের বিরোধী। কিন্তু নিষ্কাম কর্ম্ম পরম্পরাক্রমে জ্ঞানের উপকারক। শঙ্কর, জ্ঞান ও কর্ম্মের সহানুষ্ঠান বা সমুচ্চয় স্বীকার করেন না। তিনি ক্রমবাদী। তাঁহার মতে জ্ঞান ও কর্ম্মের সমুচ্চয় অসম্ভব। গীতার তৃতীয় অধ্যায়ের আরম্ভে তিনি সমুচ্চয়বাদের নিরাস করিয়াছেন। তাঁহার সিদ্ধান্ত এই—

"অস্মাচ্চ ভিন্নপুরুষানুষ্ঠেয়ত্বেন জ্ঞানকর্ম্মনিষ্ঠয়োর্ভগবতঃ প্রতিবচনদর্শনাৎ জ্ঞানকর্ম্মণোঃ সমুচ্চয়ানুপপত্তিঃ। তস্মাৎ কেবলাদেব জ্ঞানান্মোক্ষ ইত্যেষোঽর্থো নিশ্চিতো গীতাসু সর্ব্বোপনিষৎসু চ" (গীতা ৩অঃ ভাষ্য-উপক্রমণিকা)।

শঙ্করের মতে জ্ঞানীর পক্ষে কর্ম্মের কোনও আবশ্যকতা নাই। জ্ঞানীর ভেদবুদ্ধি উপমর্দ্দিত হইলে ক্রিয়া কারক ও ফলপ্রভৃতির সম্ভাবনা থাকে না। শঙ্কর বলেন—শ্রুতি স্মৃতি ইতিহাস পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রে বিদ্বান্ মুমুক্ষুর সর্ব্বকর্ম্মসংন্যাসের বিধান রহিয়াছে। যথা :—

"ব্যুত্থায় অথ ভিক্ষাচর্য্যং চরন্তি। তস্মাৎ সংন্যাসমেষাং তপসামতিরিক্তমাহুঃ। ন্যাসঃ এবাত্যরেচয়েৎ। ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া ন ধনেন ত্যাগেনৈকেঽমৃতত্বমানশুঃ। ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রব্রজেৎ।"

এই সকল শ্রুতিবাক্য বিদ্বানের কর্ম্মসংন্যাসের বিধান দিতেছে।

"ত্যজ ধর্ম্মমধর্ম্মং চ উভে সত্যানৃতে ত্যজ।
উভে সত্যানৃতে ত্যক্ত্বা যেন ত্যজসি তত্ত্যজ"।
সংসারমেব নিঃসারং দৃষ্ট্বা সারদিদৃক্ষয়া।
প্রব্রজন্ত্যকৃতোদ্বাহাঃ পরংবৈরাগ্যমাশ্রিতাঃ" (বৃহস্পতি)।
কর্ম্মণা বধ্যতে জন্তুর্বিদ্যয়া চ বিমুচ্যতে।
তস্মাৎ কর্ম্ম ন কুর্ব্বন্তি যতয়ঃ পারদর্শিনঃ। (শুকানুশাসন)।

ইত্যাদি স্মৃতিও কর্ম্মাভাব প্রদর্শন করে। ভগবান্‌ও গীতায় বলিয়াছেন—

"সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা সংন্যস্য" ইতি।

আরও বলিয়াছেন—

"যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে"॥ ৩।১৭

ইহার ভাষ্যে শঙ্কর বলেন—"এতমাত্মানং বিদিত্বা নিবৃত্তমিথ্যা-জ্ঞানাঃ সন্তো ব্রাহ্মণা মিথ্যাজ্ঞানবদ্ভিরবশ্যংকর্ত্তব্যেভ্যঃ পুত্রৈ-ষণাদিভ্যো ব্যুত্থায়াথ ভিক্ষাচর্য্যং শরীরস্থিতিমাত্রপ্রযুক্তং চরন্তি, ন তেষামাত্মজ্ঞাননিষ্ঠাব্যতিরেকেণান্যৎ কার্য্যমস্তীত্যেবং শ্রুত্যর্থমিহ গীতাশাস্ত্রে প্রতিপাদয়িষিতমাবিষ্কুর্ব্বন্নাহ ভগবান্—যস্ত্বিতি।" (গীতা ২ অঃ ১১ সূত্রভাষ্য।)।

অতএব শঙ্করের মতে জ্ঞান ও কর্ম্মের সহানুষ্ঠান বা সমুচ্চয় হইতে পারে না। এসম্বন্ধে ভাস্করাচার্য্য প্রভৃতি শঙ্করের বিরোধী। তাঁহারা বলেন—জ্ঞান ও কর্ম্মের সমুচ্চয় হইতে পারে এবং তাহাই সূত্রকারের অভিপ্রেত। ভাস্করাচার্য্য (দশম শতাব্দী) তৎকৃত ভাষ্যে শঙ্করমতখণ্ডনের জন্য প্রথম সূত্রের ভাষ্যে লিখিতেছেন—"যৎ তাবদুক্তং ধর্ম্মজিজ্ঞাসায়াঃ প্রাগপি ব্রহ্মজিজ্ঞাসোপপত্তেরিতি তদযুক্তম্। অত্র হি জ্ঞানকর্ম্মসমুচ্চয়ান্মোক্ষপ্রাপ্তিঃ সূত্রকারস্যাভি-প্রেতা।" (ভাস্করীয় ভাষ্য—চৌঃ সং সি. ২ পৃ)।

আচার্য্য বিজ্ঞানভিক্ষুও জ্ঞানকর্ম্মের সমুচ্চয়বাদী। তাঁহার মতে বাহ্য কর্ম্ম না থাকিলেও আন্তরিক কর্ম্ম থাকে। (বিজ্ঞানভিক্ষুকৃত বেদান্তদর্শনের বিজ্ঞানামৃত ভাষ্য দ্রষ্টব্য। ১।১।১ সূত্রভাষ্য; ৪—১৯ পৃ; চৌ স. সি)।

রামানুজ প্রভৃতি আচার্য্যগণও সমুচ্চয়বাদী। কেবল শঙ্করই ক্রমবাদী। শঙ্করের ক্রমবাদই সুসঙ্গত বলিয়া মনে হয়। কারণ, স্পন্দন জড়ের ধর্ম্ম। স্পন্দনই ক্রিয়া। ক্রিয়া থাকিলেই দুঃখ

অনিবার্য্য। জ্ঞানীরও যদি ক্রিয়া থাকে—আর তাহা হইলে দুঃখনিবৃত্তি অসম্ভব, মুক্তিরও কোনও সার্থকতা থাকে না। অধিকারিবাদেও শঙ্করের মত শোভন। ক্রমশঃ উচ্চ হইতে উচ্চগ্রামে মানবের মন নীত হয়। শ্রুতিও শঙ্করের মতের অনুকূল বলিয়াই বোধ হয়। একত্ববোধে কর্ম্মের অবসরও থাকে না। শঙ্করের মতে নিষিদ্ধবর্জ্জনপূর্ব্বক প্রথমে কাম্যকর্ম্ম, তৎপরে কাম্যনিষিদ্ধ-বর্জ্জনপুরঃসর নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম ও উপাসনাদি করিতে হইবে। নিষ্কাম কর্ম্ম করিতে করিতে চিত্ত নির্ম্মল হইবে। চিত্ত নির্ম্মল হইলে জ্ঞাননিষ্ঠায় যোগ্যতা জন্মিবে। জ্ঞাননিষ্ঠার ফলে সন্ন্যাস সাধিত হইবে এবং জ্ঞানীর সর্ব্বকর্ম্মত্যাগ হইয়া যাইবে।

চৈতন্যে চঞ্চলতা নাই, স্পন্দন নাই, ক্রিয়া নাই। যখন চৈতন্যস্বরূপ অধিগত হইবে তখন কর্ম্ম থাকিতে পারে না। শঙ্করের মতে কেবল বুদ্ধির সাহায্যে কর্ম্ম হইতে পারে না। চিত্ত ও বুদ্ধির—শ্রদ্ধা ও জ্ঞানের সম্যক্ মিলন চাই; এবং সেই কর্ম্মই প্রকৃত কর্ম্ম, যাহাতে সমকালে ব্যষ্টির ও সমষ্টির—ব্যক্তির ও সমাজের কল্যাণ সাধিত হয়। এ সম্বন্ধে আমাদের প্রণীত "কর্ম্মতত্ত্ব" দ্রষ্টব্য। কর্ম্মক্ষেত্রে প্রেম ও বুদ্ধির মিলন না হইলে প্রকৃত কর্ম্ম সাধিত হইতে পারে না। ইহাই শঙ্করের অভিপ্রেত।

সন্ন্যাস

শঙ্করের মতে সন্ন্যাসের প্রাধান্য সুপরিস্ফুট। তবে অধিকারী নির্দ্দেশ করায় সকলের পক্ষে সন্ন্যাস সঙ্গত নহে বলিয়াই বিবেচিত হয়। সন্ন্যাসীর পক্ষে বেদান্ত অনুশীলন প্রশস্ত। তাঁহার মতে কর্ম্মত্যাগীই বেদান্তের প্রকৃত অধিকারী। শমদমাদিসাধনসম্পন্ন সন্ন্যাসী বেদান্তশ্রবণের অধিকারী হওয়ায় নিম্নাধিকারীর সন্ন্যাস নিষিদ্ধ হইয়াছে।

ব্রহ্মবিদ্যার অধিকার

আচার্য্য শঙ্করের মতে ব্রহ্মবিদ্যায় ব্রাহ্মণেরই বিশেষ অধিকার।

মুণ্ডকোপনিষদের ১ম মুণ্ডকের ১২শ শ্রুতির * ভাষ্যে শঙ্কর বলিতেছেন—

"ব্রাহ্মণঃ ব্রাহ্মণস্যৈব বিশেষতোঽধিকারঃ সর্ব্বত্যাগেন ব্রহ্ম-বিজ্ঞায়ামিতি ব্রাহ্মণগ্রহণম্॥"

শঙ্করের মতে ব্রাহ্মণ মুখ্যাধিকারী। শূদ্র সম্বন্ধে শঙ্কর বলেন— তাঁহারা ইতিহাসপুরাণাদির সাহায্যে সে জ্ঞানলাভ করিতে পারেন। বেদে তাঁহাদের অধিকার নাই। শঙ্করের সিদ্ধান্ত এই—

"যেষাং পুনঃ পূর্ব্বকৃতসংস্কারবশাৎ বিদুরধর্মব্যাধপ্রভৃতীনাং জ্ঞানোৎপত্তিঃ তেষাং ন শক্যতে ফলপ্রাপ্তিঃ প্রতিবন্ধুং, জ্ঞানস্যৈ-কান্তিকফলত্বাৎ। শ্রাবয়েচ্চতুরো বর্ণানিতি চেতিহাসপুরাণাধিগমে চাতুর্ব্বর্ণ্যাধিকারস্মরণাৎ। বেদপূর্ব্বকস্তু নাস্ত্যধিকারঃ শূদ্রাণামিতি স্থিতম্"। (১।৩।৩৮ সূত্র ভাষ্য)।

অর্থাৎ শূদ্রের বেদাধিকার নাই। অতএব বেদপূর্ব্বক তাহাদের জ্ঞান জন্মিতে পারে না। কিন্তু ইতিহাসপুরাণাদির সাহায্যে তাহাদের জ্ঞানোদয় হইতে পারে। আচার্য্য শঙ্করের এই সিদ্ধান্ত অন্যান্য আচার্য্যগণ অপেক্ষা উদার। কারণ, রামানুজ প্রভৃতি আচার্য্যগণ শূদ্রের অনধিকারই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কেবল বিজ্ঞানভিক্ষু † শঙ্করের মতের অনুসরণ করিয়াছেন। বাস্তবিক শঙ্করের সিদ্ধান্ত উদারতার নিদর্শন। তিনি একটী কথা বড়ই সুন্দর বলিয়াছেন—"জ্ঞানস্যৈকান্তিকফলত্বাৎ"। জ্ঞান কাহারও একচেটিয়া সম্পত্তি নহে। উহা প্রমাণজন্য। এস্থলে শঙ্কর আপনার মহান্ হৃদয়েরই পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। শ্রুতি ও

* শ্রুতিটি এই—

"পরীক্ষ্য লোকান্ কর্ম্মচিতান্ ব্রাহ্মণো নির্ব্বেদমায়ান্নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন।
তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্॥"

† বিজ্ঞানামৃত ভাষ্য ১।৩,৩৭—৩৮ সূত্রভাষ্য দ্রষ্টব্য। চৌঃ সং সিঃ ২২৮—২০২ পৃষ্ঠা।

স্মৃতির সিদ্ধান্ত অপহ্নব না করিয়া যেরূপ সামঞ্জস্য করিয়াছেন, তাহা তাঁহার প্রতিভারই দ্যোতক। শঙ্করের মতে দেবতাদিগেরও তত্ত্বজ্ঞানে অধিকার আছে, (১।৩।২৬)।*

কর্ম্মফলদাতৃত্ব

পূর্ব্বমীমাংসকগণের মতে ধর্ম্ম বা কর্ম্মই ফলদাতা। কর্ম্মের জন্য অপূর্ব্বের উদ্ভব হয় সেই অপূর্ব্বই ফল প্রদান করে, ইহাই মীমাংসকের সিদ্ধান্ত। শঙ্কর বলেন—ঈশ্বরই ফলদাতা। কারণ, কর্ম্ম জড়, কখন কোন ফল ফলিবে তাহা নির্ণয় করা জড়ধর্ম্মী কর্ম্মের পক্ষে অসম্ভব। শ্রুতিবলেও ঈশ্বরকেই কর্ম্মফলদাতা বলিয়া জানা যায়, অতএব ঈশ্বরের ফলদাতৃত্বই উপপন্ন (৩।২।৩৮—৪১)। ঈশ্বর সৃষ্টির কারণ। কর্ম্মফল-প্রদান তাঁহার পক্ষেই সম্ভব। অচেতন কর্ম্ম কখনই ফলদাতা হইতে পারে না।

---

* ["শূদ্রের ইতিহাস ও পুরাণপূর্ব্বক ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার আছে।" আচার্য্যের এই কথা হইতে প্রকারান্তরে বেদপূর্ব্বক অধিকারও পাওয়া যায়। কারণ, স্বয়ং বেদ পড়িলে বা উপনীত না হইয়া গুরুর নিকট বেদ পড়িলে তাহা বেদ পাঠ হয় না, উহা ইতিহাস পুরাণপাঠেরই তুল্য হয়। যেহেতু উপনীত হইয়া গুরুকর্ত্তৃক উচ্চারিত বেদের উচ্চারণ গুরুর মত করিয়া বেদগ্রহণ করিলে বেদপাঠ হয়; নচেৎ তাহা বেদপাঠ হয় না। আর ইতিহাস পুরাণে বেদবাক্যই অনেক স্থলে অতি অল্প পরিবর্ত্তন করিয়া লিখিত। স্বয়ং বা অনুপনীত হইয়া পড়িলে এতাদৃশ শাস্ত্রীয় বেদপাঠ হয় না, কিন্তু বেদবাক্যের অর্থাবগতিতে বাধা ঘটে না বলিয়া উহা প্রকারান্তরে বেদপাঠই বলিতে হইবে। এইরূপ বেদপাঠে জ্ঞানের কোন প্রভেদ হয় না, কেবল বিধিপূর্ব্বক পাঠের ফল যে পুণ্যবিশেষ তাহাই জন্মে না—এই মাত্র। বস্তুতঃ এই শাস্ত্রীয় বেদপাঠ আজ বহু ব্রাহ্মণেরও প্রায়ই হয় না। মাধ্বমতে স্ত্রীগণ অধিকারিণী হইলে তাঁহাদের অধিকার আছে। সং]

গতি

আচার্য্য শঙ্কর পূর্ব্বজন্ম ও পরজন্মবাদ অঙ্গীকার করিয়াছেন। তাঁহার মতে জ্ঞানীর আর জন্ম নাই। অবিদ্যাই জন্মের কারণ। অবিদ্যার মূলোচ্ছেদ হইলে আর জন্ম নাই। তাঁহার মতে গতি তিন প্রকার ও জ্ঞানীর গমনাগমন নাই। যাহারা নিষিদ্ধ আচরণ করে, তাহারা নীচযোনি প্রাপ্ত হয়। যাহারা কেবলমাত্র কর্ম্ম-সংসক্ত, অর্থাৎ যাহারা জ্ঞানসংযুক্ত কর্ম্মানুষ্ঠান করে না, তাহারা চন্দ্রলোক প্রাপ্ত হয়। ইহাই পিতৃযানগতি। কর্ম্ম করে কিন্তু দেবতার স্বরূপজ্ঞান নাই, এই জন্যই এই কর্ম্মের ফলে পিতৃলোক বা চন্দ্রলোক লাভ হয়। তথায় কিছুকাল সুখভোগান্তে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হয়। আচার্য্য শঙ্কর ছান্দোগ্যোপনিষদের পঞ্চম অধ্যায়ের দশম খণ্ডে ও বৃহদারণ্যক উপনিষদের ষষ্ঠ অধ্যায়ের দ্বিতীয় ব্রাহ্মণে গতিসম্বন্ধে বিচার করিয়াছেন। তিনি বলেন—যাহারা দেবতা জ্ঞানের সহিত কর্ম্ম করে, তাহারা ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়। ইহাই দেবযানগতি। শঙ্করের মতে ইহাও আপেক্ষিক মুক্তি। ইহাতে অনাবৃত্তি নাই। কিন্তু সাধন আছে। অতএব সামান্য অজ্ঞান আছে। প্রকৃত মুক্তি ইহা নহে। চন্দ্রলোকের সুখ ভঙ্গুর। কিন্তু ব্রহ্মলোকের সুখ স্থায়ী। যখন ব্রহ্মা পরমব্রহ্মের সহিত কল্পান্তে মিলিত হন তখন ব্রহ্মলোকবাসী জ্ঞানিগণও পরম ব্রহ্মে মিলিত হন। সগুণ উপাসকের ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তিই পুরুষার্থ। ব্রহ্মসূত্রের চতুর্থ অধ্যায়ের তৃতীয় পাদে সগুণ উপাসকের গতি ও জ্ঞানীর নির্ব্বাণের বিষয় আলোচিত হইয়াছে। ৪।৩।১৪ সূত্রের ভাষ্যে শঙ্কর প্রতিপন্ন করিয়াছেন—জ্ঞানীর গমনাগমন নাই। জ্ঞানী জীবন্মুক্ত। জ্ঞানী সর্ব্বদাই ব্রহ্মাত্মস্বরূপে অবস্থিত। অতএব তাঁহার আবার গমনাগমন কি? শ্রুতি ও যুক্তির অনুসরণ করিলে শঙ্করের সিদ্ধান্তই সমীচীন বলিয়া বোধ হয়। আচার্য্য রামানুজের মতে ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তিই পরমপুরুষার্থ। শঙ্কর ইহাকে আপেক্ষিক

মুক্তি বলেন। বৈষ্ণবাচার্য্য সকলেই এ সম্বন্ধে শঙ্করের বিরোধী। কিন্তু সগুণ উপাসকের নিত্যনিরতিশয় মুক্তি অসম্ভব। গুণ থাকিলে অজ্ঞান আছে। ক্রিয়া থাকিলেই দুঃখ অনিবার্য্য। সগুণ উপাসকেরও গমনাগমন আছে। বিশেষতঃ আচার্য্য রামানুজ প্রভৃতি ভেদ স্বীকার করেন। ভেদ থাকিলেই ক্রিয়া অনিবার্য্য হয়। শঙ্করের মতে ভেদ নাই। জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন। রামানুজাচার্য্য প্রভৃতির মুক্তি জন্যবস্তু। কারণ, উহা সাধনলভ্য। জন্যবস্তু বিনাশশীল। ইহাতে মুক্তি অনিত্য হইয়া পড়ে। শঙ্করের মতে মুক্তি নিত্যসিদ্ধ। উহা ক্রিয়ার ফলে উদ্ভূত হয় না। ব্রহ্মাত্মবোধই মুক্তি। অবিদ্যার অন্তই মুক্তি। স্বস্বরূপে অবস্থিতিই মুক্তি। উহা নিত্য নিরতিশয়। মুক্তি উৎপাদ্য নহে। মুক্তি বিকার্য্য নহে। মুক্তি সংস্কার্য্য নহে। মুক্তি আপ্য নহে। মুক্তি নিত্যসিদ্ধ। জীবগত অবিদ্যার জন্যই জীব আপন ব্রহ্মাত্মস্বরূপ পরিজ্ঞাত নহে। অবিদ্যার বিনাশেই জীব ব্রহ্মাত্মস্বরূপে অবস্থিত হয়। জীব সর্ব্বাবস্থায়ই মুক্ত, কিন্তু বোধ নাই। "নিষ্কলম্" "নিষ্ক্রিয়ম্" "শান্তম্" "নিরবদ্যম্" "নিরঞ্জনম্"। ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থিত হইলে গমনাগমন সম্ভব কি প্রকারে? সর্ব্বগত আত্মস্বরূপে অবস্থানে আবার কল্লান্তের অপেক্ষা কি? যাঁহারা মনে করেন—জীবের জীবত্ব নষ্ট হইলে আমার কি লাভ হইল? আমার আমিত্ব নষ্ট হইল? তাহাদের গৌড়পাদাচার্য্যের কারিকা স্মরণ করা উচিত।

"অস্পর্শযোগো বৈ নাম দুর্দ্দর্শঃ সর্ব্বযোগিনাম্।
যোগিনো বিভ্যতি হ্যস্মাদভয়ে ভয়দর্শিনঃ॥"

বাস্তবিক উৎক্রান্তিগতিবর্জ্জিত ব্রহ্মাত্মস্বরূপতাই প্রকৃত মুক্তি। "ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি।"

সাধন

শঙ্করের মতে নিষ্কাম কর্ম্ম জ্ঞানের গৌণ সাধন। নিত্যানিত্য-বস্তুবিবেক, ইহামুত্রফলভোগবিরাগ, শমদমাদি ষট্সম্পত্তি ও মুমুক্ষুত্ব

ইহারা প্রধান সাধন। ব্রহ্মবস্তুই নিত্য ও অন্যান্য সকলই অনিত্য—এই বোধই নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক। ইহলৌকিক যাবতীয় ভোগ ও পারলৌকিক যাবতীয় ভোগে বিরক্তিই ইহামুত্রফলভোগবিরাগ। অন্তরিন্দ্রিয় মনের সংযমই শম। "স্বলক্ষ্যে নিয়তাবস্থা মনসঃ শম উচ্যতে" (বি, চূ)। জ্ঞান ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সংযমই দম। প্রতীকারের চেষ্টা না করিয়া সকল চিন্তা ও বিলাপ না করিয়া দুঃখ সহ্য করাই তিতিক্ষা। কর্ম্ম হইতে উপরমই উপরতি, অথবা বিষয় হইতে নিগৃহীত মন পুনরায় বিষয়াভিমুখী হইলে তাহাকে প্রত্যাহৃত করাই উপরতি। গুরু ও বেদান্তবাক্যে প্রমাত্মক আস্তিক্য-বুদ্ধিই শ্রদ্ধা, এবং পরমগুরু পরমেশ্বরে একান্ত অনুরক্তিই সমাধান। এই ছয়টী সাধন সম্পৎ, নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক, ইহামুত্রফলভোগ-বিরাগ এবং তীব্র মুমুক্ষুত্ব না হইলে জ্ঞানের অধিকার জন্মে না। জ্ঞানের মুখ্য সাধন এই চতুষ্টয়। আসনাদি যোগের সাধন সম্বন্ধে যথাভিমত সুখাসনকেই প্রশস্ত বলিয়াছেন। যাহাতে একাগ্রতা জন্মে তাহাই করণীয়। দিগ্দেশকাল প্রভৃতির বাধাবাধি নাই। যাহাতে চিত্তের একাগ্রতা জন্মে তাহা করিলেই হইল। আসীন ব্যক্তিরই ধ্যান উপাসনাদি সম্ভব, (ব্রহ্মসূত্র ৪।১।৭-১১ সূত্র)। শঙ্করের মতে রাজযোগে দেশ কাল ও বায়ুরোধ প্রভৃতির আবশ্যকতা নাই।* অবশ্য রাজযোগ বলিতে তিনি ব্রহ্মাত্মৈক্যকেই গ্রহণ করিয়াছেন। শঙ্করের প্রতিপাদিত রাজযোগ এক অপূর্ব্ব জিনিষ। তাঁহার মতে যম, নিয়ম, ত্যাগ, মৌন, দেশ, কাল, আসন, মূলবন্ধ, দেহসাম্য, দৃক্স্থিতি, প্রাণসংযমন, প্রত্যাহার, ধারণা, আত্মধ্যান,

---

* যোগতারাবলীতে বলেন—

"ন দৃষ্টিলক্ষ্যাণি ন চ চিত্তবন্ধো ন দেশকালৌ ন চ বায়ুরোধঃ।
ন ধারণাধ্যানপরিশ্রমো বা সমেধমানে সতি রাজযোগে॥"

(বা, পি, স, ১৬শ, ১৪ শ্লোক, ১২০ পৃষ্ঠা)

সমাধি প্রভৃতি রাজযোগের অঙ্গ। (অপরোক্ষানুভূতি ১০২—১০৫ শ্লোক)।

শঙ্করের মতে ব্রহ্মরূপে স্থিতিই যম, নিয়ম। তিনি বলেন— সকলই ব্রহ্ম ইহা জানিয়া ইন্দ্রিয়গ্রামসংযত হইলে যাহা হয় তাহাই যম। বিজাতীয়প্রবাহ রুদ্ধ হইয়া সজাতীয় প্রবাহরূপে আনন্দস্রোত চলিলেই তাহা নিয়ম। চিদাত্মার সাক্ষাৎকারে প্রপঞ্চত্যাগই ত্যাগ। বাক্য ও মন যাঁহাকে না পাইয়া নিবর্তিত হয়, তাহাই মৌন। এই মৌনই সহজ। মৌনবাক্ হওয়া কেবল অজ্ঞের লক্ষণ। আদি, অন্তে ও মধ্যে যেস্থানে জন বা লোক নাই, যাহাদ্বারা সকল পরিব্যাপ্ত তাহাই দেশ। নিমেষে যিনি ব্রহ্মাদি সর্ব্বভূতের কল্পনা করেন, সেই অখণ্ডানন্দ অদ্বৈত ব্রহ্মই কাল। যে অবস্থায় সুখে অজস্র ব্রহ্মচিন্তন হয় তাহাই আসন। এতদ্ভিন্ন অন্য আসন সুখাসন নহে, উহা সুখনাশন। যিনি সর্ব্ব ভূতবস্তুর অধিষ্ঠান, যিনি নিত্যসিদ্ধ, তাঁহাতে অবস্থানই সিদ্ধাসন। যিনি সকল ভূতগ্রামের মূল, যিনি চিত্তবন্ধনের মূল, তাহাতে স্থিরভাবে অবস্থানই মূলবন্ধ। সমরস ব্রহ্মেতে লীন হওয়াই অঙ্গ সকলের সমতা। এতদ্ভিন্ন শরীরের ঋজুতা ও সমতা শুষ্ককাষ্ঠের ন্যায়।

নাসাগ্রনিবদ্ধ দৃষ্টিই প্রকৃতি যৌগিক দৃষ্টি নহে। জ্ঞানময় দৃষ্টিতে সকলই ব্রহ্মময় সন্দর্শনই পরম উদার দৃষ্টি। যে স্থানে দ্রষ্টা, দর্শন ও দৃশ্যের নিবৃত্তি হয় তাহাই দৃক্‌স্থিতি। চিত্তাদি সর্ব্বভাবকে ব্রহ্মরূপে ভাবনায় যে সর্ব্ববৃত্তির নিরোধ হয়, তাহারই নাম প্রাণায়াম। প্রপঞ্চের নিষেধই রেচক প্রাণায়াম। আমিই ব্রহ্ম এই বৃত্তিই পূরক। ইহার ফলে যে বৃত্তির নিস্পন্দন হয় তাহাই কুম্ভক। বিষয় সকল আত্মরূপে দর্শন করিয়া মন যখন চৈতন্যে নিমজ্জিত হয় তখনই প্রত্যাহার সাধিত হইল। যেখানে যেখানে মনের প্রচার সেই সেই স্থলেই ব্রহ্মদর্শনই ধারণা। ব্রহ্মই আমি

এই জ্ঞানে যে নিরালম্বন স্থিতি লাভ হয় তাহাই ধ্যান। নির্ব্বিকার স্বরূপে অবস্থানে চিত্তবৃত্তির নিবৃত্তিই সমাধি। (অপরোক্ষানুভূতি ১০৪—১২৪)। শঙ্কর, সাঙ্খ্য ও যোগদর্শনের যে অংশ অবৈদিক ও অযৌক্তিক তাহাই নিরাকরণ করিয়াছেন। প্রধানকারণবাদ মহত্তত্ত্ব ও অহঙ্কারতত্ত্বের নিরাস করিয়াছেন। সাঙ্খ্যের বহুপুরুষবাদ, ভোক্তৃত্ববাদ নিরস্ত করিয়াছেন। কিন্তু সাঙ্খ্যের পুরুষের অসঙ্গতা ও অকর্তৃত্ব প্রভৃতি অংশ সাদরে গ্রহণ করিয়াছেন। যোগের সাধনাংশও তাঁহার স্বীকৃত। (২।১।৩ সূত্র ভাষ্য)। শঙ্করের সিদ্ধান্ত এই—

"যেন ত্বংশেন ন বিরুধ্যেতে তেন ইষ্টমেব সাংখ্যযোগস্মৃত্যোঃ সাবকাশত্বম্ তদ্ যথা—অসঙ্গোহয়ং পুরুষঃ ইত্যেবমাদিশ্রুতিপ্রসিদ্ধমেব পুরুষস্য বিশুদ্ধত্বং নির্গুণপুরুষনিরূপণেন সাংখ্যৈরভ্যুপগম্যতে। তথা চ যোগৈরপি, অথ পরিব্রাট্ বিবর্ণবাসা মুণ্ডোঽপরিগ্রহ ইত্যেবমাদিশ্রুতিপ্রসিদ্ধমেব নিবৃত্তিনিষ্ঠত্বং প্রব্রজ্যাদ্যুপদেশনানুগম্যতে।" (২।১।৩ সূত্রভাষ্য)।

তাঁহার মতে যোগের সাধন তত্ত্বজ্ঞানের উপকারী, তবে বেদান্তবাক্যবলেই তত্ত্বজ্ঞান অধিগত হয়। শঙ্করদর্শনের ইহাই বিশেষত্ব। যাহা অশ্রৌত ও অযৌক্তিক তাহাই খণ্ডিত হইয়াছে এবং যে অংশে বিরোধ নাই তাহাই বৃত হইয়াছে।

বেদের নিত্যত্ব

আচার্য্য শঙ্করের মতে বেদ অপৌরুষেয় ও নিত্য। অবশ্যই বেদ আপেক্ষিক নিত্য ও প্রবাহরূপে নিত্য। কারণ, ঐকাত্ম্যজ্ঞান জন্মিলে শাস্ত্রেরও সার্থকতা থাকে না। বেদ প্রবাহরূপে নিত্য। সমস্ত জাগতিক ব্যবহার প্রথমে বৈদিক শব্দ লইয়াই হইয়াছিল। অতএব জগতের প্রাথমিক নামব্যবহার বৈদিকশব্দমূলক। শব্দ অনাদি, অর্থও অনাদি, অর্থও অনাদি এবং তদুভয়ের সম্বন্ধও অনাদি।

কোনওটি উৎপত্তিমান্ নহে। গো ব্যক্তি (আকৃতিবিশিষ্ট একটি গরু) উৎপন্ন হইলেও তাহার আকৃতি অনুৎপন্ন। অর্থাৎ গোত্ব বা গোজাতি চিরকালই আছে ও থাকিবে। সুতরাং গোত্ব, গোজাতি বা গবাকৃতি অভিনব নহে। আকৃতিবিশিষ্ট ব্যক্তিবিশেষই জন্মে। আকৃতি জন্মে না। দ্রব্য, গুণ, ক্রিয়া এ সকলের এক একটী ব্যক্তিই উৎপন্ন হয়। আকৃতি বা জাতি উৎপন্ন হয় না। জাতি বা আকৃতি অনাদিকাল হইতেই আছে। তদ্বিশিষ্ট ব্যক্তি জন্মিলে সে তন্নামেই প্রখ্যাত হয়। অতএব সেই চিরনিত্য বা অনাদি আকৃতির (জাতির) সহিতই তদ্বোধক অনাদিশব্দের অনাদি সম্বন্ধ অনাদিকাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। সুতরাং শব্দের সহিত ব্যক্তির সম্বন্ধ নহে। শঙ্করের মতে জাতি (Genus) নিত্য Species অনিত্য, অতএব উহা নিত্য নহে। ব্যক্তি অনন্ত। তৎকারণে ব্যক্তিতে সঙ্কেতগ্রহণ অসম্ভব। "গো" এই শব্দ কোন্ গো-ব্যক্তির বোধক এবং মূলে কোন্ গো-ব্যক্তিতে ঐ শব্দ সঙ্কেতিত হইয়াছিল, তাহা জ্ঞানগম্য হয় না। সুতরাং ব্যক্তি-শক্তিবাদ হইতে জাতিশক্তিবাদ স্বীকার করাই সমীচীন। অতএব শব্দের সহিত জাতির সম্বন্ধ অনাদি। বৈদিক শব্দের অর্থের সহিত সম্বন্ধ নিত্য। অতএব বৈদিক শব্দ স্বতঃপ্রমাণ। বৈদিক শব্দ, অর্থ (বস্তু) ও তদুভয়ের সম্বন্ধ নিত্য ও অনাদি। সেই হেতু বৈদিক শব্দ সকলের অর্থ-প্রত্যয়-উৎপাদন-বিষয়ে অন্যের অপেক্ষা নাই। যেহেতু অনপেক্ষ, সেই হেতু প্রমাণ—স্বতঃপ্রমাণ। জগতের প্রতি ব্রহ্ম যদ্রূপ কারণ শব্দ তদ্রূপ কারণ নহে। ব্রহ্ম—উপাদানকারণ, শব্দ ব্যবহারব্যঞ্জক নিমিত্ত-কারণ। শব্দের দ্বারাই শব্দব্যবহারযোগ্য পদার্থের ব্যক্তভাব জন্মে, অর্থাৎ অভিব্যক্তি হয়। শ্রুতি ও স্মৃতি উভয়েই শব্দপূর্ব্বিক সৃষ্টি বলিয়াছেন। যিনি যে কোনও বস্তু প্রস্তুত করুন, তাহাকেই অগ্রে তাহার বাচক শব্দ মনে করিতে হয় বা স্মরণ করিতে হয়, পশ্চাৎ তাহা প্রস্তুত হয়, সম্পন্ন হয়। শব্দ ও অর্থ মনে না থাকিলে

কেহই কিছু করিতে পারেন না, ইহাই প্রত্যক্ষসিদ্ধ। সৃষ্টিকর্ত্তা প্রজাপতির মনেও সেইরূপ বৈদিক শব্দের আবির্ভাব হইয়াছিল। অনন্তর তিনি সে সকলের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে শ্রুতিও সাক্ষ্য দিতেছেন। শব্দ নিত্য বলিয়াই বেদ স্বতঃপ্রমাণ ও নিত্য। [শঙ্করমতে বেদ অপৌরুষেয়ও বটে। উহা ঈশ্বরবৎ নিত্য। ঈশ্বরও উহা রচনা করেন না। সং।]

শব্দের স্বরূপ

কেহ কেহ বলেন স্ফোটই শব্দ। স্ফোটাত্মক শব্দই নিত্য। সুতরাং স্ফোটই ব্যবহারের নিমিত্তকারণ। তাঁহাদের মতে বর্ণের উৎপত্তিবিনাশ হয়। বর্ণের উচ্চারণের বিভিন্নতা আছে। বিভিন্ন ব্যক্তির উচ্চারণ বিভিন্ন। উচ্চারণকর্ত্তা দৃষ্ট না হইলেও ধ্বনির দ্বারা তাহার উচ্চারিত বর্ণের বিভিন্নতা প্রতীত হইয়া থাকে। বর্ণ অর্থবোধের কারণ—ইহাও বলা যায় না। কস্মিন্ কালেও এক একটী বর্ণে অর্থবোধ জন্মাইতে দেখা যায় না। বর্ণসমষ্টিও অর্থবোধের কারণ নহে। কারণ, তাহাতেও ক্রমের অপেক্ষা আছে। এইরূপ নানা কারণ স্ফোটবাদী উত্থাপিত করেন। পাতঞ্জল দর্শনের ভাষ্যকার স্ফোটবাদী। তিনি বিভূতিপাদের ১৭শ সূত্রের (শব্দার্থপ্রত্যয়ানামিতরেতরাধ্যাসাৎ সঙ্করস্তৎপ্রবিভাগসংযমাৎ সর্ব্বভূতরুতজ্ঞানম্) ভাষ্যে স্ফোটবাদের সমর্থন করিয়াছেন। আচার্য্য শঙ্কর স্ফোটবাদের নিরাকরণ করিয়াছেন। তিনি এস্থলে আচার্য্য পাণিনির গুরু ভগবান্ উপবর্ষের অনুসরণ করিয়াছেন। শঙ্কর লিখিয়াছেন "বর্ণা এব তু শব্দা ইতি ভগবানুপবর্ষঃ" (১।৩।২৮ সূত্র ভাষ্য)। উপবর্ষের অনুসরণ করিয়া শঙ্কর বর্ণকেই শব্দ বলিয়াছেন ও স্ফোটবাদকে অপ্রামাণিক বলিয়াছেন। যেহেতু "সেই শব্দ এই" "সেই বর্ণ এই" এরূপ প্রত্যভিজ্ঞা হয়, সেই হেতু বর্ণই নিত্য। বর্ণের উৎপত্তিবিনাশ নাই। স্ফোটবাদীর যুক্তি তিনি খণ্ডন

করিয়াছেন। আনুপূর্ব্বীক্রমে বিন্যস্ত বর্ণসমূহের দ্বারা ব্যক্তভাব-প্রাপ্ত অর্থবোধক নিরাকার শব্দবিশেষের নাম স্ফোট। কোনও শব্দের ধ্বনি হইলে তাহা হইতে প্রতিধ্বনির ন্যায় অন্য একটি নিঃশব্দ শব্দ জন্মে, তাহাই কোন বস্তুজ্ঞানে ব্যক্ত হয়। সেই জ্ঞানময় শব্দই স্ফোট। ইহাই নিত্য। ইহারই সামর্থ্যে কোনও বস্তুবিশেষের প্রতীতি হইয়া থাকে। শঙ্করের মতে নিঃশব্দ অন্য শব্দের কল্পনা করা কেবল কল্পনাগৌরব। তাঁহার মতে বর্ণব্যক্তি এক। তাহার ভেদ ঔপাধিক, এবং তাহার প্রত্যভিজ্ঞান স্বরূপনিমিত্তক, ধ্বনির বিভিন্নতার উদাত্তাদি ভেদ হয়। কিন্তু তাহাতে বর্ণের কোনও ভেদ নাই। শঙ্কর তাই বলিয়াছেন "বর্ণেভ্যশ্চার্থপ্রতীতেঃ সম্ভবাৎ স্ফোটকল্পনাঽনর্থিকা।" বর্ণদ্বারা অর্থপ্রতীতি সম্ভব হইলে স্ফোট-কল্পনা অনর্থক (১।৩।২৮ সূত্র ভাষ্য)। নৈয়ায়িকগণের মতে বর্ণ অনিত্য, তাঁহারা স্ফোটবাদ স্বীকার করেন না।

আত্মা ও মন

শঙ্করের মতে আত্মা নিষ্ক্রিয়, নির্ব্বিশেষ, নিরাকার, সৎ, চিৎ, আনন্দ ও অনন্তস্বরূপ। মনই মায়া। বুদ্ধির ধর্ম্ম অধ্যবসায়। চিত্তের বৃত্তি অনুসন্ধান। অভিমানাত্মিকা বৃত্তিই অহঙ্কার, এবং সঙ্কল্পবিকল্পাত্মিকা মন। এই সকলই মন বা অন্তঃকরণ। ক্রিয়া মনের ধর্ম্ম। নিষ্ক্রিয় আত্মার সাক্ষিত্বে মনের প্রকাশ, চেতন আত্মার সান্নিধ্যেই মনের প্রবৃত্তি। জীব মনের ধর্ম্ম আত্মায় আরোপিত করিয়া কর্ত্তা ও ভোক্তার ন্যায় ব্যবহার করিতেছে। যখন আত্ম-স্বরূপের বোধ হয়, তখনই মন মিথ্যা বলিয়া প্রতিভাত হয় ও মনের লয় হয়। মন জড়। আত্মা প্রকাশস্বরূপ। আত্মার প্রকাশে মন সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণময়। ইউরোপীয় মনো-বৈজ্ঞানিক Thinking, Feeling এবং Willing এই তিন বৃত্তিতে মনকে বিভক্ত করেন। শঙ্করের মতেও অধ্যবসায়, অনুসন্ধান ও

সঙ্কল্পবিকল্প এই তিন বৃত্তিই প্রধান। অভিমানাত্মিকা বৃত্তির বিশেষত্ব নাই। কারণ, অহংপ্রত্যয়ই বুদ্ধিপ্রভৃতি বৃত্তিতে প্রকাশ পাইয়া অভিমানরূপে প্রতিফলিত হয়। শঙ্করের প্রতিপাদিত আত্মা ইউরোপীয় দার্শনিকগণের Soul নহে। কারণ, ইউরোপীয় Soul অধ্যস্ত। আত্মা ও মনকে তাদাত্ম্য সম্বন্ধাবচ্ছিন্নরূপে ইউরোপীয় দার্শনিকগণ গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের Egoও বেদান্তের আত্মা নহে। তাঁহাদের Ego অহংপ্রত্যয় মাত্র। উহা নিঃসঙ্গ, নির্লিপ্ত, নিষ্ক্রিয় আত্মা নহে। শঙ্করের মতে মনের প্রধান তিন ভাগের অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তি, চিত্তবৃত্তি ও মানসিকবৃত্তির—পর্য্যায়ক্রমে নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তি অনুসন্ধানাত্মিকা বৃত্তি ও সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মিকা বৃত্তির—সহিত ইউরোপীয় Thinking, Feeling ও Willing-এর সাদৃশ্য আছে। শঙ্করের মতে মন জড়। ইউরোপীয় মতে মন চেতন। এস্থলে শঙ্করের সিদ্ধান্তই শোভন ও সমীচীন।

মন্তব্য

আচার্য্য শঙ্করের মত মায়াবাদ হৃদয়ঙ্গম করা সুকঠিন। মিথ্যাটী প্রতীতিকালে সৎ বলিয়াই বোধ হয়। কিন্তু সত্যবোধ জন্মিলে মিথ্যা-বোধ থাকে না। বাস্তবিক মিথ্যা বা মায়ার নির্ব্বচন অসম্ভব। জীবগত মায়া বা অজ্ঞান সর্ব্বজনের প্রত্যক্ষ। সমস্ত ব্যবহারই মায়ার বশে চলিতেছে। জীবসমষ্টিই ঈশ্বর। ঈশ্বরেও মায়ার অধিষ্ঠান স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু শঙ্কর প্রতিপন্ন করিয়াছেন—জ্ঞানে অজ্ঞান বা মায়া বা মিথ্যাজ্ঞান কোনও কালে ও কোনও দেশে নাই। ঈশ্বর জ্ঞানস্বরূপ। অতএব অজ্ঞান বা মায়া তাঁহার স্বরূপ বা স্বভাব হইতে পারে না। তাই শঙ্কর বলেন—মায়া পরমেশ্বরাশ্রয়া। নিরধিষ্ঠান ভ্রমও হইতে পারে না। ভ্রমের অধিষ্ঠান চাই। অধিষ্ঠানই জ্ঞান, তাহাই সৎ। ভ্রম প্রতীতিকালে মাত্র আছে, জ্ঞানে নাই। জ্ঞান আশ্রয় হইলেও জ্ঞানে উহা নাই। শঙ্কর তাই বলিয়াছেন—

"অবিদ্যাত্মিকা হি সা বীজশক্তিরব্যক্তশব্দনির্দ্দেশ্যা পরমেশ্বরাশ্রয়া মায়াময়ী মহাসুষুপ্তিঃ যস্যাং স্বরূপপ্রতিবোধরহিতাঃ শেরতে সংসারিণো জীবাঃ (১।৪।৩ সূত্রভাষ্য)।

মায়াই জগতের বীজশক্তি, এবং পরমেশ্বরাশ্রয়া। কিন্তু মায়াকে নির্দ্দেশ করা যায় না। "অব্যক্তা হি সা মায়া তত্ত্বান্যত্বনিরূপণস্যাশক্যত্বাৎ" (১।৪।৩ সূত্রভাষ্য)। পারমার্থিক দৃষ্টিতে এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মই আছেন। মায়াও নাই, জগৎও নাই। ব্যবহারের মায়া সর্ব্বজনপ্রত্যক্ষ। তাই মায়া সদসদ্‌বিলক্ষণ, অতএব অনির্ব্বচনীয়।

শঙ্করের অদ্বৈতবাদ উক্ত সাধকের পক্ষেই উপযোগী। অসাধক ও অপরিণত বুদ্ধির নিকট অদ্বৈতবাদ সর্ব্বনাশের হেতু। অতীন্দ্রিয় জ্ঞান সাধারণ মানবের উপভোগ্য নহে। শঙ্করদর্শন সাধারণের জন্য নহে। অবশ্যই আদর্শরূপে শঙ্কর-দর্শন সর্ব্বদর্শনের শিরোমণি। কর্ম্মক্ষেত্রেও নিষ্কাম কর্ম্মযোগ শঙ্করমতের মেরুদণ্ড। শঙ্করের ভক্তি উপাদেয় বস্তু। শঙ্করদর্শনে প্রাণের তৃষ্ণা, হৃদয়ের আবেগ নিবারিত হয়। বুদ্ধির প্রসন্নতা, চিত্তের স্থৈর্য্য সাধিত হয়। শঙ্করের মায়াবাদ ও ইউরোপীয় Idealism এক জিনিষ নহে। শঙ্কর ব্যাবহারিক জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করায় কর্ম্মের অবকাশ রহিয়াছে। গৌড়পাদাচার্য্য যাহা সিদ্ধান্তরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, শঙ্কর তাহাই প্রপঞ্চিত করিয়াছেন। অদ্বৈতবাদের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা শঙ্করের মহামনা শক্তির ফল। পরবর্ত্তীকালে শঙ্করের মতের প্রচারে সমস্ত ভারত তন্মতপরিব্যাপ্ত হইয়া হিন্দুর ধর্ম্ম বেদান্তের ধর্ম্মরূপে পর্য্যবসিত হইয়াছে। শঙ্করের জীবনেও তাঁহার দর্শন প্রতিফলিত। কাপালিকের খড়্গতলে সমাধিস্থ, কর্ম্মযোগীর অপূর্ব্ব নিদর্শন, প্রেমিকের পূর্ণ অভিব্যক্তি। শঙ্করের জীবনে তাই শঙ্করদর্শন পূর্ণরূপে প্রকট।

শঙ্করের সময়েও ভারতে পাঞ্চরাত্র ও মাহেশ্বর মত বিদ্যমান ছিল। পাঞ্চরাত্র বা ভাগবত মতের যাহা শ্রুতি ও যুক্তির সহিত

অনিরুদ্ধ তাহা গ্রহণ করিয়া যাহা অযৌক্তিক তাহাই নিরাস করিয়াছেন। ভাগবতমতে বাসুদেব হইতে সঙ্কর্ষণ, সঙ্কর্ষণ হইতে প্রদ্যুম্ন ও প্রদ্যুম্ন হইতে অনিরুদ্ধের উদ্ভব হয়। শঙ্কর বলেন উৎপত্তি স্বীকার করলে অনিত্যাদি দোষের উদ্ভব অনিবার্য্য। জীব নশ্বর হইলে —অনিত্যস্বভাব হইলে—ভগবৎপ্রাপ্তিরূপ মোক্ষ হইতে পারে না! কারণের বিনাশে কার্য্যের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। বিশেষতঃ কর্ত্তা হইতে করণের উৎপত্তির দৃষ্টান্ত নাই। কর্ত্তা কখনও 'দা' প্রভৃতি করণের উৎপত্তিস্থান নহে। (এ সম্বন্ধে ২।২।৪২-৪৫ সূত্র-ভাষ্য দ্রষ্টব্য।)

মাহেশ্বর মতে কার্য্য, কারণ, যোগ, বিধি ও দুঃখান্ত এই পাঁচ পদার্থ পশুপতিকর্ত্তৃক পশুগণের বন্ধনচ্ছেদার্থ উপদিষ্ট হইয়াছে। পশুপতি শিব এই জগতের ঈশ্বর অর্থাৎ নিয়ন্তা ও নিমিত্তকারণ।* এই মাহেশ্বর মতের সহিত নাকুলীশ পাশুপত মতের (সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ দ্রষ্টব্য) সহিত সৌসাদৃশ্য বর্ত্তমান। এস্থলে শৈবাচার্য্যগণের মতে ঈশ্বর একটী পৃথক্ তত্ত্ব ও জগতের নিমিত্তকারণ মাত্র। শঙ্করের মতে ঈশ্বর যখন স্বতন্ত্রস্বভাব, তখন তাঁহার পক্ষে হীন, মধ্যম, উত্তম প্রাণী সৃষ্টি করা বিষমাচারিত্বের নিদর্শন হইয়া পড়ে। অসমান সৃষ্টি করায় তাঁহারও রাগ দ্বেষাদি আছে—ইহা অনুমান করা যায়। তাহা হইলে ঈশ্বর আমাদের ন্যায় অনীশ্বর হইয়া পড়েন। এ সকল কারণে মাহেশ্বর মতের অযৌক্তিকতা প্রমাণ হয়। (২।২।৩৭-৪১ সূত্রের ভাষ্য দ্রষ্টব্য)। শৈব ও পাঞ্চরাত্র মত অতি প্রাচীনকাল হইতেই ভারতে বিস্তার লাভ করিয়াছিল। শঙ্করের সময়ও এই সকল মতবাদ প্রচলিত ছিল। ইতিহাসে অশোককে শৈব দেখিতে পাই। মহাভারতাদি গ্রন্থে পাঞ্চরাত্র মতের উল্লেখ রহিয়াছে। এই

* "মাহেশ্বরাস্তু মন্যন্তে—কার্য্য-কারণ-যোগবিধি-দুঃখান্তাঃ পঞ্চ পদার্থাঃ পশুপতিনেশ্বরেণ পশুপাশবিমোক্ষায়োপদিষ্টাঃ, পশুপতিরীশ্বরো নিমিত্তকারণ-মিতি বর্ণয়ন্তি"। (২।২।৩৭ সূত্র-ভাষ্য দ্রষ্টব্য)।

সকল মতের নিরসনপ্রসঙ্গেও দেখিতে পাওয়া যায়—শঙ্কর যে যে স্থল অযৌক্তিক ও শ্রুতিসিদ্ধান্তের বিরোধী তাহাই পরিহার করিয়াছেন, এবং এই সকল মতের যাহা গ্রাহ্য তাহাই সাদরে গ্রহণ করিয়াছেন। দার্শনিক ক্ষেত্রের এই উদারতা তাঁহার কর্মক্ষেত্রেও প্রকটিত। তিনি অনাচারীর অনাচার নিবারণ করিয়াছেন, কিন্তু কোনও দেবদেবীর পূজাপদ্ধতি বা মন্দির ধ্বংস করেন নাই। যাহা অনাচার তাহাই নিবারণ করিয়াছেন। যাহা আচার তাহা সযত্নে রক্ষা করিয়াছেন। রামানুজাচার্য্যের জীবনে শৈবমন্দির বিষ্ণুমন্দিরে পরিণত করিবার দৃষ্টান্ত আছে। কিন্তু শঙ্করের জীবনে সমদর্শিতাই পরিস্ফুট, কোনও সাম্প্রদায়িকতা দেখিতে পাওয়া যায় না। শঙ্করদর্শনের বিশেষত্বও সাম্প্রদায়িকতার অভাব। শঙ্করদর্শন তাই আকাশের ন্যায় নির্ম্মল, সমুদ্রের ন্যায় উদার। শঙ্কর বৌদ্ধমতের বাহ্যার্থাস্তিত্ব বাদ ও বিজ্ঞানবাদ, ২।২।১৮-৩২ সূত্রের ভাষ্যে নিরস্ত করিয়াছেন। সর্ব্বশূন্য-বাদের সম্বন্ধে বলিয়াছেন, সর্ব্বপ্রমাণ-বিপ্রতিষিদ্ধ বলিয়া উহা নিরাকরণের কোনও আগ্রহ নাই।* অর্থাৎ সর্ব্বশূন্যবাদ সর্ব্বপ্রমাণের বিরোধী। জাপানী পণ্ডিত ইয়ামাকামীর মতে শঙ্কর যে বৌদ্ধমত নিরাস করিয়াছেন, তাহা বৌদ্ধগণের অনতিপ্রাচীন কোনও গ্রন্থে পাওয়া যায় না। শঙ্করের খ্রীঃ পূর্ব্বে আবির্ভাবের ইহাও অন্যতম কারণ। শঙ্কর ২।২।৩৩-৩৬ সূত্রের ভাষ্যে জৈনমত খণ্ডন করিয়াছেন। জৈনদিগের সপ্তভঙ্গী ন্যায়, অযৌক্তিক বলিয়া শঙ্কর নিরসন করিয়াছেন।

সপ্তভঙ্গী ন্যায় এই—"স্যাদস্তি, স্যান্নাস্তি, স্যাদবক্তব্য, স্যাদস্তি চ নাস্তি চ, স্যাদস্তি চাব্যক্তব্যশ্চ, স্যান্নাস্তি চাব্যক্তব্যশ্চ, স্যাদস্তি নাস্তি চাব্যক্তব্যশ্চেতি।" শঙ্কর বলেন—ইহা অযৌক্তিক। কোনও বস্তু যুগপৎ সৎ ও অসৎ ইত্যাদি বিরুদ্ধধর্ম্মাক্রান্ত হইতে পারে না।

* "শূন্যবাদিপক্ষস্তু সর্ব্বপ্রমাণবিপ্রতিষিদ্ধঃ ইতি তন্নিরাকরণায় নাদরঃ ক্রিয়তে" (২।২।৩১ সূত্রের ভাষ্য)।

জৈনমতে পুদ্গল নামক পরমাণুপুঞ্জ হইতে পৃথিবী প্রভৃতির উদ্ভব স্বীকৃত। ইহাও অযৌক্তিক ; কারণ, পরমাণু জড়। জড় হইতে বিচিত্র রচনা অসম্ভব ! এস্থলে জৈনমতের সহিত বৈশেষিক মতের পরমাণুকারণবাদের সাদৃশ্য আছে। জৈনমতে আত্মা মধ্যমপরিমাণ, বা শরীরপরিমাণ। শঙ্কর বলেন, তাহা হইলে আত্মা পরিচ্ছিন্ন ও অপূর্ণ হন। পরিচ্ছিন্ন হইলে আত্মা অনিত্য হইয়া পড়েন। শঙ্করের প্রধান প্রযত্ন অবৈদিকবাদ নিরাকরণ। তিনি যে ভাবে বৌদ্ধ ও জৈনমত নিরাস করিয়াছেন তাহাতে যাঁহারা তাঁহাকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ * বলেন তাঁহাদের বাক্য নিতান্ত অসঙ্গত ও অশোভন। উহা সঙ্কীর্ণতার ফল। বিজ্ঞানভিক্ষু সাঙ্খ্যপ্রবচন ভাষ্যে পদ্মপুরাণের প্রক্ষিপ্ত বাক্য উদ্ধার করিয়া মায়াবাদকে অবৈদিক বলিতে উদ্যত হইয়াছেন। ‡ পদ্মপুরাণের ঐ বাক্য যে প্রক্ষিপ্ত তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কোনও সঙ্কীর্ণমনা বিচারযুদ্ধে পরাজিত হইয়া পদ্মপুরাণে ঐরূপ অসার ও অশোভন বাক্য লিখিয়া রাখিয়াছে বলিয়াই প্রতিভাত হয়। মায়াবাদ কখনই প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদ হইতে পারে না।

* বৈষ্ণবগণ শঙ্করকে প্রচ্ছন্নবৌদ্ধ বলেন।

‡ সাঙ্খ্যপ্রবচনভাষ্যের ভূমিকা মধ্যে এইরূপ আছে—

মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমেব চ।
ময়ৈব কথিতং দেবি, কলৌ ব্রাহ্মণরূপিণা ॥
অপার্থং শ্রুতিবাক্যানাং দর্শয়ল্লোকগর্হিতম্।
কর্ম্মস্বরূপত্যাজ্যত্বমত্র চ প্রতিপাদ্যতে ॥
সর্ব্বকর্ম্মপরিভ্রংশান্নৈষ্কর্ম্ম্যং তত্র চোচ্যতে।
পরাত্মজীবয়োরৈক্যং ময়াত্র প্রতিপাদ্যতে ॥
ব্রহ্মণোঽস্য পরং রূপং নির্গুণং দর্শিতং ময়া।
সর্ব্বস্য জগতোঽপ্যস্য নাশনার্থং কলৌ যুগে ॥
বেদার্থবন্মহাশাস্ত্রং মায়াবাদমবৈদিকম্।
ময়ৈব কথিতং দেবি ! জগতাং নাশকারণাৎ ॥ পদ্মপুরাণ।

শঙ্করের মতে বা জীবনে কোথাও বৌদ্ধবাদের ছায়া দেখিতে পাওয়া যায় না। সন্ন্যাসের প্রাধান্য দেখিয়া বৌদ্ধবাদের প্রভাব স্বীকার করাও সঙ্গত নহে। কারণ, শঙ্কর সন্ন্যাসের যেরূপ অধিকারী নির্ণয় করিয়াছেন তাহাতে বৌদ্ধ সন্ন্যাসের কোনও সাদৃশ্য নাই। পক্ষান্তরে নিষ্কাম কর্ম্মযোগের ব্যবস্থা প্রদান করায় কর্ম্মসন্ন্যাস কেবল উচ্চাধিকারীর পক্ষেই সম্ভব। নিম্নাধিকারীর পক্ষে কাম্যকর্ম্মের ব্যবস্থাও রহিয়াছে। সাংখ্যমতে কর্ম্ম দোষযুক্ত বলিয়া ত্যাজ্য। পূর্ব্বমীমাংসার মতে যজ্ঞ, দান প্রভৃতি কর্ম্ম কখনও ত্যাজ্য নহে। চিরকাল অনুষ্ঠানই মীমাংসকের সম্মত। শঙ্করের মতে যজ্ঞ দানাদি কর্ম্ম ফলাভিসন্ধিবর্জ্জিত হইয়া অনুষ্ঠান করাই সঙ্গত। সাংখ্যমতের সহিত বৌদ্ধমতের সাদৃশ্য আছে। কিন্তু শঙ্করের সহিত কোন সাদৃশ্য নাই। শঙ্করের মত গীতায় ভগবানের মতের অনুরূপ। "যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্," (গীতা ১৮৫)। বাস্তবিক শঙ্করের মতে ও জীবনে কোথাও বৌদ্ধপ্রভাব দেখিতে পাওয়া যায় না। শঙ্করের জীবন বেদান্তমতের পূর্ণ অভিব্যক্তি। শঙ্করের মতে অধিকারিবাদের প্রতিষ্ঠা থাকায় কোনও রূপে সন্ন্যাসের বাতিক সমাজ শরীরে প্রবিষ্ট হইতে পারে না। বিশেষতঃ যাহাতে ব্যষ্টি ও সমষ্টির এবং ব্যক্তি ও সমাজের কল্যাণ সমকালে সাধিত হয়, তাহাই প্রকৃত কর্ম্ম। এইরূপ মতবাদ প্রপঞ্চিত থাকাতে সন্ন্যাসের বাতিক প্রবেশ করিতে পারে না। খ্রীঃ পূঃ প্রথম শতাব্দীতে শঙ্করের অভ্যুদয়। সেই সময় হইতেই ভারতীয় দর্শনরাজ্যে এক অভিনব জীবনের সঞ্চার হইয়াছে। শঙ্করের সাধনা, তপস্যা ও জ্ঞানগবেষণার ফল আজ বিশ্বদর্শনেরও অমূল্য সম্পত্তি। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের উন্নতির সহিত যে সকল তথ্য প্রকাশিত হইয়াছে, সেই সকল তথ্য ক্রমশঃ শাঙ্কর মতের অনুকূলে পোষক প্রমাণরূপে শাঙ্কর মতের মহিমা উদ্ঘোষিত করিতেছে। ইউরোপীয় কোনও দার্শনিক মতের সহিত শাঙ্কর মতের সাম্য নাই। প্লেটোর মনোময় জগৎ সত্য,

অতএব তাঁহার মতের সহিত শাঙ্কর মতের সাদৃশ্য নাই। ক্যাণ্টের অব্যক্ত জগৎ সৎ। এই মতের সহিতও সাদৃশ্য নাই। হেগেলের পুরুষোত্তমই জগদ্রূপে পরিণত হইয়াছেন। অতএব এই মতের সহিতও সাম্য নাই। সোপেনহৌরের মত বৌদ্ধ মতের অনুরূপ। বার্কলির মতও সেইরূপ। ইঁহাদের মতের সহিতও সাম্য নাই। আদর্শরূপে শঙ্করের মত বিশ্বমানবের চিন্তার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ফল। এরূপ অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য আর কোথায়ও দেখিতে পাওয়া যায় না। বেদান্ত-দর্শনের ন্যায় দর্শন যে দেশে প্রপঞ্চিত হইয়াছিল, সে দেশের সভ্যতা যে কতদূর অগ্রসর হইয়াছিল তাহা সহজেই অনুমেয়। উপনিষদের যুগে এই অপূর্ব্ব মতবাদের প্রসার হইয়াছিল। সেই যুগের বহুপূর্ব্বেই ভারতীয় সভ্যতা ক্রমবিকাশের ফলে পূর্ণতা লাভ করিয়া অতীন্দ্রিয় রাজ্যেও প্রবেশ করিয়াছিল এবং সেই ঐতিহাসিক ধারাই নানাধিক পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধনের ভিতর দিয়া আজিও বিশ্বের বিস্ময় উৎপাদন করিতেছে।

অদ্বৈতবাদ

(খ্রীঃ পূঃ ১ম শতাব্দী হইতে ১ম শতাব্দী)

(বিক্রম সংবৎ ১ম শতাব্দী)

আচার্য্য শঙ্করের তিরোভাবের সহিত সমস্ত ভারতে বেদান্ত ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা আরম্ভ হইল। চারি প্রান্তে চারিটী মঠ ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠার কেন্দ্ররূপে শাঙ্কর দর্শন প্রচারের ভার গ্রহণ করিয়াছে। শঙ্করের জীবিতকালেই তাঁহার প্রধান শিষ্যদ্বয় তাঁহার মতবাদের ব্যাখ্যাকল্পে নানা প্রকরণ ও নিবন্ধ লিখিয়াছিলেন। পদ্মপাদাচার্য্যের পঞ্চপাদিকা গ্রন্থই শঙ্করের গ্রন্থের পরবর্ত্তী প্রথম গ্রন্থ। পূর্ব্বমীমাংসা মতের আচার্য্য ভট্ট কুমারিল খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষ ভাগে ও খ্রীঃ পূঃ প্রথম শতাব্দীর প্রথম ভাগে জীবিত ছিলেন বলিয়াই অনুমিত হয়। তাঁহার মনীষায় বেদোক্ত কর্ম্মকাণ্ডের প্রসার প্রতিপত্তি চলিতেছিল।

মণ্ডন মিশ্র তাঁহার শিষ্য বলিয়াই পরিচিত। ভট্ট কুমারিলের প্রযত্নে পূর্ব্বমীমাংসার প্রতিষ্ঠা হইতেছিল। সেই সম-সময়েই শাঙ্কর দর্শনের প্রচার ও প্রসার আরম্ভ হয়। ভট্টমত ও শাঙ্কর মত পাশাপাশি মর্য্যাদারক্ষার জন্য অগ্রসর হইয়াছে। প্রাভাকর মত দক্ষিণ ভারতে প্রবল ছিল। কিন্তু ভট্টমত ও শাঙ্কর মতের প্রসারে প্রাভাকর মত হীনপ্রভ হইতে লাগিল। শঙ্করবিজয় গ্রন্থে পদ্মপাদাচার্য্যের মাতুল প্রভাকরমতাবলম্বী ছিলেন এরূপ বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি পদ্মপাদাচার্য্যের গ্রন্থ অগ্নিতে নিক্ষেপ বা গৃহদাহের ব্যপদেশে নষ্ট করিয়াছিলেন। শঙ্করমতের প্রচারে ভীত হইয়াও এরূপ করা স্বাভাবিক। শঙ্কর তাঁহার ভাষ্যে শবরস্বামীর নাম উল্লেখ করিয়াছেন। * শবরস্বামী উপবর্ষের পরবর্ত্তী। উপবর্ষ পূর্ব্বমীমাংসারও বৃত্তিকার। তাঁহার মত অনুসরণ করিয়াই শবরস্বামী ভাষ্য প্রণয়ন করেন। শবরস্বামীর ভাষ্যের উপরই ভট্ট কুমারিলের বৃত্তি। ভট্ট কুমারিলও স্থানে স্থানে শবরস্বামীর মত খণ্ডন করিয়াছেন, উপবর্ষের সময় হইতে পূর্ব্বমীমাংসা ও বেদান্তদর্শনের বিচার বিশেষ ভাবেই চলিয়াছে। ভট্ট কুমারিলে পূর্ব্বমীমাংসার ও শঙ্করে ব্রহ্মমীমাংসার পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। উভয়ে প্রায় সম-সাময়িক। এই সময়ই ভারতীয় দর্শনের নবযুগ। ন্যায়দর্শনের ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন। ইতিবৃত্তে জানিতে পারি তিনিই চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী চাণক্য। খ্রীঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীতে তিনি বর্ত্তমান ছিলেন। বুদ্ধদেবের পূর্ব্বে পাণিনির অভ্যুদয়। উপবর্ষ পাণিনির সমসাময়িক। বুদ্ধদেবের পূর্ব্ব হইতেই বেদান্ত ও পূর্ব্বমীমাংসার উপর বৃত্তি প্রভৃতি রচিত হইয়াছে। অন্ততঃ খ্রীঃ পূঃ ৭ম বা ৬ষ্ঠ শতাব্দী হইতেই দার্শনিক চিন্তা নানাদিকে প্রধাবিত হইয়াছে। সেই চিন্তা খ্রীঃ পূঃ

* "ইত এবাকৃষ্যাচার্য্যেণ শবরস্বামিনা প্রমাণলক্ষণে বর্ণিতম্"। (ব্রঃ সূঃ ৩।৩।৫৩ সূত্র ভাষ্য)—শঙ্করের ভাষ্য ৩।৩।৫৩ সূত্র দ্রষ্টব্য।

১ম শতাব্দীতে মূর্ত্তিমান্ বিগ্রহরূপে প্রকট হইয়াছে। বৌদ্ধমত-নিরাকরণে ভট্টপাদ ও শঙ্কর উভয়েই ব্যাপৃত হইয়াছিলেন। এই উভয় মতই বেদমূলক। উভয় মতই বেদের স্বতঃপ্রামাণ্য স্বীকার করিয়াছে। উভয় মতই সমকালে পাশাপাশিভাবে স্ফূর্ত্তি পাইয়াছে। শঙ্করমত তাঁহার তিরোভাবের পর তৎশিষ্য প্রশিষ্যগণ-দ্বারা প্রচারিত হইয়াছে। খ্রীঃ পূঃ প্রথম শতাব্দীর অন্তভাগে ও প্রথম শতাব্দীর প্রথম ভাগে আচার্য্য পদ্মপাদ ও আচার্য্য সুরেশ্বর শঙ্করমতের প্রতিষ্ঠাকল্পে গ্রন্থনিচয় প্রণয়ন করিয়া দার্শনিক ধারা রক্ষা করিয়াছেন।

আচার্য্য পদ্মপাদ
(জীবন)

আচার্য্য পদ্মপাদ শঙ্করের প্রথম শিষ্য। ইঁহার অন্য নাম সনন্দন। ইনি দাক্ষিণাত্যের চোল প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার গুরুভক্তি অসাধারণ ছিল। নদীর পরপার হইতে গুরু আহ্বান করিলে, নদীর উপর দিয়াই অগ্রসর হন। তৎকালে প্রতিপাদবিক্ষেপে পদ্ম প্রস্ফুটিত হইতেছিল। তাহাতে ভর করিয়া পদ্মপাদ নদী উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। শঙ্কর যখন উগ্রভৈরবনামা কাপালিকের খড়্গতলে সমাধিস্থ ছিলেন, তখন পদ্মপাদাচার্য্যই কাপালিককে নিধন করিয়াছিলেন। শৃঙ্গেরী মঠে অবস্থানকালে শঙ্করের অনুমতিতে পদ্মপাদ তীর্থভ্রমণে গমন করেন। তিনি তৎকালে স্বীয় রচিত ভাষ্যবার্ত্তিক সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। পদ্মপাদের মাতুল প্রাভাকরমতাবলম্বী ছিলেন। পদ্মপাদ মাতুলগৃহে গ্রন্থখানি রাখিয়া রামেশ্বরে গমন করেন এবং মাতুল গৃহদাহের ব্যপদেশে গ্রন্থখানি নষ্ট করেন। প্রত্যাবর্ত্তনকালে পদ্মপাদ জানিতে পারেন তাঁহার রচিত গ্রন্থ বিনষ্ট হইয়াছে। পদ্মপাদ আবার

তাদৃশ গ্রন্থ লিখিবেন শুনিয়া মাতুল বিষপ্রয়োগে পদ্মপাদকে পাগল-প্রায় করিয়া দেন। তিনি দুঃখিতান্তঃকরণে গুরুর নিকট আসিয়া সমস্ত নিবেদন করেন। গুরু গ্রন্থখানি একবার শুনিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, তুমি লিখিয়া লও, আমি বলিতেছি, আমার সকল স্মরণ আছে। পদ্মপাদ সকল লিখিয়া লইলেন। (শঙ্কর বিজয় ১৬৭-১৭০ শ্লোক)। আচার্য্য শঙ্কর পদ্মপাদকে পুরীর গোবর্দ্ধন মঠে স্থাপন করেন, শঙ্করের পরেও ইনি জীবিত থাকিয়া শঙ্কর মতের প্রচার করেন।

গ্রন্থের বিবরণ

পদ্মপাদাচার্য্যপ্রণীত উক্ত গ্রন্থের কিয়দংশ পাওয়া যায়। তাহার নাম "পঞ্চপাদিকা।" পঞ্চপাদিকা কাশী "বিজয়নগর সিরিজে" ছাপা হইয়াছে (১৮৯১)। আচার্য্য শঙ্করের আদেশে পদ্মপাদ শারীরক ভাষ্যের ব্যাখ্যা প্রনয়নে প্রবৃত্ত হন, পঞ্চপাদিকায় কেবল চতুঃসূত্রের ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। প্রকাশাত্ম যতি পঞ্চপাদিকার বিবরণ নামক টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন। তিনিও চতুঃসূত্রী অংশের উপরই টীকা করিয়াছেন। শঙ্করবিজয় গ্রন্থে লিখিত আছে - পদ্মপাদের টীকার প্রথম অংশ পঞ্চপাদিকা ও শেষ অংশটী বৃত্তি। * কিন্তু শেষ অংশ পাওয়া যায় না। পঞ্চপাদিকা নাম শুনিলে মনে হয় ইহাতে পাঁচটী পদ থাকিবে, কিন্তু এরূপে এ গ্রন্থ পাওয়া যায় না। পঞ্চপাদিকার উপরে পঞ্চপাদিকাবিবরণ নামক প্রকাশাত্মযতিকৃত যে টীকা আছে তাহার উপর অখণ্ডানন্দমুনিকৃত "তত্ত্বদীপন" নামক টীকা আছে। উভয় গ্রন্থই কাশীতে প্রকাশিত। বিবরণও বিজয়নগর সিরিজে প্রকাশিত। তত্ত্বদীপন বেনারস সংস্কৃত সিরিজে প্রকাশিত। বিবরণের উপর নৃসিংহাশ্রমকৃত ভাবপ্রকাশিকা নামক

* "যৎপূর্ব্বভাগঃ কিল পঞ্চপাদিকা তচ্ছেষগা বৃত্তিরিতি প্রথীয়সী।" মাধবাচার্য্যকৃত শঙ্করবিজয় (৭০—৭১ শ্লোক)।

টীকাও আছে, কিন্তু এই গ্রন্থ এখনও প্রকাশিত হইয়াছে কিনা জানিতে পারি নাই। পঞ্চপাদিকার উপর অমলানন্দকৃত পঞ্চপাদিকা-দর্পণ নামক এক টীকা আছে। তাহাও মুদ্রাঙ্কিত হইয়া প্রকাশিত হয় নাই। বিদ্যাসাগরকৃত পঞ্চপাদিকার টীকাও আছে। এই গ্রন্থ আজও প্রকাশিত হয় নাই।

পঞ্চপাদিকায় নয়টী বর্ণক আছে দেখা যায়। এই গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ শ্লোকে ভাষ্যকে "প্রসন্ন গম্ভীর" বলা হইয়াছে।† ভামতীর মঙ্গলাচরণ শ্লোকেও ভাষ্যকে "প্রসন্ন গম্ভীর" আখ্যায় আখ্যাত করা হইয়াছে। "ভাষ্যং প্রসন্নগম্ভীরং তৎপ্রণীতং বিভজ্যতে।" বোধ হয় পদ্মপাদই প্রথমে "প্রসন্নগম্ভীরং" বাক্যে ভাষ্যকে অলঙ্কৃত করিয়াছেন। বাচস্পতিমিশ্র তাঁহাকে অনুসরণ করিয়া "প্রসন্নগম্ভীর" এই বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন। পঞ্চপাদিকা একখানি নিবন্ধ গ্রন্থ। চতুঃসূত্রীর ব্যাখ্যাচ্ছলে বেদান্ততত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে। অধ্যাস-ভাষ্যের ব্যাখ্যায় ইহার মৌলিকতা আছে। ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে এই গ্রন্থ প্রমাণরূপে পরিগৃহীত হইতে পারে। গ্রন্থকর্ত্তা আচার্য্য শঙ্করের সাক্ষাৎ শিষ্য; তাঁহার নিকটে ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিয়াছেন। তাই শঙ্কর মতের ব্যাখ্যায় ইহার কৃতিত্ব অবশ্যই স্বীকার্য্য।

মতবাদ

পঞ্চপাদিকার আদ্য শ্লোকেই প্রতিপাদ্য বিষয়ের সারাংশ প্রদত্ত হইয়াছে। প্রতিপাদ্য বস্তু অনাদি, অনন্ত, কূটস্থ, সচ্চিদানন্দ, দ্বৈত-বিরহিত, সাক্ষিরূপ আত্মস্বরূপ ব্রহ্ম।* শঙ্করের প্রতিপাদিত অদ্বয়

---

† "পদার্থবৃত্তভাবেন গম্যমানং বিভক্তি যৎ। ভাষ্যং প্রসন্নগম্ভীরং তদ্ব্যাখ্যাং শ্রদ্দধতে। (পঞ্চপাদিকা বিঃ নঃ সং ১ পৃঃ)

* অনাদ্যানন্তকূটস্থজ্ঞানানন্দসদাত্মনে।
অভূতদ্বৈতজালায় সাক্ষিণে ব্রহ্মণে নমঃ॥"
(পঞ্চপাদিকা ১ পৃঃ বিঃ নঃ সিঃ ১৮৯১)

ব্রহ্মতত্ত্বই প্রতিপাদ্য। আত্মা ও ব্রহ্ম অভিন্ন। জগৎ মিথ্যা। কারণ, ব্রহ্ম প্রপঞ্চোপশম।—"অভূতদ্বৈতজালায়" বলায় প্রপঞ্চমিথ্যাত্ব নিরূপিত হইল। ব্যাবহারিকরূপে তিনি সাক্ষিস্বরূপ। কর্ত্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব অবিদ্যামূলক। অবিদ্যার বিনাশে ব্রহ্মজ্ঞান উদিত হয়। ব্রহ্মজ্ঞানের উদয়ে সকল অনর্থহেতু নিবারিত হয়। প্রথম বর্ণকে আচার্য্য পদ্মপাদ সমন্বয় ও সূত্রকারের অভিপ্রায় নির্ণয় করিয়াছেন। তিনি বলেন,—"তেন সূত্রকারেণৈব ব্রহ্মজ্ঞানমনর্থহেতুনিবর্হণং সূচয়তা অবিদ্যাহেতুকং কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বং প্রদর্শিতং ভবতি।" (পঞ্চ—২য় পৃষ্ঠা)

পদ্মপাদাচার্য্যের মতে ভাষ্যকার শঙ্কর ভাষ্যপ্রারম্ভে মঙ্গলাচরণ-রূপ কোনও শ্লোক না লিখিলেও সর্ব্বোপপ্লবরহিত বিজ্ঞানঘন প্রত্যগাত্মাই ব্রহ্ম ইহা নির্দ্দেশ করায় বিঘ্নের সম্ভাবনা কোথায়? বিষয় ও বিষয়ীর সম্বন্ধ প্রপঞ্চিত করায়, ব্রহ্ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে মঙ্গলাচরণের কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়াছে। তৎপরে বিরোধ কীদৃশ—ইতরেতরভাব কিরূপ, তাহাই তমঃ ও প্রকাশের দৃষ্টান্তে নিরূপিত হইয়াছে। তমঃ অভাব নহে। নৈয়ায়িক মতে তমঃ অভাব পদার্থ। আচার্য্য পদ্মপাদ বলেন তমঃ—অভাব নহে। কারণ—

"দৃশ্যতে হি মন্দপ্রদীপে বেশ্মন্যস্পষ্টং রূপদর্শনমিতরত্র চ স্পষ্টম্। তেন জ্ঞায়তে মন্দপ্রদীপে বেশ্মনি তমসোঽপি ঈষদনুবৃত্তিরিতি; তথা ছায়ায়ামপি ঔষ্ণ্যং তারতম্যেনোপলভ্যমানম্ আতপস্যাপি তত্রাবস্থানং সূচয়তি" (৩ পৃঃ)

অর্থাৎ মন্দালোকে আলোকিত গৃহ অস্পষ্টরূপ দৃষ্ট হয়, অন্যত্র স্পষ্ট। ইহাতেই জানা যায় মন্দপ্রদীপগৃহেও তমোরই ঈষৎ অনুবৃত্তি আছে। সেইরূপ ছায়ায়ও ঔষ্ণ্যের তারতম্য উপলব্ধি হয়। ইহাতে আতপের অবস্থান অবশ্য স্বীকার্য্য। তমঃকে অবস্তু বলা যায় না। কিন্তু তমঃ প্রোজ্জ্বল আলোকে নিবারিত হয়। বিষয় ও বিষয়ীর ইতরেতরভাব তমঃ ও প্রকাশের ন্যায়। অতদ্রূপে তদ্রূপ আভাসই অধ্যাস, এবং তাহাই মিথ্যা। মিথ্যা শব্দের দুই অর্থ—অপহ্নব-

বচনতা ও অনির্ব্বচনীয়তা। চিদেকরস বিষয়ীতে বিষয়ের অধ্যাস মিথ্যা, অতএব অপহ্নববচন। কিন্তু ইতরেতরাধ্যাসে "আমি এই" "আমার ইহা" (অহমিদং মমেদমিতি) এইরূপ লোকব্যবহার নৈমিত্তিক হইলেও নৈসর্গিক। * অবিদ্যানিমিত্তক হইলেও উহা নৈসর্গিক। অর্থাৎ মায়া বা অবিদ্যা অনাদি ও সর্ব্বজনপ্রত্যক্ষ। শরীরাদিতে অধ্যাস সর্ব্বজনপ্রত্যক্ষ। অধ্যাস স্মৃতি নহে উহা স্মৃতির ন্যায় রূপবিশিষ্ট হইলেও স্মৃতি নহে। আরও বলেন নিরধিষ্ঠান ভ্রম হইতে পারে না। তিনি বলিতেছেন—

"অনাদিসিদ্ধাঽবিদ্যাবচ্ছিন্নানন্তজীবনির্ভাসাস্পদম্ একরসং ব্রহ্মেতি শ্রুতিস্মৃতিন্যায়কোবিদৈঃ অভ্যুপগন্তব্যম্।" ‡

অর্থাৎ ব্রহ্মই আস্পদ, অবিদ্যাবশেই জীবগত নানাত্ব, অনাদি অবিদ্যাবশেই অনন্ত জীবনির্ভাস। এই নির্ভাসের আশ্রয় ব্রহ্ম। আত্মা স্বয়ংপ্রকাশক হইলেও অবিদ্যার বশে দেহাদি বিকারে অহং-প্রতীতি আছে। এই প্রতীতি নিরস্ত হইলেও অর্থক্রিয়াকারিত্বরূপ সত্তা নিরস্ত হয়। আত্মা বাস্তব স্বরূপে চিন্মাত্র, ভোক্তৃত্বাদি আরোপিত—উহা ঔপাধিক ব্রহ্ম বিম্বস্থানীয়। জীব প্রতিবিম্ব, "তত্র তত্ত্বমিতি বিম্বস্থানীয়ব্রহ্মস্বরূপতা প্রতিবিম্বস্থানীয়স্য জীবস্যোপদিশ্যতে।" §

প্রতিবিম্ববাদ আচার্য্য গৌড়পাদের সম্মত, তাহাই আচার্য্য শঙ্করের অভিমত। পদ্মপাদাচার্য্যও সিদ্ধান্তরূপে তাহাই গ্রহণ করিয়াছেন। প্রতিবিম্ববাদ অদ্বৈতবাদিগণের অভিমত। ইহাই সারসিক সিদ্ধান্ত। অবিচ্ছিন্নবাদ যুক্তিযুক্ত নহে বলিয়াই অদ্বৈত-

* তেন নৈসর্গিকত্বং নৈমিত্তিকত্বেন ন বিরুধ্যতে" (৫ম পৃ)

† "স্মৃতে রূপমিব রূপমস্য, ন পুনঃ স্মৃতিরেব পূর্ব্বপ্রমাণবিষয়বিশেষস্য তথা অনবভাসকত্বাৎ।" (৭ম পৃষ্ঠা।)

‡ পঞ্চপাদিকা ১৫ পৃষ্ঠা।

§ পঞ্চপাদিকা ২২ পৃষ্ঠা।

বাদিগণ প্রতিবিম্ববাদকেই শ্রুতিমূলক প্রমাণিত করিয়াছেন। অবিচ্ছিন্নবাদ ও প্রতিবিম্ববাদ বিশেষরূপে পরবর্ত্তী কালে আলোচিত হইয়াছে, ষোড়শ শতাব্দীতে অপ্পয়দীক্ষিত তাঁহার "সিদ্ধান্তলেশসংগ্রহে" অবচ্ছিন্ন ও প্রতিবিম্ববাদের আলোচনা করিয়াছেন।

মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয়ও ফেলোসিপের বক্তৃতায় অবিচ্ছিন্নবাদ খণ্ডন করিয়া প্রতিবিম্ববাদের সার্থকতা প্রদর্শন করিয়াছেন। (৪র্থ বর্ষ—২য় ও ৩য় লেক্‌চার দ্রষ্টব্য)। আচার্য্য পদ্মপাদের মতে বিম্ব ও প্রতিবিম্বের বিচ্ছেদাবভাস পারমার্থিক নহে। একত্বই পারমার্থিক। বিচ্ছেদ মায়াবিজৃম্ভিত; মায়ার পক্ষে অসম্ভব কিছুই নাই। * অধ্যাসব্যবহার অনাদি, প্রত্যগাত্মাই অধ্যাসের আশ্রয়। ‡ লৌকিক ও বৈদিক সকল প্রবৃত্তির মূল অবিদ্যা। অবিদ্যাযুক্ত পুরুষের আশ্রয় লৌকিক বৈদিক সকল ব্যবহার হয়। অবিদ্যা অনাদি ও অনন্ত; অনন্ত হইলে তাহা নিরস্ত হইতে পারে না। উত্তরে বলেন "অধ্যাস মিথ্যা প্রত্যয়রূপ"। যাহা মিথ্যা তাহা জ্ঞানোদয়ে অবশ্যই নিরস্ত হইবে। ব্রহ্মাত্মজ্ঞান উদিত হইলেই অনর্থের নিদান অবিদ্যার নিবৃত্তি হইবে। দ্বিতীয় বর্ণকে ধর্ম্মজিজ্ঞাসা ব্যতিরেকেই ব্রহ্মজিজ্ঞাসা সম্ভব—ইহাই নির্ণীত হইয়াছে। তৃতীয় বর্ণকে ব্রহ্মজ্ঞানে শাস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা নাই, এরূপ আশঙ্কা নিরাস করিয়া শাস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা স্থাপন করিয়াছেন। † চতুর্থ বর্ণকে আত্মস্বরূপ নির্ণীত হইয়াছে।

---

* "ন বয়ং বিচ্ছেদাবভাসং পারমার্থিকং ব্রূমঃ কিন্ত্বেকত্বম্। বিচ্ছেদস্তু মায়াবিজৃম্ভিতঃ। নহি মায়ায়ামসম্ভাবনীয়ং নাম। অসম্ভাবনীয়াবভাসচতুরা হি সা"। (পঞ্চপাদিকা ২৩ পৃ)

‡ "তস্মাৎ প্রত্যগাত্মা স্বয়ংপ্রসিদ্ধঃ সর্ব্বস্য হানোপাদানাবধিঃ স্বয়মহেয়োহনুপাদেয়স্বমহিম্নৈবাপরোক্ষত্বাদধ্যাসযোগ্যঃ" (২৯ পৃ)

† "এতদুক্তং ভবতি ব্রহ্মজ্ঞানকামেনেদং শাস্ত্রং শ্রোতব্যম্। ধর্ম্মং

আত্মাই ব্রহ্ম। ব্রহ্ম শব্দের অর্থপর্য্যালোচনা করিলে একরস অদ্বৈত বস্তুই প্রতিভাত হয়। নিরবগ্রহ মহত্বসম্পন্ন বস্তুই ব্রহ্ম। যিনি বৃহৎ যিনি নিরতিশয় যিনি ভূমা তিনিই ব্রহ্ম। যিনি কাল-পরিচ্ছেদ, রূপপরিচ্ছেদ, দেশপরিচ্ছেদ, বস্তুপরিচ্ছেদ-পরিশূন্য, যিনি প্রপঞ্চাতীত তিনিই ব্রহ্ম। তিনিই নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাব।*‡ চতুর্থ বর্ণকেই প্রথম সূত্র পরিসমাপ্ত হইয়াছে। পঞ্চম বর্ণকে ব্রহ্মের লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে। জগতের জন্মাদি উপলক্ষিত ব্রহ্মাই শাস্ত্রের তাৎপর্য্য। জন্মাদি লক্ষণ ব্রহ্মের বিশেষ লক্ষণ নহে। উহা উপলক্ষণ মাত্র। আচার্য্য পদ্মপাদের সিদ্ধান্ত এই—

"তস্মাৎ ব্রহ্মপরে বাক্যে জন্মাদিধর্ম্মজাতস্যোপলক্ষণত্বাৎ ব্রহ্মস্পর্শাভাবাৎ সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বশক্তিসমন্বিতং পরমানন্দং ব্রহ্মেতি জন্মাদিসূত্রেণ ব্রহ্মস্বরূপং লক্ষিতমিতি সিদ্ধম্ (পঞ্চপাদিকা ৮১ পৃঃ)।

জগৎসৃষ্টি মায়িক। ব্রহ্ম নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাব। সৃষ্টি মায়িক বলিয়াই উপলক্ষণে ব্রহ্মকে জগতের অধিষ্ঠানরূপে শ্রুতি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মকে কোনও বিশেষণে বিশেষিত করা যায় না। কেবল উপলক্ষণে তাঁহার আভাস প্রদান করা যাইতে পারে। ষষ্ঠ বর্ণকে শাস্ত্রাদির ব্রহ্ম হইতে উদ্ভব প্রপঞ্চিত হইয়াছে। শাস্ত্র ও ব্রহ্মের জ্ঞান শক্তির বিবর্ত্ত মাত্র। সপ্তম বর্ণকে ব্রহ্ম শাস্ত্রপ্রতিপাদ্য ইহাই নির্দ্ধারিত হইয়াছে। শাস্ত্রে উপলক্ষণবলে ব্রহ্মকে মায়িক জগতের অধিষ্ঠানরূপে প্রতিপন্ন করে। অষ্টম বর্ণকে ব্রহ্মের শাস্ত্রপ্রমাণত্ব স্থিরীকৃত হইয়াছে। যাহা সকলে জানে, তাহা জানাইতে শাস্ত্র প্রবৃত্ত হইবে কেন? যাহার স্বরূপ সাধারণে জানে না তাহা জানানই শাস্ত্রের তাৎপর্য্য। "শাস্ত্রস্যৈব স্বভাবো যদনবগতার্থবোধকত্বম্"। (প-৮৩পৃঃ)। যাহা অনবগত তাহার

---

*ব্রহ্মজ্ঞানমনেন শাস্ত্রেণ নিরূপ্যতে। তেন প্রযোজ্যস্যাভিমতোপায়ঃ শাস্ত্রমিত্যর্থা-দাহেত সম্বন্ধাবিধেয়প্রয়োজনং কথিতং ভবতি। (পঞ্চপাদিকা ৬৭ পৃ)

‡ পঞ্চপাদিকা ৭০-৭১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

প্রদর্শনই শাস্ত্রের স্বভাব। প্রকৃত ব্রহ্মাত্মস্বরূপ সাধারণে জানে না। তাহার প্রদর্শনই শাস্ত্রের তাৎপর্য্য। ব্রহ্ম তাই শাস্ত্র-প্রামাণিক। নবম বর্ণকে বেদান্তবাক্যের ব্রহ্মতে সমন্বয় প্রদর্শিত হইয়াছে, এবং কোনও বিধিবাক্যের প্রসার ব্রহ্মজ্ঞানে নাই—ইহা শ্রুতি ও যুক্তিবলে নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

মন্তব্য

বেদান্তদর্শনের চতুঃসূত্রী হইতেই প্রতিপাদ্যবিষয়সন্নিবিষ্ট ‡ চতুঃসূত্রীর ব্যাখ্যাকল্পে আচার্য্য পদ্মপাদ শঙ্করমতের প্রকৃত তাৎপর্য্য উপস্থাপিত করিয়াছেন। পদ্মপাদাচার্য্যও গৌড়ীয় আগম উদ্ধৃত করিয়াছেন। ¶ পূর্ব্বমীমাংসক প্রভাকরের মতখণ্ডনই তাঁহার গ্রন্থে পরিস্ফুট। ভট্টমতের কোনও চিহ্ন তাঁহার গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় না। তাঁহার সময়েও মীমাংসকমতের প্রাধান্য ছিল।

পঞ্চপাদিকাপাঠে প্রতীয়মান হয়—তৎকালে চরক, সুশ্রুত ও আত্রেয়প্রভৃতি বৈদ্যাচার্য্যগণের গ্রন্থের সবিশেষ আদর ও প্রতিপত্তি ছিল। * পাণিনি ও বৃত্তিকার কাত্যায়নেরও উল্লেখ আছে। (পঃ পাঃ ৯৭ পৃঃ)। ব্রহ্মসূত্রের কোনও বৃত্তিকার ছিলেন, তাহা পদ্মপাদাচার্য্যের গ্রন্থ হইতেও জানিতে পারা যায়। (পঃ পাঃ ৬৪পৃঃ)। অবশ্যই এই বৃত্তিকারকে তাহা বলিতে পারা যায় না। এই বৃত্তিকারের মত সমাদৃত হয় নাই। আচার্য্য শঙ্করের শিষ্যদ্বয় হইতে দুইটী শাখা বহির্গত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়, যথা—পদ্মপাদাচার্য্যের শাখা ও সুরেশ্বরাচার্য্যের শাখা। পদ্মপাদাচার্য্যের ও সুরেশ্বরাচার্য্যের

‡ মধ্বাচার্য্য ও গৌড়ীয় বলদেব বিদ্যাভূষণের মতে প্রথম সূত্র হইতে একাদশ পর্য্যন্ত তত্ত্বজ্ঞান আলোচিত হইয়াছে। ইহার পরবর্ত্তী সূত্র সকল ইহার বিস্তার মাত্র।

¶ পঞ্চপাদিকা ১৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

* পঞ্চপাদিকা ৬—৬৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

শাখার ব্যাখ্যা স্থলবিশেষে পৃথক্। যথা—শঙ্কর অধ্যাসের সংজ্ঞা দিয়াছেন,—"স্মৃতিরূপঃ পরত্র পূর্ব্বদৃষ্টাবভাসঃ"। ইহার ব্যাখ্যায় পদ্মপাদাচার্য্য ও ভামতীকার বাচস্পতি মিশ্রের নানারূপ বিভিন্নতা আছে। কিন্তু মূলতঃ ভেদ নাই। পঞ্চপাদিকার মতে নিরধিষ্ঠান-বাদে উক্ত লক্ষণব্যাপ্তি পরিহারের জন্য 'পরত্র' পদ ব্যবহৃত হইয়াছে; এবং স্মৃতিতে আতিব্যাপ্তির জন্য স্মৃতিরূপ পদ ব্যবহৃত হইয়াছে, এবং স্পষ্ট প্রতিপত্তির জন্য পূর্ব্বদৃষ্ট পদ গৃহীত হইয়াছে। (পঞ্চপাদিকা ৬-৭ পৃ)। ভামতীকার বাচস্পতি মিশ্রের মতে—অবসন্ন বা অবমত আভাসই অবভাস, ইহাই সংক্ষিপ্ত লক্ষণ। "স্মৃতিরূপঃ পরত্র পূর্ব্বদৃষ্টাবভাসঃ"। ইহাই বিস্তৃত লক্ষণ। স্বাপ্নিক বিষয়ের পূর্ব্বদর্শনের সত্তা আছে। সত্তা থাকায় অব্যাপ্তির সম্ভাবনা নাই। প্রত্যভিজ্ঞায় ভ্রমত্বব্যবহার হইতে পারে—ইহার নিবারণজন্য "স্মৃতিরূপঃ" এই পদের প্রয়োগ হইয়াছে। আরোপবিষয়ের সত্যতা খণ্ডনার জন্য পরত্র পদের প্রয়োগ হইয়াছে। পূর্ব্বদর্শনের কারণতা প্রদর্শনার্থ পূর্ব্বদৃষ্ট পদ প্রয়োগ করিয়াছেন। স্মৃতিরূপঃ এই পদদ্বারা সর্ব্বপ্রকার সংখ্যাতি নিবারণ করা হইয়াছে। "পরত্র" পদদ্বারা অসংখ্যাতিবাদ নিরাকরণ হইয়াছে। ব্যাখ্যার প্রকারভেদ থাকিলেও অর্থের ভেদ নাই। উভয় ব্যাখ্যাই অর্থতঃ এক।

কিন্তু ভামতীর ব্যাখ্যাকার অমলানন্দের (১৩শ শতাব্দী) ব্যাখ্যায় একটু বিশেষত্ব আছে। প্রত্যভিজ্ঞায় ভ্রমত্বব্যবহার ইষ্ট, অনিষ্ট হইলেও স্বপ্নভ্রমাদিতে অব্যাপ্তি হয় বলিয়া পরত্র এই বিশেষণ ত্যাগের আবশ্যকতা হয়। এই আবশ্যকতার জন্য "স্মৃতিরূপঃ" এই পদে অধিষ্ঠানবিষমসত্তাবত্ত্বের বিবক্ষা হয়। অতএব লক্ষণটি হয় "স্মৃতিরূপ-ত্ববিশিষ্ট অবভাসত্ব"। অবভাস পদে অসংখ্যাতি নিরাকরণ হইতেছে। ইহাই বিশেষত্ব। স্থলবিশেষে ভামতীকার ও পঞ্চপাদিকার ব্যাখ্যাকার প্রকাশাত্মযতির ব্যাখ্যার বিশেষত্ব আছে। যথাস্থানে তাহা প্রদর্শিত হইবে। এইরূপ বিশেষত্ব চিন্তার ফল। দার্শনিক

রাজ্যে অবাধ স্বাধীনতার ফলেই স্থলবিশেষে মতের বিশেষত্ব হইয়াছে। গতানুগতিক ভাবে গ্রহণ করা দার্শনিকের ধর্ম্ম নহে। মৌলিকতাই দার্শনিকের ধর্ম্ম। পদ্মপাদাচার্য্য নৈসর্গিক লোক-ব্যবহারের নৈসর্গিকত্ব ও নৈমিত্তিকত্ব নির্দ্দেশ করিয়া দার্শনিকতার পরিচয় দিয়াছেন। বাস্তবিক লোকব্যবহার কারণরূপে নৈসর্গিক ও কার্য্যরূপে নৈমিত্তিক। আচার্য্য পদ্মপাদের সময় এবং তৎপূর্ব্বেও নির্ব্বিশেষ মুক্তিকে ভয়ের কারণ বলিয়া কোনও কোনও সম্প্রদায় গ্রহণ করিত। গৌড়পাদাচার্য্য "অভয়ে ভয়দর্শিনঃ" বলিয়া তাহাদিগকে কটাক্ষ করিয়াছেন। এজন্য কারিকা দ্রষ্টব্য। পদ্মপাদাচার্য্য পঞ্চ-পাদিকার ৫৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন "রাগিগীতং" শ্লোকমপ্যাদাহরন্তি—

অপি বৃন্দাবনে শূন্যে শৃগালত্বং স ইচ্ছতি।
নতু নির্ব্বিষয়ং মোক্ষং কদাচিদপি গৌতম ॥ ইতি।

এতদ্দৃষ্টে মনে হয় আচার্য্যের পূর্ব্বেও নির্ব্বিশেষ আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে ভয় ছিল। নির্ব্বিষয় মোক্ষের প্রতিপত্তি ছিল না বলিয়া ঐরূপ বৃন্দাবনের শৃগালত্বও বরণীয় হইয়াছিল। পদ্মপাদাচার্য্যের গ্রন্থে কেবল প্রাভাকরমতকেই প্রতিপক্ষরূপে গ্রহণ করিতে দেখিয়া প্রতীয়মান হয়, প্রাভাকরমতেরই তখন প্রাধান্য ছিল। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতেও পূর্ব্বমীমাংসা ও বেদান্তের প্রতিষ্ঠানকল্পে প্রচেষ্টার ইহা নিদর্শন। পরবর্ত্তী আচার্য্যগণ পঞ্চপাদিকা হইতে বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। ভাষ্যরত্নপ্রভায় "তদুক্তং টীকায়াং" বলিয়া পঞ্চপাদিকা হইতে বাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে।* চিৎসুখাচার্য্যও (১৩শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে) চিৎসুখীতে "আনন্দো বিষয়ানুভবো নিত্যত্বং চেতি সন্তি ধর্ম্মা ইতি পঞ্চপাদিকাচার্য্যবচনাচ্চ" এই বলিয়া পঞ্চপাদিকার

---

* ভাষ্যরত্নপ্রভায় (নিঃ সাঃ সং ১৯০৯-সং ৮ পৃষ্ঠা) পঞ্চপাদিকার "আনন্দো বিষয়ানুভবো নিত্যত্বং চেতি সন্তি ধর্ম্মাঃ অপৃথক্ত্বেঽপি চৈতন্যাৎ পৃথক্ ইব অবভাসন্তে" ইত্যাদি বাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে। উদ্ধৃত বাক্য পঞ্চপাদিকার ৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। (বিঃ নঃ সিঃ ১৮৯১ সং)

বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। মিথ্যার সংজ্ঞানির্ণয়ে পঞ্চপাদিকাকার বলিয়াছেন "সদসদ্‌ভিন্নত্বং মিথ্যাত্বম্।" যাহা সৎ ও অসদ্‌বিলক্ষণ তাহাই মিথ্যা। যাহাকে সৎ বলা যায় না এবং অসৎও বলা যায় না—তাহাই মিথ্যা। প্রতীতিকালে সৎ কিন্তু জ্ঞানোদয়ে অসৎ। অতএব সৎ বা অসৎ কিছুই বলা যায় না। বিবরণকার প্রকাশাত্মযতি ইহার আরও দুইটী সংজ্ঞা দিয়াছেন। "জ্ঞান-নিবর্ত্ত্যত্বম্ মিথ্যাত্বম্", অর্থাৎ যাহা জ্ঞানে নিবর্ত্তিত হয় তাহাই মিথ্যা। প্রতিপন্নোপাধৌ ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বং মিথ্যাত্বম্, অর্থাৎ প্রতিপন্নোপাধির অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিতাই মিথ্যা। অর্থাৎ উপাধি ত্রিকালেই জ্ঞানে নাই। পারমার্থিক দৃষ্টিতে উপাধির ত্রিকালেই অভাব। রজ্জুতে সর্প ত্রিকালেই নাই। রজ্জুতে সর্পরূপ উপাধির ত্রৈকালিক নিষেধের প্রতিযোগী মিথ্যা। মিথ্যার সংজ্ঞা নানারূপে আচার্যগণ প্রদান করিয়াছেন এবং মধুসূদন সরস্বতী অদ্বৈতসিদ্ধিগ্রন্থে মিথ্যার পাঁচটী লক্ষণ বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছেন।

সুরেশ্বরাচার্য্য বা মণ্ডনমিশ্র

(জীবন)

সুরেশ্বরাচার্য্যও আচার্য্য শঙ্করের শিষ্য। শঙ্করবিজয়ের মতে সুরেশ্বর, ভট্ট কুমারিলের ছাত্র। মীমাংসা দর্শনে তাঁহার কৃতিত্ব অসাধারণ। মাহিষ্মতীনগরে তাঁহার পূর্ব্বনিবাস। সম্ভবতঃ মাহিষ্মতীই * রাজগৃহ বা রাজগিরি। অথবা তন্নিকটবর্ত্তী কোনও

* [মাহিষ্মতী নর্ম্মদাতীরে বর্ত্তমান ইন্দোর রাজ্যে অবস্থিত। রাজগৃহ (রাজগির) গয়া ও বিহারের মধ্যস্থলে অবস্থিত। সং]

স্থান। সুরেশ্বরের পূর্ব্বাশ্রমের নাম মণ্ডনমিশ্র। প্রয়াগে ভট্ট কুমারিলের সহিত শঙ্করের সাক্ষাৎ হয়। ভট্ট, শঙ্করকে মণ্ডনমিশ্রের সহিত বিচার করিতে প্রবর্ত্তনা দেন। শঙ্কর মাহিষ্মতী নগরে মণ্ডনকে পরাজিত করেন। শঙ্করবিজয়ের বর্ণনায় একটী আখ্যায়িকা দেখিতে পাওয়া যায়। শঙ্কর মণ্ডনমিশ্রের গৃহের অনুসন্ধানে কোনও দাসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মণ্ডনমিশ্রের গৃহ কোথায়? উত্তরে দাসী বলিল—যে গৃহে দেখিতে পাইবে, পিঞ্জরস্থ শুকপক্ষী বলিতেছে—"বেদ স্বতঃ প্রমাণ? কি পরতঃপ্রমাণ? বেদ পৌরুষের কি অপৌরুষের? কর্ম্মই ফলদাতা কি ঈশ্বরই কর্ম্মফলদাতা?" সেই গৃহই মণ্ডনমিশ্রের গৃহ বলিয়া জানিবে। এতদ্দৃষ্টে মনে হয় তৎকালে মগধে পূর্ব্বমীমাংসা দর্শনের সবিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। শুঙ্গবংশীয় পুষ্যমিত্রের সময় (১৮৪ খ্রীঃ পূঃ—১৪৮ খ্রীঃ পূঃ) হইতে হিন্দুদিগের পুনরুত্থানের সূচনা হয়। অশোকের প্রচেষ্টায় (খ্রীঃ পূঃ ২৭৩ বা ২৭২—২৩২ বা ২৩১ খ্রীঃ পূঃ) বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা হয়। যজ্ঞাদি নিবারিত হয়। পুষ্যমিত্রের সময় অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান মীমাংসক মতের প্রাধান্যের নিদর্শন। কাণ্ববংশের রাজত্ব কালেও (৭২ খ্রীঃ পূঃ—২৭ খ্রীঃ পূঃ) হিন্দুর পুনরুত্থানের চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়। মগধে তখন কাণ্ববংশের ও অন্ধ্রবংশের প্রভাব। এই সময়ে হিন্দু-ধর্ম্মের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাইল। পূর্ব্বমীমাংসার বিস্তৃতি হইল, মণ্ডনের সময় পূর্ব্বমীমাংসার শ্রীবৃদ্ধি হিন্দু অভ্যুত্থানের ফল।

মণ্ডনের সহিত শঙ্করের বিচারযুদ্ধের মধ্যস্থ ছিলেন মণ্ডনের পত্নী উভয়ভারতী। বিদুষী উভয়ভারতীর বিদ্যাবত্তা অবশ্যই অসাধারণ। কারণ, শঙ্কর ও মণ্ডনের ন্যায় অসাধারণ পণ্ডিতগণের বিচারের মধ্যস্থ হওয়া সাধারণ বিদ্বানের কার্য্য নহে। তৎকালে হিন্দু ললনাগণ যে নানাশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন ছিলেন, উভয়ভারতীর মধ্যস্থতা তাহারই নিদর্শন। মণ্ডন বিচারে পরাজিত হইয়া শঙ্করের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তিনি সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়া শঙ্করের

সহিত দক্ষিণ ভারতে গমন করেন। আচার্য্য শঙ্কর শৃঙ্গেরী মঠ প্রতিষ্ঠা করিয়া তথায় সুরেশ্বরাচার্য্যকে প্রতিষ্ঠিত করেন। শঙ্কর-বিজয়ে দেখিতে পাওয়া যায়—শঙ্কর সুরেশ্বরকে ভাষ্যের বার্ত্তিক লিখিতে বলিয়াছিলেন। অন্যান্য শিষ্যগণ আপত্তি করায় শঙ্কর মণ্ডনকে অন্য প্রকরণ গ্রন্থ ও উপনিষদের বার্ত্তিক লিখিতে আদেশ করেন। কিংবদন্তী আছে মণ্ডনমিশ্রই পরজন্মে বাচস্পতি মিশ্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়া ভামতী নামক টীকা প্রণয়ন করেন। অবশ্যই কিংবদন্তীর সার্থকতা কম। কিন্তু একটী বিষয় পরিস্ফুট। বাচস্পতি মিশ্র সুরেশ্বরাচার্য্যের মত অনুসরণ করিয়াছেন। সুরেশ্বরের "ব্রহ্মসিদ্ধি" নামক গ্রন্থের উপর বাচস্পতি "তত্ত্বসমীক্ষা" নামক টীকা লিখিয়াছিলেন। কিন্তু এই গ্রন্থ এখনও মুদ্রিত হয় নাই। মণ্ডনমিশ্র বা সুরেশ্বরাচার্য্য কৃত "বিধিবিবেকের" উপর বাচস্পতি মিশ্র 'ন্যায়কণিকা' নামক টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন। কাশী মেডিকেল হল নামক মুদ্রণালয়ে মুদ্রিত সংস্করণ আছে। এই সকল দেখিয়া মনে হয় বাচস্পতি সুরেশ্বরের মতানুবর্ত্তন করিয়াছেন। সুরেশ্বাচার্য্যের অবস্থিতিকাল সম্বন্ধে শৃঙ্গেরী মঠের প্রাচীন লেখায় ভ্রান্তি আছে বলিয়াই আমাদের ধারণা। তিনি যোগী মহাপুরুষ, দীর্ঘকাল জীবিত থাকিতে পারেন; ৮০০ শত বৎসর পীঠাধীশ ছিলেন, ইহা সঙ্গত মনে হয় না। সম্ভবতঃ তাঁহার পরবর্ত্তী ও নিত্যবোধাচার্য্য বা সর্ব্বজ্ঞাত্মমুনির পূর্ব্ববর্ত্তী কয়েকজন আচার্য্যের বিবরণ প্রাচীন লেখায় নাই। (এ বিষয়ে ভূমিকা দ্রষ্টব্য)। মণ্ডনমিশ্র বা সুরেশ্বরের প্রতিভা অসাধারণ। তিনি যে অগাধ পাণ্ডিত্যের আকর তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। অসাধারণ মনীষার ফলে যে সকল গ্রন্থরাজি তিনি প্রণয়ন করিয়াছেন তাহা বিশ্বমানবের অমূল্য সম্পত্তি। চিন্তার প্রগাঢ়তায় বিচারের সুশৃঙ্খলায় তাঁহার গ্রন্থ সর্ব্বজনের উপভোগ্য। সুরেশ্বর যে শঙ্করের উপযুক্ত শিষ্য তাহা তৎপ্রণীত গ্রন্থ পাঠ করিলেই প্রতীত হয়। সুরেশ্বরাচার্য্যের

বাক্য প্রায় পরবর্ত্তী সকল আচার্য্যই উদ্ধৃত করিয়াছেন। চিৎসুখ, বিদ্যারণ্য, সদানন্দ, গোবিন্দানন্দ, অপ্পয় দীক্ষিত প্রভৃতি পরবর্ত্তী সকল আচার্য্যই প্রমাণরূপে সুরেশ্বরের বাক্য উদ্ধার করিয়াছেন। তাঁহার মতের সারবত্তা ও উপাদেয়তার ইহাই নিদর্শন। শাঙ্কর মতের আচার্য্যগণের মধ্যে তাঁহার প্রাধান্য সমধিক। তিনি মগধের ভূষণ, কেবল মগধের নহে, সমগ্র ভারতের একটী উজ্জ্বল রত্ন।

গ্রন্থের বিবরণ

সুরেশ্বরাচার্য্য তিনখানি প্রকরণ গ্রন্থ, একখানি নিবন্ধ এবং তৈত্তিরীয় ও বৃহদারণ্যকোপনিষদের উপর বৃত্তি লিখিয়াছেন। নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি, ব্রহ্মসিদ্ধি ও ইষ্টসিদ্ধি বা স্বারাজ্যসিদ্ধি নামক তিনখানি প্রকরণ গ্রন্থ। বিধিবিবেক একখানি নিবন্ধ গ্রন্থ। ইংরেজী ভাষায় Monograph বলা যাইতে পারে।

বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ভাষ্য-বার্ত্তিক—পুণার আনন্দাশ্রম হইতে প্রকাশিত। প্রথম খণ্ডে সম্বন্ধবার্ত্তিক। ইহা ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত। দ্বিতীয় খণ্ডে বৃহদারণ্যকের প্রথম অধ্যায় হইতে দ্বিতীয় অধ্যায়ের ভাষ্যবার্ত্তিক আছে। ইহা ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছে। তৃতীয় খণ্ডে ষষ্ঠ অধ্যায় উপনিষদের ভাষ্যবার্ত্তিক পরিসমাপ্ত হইয়াছে। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে ইহা প্রকাশিত হইয়াছে। মহাদেব চিমণাজী আপটে মহোদয় এই গ্রন্থের প্রকাশক। এই বার্ত্তিক গ্রন্থ শ্লোকাকারে লিখিত। সম্বন্ধবার্ত্তিকের শেষে তিনি শ্লোকের সংখ্যা দিয়াছেন ১১৪৮, কিন্তু পাওয়া যায় ১১৩৬। (পুণা আনন্দাশ্রমের প্রকাশিত সম্বন্ধবার্ত্তিকের ২৯৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। আদি হইতে প্রথম অধ্যায়ের শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার মতে ৪২১৫ শ্লোক আছে, কিন্তু পাওয়া যায় প্রথম হইতে ৪০৯৭টী শ্লোক। (ভাষ্য বার্ত্তিকের ২য় খণ্ড ৮৮৫—৮৮৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। প্রথম হইতে দ্বিতীয় অধ্যায় পর্য্যন্ত মোট ৫৬২০টী শ্লোক। মোটের উপর প্রথম হইতে

শেষ পর্য্যন্ত বার্ত্তিকে ১১১৫১টী শ্লোক আছে।* শঙ্করাচার্য্যের উপনিষদের ভাষ্যব্যাখ্যাকল্পে এই বৃহৎ বার্ত্তিক রচিত হইয়াছে। এই বৃত্তির উপর আনন্দজ্ঞান অনতিবিস্তৃত টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন। টীকাও আনন্দাশ্রমের সংস্করণে প্রকাশিত হইয়াছে। এতগুলি শ্লোক রচনা করাও অসাধারণ মনীষার লক্ষণ। গ্রন্থের সমাপ্তিতে তাঁহার গুরু শ্রীশঙ্করের সামান্য পরিচয়ও প্রদান করিয়াছেন। তাহাতে শঙ্করকে আত্রেয় গোত্রসম্ভূত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।‡ আচার্য্য শঙ্করের যশোরবি যে সমস্ত ভারতে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল তাহাও তিনি আভাষে সমাপ্তিশ্লোকে লিখিয়াছেন।* সম্বন্ধবার্ত্তিক হইতে বিদ্যারণ্য তাঁহার "বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহ" নিবন্ধে প্রামাণিক বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন।*

---

* সুরেশ্বরাচার্য্যের লিখিত শ্লোকে দেখা যায় মোট ১২০০০ সহস্র শ্লোক থাকে। যথা—"ইতি দ্বাদশসাহস্রবার্ত্তিকামৃতমারিতম্"। (বার্ত্তিক ৩য় খণ্ড ২০৭৬ পৃষ্ঠা)।

‡ "যৎপ্রজ্ঞোদাধিযুক্তিশঙ্খনখজশ্রদ্ধৈকমন্ত্রৈক-
স্থৈর্য্যস্তম্ভমুমুক্ষুদুঃখিতকৃপাযত্নোত্থবোধামৃতম্।
পীত্বা জন্মমৃত্যুপ্রবাহবিধুরা মোক্ষং যযুর্মোক্ষিণ-
স্তং বন্দেঽত্রিকুলপ্রসূতমমলং বোধাভিধং মদ্গুরুম্॥
বার্ত্তিক ২০৭২ পৃষ্ঠা।

* "আ শৈলাদুদয়াত্তথাঽস্তগিরিতো ভাস্বদ্ যশোরশ্মিভি-
র্ব্যাপ্তং বিশ্বমনন্ধকারমভবদ্যস্য স্ম শিষ্যৈরিদম্।
আরাজ্ জ্ঞানগভস্তিভিঃ প্রতিহতশ্চন্দ্রায়তে ভাস্বর-
স্তস্মৈ শঙ্করভানবে তদ্মনোবাগ্ভির্নমস্কারং সদা॥"
বার্ত্তিক ২০৭৩ পৃষ্ঠা।

* সম্বন্ধ বার্ত্তিকের ৩২৮ শ্লোক বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহের (বি ন সিঃ সং কাশী) ১১৩৬ পৃ ও ৪৩৭ শ্লোক ১৬০ পৃ, ১৬০ শ্লোক ২৪৪ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হইয়াছে।

তৈত্তিরীয় উপনিষদ্‌ভাষ্যবার্ত্তিক—ইহাও শ্লোকাকারে নিবদ্ধ। আনন্দজ্ঞান ইহার উপরেও টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন। পুণা আনন্দাশ্রম হইতে এই ভাষ্যবার্ত্তিক প্রকাশিত হইয়াছে। এই বার্ত্তিকে আচার্য্য শঙ্করের ভাষ্যের তাৎপর্য্য প্রদত্ত হইয়াছে।

ব্রহ্মসিদ্ধি—এই গ্রন্থ অদ্যাপি মুদ্রিত পাওয়া যায় নাই। ইহার উপরে বাচস্পতিমিশ্র "তত্ত্বসমীক্ষা" নামক টীকা প্রণয়ন করিয়াছিলেন। বিধিবিবেকের টীকায় বাচস্পতিমিশ্র ব্রহ্মসিদ্ধির উল্লেখ করিয়াছেন। "তদেতৎ ব্রহ্মসিদ্ধৌ কৃতশ্রমাণাং সুগমমিতি নেহ প্রপঞ্চিতম্" ইহা ন্যায়কণিকা টীকার (অর্থাৎ বিধি-বিবেকের টীকা, কাশী সংস্করণ রামশাস্ত্রীর পরিশোধিত ১৯৬৪ সংবতে প্রকাশিত) ৮০ পৃষ্ঠায় উক্ত হইয়াছে। বিধিবিবেকের ২৮১ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে "অলং বা গুরুভিঃ বিবাদেন"। ইহার টীকা ন্যায়কণিকায় বাচস্পতি লিখিয়াছেন—"সর্ব্বং চৈতদ্ ব্রহ্মসিদ্ধৌ কৃতশ্রমাণাম্ অনায়াসসমধিগমনীয়মিতি নেহ অস্মাভিরুপপাদিতম্" (২৮১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। ইহা দেখিলে মনে হয়—বিধিবিবেকের পূর্ব্বেই ব্রহ্মসিদ্ধি লিখিত হইয়াছিল। "তত্ত্বসমীক্ষা" টীকার বিষয় ভামতীর সমাপ্তিশ্লোকেও লিখিয়াছেন। ভামতীর টীকাকার অমলানন্দও ব্রহ্মসিদ্ধির টীকারূপে তত্ত্বসমীক্ষাকে গ্রহণ করিয়াছেন।‡ (অমলানন্দের কাল ১৩শ শতাব্দী)। আনন্দবোধ ভট্টারকাচার্য্যও তৎপ্রণীত—প্রমাণমালায় (চৌঃ সং সি ১০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) বাচস্পতিকৃত ব্রহ্মতত্ত্বসমীক্ষার উল্লেখ করিয়াছেন। চিৎসুখাচার্য্য (১৩শ শতাব্দীর প্রথম ভাগ) চিৎসুখীতে ব্রহ্মসিদ্ধির বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। * বিদ্যারণ্য মুনীশ্বরও বিবরণপ্রমেয়-

‡ "তত্ত্বসমীক্ষা ব্রহ্মসিদ্ধিব্যাখ্যা" (ব্র সূ ব্যাখ্যাকল্পতরু, নি সা সং ১৯১৭-১০২১ পৃ)

* তথাচ ব্রহ্মসিদ্ধৌ মণ্ডনমিশ্রৈঃ 'বিপর্য্যায়াভাবস্তু যুক্তোঽনুমাতুং হেত্বভাবে ফলাভাব' ইতি। (চিৎসুখী তত্ত্বপ্রদীপিকা নি সা সং ১৪০ পৃষ্ঠা)

সংগ্রহে ব্রহ্মসিদ্ধির নামোল্লেখ করিয়াছেন। † তিনি ১৪শ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। অপ্পয় দীক্ষিতও সিদ্ধান্তলেশ-সংগ্রহে ব্রহ্মসিদ্ধিকারের উল্লেখ করিয়াছেন। ‡ অপ্পয় দীক্ষিত ১৫৮৭ হইতে ১৬৬০ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। তাঁহার সময় পর্য্যন্তও "ব্রহ্মসিদ্ধি" গ্রন্থখানির প্রচলন ছিল। কালমাহাত্ম্যেই হউক অথবা যে কারণেই হউক এখন গ্রন্থখানি আর দেখিতে পাওয়া যায় না। "ব্রহ্মসিদ্ধি" যে অতি প্রমাণিক গ্রন্থ তাহা আচার্য্যগণের প্রামাণ্যস্বীকার দ্বারাই প্রতিপন্ন হয়। § অবশ্যই এই গ্রন্থখানি তাঁহার গ্রন্থের মধ্যে প্রধানস্থানীয় ছিল। "নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি" গ্রন্থ হইতে যদিও পরবর্ত্তী আচার্য্যগণ প্রমাণরূপে বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন, তথাপি ব্রহ্মসিদ্ধির প্রাধান্য পরিস্ফুট। কারণ, বাচস্পতিমিশ্রের তদুপরি টীকাপ্রণয়নই গ্রন্থের প্রাধান্যের নিদর্শন।

ইষ্টসিদ্ধি বা স্বারাজ্যসিদ্ধি—ইষ্টসিদ্ধি নামক অন্য একখানি প্রকরণ গ্রন্থ তাঁহার বিরচিত বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। শ্রীমৎ ভাস্বরানন্দ স্বামী স্বারাজ্যসিদ্ধির উপর টীকা লিখিয়াছেন। ইষ্টসিদ্ধির অন্য নাম স্বারাজ্যসিদ্ধি বলিয়া প্রথিত; কিন্তু ভাস্বরানন্দ স্বামী যে স্বারাজ্যসিদ্ধির উপর টীকা লিখিয়াছেন তাহা সুরেশ্বর আচার্য্যের বলিয়া বোধ হয় না। কারণ, বেদান্তসার প্রভৃতির টীকাকার রামতীর্থ স্বামী বেদান্তসারের টীকা বিদ্বন্মনোরঞ্জিনীতে "ইষ্টসিদ্ধির" শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। "ইষ্টসিদ্ধাবপি" এই লিখিয়া—

† বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহ (বি ন সি সং ১৮৯৩ সং ২২৪ পৃষ্ঠা)।

‡ সিদ্ধান্তলেশসংগ্রহ শ্রীবিদ্যা প্রেস কুম্ভঘোণ সং ৪৩৩ পৃষ্ঠা।

§ এই ব্রহ্মসিদ্ধি গ্রন্থ বরোদা এবং মাদ্রাজে ছাপিবার চেষ্টা হইতেছে। ইহাতে বাচস্পতির টীকা এবং নিত্যবোধঘনাচার্য্যের টীকা আছে।

"দুর্ঘটত্বমবিদ্যায়া ভূষণং ন তু দূষণম্।
কথঞ্চিদঘটমানত্বেঽবিদ্যাত্বং দুর্ঘটং ভবেৎ॥"

এই শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। § এই শ্লোক ভাস্করানন্দকৃত টীকোপবৃংহিত স্বারাজ্যসিদ্ধিতে দেখিতে পাই না। ভাস্করানন্দ যে স্বারাজ্যসিদ্ধির টীকা লিখিয়াছেন, তাহা প্রাচীন হইলেও সুরেশ্বরের যে দুই খানি গ্রন্থ আজকাল পাওয়া যায় তাহার একটু বিশেষত্ব আছে। নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি ও বিধিবিবেক এই গ্রন্থদ্বয় গদ্য ও পদ্যে লিখিত। গদ্যে বিচার করিয়া মাঝে মাঝে কারিকারূপে পদ্যময় বাক্য লিখিয়াছেন। কিন্তু স্বারাজ্যসিদ্ধিতে এরূপ দেখিতে পাই না। হইতে পারে তিনি স্বারাজ্যসিদ্ধি পৃথক্‌রূপে লিখিয়াছেন, কিন্তু রামতীর্থ স্বামী যে বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে না থাকায় উহা সুরেশ্বরের বলিয়া গ্রহণ করিলাম না। ভাস্করের টীকোপবৃংহিত স্বারাজ্যসিদ্ধি খানি উপাদেয় গ্রন্থ, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। রচনার ভঙ্গীতে, বিষয়ের বিন্যাসে, ভাষার সারল্যে গ্রন্থখানি প্রাচীন ও সরস বলিয়া বোধ হয়। এই গ্রন্থে গ্রন্থকর্ত্তার কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না। ইষ্টসিদ্ধির বিষয় অমলানন্দ স্বামীও বেদান্তকল্পতরুতে উল্লেখ করিয়াছেন। ‡ মাধবাচার্য্য বিদ্যারণ্য মুনীশ্বরও বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহে "ইষ্টসিদ্ধির" উল্লেখ করিয়াছেন। * ইষ্টসিদ্ধি আজিও প্রকাশিত হইয়াছে কিনা জানি না।

নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি—এই গ্রন্থ বোম্বাই সেণ্ট্রাল বুক্‌ডিপো ও বেনারস সংস্কৃত সিরিজে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা কর্ণেল জেকব ও পণ্ডিত রামশাস্ত্রীর সম্পাদনে প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের উপর

§ বেদান্ত সার (Col. Jacob's Ed. নি সা 3rd. Ed. ১২১৩ পৃঃ) ১৮৯ পৃঃ।

‡ বেদান্তকল্পতরু (বিজয়নগর সংস্কৃত সিরিজ, কাশী ৫১১ পৃষ্ঠা)।

* বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহ (বিজয়নগর সংস্কৃত সিরিজ ১৮৯৩ সংস্করণ, ২২৫ পৃষ্ঠা)।

শ্রীমদনুপমজ্ঞানবিভব জ্ঞানোত্তমমিশ্র "চন্দ্রিকা" নামক টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন। এই গ্রন্থ হইতে পরবর্ত্তী আচার্য্যগণ প্রামাণ্যরূপে বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। বিদ্যারণ্য, অপ্পয়দীক্ষিত, সদানন্দ প্রভৃতি আচার্য্যগণ নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি হইতে প্রামাণিক বাক্যোদ্ধার করিয়াছেন। এই গ্রন্থের প্রামাণিকতার ইহাই নিদর্শন। এই পুস্তকের চতুর্থ অধ্যায়ে আচার্য্য গৌড়পাদ ও আচার্য্য শঙ্করের জন্মভূমি নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, * এবং গৌড়পাদীয় আগম হইতে ও আচার্য্য শঙ্করবিরচিত উপদেশসহস্রী হইতে বচন উদ্ধৃত হইয়াছে। ‡

এই অমূল্য গ্রন্থখানি চারি অধ্যায়ে সমাপ্ত এবং গদ্যে ও পদ্যে লিখিত। গদ্যে বিচারের অবতারণা করিয়া পদ্যে কারিকাদ্বারা সমর্থন করা হইয়াছে। নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধির টীকাকার জ্ঞানোত্তম মিশ্র আপনাকে চোলদেশীয় বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। ‡ তিনি তাঁহার পিতার জ্ঞানোত্তম এই পদবী গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া তৎস্থলে উল্লেখ করিয়াছেন। টীকাটী প্রাঞ্জল।

বিধিবিবেক— এই গ্রন্থ পণ্ডিত রামশাস্ত্রী মানবল্লীর সম্পাদনায় কাশী মেডিকেল হল নামক মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। (১৯০৭ সন)। বিধিবিবেকের উপরে বাচস্পতিমিশ্র ন্যায়কণিকা টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন। ভাষার প্রাঞ্জলতা, বিচারের গভীরতায়, ন্যায়কণিকা বিধিবিবেকের উপযুক্ত টীকা। বিধিবিবেকের Monograph-এর ধরণের লিখা। ইহা একখানি নিবন্ধ গ্রন্থ।

পঞ্চীকরণের টীকা —আচার্য্যশঙ্করকৃত পঞ্চীকরণ সূত্রের উপর সুরেশ্বরাচার্য্যের বার্ত্তিক আছে। ইহা বোম্বায়ে প্রকাশিত।

---

* নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি বেনারস সংস্কৃত সিরিজ ১৯০৭, ২৮৮ পৃ। ‡ ঐ— ১৮৬—২৮৭ পৃঃ।

‡ নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি বেনারস সংস্কৃত সিরিজ ১৯০৪, ১ পৃষ্ঠা, মঙ্গলাচরণ শ্লোক।

টীকাটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর। [দ্বারকায় বর্ত্তমান জগদগুরু শঙ্করাচার্য্য শ্রীশান্ত্যানন্দ সরস্বতী ইহার একটি উত্তম টীকা সম্প্রতি প্রকাশিত করিয়াছেন। আনন্দগিরি ও রামতীর্থেরও টীকা আছে। সং]

মতবাদ

অচার্য্যসুরেশ্বরও অদ্বৈতবাদী। শঙ্করের মতবাদ প্রপঞ্চিত করিবার জন্যই গ্রন্থাদি প্রণয়ন করিয়াছেন। তিনি নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিতে শাঙ্করমতবাদ অতি সুচারুরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি খানি প্রথম প্রকরণগ্রন্থ ও চারি অধ্যায়ে সমাপ্ত। ইহাতে প্রথমে বলিয়াছেন আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সকল প্রকার প্রাণীরই স্বাভাবিক দুঃখ আছে। দুঃখ দূর করিবার প্রবৃত্তিও স্বাভাবিক। দেহধারণই দুঃখের কারণ। পূর্ব্বপূর্ব্ব জন্মসঞ্চিত ধর্ম্মাধর্ম্মই দেহের কারণ। পূর্ব্বজন্মবাদ তাঁহার সম্মত। বিহিতকর্ম্মে ধর্ম্ম ও প্রতিষিদ্ধকর্ম্মে অধর্ম্ম হয়। তাই ধর্ম্মাধর্ম্মের নিবৃত্তি নাই। রাগদ্বেষের বশে কর্ম্ম। রাগদ্বেষ শোভন ও অশোভন অধ্যাসের ফল। এই বস্তু রমণীয় এই বোধে যে অধ্যাস তাহা শোভনাধ্যাস। এই বস্তু রমণীয় নহে এই বোধে যে দ্বেষ তাহাই অশোভন অধ্যাস। অধ্যাসের হেতু অবিচার। দ্বৈতবস্তুবোধই অধ্যাসের হেতু। স্বতঃসিদ্ধ অদ্বিতীয় আত্মস্বরূপের বোধমাত্র সমস্ত দ্বৈতের শুক্তিকারজতের ন্যায় নিবৃত্তি হয়। অতএব সকল অনর্থনিবারণের জন্য আত্মবোধই পথ্য। সুখের ক্ষয়ব্যয় নাই। সুখ অপরতন্ত্র। সুখ আত্মস্বরূপ। সুখের আবরক বস্তুর উচ্ছেদই অতএব পরমপুরুষার্থ। অজ্ঞানের নিবৃত্তিতে সম্যক্ জ্ঞানের উদয়ে পরমপুরুষার্থ লাভ হয়। আত্মবোধের অভাবই অশেষ অনর্থের হেতু। লৌকিক প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ অধ্যাসের ফল। বেদান্তবলেই আত্মবোধ সম্ভব। ভগবানই আত্মা। তিনিই বুদ্ধির সাক্ষী। ব্রহ্মাত্মৈক্যবোধই অজ্ঞাননিবৃত্তির হেতু। আত্মার স্ফুরণেই সকল স্ফুরিত হয়। আত্মার স্ফুরণ না থাকিলে কোনও

বস্তুরই স্ফুরণ হয় না। অতএব প্রত্যগাত্মার স্বরূপপর্য্যালোচনাই —যথাত্ম্যনিরূপণই পরমপুরুষার্থ সিদ্ধি। সংসার অনর্থ। অনর্থের হেতু অজ্ঞান। মোক্ষই পুরুষার্থ। মোক্ষের হেতু ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞান। এই চারিটী বিষয়প্রতিপাদনই নৈষ্কর্ম্ম্য-সিদ্ধির প্রয়োজন। ঐকাত্ম্যবোধ না থাকাই অজ্ঞান। স্বাত্মানুভবই অজ্ঞানের আশ্রয়। অবিদ্যাই সংসৃতির বীজ। অবিদ্যার নাশই মুক্তি। বেদান্তবাক্যজনিত তত্ত্বজ্ঞানে মোহ বিনষ্ট হয়। কিন্তু কর্ম্মে নহে। কর্ম্মই মুক্তির কারণ, ইহা তিনি পূর্ব্বপক্ষরূপে গ্রহণ করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন। তাঁহার মতেও কর্ম্মের হেতু অজ্ঞান। অতএব কর্ম্ম অজ্ঞানকে বিদূরিত করিতে সমর্থ নহে। নিত্যশুদ্ধস্বরূপাবস্থান কর্ম্মসাধ্য হইতে পারে না। * একটী কর্ম্মে মুক্তি হইলে অন্য কর্ম্মগুলি অনর্থক হয়। আর সকল কর্ম্মগুলি মিলিত হইয়া মুক্তির কারণও হইতে পারে না; কারণ প্রত্যেক কর্ম্মের ফল বিভিন্ন। এক ব্যক্তির পক্ষে সমকালে সকল আশ্রমীর কর্ম্ম করাও অসম্ভব। মুক্তি একরূপ। কর্ম্মফল বিচিত্র। অতএব কর্ম্মে মুক্তি অসম্ভব। নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মে পাপক্ষয় হয়। কাম্যকর্ম্মে স্বর্গাদিফললাভ হয়। যাহাদের বস্তুস্বরূপ উপলব্ধি হয় নাই তাহারাই বিধি-প্রতিষেধশাস্ত্রে অধিকারী, আত্মজ্ঞানী নহে। শাস্ত্রাদিব্যবহারও অবিদ্যার বিষয়। স্বতঃসিদ্ধ পরমার্থাত্মস্বরূপপরিজ্ঞানে অবিদ্যার বিষয় ও অবিদ্যা উভয়ই নিবৃত্ত হয়। আত্মবোধের উদয়ে শাস্ত্রাদিরও সার্থকতা থাকে না। অবিদ্যার নিবৃত্তি পর্য্যন্তই শাস্ত্রের সার্থকতা। তাই তিনিই বলিতেছেন — "অবিদ্যা তজ্জৎপন্নকারকগ্রামপ্রধ্বংসিস্বাত্মোৎপত্ত্যাবেব শাস্ত্রাদ্যপেক্ষতে নোৎপন্নম্ অবিদ্যানিবৃত্তৌ।" (নৈঃ সিঃ ৩৫ পৃ) আত্মা নিষ্ক্রিয়। আত্মস্বরূপ প্রাপ্তিই মোক্ষ। অতএব মোক্ষ সাধ্য নহে। জ্ঞান প্রমাণজনিত। জ্ঞান অবাধিত। জ্ঞানই দুঃখ দূর করিবার একমাত্র হেতু। কর্ম্ম নহে। শুভকর্ম্মে দেবত্ব লাভ হয়।

* নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি ১ম অধ্যায় ২৪ কারিকা ২৩ পৃষ্ঠা।

নিষিদ্ধ কর্ম্মে নরক হয়। উভয়রূপ কর্ম্মে মনুষ্যলোক লাভ হয়। কর্ম্মের ফলেই সংসার। শ্রুতিবিহিত আত্মজ্ঞানই অজ্ঞানবিনাশের হেতু। তাহাতেই কর্ম্মনিবৃত্তি। নিত্যকর্ম্ম সকল আরাদুপকারক, অর্থাৎ নিত্যকর্ম্মাদি চিত্তশুদ্ধিদ্বারা অবিদ্যানিবৃত্তির উপযোগী, মোক্ষস্বরূপ নিষ্পত্তির উপযোগী নহে। তাই আচার্য্য বলিতেছেন "এবং নিত্যনৈমিত্তিকর্ম্মানুষ্ঠানেন—

শুধ্যমানং তু তচ্চিত্তমীশ্বরার্পিতকর্ম্মভিঃ।
বৈরাগ্যং ব্রহ্মলোকাদৌ ব্যনক্ত্যথ সুনির্ম্মলম্॥"

(নৈঃ সিঃ ৪৫ পৃ)

এস্থলেও আচার্য্য সুরেশ্বরের সিদ্ধান্ত আচার্য্য শঙ্করের অনুরূপ মুমুক্ষু ব্যক্তি অন্তঃকরণবিশুদ্ধির জন্য নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম ঈশ্বরার্পণবুদ্ধিতে অনুষ্ঠান করিবে। কর্ম্ম জ্ঞানের পরম্পরায় সাধন এ

নিত্যকর্ম্মের অনুষ্ঠানে ধর্ম্মোৎপত্তি। ধর্ম্মোৎপত্তিতে পাপহানি, তাহাতে চিত্তশুদ্ধি, চিত্তশুদ্ধির ফলে সংসারের অযাথাত্ম্যবোধ তৎফলে বৈরাগ্য, বৈরাগ্যের ফলে মুক্তির ইচ্ছা। তদনন্তর মুক্তির উপায় অন্বেষণ, তৎপরে সর্ব্বকর্ম্ম ও সাধনের সংন্যাস। পরে যোগাভ্যাস, যোগাভ্যাসের ফলে চিত্তের প্রত্যক্প্রবণতা। তদনন্তর তত্ত্বমস্যাদি বাক্যার্থের পরিজ্ঞান, তৎফলে অবিদ্যার উচ্ছেদ। তখনই আত্মস্বরূপে অবস্থিতি। অতএব পরম্পরাক্রমে কর্ম্ম জ্ঞানের সাহায্য কারী মাত্র। মুক্তি উৎপাদ্য আপ্য সংস্কার্য্য বা বিকার্য্য নহে। জ্ঞান ও কর্ম্মেরও সমুচ্চয় হইতে পারে না। কারণ, জ্ঞানে কর্ম্ম নিরস্ত হয় সাধ্যসাধনভাব থাকে না। জ্ঞান বাধক, কর্ম্ম বাধ্য, অতএব একদেশাবস্থান অসম্ভব। অবশ্য সর্ব্বত্রই জ্ঞান ও কর্ম্মের সমুচ্চয় প্রত্যাখ্যাত হইতে পারে না। কারণ, প্রযোজ্যপ্রযোজকভাব ও নিমিত্তনৈমিত্তিকভাবের অবসর আছে। চোরবুদ্ধিতে স্থাণু দেখিয়া লোক পলায়ন করে, সেইরূপ বুদ্ধ্যাদিকে আত্মরূপে গ্রহণ করিয়া

* স ৪৬ পৃ ১ম অ, ৫০ কারিকা।

কর্ম্ম করে। এস্থলে জ্ঞান ও কর্ম্মের প্রযোজ্যপ্রযোজকভাব স্বীকার্য্য, কিন্তু স্থাণুর যথার্থস্বরূপ জ্ঞাত হইলে আর পলায়নের কারণ থাকে না। এস্থলে স্বরূপজ্ঞান কর্ম্মের অঙ্গ নহে। এইরূপ আত্মতত্ত্ব-বিজ্ঞানও কর্ম্মের অঙ্গ নহে। তাঁহার মতে অজ্ঞানই কর্ম্মের কারণ। কিন্তু অজ্ঞানের আশ্রয় জ্ঞান। মিথ্যাজ্ঞানবশে কর্ম্ম করিলেও মিথ্যাজ্ঞানের আশ্রয় বা আধার জ্ঞান। (নৈঃ সিঃ প্রথম অঃ ৫২ —৫৩ পৃষ্ঠা)

প্রকৃত জ্ঞানে কর্ম্মের সমুচ্চয় হইতে পারে না, কেননা অজ্ঞান-নিরাকরণ না করিয়া জ্ঞানোদয় হইতে পারে না। ব্রহ্মে নানাত্ব নাই। অতএব জ্ঞান ও কর্ম্মের সমুচ্চয় হইতে পারে না।

ভেদাভেদবাদ—ব্রহ্ম, ভিন্ন ও অভিন্ন উভয়ই হইতে পারে না। অভেদবুদ্ধি নিরাকরণ না করিয়া 'ইহা ভিন্ন' এরূপ স্বীকার করিলে পদার্থ অলৌকিক হইয়া পড়ে, নিষ্প্রমাণক হয়। উভয় পথ গ্রহণ করিলেও অভেদপক্ষে ব্রহ্ম দুঃখী হইয়া পড়েন। ব্রহ্মের দুঃখিত্ব কিন্তু নিতান্ত অসঙ্গত।

নিয়োগ—ব্রহ্মজ্ঞানে নিয়োগের অবসর নাই। কারণ, জ্ঞান-পুরুষতন্ত্র নহে। বস্তুযাথাত্ম্যবোধ ব্যাপারতন্ত্র নহে। আত্মার উপাসনাসম্বন্ধে শ্রুতিবাক্য সকলও অপূর্ব্ববিধির দ্যোতক নহে। আচার্য্য জৈমিনি বলিয়াছেন—শ্রুতির অর্থ ক্রিয়াপর। এ স্থলে আচার্য্য জৈমিনি "আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাদ্" এই সূত্র বিধির অধিকারে গ্রথিত করিয়াছেন, প্রত্যগাত্মাধিকারে নহে। জৈমিনির অভিপ্রায় এই যে, বিধিবাক্য সকলের স্বার্থমাত্রে প্রামাণ্য। অন্য কিছুতে প্রামাণ্য নাই। সেইরূপ ঐকাত্ম্যবাক্য সকলেরও অনধিগত বস্তুপরিচ্ছেদ সাম্যবলে প্রামাণ্য। ‡ অন্য কিছুতেই প্রামাণ্য নাই।

‡ তস্মাৎ জৈমিনেরেব অয়মভিপ্রায়ঃ যথৈব বিধিবাক্যানাং স্বার্থমাত্রে প্রামাণ্যমেবমৈকাত্ম্যবাক্যানামপ্যনধিগতবস্তুপরিচ্ছেদসামান্যাৎ। (নৈঃ সিঃ ১ম অ ৩১ পৃ)

অশেষ শরীর যাহার প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে তাহার পক্ষে কর্ম্মাধিকার কখনই সম্ভব নহে। তাহার প্রবৃত্তিরও হেতু নাই। তত্ত্বমস্যাদি বাক্যবলে ঐকাত্ম্যজ্ঞানই পরম পুরুষার্থ। ঐকাত্ম্যজ্ঞানই মুক্তি। তাহাতেই সর্ব্বসংসারনিবৃত্তি। মুক্তি নিত্যসিদ্ধ। জ্ঞানে অবিদ্যার বিনাশ হইলেই স্বতঃসিদ্ধ মুক্তি। আত্মা নিত্যসিদ্ধ, নিত্যমুক্ত, আত্মাই ব্রহ্ম। কর্ম্ম পরম্পরাক্রমে মুক্তির সাধন। প্রথম অধ্যায়ের ইহাই তাৎপর্য্য।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে তত্ত্বমস্যাদি বাক্যের বিচার করা হইয়াছে। ঐকাত্ম্যজ্ঞানের প্রতিবন্ধক অপনয়নের জন্য দ্বিতীয় অধ্যায়। দেহ আত্মা নহে। ইন্দ্রিয়াদি আত্মা নহে, মন আত্মা নহে, বুদ্ধি আত্মা নহে। যাহার বৈরাগ্য না জন্মিয়াছে তাহার পক্ষে সংসারনিবৃত্তির ইচ্ছা হয় না। সংসারতৃষ্ণা না যাইলে মুমুক্ষুতা জন্মে না। মুমুক্ষু না হইলে শ্রীগুরুর শরণাপন্ন হয় না। গুরুসম্বন্ধ ব্যতিরেকে তত্ত্বমস্যাদি বাক্যের অর্থপরিজ্ঞানও অসম্ভব। দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি থাকিলেও তত্ত্বমস্যাদি বাক্যের অর্থ প্রকৃতরূপে পরিজ্ঞান হয় না। অজ্ঞান প্রহত না হইলেও পুরুষার্থলাভ হয় না। দেহাদি আত্মা নহে, ইন্দ্রিয় আত্মা নহে—এইরূপে স্থূলসূক্ষ্মশরীরে আত্মবুদ্ধি বিদূরিত হয়। এইরূপে প্রত্যগাত্মার অবস্থিতিলাভ হয়। ঐকাত্ম্যদর্শীর রাগদ্বেষাদির অবসর নাই। দেহাদি ঘটাদির ন্যায় দৃশ্য, আত্মা দ্রষ্টা, অতএব দেহ আত্মা নহে। দেহ অনাত্মা, অহংতাই মমতা, প্রযত্ন ইচ্ছা প্রভৃতিও আত্মধর্ম্ম নহে। কারণ, উহারা দৃশ্য। অতএব সূক্ষ্মদেহ আত্মা নহে। দ্রষ্টা দৃশ্য নহে। আত্মা নিরংশ, আত্মা অকর্ত্তা। একই বস্তু সমকালে দ্রষ্টা ও দৃশ্য বা গ্রাহক ও গ্রাহ্য হইতে পারে না। 'অহং ব্রহ্ম' এই জ্ঞানোদয়ে আত্মত্বের প্রসারে অহংবুদ্ধি নিবর্ত্তিত হয়। অহংবুদ্ধিই মমত্বের মূল। অহংবুদ্ধি নিবৃত্ত হইলে মমত্বও নিবৃত্ত হয়। অহংকারাদি সকলই অনাত্মার ধর্ম্ম। ভ্রান্তির বশেই অনাত্মার ধর্ম্ম আত্মাতে আরোপিত হয়, এবংআত্মার ধর্ম্ম অনাত্মায়

আরোপিত হয়। এই অধ্যাসবশেই সকল সংসার ব্যবহার। অধ্যাসের বলেই অভিন্ন আত্মায় ভেদবুদ্ধি। কল্পিত বস্তু প্রকৃত প্রস্তাবে অবস্তু। অতএব কল্পিত বিরুদ্ধ ধর্ম্মও এক বস্তুতে সম্ভব। * আভাস কখনই পরমার্থ বস্তুকে স্পর্শ করিতে পারে না। পরমার্থতঃ আত্মার সহিত অবিদ্যা বা তৎকার্য্যের সম্বন্ধে কোনও কালে বা কোনও দেশেই সম্ভব নহে। আত্মা নিরংশ অতএব কোনও দেশ নাই। যাহা কল্পিত তাহার সহিত সম্বন্ধই বা কি? আরোপের বশেই আত্মানাত্মমিথুন। এই আরোপের অপবাদ হইতে আত্মাদ্বৈতপ্রতিপত্তি হয়। আত্মার কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব প্রভৃতি সকলই অবিদ্যাকল্পিত। বুদ্ধির পরিণাম হয়। কিন্তু কূটস্থ আত্মা অপরিণামী। বিকারই দুঃখের হেতু। আত্মা বিকারী হইলে তাহার সাক্ষিত্ব অনুপপন্ন। আত্মা সাক্ষী, অতএব আত্মা বিকারী হইতে পারে না। † আত্মার কখনও উচ্ছেদ হয় না। আমিবোধ অব্যভিচরিত। আত্মা তিন অবস্থায় সৎ। অর্থের বিভিন্নতার জন্য বুদ্ধির বিভিন্নতা হয়। কিন্তু আত্মবোধের ভিন্নতা হয় না। অতএব আত্মা কূটস্থ এক। কেহ আপত্তি করতে পারেন —সর্ব্বদেহে একাত্মা হইলে জ্ঞানী ব্যক্তির অজ্ঞানীর দেহসম্বন্ধ-নিবন্ধন দুঃখসম্বন্ধ অনিবার্য্য। এতদুত্তরে আচার্য্য বলিতেছেন—জ্ঞান জন্মিবার পূর্ব্বেই যখন অন্য দেহস্থ দুঃখাদি আমাদের হয় না, জ্ঞানোৎপত্তিতে তাহার সম্ভাবনা কোথায়। বিশেষতঃ স্বগত দুঃখও অসৎ হয়, তখন অন্যের দুঃখ জ্ঞানীতে সংসক্ত হইবে কেন? আচার্য্যের মতে উপাধির ভেদে সুখদুঃখ পরিচ্ছিন্ন। চৈত্রগত সুখদুঃখ মৈত্রের হয় না। এমতাবস্থায় জ্ঞান জন্মিলে দুঃখের মূলীভূত অজ্ঞান নিবৃত্ত হইলে অজ্ঞানীর দুঃখ জ্ঞানীতে সংসক্ত হইবে কেন?

* কল্পিতানামবস্তুত্বাৎ স্যাদেকত্রাপি সম্ভবঃ।

কমনীয়াঽশুচিঃ শ্বাঘ্রীত্যেকস্যামিব যোষিতি॥ (নৈঃ সিঃ ২ অ ৫০ কা ১১৫ পৃ)

† নৈঃ সিঃ দ্বিতীয় অধ্যায় ৭৬ কা ১৩০ পৃ।

অবিদ্যাই সর্ব্ব অনর্থের মূল। তত্ত্বদর্শনেই তাহার রোধ হইতে পারে। ইতরেতরাধ্যাসবশেই প্রমাণপ্রমেয় সকল লৌকিক ও বৈদিক ব্যবহার। এই অধ্যারোপের অপবাদ হইলেই তত্ত্বজ্ঞান জন্মে। আচার্য্য তাই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—"অধ্যাসো যথোক্তাত্মনি সর্ব্বোঽয়ং ক্রিয়াকারকফলাত্মকসংসারোঽহংমমত্বযন্তেচ্ছাদিমিথ্যাধ্যাস এবেতি সিদ্ধম্। (নৈ সিঃ ১৭৩ পৃ) শ্রুতিবাক্যবলেই নিশ্চিত প্রমার উদয় হয়। তিনি বলিতেছেন—"তস্মাস্থ মুমুক্ষোঃ শ্রৌতাদ্বচসঃ স্বপ্ননিমিত্তোৎসারিতনিদ্রস্যেবেয়ং নিশ্চিতার্থা প্রমা জায়তে।

নাহং ন চ মমাহস্মত্বাৎ সর্ব্বদানাত্মবর্জ্জিতঃ।

ভানাবিব তমোঽধ্যাসোঽপহ্নবশ্চ তথা ময়ি॥

(নৈ সিঃ ১৫৪ পৃষ্ঠা)

অতএব আত্মা নিষ্কল, নিষ্ক্রিয়, অকারক ও এক। ইহার পরিণাম নাই। ভোক্তৃত্ব প্রভৃতি ঔপাধিক। ইহাই দ্বিতীয় অধ্যায়ের তাৎপর্য্য। এই দ্বিতীয় অধ্যায়ের নাম সম্বন্ধাধ্যায়।

তৃতীয় অধ্যায়ে আত্মা ও অনাত্মা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। অনাত্মার স্বরূপ অজ্ঞান। আনাত্মার অজ্ঞানিত্ব হইতে পারে না। স্বাভাবিক যে অজ্ঞান তাহার আবার অজ্ঞান কি? আত্মা চৈতন্যস্বরূপ, অতএব আত্মাও অজ্ঞানস্বরূপ নহে। আত্মা কূটস্থ, অতএব অজ্ঞানের কার্য্য নহে। তাহা হইলে অজ্ঞান কাহার? উত্তরে বলিতেছেন—আত্মার। "আত্মন এবাজ্ঞত্বম্।" কোন্ বিষয় আত্মার অজ্ঞান? আত্মবিষয়ে অজ্ঞান, অর্থাৎ লোকে তাহার প্রকৃতস্বরূপ জানে না। অজ্ঞানের জন্যই আত্মবোধ নাই। অজ্ঞান বিদূরিত হইলেই দ্বৈতরূপ অনর্থের অভাব হয়। "তত্ত্বমসি" বাক্যের অর্থ-পরিজ্ঞান হইলেই অজ্ঞানের উচ্ছেদ হয়। তৎ-পদে অদ্বিতীয় ব্রহ্ম এবং ত্বং-পদে প্রত্যগাত্মা এবং "অসি" পদে উভয়ের সামানাধিকরণ্যই বুঝায়। আচার্য্য সুরেশ্বরের মতেও শমদমাদিই সাধন। কূটস্থ আত্মার প্রকৃত বোধ না থাকাই অজ্ঞান। ইহাই আত্মা ও অনাত্মার

সম্বন্ধ। কেবল অনুমানবলে আত্মতত্ত্ব প্রকাশিত হইতে পারে না। বরং কেবল অনুমান অনুসরণ করিয়া অনর্থের উদ্ভব হয়।* শ্রুতি নিঃসংশয়ে নিত্য নির্ব্বিশেষ আত্মা প্রতিপাদন করেন। অনুভবও প্রমাণ। কারণ, বোধ্য বস্তুতে যাহার অনুভব না হয় তাহাকে শাস্ত্র কি প্রকারে বুঝাইবে ?† অন্বয় ও ব্যতিরেকবলে শ্রুতিবাক্যই অবাক্যার্থরূপ আত্মাকে প্রতিপাদন করে। অজ্ঞান-ধ্বংস করিয়া 'তুমিই সেই' 'আমিই ব্রহ্ম' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য সত্যজ্ঞানানন্দলক্ষণ আত্মাই ব্রহ্ম—ইহাই প্রতিপাদন করে। আত্মা প্রমাণের বিষয় নহে। উহা অপ্রমেয়, কারণ, উহা প্রত্যাগাত্মস্বরূপ। আত্মা নিত্যাবগতিস্বরূপ। তাই অন্য প্রমাণের অপেক্ষা নাই। প্রমাতৃ, প্রমা, প্রমেয়ব্যবহার সকলেই পরাচীন বিষয়। ইহারা কখনই প্রতীচীন আত্মাতে অবগাহন করিতে পারে না। তাই অন্বয়ব্যতিরেকবলে 'সেই ব্রহ্মই আমি' এই প্রত্যভিজ্ঞামাত্র উৎপাদন করে। কেহ আপত্তি করিতে পারেন—আত্মা শব্দের অবিষয়। অভিধান-অভিধেয়-সম্বন্ধ আত্মার হইতে পারে না। এমতাবস্থায় "অহং ব্রহ্মাস্মি" ইত্যাদি বাক্য কি প্রকারে সম্যক্ জ্ঞান উৎপাদন করিবে ? তদুত্তরে আচার্য্য বলিতেছেন—অবিদ্যা নিরাকরণমুখে আত্মস্বরূপ প্রকাশ করে। নিদ্রিত লোককে নাম ধরিয়া ডাকিলে যেমন সহসা প্রবুদ্ধ হয়, সেইরূপ প্রত্যগাত্মবোধও শব্দের মহিমায় উপলব্ধ হয়। সুষুপ্ত ব্যক্তির দেহাদি অভিমান নাই, তথাপি শব্দের মহিমায় আত্মবোধ জাগিয়া উঠে। জ্ঞানই অজ্ঞানের নিবর্ত্তক। শব্দের মহিমায় আত্মবোধ জন্মিলেই অজ্ঞান বিধ্বস্ত হয়। অতএব এরূপ আশঙ্কার কোনও হেতু নাই।

---

* অনাদৃত্য শ্রুতিং মোহাদতো বৌদ্ধাস্তমস্বিনঃ।
আপেদিরে নিরাত্মত্বমনুমানৈকচক্ষুষঃ॥ (নৈঃ সিঃ ১৯১ পৃঃ)

† নৈঃ সিঃ ১৯৩—১৯৪ পৃঃ।

"তত্ত্বমস্যাদি" বাক্য অশেষ অবিদ্যা নিরস্ত করিয়া আত্মবোধের প্রকাশ করে। তৃতীয় অধ্যায়ের ইহাই সারাংশ।

চতুর্থ অধ্যায়েও আত্মা ও অনাত্মবস্তুর বিবেক প্রদর্শিত হইয়াছে। আত্মা দৃশ্যবস্তু নহে। আত্মা সকল দৃশ্যের সাক্ষী। আত্মবোধের উদয়ে অনাত্মবোধ বিদূরিত হয়—জ্ঞান, জ্ঞাতা, জ্ঞেয় প্রভৃতির লয় হয়—এক অখণ্ড অবিকারী জ্ঞান প্রতিভাত হয়। আত্মজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান সাধিত হয়। দ্বৈত প্রপঞ্চ নিরস্ত হয়। (নৈঃ সিঃ ২৯১ পৃষ্ঠা)। প্রবৃত্তিনিবৃত্তির অবসর থাকে না। একমাত্র আত্ম-স্বরূপের স্ফূর্ত্তি হয়। জীবন্মুক্ত অবস্থায় দ্বৈতপ্রপঞ্চ স্বপ্নদৃশ্যের ন্যায় মিথ্যা বলিয়াই প্রতিভাত হয়। বেদান্তের অধিকারী সম্বন্ধে তিনি বলিতেছেন—সংসারে যাহার বিরাগ জন্মে নাই, যাহার বাসনার শেষ হয় নাই, যাহার কর্ম্মপ্রবণতা রুদ্ধ হয় নাই, যাহার প্রত্যগাত্মাভিমুখীন মতির উদয় হয় নাই, তাহার বেদান্তবিদ্যায় অধিকার নাই। (নৈঃ সিঃ ৩০২—৩০৩ পৃষ্ঠা)। নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিতে আচার্য্য শঙ্করের মতবাদই শ্রুতি ও যুক্তিবলে প্রপঞ্চিত হইয়াছে। ফলতঃ গ্রন্থখানি প্রমেয়বহুল। গ্রন্থের ভাব গম্ভীর এবং গ্রন্থকর্ত্তার মনীষার দ্যোতক। তত্ত্বমসি মহাবাক্যের বিচারই এই গ্রন্থের বিশেষত্ব। আত্মা ও অনাত্মার বিচারপ্রসঙ্গে আচার্য্য অত্যাশ্চর্য্য বুদ্ধিমত্তা প্রকাশ করিয়াছেন। অদ্বৈত মতের প্রামাণিক গ্রন্থ মধ্যে নৈষ্কর্ম্ম্য-সিদ্ধি একখানি প্রামাণিক গ্রন্থ।

বিধিবিবেক—এই গ্রন্থে বিধির তাৎপর্য্য আলোচিত হইয়াছে। প্রকরণের আরম্ভেই বিষয় প্রয়োজন প্রভৃতি নির্ণয় করা হইয়াছে, যথা—

"সাধনে পুরুষার্থস্য সঙ্গিরন্তে ত্রয়ীবিদঃ।
বোধং বিধৌ সমায়ত্তমতঃ স প্রবিবিচ্যতে।

বিধির বোধই পুরুষার্থের সাধন। বেদবাক্যের তাৎপর্য্য-বলেই—পুরুষার্থ সাধিত হয়। গ্রন্থকার প্রথমে বলিয়াছেন বিধি

শব্দ নহে। বিধি শব্দের ব্যাপারও নহে। যথা "তস্মান্ন বিধিঃ শব্দস্তদ্ব্যাপারো বা" (১৫ পৃষ্ঠা) অভিধেয়ভাবনাও বিধি নহে। এজন্য বিধিবিবেক ২০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। অভিধেয়ও বিধি নহে। (২৩ পৃষ্ঠা)। টীকাকারের মতে প্রমাণান্তরের অগোচর শব্দ মাত্র আলম্বননিয়োগেই বিধি। ইহাই প্রাভাকারের মত। এই মতটী বিশেষরূপেই খণ্ডন করিয়াছেন। নিয়োগ কোনও রূপেই যুক্তিযুক্ত নহে। বাক্যার্থ শব্দপ্রমাণক হইতে পারে না। কারণ, অপদার্থের উদ্ভব হয়। অপদার্থ অথবা—অবস্তু কখনই ব্যক্যার্থ হইতে পারে না। তবে পদার্থই শব্দপ্রমাণক হউক? না, তাহাও হইতে পারে না। কারণ, অন্য কোনও প্রমাণ না থাকায় পদার্থত্বের অনুপপত্তি হয়। তবে শব্দই নিয়োগের প্রমাণ হউক? না, তাহাও হইতে পারে না। কারণ, ইতরেতরাশ্রয় দোষ হয়।* অন্য প্রমাণবলে নিয়োগ সিদ্ধ হউক বলিলে বলিব—না, তাহাও হইতে পারে না। কেন না মানান্তর স্বীকার করিলে সিদ্ধির অনপেক্ষত্ব হয়। নিযোক্তৃব্যাপারেও নিয়োগের কর্ত্তা থাকা চাই। তাহাও অসম্ভব। কারণ, শব্দ অপৌরুষেয় বলিয়া অঙ্গীকৃত হয়। অতএব কোনও প্রকারেই নিয়োগ সিদ্ধ করা যায় না। কাহারও মতে প্রতিভাই শব্দজ্ঞান। তাঁহাদের সিদ্ধান্ত এই—"অতএব প্রতিভামাত্রং বিকল্পমাত্রং বা শাব্দজ্ঞানমিতি বিপশ্চিতঃ। প্রতিভানিবন্ধনশ্চ ব্যবহারঃ। প্রতিভানুগৃহীতানি চ প্রমাণানি ব্যবহারাঙ্গমিতি।" (বিধিবিবেক ৮৪ পৃষ্ঠা)। আচার্য্য তাঁহাদের মত খণ্ডন করিয়াছেন। প্রতিভাবাদ স্বীকার করিলে সকল প্রবৃত্তির অভাব হয়।

ভ্রান্তি ও জ্ঞান—যাহা, যাহা নহে তাহাকে তাহা বলিয়া বোধই ভ্রান্তি "অতদাত্মনি তাদাত্ম্যপ্রতীতিঃ ভ্রান্তিঃ।" জ্ঞান স্বপ্রকাশ ও

---

* প্রমিতে হি শব্দেন নিয়োগে সম্বন্ধগ্রহাসত্তি চ তস্মিন্ শব্দেন তস্য প্রমা। বিঃ বিঃ ৫১ পৃঃ। ইহাই পূর্ব্বোক্ত ইতরেতরাশ্রয় দোষ।

অখণ্ড। জ্ঞান অন্য কাহারও প্রকাশ্য নহে। জ্ঞান সম্বন্ধে তিনি বলিতেছেন—

সর্ব্বাদৃশামন্যবিত্তমিন্দ্রিয়াণাং ন গোচরঃ

অতএব ন সর্ব্বজ্ঞ জ্ঞানকার্য্যং প্রসিধ্যতি ॥ (২০৪ পৃষ্ঠা, বিঃ বিঃ)

জ্ঞান অতীন্দ্রিয়, জ্ঞান সর্ব্বপ্রকাশক, জ্ঞান কাহারও কার্য্য বা প্রকাশ্য নহে। নিয়োগের সার্থকতা কোনও প্রকারেই সম্ভব নহে। যাহা হউক আচার্য্যের সিদ্ধান্ত এই "অতো ন নিয়োগাহনুপ্রবেশেন বস্তুতত্বং প্রকাশ্যতে।" শ্রুতিবাক্য কার্য্যার্থ প্রকাশ করে, সিদ্ধবস্তুও প্রকাশ করে। শব্দ দ্বিপ্রকার। কার্য্যাভিধায়ী লিঙ্ প্রভৃতি এবং ভূতবস্তু-অভিধায়ী লঙ্ প্রভৃতি। উপনিষদের বাক্য ভূতবস্তু বিষয়ক; উপনিষদের বাক্যে বিধির অবসর নাই। তাঁহার সিদ্ধান্ত এই—"উপনিষদাত্মতত্বং স্বনপেক্ষবিধ্যন্তরাদ্বাক্যাৎ প্রতীয়তে"। (২৮১ পৃষ্ঠা বিঃ বিঃ)।

শব্দভাবনা—শাব্দী ভাবনাই বিধি। ইহাই ভট্টপাদ কুমারিলের সম্মত। শব্দভাবনাপক্ষও যুক্তিযুক্ত নহে। ইষ্টবোধ না থাকিলে শব্দভাবনাবলেই লোক প্রবর্ত্তিত হয় না।

কাম্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্মের অধিকারভেদ—আচার্য্য বলেন, কার্য্যনিষ্ঠত্ব ও প্রয়োগনিষ্ঠত্ববলে কাম্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্মের অধিকারভেদ হইতে পারে না। এজন্য বিধিবিবেক ৩৪৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

ইষ্টসাধনতা—কেবল ইষ্টসাধনতাই বিধি নহে। কর্ত্তার ইষ্টসাধনতা ও কর্ত্তব্য, অকরণে তত্ত্ব-অনববোধ সকলই বিধির অন্তর্ভুক্ত। সর্ব্ববিষয়ক জ্ঞানই বিধি। গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন—"জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতা ত্রিবিধং কর্ম্মচোদনা"। বাস্তবিক কর্ম্ম করিলে কি ইষ্ট লাভ হইবে? সেই ইষ্টলাভের সহিত আমার সম্বন্ধ কি? না করিলে কি দোষ হইতে পারে? কি প্রকারে করিতে হইবে, করিলে ফললাভ হইবে কি না? এই সকল পর্য্যালোচনাই বিধির তাৎপর্য্য। তাহাতেই বিধির সার্থকতা।

অজ্ঞানী ও জ্ঞানী—অজ্ঞানীই কর্ম্মে অধিকারী, জ্ঞানী নহে। আচার্য্যের সিদ্ধান্ত এই—"এষ খলু পুরুষঃ স্বভাবতো রাগাদ্যাবিষ্টো দৃঢ়ফলৈরুপায়ৈর্বিষয়োপার্জ্জনে প্রবর্ত্তমানস্তদাক্ষিপ্তমনাঃ তৎপক্ষপাতী। ন বিগলিতবিষয়প্রপঞ্চমাত্মতত্ত্বমুপদিষ্টং প্রত্যেতুং পরিভাবয়িতুং বা অলম্"। (বিধিবিবেক ৪৪১ পৃষ্ঠা)। স্বর্গাদি ফল ক্ষণিক। উহাতে দুঃখেরও সংমিশ্রণ আছে। যজ্ঞের ফলে স্বর্গ হয়। অতএব যজ্ঞ জ্ঞানীর অধিকৃত নহে। কারণ, জ্ঞানীর সন্ন্যাসই কর্ত্তব্য। আচার্য্যের মতে আত্মজ্ঞানাধিকারে কর্ম্মবিধির অবসর নাই। তাঁহার সিদ্ধান্ত এই—"তস্মান্নাহসাধনে ধাত্বর্থেঽধিকারসিদ্ধিঃ। সাধনত্বং চাস্য বিধি-রিত্যুক্তম্"। (বিধিবিবেক ৪৭২ পৃষ্ঠা)। বিধিবিবেকের ইহাই সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

মন্তব্য

আচার্য্য সুরেশ্বরের মত শঙ্করের মতের অভিব্যক্তি মাত্র। আচার্য্য শঙ্করের গ্রন্থে ভাট্টমতের খণ্ডন দেখিতে পাওয়া যায় না। আচার্য্য পদ্মপাদেও ভাট্টমতের ছায়া নাই। কিন্তু সুরেশ্বরের বিধিবিবেকে ভাট্টমতের শাব্দী ভাবনার উল্লেখ রহিয়াছে। সুরেশ্বর পূর্ব্বাশ্রমে ভট্ট কুমারিলের শিষ্য ছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। শঙ্করবিজয়েও সুরেশ্বর (মণ্ডন মিশ্র) ভট্ট কুমারিলের শিষ্য বলিয়াই পরিচিত। ব্রহ্মসিদ্ধিপ্রভৃতি গ্রন্থের পরে মণ্ডনকর্ত্তৃক বিধিবিবেক বিরচিত হইয়াছে। নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিতে প্রাভাকরমতের খণ্ডন আছে। কিন্তু ভাট্টমতের সুস্পষ্ট উল্লেখ বা ছায়া দেখিতে পাওয়া যায় না। সুরেশ্বরাচার্য্য সম্ভবতঃ দীর্ঘজীবী হইয়াছিলেন। ভাট্টমতের খণ্ডনে আচার্য্য পদ্মপাদ প্রভৃতির কোনও চেষ্টা ছিল না। সেই অভাব পূর্ণ করিবার জন্যই সুরেশ্বরের প্রচেষ্টা। সুরেশ্বরের মত অদ্বৈত-বাদিগণের নিকট সর্ব্বত্রই সমাদৃত। প্রমাণরূপে পরবর্ত্তী আচার্য্যগণ সুরেশ্বরের বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন ও তাঁহার মতের অনুসরণ করিয়াছেন। অমলানন্দ, বিদ্যারণ্য, চিৎসুখাচার্য্য, অপ্পয়দীক্ষিত

প্রভৃতি আচার্য্যগণ স্বীয় গ্রন্থে সুরেশ্বরের মত ও বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। চিৎসুখাচার্য্য তৎপ্রণীত তত্ত্বপ্রদীপিকায় চারিস্থলে সুরেশ্বরের মত প্রামাণিকরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। বিদ্যারণ্য বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহে আট স্থলে সুরেশ্বরের উল্লেখ করিয়া স্বীয় মতের প্রামাণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন। অপ্পয়দীক্ষিত সিদ্ধান্তলেশ সংগ্রহে দুই স্থলে সুরেশ্বরের মত উদ্ধার করিয়াছেন। সুরেশ্বরের প্রামাণ্যের ইহাই নিদর্শন। সুরেশ্বর ও পদ্মপাদ শঙ্করের সাক্ষাৎ শিষ্য। শঙ্করের মতবাদ প্রকৃত রূপে প্রপঞ্চিত করা তাঁহাদের পক্ষেই সম্ভব। আমরা দেখিতে পাই উভয়ই শঙ্করের মতের বিস্তার সাধন করিয়াছেন। এই দুইজন হইতে দুইটী শাখা বিস্তৃত হইয়াছে। উভয় শাখার প্রতিপাদ্য এক হইলেও স্থলবিশেষে পার্থক্য আছে, এবং সুরেশ্বরের প্রাধান্য পরিস্ফুট।

অন্যান্য আচার্য্য

আচার্য্য শঙ্করের অন্যান্য কোনও শিষ্যের কোনও গ্রন্থ পাওয়া যায় না। কেবল কোনও অজ্ঞাতনামা আচার্য্যের একখানা বৃত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। পরবর্ত্তী আচার্যগণ ইহাকে বৃত্তিকার বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। গ্রন্থকর্ত্তার নাম গ্রন্থে কোথায় উল্লেখ নাই। এই গ্রন্থে গ্রন্থকার আপনাকে শ্রীমচ্ছঙ্করভগবৎপাদশিষ্য বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। এই বৃত্তি কুম্ভঘোণ অদ্বৈতমঞ্জরী সিরিজে শ্রীবিদ্যাপ্রেস হইতে সাম্বশিব আয়ার কর্ত্তৃক ১৮৯৪ সনে প্রকাশিত হইয়াছে। শাঙ্কর ভাষ্য পড়িবার পূর্ব্বে এই বৃত্তিপাঠে বোধ-সৌকর্য্য হইতে পারে। বৃত্তি সংক্ষিপ্ত, বিচারে বাহুল্য নাই, কিন্তু শাঙ্কর সিদ্ধান্ত অতি সুন্দর ও বিশদভাবে উপন্যস্ত আছে। বৃত্তির ভাষা প্রাঞ্জল, বিশেষতঃ অতি অল্প কথায় অদ্বৈতবাদের সিদ্ধান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন আচার্য্য শঙ্করের সমকালিক কোনও আচার্য্যের গ্রন্থ অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। খ্রীষ্টীয় প্রথম

শতাব্দী পর্য্যন্ত শাঙ্কর মতের প্রথম যুগ। অষ্টম শতাব্দী হইতে পুনরায় নবযুগের সূচনা হইয়াছে। আচার্য্য শঙ্করের অন্যান্য শিষ্যগণের মধ্যে তোটকাচার্য্যের তোটক ছন্দে লিখিত পদ্যের বিষয় শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ইহার প্রামাণিকতা নাই। কারণ পরবর্ত্তী কোনও আচার্য্য কোথাও তাহার উল্লেখ করেন নাই।

অদ্বৈতবাদ বা মায়াবাদ

(প্রথম শতাব্দীর উপসংহার)

খৃষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতাব্দী হইতে খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দী পর্য্যন্ত অদ্বৈতবাদের অর্থাৎ শাঙ্কর মতের প্রথম যুগ। মৌলিকতাই এই যুগের বিশেষত্ব। সাঙ্খ্য, পাতঞ্জল, ন্যায়, বৈশেষিক, প্রাভাকর ও ভাট্ট, বৌদ্ধ, জৈন, মাহেশ্বর ও পাঞ্চরাত্র মত নিরসনের প্রযত্ন এই যুগে পরিস্ফুট। পরিণামবাদ ও আরম্ভবাদ নিরাকরণের প্রচেষ্টা সর্ব্বোপরি। বিবর্ত্তবাদস্থাপনেই সকল চেষ্টা প্রয়োজিত হইয়াছে। জ্ঞান ও কর্ম্মের সমুচ্চয় অসম্ভব। ইহা প্রমাণিত করিবার জন্যই আচার্য শঙ্কর ও সুরেশ্বরের প্রযত্ন সমধিক। আচার্য্য পদ্মপাদের গ্রন্থে এ সম্বন্ধে বিশেষ বিচার পরিলক্ষিত হয় না। অবশ্যই ইঙ্গিত আছে। প্রতিবিম্ববাদ যে আচার্য গৌড়পাদ ও শঙ্করের সম্মত তাহাও সুপরিস্ফুট। সাঙ্খ্যদর্শনের প্রবলতা ও প্রাধান্য এবং মীমাংসার প্রাভাকর মতের বিস্তৃতি এই যুগের বিশেষত্ব। সাঙ্খ্যমত নিরসনে শঙ্করের প্রচেষ্টা অসাধারণ। প্রাভাকরমতখণ্ডনে শঙ্কর, পদ্মপাদ ও সুরেশ্বর সকলেই বদ্ধপরিকর। প্রাভাকরমতের বিস্তৃতির ইহাই নিদর্শন। অতীন্দ্রিয় ও ব্যাবহারিক জগতের মিলনই অদ্বৈতবাদের বিশেষত্ব। আত্মত্বের প্রসারে ব্রহ্মত্বই মানবের শ্রেষ্ঠ আদর্শ। দেশ, কাল, বস্তু, আত্মাকে পরিচ্ছিন্ন করিতে পারে না। জ্ঞান-স্বরূপ আত্মা সকল পরিচ্ছেদবর্জ্জিত। ইহাই অদ্বৈতমতের শ্রেষ্ঠ দান। আত্মবোধ জাগানই অদ্বৈতবাদের সার্থকতা। এই মতে

দুর্ব্বলতার স্থান নাই। তামসিকতার স্থান নাই, রাজসিকতার স্থান নাই, সাত্ত্বিকের স্থানও নিম্নে। গুণাতীত নির্ব্বিশেষভাবই এই মতের শ্রেষ্ঠ আদর্শ। মানবের ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আদর্শ আর আর কিছুই হইতে পারে না। আদর্শের উচ্চতায়, হৃদয়ের তৃপ্তিতে, মতের স্বাভাবিকতায় অদ্বৈতবাদ খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতেই আকুমারিকা হিমাচল অধিকার করিয়াছিল। ভারতে প্রাণের নবস্পন্দন দার্শনিক ক্ষেত্রে নূতন আশা ও আকাঙ্ক্ষার সঞ্চার করিয়াছিল। আমি ক্ষুদ্র নহি, আমি নীচ নহি, আমি মহান্, আমি ভূমা—এই উদার উচ্চভাবে জাতীয় জীবনে এক অভিনব ব্যাপার সংসাধিত হইল। বৌদ্ধপ্লাবনের গতি অনেক পরিমাণে রুদ্ধ হইল, অশোকের প্রচেষ্টার মূলে আঘাত লাগিল। ভারতীয় জাতি আপনার সত্তা বুঝিতে পারিয়া—আপনার স্বাভাবিকতা বুঝিতে পারিয়া—বেদান্তই তাহার প্রাণপ্রতিষ্ঠার মূলমন্ত্র ইহা অনুভব করিয়া—বেদান্তকেই আপনার ধর্ম্মরূপে গ্রহণ করিল। বেদান্তের এই গতির ফলেই বৌদ্ধমত হিন্দুভাবে ভাবিত হইল। খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে মহাযান সম্প্রদায় হিন্দুভাবে ভাবিত হইয়া পড়িল। বেদান্তমত বৌদ্ধমতকে প্রভাবিত করিয়া অন্ততঃ পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশ লোকের উপরে বেদান্তের অল্পবিস্তর ছায়াপাত করিয়াছে। পরবর্ত্তিকালে চীন প্রভৃতি দেশে মহাযান মত বিস্তৃত হওয়ায় সেই সকল দেশের মতবাদেও বেদান্তের ছায়াপাত হইয়াছে। প্রাচীন কালে বেদান্তমত যেরূপ গ্রীক্ চিন্তাকে প্রভাবিত করিয়াছে, পরবর্ত্তিকালেও সেইরূপ বৌদ্ধমতকে প্রভাবিত করিয়া আপনার অপরাজেয় মহিমা প্রকটিত করিয়াছে।

ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ আচার্য্য শঙ্কর ও ভট্ট কুমারিলের যে কাল নির্ণয় করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণরূপে অসমীচীন। MacDonell সাহেব History of Sanskrit Literature নামক গ্রন্থে কুমারিলের কাল অষ্টম শতাব্দীর শেষ হইতে নবম শতাব্দীর প্রথম

ভাগ (৭৭৮ খৃঃ) নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কুমারিল ও শঙ্কর সমসাময়িক। একই শতাব্দীর প্রথম ও শেষ ভাগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। আচার্য্য শঙ্করের কাল-সম্বন্ধে আমরা ভূমিকায় বিচার করিয়াছি। সর্ব্বজ্ঞাত্মমুনি রাষ্ট্রকুটবংশী রাজা প্রথম কৃষ্ণের সময় (৭৬০—৭৮০ খৃঃ) ছিলেন। সংক্ষেপশারীরকের সমাপ্তিশ্লোকে গ্রন্থকার সম্বন্ধে ঐরূপ নির্দ্দেশ আছে। শঙ্করের জন্ম ৭৮৮ খৃঃ হইলে তৎপূর্ব্বে সর্ব্বজ্ঞাত্মমুনি সংক্ষেপশারীরক লিখিতে পারেন না। বাস্তবিক এ সম্বন্ধে অন্যান্য আচার্য্যগণের গ্রন্থ অনুশীলন না করিয়া অধ্যাপক মোক্ষমুলর প্রভৃতি ভ্রান্ত সিদ্ধান্তে পৌছিয়াছেন। তাঁহাদিগকে অনুসরণ করিয়া MacDonell সাহেবও ভ্রান্ত ধারণার আশ্রয় করিয়াছেন। আচার্য্য কুমারিল ও শঙ্করের কাল খৃঃ পূর্ব্বে গ্রহণ করাই শোভন ও সঙ্গত। ভূমিকায় সবিশেষ আলোচিত হইয়াছে। তাই এস্থলে পুনরুল্লেখে নিবৃত্ত হইলাম।

দ্বিতীয় শতাব্দী হইতে অষ্টম শতাব্দীর প্রথম ভাগ

দ্বিতীয় শতাব্দী হইতে অষ্টম শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্য্যন্ত অদ্বৈতমতে কোনও গ্রন্থ বিরচিত হয় নাই। এই দীর্ঘ সাতশত বৎসর কালে অন্যান্য সাহিত্যের উন্নতি হইলেও দার্শনিক সাহিত্যের বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রথম শতাব্দীতে (৬৮ খৃঃ) অন্ধ্রবংশীয় হালরাজের সময় প্রাকৃত সাহিত্যের উন্নতি হইয়াছিল। সপ্তশতক, বৃহৎকথা প্রভৃতি গ্রন্থ তাঁহার সময় বিরচিত হয়। কাতন্ত্র ব্যাকরণও তৎকালে বিরচিত হইয়াছিল। চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীতে গুপ্ত-সাম্রাজ্যকালে পৌরাণিক অভ্যুদয় হয়। স্মৃতিশাস্ত্রের প্রসার ও প্রতিপত্তি হয়। কাব্য প্রভৃতির বিকাশ হয়। পৌরাণিক অভ্যুদয় শাঙ্করদর্শনবিকাশের ফল বলিয়াই অনুমিত হয়। দক্ষিণ ভারতে ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে অষ্টম শতাব্দীর মধ্যম ভাগ পর্য্যন্ত (৫৫০—৭৫০ খ্রীঃ) চালুক্যবংশের রাজত্বকালে পূর্ব্ব-

মীমাংসা দর্শনের নানারূপ নিবন্ধ বিরচিত হয়। পার্থসারথিমিশ্রের প্রতিভা এই সময়ে বিকশিত হইয়াছিল। তিনিই ভট্ট কুমারিলের শ্লোকবার্ত্তিকের টীকাকার। পার্থসারথিমিশ্রের ন্যায়রত্নমালা ও শাস্ত্রদীপিকার জন্য পরবর্ত্তী কালে অমলানন্দ (১৩শ শতাব্দী) প্রভৃতি খণ্ডনমানসে তাহার উদ্ধার করিয়াছেন। পূর্ব্বমীমাংসার প্রতিপত্তি খ্রীঃ পূঃ হইতে চলিয়া আসিয়াছে। গুপ্তদিগের সময়ে সমুদ্রগুপ্তের অশ্বমেধ পূর্ব্বমীমাংসার প্রতিপত্তির ফল। কিন্তু অদ্বৈতবাদের কোনও গ্রন্থ এই সময়ে লিখিত হয় নাই। শঙ্করের ও সুরেশ্বর-প্রভৃতির গ্রন্থই এই সময়ে আপনি প্রতিষ্ঠা রক্ষা করিয়াছে। পৌরাণিক অভ্যুদয়ের ফলে বেদান্তের মত জনসাধারণের ভিতরে পরিব্যাপ্ত হইল। পুরাণের প্রকৃত তাৎপর্য্য ব্রহ্মবিদ্যার শিক্ষাপ্রদান। পুরাণে অদ্বৈতবাদ পরিস্ফুট। পৌরাণিক বিকাশের ফলে আর অদ্বৈতবাদের নূতন গ্রন্থ লিখিবার আবশ্যকতা হয় নাই। কিন্তু অষ্টম শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতেই অদ্বৈতবাদের বিস্তারের নব পুণ্যপ্রচেষ্টা দেখিতে পাই। এই দীর্ঘ সাত শত বৎসরের কালে কোনও গ্রন্থ রচিত হইয়াছে কিনা তাহা বলা যায় না। হয়ত রচিত হইয়াছিল। কিন্তু বিস্মৃতির অতলতলে ডুবিয়া গিয়াছে। গৌড়পাদাচার্য্যের উত্তরগীতার ভাষ্যের ন্যায় হয়ত আরও অনেক গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইতে পারে। ন্যায়দর্শনের ক্ষেত্রেও দেখিতে পাই বাৎস্যায়নের ভাষ্যের পরে দীর্ঘ কয়েক শতাব্দী কাটিয়া গিয়াছে। বাৎস্যায়ন ও চাণক্য অভিন্ন হইলে অন্ততঃ কয়েক শত বৎসর পরে উদ্দ্যোতকরের বৃত্তি বিরচিত হইয়াছে। ইউরোপে গ্রীক্‌দর্শনের পরে ডেকার্টের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে মধ্যযুগের দার্শনিক ইতিহাস যেমন নীরস ও অসার, সেইরূপ ভারতে এই সাত শত বৎসর অনুর্ব্বর। প্রত্নতাত্ত্বিকের প্রচেষ্টায় যেমন এই সময়ের রাজনৈতিক ইতিহাসের ভিত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে, সেইরূপ প্রচেষ্টা সাহিত্য-ক্ষেত্রেও আবশ্যক। আমরা এ পর্য্যন্ত এমন কোনও দাঁড়াইবার

স্থান পাই নাই, যাহার অনুবলে এই সাত শত বৎসরের দার্শনিক ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিতে পারি। আমাদের মনে হয় পুরাণ প্রভৃতির অভ্যুদয়ে অনাবশ্যকবোধে নিবন্ধাদি রচিত হয় নাই। যখন অন্যান্য মতবাদ অদ্বৈতমতের আক্রমণে বদ্ধপরিকর হইয়াছে, তখনই অদ্বৈতবাদে বহু গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছে। ষষ্ঠ শতাব্দী হইতে অষ্টম শতাব্দী পর্য্যন্ত পূর্ব্বমীমাংসার অভ্যুদয়ের ফলে অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে অদ্বৈতবাদিগণ পুনরায় সাহিত্য-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, ভেদাভেদবাদ, দ্বৈতবাদ ও ন্যায়দর্শনের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই অদ্বৈতবাদী আচার্য্যগণের মনীষার স্ফূর্ত্তি হইয়াছে। ঘাত এবং প্রতিঘাত জীবনের লক্ষণ। সেই আঘাতের ফলেই দার্শনিক সাহিত্যের স্ফূর্ত্তি হইয়াছে। পূর্ব্বমীমাংসা, ন্যায় ও দ্বৈতবাদের আঘাতের ফলে অদ্বৈতবাদের পুনরুত্থান হইয়াছে। বৌদ্ধবাদের নিরসন করিয়া অদ্বৈতবাদী আপনার প্রতিষ্ঠা গড়িয়া তুলিয়াছিল। বৌদ্ধমতের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া দিয়া অনেক পরিমাণে বৌদ্ধবাদকে আপনার প্রভাবে প্রভাবিত করিয়া অদ্বৈতবাদ শান্তির ক্রোড়ে সুপ্তিমগ্ন ছিল। পুনরায় বৌদ্ধদর্শনের প্রবল আঘাত আরম্ভ হইল। ষষ্ঠ শতাব্দীতে বৌদ্ধদর্শন সবিশেষ স্ফূর্ত্তি পাইল। নাগার্জ্জুনের সময় হইতে বৌদ্ধদর্শন নূতন মূর্ত্তিতে দেখা দিল। বৌদ্ধদর্শনের আঘাতে সুখসুপ্তি ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে আবার অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগ হইতে নব প্রচেষ্টা দেখা দিল। ইহাই স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়। অষ্টম শতাব্দী হইতে অদ্বৈতবাদী আচার্য্যগণের প্রচেষ্টা সর্ব্বত্র পরিলক্ষিত। পৌরাণিক সাহিত্যের বিস্তারের ফলে জনসাধারণের ভিতর অদ্বৈতমতের সমাদর হইল। স্বপভার চিন্তা পৌরাণিক উপাখ্যানের আবরণে সমাজের নিম্নস্তরেও প্রবেশ করিল। ফলে ঘাতপ্রতিঘাত না থাকায় দার্শনিক গ্রন্থ লিখিবার আবশ্যকতা রহিল না। অদ্বৈতদার্শনিক ক্ষেত্রে এই কয়েক শতাব্দী অনুর্ব্বর যুগ। এই কয়েক শতাব্দীতে বৌদ্ধদর্শনের

অভ্যুদয় হইয়াছে, কিন্তু অদ্বৈতদর্শনের প্রতিভা বিকশিত হয় নাই। সপ্তম শতাব্দীতে চৈনিক পর্য্যটক হিউয়েনসঙ্গ নালন্দায় অধ্যাত্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। বৈদিক অধ্যাত্মশাস্ত্র বলিতে বেদান্তকে বুঝায়। অবশ্যই হিউয়েনসঙ্গ বিশেষভাবে বেদান্তের উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু এই সকল শতাব্দীতেও বেদান্তের বিচার চলিত—তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। দশম শতাব্দীর শেষভাগে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের আচার্য্য যামুনাচার্য্য যে সকল আচার্য্যের নাম করিয়াছেন * তাঁহারা বেদান্তের আচার্য্য। তিনি বিশিষ্টাদ্বৈতমতে ভাষ্যকার দ্রমিড়াচার্য্য ও বার্ত্তিককার টঙ্কের উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীবৎসাঙ্ক-মিশ্রও শ্রীসম্প্রদায়ভুক্ত। ভর্তৃপ্রপঞ্চ, ভর্তৃমিত্র, ভর্তৃহরি, ব্রহ্মদত্ত প্রভৃতি আচার্য্যগণ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবাদী ছিলেন। ভর্তৃপ্রপঞ্চ শঙ্করের পূর্ব্ববর্ত্তী। অন্যান্য আচার্য্যগণ শঙ্করের পূর্ব্ববর্ত্তী নহেন বলিয়া বোধ হয়। পরবর্ত্তী হইবার সম্ভাবনা সমধিক। আমরা এই সকল আচার্য্যের গ্রন্থ এখন পাই না। হইতে পারে যামুনাচার্য্যের সময়েও ইহাদের গ্রন্থ পাওয়া যাইত। যেমন সুরেশ্বরাচার্য্যের গ্রন্থ "ব্রহ্মসিদ্ধি" অনেকদিন পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই, সেইরূপ এই সকল আচার্য্যগণের গ্রন্থও লুপ্ত হইয়াছে। অবশ্যই ইহা ভারতের নিতান্ত দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে। অপ্পয় দীক্ষিতের সিদ্ধান্তলেশ নামক গ্রন্থে যে সকল গ্রন্থের উল্লেখ আছে, তাহার মধ্যে বোধ হয়, সকল গ্রন্থ আজকাল আর পাওয়া যায় না। গ্রন্থান্বেষী প্রত্নতাত্ত্বিকগণ এই কয়েক শতাব্দীর গ্রন্থ আবিষ্কার করিতে পারিলে ইতিহাসের এক নূতন অধ্যায় রচিত হইতে পারে। ভর্তৃহরি "বৈরাগ্যশতক" প্রভৃতি গ্রন্থের প্রণেতা। তিনি খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগে জীবিত ছিলেন। চৈনিক পর্য্যটক Itsing (ই চিং) ‡ বিশ বৎসর কাল ভারতে বাস করিয়াছিলেন।

* "সিদ্ধিত্রয়ম্" (৫—৬পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) Benares Sanskrit Series.

‡ Itsing ৬৭১ অব্দে চীন হইতে যাত্রা করিয়া ৬৭৩ অব্দে তাম্রলিপ্তিতে

সপ্তমশতাব্দীর শেষভাগে এই দেশে থাকিয়া ইচিং তৎকালীন সকল বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন। তিনি ভর্তৃহরি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, তিনি বৌদ্ধ সন্ন্যাসী হইয়া পুনরায় সংসারী হইয়াছিলেন। সাতবার মঠে প্রবেশ ও সাতবারই সংসারে প্রবেশ করিয়াছিলেন। যামুনাচার্য্যও ভর্তৃহরিকে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবাদী বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবাদ শঙ্করের অভিমত।

'বৈরাগ্যশতকে' ভর্তৃহরি লিখিতেছেন,—"কদা শম্ভো! ভবিষ্যামি কর্ম্মনির্ম্মূলনক্ষমঃ।" ইহা দেখিলেও স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হয়—তিনি নৈষ্কর্ম্ম্যবাদের পক্ষপাতী। ভর্তৃহরি বৈয়াকরণ দার্শনিক ও কবি। সপ্তম শতাব্দীর প্রথমভাগ তাঁহার অবস্থানের কাল। তিনিও শাঙ্করমতে প্রভাবিত ছিলেন বলিয়াই অনুমিত হয়। বৈরাগ্যশতকে শাঙ্করমতের প্রভাব সুস্পষ্ট। শৃঙ্গারশতক কবিত্বে পূর্ণ। উহাতে দার্শনিকতা নাই। কিন্তু বৈরাগ্যশতকে দার্শনিক ভাব সুব্যক্ত। নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধির তাৎপর্য্য নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবাদ। ভর্তৃহরিকে অদ্বৈতবাদী আচার্য্যরূপে গ্রহণ করাই সঙ্গত। তিনিও শঙ্করের মতে প্রভাবিত। সপ্তম শতাব্দীর পূর্ব্বেই যে শঙ্করের অভ্যুদয়, ইহা তাহারই অন্যতম কারণ। ভর্তৃহরির বৈরাগ্যশতক, মন্ত্রসংহিতার ব্যখ্যাপ্রভৃতি গ্রন্থে দার্শনিকতা আছে। বৈরাগ্য, শৃঙ্গার ও নীতি শতকপ্রভৃতি তিনখানি গ্রন্থ বোম্বাই বেঙ্কটেশ্বর প্রেস হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

ভর্তৃহরি বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী কি অদ্বৈতবাদী এ প্রসঙ্গ শ্রীকণ্ঠাচার্য্যের মতবাদ প্রসঙ্গে আলোচ্য। শতকে শঙ্করের মত সুস্পষ্ট। বিধাতাকেও কর্ম্মের বশবর্ত্তী বলায় উপাসনাদির ফল যে আপেক্ষিক মুক্তি তাহাই সূচিত হইয়াছে। এজন্য বৈরাগ্যশতক দ্রষ্টব্য।

উপস্থিত হন, এবং নালান্দায় থাকিয়া ৬৯৫ খ্রীষ্টাব্দে চীনে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ৭১৩ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। হিউএন্‌সঙের প্রত্যাবর্ত্তনের ২৫ বৎসর পরে ভারতের জন্য তিনি যাত্রা করিয়াছিলেন।

যাহা হউক মোটের উপর বলা যাইতে পারে যে, এই কয়েক শতাব্দীতে অদ্বৈতবাদের দার্শনিক সাহিত্যের রচনা সমধিক হয় নাই। কিন্তু সাহিত্যের হিসাবে এ কয়েক শতাব্দী যে একেবারে নীরব তাহাও বলা যায় না। কারণ শৈবাচার্য্যগণের অভ্যুদয় পঞ্চম ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীতে পরিস্ফুট। শ্রীকণ্ঠাচার্য্য ও ভর্তৃহরি প্রভৃতির কাল ৫ম হইতে ৭ম শতাব্দী। বৌদ্ধদর্শন খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দী হইতে ৭ম শতাব্দী পর্য্যন্ত সবিশেষ স্ফূর্ত্তি পাইয়াছে। ষষ্ঠ শতাব্দী বৌদ্ধ দর্শনের স্বর্ণযুগ। এজন্য H. Kern-এরManual of Buddhism দ্রষ্টব্য।

ভর্তৃহরি Itsing কর্ত্তৃক যেরূপ চিত্রিত হইয়াছেন, তাহা বিশ্বাস-যোগ্য নহে। Itsing ঘোর বৌদ্ধ। তাঁহার পক্ষে ব্রহ্মবাদী ভর্তৃহরিকে ওরূপে চিত্রিত করা অস্বাভাবিক নহে। Itsing-এর চিত্র হইতেও মনে হয়, তিনি ব্রহ্মবাদী। বিশেষতঃ বৈরাগ্যশতক প্রভৃতি গ্রন্থে তাঁহার শৈবভাব সুপরিস্ফুট, কোথাও বৌদ্ধভাব দেখা যায় না। ধর্ম্মান্ধতার বশে Itsingএর পক্ষেও ওরূপ করাই স্বাভাবিক। *

* [ভর্তৃপ্রপঞ্চ, ভর্তৃহরি, ভর্তৃমিত্র ইঁহারা যে পৃথক্ তাহা এখনও প্রমাণিত হয় নাই। কুমারিল ভর্তৃহরির বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইঁহারা সমসাময়িক তাহা পণ্ডিত কে. বি. পাঠক প্রমাণিত করিয়াছেন। শঙ্কর, ভর্তৃপ্রপঞ্চের নাম করিয়াছেন। মাধবীয় শঙ্করবিজয়ে শঙ্করের পূর্ব্বে এক ভর্তৃহরিকে দেখা যায়। ইৎসিঙ্গ বলিয়াছেন ভর্তৃহরি ইৎসিঙ্গের ভারত আগমনের ৫০ বৎসর পূর্ব্বে দেহ ত্যাগ করিয়াছেন। এই ভর্তৃহরি ব্রহ্মবাদী। এমতস্থলে ভর্তৃহরিকে শঙ্করের পরে স্থাপিত করা সঙ্গত মনে হয় না। সং]

নবম শতাব্দী

(অদ্বৈতবাদের দ্বিতীয় যুগ)

অষ্টম শতাব্দী (৭৫৮ —৮৪৮) হইতে নবম শতাব্দীর প্রথমভাগে অদ্বৈতবাদের এক নবীন আচার্য্যের অভ্যুদয় হয়। এই আচার্য্যের নাম সর্ব্বজ্ঞাত্মমুনি। ইহার অপর নাম নিত্যবোধাচার্য্য। শৃঙ্গেরী মঠের প্রাচীন লেখানুসারে জানিতে পারা যায় যে, তিনি ৭৫৮ খৃঃ হইতেই ৮৪৮ খৃঃ পর্য্যন্ত পীঠাধীশ ছিলেন। ইনি সংক্ষেপশারীরক নামক বৃত্তি বিরচন করেন। বৃত্তিটী শ্লোকনিবদ্ধ। ইহার সময় হইতে অদ্বৈতবাদের পুনরায় অভ্যুত্থান আরম্ভ হয়। সাহিত্যিক প্রচেষ্টা এই সময় হইতে সবিশেষ পরিস্ফুট। দার্শনিক ক্ষেত্রে সর্ব্ব-বিষয়েই এই সময়ে নবভাবের সঞ্চার হইয়াছে। সাংখ্য, পাতঞ্জল, ন্যায়, বৈশেষিক প্রভৃতি দর্শনের টীকা প্রভৃতির প্রণয়ন অষ্টম শতাব্দীর পর হইতেই আরম্ভ হইয়াছে। দশম শতাব্দী হইতে প্রায় সকল দর্শনেরই প্রচার ও প্রসার হইয়াছে। বেদান্ত দর্শনেরও অভ্যুদয় অষ্টম শতাব্দী হইতে পরিস্ফুট। ভেদাভেদবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ও দ্বৈতবাদ প্রভৃতিরও উত্থান ৮ম শতাব্দী হইতে আরম্ভ হইয়াছে। দার্শনিক অভ্যুদয়ের সূচনায় অদ্বৈতমতের আচার্য্য সর্ব্বজ্ঞাত্মমুনির নামই প্রথম বলা যাইতে পারে। সর্ব্বজ্ঞাত্মমুনির মনীষাই শাঙ্কর-মতে নূতন আলোক প্রদান করিয়াছে। ঘাতপ্রতিঘাত হইতে শাঙ্করমতের বিশিষ্টতা রক্ষা করিবার জন্যই সর্ব্বজ্ঞাত্মমুনির পুণ্য প্রচেষ্টা। দীর্ঘকাল শাঙ্করমত সম্রাটের ন্যায় ভারতে আপনার মহিমা প্রকট করিয়াছে। প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা এই কয়েক শতাব্দীতে দেখা যায় নাই। সর্ব্বত্র এই নূতন সত্তার স্ফূর্ত্তি হওয়ায় শাঙ্কর মতেরও প্রাধান্য রক্ষা আবশ্যক হইয়া পড়িল। ৬ষ্ঠ শতাব্দী হইতে ৮ম শতাব্দীর প্রথমভাগ পর্য্যন্ত মীমাংসকের প্রচেষ্টা সমধিক বলবতী হইয়াছে। দক্ষিণ ভারতে চালুক্যবংশীয় রাজগণের রাজত্বকালে

পূর্ব্বমীমাংসার প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাওয়ায় অষ্টম শতাব্দীর শেষ ভাগে সর্ব্বজ্ঞাত্মমুনির দার্শনিক প্রতিভার স্ফূর্ত্তি হইয়াছে। *

সর্ব্বজ্ঞাত্মমুনি

(জীবন)

সর্ব্বজ্ঞাত্মমুনির অপর নাম নিত্যবোধাচার্য্য। ইনি শৃঙ্গেরী মঠের পীঠাধীশ ছিলেন। প্রাচীন লেখানুসারে তাঁহার স্থিতিকাল ৭৫৮ খ্রীঃ হইতে ৮৪৮ খ্রীঃ। তিনি স্বকৃত সংক্ষেপশারীরকের সমাপ্তিশ্লোকে যে কালপরিচয় দিয়াছেন তাহাও এইকালের অনুরূপ। সংক্ষেপশারীরকের সমাপ্তিশ্লোকে লিখিয়াছেন—

"শ্রীদেবেশ্বরপাদপঙ্কজরজঃসম্পর্কপূতাশয়ঃ
সর্ব্বজ্ঞাত্মগিরাঙ্কিতো মুনিবরঃ সংক্ষেপশারীরকম্।
চক্রে সজ্জনবুদ্ধিবর্দ্ধনমিদং রাজন্যবংশে নৃপে
শ্রীমত্যক্ষতশাসনে মনুকুলাদিত্যে ভুবং শাসতি।"

এস্থলে রাজন্যবংশ রাষ্ট্রকূটবংশ। ক্ষত্রিয়বংশোদ্ভব বলিয়া মনুকুলাদিত্য। রাজার নাম শ্রীমৎ। শ্রী শব্দে লক্ষ্মী, লক্ষ্মীর পতি যিনি তিনিই শ্রীমৎ, অর্থাৎ নারায়ণ বা শ্রীকৃষ্ণ। তিনি একজন রাষ্ট্রকূটবংশীয় ক্ষত্রিয় রাজা। এই শ্রীকৃষ্ণ যখন রাজত্ব করিতেন তখন সজ্জনের বুদ্ধিবিকাশের নিমিত্ত দেবেশ্বরাচার্য্যের উপদেশে

---

* [এভাবে যুগকল্পনার কারণ দেখা যাইতেছে, স্বামীজীকর্ত্তৃক শঙ্করাচার্য্যকে খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে স্থাপন। অথচ আচার্য্যকে প্রথম শতাব্দীতে স্থাপনের পক্ষে প্রথম যে শৃঙ্গেরী মঠের বাক্য, ও শ্রীকণ্ঠাচার্য্যের মৃগেন্দ্রসংহিতা গ্রন্থের ভর্তৃহরিকর্ত্তৃক টীকা প্রণয়ন, তাহারা নিঃসন্দেহে অনুকূলতা করে না। এ বিষয় পূর্ব্বে যথাস্থানে প্রদর্শন করা হইয়াছে। সং]

সর্ব্বজ্ঞাত্মমুনি

(জীবন)

সর্ব্বজ্ঞাত্মমুনির অপর নাম নিত্যবোধাচার্য্য। ইনি শৃঙ্গেরী মঠের পীঠাধীশ ছিলেন। প্রাচীন লেখানুসারে তাঁহার স্থিতিকাল ৭৫৮ খ্রীঃ হইতে ৮৪৮ খ্রীঃ। তিনি স্বকৃত সংক্ষেপশারীরকের সমাপ্তিশ্লোকে যে কালপরিচয় দিয়াছেন তাহাও এইকালের অনুরূপ। সংক্ষেপ-শারীরকের সমাপ্তিশ্লোকে লিখিয়াছেন—

"শ্রীদেবেশ্বরপাদপঙ্কজরজঃসম্পর্কপূতাশয়ঃ
সর্ব্বজ্ঞাত্মগিরাঙ্কিতো মুনিবরঃ সংক্ষেপশারীরকম্।
চক্রে সজ্জনবুদ্ধিবর্দ্ধনমিদং রাজন্যবংশে নৃপে
শ্রীমত্যক্ষতশাসনে মনুকুলাদিত্যে ভুবং শাসতি।"

এস্থলে রাজন্যবংশ রাষ্ট্রকুটবংশ। ক্ষত্রিয়বংশোদ্ভব বলিয়া মনুকুলাদিত্য। রাজার নাম শ্রীমৎ। শ্রী শব্দে লক্ষ্মী, লক্ষ্মীর পতি যিনি তিনিই শ্রীমৎ, অর্থাৎ নারায়ণ বা শ্রীকৃষ্ণ। তিনি একজন রাষ্ট্রকুটবংশীয় ক্ষত্রিয় রাজা। এই শ্রীকৃষ্ণ যখন রাজত্ব করিতেন তখন সজ্জনের বুদ্ধিবিকাশের নিমিত্ত দেবেশ্বরাচার্য্যের উপদেশে

---

* [এভাবে যুগকল্পনার কারণ দেখা যাইতেছে, স্বামীজীকর্ত্তৃক শঙ্করাচার্য্যকে খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে স্থাপন। অথচ আচার্য্যকে প্রথম শতাব্দীতে স্থাপনের পক্ষে প্রথম যে শৃঙ্গেরী মঠের বাক্য, ও শ্রীকণ্ঠাচার্য্যের মৃগেন্দ্রসংহিতা গ্রন্থের ভর্তৃহরিকর্ত্তৃক টীকা প্রণয়ন, তাহারা নিঃসন্দেহে অনুকূলতা করে না। এ বিষয় পূর্ব্বে যথাস্থানে প্রদর্শন করা হইয়াছে। সং]

প্রণতচিত্ত হইয়া সর্ব্বজ্ঞাত্মমুনি সঙ্ক্ষেপশারীরক রচনা করিয়াছেন। রাষ্ট্রকুট-বংশীয় রাজা প্রথম কৃষ্ণ ৭৬০ খ্রীঃ হইতে ৭৮০ খ্রীঃ পর্য্যন্ত দক্ষিণ ভারতে অধীশ্বর ছিলেন। চালুক্যবংশীয় রাজাকে পরাভূত করিয়া দন্তিদুর্গ রাষ্ট্রকুটবংশের আধিপত্য স্থাপন করেন। দন্তিদুর্গকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া রাজা প্রথম কৃষ্ণ সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। রাজা প্রথম-কৃষ্ণের সময় ইলোরার কৈলাস মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। * রাজা প্রথম কৃষ্ণের সময় সর্ব্বজ্ঞাত্মমুনি সঙ্ক্ষেপশারীরক গ্রন্থ রচনা করেন। শৃঙ্গেরী মঠের প্রাচীন লেখার কাল ৭৫৮--৮৪৮ খৃঃ এবং রাজা কৃষ্ণের কাল ৭৬০—৭৮০ খৃঃ। অতএব উভয় কালের মিলন পরিস্ফুট। এতদ্দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় সর্ব্বজ্ঞাত্মমুনি ৭৬০—৭৮০ মধ্যে সঙ্ক্ষেপশারীরক রচনা করেন। যাঁহারা শঙ্করাচার্য্যের কাল ৭৮৮ খ্রীঃ নির্ণয় করিয়াছেন, তাঁহাদের ভ্রান্তি এই স্থলেই ধরা পড়িয়াছে। শঙ্করের জন্মের পূর্ব্বে সর্ব্বজ্ঞাত্ম-মুনি সঙ্ক্ষেপশারীরক লিখিয়াছেন ইহা অসম্ভব। সর্ব্বজ্ঞাত্মমুনি গ্রন্থারম্ভে জগদ্‌গুরুরূপে শঙ্করকে প্রণাম করিয়াছেন। সর্ব্বজ্ঞাত্ম মুনি দেবেশ্বরাচার্য্যের শিষ্য বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছেন। টীকাকার মধুসূদন সরস্বতী ও রামতীর্থের মতে দেবেশ্বর অর্থে সুরেশ্বরাচার্য্য। কিন্তু আমাদের মনে হয় দেবেশ্বরাচার্য্য নামক অন্য কোনও আচার্য্য ছিলেন। তাঁহার শিষ্য সর্ব্বজ্ঞাত্মমুনি। এ সম্বন্ধে ভূমিকায় আলোচনা করিয়াছি। "সঙ্ক্ষেপশারীরক" ভিন্ন অন্য কোনও গ্রন্থ ইঁহার রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধি নাই। ইঁহার জীবনের আর কোনও বিশেষ বিবরণ জানা যায় না। দাক্ষিণাত্যের রাজার শাসনে বাস করায় মনে হয়, ইনি দাক্ষিণাত্যের অধিবাসী ও শৃঙ্গেরী মঠের পীঠাধীশ ছিলেন। এতদতিরিক্ত আর কিছুই জানা যায় না। †

* স্মিথের ইতিহাসের ২য় সংস্করণ (১৯ ৮) ৩৮৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

† ["শ্রীমৎ" হইতে কৃষ্ণরাজাকে নির্ণয় করিলে কল্পনার আধিক্য হইয়া পড়ে। পণ্ডিত ভাণ্ডারকারের মতে ইনি চালুক্যবংশীয় দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য।

গ্রন্থের বিবরণ

"সংক্ষেপশারীরকম্"—এই গ্রন্থ শাঙ্কর ভাষ্যের বার্ত্তিক ও শ্লোকের আকারে লিখিত। শারীরক ভাষ্য যেরূপ চতুরধ্যায়ে সমাপ্ত এই গ্রন্থও সেইরূপ চতুরধ্যায়ী। শারীরকের সমন্বয়, অবিরোধ, সাধন ও ফল এই চারি অধ্যায়। এই গ্রন্থেও সেই বিভাগ অনুসৃত হইয়াছে। সর্ব্বজ্ঞাত্মমুনি স্বীয় গ্রন্থকে ভাষ্যের "প্রকরণ বার্ত্তিক" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্রথম অধ্যায়ে ৫৬২ শ্লোক, দ্বিতীয় অধ্যায়ে ২৪৮ শ্লোক, তৃতীয় অধ্যায়ে ৩৬৫ শ্লোক ও চতুর্থ অধ্যায়ে ৫৩ শ্লোক আছে। সংক্ষেপশারীরকের দুইটী টীকা আছে। মধুসূদন সরস্বতীর টীকার নাম "সারসংগ্রহ"। রামতীর্থ স্বামীর টীকার নাম "অন্বয়ার্থপ্রকাশিকা"। মধুসূদনের টীকার সহিত সংক্ষেপশারীরক কাশীতে ১৯৪২ বিক্রমাব্দে বা ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছে ও রামতীর্থের টীকার সহিত "কাশী সংস্কৃত সিরিজে ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে ভাউ শাস্ত্রীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হইয়াছে। মধুসূদনের টীকা পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও প্রমেয়বহুল এবং মধুসূদনের

অপরের মতে অন্য ব্যক্তি। এবিষয় এখনও নিশ্চয় হয় নাই। সর্ব্বজ্ঞাত্মমুনি কোন কোন মতে আচার্য্যের সমসাময়িক। মধুসূদনী সংক্ষেপশারীরক ভূমিকা দ্রষ্টব্য। এবিষয়ও এজন্য স্থির হইয়াছে বলা যায় না। ৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে শঙ্করের আবির্ভাব কাল হইলে দোষ হয়, কিন্তু ৬৮৬ খ্রীষ্টাব্দ গ্রহণ করিলে সে দোষ হয় না। ভূমিকায় পাদটীকা এবিষয়ে দ্রষ্টব্য। মধুসূদনসরস্বতী ও রামতীর্থের মত সাম্প্রদায়িক পণ্ডিতপ্রবরের কথা অগ্রাহ্য করিবার মত প্রবল প্রমাণ এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই বলিয়াই আমাদের মনে হয়। পুনা আনন্দাশ্রমেও সংক্ষেপশারীরকের একটী উৎকৃষ্ট সংস্করণ হইয়াছে। সং]

* [প্রবাদ আছে ইনিই পরে কাঞ্চী মঠের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন এবং আদিত্য নামক চোলরাজের সমসাময়িক। ইণ্ডিয়ান এণ্টিকোয়ারী দ্রষ্টব্য। সং]

মনীষার দ্যোতক। রামতীর্থ স্বামীর টীকা সরল। সংক্ষেপ-শারীরকের বাক্য প্রমাণরূপে পরবর্ত্তী আচার্য্যগণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। অপ্পয় দীক্ষিত তৎকৃত "সিদ্ধান্তলেশসংগ্রহে" বহুস্থলে সংক্ষেপ-শারীরকের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন।* রামতীর্থ স্বামীও বেদান্তসারের টীকা বিদ্বন্মনোরঞ্জিনীতে সংক্ষেপশারীরকের বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। †

মতবাদ

আচার্য্যশঙ্কর-প্রচারিত অদ্বৈতবাদের বিস্তৃতিসাধনমানসে তত্ত্বের ব্যাখ্যা করাই সর্ব্বজ্ঞাত্মমুনির সাধনা। সংক্ষেপশারীরক গ্রন্থ সংক্ষেপে অদ্বৈতবাদের প্রতিপাদ্য বিষয় বলিবার জন্য লিখিত। নামে সংক্ষেপ হইলেও গ্রন্থখানি অনতি-সংক্ষিপ্ত। ইহার প্রথম চারি শ্লোকেই প্রতিপাদ্য বিষয়ের সারাংশ প্রদান করা হইয়াছে। বেদান্তদর্শনের প্রথম সূত্রে ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারী শুদ্ধ ত্বং পদার্থটী জিজ্ঞাস্য ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন—ইহা প্রতিপাদিত হইয়াছে। মুমুক্ষু ব্যক্তিরও স্বনিষ্ঠকর্ত্তৃত্বাদি-অধ্যাস আছে। এই অধ্যাসরূপ বন্ধননিবৃত্তিকাম মুমুক্ষুর পক্ষে ব্রহ্মজিজ্ঞাসার কোনও আবশ্যকতা থাকে না, যদি মুমুক্ষু ও ব্রহ্ম অভিন্ন না হন। অন্যের জ্ঞানে অন্যের অধ্যাস নিবৃত্তি হইবে কি প্রকারে? অতএব জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন। দ্বিতীয় সূত্রে জগতের কারণপ্রদর্শনব্যপদেশে তৎপদার্থ নিরূপণ করিয়াছেন। তৎপদার্থে ব্রহ্ম, তাহার স্বরূপ ও তটস্থলক্ষণ প্রতিপাদন করিয়া জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যপ্রদর্শনই

---

* সিদ্ধান্তলেশ (শ্রীবিদ্যা সংস্করণ—২৬, ১৮৬, ২০৩, ৩৫৯, ৪৩০ পৃষ্ঠায় সংক্ষেপশারীরকের মত উদ্ধৃত হইয়াছে। [চৌখাম্বায় সিদ্ধান্তলেশের একটী উৎকৃষ্ট সংস্করণ আছে। সং]

† বেদান্তসার Col. Jacob's 2nd.Ed. Pp. 66 and 67.

দ্বিতীয় সূত্রের তাৎপর্য্য। চতুর্থ সূত্রে জীব ও ব্রহ্মের ঐকান্তিক ঐক্য প্রতিপাদিত হইয়াছে। শাস্ত্রের প্রমেয়—ত্বংপদার্থ, তৎপদার্থ ও অখণ্ড বাক্যার্থ এবং যাহা প্রমাণ তাহা তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্যরূপ শাস্ত্র। "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ" এই তৃতীয় সূত্রে ব্রহ্মের শাস্ত্রপ্রমাণকত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। সঙ্ক্ষেপশারীরকেও প্রথম তিনটি শ্লোকে প্রমেয় নির্ণীত হইয়াছে, এবং প্রমাণপ্রতিপাদনার্থ চতুর্থ শ্লোক গ্রথিত হইয়াছে। প্রত্যগাত্মা ও ব্রহ্মের একত্ববোধই প্রয়োজন, ইহাই উপেয়। উপায় দ্বিবিধ। বিষয় ত্বংপদার্থ ও তৎপদার্থ। কারণ, তৎপদার্থ অজ্ঞাত, এবং ত্বংপদার্থ মিথ্যাজ্ঞাত, অতএব ইহারা বিচারের বিষয়। আত্মা অপ্রমেয়, অর্থাৎ প্রমাণের বিষয়ীভূত হইতে পারে না। কারণ, প্রমাণের বিষয়ীভূত হইলে আত্মা দৃশ্য হয়। দৃশ্য হইলেই জড় হয়, আর জড় হইলেই অনিত্য হয়। জড়ের বিকার অবশ্যম্ভাবী। জীব ও ব্রহ্মের ভেদ নাই। ভেদ ভ্রান্তির ফল। ভ্রান্তিই বিবর্ত্তের মূল। জ্ঞানে অজ্ঞান থাকিতে পারে না। জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মে তাই প্রপঞ্চকালেও প্রপঞ্চের অভাব, যাহা সদসদবিলক্ষণ তাহাই মিথ্যা, সত্যজ্ঞানে মিথ্যার বোধ থাকে না। *

তাঁহার মতেও ব্রহ্মজ্ঞানে বিধির অবসর নাই। অধিকারি-নির্ণয়প্রসঙ্গে শমদমাদি সাধন চতুষ্টয়ের সমর্থন করিয়াছেন। তাহার

---

* [যদি বলা হয় তবে জগৎ দেখা যায় কেন ? জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মে জগৎ ও তৎকারণ অজ্ঞান ত থাকিতে পারে না, অতএব অজ্ঞানবশতঃ জগৎ প্রতীতি হয় না। তাহার উত্তর এই যে ব্রহ্মাকার-বৃত্তিজ্ঞান অজ্ঞানের বিরোধী, ব্রহ্ম কিন্তু বিরোধী নহে। তাদৃশ বৃত্তিজ্ঞানদ্বারা অজ্ঞান নষ্ট হইলে আর বন্ধন ঘটে না, তখন অজ্ঞানশূন্য ব্রহ্মমাত্রই থাকে। অজ্ঞান জগৎভ্রমের কারণ না হইলে জ্ঞানের দ্বারা নির্ব্বিশেষ মুক্তি হয় না। ঈশ্বরেচ্ছা প্রভৃতিকে কারণ বলিলে অনেক দোষ ঘটে। অদ্বৈতবাদীর বিরুদ্ধে ইহাই চরম আপত্তি ও ইহাই চরম উত্তর। ইহাই বস্তুস্থিতি। সং]

যম-নিয়মের ব্যাখ্যা অতি মধুর। "যম-নিয়ম" সম্বন্ধে তিনি বলিতেছেন—

"যমস্বরূপা সকলা নিবৃত্তি স্তথা প্রবৃত্তিঃ নিয়মস্বরূপা।
নিবর্ত্তকাদত্র যমপ্রসিদ্ধিঃ প্রবর্ত্তকাৎ স্যান্নিয়মপ্রসিদ্ধিঃ॥
সং শা ১।৮৪

অর্থাৎ সকল প্রকার প্রাণিপীড়া ও অনৃতাদিবাক্যপ্রয়োগ হইতে নিবৃত্তিই যম। শৌচাদিরূপ প্রবৃত্তিই নিয়ম। হিংসাদি নিবর্ত্তক শাস্ত্র——যম, এবং শৌচাদি প্রবর্ত্তক শাস্ত্র—নিয়ম। তাঁহার মতে হিংসাদির পরিবর্জ্জনপূর্ব্বক শৌচাদি অবলম্বন করিলে ব্রহ্ম-জ্ঞানের অধিকারী হয়। শ্রবণের অধিকারী হইতে হইলে যম, নিয়ম অভ্যাস করিতে হইবে। নিবৃত্তি দুই প্রকার। প্রথম, বহিঃস্থিত—শরীর ও সর্ব্বেন্দ্রিয় সংযম। দ্বিতীয়, অন্তরস্থিত—সর্ব্বদা কূটস্থ চিৎস্বরূপে অবস্থান। আচার্য্য শঙ্কর অপরোক্ষানুভূতিতে যমনিয়মের যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, আচার্য্য সর্ব্বাজ্ঞাত্মমুনিও তদ্রূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আত্মস্বরূপে অবস্থিতিই যমনিয়মের তাৎপর্য্য। কেবল বহিরিন্দ্রিয়ের ও মনের সংযম হইলেই হইবে না। বহির্বিষয় লইয়া মন একাগ্র হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে লাভ নাই। প্রত্যগাত্মপ্রবণতাই—আত্মস্বরূপে অবস্থিতিই—মনঃসংযমের প্রকৃত সার্থকতা। আচার্য্য শঙ্করের ন্যায় তিনিও নিষ্কাম কর্ম্মকে জ্ঞাননিষ্ঠার সহকারিরূপে গ্রহণ করিয়া নিষ্কাম কর্ম্মযোগে শুদ্ধান্তঃকরণ মুমুক্ষু ব্যক্তিকেই বেদান্তবিদ্যাশ্রবণের অধিকারী বলিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন—

"শাস্ত্রদ্বয়েন পরিদর্শিতসাধনেন সাধ্যস্পৃহাপরবশঃ পুরুষো মুমুক্ষুঃ।
শুশ্রূষতে গুরুমথেত্যুদিতঃ স চাত্র বেদান্তবাক্যবিষয়শ্রবণাধিকারী॥
সং শা ১ অ ৯০ শ্লোক।

যজ্ঞ প্রভৃতি ফলকাঙ্ক্ষাবর্জ্জিত হইয়া অনুষ্ঠিত হইলে বিবিদিষা অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানের ইচ্ছা জন্মে। কর্ম্মের তাৎপর্য্য—বিবিদিষা অর্থাৎ

ব্রহ্মজ্ঞানের ইচ্ছা। যাঁহারা আচার্য্য শঙ্করকে কর্ম্মের বিরোধী বলেন তাঁহাদের ভ্রান্তি এই স্থলেই ধরা পড়ে। শাঙ্করমতের ব্যাখ্যাচ্ছলেই সর্ব্বজ্ঞাত্মমুনির সংক্ষেপশারীরক প্রণয়ন। আচার্য্য সুরেশ্বরের মতবাদেও কর্ম্মকে জ্ঞানের সহকারিরূপে দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব শঙ্কর কর্ম্মের মূলে কুঠারাঘাত করেন নাই, ইহা স্থির।

আচার্য্য সর্ব্বজ্ঞাত্মমুনি তৎপরে গুরুশিষ্য প্রশ্নপ্রতিবচনচ্ছলে প্রত্যগাত্মাই ব্রহ্ম ইহা নিরূপণ করিয়াছিলেন। শব্দের প্রবৃত্তি-বিষয়ে বিচার করিয়া শব্দের প্রবৃত্তি বস্তুনিষ্ঠ ইহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। ব্রহ্মাত্মবস্তুনিরূপণে অন্য প্রমাণের অবসর নাই। কেবল বেদান্তবাক্য অনর্থনিবৃত্তি করিয়া নিষেধমুখে বস্তুনিরূপণ করে। অতএব বেদান্ত ও অনুভূতিই এস্থলে প্রমাণ। ব্রহ্মাত্মবোধ অপ্রমেয়। ব্রহ্ম প্রত্যগাত্মস্বরূপ বলিয়া কোনও প্রমাণের বিষয় হইতে পারে না। প্রাভাকর মতে নিয়োগই বিধি। ইহা তিনি খণ্ডন করিয়াছেন। আচার্য্য সুরেশ্বরও নিয়োগবাদ খণ্ডন করিয়াছেন। তত্ত্বমস্যাদি বাক্যের বিচার করিয়া লক্ষণাবলে অর্থসঙ্গতিও তিনি প্রদর্শন করিয়াছেন। জহৎ ও অজহৎ লক্ষণাবলে অর্থনিষ্পত্তি হয়। তাহাতে পদার্থগত উপাধি ও তৎপদার্থগত উপাধির বিগমে শুদ্ধ-নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মই নিষ্পন্ন হন। তাঁহার সিদ্ধান্ত এই, যথা :—

"নিত্যঃ শুদ্ধো বুদ্ধমুক্তস্বভাবঃ, সত্যঃ সূক্ষ্মঃ সন্ বিভুশ্চাদ্বিতীয়ঃ।
আনন্দাব্ধির্যঃ পরঃ সোঽহমস্মি প্রত্যগ্ধাতুর্নাত্র সংশীতিরস্তি।"

সং, শা ১।১৭৩

তিনি ব্যাবহারিক ও পারমার্থিক সত্তার পার্থক্য প্রদর্শন করিয়াছেন। আকাশাদির সত্যতা পারমার্থিক। বুদ্ধিবৃত্তির জ্ঞানতা গৌণ। কিন্তু প্রত্যগাত্মার জ্ঞানতা স্বরূপ। বুদ্ধিবৃত্তির আনন্দতা আত্মানন্দের আভাস। প্রত্যগাত্মার আনন্দতা স্বরূপ। আকাশাদি ব্যাবহারিক নিত্য। কিন্তু প্রত্যগাত্মা পারমার্থিক নিত্য। আকাশাদির শুদ্ধতা ব্যাবহারিক। কিন্তু প্রত্যগাত্মার শুদ্ধতা পারমার্থিক।

আকাশাদির অস্তিত্ব ব্যাবহারিক, কিন্তু প্রত্যগাত্মার অস্তিত্ব পারমার্থিক। সত্য ও জ্ঞান অভিন্ন। যাহা সত্য তাহাই জ্ঞান। যাহা আনন্দ তাহাই জ্ঞান। যাহা জ্ঞান তাহাই আনন্দ। জ্ঞান ও আনন্দ ভিন্ন হইলেও আনন্দ দৃশ্য হয়। আর আনন্দ দৃশ্য হইলে অনিত্য হয়। পূর্ণজ্ঞানে আনন্দের সম্ভাব থাকে না। অতএব জ্ঞানই আনন্দ। আত্মবোধই আনন্দ। আনন্দই সৎ। কেবল প্রাভাকর মত নহে, আচার্য্য ভাট্টমতের শব্দভাবনাও নিরাকরণ করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন—

"অতো ন বেদান্তবচঃসু বিদ্যতে বিধির্নিয়োগো ন চ শব্দভাবনা।
ন কর্ম্মকাণ্ডেঽপি নিয়োগতোঽস্ত্য সৌ যতো নিষেধেষু ন বিদ্যতে বিধিঃ॥"

সং, শা, ১।৪৪৮ শ্লোক।

আচার্য্য শঙ্কর ভাট্টমত নিরসন করেন নাই। সুরেশ্বরাচার্য্য বিধিবিবেক গ্রন্থে ভাট্টমত নিরসন করিয়াছিলেন।* সর্ব্বজ্ঞাত্ম-

* [এস্থলে সুরেশ্বরের পূর্ব্বে কুমারিল ভট্ট ইহা স্বামীজীই স্বীকার করিয়াছেন। সেই কুমারিল ভর্তৃহরির বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, সেই ভর্তৃহরি ইৎসিঙ্গের পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে মৃত। এক্ষেত্রে আচার্য্য শঙ্করকে সপ্তম শতাব্দীতে না স্বীকার করিয়া খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে স্বীকার করা কেন? আমরা এই প্রকার বহু প্রমাণ দেখিয়া আচার্য্যকে ৬৮৬—৭২০ খ্রীষ্টাব্দে আবির্ভূত স্থির করিয়াছি। এরূপ করিলে প্রথম শতাব্দী হইতে অষ্টম শতাব্দী পর্য্যন্ত অদ্বৈতবাদের গ্রন্থাদি রচিত না হইবার কারণ পাওয়া যায়। স্বামীজী এই কারণনির্দ্ধারণে অসমর্থ হইয়া উদ্বিগ্নভাবই প্রকাশ করিয়াছেন। শৃঙ্গেরী মঠের ১৭ বিক্রমার্কাব্দে শঙ্করের জন্ম এই কথারক্ষার জন্য স্বামীজীর নানা অসুবিধা হইয়াছে। এই বিক্রমকে চালুক্যবংশীয় বিক্রম বলিলে ত আর কোন অসামঞ্জস্যই থাকে না। আচার্য্য শঙ্কর ভাট্টমত নিরসন করিয়াছেন। তাহা উপদেশসাহস্রী গ্রন্থে দেখা যায়। (৫০০ পৃষ্ঠা, লোটাস লাইব্রেরী সংস্করণ দ্রষ্টব্য। ১৩৯ ও ১৪০ [৫৭১ পৃষ্ঠা] শ্লোক ও দ্রষ্টব্য) কুমারিলের উদ্ধৃত ভর্তৃহরির বাক্য "অস্ত্যর্থ সর্ব্বশব্দানামিতি প্রত্যায্যলক্ষণম্" বাক্যপদীয় ১২৩ পৃষ্ঠা, ২য় কাণ্ড, ১২১ শ্লোক, তন্ত্রবার্ত্তিক ২৫১, ২৫৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। উপদেশ-

মুনির সময় ভাট্টমত প্রবল ছিল। তাঁহার পক্ষে ভাট্টমত নিরাকরণের চেষ্টা স্বাভাবিক। বাক্যের তাৎপর্য্যবিচারেরও সিদ্ধান্ত এই যে, সিদ্ধপদার্থবোধ করাইতে বেদান্তবাক্য সমর্থ। নিষ্ক্রিয় ব্রহ্ম-প্রতিপাদনই বাক্যের তাৎপর্য্য। অখণ্ডবোধ বাক্যবলেই লাভ হয় এবং বেদান্তবাক্য অনুসারে মুক্তিলাভ হয়। তিনি বলিতেছেন—

"শক্নোতি সিদ্ধমববোধয়িতুং চ বাক্যং শক্নোতি কার্য্যরহিতং
বদিতুং চ বাক্যম্।
শক্নোত্যখণ্ডমববোধয়িতুং চ বাক্যং শক্নোতি মুক্তিফলমর্পয়িতুং চ
বাক্যম্॥"
সং, শা ১।৫৬২

সমস্ত বেদান্তবাক্যই নিষ্ক্রিয়, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মপ্রতিপাদন করে। ইহাই সারসিক সিদ্ধান্ত। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মেই সমস্ত বেদান্তবাক্যের সমন্বয়। ইহাই সংক্ষেপশারীরকের প্রথম অধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে অন্যান্য মত খণ্ডন করিয়া অদ্বৈততত্ত্ব নিরূপিত হইয়াছে। প্রমাণ সম্বন্ধে বিচার করিয়া বলিতেছেন—স্বপ্রকাশ বস্তুকে প্রমাণিত করিবার জন্য কোনও প্রমাণের আবশ্যকতা নাই। প্রমাণপ্রমেয়ব্যবহার অবিদ্যাকল্পিত। সমস্ত প্রমাণই জড়বস্তুনিষ্ঠ। অজ্ঞাতবস্তুজ্ঞাপন প্রমাণের অধীন নহে। অজ্ঞানীই ব্যবহারকালে প্রমাণাদি সাহায্যে লোকব্যবহার পরিচালন করিয়া থাকে।*

বৌদ্ধবাদের সহিত শাঙ্করমতের কোনও সাদৃশ্য বা সাম্য নাই।

সঙ্গীতে আচার্য্যকর্ত্তৃক উদ্ধৃত ধর্ম্মকীর্ত্তির বাক্য "অভিন্নোঽপি হি বুদ্ধ্যাত্মা" ইত্যাদি। ১৪২ শ্লোক, ৫৭৩ পৃষ্ঠা আনন্দগিরির টীকা দ্রষ্টব্য। ধর্ম্মকীর্ত্তি ও কুমারিল সমসাময়িক ইহা প্রসিদ্ধ কথা। সতীশ বিদ্যাভূষণের মধ্যযুগের ন্যায় শাস্ত্র গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

* "অজ্ঞাতমর্থমববোধয়িতুং ন শক্তমেবং প্রমাণমখিলং জড়বস্তুনিষ্ঠম্।
কিং স্বপ্রবুদ্ধপুরুষং ব্যবহারকালে, সংশ্রিত্য সংজনয়তি ব্যবহারমাত্রম্॥"
সং শা ২।২১

বৌদ্ধ মতে সকলই ক্ষণিক। প্রমাণপ্রমেয়ব্যবহার অসম্ভব কিন্তু শাঙ্করমতে প্রমাণপ্রমেয় ব্যবহারের ব্যাবহারিক সত্তা আছে। বৌদ্ধমতে জ্ঞানমাত্রই অনিত্য অস্থির। কিন্তু শাঙ্করমতে জ্ঞানস্বরূপটী নিত্য ও স্থির।

বিবর্তের অর্থাৎ বিভ্রমের আশ্রয়ই অখণ্ডজ্ঞান। অতএব শাঙ্কর মতের সহিত বৌদ্ধমতের কোনও সাম্য বা সাদৃশ্য নাই। এ স্থলে (২।২১—২৭ শ্লোক) সর্ব্বজ্ঞাত্মমুনি "শাক্যভিক্ষু" "বুদ্ধমুনের্মতমেব" "ভদন্তমুনিনা" প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। শাঙ্কর ভাষ্যে এ সকল শব্দের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায় না। তিনি সৌগত শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন।

"ভদন্ত" শব্দের ব্যবহার অনতিপ্রাচীন। শঙ্কর হইতে সর্ব্বজ্ঞাত্মমুনি যে অনেক পরবর্ত্তী ইহা এই সকল শব্দব্যবহারে প্রতীয়মান হয়। আচার্য্য ইহার পরে আরম্ভবাদ ও পরিণামবাদ নিরাস করিয়া বিবর্ত্তবাদ স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহার মতে সূত্রকার প্রথমে পরিণামবাদ (জন্মাদ্যস্য যতঃ ১।১।২) সূত্রে অঙ্গীকার করিয়া বিবর্ত্তবাদই স্থাপন করেন। কারণ, কূটস্থ নির্ব্বিকার ব্রহ্মের পরিণাম অসম্ভব। চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্ম কখনই ঘটাদির ন্যায় পরিণত হইতে পারেন না। অতএব কার্য্যকারণভাব প্রতিভাস মাত্র। সুতরাং বিবর্ত্তবাদই স্বীকার্য্য। কণাদ আরম্ভবাদী। ভদন্তপক্ষ (বৌদ্ধ) সংঘাতবাদী। সাঙ্খ্যাদি পক্ষ পরিণামবাদী। এই সকল বাদ অযৌক্তিক ও শ্রুতিসিদ্ধান্তবিরোধী। বিবর্ত্তবাদই বেদান্তের সিদ্ধান্ত। বৌদ্ধমতে সংঘাতবাদই অঙ্গীকার্য্য। কিন্তু তন্মতে স্থায়ী সংহন্তা কেহই নাই। কারণ, সকলই ক্ষণিক—ইহাই তাঁহাদের সিদ্ধান্ত। আরম্ভবাদীর মতে অর্থাৎ বৈশেষিক মতে কারণের গুণসকল কার্য্যগুণসকল সৃষ্টি করে। ঈশ্বর চেতন, ঈশ্বর হইতে সৃষ্টি হইলে জগৎ চেতন হউক। [illegible]

ব্যভিচার অবশ্যম্ভাবী। * সাঙ্খ্যের পরিণামবাদও অযৌক্তিক। কারণ, জড়া প্রকৃতি এইরূপ বিচিত্র জগৎরচনায় অক্ষম।

"বাচারম্ভণং বিকারনামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্" এই শ্রুতি-বাক্যবলে বিকার মিথ্যা, ও কারণই সৎ—ইহাই প্রতীয়মান হয়। অতএব বিবর্ত্তবাদই শ্রুতির অভিমত। সমস্ত জগৎ মায়ার বিলাস মাত্র। তমঃ, কারণ, ধ্বান্ত, বীজ, অবিদ্যা প্রভৃতি শব্দ মায়ার প্রতিশব্দ মাত্র।

প্রতিবিম্ববাদ—আচার্য্য সর্ব্বজ্ঞাত্মমুনিও প্রতিবিম্ববাদী। তাঁহার মতে অবিদ্যায় চিৎপ্রতিবিম্ব ঈশ্বর এবং অন্তঃকরণে চিৎপ্রতিবিম্ব জীব। তাঁহার মতে জীব এক।

কেহ আপত্তি করিতে পারেন—সকল জীবের অজ্ঞান যখন এক, তখন একজন জ্ঞানী হইলে সকলে জ্ঞানী হউক। তাঁহারা বলিয়াছেন—তাহা বলিতে পার না। কারণ, ব্যক্তির লোপ হইলেও জাতি বর্ত্তমান থাকে। জাতি অপেক্ষাকৃত নিত্য, ব্যক্তি অনিত্য। বিদ্বানের অজ্ঞান বিদূরিত হইলেও অজ্ঞান থাকে। †

অন্য পক্ষ বহু অজ্ঞান স্বীকার করেন। অসংখ্য জীবও স্বীকার করেন। স্বরূপতঃ জীব সকল ভিন্ন ভিন্ন (সং শা ২। ১৩৩)। এই উভয় মতই আচার্য্যের অনভিমত। তাঁহার মতে জীব এক, বহু নহে। তিনি এইসকল মত খণ্ডন-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—ইহাদের মত অনুপপন্ন। কারণ, ইহাদের শ্রুতির তাৎপর্য্যবোধ নাই। কোন কোন মতে অজ্ঞান এক হইলেও তাহার কার্য্য বহু। কোন মতে

* [কিন্তু বৈশেষিকগণ ঈশ্বরকে নিমিত্তকারণ বলেন। নিমিত্তকারণ হইলে এ দোষ হয় না। অতএব অন্তপথে বৈশেষিক মত খণ্ডন করা আবশ্যক। সং]

† "অজ্ঞানং সকলভ্রমোদ্ভবনকৃৎ পিণ্ডেষু সামান্যব-
জ্জীবানাং প্রতিবিম্বকল্পবপুষাং বিদ্যোদয়ে ব্রহ্মণি।
বিদ্বাংসং পুরুষং জহাতি ভজতে বিদ্যাবিহীনং নরং
নষ্টানষ্টমিবাত্মপিণ্ডমধুনা জাতিস্তথৈবেক্ষতঃ ॥" সং শা ২।১৩৩

আকাশে যেমন কোনও স্থলে পক্ষী প্রতীত হয়, আবার অন্যস্থানে প্রতীত হয় না, সেইরূপ শুদ্ধব্রহ্মে ভাবাভাব স্বীকার্য্য। অর্থাৎ অবিদ্যাযুক্তই বদ্ধ, অবিদ্যাশূন্যই মুক্ত। কাহারও মতে শুদ্ধব্রহ্মই জগৎকারণ। তাঁহার আশ্রয়ে অবিদ্যার বিলাস। তথাপিও নিরংশ ব্রহ্মে যুগপৎ অজ্ঞানের ভাবাভাব অসম্ভব। তাঁহারা বলেন— চৈতন্যে তমের বৃত্তিই নিয়ামক। তদ্‌বলেই বদ্ধমুক্তব্যবস্থার সঙ্গতি হয়। অন্য পক্ষ বলেন জ্ঞানাজ্ঞানসাধ্য মুক্ত ও বদ্ধ অবস্থা যুক্তিযুক্ত নহে।

অজ্ঞান এক হইলেও তাহার কার্য্য বহু। ইহাদের মতে অজ্ঞানের এক অংশের নাশ হইলেও অন্য অংশ থাকে। ইহার বলে বদ্ধমুক্ত অবস্থার সঙ্গতি হইতে পারে। অন্যপক্ষ বলেন— অজ্ঞানের অবয়ব বহু হইলে, প্রত্যেক অবয়বের প্রতিবিম্বভূত নানা জীবের সদ্ভাব স্বীকার করিতে হয়। অজ্ঞানের নানাত্বে জীবনানাত্ব অবশ্য অঙ্গীকার্য্য। অন্য মতে ঈশ্বর বদ্ধের প্রতি মায়াজাল বিস্তার করেন, মুক্ত হইতে অপসৃত করেন। এই সঙ্কোচ ও প্রসার স্বাভাবিক। এই সকল মতই ভেদ স্বীকার করে বলিয়া আচার্য্য অসঙ্গত বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। নানাজীববাদ অসঙ্গত। কারণ, আত্মা বিভু, প্রতিশরীরে ভিন্ন। তাহা হইলে এক শরীরে বহু আত্মার সমাবেশ হয়। তাঁহার মতে আত্মা সর্ব্বদাই মুক্ত, যখন জীব আপনাকে ভ্রান্তিবশে বদ্ধ বলিয়া মনে করে, তখনও স্বরূপতঃ সে মুক্ত। বদ্ধমুক্তব্যবস্থা অজ্ঞানকল্পিত।

পারমার্থিকরূপে এক অখণ্ড নিত্য মুক্ত ব্রহ্মই আছেন। বদ্ধমুক্ত প্রভৃতি ব্যবস্থা অবিদ্যার বিলাস মাত্র। অবশ্যই এস্থলে সিদ্ধান্ত-নির্দ্দেশ করাই তাঁহার অভিপ্রেত। ব্যাবহারিক ভেদনিরসন তাৎপর্য্য নহে। আচার্য্য গৌড়পাদও সারসিক সিদ্ধান্ত করিয়াছেন— "ন নিরোধো ন চোৎপত্তি র্ন বদ্ধো ন চ সাধকঃ" ইত্যাদি। এই সকল মতবাদ দেখিয়া মনে হয় আচার্য্য সর্ব্বজ্ঞাত্মমুনির সময়

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, ভেদাভেদবাদ ও দ্বৈতবাদের প্রসার ছিল। আচার্য্যের মতে পারমার্থিক দৃষ্টিতে মায়া নাই। জ্ঞানে অজ্ঞান নাই। নিরংশ জ্ঞানে অজ্ঞান থাকিতে পারে না। কোনও দেশে কোনও কালে অজ্ঞান জ্ঞানে থাকিতে পারে না। জ্ঞান পরিচ্ছেদ-শূন্য, দেশকালের অতীত। অতএব কোনও দেশে বা কোনও কালেই অজ্ঞান জ্ঞানে থাকিতে পারে না। ব্রহ্মের স্বস্বরূপে তাই মায়ার ত্রিকালেই অভাব। এই সিদ্ধান্তই যে পারমার্থিক সিদ্ধান্ত এবং ইহাই যে শঙ্করের অভিমত তাহা সর্ব্বজ্ঞাত্মমুনির সিদ্ধান্ত হইতে অবগত হই। অবচ্ছিন্নবাদ কোনও রূপেই সম্ভব হইতে পারে না। যাহা হউক বিম্ব-প্রতিবিম্ববাদের সিদ্ধান্ত এই :—

"স্পষ্টং তমঃস্ফুরণমত্র ন তত্র তদ্বৎ,
সর্ব্বেশ্বরে তদিতি তত্র নিষিধ্যতে তৎ।
বিম্বে তমোনিপতিতে প্রতিবিম্বকে বা,
দেহদ্বয়াবরেণ বর্জ্জিত-চিৎস্বরূপে॥" সং. শা ২।১৭৬

অবতারবাদ।—আচার্য্যের মতে অবতার সাধারণ জীব হইতে পৃথক্। জীব কর্ম্মায়ত্ত, অবতার বশীকৃতকর্ম্ম। ভগবান্ স্বেচ্ছাবশে শরীর ধারণ করিয়া অবতীর্ণ হন, আর জীব কর্ম্মের বশবর্ত্তী হইয়া শরীর পরিগ্রহ করে। এই প্রসঙ্গেও সর্ব্বজ্ঞাত্মমুনির সিদ্ধান্ত শঙ্করমতের অনুরূপ। অবতারবাদ সম্বন্ধে সং শাঃ ২।১৭৯-১৮৩ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

তৃতীয় অধ্যায়ে সাধনবিষয়ক বিচার করিয়াছেন। তত্ত্বমস্যাদি বাক্যের বিচারই অন্তরঙ্গ সাধন। ইঁহার মতেও যজ্ঞাদি কর্ম্ম চিত্তশুদ্ধির কারণ, কর্ম্ম জ্ঞানের সহকারী কারণ। তিনি বলিতেছেন—

"যজ্ঞাদি-ক্ষপিত-সমস্ত-কল্মষাণাং পুত্রাদিত্রয়গতসংগ-বর্জ্জিতানাম্।
সংশুদ্ধে পদযুগলার্থতত্ত্বমার্গে, প্রায়েণোস্তবতি হি জন্মনীহ বিদ্যা।"
সং শা ৩।৩৪৭ শ্লোক।

শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসনই সাধন। শ্রুতিবাক্যের গুরুমুখ

হইতে গ্রহণই শ্রবণ, সেই বাক্য মনে মনে বিচারই মনন ও তৎপ্রতিপাদ্য বস্তুর ধ্যানই প্রকৃত নিদিধ্যাসন। মহাবাক্যের বিচারবলেই আত্মসাক্ষাৎকার সম্ভব। মহাবাক্যের বিচারই অন্তরঙ্গসাধন। সন্ন্যাসীর পক্ষে বহিরঙ্গসাধন ত্যাজ্য। অন্তরঙ্গ-সাধনবলে জ্ঞানলাভই প্রকৃত সার্থকতা। তিনি বলিতেছেন—

"অন্তরঙ্গমপবর্গকাঙ্ক্ষিভিঃ কার্য্যমেব যতিভিঃ প্রযত্নতঃ।
ত্যাজ্যমেব বহিরঙ্গসাধনং যত্নতঃ পতনভীরুভির্ভবেৎ॥"

সং শা ৩।৩২৭

বহিরঙ্গসাধনও ঈশ্বরার্পিত বুদ্ধিতে অনুষ্ঠিত হইলে চিত্তশুদ্ধির কারণ হয়। ঈশ্বরার্পণবুদ্ধিতে কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে জ্ঞাননিষ্ঠা জন্মিবে। সাধনসম্বন্ধেও তিনি আচার্য্য শঙ্করের মতের প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। আচার্য্য, সুরেশ্বর ও সর্ব্বজ্ঞাত্মমুনির মতবাদ আলোচনায় শাঙ্কর-মতবাদের প্রকৃত তাৎপর্য্য পাওয়া গেল। শঙ্কর যে কর্ম্মের মূলে আঘাত করেন নাই, তাহা এই সকল আচার্য্যগণের গ্রন্থালোচনায়ও প্রাপ্ত হই। তিনি শঙ্করের মতের অনুরূপেই বলিয়াছেন, মুক্তির সাধনই ক্রিয়া হইতে উপরম। যথা "মোক্ষস্য সর্ব্বোপরমঃ ক্রিয়াভ্যঃ"। নিবৃত্তিই সর্ব্বদুঃখ উপরমের উপায়। সন্ন্যাসীর পক্ষে নিঃসহায়তা প্রভৃতিই প্রধান আবশ্যক। তিনি বলিতেছেন—

"নৈতাদৃশং ব্রাহ্মণস্যাস্তি বিত্তং যথৈকতা সমতা সত্যতা চ।
শীলং স্থিতির্দণ্ডনিধানমার্জ্জবং ততস্ততশ্চোপরমঃ ক্রিয়াভ্যঃ॥"

চতুর্থ অধ্যায়ে ফল সম্বন্ধে বিচার করিয়াছেন। সগুণবিদ্যার ফলে ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি হয়। সগুণব্রহ্মবিদ্যা ক্রমমুক্তির সোপান। কিন্তু অদ্বৈতাত্মজ্ঞানে উৎক্রমণ নাই। জীবন্মুক্ত অবস্থায় অবস্থানই নির্গুণব্রহ্মবিচারের ফল। ক্রিয়মাণ ও সঞ্চিত কর্ম্ম জ্ঞানোৎপত্তিতে বিনষ্ট হয়। কেবল প্রারব্ধভোগের জন্য দেহ মাত্র থাকে। বিদেহকৈবল্যে জ্ঞানী ব্রহ্মস্বরূপেই অবস্থিত থাকে। যিনি পূর্ণাত্ম-স্বরূপের উপলব্ধি করিয়াছেন তাঁহার পক্ষে আবার গমনাগমন কি?

মন্তব্য

আচার্য্য সর্ব্বজ্ঞাত্মমুনির মতের আলোচনায় শঙ্করমতের তাৎপর্য্য অধিগত হইলাম। শঙ্করের মত প্রতিপক্ষের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য ও বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিবার জন্য তাঁহার প্রয়াস। তিনি শ্রুতি ও যুক্তিবলে শঙ্করের মত সুচারুরূপে স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থে পূর্ব্বমীমাংসার মত খণ্ডনের প্রচেষ্টা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। পূর্ব্বমীমাংসার আক্রমণ হইতে সর্ব্বপ্রযত্নে শঙ্করমতের সংরক্ষণই তাঁহার প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হয়। তৎকালে পূর্ব্বমীমাংসার প্রসার ও প্রতিপত্তির ফলে তন্মতনিরাকরণ স্বাভাবিক। বিশেষতঃ তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্যের বিচার এরূপ বিস্তৃতভাবে পূর্ব্বতন আচার্য্যগণ করেন নাই। মহাবাক্যের বিচার তাঁহার গ্রন্থের বিশেষত্ব। শাঙ্করমতের প্রতিষ্ঠার পর হইতেই মহাবাক্যসম্বন্ধীয় নানারূপ আলোচনা হইয়াছে। সেই সকল পূর্ব্বপক্ষ গ্রহণ করিয়া নিরাস করায় মনে হয় আচার্য্য শঙ্করের পরে অন্যান্য মতাবলম্বিগণ শাঙ্করমতের দোষ প্রদর্শন করিতেন। সেই সকল আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্য সর্ব্বজ্ঞাত্মমুনি মহাবাক্যের বিচার সবিশেষভাবে করিয়াছেন।

তিনি দ্বৈতবাদ ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদও নিরাকরণ করিয়াছেন ও প্রতিবিম্ববাদ স্থাপন করিয়াছেন। শ্রীকণ্ঠাচার্য্য বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী। যদিও পঞ্চম ষষ্ঠ প্রভৃতি শতাব্দীতে অদ্বৈতবাদের কোনও গ্রন্থাদি বিরচিত হয় নাই বলিয়া প্রতীয়মান হয় তথাপি ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীতে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের অভ্যুদয় হইয়াছে। শৈবাচার্য্য শ্রীকণ্ঠ তাঁহার ভাষ্য ষষ্ঠ শতাব্দীতে প্রণয়ন করিয়াছেন বলিয়া অনুমিত হয়। ভর্তৃহরিও সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগে শ্রীমন্মৃগেন্দ্রসংহিতার ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন। ভর্তৃহরি অদ্বৈতবাদী হইলেও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের গ্রন্থ লিখিয়াছেন। আমাদের মনে হয় তিনি অদ্বৈতবাদী; পরবর্ত্তীকালে অপ্পয় দীক্ষিত যেমন অদ্বৈতবাদী হইয়াও বিশিষ্টাদ্বৈত

প্রভৃতি মতের গ্রন্থাদি লিখিয়াছেন, সেইরূপ ভর্তৃহরিও শৈবাচার্য্য-সম্মত বিশিষ্টাদ্বৈত মতের সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শৈবাচার্য্য-গণের বিশিষ্টাদ্বৈত মতখণ্ডন সর্বজ্ঞাত্মমুনির গ্রন্থে পরিস্ফুট। শৈবাচার্য্যগণের উল্লেখ না থাকিলেও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, ভেদাভেদবাদ সুপরিস্ফুট। শ্রীকণ্ঠাচার্য্য প্রভৃতির মতখণ্ডন জন্যই এরূপ চেষ্টা।

আচার্য্য শঙ্কর শৈব ও পাঞ্চরাত্র মতের খণ্ডন করিয়াছেন। কিন্তু নানাজীববাদের উল্লেখ বা খণ্ডন করেন নাই। আশ্মরথ্য ও ঔড়ুলোমী প্রভৃতির মত উল্লেখ করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন বটে, কিন্তু শৈব ও পাঞ্চরাত্র মতের প্রসঙ্গে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ নিরাকরণ করেন নাই। শ্রীকণ্ঠাচার্য্য শ্রীমন্মৃগেন্দ্রসংহিতার ব্যাখ্যাকল্পে অদ্বৈতমত পূর্ব্বপক্ষরূপে গ্রহণ করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন। ভর্তৃহরি ও মৃগেন্দ্রসংহিতার ব্যাখ্যাকল্পে অদ্বৈতমত খণ্ডন করিয়াছেন। সর্ব্বজ্ঞাত্মমুনি এই সকল শৈবাচার্য্যগণের মত খণ্ডন করিবার জন্যই নানাজীববাদের দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন। ভারতীয় দর্শনরাজ্যের বিশেষত্ব এই যে পরস্পর পরস্পরের মত খণ্ডন করিয়াও স্বীয় মতের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ঘাতপ্রতিঘাত যদি জীবনের চিহ্ন হয়, তাহা হইলে ভারতের দার্শনিক জীবনকে প্রকৃত জীবন বলা যাইতে পারে। যাহারা বলেন বৈজ্ঞানিক শৃঙ্খলতার সহিত দার্শনিক মত স্থাপিত হয় নাই, তাঁহারা একান্ত ভ্রান্ত। প্রতি-পাদ্যবিষয় নির্ণয় জন্য প্রতিবাদীর মত পূর্ব্বপক্ষরূপে গ্রহণ করিয়া শৃঙ্খলার সহিত খণ্ডন করা ভারতীয় সনাতনরীতি। বৈজ্ঞানিক শৃঙ্খলা ব্যতীত এরূপ ভাবে পরমত খণ্ডন অসম্ভব।

শ্রীকণ্ঠাচার্য্যের মতে বেদান্তবাক্য সকল কেবল ব্রহ্মপর নহে, বিধিপরও বটে। সর্ব্বজ্ঞাত্মমুনির মতে বেদান্ত বাক্যের তাৎপর্য্য অদ্বিতীয় ব্রহ্মে। শ্রবণের ফল ব্রহ্মতাৎপর্য্যানুকূল ন্যায়বিচাররূপ চিত্তবৃত্তি বিশেষ। শ্রবণের ফল পরোক্ষ বা অপরোক্ষ জ্ঞান নহে। বেদান্তে শ্রবণাদির যে বিধান আছে তাহা কেবল পুরুষের অপরাধ-

নিরাসার্থ। শ্রুতির "দ্রষ্টব্য" ইত্যাদি বাক্য কেবল স্তুতি মাত্র। ব্রহ্মসাক্ষাৎকারে লোকের রুচিজন্যই ঐ সকল রোচক বাক্যের ব্যবহার।

শ্রবণবিধিসম্বন্ধে অদ্বৈতবাদাচার্য্যগণের মতভেদ আছে। প্রকটার্থকারের মতে শ্রবণাদির বিধি অপূর্ব্ববিধি। বিবরণকার প্রকাশাত্মযতির মতে নিয়মবিধি। বিবরণমতানুযায়ী একদেশীর মতে শ্রবণের ফল—শব্দজাত নির্ব্বিচিকিৎস পরোক্ষ জ্ঞান। পশ্চাৎ মননিদিধ্যাসনের ফলে অপরোক্ষজ্ঞান জন্মে। কাহারও মতে বেদান্তশ্রবণে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হয় না। মনের দ্বারাই ব্রহ্মসাক্ষাৎকার সম্ভব। এইরূপ নানা প্রকার মতভেদ আছে, সর্ব্বজ্ঞাত্মমুনির মতে শুদ্ধ ব্রহ্মই উপাদান। বিবরনকারের মতে সর্ব্বজ্ঞত্বাদিবিশিষ্ট মায়াশবলিত ঈশ্বরই উপাদান। পদার্থতত্ত্বনির্ণয়কারের মতে ব্রহ্ম বিবর্ত্তরূপে উপাদান, মায়া পরিণামরূপে উপাদান। কাহারও মতে ব্রহ্ম ব্যাবহারিক প্রপঞ্চের উপাদান। জীব প্রাতিভাসিক স্বাপ্নপ্রপঞ্চের উপাদান, স্বপ্নদ্রষ্টা জীবাত্মার স্বরূপের বিচ্যুতি না হইয়াও যেরূপ অনেক প্রকার স্বাপ্নপ্রপঞ্চের সৃষ্টি হয়, ব্রহ্মেও সেইরূপ স্বাপ্নপ্রপঞ্চের ন্যায় আকাশাদির সৃষ্টি।

এইরূপ অদ্বৈতবাদী আচার্য্যগণের মতভেদ আছে। এই মতভেদ সম্বন্ধে "সিদ্ধান্তলেশকার" অপ্পয় দীক্ষিত পরবর্ত্তী কালে (১৫৫০—১৬২২) সুন্দর যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, ঐকাত্ম্যপ্রতিপাদন সম্বন্ধে কোনও আচার্য্যেরই মত-পার্থক্য নাই। সে বিষয়ে সকলেই একমত। মায়িক জগতের ব্যাখ্যাপ্রদান-সম্বন্ধে মতভেদে বিশেষ কিছুই আসে যায় না। মায়িক জগতের যেরূপ ইচ্ছা, ব্যাখা দিয়াও অদ্বৈত আত্মা প্রতিপাদিত হইলেই হইল। জগৎ যখন মায়িক, তখন তৎসম্বন্ধে যেরূপ ইচ্ছা ব্যাখ্যা দিলেও অদ্বৈতের কোনও ব্যাঘাত হয় না।

প্রতিবিম্ববাদ সম্বন্ধেও নানারূপ মতভেদ আছে। সংক্ষেপশারীরক-

কারের মতে অবিদ্যায় চিৎপ্রতিবিম্ব ঈশ্বর; অন্তঃকরণে চিৎ-প্রতিবিম্ব জীব। প্রকটার্থবিবরণকারের মতে অনাদি অনির্ব্বাচ্য ভূতপ্রকৃতি চিন্মাত্র-সম্বন্ধিনী মায়া। মায়াতে চিৎপ্রতিবিম্ব ঈশ্বর। সেই পরিচ্ছিন্ন মায়াই অবিদ্যা। অবিদ্যা আবরণ ও বিক্ষেপ শক্তি-যুক্ত। সেই অবিদ্যাতে চিৎপ্রতিবিম্বই জীব। তত্ত্ববিবেককারের মতে রজস্তমোদ্বারা অনভিভূত শুদ্ধসত্ত্বপ্রধানা মায়া। তদভিভূত মলিনসত্ত্ব-প্রধানা অবিদ্যা। মায়া ও অবিদ্যার ভেদ আছে। মায়াপ্রতিবিম্ব ঈশ্বর, অবিদ্যা-প্রতিবিম্ব জীব। কাহারও মতে মূলপ্রকৃতি বিক্ষেপ-প্রাধান্যে মায়া এবং আবরণ-প্রাধান্যে অবিদ্যা। মায়া ঈশ্বরের উপাধি, অবিদ্যা বা অজ্ঞান জীবের উপাধি।

বিবরণকার প্রকাশাত্মযতির মতানুবর্ত্তিগণের মতে বিম্ব ও প্রতিবিম্বভাবেই জীবেশ্বরবিভাগ। উভয়ই প্রতিবিম্ব নহে। জীব প্রতিবিম্ব, ঈশ্বর বিম্বস্থানীয়।

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ বা শিবাদ্বৈতবাদ

(ভূমিকা)

খ্রীষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দী হইতে অদ্বৈতমতের অভ্যুদয় হইয়াছে। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর অন্ত হইতে অষ্টম শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্য্যন্ত অদ্বৈতবাদের আচার্য্যগণের মনীষা দেখিতে পাই না। কিন্তু খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীতে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের অভ্যুদয় হইয়াছে। ব্রহ্মসূত্রে দেখিতে পাই আচার্য্য আশ্মরথ্য বিশিষ্টা-দ্বৈতবাদী। অতি প্রাচীনকাল হইতেই বিশিষ্টাদ্বৈত মত বেদান্তের ক্ষেত্রে প্রচলিত। আচার্য্য রামানুজ—দ্রমিড়, টঙ্ক, গুহদেব প্রভৃতি বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী বৈষ্ণবাচার্য্যগণের উল্লেখ করিয়াছেন। আচার্য্য

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ বা শিবাদ্বৈতবাদ

(ভূমিকা)

খ্রীষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দী হইতে অদ্বৈতমতের অভ্যুদয় হইয়াছে। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর অন্ত হইতে অষ্টম শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্য্যন্ত অদ্বৈতবাদের আচার্য্যগণের মনীষা দেখিতে পাই না। কিন্তু খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীতে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের অভ্যুদয় হইয়াছে। ব্রহ্মসূত্রে দেখিতে পাই আচার্য্য আশ্মরথ্য বিশিষ্টা-দ্বৈতবাদী। অতি প্রাচীনকাল হইতেই বিশিষ্টাদ্বৈত মত বেদান্তের ক্ষেত্রে প্রচলিত। আচার্য্য রামানুজ—দ্রমিড়, টঙ্ক, গুহদেব প্রভৃতি বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী বৈষ্ণবাচার্য্যগণের উল্লেখ করিয়াছেন। আচার্য্য

শঙ্কর এই বৈষ্ণবাচার্য্যগণকে পাঞ্চরাত্র-সম্প্রদায়রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি শৈবাচার্য্যগণকে "মাহেশ্বরাঃ" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আচার্য্য শঙ্কর, নকুলীশ পাশুপতমতও উদ্ধার করিয়াছেন। তিনি দ্বিতীয় অধ্যায়ে দ্বিতীয়পাদ ৩৭ সূত্রের ভাষ্যে মাহেশ্বরমত প্রপঞ্চিত করিয়াছেন। * সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে বিদ্যারণ্য মুনীশ্বর নকুলীশ পাশুপতমত প্রপঞ্চিত করিয়াছেন। এ মতবাদে পাঁচটী পদার্থ। দুঃখান্তই পরমপুরুষার্থ। ঈশ্বরই নিমিত্তকারণ। সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে—ঈশ্বর নিমিত্তকারণ, এই প্রসঙ্গে বিদ্যারণ্য ঐ সম্প্রদায়ের উক্তি উদ্ধার করিয়াছেন। † আচার্য্য শঙ্করের সময় নকুলীশ পাশুপতমতের প্রসার ছিল ইহাই প্রতীয়মান হয়।

ভামতীকার বাচস্পতি মিশ্র "মাহেশ্বরাঃ" অর্থে শৈব, পাশুপত, কারুণিক সিদ্ধান্তী ও কাপালিক এই চারি শ্রেণীকে গ্রহণ করিয়াছেন। (বেদান্ত দর্শন নিঃ সাঃ সং ১৯১৭, ৫৬৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। ভাষ্যরত্নপ্রভাকার রামানন্দ এবং ন্যায়নির্ণয়কার আনন্দগিরিও ঐ চারি সম্প্রদায়কে "মাহেশ্বরাঃ" অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন। আমাদের মনে হয় শঙ্কর কেবল পাশুপত সম্প্রদায়ের উল্লেখ করিয়াছেন। কারণ, শৈবসম্প্রদায় পাশুপতমতের নিরপেক্ষ-নিমিত্তকারণভাবাদ বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যাদি দোষদুষ্ট বলিয়া নিরাকরণ করিয়াছেন। পাশুপতমতের পঞ্চ পদার্থ অঙ্গীকার না করিয়া শৈবসম্প্রদায় পতি, পশু ও পাশ এই তিন পদার্থ অঙ্গীকার করিয়াছেন। শঙ্কর পঞ্চ

---

* মাহেশ্বরাস্তু মন্যন্তে—কার্য্যকারণযোগবিধিদুঃখান্তাঃ পঞ্চপদার্থাঃ পশুপতিনেশ্বরেণ পশুপাশবিমোক্ষণায়োপদিষ্টাঃ পশুপতিরীশ্বরো নিমিত্তকারণমিতি "বর্ণয়ন্তি।" বেদান্তসূত্রভাষ্য ২।২।৩৭ সূত্র।

† তদুক্তং সম্প্রদায়বিদ্ভিঃ—

কর্ম্মাদিনিরপেক্ষস্তু স্বেচ্ছাচারী যতোঽয়ম্।
ততঃ কারণতঃ শাস্ত্রে সর্ব্বকারণকারণম্॥

সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ (আনন্দাশ্রম সং ৬৫ পৃঃ)

পদার্থবাদী মাহেশ্বরমতের উল্লেখ করায় শৈবমতের উদ্ধার করেন নাই বলিয়াই মনে হয়। পাশুপত মতের বিবরণ সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে দ্রষ্টব্য। আচার্য্য নকুলীশ, হরদত্তাচার্য্য প্রভৃতি পণ্ডিতগণ এই মতের আচার্য্য। রাশীকরভাষ্য প্রভৃতি গ্রন্থে ইহাদের মতবাদ প্রপঞ্চিত আছে। পাশুপত সম্প্রদায়ের কোনও বেদান্তভাষ্য আছে কি না জানি না। শঙ্করের সময় পাশুপত মতের প্রসার ছিল। তাহা মতখণ্ডনেই বুঝিতে পারি, কিন্তু শৈবসম্প্রদায়ের প্রসার ছিল বলিয়া বোধ হয় না। শৈবসম্প্রদায় একেবারে ছিল না—ইহাও বলিতে পারি না। কারণ, অতি প্রাচীনকাল হইতেই শৈবসম্প্রদায়ের মতবাদ ভারতে প্রচলিত ছিল। শ্বেতাচার্য্য প্রভৃতি ২৮ জন আচার্য্য ছিলেন এইরূপ ইতিবৃত্ত আছে। অপ্পয় দীক্ষিতও শিবার্কমণি-দীপিকাতে ২৮ জন আচার্য্যের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীকণ্ঠাচার্য্যও শ্বেতাচার্য্যকে নমস্কার করিয়াছেন। মৌর্য্য অশোকও শৈব ছিলেন। অবশ্যই কোন্ সম্প্রদায়ের অধীন ছিলেন তাহা বলিতে পারা যায় না। শৈবসম্প্রদায়ের মৃগেন্দ্রসংহিতা অতিশয় প্রামাণিক গ্রন্থ। সর্ব্বদর্শনসংগ্রহেও মৃগেন্দ্রসংহিতার বাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে। মৃগেন্দ্রসংহিতার উপর ভট্টনারায়ণ, শ্রীকণ্ঠাচার্য্য, ভর্ত্তৃহরি ও অঘোর শিবাচার্য্য প্রভৃতি আচার্য্যগণকৃত ব্যাখ্যা ও বৃত্তি আছে। সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে নারায়ণকণ্ঠ বা ভট্টনারায়ণের ও অঘোর শিবাচার্য্যের উল্লেখ রহিয়াছে। * সিদ্ধগুরু, বৃহস্পতি, মৃগেন্দ্র, সোমশম্ভু, ভট্টনারায়ণ, শ্রীকণ্ঠাচার্য্য, ভর্ত্তৃহরি, অঘোর শিবাচার্য্য, ভোজরাজ প্রভৃতি শৈবমতের আচার্য্য। শ্রীমন্মৃগেন্দ্রসংহিতা, শ্রীমৎকরণ, পৌষ্কর, তত্ত্বপ্রকাশ, বহুদৈবত্য, তত্ত্বসংগ্রহ, কালোত্তর, সৌরভেয় প্রভৃতি প্রামাণিক গ্রন্থ আছে।

* সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহ আনন্দাশ্রম ১৯০৬, সং ৭১ পৃষ্ঠায় অঘোর শিবাচার্য্যের এবং ৭২ পৃষ্ঠায় নারায়ণ কণ্ঠের উল্লেখ রহিয়াছে। "বিবৃতং অঘোরশিবাচার্য্যেণ" (৭১ পৃঃ)। "ব্যাকৃতং চ নারায়ণকণ্ঠেন" (৭২ পৃঃ)।

সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে এই সকল গ্রন্থের উল্লেখ রহিয়াছে। আচার্যগণের মধ্যে ভর্তৃহরি ও ভোজরাজের কালনির্ণয় সহজ। চৈনিক পর্য্যটক ইৎসিং, হিউয়েন সঙ্গের প্রত্যাবর্ত্তনের পঁচিশ বৎসর পরে ৬৭১ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে আগমন করেন এবং ৬৯৫ খ্রীঃ চীনে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তাঁহার লিখিত বিবরণে ভর্তৃহরির উল্লেখ আছে। অতএব ভর্তৃহরি সপ্তম শতাব্দীর প্রথমভাগে বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি মৃগেন্দ্রসংহিতার ব্যাখ্যাকল্পে বেদান্তের অদ্বৈতমত উদ্ধার করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন। তিনি অদ্বৈতবাদ নিম্নলিখিত শ্লোকে প্রপঞ্চিত করিয়াছেন।

"যথা বিশুদ্ধমাকাশং তিমিরোপপ্লুতাঞ্জনঃ
সংকীর্ণমিব মাত্রাভিশ্চিত্রাভিরভিমন্যতে।
অথেদমমৃতং ব্রহ্ম নির্ব্বিকারমবিদ্যয়া
কলুষত্বমিবাপন্নং ভেদরূপে প্রবর্ত্ততে॥" এবং
"যথা হ্যয়ং জ্যোতিরাত্মা বিবস্বানপো ভিন্নো বহুধৈকোঽনুগচ্ছন্।
উপাধিনা ক্রিয়তে ভেদরূপো দেবঃ ক্ষেত্রেষ্বেবমজোঽয়মাত্মা॥"

এই সকল শ্লোকে অদ্বৈতবাদ প্রপঞ্চিত করিয়া নিরাকরণ করিয়াছেন। ভর্তৃহরি পাণিনির ও মহাভাষ্যের ব্যাখ্যাকল্পে "বাক্যপদীয়ম্" গ্রন্থ বিরচন করেন। সেই গ্রন্থেও তিনি অদ্বৈতমতের উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—

"যত্র দ্রষ্টা চ দৃশ্যং চ দর্শনং চাপি কল্পিতম্।
তস্যৈবার্থস্য সত্যত্বমাহুস্ত্রয্যন্তবাদিনঃ॥"

অর্থাৎ বেদান্তিগণের মতে যাহাতে দ্রষ্টা, দৃশ্য ও দর্শন কল্পিত তাহাই সত্য। ভর্তৃহরি শাঙ্করমতের সুস্পষ্ট উল্লেখ করিলেন। এতদ্দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় শঙ্কর সপ্তম শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী।‡ যাহারা

‡ [অদ্বৈতবাদ বাৎস্যায়নও ন্যায়ভাষ্যে খণ্ডন করিয়াছেন, তাই বলিয়া কি শঙ্কর বাৎস্যায়নের পূর্ব্ববর্ত্তী? বস্তুতঃ এরূপ যুক্তির উপর নির্ভর করা যায় না। সং]

আচার্য্য শঙ্করকে অষ্টম শতাব্দীর বলিয়া প্রমাণিত করিতে সমুৎসুক, তাঁহাদিগের এ বিষয়ে অবহিত হওয়া উচিত। শ্রীমন্মৃগেন্দ্র-সংহিতার ভাষ্যকার শ্রীকণ্ঠাচার্য্য, এই গ্রন্থের ব্যাখ্যাকার ভট্টনারায়ণ বা নারায়ণকণ্ঠ। তিনিও "বেদান্তেষ্বেক এবেতি" এই বলিয়া উপাধিভেদে নানাত্ব বৈদান্তিকসম্মত বলিয়া অঙ্গীকার করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন। ভর্তৃহরি ভট্টনারায়ণের পরবর্ত্তী।† ভট্টনারায়ণ সম্ভবতঃ ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে বর্ত্তমান ছিলেন। ভট্টনারায়ণের পূর্ব্বে শ্রীকণ্ঠাচার্য্যের আবির্ভাব। শ্রীকণ্ঠাচার্য্য অতএব পঞ্চম শতাব্দীর প্রথম ভাগে অথবা চতুর্থ শতাব্দীর শেষভাগে বর্ত্তমান ছিলেন। তিনিও আচার্য্য শঙ্করের মত নিরাকরণ করিয়াছেন বলিয়া অনুমিত হয়। শ্রীকণ্ঠাচার্য্য ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যকার। তিনি ভাষ্যের প্রারম্ভে লিখিয়াছেন—

"ব্যাসসূত্রমিদং নেত্রং বিদুষাং ব্রহ্মদর্শনে।
পূর্ব্বাচার্য্যৈঃ কলুষিতং শ্রীকণ্ঠেন প্রসাদ্যতে।"

(ব্রহ্মসূত্রভাষ্য, ভারতী মন্দির সংস্কৃত সিরিজ্ কুম্ভকোণ ১৯০৮ সন হালাস্য নাথ শাস্ত্রীর সংস্করণ ৬ পৃষ্ঠা)

এস্থলে পূর্ব্বাচার্য্য বলিতে শঙ্করকে গ্রহণ করা হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়। শ্রীকণ্ঠাচার্য্যের ভাষ্যের ব্যাখ্যাকার অপ্পয় দীক্ষিত। তিনি (১৫৫০—১৬২১ অথবা ১৬২২ খ্রীঃ) "পূর্ব্বাচার্য্য" অর্থে শ্রীশঙ্কর, রামানুজ ও মধ্বকে গ্রহণ করিয়াছেন। আমাদের মনে হয় আচার্য্য অপ্পয় দীক্ষিত ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে শিবার্কমণিদীপিকা

---

† [ভর্ত্তৃহরি যে ভট্টনারায়ণের পরবর্ত্তী তাহার প্রমাণ আবশ্যক, ইহা এখনও পর্য্যন্ত প্রদত্ত হয় নাই। ভর্ত্তৃহরি মূলগ্রন্থের টীকাকার হইতেও পারেন।

উপরে স্বামীজীর "তিনি (ভর্ত্তৃহরি) মৃগেন্দ্রসংহিতার ব্যাখ্যাকর্ত্তা" এই বাক্যে এবং "মৃগেন্দ্রসংহিতার ভাষ্যকার শ্রীকণ্ঠাচার্য্য" এই বাক্যে এইরূপ অনুমান হয়। এই গ্রন্থের ১৬০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। তথায় ভর্ত্তৃহরি যে ভট্টনারায়ণের বৃত্তির ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা স্বামীজী দেখান নাই। সং]

প্রণয়ন করেন নাই। তিনি পরবর্ত্তী রামানুচার্য্য প্রভৃতিকে শ্রীকণ্ঠাচার্য্যের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। একমাত্র শঙ্করই শ্রীকণ্ঠাচার্য্যের পূর্ব্ববর্ত্তী। শঙ্করবিজয়কার মাধবাচার্য্য—শ্রীকণ্ঠ ও শঙ্কর সমকালবর্ত্তী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাও সঙ্গত মনে হয় না। * পরবর্ত্তী কালে শ্রীকণ্ঠের যশোরাশি নানাদিকে বিকীর্ণ হইলে শ্রীকণ্ঠকে পরাজিত করায় শঙ্করের মাহাত্ম্য পরিবর্দ্ধিত হইবে মনে করিয়া শঙ্করবিজয়কার উভয়কে সমকালিকরূপে গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া অনুমিত হয়। † বিশেষতঃ শ্রীকণ্ঠাচার্য্য শঙ্করমতের দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি প্রথম সূত্রের ভাষ্যে কর্ম্মমীমাংসা বা পূর্ব্বমীমাংসা ও ব্রহ্মমীমাংসাকে এক শাস্ত্র বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু শঙ্করের মতে উভয় পৃথক্ শাস্ত্র। শ্রীকণ্ঠাচার্য্য শঙ্করের অনুসরণ করেন নাই। তিনি লিখিতেছেন—

---

* [শঙ্করবিজয়ে শ্রীকণ্ঠের নাম নাই। নীলকণ্ঠের নাম আছে। ১৫ অঃ ৪১ শ্লোক দ্রষ্টব্য। উভয়ই শিবের নাম বলিয়া কেহ কেহ ইহাদিগকে অভিন্ন কল্পনা করেন। আর বিশেষ প্রমাণ না পাইলে অপ্পয় দীক্ষিতকে ভ্রান্ত বলা কি উচিত? তাহার পর ৫ম শতাব্দীর শ্রীকণ্ঠের পর ১৬শ শতাব্দীতে অপ্পয় দীক্ষিত শ্রীকণ্ঠভাষ্যের টীকা করিতেছেন দেখিলে অপ্পয় দীক্ষিত শ্রীকণ্ঠের কাল সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহাই কি সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না? উপাদেয় পুস্তকের ১২শত বৎসর কোন টীকা হয় নাই ইহা কি অসম্ভব নহে? তাহার পর শ্রীকণ্ঠ রামানুজাদির পর হওয়াই সম্ভব; কারণ, উভয় মতের সাদৃশ্য অত্যন্ত অধিক। শ্রীকণ্ঠের শাঙ্করমত খণ্ডনাড়ম্বর শুনা যায় না, রামানুজের তাহা আছে; এক্ষেত্রে শাঙ্করমতের বিরুদ্ধে শ্রীকণ্ঠের দণ্ডায়মান থাকা রামানুজের মত প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীর আশ্রয় ব্যতীত সম্ভব হয় না। ২৮০ পৃঃ ২১ পং দেখ। সং]

† [বিশেষ প্রমাণ না পাইয়া এরূপ বলিলে কি মাধবচার্য্যকে নিন্দা করা হয় না? সং]

"ন বয়ং ধর্ম্মব্রহ্মবিচাররূপয়োঃ শাস্ত্রয়োরত্যন্তভেদবাদিনঃ। কিন্তু একত্ববাদিনঃ।" (ব্রহ্মসূত্র ভারতী মন্দির সিরিজ্ ১৯০৮, ৩৪ পৃষ্ঠা)।

এস্থলে শঙ্করমতের প্রতি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রহিয়াছে। শ্রীমন্মৃ-গেন্দ্রসংহিতার বৃত্তির ব্যাখ্যাকার ভট্টনারায়ণও শঙ্করমত উদ্ধার করিয়াছেন। ইহা দেখিলে মনে হয় ভট্টনারায়ণ হইতেও শঙ্কর প্রাচীন। শ্রীকণ্ঠাচার্য্য ভর্ত্তৃহরির পূর্ব্ববর্ত্তী ও নারায়ণকণ্ঠেরও পূর্ব্ববর্ত্তী। কারণ, শ্রীকণ্ঠের ভাষ্যের উপর ইঁহারা ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন। ভর্ত্তৃহরির কাল সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগ। ভট্টনারায়ণ-কণ্ঠের কাল ষষ্ঠ শতাব্দী বলিয়া অনুমিত হয়। বেণীসংহারগ্রন্থপ্রণেতা ভট্টনারায়ণ ও এই ভট্টনারয়ণ একই ব্যক্তি বলিয়া মনে হয় না। বেণীসংহারপ্রণেতার কাল—নবম শতাব্দী। তদ্দত্ত তাম্রশাসনের কাল ৮৪০ খ্রীষ্টাব্দ। (MacDonell সাহেবের সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস ৩৬৬ পৃঃ ১৯১৩ সং)। ভট্ট-নারায়ণের ব্যাখ্যার পরে ভর্ত্তৃহরি ব্যাখ্যা প্রণয়ন করেন। অতএব শ্রীকণ্ঠাচার্য্য চতুর্থ হইতে পঞ্চম শতাব্দীর প্রথম ভাগে বর্ত্তমান ছিলেন বলিয়া প্রতিভাত হয় এবং আচার্য্য শঙ্কর শ্রীকণ্ঠাচার্য্যেরও পূর্ব্ববর্ত্তী। (১৬০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

আচার্য্য ভর্ত্তৃহরি অদ্বৈতবাদের আচার্য্য কিনা তদ্বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হয়। বৈরাগ্যশতকে তিনি শিবভক্ত বলিয়া আপন পরিচয় দিয়াছেন। তিনি মৃগেন্দ্রসংহিতার ব্যাখ্যাকল্পে অদ্বৈতমত খণ্ডন করিয়াছেন। ইহা দেখিলে মনে হয় তিনি বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী। কিন্তু পূর্ব্বাপর সকল বিষয় আলোচনা করিলে প্রতীত হয় তিনি অদ্বৈতবাদী। এই সম্বন্ধে প্রথম হেতু এই যে, যামুনাচার্য্য (দশম শতাব্দীতে) ভর্ত্তৃহরিকে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবাদী বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। শৈবাচার্য্যগণ সবিশেষ ব্রহ্মবাদী। আচার্য্য শ্রীকণ্ঠ সবিশেষ ও সগুণ ব্রহ্মবাদ অঙ্গীকার করেন। অতএব ভর্ত্তৃহরি

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী নহেন। দ্বিতীয় হেতু বৈরাগ্যশতকে "কদা শম্ভো! ভবিষ্যামি কর্ম্মনির্মূলনক্ষমঃ" প্রভৃতি কথা প্রপঞ্চিত করায় তাঁহাকে শঙ্করমতানুবর্ত্তী বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়। আচার্য্য শ্রীকণ্ঠ প্রভৃতি কর্ম্ম ও জ্ঞানের সমুচ্চয়বাদী। শ্রীকণ্ঠ ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে লিখিয়াছেন—"অতঃ কর্ম্মণাং ব্রহ্মবোধসাধনানাং বিচারস্যানন্তরং ব্রহ্মবোধকশাস্ত্রারম্ভঃ সমুচিতঃ।" (শ্রীকণ্ঠভাষ্য ৪৩ পৃষ্ঠা)। শ্রীকণ্ঠ ও ভর্তৃহরির মত সম্পূর্ণ পৃথক্। অতএব ভর্তৃহরি বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী নহেন। ভর্তৃহরি মৃগেন্দ্রসংহিতার ব্যাখ্যাকল্পে শঙ্করমত নিরসন করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে বিশিষ্ট শিবাদ্বৈতবাদী বলাও সঙ্গত নহে। * কারণ পরবর্ত্তী কালে অপ্পয়দীক্ষিত (১৫৫০-১৬২২) অদ্বৈতাচার্য্য হইয়াও শ্রীকণ্ঠাচার্য্যের ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যের উপর "শিবার্কমণি-দীপিকা" নামক ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন, এবং শঙ্করমত নিরসনও করিয়াছেন। সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র ব্যক্তিগণের পক্ষে এইরূপ মনীষা স্বভাবসিদ্ধ। তাঁহারা বিরুদ্ধ ও বিপরীত মতের প্রসঙ্গে যুক্তি ও তর্ক উত্থাপন করিতে পারেন। বাচস্পতিমিশ্রও সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র। তিনি ষড়্‌দর্শনের টীকাকার। যখন যে দর্শনের বিষয় লিখিয়াছেন তৎপক্ষেরই

---

* [ইৎসিং কথিত ভর্তৃহরির মতপরিবর্ত্তনের কথা শুনিলে তাঁহাকে কোন্ বাদী বলিয়া নির্ণয় করা কি কঠিন নহে? তাহার পর ভর্তৃহরি একজন কি বহু ছিলেন তাহারও সন্দেহ কি হয় না? শ্রীকণ্ঠও যে একাধিক তাহাও বুঝা যায়। ভট্টনারায়ণও একাধিক। তাহার পর মৃগেন্দ্রসংহিতার ভাষ্যকার শ্রীকণ্ঠ ও বেদান্তভাষ্যকার শ্রীকণ্ঠ একব্যক্তি কিনা সন্দেহ। মৃগেন্দ্রসংহিতা স্বামীজী স্বয়ং দেখেন নাই বুঝা যাইতেছে, আমরাও দেখি নাই। এ ক্ষেত্রে শ্রীকণ্ঠভাষ্য সাহায্যে শঙ্করকে সপ্তম শতাব্দীর পূর্ব্বে স্থাপন করা যায় না। তবে বাক্যপদীয়কার ব্রহ্মবাদী ভর্তৃহরি ও ইৎসিঙের বর্ণিত ভর্তৃহরি অভিন্ন। ইঁহার বাক্য কুমারিল উদ্ধার করিয়াছেন (২২৬ পৃঃ টীকা দ্রষ্টব্য) সেই কুমারিলকে শঙ্কর কটাক্ষ করায় শঙ্কর এই সপ্তম শতাব্দীর ভর্তৃহরির পূর্ব্বে কোন মতেই যাইতে পারেন না। সং]

যুক্তিতর্ক উত্থাপন করিয়াছেন। ভর্তৃহরি অদ্বৈতবাদী হইয়াও সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র। ভর্তৃহরি কবি, বৈয়াকরণ ও দার্শনিক। তিনি সর্ব্বতোমুখী প্রতিভাবলে অদ্বৈতবাদী হইয়াও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রপঞ্চিত করিয়াছেন। অদ্বৈতবাদসম্বন্ধে তিনি কোনও প্রামাণিক গ্রন্থ রচনা করেন নাই। কিন্তু বৈরাগ্যশতকে অদ্বৈতবাদের ছায়া সুস্পষ্ট। এই সকল হেতুতে ভর্তৃহরিকে অদ্বৈতবাদী আচার্য্য বলিয়া গ্রহণ করাই সঙ্গত। *

শৈবাচার্য্যগণের মধ্যে ভোজরাজের কাল নির্ণয় করা যাইতে পারে। মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয় রাজতরঙ্গিণী ও ভোজপ্রবন্ধাদি আলোচনা করিয়া ভোজরাজের রাজ্যকাল ৯৩২-৯৮৩ শকাব্দ নির্ণয় করিয়াছেন। তিনি কাব্যপ্রকাশের ভূমিকায় ১৩ পৃষ্ঠায় ভোজরাজের কাল নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মহামহোপাধ্যায় দুর্গাপ্রসাদ প্রাচীন লেখমালায় অঙ্কিত ১০৩৮ বিক্রমাব্দীয় বা ৯৪৩ শকাব্দীয় দানপত্র ভোজরাজের বলিয়া প্রমাণিত করিয়াছেন। ভট্টশ্রী বামনাচার্য্যও কাব্যপ্রকাশের ভূমিকায় (৫ পৃষ্ঠা ২০ পংক্তি) ৯১৮-৯৭৩ শকাব্দ ভোজরাজের রাজ্যকাল বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন। ভোজরাজ ধারা নগরীর অধীশ্বর ছিলেন। তাঁহার সভায় দামোদর মিশ্র সভাপণ্ডিত ছিলেন। দামোদর মিশ্র হনুমৎ-নাটক রচনা করেন। ভোজরাজ রামায়ণ-চম্পুনামক একখানি চম্পু রচনা করেন। ভোজরাজ খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে একাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ছিলেন। মিহির ভোজের সময় বৈদান্তিক ভাস্করাচার্য্য

* [এতদ্দ্বারা স্বামীজীর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াই দুইজন ভর্তৃহরি কল্পনা করিতেও পারা যায়। একজন মুগ্ধবোধসংহিতা-সংক্রান্ত অপর একজন বাক্যপদীয়কার। কিছুদিন পূর্ব্বে বাচস্পতিমিশ্র সম্বন্ধে এরূপ অসামঞ্জস্য দেখিয়া অনুসন্ধান করিতে করিতে ক্রমে দুইজন বাচস্পতিই সিদ্ধ হয়। ইহা প্রত্নতত্ত্ব-বিদ্‌গণের অবিদিত নাই। সং]

বিদ্যাপতি নামে ভূষিত হইয়াছিলেন। * ভোজরাজ শৈবমতের আচার্য্য ছিলেন। কারণ, সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে ভোজরাজের বাক্য প্রামাণিকরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। † জ্যোতিষী ভাস্করাচার্য্য বৈদান্তিক ভট্টভাস্করের অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষ। ইহাও ডাক্তার ভাউদাজীর আবিষ্কৃত তাম্রপট্ট হইতে জানিতে পারা যায়। জ্যোতিষী ভাস্করাচার্য্য সিদ্ধান্তশিরোমণি গ্রন্থের গোলাধ্যায়োপান্তে নিজের জন্মকাল প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার জন্মকাল ১০৩৬ শকাব্দ। § এতদনুসারে ভোজরাজের কাল নিঃসন্দেহে খ্রীষ্ট দশম শতাব্দী হইতে একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ গ্রহণ করা যাইতে পারে। শ্রীকণ্ঠাচার্য্যের কাল হইতে ভোজরাজের কাল পর্য্যন্ত শৈবাচার্য্যগণের দার্শনিক চিন্তার প্রসার সুব্যক্ত। শৈবাচার্য্যগণ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী। রামানুজাচার্য্যপ্রভৃতি যেমন বিষ্ণুপর ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, আচার্য্য শ্রীকণ্ঠ প্রভৃতি শৈবাচার্য্যগণ সেইরূপ শিবপর ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অনেকাংশেই মতের সাদৃশ্য বর্ত্তমান। শ্রীকণ্ঠাচার্য্যের ভাষ্যের উপরে অপ্পয় দীক্ষিত (১৫৫০—১৬২২) ষোড়শ হইতে সপ্তদশ শতাব্দীতে টীকা লিখিয়াছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে শ্রীমদ্ অয্য় দীক্ষিত "ব্যাসতাৎপর্য্যনির্ণয়" নামক গ্রন্থে শ্রীকণ্ঠাচার্য্যের নাম ও মতোল্লেখ করিয়াছেন। "ব্যাসতাৎপর্য্যনির্ণয়" শ্রীরঙ্গম

---

* ভাউদাজী মহারাষ্ট্রদেশে নাসিক ক্ষেত্রের নিকট একখানি তাম্রপট্ট আবিষ্কার করেন তাহাতে এই পদ্যটী দৃষ্ট হয়—

শাণ্ডিল্যবংশে কবিচক্রবর্ত্তী ত্রিবিক্রমোঽভূৎ তনয়োঽস্য জাতঃ।
যো ভোজরাজেন কৃতাভিধানো বিদ্যাপতি ভাস্করভট্টনামা ॥"

† কৃত্যপ্রপঞ্চকং চ প্রপঞ্চিতং ভোজরাজেন—পঞ্চবিধং তৎকৃত্যং সৃষ্টিস্থিতিসংহারতিরোভাবঃ। তদ্বদনুগ্রহকরণং প্রোক্তং সততোদিতস্যাস্য। (সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ, আনন্দাশ্রম সংস্করণ ৬৯ পৃঃ শৈব দর্শন।)

§ রসগুণপূর্ণমহী (১০৩৬) সমশকনৃপসময়েঽভবন্ মমোৎপত্তিঃ, রসগুণ (৩৬) বর্ষেণ ময়া সিদ্ধান্তশিরোমণী রচিতঃ। (গোলাধ্যায় ৫৮ শ্লোক।)

বাণীবিলাস প্রেস হইতে ১৯১০ সনে প্রকাশিত হইয়াছে। সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহকার শৈবমতপ্রসঙ্গে শ্রীকণ্ঠাচার্য্যের নামোল্লেখ করেন নাই। কিন্তু শ্রীকণ্ঠাচার্য্যের ভাষ্যের ব্যাখ্যাকার নারায়ণকণ্ঠের নামোল্লেখ আছে। (সঃ দঃ সং ৭২ পৃষ্ঠা, আনন্দাশ্রম সং)। শ্রীকণ্ঠের অন্য ব্যাখ্যাকার অঘোরশিবাচার্য্য। সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে তাঁহার বাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে। (৭১ পৃষ্ঠা সঃ দঃ সং)। সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে শ্রীকণ্ঠাচার্য্যের নাম না থাকিলেও অঘোরশিবাচার্য্য প্রভৃতির নাম থাকায় তিনি যে বিদ্যারণ্য হইতে অতি প্রাচীন তাহা সহজেই প্রতিপন্ন হয়।

মন্তব্য

যখন শঙ্করমত ভারতের দার্শনিক ক্ষেত্রে আপনার অপ্রতিহত প্রভাব বিস্তার করিতেছিল, যখন জ্ঞানের মহিমা কীর্ত্তিত হইত, তখন শিবভক্তি প্রতিপাদন করিবার জন্য শ্রীকণ্ঠাচার্য্যের আবির্ভাব। শঙ্করের নির্ব্বিশেষ বাদ খণ্ডন করিয়া সবিশেষ সগুণ ব্রহ্মবাদ স্থাপনমানসে শ্রীকণ্ঠের চেষ্টা সুব্যক্ত। শঙ্কর পূর্ব্বমীমাংসা ও ব্রহ্মমীমাংসাকে পৃথক্ শাস্ত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছেন। শঙ্করের মতে ধর্ম মীমাংসার পূর্ব্বেই ব্রহ্মজ্ঞান সম্ভব। আচার্য্য শ্রীকণ্ঠ এই মত খণ্ডন করিয়া পূর্ব্ব ও ব্রহ্মমীমাংসাকে এক শাস্ত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছেন। শঙ্করের মতে ব্রহ্মমীমাংসারূপ বেদান্তবাক্যে বিধির অনুপ্রবেশ নাই। শ্রীকণ্ঠের মতে বেদান্তবাক্যের ব্রহ্মপ্রমাণকত্ব ও মুক্তির উপকারকরূপে বিধায়কত্ব আছে। শঙ্করের মতে জ্ঞানে মুক্তি, শ্রীকণ্ঠের মতে উপাসনায় মুক্তি। উপাসনারূপ জ্ঞানেই মুক্তি। শঙ্করের মতে ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ ও নিষ্ক্রিয়। শ্রীকণ্ঠের মতে ব্রহ্ম সবিশেষ ও সক্রিয়। ভক্তিবাদ স্থাপনজন্যই শ্রীকণ্ঠের আবির্ভাব। শঙ্করমতের প্রাবল্যের সময় ভক্তিবাদের প্রাধান্যস্থাপনজন্যই শ্রীকণ্ঠের আবির্ভাব।

শ্রীশ্রীকণ্ঠাচার্য্য

(জীবন)

শ্রীকণ্ঠাচার্য্যের জীবন সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় না। তবে তিনি যে মাহাযোগী ছিলেন তাহা অপ্পয় দীক্ষিতের শিবার্কমণি-দীপিকার মঙ্গলাচরণশ্লোক হইতে প্রতিভাত হয়। তিনি লিখিতেছেন—

"মহাপাশুপতজ্ঞানসম্প্রদায়প্রবর্ত্তকান্।
অংশাবতারনীশস্য যোগাচার্য্যানুপাস্মহে॥"

এতদ্দৃষ্টে মনে হয় আচার্য্য শ্রীকণ্ঠকেও শিবের অংশাবতাররূপে গ্রহণ করা হইত। যে স্থলে মনীষা সেই স্থলেই অবতার বলিয়া গ্রহণ ভারতের সনাতন রীতি। বাস্তবিক শ্রীকণ্ঠাচার্য্য শৈবভাষ্যে যেরূপ অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে অবতার বলিয়া গ্রহণ করা কতকটা স্বাভাবিক। আচার্য্য শ্রীকণ্ঠের নানা বিদ্যায় পারদর্শিতা ভাষ্য দেখিলেই প্রতীয়মান হয়। তিনি যোগী ছিলেন তাহাও পরিস্ফুট। আচার্য্য অপ্পয় দীক্ষিতের মতে শ্রীকণ্ঠাচার্য্য দহর বিদ্যার উপাসক ছিলেন। শ্রীকণ্ঠ ভাষ্যপ্রারম্ভে অভীষ্টদেবের নমস্কারচ্ছলে লিখিয়াছেন—

ওঁ নমোঽহংপদার্থায় লোকানাং সিদ্ধিহেতবে।
সচ্চিদানন্দরূপায় শিবায় পরমাত্মনে॥"

এই নমস্কার শ্লোকের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে অপ্পয় দীক্ষিতেন্দ্র শ্রীকণ্ঠকে দহর উপাসকরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। * আচার্য্য শ্রীকণ্ঠও

* "দহরবিদ্যানিষ্ঠোঽয়মাচার্য্যঃ। অতএব তস্যাং রূপসমর্থকং 'ঋতং সত্যং পরং ব্রহ্মেতি' মন্ত্রমিহ ভাষ্যে পুনঃ পুনরাদরাতিশয়াদ্ ব্যাখ্যা'স্যতি। কামাদ্যভি-করণে চ স্বয়ং দহরবিদ্যাপ্রিয়ত্বাৎ সর্ব্বাসু পরাবিদ্যাসু দহরবিদ্যোৎকৃষ্টিং বক্ষ্যতি।" (শিবার্কমণিদীপিকা—শ্রীকণ্ঠভাষ্য ২য় পৃ। কুম্ভঘোণ সং)

সাম্প্রদায়িকক্রমে বিদ্যালাভ করিয়াছিলেন। তিনি ভাষ্যের প্রারম্ভে শৈবসম্প্রদায়ের প্রথম আচার্য্য শ্বেতাচার্য্যকে নমস্কার করিয়া স্বীয় সাম্প্রদায়িকত্ব প্রকটিত করিয়াছেন।✢ শ্রীকণ্ঠ ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য ও মৃগেন্দ্রসংহিতার বৃত্তি প্রণয়ন করেন। স্বীয় ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য সম্বন্ধে তিনি নিজে যাহা বলিয়াছেন তাহা নিতান্ত সত্য। তিনি স্বীয় ভাষ্য সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"মধুরো ভাষ্যসন্দর্ভো মহার্থো নাতি বিস্তরঃ।" (৬ষ্ঠ শ্লোক)

বাস্তবিকই এই ভাষ্য মধুর, প্রাঞ্জল ও অনতিবিস্তৃত। শ্রীকণ্ঠের জন্মস্থান সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না, তবে অনুমিত হয় তিনি দাক্ষিণাত্য অলংকৃত করিয়াছিলেন। তাঁহার অবস্থিতিকাল চতুর্থ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে পঞ্চম শতাব্দীর প্রথম ভাগ বলিয়া অনুমিত হয়। আচার্য্যের শিবভক্তি যে অসাধারণ তাহা তদ্‌গ্রন্থের সর্ব্বত্র সুব্যক্ত। অসাধারণ মনীষায়, ভক্তির দৃঢ়তায়, যোগৈশ্বর্য্যে তিনি ভারতের এক উজ্জ্বল রত্ন। শ্রীকণ্ঠভাষ্যের সম্পাদক হালাস্যনাথ শাস্ত্রী মহোদয় শ্রীকণ্ঠাচার্য্যকে শঙ্করাচার্য্য হইতে প্রাচীন বলিয়াছেন। তিনি স্বীয় "সূত্রার্থচন্দ্রিকার" মঙ্গলাচরণে শ্রীকণ্ঠকে শঙ্কর, রামানুজ ও মধ্বাচার্য্য হইতে প্রাচীন বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন।* আমাদের মনে হয় শ্রীকণ্ঠ, রামানুজ ও

✢ "নমঃ শ্বেতাভিধানায় নানাগমবিধায়িনে।
কৈবল্যকল্পতরবে কল্যাণগুরবে নমঃ॥"

(শ্রীকণ্ঠভাষ্য ৪র্থ শ্লোক।)

এই শ্লোকের ব্যাখ্যাকল্পে অপ্পয়দীক্ষিত লিখিয়াছেন—"অনেন শ্লোকেন শৈবশাস্ত্রপ্রচারণার্থশিবাবতাররূপাণামষ্টাবিংশতের্যোগাচার্য্যাণামাদ্যস্য শ্বেতাচার্য্যাস্যাপি নমস্কারঃ ক্রিয়তে।"

(শ্রীকণ্ঠভাষ্য শিবার্কমণিদীপিকা ৬ পৃষ্ঠা)

* ব্যাসপ্যেষাং প্রাক্তনস্য শ্রীমচ্ছ্রীকণ্ঠযোগিনঃ।
মতমাশ্রিত্য সূত্রার্থবর্ণনং যুক্তমাদিতঃ॥ (ভাষ্য ৯৯ পৃঃ)

মধ্ব হইতে প্রাচীন, কিন্তু শঙ্করেরও পরবর্ত্তী। শ্রীকণ্ঠ অনেক স্থলেই শাঙ্করমতের প্রতি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত করিয়াছেন। পূর্ব্ব-মীমাংসা ও ব্রহ্মমীমাংসাকে শ্রীকণ্ঠ এক শাস্ত্র বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু শঙ্করের মতে পৃথক্। এ সম্বন্ধে আমরা ভূমিকায় আলোচনা করিয়াছি। শঙ্কর নির্ব্বিশেষব্রহ্মবাদী, শ্রীকণ্ঠ নির্ব্বিশেষব্রহ্মবাদের উপর কটাক্ষ করিয়াছেন। প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদের দ্বিতীয় সূত্রের ভাষ্যে শ্রীকণ্ঠ লিখিতেছেন—

"চিদচিৎপ্রপঞ্চরূপশক্তিবিশিষ্টত্বং স্বাভাবিকমেব ব্রহ্মণঃ, কদাচিদপি ন নির্ব্বিশেষত্বমিত্যনেন সিদ্ধম্"। (ভাষ্য—১২৪ পৃষ্ঠা)

এস্থলে শঙ্করমতের উপর কটাক্ষ পরিস্ফুট। প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদের তৃতীয় সূত্রের ভাষ্যে শঙ্করমত উদ্ধৃত করিয়াছেন—

"অনেন সূত্রেণ পূর্ব্বাধিকরণপ্রতিপাদিতজগৎকারণত্বসিদ্ধ্যুপযোগি সর্ব্বজ্ঞত্বং ব্রহ্মণঃ শাস্ত্রাণাং বেদানাং যোনিত্বাৎ কারণত্বাৎ সিধ্যতি ইত্যপি প্রতিপাদ্যতে ইতি কেচিদাহুঃ। (ভাষ্য ১৫২ পৃষ্ঠা)

এস্থলে শঙ্করের মত সুপরিস্ফুট। শঙ্কর তৃতীয় সূত্রে অবতরণ-ভাষ্যে বা পূরণভাষ্যে লিখিয়াছেন—

"জগৎকারণত্বপ্রদর্শনেন সর্ব্বজ্ঞং ব্রহ্মেত্যুপক্ষিপ্তং, তদেব দ্রঢ়য়ন্ আহ—" (আচার্য্য শ্রীশঙ্করের ভাষ্য দ্বিতীয় সূত্র দ্রষ্টব্য)।

শ্রীকণ্ঠ যে এস্থলে শঙ্করের মতের অনুবাদ করিয়াছেন তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোনও হেতু নাই। শঙ্কর তৃতীয় সূত্রের ভাষ্যে লিখিয়াছেন—

"যদ্ যদ্ বিস্তারার্থং শাস্ত্রং যস্মাৎ পুরুষবিশেষাৎ সম্ভবতি, যথা ব্যাকরণাদি পাণিন্যাদের্জ্ঞেয়ৈকদেশার্থমপি স ততোঽপ্যধিকতর-বিজ্ঞান ইতি প্রসিদ্ধং লোকে।"

শ্রীকণ্ঠও এস্থলে শঙ্করের অনুবাদ করিয়াছেন। তিনি স্বীয় ভাষ্যে লিখিতেছেন—

"তৎকর্ত্তুরীশ্বরস্যাধিকং জ্ঞানমস্তি। ব্যাকরণাদেরধিকার্থবিদাং

হি পাণিনিপ্রভৃতীনাং তৎপ্রণেতৃত্বং দৃশ্যতে।" (ভাষ্য ১৫৮—১৫৯ পৃষ্ঠা)।

এই সকল প্রমাণে শ্রীকণ্ঠ শঙ্করের পরবর্ত্তী ইহা নিঃসংশয়ে গ্রহণ করিতে পারি, এবং শঙ্করের কাল পঞ্চম শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী তদ্বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। আমরা যে কাল অর্থাৎ খ্রীঃ পূঃ প্রথম শতাব্দী নির্ণয় করিয়াছি তাহাও সঙ্গত হয়। ইউরোপীয় ও দেশীয় ঐতিহাসিকগণ সকল গ্রন্থ পর্য্যালোচনা না করায় শঙ্করের কাল সম্বন্ধে ভ্রমাত্মক ধারণা পোষণ করিয়াছেন। শ্রীকণ্ঠ যে শঙ্করের পরবর্ত্তী তাহা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইল এবং ভর্তৃহরির কালের হিসাবে শ্রীকণ্ঠের কাল চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দী নির্দ্দেশও সুসঙ্গত হইয়াছে।

গ্রন্থের বিবরণ

ব্রহ্মসূত্র ভাষ্য—শ্রীকণ্ঠের ভাষ্যই শৈব ভাষ্য। তিনি নিজেই বলিয়াছেন—"আর্য্যাণাং শিবনিষ্ঠানাং ভাষ্যমেতন্মহানিধিঃ।" এই ভাষ্য ১৯০৮ খ্রীঃ ভারতী মন্দির সিরিজে কুম্ভকোণ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। পণ্ডিতবর হালাস্যনাথ শাস্ত্রী ইহার সম্পাদক। এই ভাষ্য নির্ণয়সাগর প্রেসে মুদ্রিত। কেবল এক খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। এই খণ্ডে প্রথম অধ্যায় পর্য্যন্ত ছাপা হইয়াছে। দ্বিতীয় খণ্ডে সম্পূর্ণ হইবার বিষয় ভূমিকায় সম্পাদক লিখিয়াছিলেন, বোধ হয় অদ্যাপি সম্পূর্ণ গ্রন্থ প্রকাশিত হয় নাই। ভাষ্যের উপর অপ্পয় দীক্ষিত শিবার্কমণিদীপিকা নামক ব্যাখ্যা প্রণয়ন করিয়াছেন। অপ্পয় দীক্ষিতের সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্রতা এই ব্যাখ্যায় প্রকট। অসাধারণ পাণ্ডিত্যে পূর্ণ এই ব্যাখ্যা প্রকাশ করিয়া হালাস্যনাথ শাস্ত্রী মহোদয় সুধীগণের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। অপ্পয় দীক্ষিত শ্রীকণ্ঠমতে নয়মালিকানামক প্রকরণ পদ্যে লিখিয়াছেন, তাহাও এতৎসঙ্গে গ্রথিত আছে। শিবার্কমণিদীপিকা ও

নয়মালিকায় অনেক স্থলে পাঠোদ্ধার হয় নাই। প্রাচীন লিখিত গ্রন্থ হইতে পাঠোদ্ধার করিতে অপারগ হইয়া সম্পাদক মহাশয় তত্তৎস্থানে শূন্য রাখিয়াছেন। শিবার্কমণিদীপিকার তত্তৎস্থল বাদ দিলেও অপ্পয় দীক্ষিতের পূর্ণ প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। এরূপ সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্রতা এক ভারতেই সম্ভব। নিজে অদ্বৈতবাদী হইয়াও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের যেরূপ অপূর্ব্ব গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা পরিস্ফুট। অপ্পয় দীক্ষিত একাধারে দার্শনিক, বৈয়াকরণ ও আলঙ্কারিক। এরূপ সর্ব্বতো-মুখী প্রতিভা সচরাচর পরিদৃষ্ট হয় না।

অপ্পয় দীক্ষিত শিবার্কমণিদীপিকায় লিখিয়াছেন, যে চিন্ন বোম্ম নৃপতির আদেশে তিনি শিবার্কমণিদীপিকা প্রণয়ন করেন। চিন্ন বোম্ম বিজয়নগরের রাজা চিন্নটিম্ম হইতে পারেন। যাদবাভ্যুদয়ের ইংরাজী ভাষায় লিখিত ভূমিকায় এম. ভি. গোপালচারি মহোদয় চিন্নবোম্ম ও চিন্নটিম্মকে অভিন্ন বলিয়া গ্রহণ করিতে সমুৎসুক।* চিন্ন টিম্ম ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে অধিরোহণ করেন এবং ১৫৮৬ খ্রীষ্টাব্দে বেঙ্কটপতি বিজয়নগরের অধীশ্বর হয়েন। চিন্নবোম্ম ও চিন্নটিম্ম অভিন্ন হইলে ১৫৭৫—১৫৮৬ খ্রীঃ মধ্যে অপ্পয় দীক্ষিত শিবার্কমণিদীপিকা প্রণয়ন করেন। খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে শিবার্কমণিদীপিকা বিরচিত হইয়াছে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। ৫ম-৬ষ্ঠ শতাব্দীতে শ্রীকণ্ঠের অভ্যুদয়, এবং ষোড়শ শতাব্দীতে অপ্পয় দীক্ষিতের অবস্থিতি। এই দীর্ঘ সহস্র বৎসর কাল শ্রীকণ্ঠের ভাষ্যের কোনও টীকা প্রণীত হইয়াছে কিনা তাহা বলিতে পারা যায় না। অন্ততঃ এরূপ কোনও টীকা অদ্যাবধি প্রকাশিত হয় নাই।

---

* যাদবাভ্যুদয় শ্রীবাণীবিলাস সংস্করণ ২য় ভাগ Introduction. P. x. "We would humbly suggest that Chinna Bomma may be identical with Chinna Timma.

শ্রীকণ্ঠভাষ্যের সম্পাদক হালাস্যনাথ শাস্ত্রী মহাশয় তৎকৃত সংস্করণে সূত্রার্থচন্দ্রিকায় শঙ্কর, রামানুজ, মধ্ব ও শ্রীকণ্ঠের মতবাদের সারাংশ প্রদান করিয়া মতের পার্থক্য দেখাইয়াছেন। ইহাতে গ্রন্থখানি অতি উপাদেয় হইয়াছে। বোধ হয় অর্থাভাবে সম্পাদক মহাশয় গ্রন্থখানি সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত করিতে পারেন নাই। ইহা আমাদের দুর্ভাগ্যের কথা। [গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছে। সং]

মৃগেন্দ্রসংহিতার ভাষ্য—এই ভাষ্য প্রকাশিত হইয়াছে কিনা বলিতে পারি না। শ্রীকণ্ঠের ভাষ্যের উপর নারায়ণকণ্ঠ বা ভট্টনারায়ণ বৃত্তি প্রণয়ন করেন, ভর্তৃহরিরও ব্যাখ্যা আছে। অঘোর শিবাচার্য্যও টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন। বিদ্যারণ্য (১৩শ-১৪শ শতাব্দী) সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে নারায়ণকণ্ঠ ও অঘোর শিবাচার্য্যের ব্যাখ্যার বিষয় লিখিয়াছেন। অপ্যয় দীক্ষিত (১৮শ শতাব্দীর প্রথমভাগ) ব্যাসতাৎপর্য্যনির্ণয়ে বৃত্তি ও ব্যাখ্যাকারগণের উল্লেখ করিয়াছেন।

শ্রীকণ্ঠাচার্য্য (মতবাদ)

আচার্য্য শঙ্করের মতে শিবই পরম ব্রহ্ম। শিবের উপাসনায় মুক্তি। ব্রহ্মজ্ঞান বেদান্তশাস্ত্রগম্য। শ্রুতির অনুকূল তর্কও ব্রহ্মজ্ঞানের সহায়। ব্রহ্মজ্ঞানে নিত্য নিরতিশয় সুখপ্রাপ্তি হয় ও দুঃখের অত্যন্ত সমুচ্ছেদ হয়। অতএব ব্রহ্মজ্ঞানই পরম পুরুষার্থ।

ব্রহ্মবিচারে অধিকারী—আচার্য্যের মতে পূর্ব্বে বেদাধ্যয়ন, বেদাধ্যয়নের পরে ধর্ম্মবিচার। ধর্ম্মবিচার না করিলে সিদ্ধি অসম্ভব। ব্রহ্ম আরাধ্য, ধর্ম্ম আরাধনা। ধর্ম্ম ও ব্রহ্মের আরাধনারাধ্য সম্বন্ধ। ধর্ম্মবিচারের পরেই ব্রহ্মবিচার। সাধন বিনা সাধ্যনিষ্পত্তি হইতে পারে না। ফলাভিসন্ধিবর্জ্জিত হইয়া কর্ম্ম করিলে পাপ বিদূরিত হয়। পাপ বিদূরিত হইলে চিত্তশুদ্ধি সম্পাদিত হয়। তাহারই ফলে বোধ জন্মে। অতএব কর্ম্ম জ্ঞানের হেতু। আচার্যের সিদ্ধান্ত এই—

"অতো যাবদুৎপত্ততে জ্ঞানং তাবদনুষ্ঠেয়ানি কর্ম্মাণি।

ব্রহ্মবোধের সাধনরূপ কর্ম্মবিচারের পরেই ব্রহ্মবোধক শাস্ত্রারম্ভ সমুচিত। যথা—

"অতঃ কর্ম্মণাং ব্রহ্মবোধসাধনানাং বিচারস্য অনন্তরং ব্রহ্মবোধক-শাস্ত্রারম্ভঃ সমুচিতঃ।

আচার্য্যের মতে কর্ম্ম ও জ্ঞানের ফল এক, উভয়েরই ফল মুক্তি। তাঁহার মতে নিষ্কাম কর্ম্মযোগের বলে চিত্তশুদ্ধি হইবে। শমদমাদির অনুষ্ঠানে শিবভক্তির উদয় হইবে। শিবভক্তিভাবিত চিত্ত মুক্তির জন্য শ্রুতিবাক্যসন্দর্ভের প্রতিপাদ্য পরম ব্রহ্মকে জানিয়া উপাসনা করিবে। আচার্য্য বলিয়াছেন—

"অতো নিষ্কামনিজধর্ম্মোপেতো নিষিদ্ধকাম্যকর্ম্মরহিতো যথাশ্রুতিস্মৃতিচোদিতকর্ম্মানুষ্ঠানসম্পন্নচিত্তশুদ্ধিশমাদ্যনুগৃহীতপরম-শিবভক্তিভাবিত এব মুমুক্ষুঃ শ্রুতিসারেভ্যঃ শিবাভিধেয়ং পরং ব্রহ্ম বিদিত্বা তদুপাসীতেতি জ্ঞানোপাসনাবিধিরুপপন্নঃ।"

আচার্য্যের মতে জ্ঞান ও কর্ম্মের সমুচ্চয়ে মুক্তি। এ বিষয়টী শঙ্করের মতের সম্পূর্ণ বিপরীত। রামানুজের মতের সহিত ইহার সাম্য বিদ্যমান। রামানুজাচার্য্য জ্ঞান ও কর্ম্মের সমুচ্চয়বাদী এবং কর্ম্মমীমাংসা ও ব্রহ্মমীমাংসাকে এক শাস্ত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছেন। শঙ্করের মতে কর্ম্ম গৌণরূপে পরম্পরাক্রমে জ্ঞানের সাধন। নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠানে চিত্তশুদ্ধির ফলে জ্ঞাননিষ্ঠাচারে মুক্তি হয়। এ স্থলে শঙ্করমত নিরসন করিয়া জ্ঞানকর্ম্মসমুচ্চয়স্থাপনই আচার্য্য শ্রীকণ্ঠের বিশেষত্ব। অবশ্যই শঙ্করের সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয়; কারণ, জ্ঞান বস্তুতন্ত্র, কিন্তু কর্ম্ম পুরুষের ব্যাপারতন্ত্র।

বিষয়—আচার্য্যের মতে ব্রহ্ম বিষয়। ব্রহ্মবিচারই পুরুষার্থ। কেহ আশঙ্কা করিতে পারেন—ব্রহ্মবিচারযোগ্য নহেন। কারণ তৎসম্বন্ধে কোনও রূপ সন্দেহ নাই। শ্রুতিই বলিয়াছেন—"অয়মাত্মা ব্রহ্ম।" প্রত্যক্ষসিদ্ধ আত্মাই ব্রহ্ম। অতএব সন্দেহের

অবকাশ নাই। আরও বিচারের ফল তদ্বিষয়ক জ্ঞান। জ্ঞানটী জ্ঞেয়-পরিচ্ছিন্ন। বেদান্তবিচারজন্য জ্ঞান ব্রহ্মকে পরিচ্ছিন্ন করে কি না?—যদি পরিচ্ছিন্ন করে তাহা হইলে ব্রহ্ম পরিচ্ছিন্ন হন। পরিচ্ছিন্ন না করিলে ব্রহ্ম যথাবৎ প্রকাশিত হইতে পারেন না। আরও ব্রহ্মবিচারের কোনও প্রয়োজনীয়তা নাই। যদি বল—মুক্তিই প্রয়োজন। তদুত্তরে বলিব—অনাদিসিদ্ধ সংসারের বিলয় অসম্ভব। এইসকল আশঙ্কার উত্তরে আচার্য্য শ্রীকণ্ঠ বলিয়াছেন—ব্রহ্মবিচার আবশ্যক। কারণ, ব্রহ্মসম্বন্ধে জ্ঞান সন্দিগ্ধ। অতএব ব্রহ্ম বিচারের বিষয়। আত্মা সংসারী, ব্রহ্ম অসংসারী। উভয় কি প্রকারে এক হইতে পারে? পরস্পরবিলক্ষণ বস্তু এক হইতে পারে না। অতএব সংশয়ের স্থল আছে। বিশেষতঃ শ্রুতিতে "অন্নং ব্রহ্ম" "প্রাণো ব্রহ্ম" "মনো ব্রহ্ম" "বিজ্ঞানং ব্রহ্ম" "আদিত্যো ব্রহ্ম" "নারায়ণপরং ব্রহ্ম" প্রভৃতি বহু সন্দেহের স্থল বিদ্যমান। অতএব ব্রহ্ম বিচারের বিষয়।

এ সম্বন্ধেও শঙ্করের সহিত শ্রীকণ্ঠের মতের পার্থক্য আছে। শঙ্কর আত্মবিচারের ব্যবস্থা দিয়াছেন। আত্মাসম্বন্ধেই লোকের জ্ঞান সন্দিগ্ধ। আত্মাই অহংপ্রত্যয়গম্য বলিয়া বিষয়। শঙ্কর তাই বলিয়াছেন—নৈকান্তেনাবিষয়ম্। কিন্তু ব্রহ্ম বা নিরুপাধিক আত্মা জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইতে পারে না। আত্মা বা ব্রহ্মই জ্ঞানস্বরূপ। ব্রহ্ম জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইলে পরিচ্ছিন্ন হন। পরিচ্ছিন্ন হইলেই মূর্ত্ত, মূর্ত্ত হইলেই অনিত্য। দৃশ্য বস্তু জড়। জড়ের বিকার অবশ্যম্ভাবী। শ্রীকণ্ঠের মতে ব্রহ্ম জ্ঞানের বিষয়। উপাসনার ফলে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হয়। শঙ্করের মতে আত্মা নিত্যমুক্ত। আত্মা নিয়তই ব্রহ্ম। ভেদ কেবল ঔপাধিক। পারমার্থিক ভেদ নাই। শ্রীকণ্ঠের মতে ব্রহ্ম বিভু, আত্মা অণু, উপাসনায় জীবাত্মা ব্রহ্মের সমান গুণ লাভ করে। এস্থলেও শ্রীকণ্ঠের সহিত রামানুজের সাদৃশ্য বর্ত্তমান। তবে শ্রীকণ্ঠের মতে শিবই পরম ব্রহ্ম, রামানুজের মতে বিষ্ণুই পরম ব্রহ্ম। এই মাত্র পার্থক্য।

সম্বন্ধ—উপনিষদ্‌বাক্যবলেই ব্রহ্মজ্ঞান সম্ভব, এজন্য ব্রহ্ম প্রতিপাদ্য, উপনিষদ্‌বাক্য প্রতিপাদক। অতএব প্রতিপাদ্য-প্রতিপাদকই সম্বন্ধ। আচার্য্য বলিতেছেন—

"ততঃ সকলচিদচিদ্‌প্রপঞ্চাকারপরমশক্তিবিশিষ্টাদ্বিতীয়বৈভবস্য সকলনিগমসারসমরস্তনিধানস্য ভবশিবশর্ব্বপশুপতিপরমেশ্বরমহাদেব-রুদ্রশম্ভুপ্রভৃতিপর্য্যায়বাচকশব্দসারপ্রকাশিতপরমমহিমবিলাসস্য স্বশেষভূতনিখিলচেতনসমুপাসনানুগুণসমুদিতনিজপ্রসাদসমর্পিত পুরুষার্থস্য পরব্রহ্মণঃ প্রতিপাদকমুপনিষচ্ছাস্ত্রং বিচারণীয়ম্।"

শিবই পরব্রহ্ম। তিনিই চিদচিৎপ্রপঞ্চকারে পরিণত। তিনিই অনুগ্রহ করিয়া জীবকে পুরুষার্থ প্রদান করেন। তাঁহার অনুগ্রহেই জীব তাঁহার সমানগুণতা প্রাপ্ত হয়। তাঁহাকে প্রতিপাদন করাই উপনিষদের তাৎপর্য্য। আচার্য্যের সিদ্ধান্ত এই—

"ততো বেদান্তশাস্ত্রৈকগম্যং তৎপ্রমাণকং ব্রহ্মেতি সিদ্ধম্।"

এস্থলেও শঙ্করের সহিত সামান্য পার্থক্য আছে। শঙ্করের মতে ব্রহ্ম বেদান্তগম্য বটে, কিন্তু বেদান্ত "নেতি নেতি" এই নিষেধমুখেই ব্রহ্মকে প্রতিপাদন করে। শঙ্করের মতে জন্মাদিশ্রুতি ব্রহ্মের উপলক্ষণ, কিন্তু শ্রীকণ্ঠের মতে জন্মাদি শ্রুতি ব্রহ্মের লক্ষণ নির্দেশ করে। শঙ্করের মতে ব্রহ্ম শব্দের অবিষয়। তিনি "অবাঙ্মনসোগোচরম্।" তিনি বাক্য ও মনের অগোচর। শ্রীকণ্ঠের মতে তিনি উপনিষদ্‌বাক্যের গোচর। শঙ্করের মতে বেদাদি শাস্ত্রও অবিদ্যার বিষয় জ্ঞানোৎপত্তিতে বেদের তাৎপর্য্যও থাকে না। শ্রীকণ্ঠের মতে বেদ সর্ব্বার্থাবভাসক। বেদ সর্ব্বত্র মুখ্যতঃ প্রকাশ না করিলেও লক্ষণাবলে, সামান্য ও বিশেষবলে প্রকাশ করে।

প্রয়োজন—আচার্য্য শ্রীকণ্ঠের মতে জীবের পাশবিমোচনই প্রয়োজন। নিত্য নিরতিশয় জ্ঞানানন্দস্বরূপ ঈশ্বরের সমান গুণ প্রাপ্তিরূপ কৈবল্যই প্রয়োজন। ঈশ্বরের প্রসাদেই এই মুক্তি লভ্য।

উপাসনায় প্রীত হইয়া তিনি এই মুক্তি প্রদান করেন। আচার্য্য বলিতেছেন—

"তত্র শ্রবণমননাদিনিশ্চিতস্য ভক্তিজ্ঞানবিশেষাভিমুখস্য পরম-কারুণিকস্য মহাদেশিকস্য সর্ব্বানুগ্রাহকস্য শিবস্য পরব্রহ্মণঃ প্রসাদাতি-শয়েন অস্যাধিকারিণঃ প্রধ্বস্তপাশপটলা প্রত্যক্ষীভূতনিরতিশয়জ্ঞানা-নন্দস্বরূপা তৎসমানগুণসারা কৈবল্যলক্ষ্মীঃ প্রয়োজনং চ ভবতি।"

মুক্তিই প্রয়োজন। প্রয়োজন না থাকিলে কোনও ব্যক্তি কোনও কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় না। জীবের সুখ লক্ষ্য, আনন্দ লক্ষ্য। আনন্দপ্রাপ্তি মুক্তিতে সম্ভব বেদান্তবিচারবলে আনন্দ প্রাপ্তি হয়। অতএব বেদান্তমীমাংসা সপ্রয়োজন।

শঙ্করের মতেও মুক্তি প্রয়োজন। কিন্তু উভয়মতে পার্থক্য আছে। শঙ্করের মতে অবিদ্যার নিবৃত্তিই মুক্তি। অবিদ্যার নিবৃত্তিই প্রয়োজন। শঙ্করের মতে মুক্তি ক্রিয়াসাধ্য নহে। মুক্তি আপ্য, উৎপাদ্য, সংস্কার্য্য বা বিকার্য্য নহে। আত্মা নিত্যমুক্ত। অজ্ঞান বিদূরিত হইলেই আত্মার স্বরূপপরিজ্ঞান হয়, তাহাই মুক্তি। মুক্তি জন্যবস্তু হইলে অনিত্য হইবে। কিন্তু কেহই অনিত্য মুক্তি কামনা করিতে পারে না। দুঃখের নিবৃত্তি ও পরমানন্দপ্রাপ্তিই লক্ষ্য। মুক্তি অনিত্য হইলে দুঃখ অনিবার্য্য। শঙ্করের মতে তাই মুক্তি নিত্যসিদ্ধ। অবিদ্যার অন্তই প্রকৃত মুক্তি। শঙ্কর বলেন জন্যবস্তুই অনিত্য, ঘটপটাদির উৎপত্তি আছে অতএব বিনাশও আছে, ক্ষয়ব্যয়ও আছে। সিদ্ধবস্তুর উৎপত্তিও নাই, অন্যান্য বিকারও নাই। শ্রীকণ্ঠের মতে মুক্তি লভ্য, মুক্তি ক্রিয়াসাধ্য, মুক্তি উপাসনার ফল। শঙ্করের মতে এইরূপ মুক্তি স্বর্গবিশেষ। এই মুক্তি আপেক্ষিক। এস্থলেও রামানুজাচার্য্যের সহিত শ্রীকণ্ঠের মতের কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে; তবে রামানুজ চিরদাস্য স্বীকার করেন। শ্রীকণ্ঠ দাস্য অঙ্গীকার করেন না। তাঁহার মতে মুক্তিতে গুণসাম্য হয়; ঈশ্বরের ন্যায় ঐশ্বর্য্য লাভ হয়। রামানুজের মতে

উপাসনা দ্বারা ঈশ্বরের প্রসাদে মুক্তি লাভ হয় কিন্তু এই ঈশ্বরের ন্যায় ঐশ্বর্য্যের লাভ হয় না। ঈশ্বরপ্রসাদে মুক্তি হয়, এ অংশে শ্রীকণ্ঠের সহিত সৌসাদৃশ্য বর্ত্তমান।

ব্রহ্ম—এই আচার্য্যের মতে ব্রহ্ম সগুণ ও সবিশেষ। তাঁহার অপার মহিমা, তাঁহার অনন্ত শক্তি, ব্রহ্ম নিরতিশয় জ্ঞানানন্দাদি-শক্তিবিশিষ্ট। পাপের কলঙ্ক তাঁহাতে নাই। এই আচার্য্য বলিতেছেন— "নিরস্তসমস্তোপপ্লব-কলঙ্ক-নিরতিশয়-জ্ঞানানন্দাদি-শক্তি-মহিমাতিশয়বত্ত্বংহি ব্রহ্মত্বম্"। ব্রহ্ম সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়, তিরোভাব ও অনুগ্রহের কর্ত্তা; সৃষ্টি প্রভৃতিই ব্রহ্মের কৃত্যপঞ্চক। চেতনাচেতন প্রপঞ্চ বিলাস তাঁহারই রচনা। তিনিই চেতনাচেতন জগদ্রূপে পরিণত হন। সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ শিবই ব্রহ্ম। তিনিই জগতের কারণ। ভব, শর্ব্ব, শিব, পশুপতি, পরমেশ্বর, মহাদেব, রুদ্র, শম্ভু প্রভৃতি পর্য্যায় শব্দ। তিনিই জীবের অভীষ্টপ্রদ, তিনিই মুক্তিদাতা। আনন্দাদি ধর্ম্মের ব্রহ্মেতেই পর্য্যবসান। ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞ, নিত্যতৃপ্ত, অনাদি জ্ঞানস্বরূপ, তিনি স্বতন্ত্র, তিনি অলুপ্তশক্তি, তিনি অনন্তশক্তি। তাঁহার বাহ্য করণ ইন্দ্রিয়াদি নাই, তথাপি নিখিল বস্তু তিনি নিত্য প্রত্যক্ষ করেন। তাই তিনি সর্ব্বজ্ঞ; তিনি সর্ব্বজ্ঞ বলিয়াই জীবগণের কর্ম্মানুরূপ ভোগের বিধান করিতে পারেন। তিনিই কর্ম্মফলদাতা, ব্রহ্ম নিষ্কলঙ্ক ও নিরতিশয় আনন্দপরিপূর্ণ বলিয়া নিত্য তৃপ্ত। ইন্দ্রিয়সাহায্যে ব্রহ্মের আনন্দ ভোগ করিতে হয় না, মনদ্বারাই তিনি আনন্দ ভোগ করেন—"ব্রহ্মণো মনসৈব মহানন্দানুভবো ন বাহ্যকরণদ্বারা"। সকল প্রপঞ্চের পরিণামিনী শক্তিই পরমেশ্বরের চিচ্ছক্তি। চিচ্ছক্তিই চিদম্বর। ব্রহ্মের চিচ্ছক্তি হইতেই জগতের পরিণাম। জ্ঞানরূপ শক্তিবলেই ব্রহ্ম সুখানুভব করেন। তাঁহার নিরতিশয় জ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ। তাই তিনি অনাদি-বোধস্বরূপ। তাঁহার জ্ঞান অনাদিসিদ্ধ বলিয়া তাঁহাতে সংসারদোষ-সংস্পর্শ নাই। জড় ও অজড় জগতের প্রেরক বলিয়া তিনি স্বতন্ত্র।

ব্রহ্মই সর্ব্বকর্ত্তা। তাঁহার শক্তি স্বাভাবিক, তাঁহার শক্তির কখনও লয় হয় না, তাই তিনি অলুপ্তশক্তি। তাঁহার শক্তি অপরিচ্ছিন্না বলিয়াই অনন্ত। আচার্য্যের সিদ্ধান্ত এই—"চিদচিৎপ্রপঞ্চরূপ-শক্তিবিশিষ্টত্বং স্বাভাবিকমেব ব্রহ্মণঃ কদাচিদপি ন নির্ব্বিশেষত্ব-মিত্যনেন সিদ্ধম্।" ব্রহ্ম জগতের কেবল নিমিত্ত কারণ নহেন, তিনিই উপাদান কারণ। আচার্য্যের মতে ব্রহ্মের শক্তি অনন্ত। অনন্তশক্তি বলিয়াই তিনি অপরিচ্ছিন্ন প্রপঞ্চের সমবায়িকারণ। "অনন্তশক্তিমত্ত্বাদ্‌ব্রহ্মণোঽপরিচ্ছিন্নপ্রপঞ্চসমবায়িকারণত্বং সিধ্যতি।" ব্রহ্মই উপাদান কারণ। ব্রহ্ম সর্ব্বদা ও সর্ব্বত্র আছেন, তাই তিনি ভব। তিনি সর্ব্বসংহারক বলিয়া শর্ব্ব; নিরুপাধিক পরমৈশ্বর্য্য-বান্ বলিয়া তিনি ঈশান। তিনি পশু ও পাশের ঈশ্বর বলিয়া পশুপতি। তিনিই চিদচিদের নিয়ামক, সংসারের শোক বিদূরিত করেন বলিয়াই তিনি রুদ্র। তাঁহার তেজেই সকল প্রকাশিত। কেহই তাঁহাকে অভিভব করিতে পারে না, তাই তিনি উগ্র। তিনি নিয়ামক বলিয়াই ভীম।

আচার্য্য শ্রীকণ্ঠের মতে 'ব্রহ্ম এই', এরূপ পরিচ্ছেদের সম্ভাবনা না থাকিলেও লক্ষণমুখে ইতরব্যাবৃত্তিবলে পরিচ্ছেদ সম্ভব। লক্ষণ দ্বারাই সর্ব্বত্র লক্ষ্যবিষয়ক পরিচ্ছেদ। ইতরব্যাবৃত্তিবলেই জ্ঞান হয়। উদ্দিষ্ট ব্রহ্মের লক্ষণ বেদান্তবাক্যবলে নিরূপিত ও পরীক্ষিত হইলে, সেই সকল লক্ষণ যাহাতে নাই, এরূপ সজাতীয় ও বিজাতীয় সকল পদার্থ হইতে যিনি পৃথক্ তিনিই ব্রহ্ম, এরূপ জ্ঞান জন্মে। আচার্য্যের সিদ্ধান্ত এই,—

"জ্ঞেয়পরিচ্ছেদরূপত্বাজ্‌ জ্ঞানস্য তদপরিচ্ছিন্নব্রহ্মবিষয়ং ন সম্ভবতীতি তদজ্ঞানবিলসিতম্ ঈত্থিগিদমিতি ব্রহ্মণঃ পরিচ্ছেদাসম্ভবেঽপি লক্ষণমুখেনেতরব্যাবৃত্ততামাত্রেণ পরিচ্ছেদাসম্ভবাৎ। লক্ষণেন পরিচ্ছেদো হি সর্ব্বত্র লক্ষ্যবিষয়মিতরব্যাবৃত্ততয়া জ্ঞানম্। উদ্দিষ্টস্য ব্রহ্মণো লক্ষণে বেদান্তবাক্যৈর্নিরূপিতে পরীক্ষিতে চ

তল্লক্ষণশূন্যেভ্যঃ সজাতীয়বিজাতীয়েভ্যস্তদিতরসকলপদার্থেভ্যো ব্যাবৃত্তরূপং যৎ তদ্‌ব্রহ্মেতি বিজ্ঞায়তে।”

জগতের সৃষ্টি যাঁহা হইতে হয় তিনি ব্রহ্ম, যাঁহাতে স্থিতি তিনি ব্রহ্ম, যাহাতে লয় তিনি ব্রহ্ম, এই সকল ব্রহ্মের লক্ষণ।

আচার্য্য শঙ্করের মতে ব্রহ্ম নির্গুণ ও নির্বিশেষ। সগুণ ও সবিশেষ ভাব মায়িক। আচার্য্য শ্রীকণ্ঠের মতে সগুণ ও সবিশেষ ভাবই পারমার্থিক। শঙ্করের মতে শক্তি থাকিলেই ক্রিয়া থাকে। ক্রিয়াই দুঃখের কারণ। ব্রহ্মে ক্রিয়া থাকিলে দুঃখ অনিবার্য্য। ক্রিয়া থাকিলে বিকার অপরিহার্য্য। শঙ্করের মতে ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয়। শ্রীকণ্ঠের মতে ব্রহ্ম সক্রিয়। শঙ্করের মতের সহিত শ্রীকণ্ঠের মতের পার্থক্য সুপরিস্ফুট। রামানুচার্য্যের মতের সহিত সাদৃশ্য বর্ত্তমান। তাঁহার মতেও ব্রহ্ম সগুণ ও সবিশেষ। শঙ্করের মতে জগৎ ব্রহ্মবিবর্ত্ত। শ্রীকণ্ঠের মতে জগৎ ব্রহ্মের পরিণাম। শঙ্করের মতে জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন। ভেদ মায়িক বা ঔপাধিক। ব্রহ্ম বিম্বস্থানীয়, জীব প্রতিবিম্বস্থানীয়। কিন্তু শ্রীকণ্ঠের মতে জীব ব্রহ্মের পরিণাম, কারণ ব্রহ্মই চিদচিদের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ। শ্রীকণ্ঠের মতে জীব ব্রহ্মের কার্য্য। শঙ্কর বিবর্ত্তবাদী। শ্রীকণ্ঠ পরিণামবাদী। এস্থলেও রামানুজাচার্য্যের সহিত শ্রীকণ্ঠের সৌসাদৃশ্য বিদ্যমান। রামানুজাচার্য্যের মতেও চিৎ ও অচিৎ জীব ও জড়জগৎ ব্রহ্মের পরিণাম। শঙ্করের মতে ব্রহ্মই জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ। কিন্তু জগৎ মায়িক। ব্রহ্ম জগৎভ্রান্তির আশ্রয়। শ্রীকণ্ঠের মতেও ব্রহ্ম নিমিত্ত ও উপাদান কারণ। কিন্তু জগতের মায়িকত্ব স্বীকার করেন না। এক্ষেত্রেও রামানুজের মত শ্রীকণ্ঠের মতবাদের অনুরূপ। শঙ্করের মতে ‘জন্মাদি’ ব্রহ্মের উপলক্ষণ। শ্রীকণ্ঠের মতে লক্ষণ। শঙ্করের মতে সর্ব্বদাই ব্রহ্মে জগতের অভাব, জীবের ভ্রান্তি-নিবন্ধনই জগদ্‌ভ্রান্তি। ভ্রান্তি অপগত হইলে একমাত্র ব্রহ্ম অবশিষ্ট থাকেন,

কিন্তু শ্রীকণ্ঠের মতে জগৎ নিত্য। শঙ্কর জগতের পারমার্থিক সত্তা স্বীকার করেন না, ব্যাবহারিক সত্তা স্বীকার করেন। শ্রীকণ্ঠের মতে জগতের পারমার্থিক সত্তা আছে।

শঙ্করের মতে জ্ঞান অপরিচ্ছিন্ন ও অখণ্ড, জ্ঞান নিরপেক্ষ। শ্রীকণ্ঠের মতে জ্ঞান আপেক্ষিক (Relative)। ইতরব্যাবৃত্তিপূর্ব্বক জ্ঞানোদয় হয়। ইতর ব্যাবৃত্তিই আপেক্ষিকতার নিদর্শন। সজাতীয় ও বিজাতীয় বস্তু হইতে পৃথক্‌রূপে বোধই আপেক্ষিক জ্ঞান। এস্থলেও শঙ্করমতের সহিত শ্রীকণ্ঠীয় মতের পার্থক্য সুপরিস্ফুট। শঙ্করের মতে ব্রহ্ম অপরিচ্ছিন্ন, কিন্তু শ্রীকণ্ঠের মতে ব্রহ্ম জ্ঞেয়, অতএব পরিচ্ছিন্ন। শঙ্করের মতে ব্রহ্ম প্রত্যগাত্মস্বরূপ। শ্রীকণ্ঠের মতে ব্রহ্ম ও আত্মা পৃথক্। শঙ্করের মতে ব্রহ্ম নিরাকার, স্থূল সূক্ষ্ম কারণ-শরীরবিবর্জ্জিত, কিন্তু শ্রীকণ্ঠের মতে ব্রহ্মের অন্তঃকরণরূপ সূক্ষ্ম শরীর আছে।

আত্মা,—শ্রীকণ্ঠাচার্য্যের মতে আত্মা (জীব) অনাদি অজ্ঞান বাসনাবদ্ধ কর্ম্মফলে নানারূপ শরীরধারী, পরবশ। আত্মার শরীরে প্রবেশ ও নির্গম হয়, কিন্তু সেই আত্মা বিভু (নিঃসীম) ও নানাবিধ তাপভোগকারী এবং নানাপ্রকার। আচার্য্য বলিতেছেন—

"অনাদ্যজ্ঞানবাসনাবষ্টম্ভবিজৃম্ভিতবিচিত্রকর্ম্মফলভোগানুগুণবহু-শরীরপ্রবেশনির্গমব্যাপারপরবশনিঃসীমতাপসহিষ্ণুত্বং তু জীবত্বম্।"

জীব চেতন, জীব বদ্ধ। জীবের শক্তি পরিচ্ছিন্ন। জীব কর্ত্তা, জীব ভোক্তা, জীবাত্মার কর্ত্তৃত্ব স্বাভাবিক, তাহা দেহাদিরূপ নহে, প্রকাশ্যও নহে। জীবাত্মা অব্যাপক নহে, তাহা ক্ষণিক নহে, তাহা এক নহে, তাহা অকর্ত্তা নহে। মুক্ত জীবেরও অন্তঃকরণ আছে। মুক্ত জীব ব্রহ্মের সমান ঐশ্বর্য্যলাভ করে। জীবের পাশজাল কাটিয়া গেলেই জীব ব্রহ্মের সমান গুণ প্রাপ্ত হয়। জীবের আনন্দ খণ্ডিত। জীবের পাশপটল বিধ্বস্ত হইলে ব্রহ্মভাব প্রাপ্তি

হয় ; তখন অন্তঃকরণে জীব নিরতিশয় আনন্দানুভব করে। আচার্য্য বলিতেছেন—"ইদমেব জ্ঞাপকং ব্রহ্মভাবমাপন্নানাং মুক্তানাং নিরতিশয়স্বরূপানন্দানুভবসাধনং বাহ্যকরণনিরপেক্ষমন্তঃ-করণমস্তীতি।"

এস্থলেও শঙ্করের মতের সহিত শ্রীকণ্ঠের মতের পার্থক্য আছে। শঙ্করমতে আত্মা এক। জীবের নানাত্ব তিনি স্বীকার করেন না। তাঁহার মতে জীবও এক। কেবল অন্তঃকরণের উপাধিভেদে বহু বলিয়া ভ্রম হয়। শঙ্করের মতে জীবের অজ্ঞান স্বাভাবিক নহে, উহা আগন্তুক। শ্রীকণ্ঠের মতে জীবের অজ্ঞান স্বাভাবিক। শঙ্করের মতে আত্মা নিত্যমুক্ত। শ্রীকণ্ঠমতে আত্মা বদ্ধ। উপাসনার ফলে মুক্তি হয়। শঙ্করমতে আত্মা ও ব্রহ্ম সর্ব্বাবস্থায়ই অভিন্ন। ভেদ মায়িক, ভেদ মিথ্যা। শ্রীকণ্ঠমতে আত্মা বা জীব ব্রহ্মের কার্য্য। কার্য্য ও কারণের অভিন্নতা বিষয়ে সজাতীয় ও বিজাতীয়ভেদ রহিত হইলেও স্বগতভেদ আছে। এবিষয়ে শ্রীকণ্ঠের সহিত রামানুজের সাদৃশ্য আছে। শঙ্কর সজাতীয় বিজাতীয় ও স্বগত কোনরূপ ভেদই স্বীকার করেন না। শ্রীকণ্ঠমতে আত্মা ও ব্রহ্ম পৃথক্। এই ভেদের বিশিষ্টতা আছে বলিয়াই শ্রীকণ্ঠ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী। শ্রীকণ্ঠের মতে আত্মা বিভু, কিন্তু রামানুজের মতে আত্মা অণু। শ্রীকণ্ঠ চিরদাস্য স্বীকার করেন না। কিন্তু রামানুজ চিরদাস্য অঙ্গীকার করিয়াছেন। শ্রীকণ্ঠমতে মুক্তাত্মা শিবত্ব প্রাপ্ত হয়। কিন্তু রামানুজমতে মুক্তাত্মাও নারায়ণের দাস। প্রভুভৃত্য সম্পর্কের কখনও বিচ্ছেদ হয় না। চিরদাসত্বই তাঁহার অভিমত। শ্রীকণ্ঠাচার্য্যের মতে মুক্ত জীব ভগবানের সমানই ঐশ্বর্য্য লাভ করে। শ্রীকণ্ঠমতে আত্মা বিভু, কিন্তু প্রতিশরীরে ভিন্ন। বাস্তবিক এস্থলে শ্রীকণ্ঠমত নিতান্ত অযৌক্তিক। ভোগাপবর্গের ব্যবস্থার জন্য জীবনানাত্ব অঙ্গীকার নিতান্ত অসঙ্গত। আত্মা বিভু অর্থাৎ ব্যাপক,

অথচ প্রতিশরীরে ভিন্ন হইলে প্রত্যেক শরীরে বহু আত্মার সমাবেশ হয়। তাহাতেও ভোগাপবর্গের ব্যবস্থা রক্ষিত হয় না। এক শরীরে অনন্ত আত্মার সমাবেশ নিতান্ত অসঙ্গত।

শঙ্করের মতে আত্মা অকর্ত্তা ও অভোক্তা। কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব ঔপাধিক। কিন্তু শ্রীকণ্ঠমতে আত্মার কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব স্বাভাবিক।

ব্রহ্ম ও জগৎ বা সৃষ্টিতত্ত্ব,—আচার্য্য শ্রীকণ্ঠের মতে ব্রহ্মই জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ। তাঁহার পরমা শক্তিতেই জগতের বীজ নিহিত। সূক্ষ্মরূপে তিনি কারণ। স্থূলরূপই তাঁহার কার্য্য। সূক্ষ্ম চিৎ ও অচিৎবিশিষ্ট ব্রহ্মই কারণ। স্থূল চিৎ ও অচিৎবিশিষ্ট ব্রহ্মই তাঁহার কার্য্য,—"সূক্ষ্মচিদচিদ্বিশিষ্টং ব্রহ্ম কারণং স্থূলচিদচিদ্বিশিষ্টং তৎকার্য্যং"। শ্রীকণ্ঠের মতে ব্রহ্মই জগৎরূপে পরিণত হইয়াছেন। ব্রহ্মের পরমা শক্তিই চিচ্ছক্তি। চিচ্ছক্তি চিদাকাশ, চিদাকাশই সকল প্রপঞ্চের কারণ। জন্ম, স্থিতি, প্রলয়, তিরোভাব ও অনুগ্রহ, এই পাঁচটী ব্রহ্মের কৃত্যপঞ্চক। শ্রীকণ্ঠমতে ব্রহ্ম অনন্তশক্তি-বলেই কার্য্য ও কারণ। শ্রীকণ্ঠ পরিণামবাদী।

সৃষ্টিতত্ত্বেও শঙ্কর ও শ্রীকণ্ঠের মতের পার্থক্য আছে। শঙ্কর বিবর্ত্তবাদী, শ্রীকণ্ঠ পরিণামবাদী। এস্থলে রামানুজের সহিত শ্রীকণ্ঠের সৌসাদৃশ্য। শঙ্করমতে জগৎ মায়া। শ্রীকণ্ঠমতে জগৎ-ব্রহ্মের কার্য্য বা পরিণাম। শঙ্করমতে মিথ্যাপ্রপঞ্চের আশ্রয় ব্রহ্মই সৎ। শ্রীকণ্ঠ-মতে জগৎ বা সৃষ্টিই সৎ। ব্রহ্মই জগৎ। শ্রীকণ্ঠমতে অনন্ত পরমা শক্তিবলেই ব্রহ্ম কার্য্য ও কারণ। এস্থলে গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য বলদেবের মতে অচিন্ত্যশক্তিবলেই ব্রহ্ম চিৎ ও জড় জগতে পরিণত হন। শ্রীকণ্ঠ যাহাকে অনন্ত পরমা শক্তি বা চিচ্ছক্তি বা চিদম্বর বলিয়াছেন, তাহাকেই বৈষ্ণবাচার্য্য অচিন্ত্যশক্তি বলিয়াছেন।

মুক্তি—আচার্য্য শ্রীকণ্ঠের মতে শিবতা-প্রাপ্তিই মুক্তি। শিবের সমান ঐশ্বর্য্য লাভ ও নিরতিশয় আনন্দপ্রাপ্তিই মুক্তি। তাঁহার

মতে মুক্তি সাধ্য, মুক্তি উপাসনার ফল। ব্রহ্মকে জানিয়া উপাসনা করিলে মুক্তি হয়। মুক্ত পুরুষেরও অন্তঃকরণ আছে, সেই অন্তঃকরণসাহায্যে মুক্ত পুরুষ নিরতিশয় আনন্দানুভব করেন। তাঁহার মতে ব্রহ্মের প্রসাদে মুক্তি হয়। আচার্য্য বলিতেছেন,—"তত্র শ্রবণমননাদিনিশ্চিতস্য ভক্তিজ্ঞানবিশেষাভিমুখস্য পরম-কারুণিকস্য মহাদেশিকস্য সর্ব্বানুগ্রাহকস্য শিবস্য পরব্রহ্মণঃ প্রসাদাতিশয়েনাস্য অধিকারিণঃ প্রধ্বস্তপাশপটলা প্রত্যক্ষীভূত-নিরতিশয়-জ্ঞানানন্দস্বরূপা তৎসমানগুণসারা কৈবল্যলক্ষ্মীঃ প্রয়োজনং ভবতি।" ঈশ্বরের অনুগ্রহে পাশ বিদূরিত হয়, ঈশ্বরের সমান জ্ঞানানন্দস্বরূপ কৈবল্য লাভ হয়। আচার্য্যের সিদ্ধান্ত এই —"অত উপাসনারূপজ্ঞানং মোক্ষফলং বিধীয়তে।"

শঙ্করের মতে জ্ঞানে মুক্তি। অবিদ্যার অস্তই মোক্ষ। অজ্ঞান বিদূরিত হইলেই মুক্তি স্বপ্রকাশ। মুক্তি ক্রিয়াসাধ্য নহে। মুক্তি উৎপাদ্য, বিকার্য্য, আপ্য, বা সংস্কার্য্য নহে। জ্ঞানই মুক্তি। আত্মা নিত্যমুক্ত, অজ্ঞানবদ্ধ বলিয়া ভ্রান্তি হয়। ভ্রান্তি নিরস্ত হইলেই—অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইলেই—নিত্য মুক্ত আত্মস্বরূপের স্ফূর্ত্তি হয়। এস্থলেও শ্রীকণ্ঠের সহিত শঙ্করের মতভেদ পরিস্ফুট। এ বিষয়ে রামানুজের সহিত শ্রীকণ্ঠের মতসাম্য আছে। উভয়ের মতেই উপাসনার ফল মুক্তি। কিন্তু রামানুজমতে ভগবানের দাস্যই মুক্তি। শ্রীকণ্ঠমতে শিবতাপ্রাপ্তি—বা ভগবৎসমতা-প্রাপ্তিই মুক্তি। শঙ্করের মতে আনন্দ আত্মার স্বরূপ; কিন্তু শ্রীকণ্ঠমতে আনন্দ অনুভবের বস্তু। ব্রহ্মও মনোদ্বারা আনন্দানুভব করেন। মুক্ত পুরুষও মনোদ্বারা আনন্দানুভব করেন। বাস্তবিক এক্ষেত্রে আনন্দ দৃশ্য বস্তু হয়। দৃশ্য জড়। জড় বিনাশী। এস্থলে নিরতিশয় আনন্দের অভাব হইয়া পড়ে। আনন্দের নিত্যতা থাকে না।

তত্ত্বমসি বাক্য—আচার্য্য শ্রীকণ্ঠমতে "তত্ত্বমসি" মহাবাক্য

উপাসনাপর। "তুমিই সেই", এরূপে উপাসনা করিতে হইবে। এ বিষয়েও শঙ্করের সহিত মতভেদ আছে। কারণ, শঙ্করের মতে "তত্ত্বমসি" মহাবাক্য ব্রহ্মাত্মৈক্যপর। জীব ও ব্রহ্মের অভিন্নতা জ্ঞাপনেই "তত্ত্বমসি" মহাবাক্যের তাৎপর্য্য।

বেদ—আচার্য্য শ্রীকণ্ঠের মতে বেদ অপৌরুষের। বেদ শিবের বাক্য। বেদ অভ্রান্ত। বেদান্তবাক্যের ব্রহ্মেতেই সমন্বয়। কেবল সিদ্ধ ব্রহ্মেতেই বেদান্ত বাক্য পর্য্যবসিত নহে, বেদান্ত বাক্য বিধিও নির্দ্দেশ করে। আচার্য্য বলিতেছেন,—"ন কেবলং ব্রহ্মপরা বেদান্তাঃ, কিন্তু 'আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ', ইত্যাদিষু তজ্জ্ঞানবিধিপরা অপি জ্ঞায়ন্তে।" তাঁহার মতে বিনিয়োগ বিধিপরও বেদান্তবাক্য বিদ্যমান। "আত্মানং পশ্যেৎ", এস্থলে বিনিয়োগ রহিয়াছে; মোক্ষকাম শমাদিযুক্ত ব্যক্তি ব্রহ্মজ্ঞান সম্পাদন করিবে—এই স্থলে প্রয়োগবিধি রহিয়াছে। শ্রীকণ্ঠাচার্য্যের সিদ্ধান্ত এই,—"বেদান্ত-বাক্যানামপি ব্রহ্মপ্রমাণকত্বং ব্রহ্মজ্ঞানং মোক্ষোপকারকং প্রতি বিধায়কত্বং চ যুক্তমেব।" তাঁহার মতে বেদান্তবাক্য সকল জ্ঞানোপাসনার বিধি প্রদান করে। আচার্য্যের মতে ব্রহ্মজ্ঞানে শ্রুতিই প্রমাণ। অনুমান প্রমাণ নহে। শ্রুতির অনুকূল অনুমানকে প্রমাণরূপে গ্রহণ করিলেও করা যাইতে পারে। তিনি বলিয়াছেন,—"অতো নানুমানগম্যং ব্রহ্ম ভবতি। কিঞ্চ শ্রুত্যানুগুণ্যাৎ অনুমানমপি ব্রহ্মণি প্রমাণং ভবতু নাম।"

শঙ্করও বেদের অপৌরুষেয়ত্ব ও ঈশ্বরকর্তৃত্ব স্বীকার করেন। এ সম্বন্ধে সকল আচার্য্যগণের অভিমত একরূপ। ব্রহ্মবিচারে বেদান্তবাক্যের প্রামাণ্য সর্ব্বোপরি, এ বিষয়ে শঙ্করের মত শ্রীকণ্ঠের মতের অনুরূপ। শ্রুতির অনুকূল তর্ক শঙ্করেরও অনুমোদিত। কিন্তু শঙ্কর শ্রুতি ও অনুভূতি এই উভয়েরই প্রামাণ্য স্বীকার করিয়াছেন। এই অংশে শঙ্করের মতের বিশেষত্ব আছে।

শ্রীকণ্ঠের মতে বেদান্তবাক্য কেবল ব্রহ্মপর নহে, বিধিপরও।

এই সিদ্ধান্ত আচার্য্য শঙ্করের একান্ত অনভিমত। শঙ্করের মতে বেদান্তবাক্য সকল সিদ্ধ ব্রহ্মবস্তুপর। সিদ্ধবস্তু-প্রতিপাদনই বেদান্ত-বাক্যের তাৎপর্য্য। তাঁহার মতে বিধির কোনও সংস্পর্শই নাই; কারণ, জ্ঞানে বিধির অনুপ্রবেশ হইতে পারে না।

বেদান্তবাক্যের বিধিপরতা সর্ব্বজ্ঞাত্মমুনি বিশেষভাবে সংক্ষেপ-শারীরকে খণ্ডন করিয়াছেন। তাঁহার মতে শ্রবণাদির নিয়মবিধি তাৎপর্য্যনির্ণয় দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞানের অন্তরায় পুরুষের অপরাধ নিরাস করে মাত্র। শ্রুতির 'দ্রষ্টব্য' ইত্যাদি কেবল স্তুতি মাত্র, ব্রহ্মদর্শন হয় না। ইহাতে লোকের রুচি জন্মাইবার জন্য দ্রষ্টব্য প্রভৃতি রোচক বাক্যের ব্যবহার।

ব্রহ্মবিদ্যায় শূদ্রাধিকার—আচার্য্য শ্রীকণ্ঠমতে ব্রহ্মবিদ্যায় শূদ্রাদির অধিকার নাই,—"নাস্তি শূদ্রাণাং ব্রহ্মবিদ্যায়ামধিকারঃ।" তাঁহার মতে শূদ্রগণ ইতিহাস পুরাণ প্রভৃতি শ্রবণ করিলে তাহাদের যে জ্ঞান জন্মে, তাহাতে তাহাদের পাপক্ষয় হয়। তিনি বলিয়াছেন—"শূদ্রাণাং ইতিহাসপুরাণশ্রবণানুজ্ঞানং তু পাপক্ষয়ফলম্।" এস্থলে শঙ্করের মত অনেক উদার, শঙ্কর বলেন,—"জ্ঞানস্যৈকান্তিকফলত্বাৎ।" শূদ্রাদিরও ইতিহাস-পুরাণাদির সাহায্যে জ্ঞানোদয় হইতে পারে। শূদ্রাদির বেদাধিকার না থাকিলেও ইতিহাস-পুরাণাদিতে অধিকার আছে।

কর্ম্ম ও জ্ঞান—আচার্য্য শ্রীকণ্ঠ কর্ম্ম ও জ্ঞানের সমুচ্চয়বাদী। তাঁহার মতে কর্ম্মও মুক্তির কারণ। তাঁহার মতে ধর্ম্মমীমাংসা ও ব্রহ্মমীমাংসা উভয়ই এক শাস্ত্র। ধর্ম্মমীমাংসা মুক্তির উপায়—ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায় নির্দ্দেশ করে। প্রথমে কাম্যকর্ম্ম ও নিষিদ্ধ বর্জ্জন। তৎপরে নিষ্কাম কর্ম্মযোগ আশ্রয়। নিষ্কাম কর্ম্মযোগে চিত্তশুদ্ধি; চিত্তশুদ্ধির ফলে জ্ঞান ও ভক্তি। ভক্তির দৃঢ়তায় উপাসনা। উপাসনার ফলে মুক্তি। তাঁহার মতে ব্রহ্মকে শাস্ত্রমুখে জানিয়া উপাসনা করিলে ঈশ্বরের সাম্য লাভ হয়।

এ বিষয়েও শঙ্করের সহিত মতের পৃথক্ত্ব আছে। শঙ্কর ক্রমসমুচ্চয়বাদী। শঙ্করমতে কর্ম্ম অজ্ঞান। উপাসনাদির ফলে চিত্তশুদ্ধি হয়। চিত্তশুদ্ধির ফলে জ্ঞাননিষ্ঠা, জ্ঞাননিষ্ঠার ফলে জ্ঞানপ্রাপ্তি, তৎপরে জ্ঞানে মুক্তি। শ্রীকণ্ঠের সহিত রামানুজাচার্য্যের সাদৃশ্য আছে। তবে শ্রীকণ্ঠের মতে ভগবানের সহিত অভিন্নবোধে উপাসনা সিদ্ধ, কিন্তু রামানুজের মতে পৃথক্ত্ব রাখিয়া উপাসনা করিতে হইবে।

মন্তব্য

সগুণ ব্রহ্মবাদী শ্রীকণ্ঠ রামানুজাচার্য্যের ন্যায় বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী। বিশিষ্টশিবাদ্বৈতই শ্রীকণ্ঠের অভিপ্রেত। সগুণভাব মায়িক বলিলে শঙ্করের মতের সহিত সাদৃশ্য থাকিত। সগুণের উপাসনা জ্ঞানের সহকারী উপায়। ইহা শঙ্করেরও সম্মত। অপ্পয়দীক্ষিত (১৫৫০—১৬১১) অদ্বৈতবাদী আচার্য্য হইয়াও বিশিষ্টাদ্বৈতপর শ্রীকণ্ঠের ভাষ্য ব্যাখ্যাকল্পে যাহা বলিয়াছেন, তাহা সঙ্গত। অদ্বৈতাত্মজ্ঞানই বেদান্তসম্মত। সগুণোপাসনা ব্রহ্মজ্ঞানলাভের পরম্পরাক্রমে উপায় মাত্র। তিনি বলিতেছেন—

> "যদ্যপ্যদ্বৈত এব শ্রুতিশিখরগিরামাগমানাং চ নিষ্ঠা
> সাকং সর্ব্বৈঃ পুরাণস্মৃতিনিকর-মহাভারতাদিপ্রবন্ধৈঃ
> তত্রৈব ব্রহ্মসূত্রাণ্যপি চ বিমৃশতাং ভ্রান্তিবিশ্রান্তিমন্তি
> প্রত্নৈরাচার্য্যরত্নৈরপি পরিজগৃহে শঙ্করাদ্যৈস্তদেব ॥
> তথাপ্যনুগ্রহাদেব তরুণেন্দুশিখামণেঃ।
> অদ্বৈতবাসনা পুংসামাবির্ভবতি নান্যথা ॥"

(শিবার্কমণিদীপিকা—১ পৃষ্ঠা)

অদ্বৈতবাসনা লাভ করিবার জন্য শিবের উপাসনা আবশ্যক। এস্থলে সগুণ উপাসনায় ঈশ্বরের প্রীতি হয়। জীবের অদ্বৈততত্ত্বে প্রীতি জন্মে। অধিকারীর তারতম্য ধরিলে শ্রীকণ্ঠের মত অদ্বৈতাত্ম-জ্ঞানের সোপান।

বেদান্তসূত্রগুলির সম্বন্ধেও মতভেদ আছে। শ্রীকণ্ঠমতে প্রথম অধ্যায় প্রথম পাদ নবম সূত্র—"প্রতিজ্ঞাবিরোধাৎ।" কিন্তু এই সূত্র শঙ্কর ধরেন নাই। শঙ্কর ইহার পূর্ব্ব সূত্রের (হেয়ত্বাবচনাচ্চ)। "চ" পদের ব্যাখ্যায় এই সূত্রের ব্যাখ্যা সংগৃহীত করিয়াছেন। রামানুজাচার্য্য এই সূত্রটীকে পৃথক্ সূত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছেন। আচার্য্য নিম্বার্ক, শ্রীনিবাস, কেশবকাশ্মীরভট্ট, বলদেব ও মধ্বাচার্য্য ঐ সূত্রটী পরিগ্রহ করেন নাই। প্রথম অধ্যায় প্রথম পাদ ষোড়শ সূত্র—শ্রীকণ্ঠের মতে "অতএব স ব্রহ্ম" এই সূত্রও আচার্য্য শঙ্কর গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু আচার্য্য রামানুজ এই সূত্র গ্রহণ করিয়াছেন। সূত্রপরিগ্রহ-সম্বন্ধেও আচার্য্য শ্রীকণ্ঠ ও রামানুজে সাদৃশ্য আছে। সুতরাং শঙ্করের সঙ্গে বৈষম্য ঘটিয়াছে। অধিকরণ সম্বন্ধেও শঙ্কর ও শ্রীকণ্ঠে পার্থক্য আছে।

অষ্টম শতাব্দীতে আচার্য্য সর্ব্বজ্ঞাত্মমুনি শ্রীকণ্ঠের নানাজীববাদ ও বেদান্তবাক্যের বিধিপরত্ব সবিশেষ খণ্ডন করিয়াছেন। শ্রীকণ্ঠের মতবাদ-খণ্ডনের প্রচেষ্টা সংক্ষেপশারীরকে পরিস্ফুট। শ্রীকণ্ঠ, শাঙ্করমত খণ্ডনের জন্য যেরূপ চেষ্টা করিয়াছেন, সর্ব্বজ্ঞাত্মমুনিও সেইরূপ শ্রীকণ্ঠমতবাদ নিরাস করিয়াছেন।

শ্রীকণ্ঠের অভ্যুদয়ে শাঙ্করমতের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইল। শঙ্করের কেবলজ্ঞানবাদের বিরুদ্ধে শ্রীকণ্ঠ সমর ঘোষণা করিলেন। ভক্তিবাদের শীতল ক্রোড়ে সাধারণকে আহ্বান করিলেন। শ্রীকণ্ঠ শিবপর বেদান্তসূত্রের ব্যাখ্যা করিয়া শৈবসম্প্রদায়ের সম্মান রক্ষা করিলেন।

পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে শাঙ্করমতের প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে। শ্রীকণ্ঠের ভাষ্যই তাহার সাক্ষী। ভক্তিবাদই শ্রীকণ্ঠের বিশেষত্ব। শঙ্করের মত উচ্চাধিকারীর পক্ষে সহজ। শ্রীকণ্ঠের মতবাদ সাধারণের পক্ষেও গ্রাহ্য। উপাসনার প্রাধান্যে তাঁহার মতবাদ সাধারণের উপভোগ্য। ইংরাজী ভাষায় শ্রীকণ্ঠের মতবাদকে প্যানথিজম্

(Pantheism) বলা যাইতে পারে। শ্রীকণ্ঠের সহিত ইউরোপীয় দার্শনিক স্পিনোজার (Spinoza) সহিত সাদৃশ্য আছে। Spinoza-এর "amor intellectualisdei" অর্থাৎ 'intellectual love of God'ই শ্রীকণ্ঠের "ভক্তি-জ্ঞান"। Spinoza-এর মতে ভগবান্‌ই জগদ্রূপে পরিণত। শ্রীকণ্ঠমতেও তাহাই। Spinoza-এর ঈশ্বরও সগুণ ও সক্রিয়। শ্রীকণ্ঠেরও তাহাই। Spinoza-এর মতে "To be one with God"—ঈশ্বরের সহিত অভিন্নতাই মুক্তি বা পুরুষার্থ। শ্রীকণ্ঠের মতেও তাহাই। তবে Spinoza substance বা পদার্থনির্ব্বিশেষ। কিন্তু Spinoza নির্ব্বিশেষের পরিণাম স্বীকার করায় উহা এক প্রকার সবিশেষ হইয়াছে।

এদিকে শৈবমতের আলোচনা একেবারে কখনও নির্ব্বাপিত হয় নাই। বিদ্যারণ্য যখন "সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ" প্রণয়ন করেন (১৩শ—১৪শ শতাব্দী) তখনও শৈবমতের প্রসারপ্রতিপত্তি ছিল। শ্রীকণ্ঠের পরে ভট্টনারায়ণ, তৎপরে ভর্তৃহরি ও তৎপরে দশম শতাব্দীতে ভোজরাজ, তৎপরে অঘোর শিবাচার্য্য প্রভৃতি আচার্য্যগণ শৈবমত প্রপঞ্চিত করিয়াছেন। এই সকল আচার্য্যগণ ব্রহ্মসূত্রের কোনও টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন কিনা বলিতে পারি না, অথবা কোনও প্রকরণগ্রন্থ লিখিয়াছেন কি না, তাহাও জানা যায় না। কিন্তু শৈবাগমের নানারূপ ব্যাখ্যা ও তৎসম্বন্ধীয় প্রকরণ লিখিয়াছেন।

অষ্টম শতাব্দীতে সর্ব্বজ্ঞাত্মমুনি পূর্ব্বমীমাংসক ও শ্রীকণ্ঠের আক্রমণ হইতে শাঙ্করমতবাদ-রক্ষাকল্পে 'সংক্ষেপশারীরক' লিখিয়াছেন। তাঁহার সময় শ্রীকণ্ঠের মতবাদ যে প্রসার লাভ করিয়াছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। নানাজীববাদ প্রভৃতি খণ্ডনই তাহার নিদর্শন।

(৯ম ও ১০ম শতাব্দী)

প্রারম্ভ ভূমিকা

অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগ হইতে ভারতে দার্শনিক ক্ষেত্রে নবযুগের সূচনা হইয়াছে। সর্ব্বজ্ঞাত্মমুনির সময় হইতে অদ্বৈতবাদের প্রসার ও প্রতিপত্তি এতদূর বৃদ্ধি পাইয়াছে, যে এমন শতাব্দী শেষ হয় নাই, যে শতাব্দীতে নূতন নূতন আচার্য্যের অবির্ভাব হয় নাই। এই সময় হইতে দার্শনিক ক্ষেত্রে নবজীবনের উন্মেষ পরিলক্ষিত হয়। দার্শনিকতাপ্রবণ ভারতীয় জাতির বিশেষত্ব সকল ক্ষেত্রেই ফুটিয়া উঠিয়াছে। ৯ম ও ১০ম শতাব্দী ভারতের দার্শনিক ক্ষেত্রে অপূর্ব্ব-মনীষার যুগ। এই সময়ে ভেদাভেদবাদী বৈদান্তিক ভাস্করাচার্য্যের আবির্ভাব। এই সময়ে সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র বাচস্পতি মিশ্রের অসাধারণ প্রতিভার বিকাশ। এই সময় বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী রামানুজের পরম-গুরু যামুনাচর্য্যের অভ্যুদয়। এই সময় শৈবাচার্য্য ভোজরাজের মনীষা প্রকট। সর্ব্বত্রই এক নব আশার সঞ্চার। এই যুগ প্রতিভার যুগ। এই যুগ বিচারমল্লতার যুগ। এই যুগে ভাষার প্রাঞ্জলত্ব, ভাবের গাম্ভীর্য্য সর্ব্বত্রই পরিস্ফুট। একদিকের শাঙ্কর-মতের প্রতিপত্তি, অন্যদিকে শাঙ্করমতের উপর আক্রমণ; আপন আপন মত সুস্থাপিত করিবার প্রচেষ্টা সর্ব্বত্রই পরিলক্ষিত। এই যুগে, কেবল বেদান্তের ক্ষেত্রে নহে, ন্যায়ের ক্ষেত্রেও মনীষার প্রকাশ পাইয়াছে। বাচস্পতি মিশ্র অসাধারণ প্রতিভাবলে ন্যায়দর্শনের বার্ত্তিকের উপর "বার্ত্তিকতাৎপর্য্য" লিখিয়াছেন। এই সময় উদয়নাচার্য্যের অতিমানুষ পাণ্ডিত্য ন্যায়দর্শনরাজ্যে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে। এই সময়ে কাহারও বীণা নীরব নহে। কেবল চটুল করুণ সুরে সারস্বত বীণা দিগ্‌দিগন্ত মুখরিত করে নাই। উদাত্ত

জলদগম্ভীরস্বরে জাতির শিরায় শিরায় ধমনীতে ধমনীতে এক অপূর্ব্ব প্রবাহের সৃষ্টি করিয়াছেন।

সংস্কৃত ভাষার গদ্যসাহিত্যের রচনা এই সময়ে উন্নতির শিখরে আরোহণ করিয়াছে। বাচস্পতির রচনাভঙ্গি অতুলনীয়, পদবিন্যাস সুললিত ও সুগভীর। ভাষার প্রবাহ যেন মর্ত্ত্যরাজ্য ছাড়িয়া কোন এক অজানা দেশে লইয়া যায়। অমাদের বিবেচনায় বাচস্পতির মত ভাষা সংস্কৃত-সাহিত্যে বিরল। ভাষার প্রসন্নতা ও গভীরতা এই যুগের বিশেষত্ব।

(৯ম ও ১০ম শতাব্দী)

ভেদাভেদবাদ

ব্রহ্মসূত্রের আলোচনা-প্রসঙ্গে দেখিয়াছি, আচার্য্য ঔড়ুলোমী ভেদাভেদবাদী। অতি প্রাচীন কালেও ভেদাভেদবাদের প্রসার ছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। আচার্য্য বাদরায়ণের সময়েও ভেদাভেদবাদের প্রতিপত্তি ছিল। আচার্য্য ঔড়ুলোমীর মতের উপন্যাসে তাহা নিঃসংশয়ে গ্রহণ করা যাইতে পারে। ৮ম—৯ম শতাব্দীর মধ্যে বৈদান্তিক ভাস্করাচার্য্য ভেদাভেদবাদে ব্রহ্মসূত্র ব্যাখ্যা করেন। তিনি যে স্বকপোলকল্পিত ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা মনে হয় না। কারণ, ভারতে সাম্প্রদায়িক ভাবে দার্শনিক ব্যাখ্যা প্রচলিত। সকল মতবাদই আপন আপন সাম্প্রদায়িকতা প্রদর্শন করিয়াছে। ছিন্নমূল মতবাদ ভারতে সমাদৃত হয় নাই। ভাস্করের মতবাদ যে ছিন্নমূল নহে, তাহা তন্মতখণ্ডনে দেখিতে পাওয়া যায়। বাচস্পতি মিশ্র ভামতী-টীকায় ভাস্করের মত খণ্ডন করিয়াছেন। *

* ভামতীকার বাচস্পতি মিশ্র ৩।৩।২৮ সূত্রের ব্যাখ্যাকল্পে ভাস্করীয় মত উদ্ধার করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন। ("নির্ণয়সাগর সংস্করণ ১৯১৭ পৃঃঅঃ"

ন্যায়াচার্য্য উদয়নও কুসুমাঞ্জলিতে ভাস্করের মত উদ্ধার করিয়াছেন। ‡

বিদ্যারণ্যমুনীশ্বরও (১৩শ—১৪শ শতাব্দী) "বিবরণপ্রমেয়-সংগ্রহে" ভাস্করীয় মত খণ্ডন করিয়াছেন। § ভট্টোজী দীক্ষিত (১৬শ—১৭শ শতাব্দী) 'বেদান্ততত্ত্ববিবেকটীকাবিবরণে' "ভট্ট-ভাস্করস্তু ভেদাভেদবেদান্তসিদ্ধান্তবাদী" এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন। ন্যায়াচার্য্য বর্দ্ধমানোপাধ্যায়ও, "ন্যায়কুসুমাঞ্জলিপ্রকাশে" ভট্ট-ভাস্করের মত উদ্ধার করিয়াছেন। ভাস্করাচার্য্যের ভাষ্যে ত্রিদণ্ডের প্রশংসা আছে। তাঁহার ভাষ্যে ২০৮ পৃষ্ঠা (চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজ্), তিনি লিখিয়াছেন,—"স্মৃতৌ চ মননাদৌ ত্রিদণ্ডনঃয়্যো-পবীতাদিনিয়মাহুত্তমাশ্রমঃ স্বরূপতো ধর্ম্মতশ্চ নির্জ্জাত ইতি নাতিপ্রসঙ্গঃ"। এতজ্জন্যই মনে হয়, তিনি ত্রিদণ্ডের পক্ষপাতী। রামানুজ সম্প্রদায়ও ত্রিদণ্ডের পক্ষপাতী। রামানুজাচার্য্যের (১০১৭—১১৩৭) পূর্ব্ববর্ত্তী টঙ্ক, দ্রমিড়, গুহদেব ভারুচি, যামুনাচার্য্য (৯৫৩ খৃঃ) প্রভৃতি আচার্য্যগণও ত্রিদণ্ডের পক্ষপাতী। ভাস্করাচার্য্যের পাঞ্চরাত্র সিদ্ধান্তেও সম্মতি আছে। ভাস্করীয় ভাষ্য (চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজ্) ১২৮ পৃষ্ঠায় পাঞ্চরাত্র মত উদ্ধার করিয়া নিজের সম্মতি প্রদান করিয়াছেন। এই সকল দেখিয়া মনে হয় তিনিও সাম্প্রদায়িকভাবে স্বীয় ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। অতি প্রাচীন কাল হইতে ভেদাভেদবাদ চলিয়া আসিয়াছে। অশ্ম

---

৮১১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। অমলানন্দ স্বামী ও ভামতীর ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে "কল্পতরুতে" ঐ ভাস্করীয় মতের বিস্তার করিয়াছেন ও খণ্ডন করিয়াছেন।

‡ উদয়নাচার্য্য "ন্যায়কুসুমাঞ্জলিতে" লিখিয়াছেন—"ব্রহ্মপরিণতেরিতি ভাস্করগোত্রে যুজ্যতে" কুসুমাঞ্জলি—৩৩২ পৃঃ ৫ পংক্তি, এবং "ভাস্করস্থিরভিমত-ভাষ্যকারঃ" ইতি ৩৩২ পৃঃ, ১৪ পংক্তি।

§ বিজয় নগর সংস্কৃত সিরিজের "বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ" ১৬৪, ১৬৭, ও ১৭১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

শতাব্দীতে সর্ব্বজ্ঞাত্মমুনিও ভেদাভেদবাদ উপন্যস্ত করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন, প্রাচীনতম কালেও ভারতে এক সম্প্রদায় ভেদাভেদ-বাদী ছিলেন। সাম্প্রদায়িক ক্রমেই ভাস্করাচার্য্য ভেদাভেদবাদ প্রপঞ্চিত করিয়াছেন। * বাস্তবিক ভেদাভেদবাদও বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু এক বিষয়ে ভাস্করাচার্য্যের মত বিশিষ্টা-দ্বৈতবাদিগণের মত হইতে পৃথক্। ভাস্কর মুক্তির অবস্থায় ব্রহ্মের সহিত অভিন্নতা স্বীকার করেন। এ বিষয়ে শ্রীকণ্ঠের সহিত ভাস্করের সাদৃশ্য আছে।

শাঙ্করমতের প্রবলতায় যখন সমস্ত দেশ প্লাবিত, তখনই ভাস্করের অভ্যুদয়। ভাস্করের সমস্ত চেষ্টা, সমস্ত আগ্রহ শাঙ্করমত-নিরসনে পর্য্যবসিত। সর্ব্বত্রই শাঙ্করমত উদ্ধার করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন। শঙ্করের জ্ঞান ও কর্ম্মক্রমবাদ, অভেদবাদ, নিত্য-মুক্তত্বাবাদ, বিম্বপ্রতিবিম্ববাদ, মায়াবাদ (বিবর্ত্তবাদ) প্রভৃতি খণ্ডন করিবার জন্য তর্কজাল বিস্তার করিয়াছেন। শঙ্করকে যে প্রতি-পক্ষরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বত্রই পরিস্ফুট। মুখ্যরূপে শাঙ্করমত-খণ্ডনই তাহার ভাষ্যের তাৎপর্য্য। প্রথমেই শঙ্করকে ইঙ্গিত করিয়া আদ্য শ্লোকে বলিয়াছেন,—

"সূত্রাভিপ্রায়সংবৃত্যা স্বাভিপ্রায়প্রকাশনাৎ।
ব্যাখ্যাতং যৈরিদং শাস্ত্রং ব্যাখ্যেয়ং তন্নিবৃত্তয়ে॥

এই পদ্যে শঙ্করের উপরেই কটাক্ষ হইয়াছে। ভাস্কর কেবল কটাক্ষ করিয়াই নিবৃত্ত হন নাই, শাঙ্করমতকে প্রচ্ছন্ন বা প্রকাশ্য

* ভাস্করাচার্য্যও স্বীয় ভাষ্যে "শিষ্যাচার্য্য" পরম্পরায় অনাদিত্ব অঙ্গীকার করিয়াছেন। "শিষ্যাচার্য্যসম্বন্ধস্থানাদিত্বাদেতাবর্থসংগ্রহপ্যাসান্নিতি নানবস্থাদোষঃ।" ভাস্করীয় ভাষ্য (চৌখাম্বাসংস্করণ ১৯১৫, ৩ পৃষ্ঠা)। "যদি চ ভেদজ্ঞানং সর্ব্বাত্মনা নিবর্ত্তেত সম্প্রদায়বিচ্ছেদঃ স্যাৎ" (২০ পৃষ্ঠা)। "শব্দাদিভেদপ্রতিভাসে হি সম্প্রদায়োপপত্তিঃ" (২১ পৃষ্ঠা)।

মাহাযানিক বৌদ্ধবাদ বলিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। তিনি বলিয়াছেন "তথাচ বাক্যং পরিণামস্তু স্যাদ্ দধ্যাদিবদিতি বিগীতং বিচ্ছিন্নমূলং মাহাযানিকবৌদ্ধগাথায়িতং মায়াবাদং ব্যাবর্ণয়ন্তো লোকান্ ব্যামোহয়ন্তি।" (ভাষ্য ৮৫ পৃষ্ঠা)। অন্যত্র বলিয়াছেন,—"যে তু বৌদ্ধমতাবলম্বিনো মায়াবাদিনস্তেঽপি অনেন ন্যায়েন সূত্রকারেণৈব নিরস্তা বেদিতব্যাঃ।" (ভাষ্য ১২৪ পৃষ্ঠা)।

চতুর্থ—পঞ্চম শতাব্দীতে যেমন শ্রীকণ্ঠাচার্য্য শঙ্করের মতে কটাক্ষ প্রদর্শন করিয়া ভক্তিবাদ প্রচার করিয়াছেন অষ্টম—নবম শতাব্দীতে সেইরূপ ভাস্কর কটাক্ষ করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীকণ্ঠের ভাষ্যে শাঙ্করমতকে বৌদ্ধবাদ বলা হয় নাই। ভাস্কর "মাহাযানিক বৌদ্ধবাদ" বলিয়া শাঙ্করমতের প্রতি বিশেষ কটাক্ষ করিয়াছেন। পরবর্ত্তী কালে মধ্বাচার্য্যও (১২শ শতাব্দী) শাঙ্করমতকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদ এবং বিজ্ঞানভিক্ষুও (১৬শ শতাব্দী) প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদ বলিয়াছেন। বাস্তবিক শাঙ্করমতের প্রসার ও প্রতিপত্তির ফলে অন্যান্য আচার্য্যগণের পক্ষে এরূপ কটাক্ষ কতকটা স্বাভাবিক। আরও একটী বিষয় মনে হয়, বোধ হয় শাঙ্করমতাবলম্বিগণ অন্যান্য মতাবলম্বিগণকে একটু তাচ্ছিল্য করিতেন, তজ্জন্যও ঐরূপ ইঙ্গিত হইতে পারে।

আমরা পূর্ব্বে (শাঙ্করমতের ভূমিকায়) শাঙ্করমত বৌদ্ধমতকে প্রভাবিত করিয়াছে, ইহা বলিয়াছি, আর তাঁহারই ফলে দ্বিতীয় শতাব্দীতে মহাযান বৌদ্ধ সম্প্রদায় হিন্দুভাবে ভাবিত হইয়াছিল। ভাস্কর শাঙ্করমতকে "মহাযানবৌদ্ধগাথায়িতং" বলায় আমাদের সিদ্ধান্ত আরও দৃঢ়তর হইল। বৌদ্ধপ্রভাবে শাঙ্করমত প্রভাবিত হয় নাই। বরং শঙ্করের মতেই বৌদ্ধমত প্রভাবিত হইয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক স্মিথ্ সাহেবের মতেও হিন্দু মতেই বৌদ্ধমত প্রভাবিত হইয়াছে। আমাদের বিবেচনায় শাঙ্করমতে মাহাযানিক মত প্রভাবিত হইয়াছে।

শাঙ্করমতের বিস্তৃতিতে যখন সমস্ত দেশ ব্যাপ্ত, তখনই ভাস্করের আবির্ভাব।

(৯ম ও ১০ম শতাব্দী)

শ্রীভাস্করাচার্য্য

জীবন

বৈদান্তিক ভাস্কর জ্যোতিষী ভাস্করাচার্য্যের পূর্ব্বপুরুষ। ডাক্তার ভাউদাজী মহারাষ্ট্র দেশের নাসিক ক্ষেত্রের নিকট একখানি তাম্রপট্ট আবিষ্কার করেন। সেই পট্টলিখিত কবিতাদৃষ্টে বৈদান্তিক ভট্টভাস্কর "সিদ্ধান্তশিরোমণি"কার ভাস্করাচার্য্যের পূর্ব্বপুরুষ বলিয়া প্রতীত হন। শাণ্ডিল্য গোত্রে তাঁহার জন্ম। *

---

* ডাঃ ভাউদাজী মহোদয়ের আবিষ্কৃত তাম্রপট্টে লিখিত পদ্যগুলি এই,—

"শাণ্ডিল্যবংশে কবিচক্রবর্ত্তী ত্রিবিক্রমোঽভূৎ তনয়োঽস্য জাতঃ
যো ভোজরাজেন কৃতাভিধানো বিদ্যাপতির্ভাস্করভট্টনামা ॥
তস্মাদ্ গোবিন্দসর্ব্বজ্ঞো জাতো গোবিন্দসন্নিভঃ।
প্রভাকরসুতস্তস্মাৎ প্রভাকর ইবাপরঃ ॥
তস্মান্মনোরথো জাতঃ সতাং পূর্ণমনোরথঃ।
শ্রীমান্ মহেশ্বরাচার্য্যস্ততোঽজনি কবীশ্বরঃ ॥
তৎসূনুঃ কবিবৃন্দবন্দিতপদঃ সদ্বেদবিদ্যালতা।
কন্দঃ কংসরিপুপ্রসাদিতপদঃ সর্ব্বজ্ঞবিদ্যাসদঃ ॥
যচ্ছিষ্যৈঃ সহ কোঽপি নো বিবদিতুং দক্ষো বিবাদী ক্বচিৎ
শ্রীমান্ ভাস্করকোবিদঃ সমভবৎ সৎকীর্ত্তিপুণ্যান্বিতঃ ॥
লক্ষ্মীধরাখ্যোঽখিলসূরিমুখ্যো বেদার্থবিৎতার্কিকচক্রবর্ত্তী
ক্রতুক্রিয়াকাণ্ডবিচারসারো বিশারদো ভাস্করনন্দনোঽভূৎ ॥

এই সকল পদ্যবলে জানিতে পারি—বৈদান্তিক ভট্ট ভাস্করের পিতার নাম ত্রিবিক্রম। তিনি কবিচক্রবর্ত্তী ছিলেন, এবং "সিদ্ধান্ত-শিরোমণি"কার ভাস্করাচার্য্যের পূর্ব্বপুরুষগণের ষষ্ঠ। ভট্ট ভাস্করের বিদ্যাবত্তার জন্য ভোজরাজ তাঁহাকে 'বিদ্যাপতি' এই উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। 'সিদ্ধান্তশিরোমণি'কার ভাস্কর স্বীয় গ্রন্থে গোলাধ্যায়ো-পায়ে যে পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তদ্দৃষ্টে প্রতীত হয়, সহ্যপর্ব্বতের সন্নিকটে "বিজ্জড় বিড়" নামক স্থানে ইঁহাদের বাসস্থান ছিল। ‡ ভোজরাজ বৈদান্তিক ভাস্করকে বিদ্যাপতি উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন। এই ভোজরাজ কানৌজের অধীশ্বর রামভদ্রের পুত্র মিহির ভোজ বলিয়া অনুমিত হয়। মিহির ভোজ সচরাচর ভোজ নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁহার সাম্রাজ্য পাঞ্জাব হইতে মালব বা অবন্তী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। * মিহির ভোজ ৮৪০ খৃঃ হইতে

সর্ব্বশাস্ত্রার্থদক্ষোঽয়মিতি মত্বা পুরাদতঃ।
জৈত্রপালেন যো নীতঃ কৃতশ্চ বিবুধাগ্রণী ॥
তস্মাৎ সুতঃ সিংঘণচক্রবর্ত্তী দৈবজ্ঞবর্য্যোঽজনি চঙ্গদেবঃ।
শ্রীভাস্করাচার্য্য-নিবদ্ধশাস্ত্রবিস্তারহেতোঃ কুরুতে মঠং যঃ ॥
ভাস্কররচিতগ্রন্থাঃ সিদ্ধান্তশিরোমণিপ্রমুখাঃ।
তদ্বংশ্যাকৃতাশ্চান্যে ব্যাখ্যেয়া মন্মঠেনিয়তম্ ॥"

‡ "আসীৎ সহ্যকুলাচলাশ্রিতপুরে ত্রৈবিদ্যবিদ্বজ্জনে
নানাসজ্জনধাম্নি বিজ্জড়বিড়ে শাণ্ডিল্যগোত্রো দ্বিজঃ।
শ্রৌতস্মার্ত্তবিচারসারচতুরো নিঃশেষবিদ্যানিধিঃ
সাধূনামবধির্মহেশ্বরকৃতী দৈবজ্ঞচূড়ামণিঃ ॥ ৬১
তজ্জস্তচ্চরণারবিন্দযুগলপ্রাপ্তপ্রসাদঃ সুধী-
র্মুগ্ধোদ্বোধকরং বিদগ্ধগণকপ্রীতিপ্রদং প্রস্ফুটম্।
এতদ্ব্যক্তসদুক্তিযুক্তিবহুলং হেলাবগম্যং বিদাং
সিদ্ধান্তগ্রথনং কুবুদ্ধিমথনং চক্রে কবির্ভাস্করঃ ॥" ৬২ ॥
(সিদ্ধান্তশিরোমণি, গোলাধ্যায়ঃ)

* স্মিথ্ সাহেবের ইতিহাস দ্বিতীয় সংস্করণ ৩৫০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

৮৯০ খৃঃ পর্য্যন্ত সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বৈদান্তিক ভাস্কর সুতরাং মিহির ভোজের সমকালিক। ধারানগরীর অধীশ্বর ভোজরাজ ভাস্করকে উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন—ইহা সঙ্গত মনে হয় না। মালবের অধিপতি ভোজরাজের কাল ৯৯৬ খৃঃ হইতে ১০৫১ খৃঃ।† বাচস্পতি মিশ্র বৈদান্তিক ভাস্করের মত উদ্ধার করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন।‡ বাচস্পতি মিশ্রও স্বকৃত

† ভোজরাজের কাল সম্বন্ধে মতদ্বৈধ আছে। মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহোদয় রাজতরঙ্গিণী, ভোজপ্রবন্ধ প্রভৃতি গ্রন্থ আলোচনা করিয়া ভোজরাজের রাজ্যকাল নির্ণয় করিয়াছেন। তিনি এই বাক্য উদ্ধার করিয়াছেন—"পঞ্চাশৎপঞ্চবর্ষাণি সপ্তমাসদিনত্রয়ম্। ভোজরাজেন ভোক্তব্যঃ সগৌড়ো দক্ষিণাপথঃ॥" ন্যায়রত্ন মহাশয়ের মতে ৯৩২—৯৮৭ শকাব্দ পর্য্যন্ত ভোজরাজ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। (তৎকৃত কাব্যপ্রকাশের টীকার ভূমিকা ১৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। মহামহোপাধ্যায় শ্রীদুর্গাপ্রসাদ প্রাচীন লেখমালায় অঙ্কিত ১০৭৮ বিক্রমাব্দের অর্থাৎ ৯৭৩ শকাব্দে ভোজরাজ-প্রদত্ত দানপত্র আবিষ্কার করেন। ভট্ট শ্রীবামনাচার্য্য তৎকৃত কাব্যপ্রকাশের টীকার ভূমিকায় ভোজরাজের রাজ্যকাল ৯১৮—৯৭৩ শকাব্দ বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। (তৎকৃত কাব্যপ্রকাশের টীকার ভূমিকা ৫ পৃ ২০শ পংক্তি দ্রষ্টব্য) সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক স্মিথ সাহেব ন্যায়রত্ন মহাশয়ের অনুসরণ করিয়া ৯৩২ শকাব্দ অর্থাৎ ১০১৮ খৃঃ ভোজরাজের সিংহাসন অধিরোহণকাল সাব্যস্ত করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার মতে ভোজরাজ মাত্র ৪২ বৎসর রাজত্ব করেন। অর্থাৎ ১০৬০ খৃঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন (স্মিথ সাহেবের ইতিহাস ২য় সং ৩৬৫ পৃঃ)। আমরা এস্থলে বামনাচার্য্যের অনুসরণ করিয়াছি।

‡ বাচস্পতি মিশ্র বেদান্তদর্শনের ৩।৩।৩৮ সূত্রের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে ভামতীতে লিখিয়াছেন—যে তু পরস্য বিদুষঃ সুকৃতদুষ্কৃতে কথং পরত্র সংক্রামতঃ ইতি শঙ্কোত্তরতয়া সূত্রং ব্যাচখ্যুঃ। ছন্দতঃ সম্মত ইতি শ্রুতিস্মৃত্যোরবিরোধাদেব ন স্বরাগমগমোহর্থে স্বাতন্ত্র্যেণ যুক্তি নির্ব্বেশনীয়েতি। তেষামধিকরণশরীরানুপ্রবেশে সংভবতার্থান্তরেহপি বর্ণনমসঙ্গতমেবেতি। (নিঃ সাঃ সং ১৯১৭—১৮১১ পৃ)।

"ন্যায়সূচীনিবন্ধ" নামক গ্রন্থে স্বীয় স্থিতিকাল নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ('ন্যায়সূচীনিবন্ধ' কলিকাতা এসিয়াটীক সোসাইটীতে ন্যায়বার্ত্তিক সহ মুদ্রিত হইয়াছে।) ন্যায়সূচীনিবন্ধের সমাপ্তিশ্লোক এই—

"ন্যায়সূচীনিবন্ধোঽসাবকারি সুধিয়াং মুদে।
শ্রীবাচস্পতিমিশ্রেণ বস্বঙ্কবসুবৎসরে॥"

"অঙ্কস্য বামা গতিঃ" এই ন্যায়ানুবলে বস্বঙ্কবসুবৎসরের অর্থ দাঁড়ায় ৮৯৮ বৎসর। "বৎসর" শব্দ বিক্রমাব্দসংবৎকেই লক্ষ্য করে। বিশেষতঃ উদয়নাচার্য্য বাচস্পতির বার্ত্তিকতাৎপর্য্যটীকার উপরে পরিশুদ্ধি নামক টীকা রচনা করেন। তিনি পরিশুদ্ধির প্রারম্ভে সরস্বতীর নিকট যেরূপ প্রার্থনা করিয়াছেন, তাহাতে স্পষ্টতঃ মনে হয়, বাচস্পতি উদয়ন হইতে অনেক প্রাচীন। উদয়ন লিখিয়াছেন— "মাতঃ সরস্বতি পুনঃ পুনরেষ নত্বা বদ্ধাঞ্জলিঃ কিমপি বিজ্ঞাপয়াম্যবেহি। বাক্‌চেতসোর্মম তথা ভব সাবধানা বাচস্পতের্ব্বচসি ন স্খলতো যথৈতে॥" উদয়নও লক্ষণাবলীতে স্বীয় স্থিতিকাল নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

ভামতীর টীকাকার অমলানন্দ স্বামীও এই মতবাদ ভাস্করাচার্য্যের বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন ও ভাস্করের বাক্যসকল উদ্ধৃত করিয়াছেন—"ভাস্করমতমপ্যুপন্যস্যতি—যে স্থিতি……তে নঃ কৃতাদকৃতাদেনসো দেবাসঃ পিপৃতস্বস্তয়ে" ইতি শ্রুতিঃ ভাস্করোদাহৃতা" ইত্যাদি।

ভাস্করাচার্য্যের ভাষ্য আলোচনা করিলেও দেখিতে পাই বাচস্পতি ভাস্করের মতই অনুবাদ করিয়াছেন। "ছন্দত উভয়াবিরোধাৎ" ৩।৩।২৮ সূত্রের ভাষ্যে ভাস্কর লিখিতেছেন "কথং পুনঃ পরকীয়য়োঃ পরসংক্রান্তিরিতি। ছন্দতঃ। সঙ্কল্পতো হি বিদুষঃ শুভং সংকল্পয়তি তস্য সুকৃতাপহারিণস্ত দ্বেষাদহিতমিচ্ছতি তস্য দুষ্কৃতম্। শাস্ত্রপ্রামাণ্যাদেতদ্ গম্যতে ধর্ম্মাধর্ম্মব্যবস্থায়াং তদেব প্রমাণং ন যুক্তয়ঃ ক্রমস্তে। তথা চ মন্ত্রবর্ণঃ। তেন কৃতাদকৃতাদেনসো বিষ্টাদেবাসঃ পিপৃতাস্বস্তয়ে" ইত্যাদি (ভাস্করীয় ভাষ্য চৌ সং, ১৮৫—১৮৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য) অতএব স্থিরসিদ্ধান্ত করিতে পারি বাচস্পতি ভট্টভাস্করের মতই অনুবাদ করিয়াছেন।

"তর্কাম্বরাঙ্ক (৯০৬) প্রমিতেষ্বতীতেষু শকান্ততঃ।
বর্ষেষূদয়নশ্চক্রে সুবোধাং লক্ষণাবলীম্।"

সুতরাং উদয়নের স্থিতিকাল ৯০৬ শকাব্দ অর্থাৎ ৯৮৪ খৃঃ। বাচস্পতির কাল ৮৯৮ শকাব্দ গ্রহণ করিলে উদয়ন ও বাচস্পতি সমকালিক হইয়া পড়েন। উভয়ে সমকালিক হইলে উদয়নের "বাচস্পতের্ব্বচসি ন স্খলতো যথৈতে" এরূপ প্রার্থনার কোনও তাৎপর্য্য থাকে না।

বাচস্পতির কাল ৮৯৮ সংবৎ বলিয়া গ্রহণ করিবার অন্য হেতুও বিদ্যমান। ভামতীর পুষ্পিকায় তিনি লিখিয়াছেন—"তস্মিন্ মহীপে মহনীয়কীর্ত্তৌ শ্রীমন্নৃগেঽকারি ময়া নিবন্ধঃ।" এস্থলে শ্রীমৎনৃগ-রাজার রাজ্যকালে তিনি ভামতী প্রণয়ন করেন। এই নৃগ কে? পুরাণে ইক্ষ্বাকু বংশীয় এক নৃগ রাজার উল্লেখ আছে, অবশ্যই পুরাণবর্ণিত নৃগ বাচস্পতি মিশ্রের সমসাময়িক নহেন। এখন নৃগ শব্দের অর্থ গ্রহণ করিলে আমরা দেখিতে পাই 'নৃণাং গতিঃ" ইতি নৃগঃ অর্থাৎ যাহা নরের গতি বা আশ্রয়, অর্থাৎ ধর্ম্ম, সুতরাং মনে হয় বাচস্পতি ধর্ম্মপালের সময় লিখিয়াছিলেন। আরও তিনি যে সকল বিশেষণে রাজাকে বিশেষিত করিয়াছেন, তাহাতেও ধর্ম্ম-পালকে গ্রহণ করা যাইতে পারে। (এ বিষয় বাচস্পতির জীবন-চরিত প্রসঙ্গে আলোচিত হইবে।) ধর্ম্মপাল অষ্টম শতাব্দীর শেষ হইতে নবম শতাব্দীর প্রারম্ভে (৮০০ খৃঃ) বর্ত্তমান ছিলেন। * ৮১০ খৃঃ ধর্ম্মপাল পাটালিপুত্র নগরে অবস্থানকালে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের চারিখানি গ্রাম তাঁহাকে প্রদান করিয়াছিলেন। অতএব বাচস্পতি মিশ্রের স্থিতিকাল ৮৯৮ সংবৎ গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত, আর ৮৯৮ সংবৎ অর্থাৎ ৮৪২ খৃষ্টাব্দে তিনি ন্যায়সূচিনিবন্ধ প্রণয়ন করেন এবং বঙ্গদেশের পালবংশীয় রাজা ধর্ম্মপালের সমসাময়িক।

* শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কৃত বাঙ্গালার ইতিহাস ১৫৫—১৭৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

বাচস্পতি মিশ্র যখন ভাস্করাচার্য্যের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন, তখন ভাস্করাচার্য্য বাচস্পতি হইতে পূর্ব্বতন। আমাদের মনে হয়, ভাস্করের বৃদ্ধাবস্থায় মিহিরভোজ (৮৪০ হইতে ৮৯০) তাঁহাকে বিদ্যাপতি উপাধি দিয়াছিলেন, এবং বাচস্পতি ও ভাস্কর প্রায় সমসাময়িক, তবে ভাস্কর বয়সে প্রাচীন। ভাস্করের ভাষ্য বিরচিত হইয়া সাধারণে প্রচারিত হইল, এবং বাচস্পতি তাঁহার মত নিরসন করিলেন। উদয়নাচার্য্যও দশম শতাব্দীতে (৯০৬ শকাব্দ অর্থাৎ ৯৮৪ খৃঃতে) ভাস্করাচার্য্যের নামোল্লেখ ও মত উদ্ধৃত করিয়াছিলেন। † উদয়ন হইতে বাচস্পতি শতাধিক বৎসরের প্রাচীন; "লক্ষণাবলী" বিরচিত হইবার ১৪২ বৎসর পূর্ব্বে বাচস্পতির "ন্যায়সূচীনিবন্ধ" বিরচন করেন। এই ১৪২ বৎসর পূর্ব্বে বাচস্পতির স্থিতিকাল হইলেই উদয়নের সরস্বতীর নিকট প্রার্থনার সার্থকতা রক্ষিতও হয়; অতএব নবম শতাব্দীর প্রথম ভাগে ভাস্করাচার্য্য বর্ত্তমান ছিলেন।

এসম্বন্ধে অন্য হেতুও বিদ্যমান। সিদ্ধান্তশিরোমণিকার ভাস্করাচার্য্য স্বীয় গ্রন্থে নিজের জন্মকাল প্রদান করিয়াছেন।* ১০৩৬ শকাব্দায় অর্থাৎ ১১১৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম। ভট্টভাস্কর তাঁহার উর্দ্ধতন পূর্ব্বপুরুষের ষষ্ঠস্থানীয়, সুতরাং ভট্টভাস্করের কাল ভাস্করাচার্য্য (জ্যোতিষী) হইতে ২৭৪ বৎসর পূর্ব্বে হইতে পারে। তাহাতেও ভট্টভাস্করের কাল ৯ম শতাব্দীর প্রারম্ভ বলিয়া স্থিরীকৃত হয়। সম্ভবতঃ অতিবৃদ্ধ বয়সে ভট্টভাস্কর মিহিরভোজকর্ত্তৃক বিদ্যাপতি উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন।

† ন্যায়কুসুমাঞ্জলী—৩০ পৃঃ পংক্তি "ব্রহ্ম পরিণতেরিতি ভাস্করগোত্রে যুজ্যতে।" এবং ৩৩২ পৃঃ ১৪ পংক্তিতে ভাস্করস্ত্রিদণ্ডিমতভাষ্যকার ইতি" বাক্য দেখা যায়।

* "রসগুণপূর্ণমহী (১০৩৬) সমশকনৃপসময়েঽভবন্মমোৎপত্তিঃ।
রসগুণ (৩৬) বর্ষেণ ময়া সিদ্ধান্তশিরোমণিঃ রচিতঃ ॥

ভাস্কর নামে অনেক আচার্য্যের উল্লেখ রহিয়াছে ; যথা—লোকভাস্কর, শ্রৌতভাস্কর, হরিভাস্কর, ভগবন্তভাস্কর, জ্যোতির্ষিক ভাস্কর, ভদন্তভাস্কর, ভাস্করমিশ্র, ভাস্কর শাস্ত্রী, ভাস্করদীক্ষিত প্রভৃতি আচার্য্য গণের নাম শুনিতে পাওয়া যায়। ইহারা সকলেই নাম ও উপনামে ভট্টভাস্কর হইতে পৃথক্। লৌগাক্ষিভাস্কর ও বৎসভাস্কর গোত্রে ভিন্ন, ভাস্করদেব, ভাস্করনৃসিংহ, ভাস্কররায়, ভাস্করানন্দ, ভাস্করনাথ, ভাস্করসেনা প্রভৃতি আচার্য্যগণ নামে ও কালে বিভিন্ন।

ভাস্করাচার্য্য কৃত

গ্রন্থের বিবরণ

'ব্রহ্মসূত্রভাষ্যম্'—এই গ্রন্থ বারাণসী চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজে প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯১৫ খৃঃ পণ্ডিত বিন্ধ্যেশ্বরী প্রসাদ দ্বিবেদী মহোদয়ের সম্পাদনায় মুদ্রিত হইয়াছে। ভাস্করের মতে প্রথমাধ্যায়ে ব্রহ্মের স্বরূপ ও প্রমাণ নির্ণীত হইয়াছে। দ্বিতীয়াধ্যায়ে স্মৃতির বিরোধপরিহার। তর্কপাদে পরমত-নিরাকরণ ও শ্রুতি সকলের পরস্পরবিরোধ-পরিহার। তৃতীয়াধ্যায়ে সংসারগতি-বর্ণন, জীবের অবস্থাভেদ, উপাসনার ফলে ব্রহ্মত্বলাভ, ভেদাভেদবিচার ও জ্ঞানকর্ম্মসমুচ্চয় প্রভৃতি বিষয় প্রপঞ্চিত হইয়াছে। চর্থাধ্যায়ে অনাবৃত্তি, অর্চিরাদি মার্গ নিরূপণ ও ফল নিরূপিত হইয়াছে। সূত্র সম্বন্ধেও মতভেদ আছে। ১।২।১৬ সূত্র রামানুজের মতে—"অতএব চ স ব্রহ্মেতি" এই সূত্র শঙ্করভাষ্যে নাই, শ্রীকণ্ঠের ভাষ্যে আছে, ভাস্কর এই সূত্র পরিগ্রহ করেন নাই। তিনি ১৫শ সূত্রের ভাষ্যে লিখিতেছেন,—অত্রাবসরেঽতএব তদ্ব্রহ্মেতি সূত্রমধ্যে পঠন্তি তৎ-পুনর্গতার্থমিতি **অন্যৈর্নাভিধীয়তে।**" ১।২।১৮ সূত্রে শঙ্করের ও

ভাস্করের পাঠভেদ আছে। শঙ্করের পাঠ—"অন্তর্য্যাম্যধিদৈবাদিষু তদ্ধর্ম্মব্যপদেশাৎ"। ভাস্করের পাঠ—"অন্তর্য্যাম্যধিদৈবাধিলোকাদিষু তদ্ধর্ম্মব্যপদেশাৎ"। ভাস্করের ১।২।১৯ সূত্রের পাঠ—"ন চ স্মার্ত্তমতদ্ধর্ম্মাভিলাপাৎ"। শঙ্করের পাঠও ঐরূপ, কিন্তু রামানুজের পাঠের ভিন্নতা আছে—"ন চ স্মার্ত্তমতদ্ধর্ম্মাভিলাপাচ্ছারীরশ্চ"। ১।২।২০ সূত্রের পাঠ ভাস্করমতে—"শারীরশ্চোভয়েঽপি হি ভেদে নৈনমভিধীয়তে"। শঙ্কর "অভিধীয়তে" স্থলে "অধীয়তে" এই পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু রামানুজের পাঠ ভিন্ন—"উভয়েঽপি হি ভেদে নৈনমধীয়তে"। ১।৩।৬ সূত্রে ভাস্করের মতে "প্রকরণাচ্চ"। কিন্তু শঙ্কর ভাষ্যে "চ"কার নাই। ১।৩।৩৫ সূত্র ভাস্করভাষ্যে "ক্ষত্রিয়ত্বগতেশ্চোত্তরত্র চৈত্ররথেন লিঙ্গাৎ"। শ্রীভাষ্যে —"ক্ষত্রিয়ত্বাবগতেশ্চ" এই একটী সূত্র এবং "উত্তরত্র চৈত্ররথেন লিঙ্গাৎ" এই অন্য একটী সূত্র। ১।৩।৩৮ সূত্র—"শ্রবণাধ্যয়নার্থপ্রতিষেধাৎ স্মৃতেশ্চ" (ভাস্করভাষ্য)। শ্রীভাষ্যে—"শ্রবণাধ্যয়নার্থপ্রতিষেধাৎ" একটী সূত্র, ও "স্মৃতেশ্চ" অন্য সূত্র। ভাস্করভাষ্য—১।৪।১৭ সূত্র "জীবমুখ্যপ্রাণলিঙ্গান্নেতি চেৎ তদ্ব্যাখ্যাতম্। অন্যার্থং তু জৈমিনিঃ প্রশ্নব্যাখ্যানাভ্যামপি চৈবমেকে"। কিন্তু শাঙ্কর ও শ্রীভাষ্যে—"জীবমুখ্যপ্রাণলিঙ্গান্নেতি চেৎ তদ্ব্যাখ্যাতম্" একটী পৃথক্ সূত্র। ভাস্করীয় পাঠ—২।১।৫ সূত্র "অভিমানিব্যপদেশস্তু বিশেষানুগতাভ্যাম্"। শঙ্কর—"বিশেষানুগতাভ্যাম্" স্থলে "বিশেষানুগতিভ্যাম্" পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন। ভাস্করভাষ্যে ২।১।১১ সূত্র "তর্কাপ্রতিষ্ঠানাদপ্যন্যথানুমেয়মিতি চেদেবমপ্যনির্ম্মোক্ষপ্রসঙ্গঃ"। "অবিমোক্ষপ্রসঙ্গঃ" শাঙ্কর ভাষ্যানুসারী পাঠ। রামানুজভাষ্যে এই স্থলে দুইটী সূত্র। "তর্কাপ্রতিষ্ঠানাদপি" ও "অন্যথাঽনুমেয়মিতি চেদেবমপ্যনির্ম্মোক্ষপ্রসঙ্গঃ"। ভাস্করভাষ্য ২।২।২২ সূত্র—"প্রতিসংখ্যাপ্রতিসংখ্যানিরোধাপ্রাপ্তিরসম্ভবঃ"। "অসম্ভব" স্থলে শাঙ্কর ও রামানুজের পাঠ "অবিচ্ছেদাৎ"। এই সূত্রের পরে শাঙ্কর

ও রামানুজ ভাষ্যে 'উভয়থা চ দোষাৎ" একটী সূত্র আছে, কিন্তু ভাস্করীয় ভাষ্যে তাহা নাই। ভাস্করীয় ভাষ্য ২।২।৩০ সূত্রের "ন ভাবোঽনুপলব্ধেঃ" পরে শঙ্করভাষ্যে দুইটী সূত্র আছে—"ক্ষণিকত্বাচ্চ" ও "সর্ব্বথানুপপত্তেশ্চ" কিন্তু রামানুজ ভাষ্যে "ক্ষণিকত্বাচ্চ" সূত্রটী নাই। ভাস্করভাষ্যে ২।২।৩৭ সূত্রের "পত্যুরসামঞ্জস্যাৎ" পরে শাঙ্করভাষ্যে "সম্বন্ধানুপপত্তেশ্চ" এই অন্য এই একটী সূত্র আছে। রামানুজভাষ্যে এই সূত্রটী নাই। ভাস্করভাষ্যে ৩।২।১৪ সূত্র—"অরূপবদেব হি তৎ প্রধানত্বাৎ"। রামানুজের পাঠ—'অপরূপদেব হি তৎ প্রধানত্বাৎ"। এই সূত্রের পরে (অর্থাৎ ১৫ সূত্র) ভাস্করীয় ভাষ্যে একটী সূত্র আছে। সূত্রটী এই—"অস্থূলমনণ্বহ্রস্বমদীর্ঘমশব্দমস্পর্শরূপমব্যয়ম্" এই সূত্রটী শাঙ্কর বা রামানুজ ভাষ্যে নাই। ভাস্করভাষ্যে—৩।৩।৩৫ সূত্র ৩৬ সূত্রের ভাষ্য এক সঙ্গে প্রণীত হইয়াছে। উভয় সূত্রের তাৎপর্য্য এক। সূত্র দুইটী এই—"অন্তরা ভূতগ্রামবৎস্বাত্মনঃ"। ও "অন্যথাভেদানুপপত্তিরিতি চেন্নোপদেশান্তরবৎ"। শাঙ্করভাষ্য পর্য্যালোচনা করিলেও বস্তুগত্যা সূত্র দুইটীকে এক বলিয়াই বোধ হয়। ভাস্করভাষ্যের ৩।৪।৪১ সূত্রের পরে একটী সূত্র দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু শাঙ্কর ও রামানুজ ভাষ্যে সে সূত্রটী আছে। সে সূত্রটী এই—"উপপূর্ব্বমপি ত্বেকে ভাবমশনবত্তদুক্তম্"। শাঙ্কর ভাষ্যে—"আর্ত্বিজ্যমিত্যৌডুলোমিঃ তস্মৈ হি পরিক্রীয়তে"। ৩।৪।৪৫ সূত্রের পরে "শ্রুতেশ্চ" একটী সূত্র আছে, কিন্তু ভাস্কর ও রামানুজ ভাষ্যে ঐ সূত্রের পরে "শ্রুতেশ্চ" এই সূত্রটী নাই। শাঙ্করভাষ্যে ৪।৩।৪ সূত্রের পরে—"উভয়ব্যামোহাত্তৎসিদ্ধেঃ" এই সূত্রটী আছে, কিন্তু এই সূত্রটী ভাস্কর ও রামানুজ ভাষ্যে নাই।

এইরূপ সূত্র সম্বন্ধে মতভেদের কারণ—প্রাচীনকালে সম্প্রদায়ক্রমে সূত্রগুলি অধীত হইত। সাম্প্রদায়িক মতভেদের জন্যও সূত্রের ভেদ হইবার সম্ভাবনা। রামায়ণে যেমন উত্তর, পশ্চিম,

বোম্বাই ও মাদ্রাজের পাঠভেদ আছে, সেইরূপ ব্রহ্মসূত্রের এই পাঠভেদপ্রভৃতির উদ্ভব হইয়াছে। অবশ্যই কোনও আচার্য্য স্বকপোলকল্পিত সূত্র রচনা করেন নাই, সাম্প্রদায়িক ভাষ্যাদিক্রমেই সূত্রের ভিন্নতা হইবার সম্ভাবনা। কোথায় সূত্রটী ভাষ্যমধ্যে মিশিয়া গিয়াছে এবং কোথাও ভাষ্যাংশই সূত্ররূপে গৃহীত হইয়াছে। অবশ্য সম্প্রদায় অক্ষুণ্ণ থাকিলে এরূপও ঘটিত না। কোনও একটি সূত্রকে দুইটি করায় কোন মারাত্মক পৃথক্ত্বও হয় না। এইরূপ পাঠভেদ ও অগ্রহণ বিশেষ দোষাবহ হয় না। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস সাম্প্রদায়িকতার সাময়িক বিচ্ছেদ জন্যই এইরূপ ভিন্নতার জন্ম হইয়াছে।

শ্রীভাস্করাচার্য্য

৯ম-১০ম শতাব্দী

মতবাদ

আচার্য্য ভাস্করের মতে পরমানন্দপ্রাপ্তিই পরম পুরুষার্থ। ব্রহ্মজ্ঞানেই পরমপুরুষার্থ সম্ভব। বেদান্তবাক্যবলেই ব্রহ্মজ্ঞান লভ্য। উপাসনাদ্বারাই ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হয়। ব্রহ্মসাক্ষাৎকারে জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন হয়। সংসারাবস্থায় জীব ও ব্রহ্ম ভিন্ন। মুক্তাবস্থায় জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন।

অধিকারী—আচার্য্য ভাস্করের মতে ধর্ম্মজ্ঞানের পরে ব্রহ্মবিচার। কর্ম্মবিচার সম্পন্ন হইলে, ব্রহ্মজিজ্ঞাসা আরব্ধ হয়। তাঁহার মতে জ্ঞান ও কর্ম্মের সমুচ্চয় সূত্রকারের অভিপ্রেত। তিনি বলিয়াছেন —"অত্র হি জ্ঞানকর্ম্মসমুচ্চয়ান্মোক্ষপ্রাপ্তিঃ সূত্রকারস্যাভিপ্রেতা"। তাঁহার মতে কর্ম্মমীমাংসা ও ব্রহ্মমীমাংসা উভয় মিলিয়া একশাস্ত্র। ধর্ম্মজিজ্ঞাসার পূর্ব্বে ব্রহ্মজিজ্ঞাসার সম্ভাবনা নাই। তাহার সিদ্ধান্ত

এই—"তস্মাৎ পূর্ব্ববৃত্তাদ্ধর্ম্মজ্ঞানাদনন্তরং ব্রহ্মজিজ্ঞাসেতি যুক্তম্ ।" কর্ম্মের ফল ক্ষণিক হইলেও জ্ঞানযুক্ত কর্ম্মের ফল অক্ষয়। তিনি বলিতেছেন—"স্বতঃক্ষণিকস্যাপি কর্ম্মণো জ্ঞানরসবিদ্ধস্যাক্ষয়ি-ফলহার ক্ষীয়ত ইত্যুচ্যতে।" কর্ম্ম জ্ঞানলাভের কারণ, কর্ম্ম মুক্তিলাভের কারণ, অতএব ধর্ম্মজ্ঞান-সম্পন্নই ব্রহ্মজিজ্ঞাসার অধিকারী।

এ বিষয়ে আচার্য্য শ্রীকণ্ঠ ও রামানুজের সহিত ভাস্করের সাদৃশ্য আছে, কিন্তু শঙ্করের সহিত নাই, বিশেষতঃ এস্থলে ভাস্কর শাঙ্করমত নিরসন করিয়াছেন।

বিষয়—আচার্য্য ভাস্করের মতে ব্রহ্মই বিষয়; ব্রহ্মবিচারই পরমপুরুষার্থ, উপাসনায় ব্রহ্মের সহিত অভিন্নতাবোধেই পরমপুরুষার্থ লাভ হয়। জীব ও ব্রহ্ম ভিন্ন এবং অভিন্ন। সাংসারাবস্থায় জীব ও ব্রহ্ম—আত্মা ও ব্রহ্ম ভিন্ন। মুক্তাবস্থায় সমস্ত বিকার উপসংহৃত হইলে, জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন। কার্য্যরূপে নানাত্ববোধ, কারণরূপে অভেদ। ভেদাভেদনিরূপণই বিষয়। তাঁহার সিদ্ধান্ত এই—"অতোভিন্নাভিন্নরূপং ব্রহ্মেতি স্থিতম্।" তাঁহার মতে ব্রহ্ম 'আপ্য'। অবিদ্যার নিবৃত্তি হইলে ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয়। তিনি বলেন, 'উৎপাদ্য', 'বিকার্য্য' ও 'সংস্কার্য্য' এই ত্রিবিধ কর্ম্মের সম্ভাবনা না থাকিলেও, 'আপ্য' কর্ম্মের সম্ভাবনা আছে। তিনি বলেন,—"সত্যং ত্রিবিধং কর্ম্ম ন সম্ভবতীত্যাপ্যং তু ন শক্যতে নিরসিতুম্। যথৈব জ্ঞানেনাবিদ্যা নিবৃত্তিদ্বারেণ ব্রহ্মস্বরূপমবাপ্যত ইতি অভ্যুপগম্যতে। তথা কর্ম্মসহিতেনেত্যভ্যুপগন্তব্যং যজ্ঞেন দানেনেতি বিনিয়োগাৎ।"

শঙ্করের মতে জ্ঞানে অবিদ্যার নিবৃত্তি হয়, অবিদ্যার নিবৃত্তিতে ব্রহ্মপ্রাপ্তি। আচার্য্য ভাস্কর বলেন,—কর্ম্ম সহিত জ্ঞানের ফলে ব্রহ্মপ্রাপ্তি, অতএব ব্রহ্ম আপ্য, ব্রহ্ম প্রাপ্তির বিষয়। আচার্য্য ভাস্কর শাঙ্করিকমতের মুক্তিকে নিরাস্বাদ ও নিঃসম্বন্ধ বলিয়াছেন। তিনি বলেন—"নিঃসম্বন্ধা নিরাস্বাদস্বপক্ষে মোক্ষঃ স্যাৎ, চৈতন্য-

মাত্রাবশেষাৎ। বদন্তি কেচিৎ শৃগালত্বং বনে বরমিতি"। তাঁহার মতে নির্ব্বিষয় মুক্তি কখনই পুরুষার্থ নহে। "শৃগালত্বং বনে বরম্" এই উদ্ধৃত বাক্য "পঞ্চপাদিকায়" আচার্য্য পদ্মপাদ "রাগিগীত" শ্লোক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বাস্তবিক ভাস্কর অনেক স্থলেই শাঙ্করমতের প্রতি তীব্র কটাক্ষ করিয়াছেন। শাঙ্করমতকে বৌদ্ধমত বলিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। বনে শৃগালত্বও প্রশস্ত, তথাপি নির্ব্বিষয় মোক্ষ কাম্য নহে, এরূপ তীব্র কটাক্ষ অনেক স্থলেই করিয়াছেন। আচার্য্য ভাস্করের মতে দেহপাতের পরেই দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি নিবৃত্ত হইলে সর্ব্বজ্ঞত্বাদিযুক্ত মুক্তি লাভ হয়। তিনি বলেন—"অস্মৎপক্ষে তু ন ভেদজ্ঞাননিবৃত্তিরবিদ্যানিবৃত্তিঃ, কিং তর্হি শরীরাদাবনাত্মন্যাত্মবুদ্ধিনিবৃত্তিঃ তত্র চ সিদ্ধো হেতুস্তন্নিবৃত্তৌ শরীরপাতাদনন্তরং সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বশক্তির্নিরতিশয়সুখসংবেদী মুক্তো ভবতীতি নিরবদ্যম্।" তাঁহার মতে তাই ভেদাভেদই বিষয়। ব্রহ্মই কার্য্যরূপে ভিন্ন ও কারণরূপে অভিন্ন। এই ভেদাভেদজ্ঞানই পরমপুরুষার্থ। মুক্তপুরুষই সর্ব্বাত্মরূপ হয়—"মুক্তঃ সর্ব্বাত্মা ভবতি সর্ব্বতঃ।" শাঙ্করমতে ভেদই অবিদ্যার ফল। আচার্য্য ভাস্কর বলেন, কেবল তর্কবলে অভেদবাদ স্থাপিত হইতে পারে না। আগমবলেই বন্ধ-মোক্ষব্যবস্থা নির্ণয় করিতে হইবে, কারণ তর্ক অনবস্থিত। তিনি বলেন—তস্মাদাগমেন বন্ধমোক্ষব্যবস্থা বক্তব্যা, ন তর্কেণ, অনবস্থিতত্বাৎ।" শঙ্কর বলেন, ভৈদশ্রুতির নিন্দা থাকায় অভেদই শ্রুতির তাৎপর্য্য। ভাস্কর বলেন, ভেদ ও অভেদ উভয়েই শ্রুতির তাৎপর্য্য। ভাস্করের ভেদাভেদের সহিত দ্বৈতাদ্বৈতবাদী নিম্বার্কাচার্য্যের মতবাদের সাদৃশ্য আছে। তবে নিম্বার্কাচার্য্য নির্ব্বিশেষ "বোধলক্ষণ" ব্রহ্ম অঙ্গীকার করেন না। তাঁহার মতে ব্রহ্ম সগুণ, সবিশেষ; কিন্তু ভাস্করের মতে সবিশেষ সগুণ ও নিরাকার নির্ব্বিশেষ।

সম্বন্ধ—আচার্য্য ভাস্করের মতে উপনিষদ্ ও ব্রহ্মের প্রতিপাদক-

প্রতিপাদ্য সম্বন্ধ। ব্রহ্ম প্রতিপাদ্য, শ্রুতি প্রতিপাদক। তাঁহার মতে লৌকিক দৃষ্টান্তবলে বৈদিক অর্থ নিরূপণ করা যায় না। কারণ, বৈদিক অর্থ অনুমানাদির বিষয় নহে। তিনি বলেন—"ন চ লৌকিকেন দৃষ্টান্তেন বৈদিকোঽর্থোনিরূপায়িতুং শক্যতে অনুমানাদি-নামবিষয়ত্বাৎ"। আচার্য্য ভাস্করের মতে জন্মাদি শ্রুতি ব্রহ্মের লক্ষণ নির্দ্দেশ করে। ব্রহ্ম প্রতিপন্ন করাই শ্রুতির তাৎপর্য্য। ব্রহ্মজ্ঞানের সাধনরূপে উপাসনাদিও শ্রুতি প্রতিপন্ন করেন। অতএব শাস্ত্র ব্রহ্মের প্রতিপাদক, এ বিষয়ে সকল আচার্য্যই একমত। তবে শঙ্করের মতে শ্রুতি নিষেধমুখে ব্রহ্মকে প্রতিপাদন করে। উপাসনায় শ্রুতির তাৎপর্য্য নহে। ঐকাত্ম্যজ্ঞানপ্রতিপাদনই শাস্ত্রের তাৎপর্য্য। শাঙ্করমতে ও ভাস্করমতে পৃথকত্ব আছে। শাঙ্করমতে শাস্ত্র ও অনুভূতি প্রমাণ। ভাস্করমতে কেবল শাস্ত্রই প্রমাণ। শাঙ্করমতে শ্রুতির অনুকূল তর্ক প্রমাণ, ভাস্করমতে তর্ক অনবস্থিত সুতরাং অপ্রমাণ।

প্রয়োজন—আচার্য্য ভাস্করের মতে সর্ব্বজ্ঞতা সর্ব্বশক্তিমত্তা ও নিরতিশয় আনন্দপ্রাপ্তিই প্রয়োজন। অনাত্মদেহাদিতে আত্মবুদ্ধি নিবৃত্ত হইলে দেহাদির পতনে নিরতিশয় আনন্দপ্রাপ্তি হয়। আনন্দপ্রাপ্তিই প্রয়োজন।

ব্রহ্ম—আচার্য্য ভাস্করের মতে ব্রহ্ম সগুণ এবং নিরাকার। সল্লক্ষণ ও বোধলক্ষণ। ব্রহ্ম সত্যজ্ঞানানন্তলক্ষণ। ব্রহ্ম চৈতন্যমাত্র, রূপান্তররহিত। ব্রহ্ম অদ্বিতীয়। প্রলয়াবস্থায় সমস্ত বিকার উপসংহৃত হয়। ব্রহ্ম নিরাকার। নিরাকাররূপেই ব্রহ্ম উপাস্য, নিরাকার রূপই ব্রহ্মের কারণরূপ,—"নিরাকারমেবোপাস্যং শুদ্ধং কারণরূপম্"। ব্রহ্ম কারণরূপে নিরাকার; কার্য্যরূপে জীব ও প্রপঞ্চ। ব্রহ্মের দুই শক্তি, ভোগ্যশক্তি ও ভোক্তৃশক্তি। ভোগ্য-শক্তিই আকাশাদি অচেতনরূপে পরিণত হয়। ভোক্তৃশক্তিই চেতন, জীবরূপে অবস্থিত হয়। আচার্য্য বলেন—ঈশ্বরস্য দ্বে শক্তী ভবতো

ভোগ্যশক্তিরেকা ভোক্তৃশক্তিশ্চাপরা। ভোগ্যশক্তিশ্চ সাকাশাদি রূপেণাচেতনপরিণামাপত্তেঃ ভোক্তৃশক্তিঃ সা চেতনা জীবরূপেণাব-তিষ্ঠতে।" ব্রহ্মের শক্তি পারমার্থিক। তিনি বলিতেছেন,— "অন্তর্য্যামিপরমাত্মনোঃ নিয়ন্তৃরূপা শক্তিঃ পারমার্থিকী, নহি সা কেনচিৎ কল্পিতা।" ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তি। ব্রহ্ম জগদ্রূপে পরিণত হইলেও প্রপঞ্চাকারে আকারিত হন না। "তস্মাৎ সত্য-জ্ঞানানন্তলক্ষণং ব্রহ্ম ন প্রপঞ্চাকারেণাকারবৎ"।

ব্রহ্ম ও জগৎ—জগদ্ ব্রহ্মাত্মক। কিন্তু ব্রহ্ম জগদ্রূপতা প্রাপ্ত হন না। আচার্য্য বলিতেছেন—"ভোক্তৃভোগ্যনিয়ন্তৃরূপস্য প্রপঞ্চস্য ব্রহ্মাত্মতা, ন প্রপঞ্চারূপতা ব্রহ্মণ ইত্যর্থঃ।" আচার্য্য পরিণামবাদী; তাঁহার মতে ব্রহ্মই জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ। মাকড়শা যেমন নিজ শরীর হইতে জাল বিস্তার করে, এবং নিজ শরীরে লয় করে, সেইরূপ ব্রহ্ম হইতেই জগতের পরিণাম।—"ব্রহ্মাত্মকো হি নামরূপপ্রপঞ্চো ন প্রপঞ্চাত্মকং ব্রহ্ম।" আচার্য্যমতে জগৎ সৎ, আচার্য্যের মতে ব্রহ্ম কারণরূপে অরূপ। তিনি এই জন্য একটী সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন। এই সূত্রটী অন্য কোনও ভাষ্যকারের ভাষ্যে পাওয়া যায় না। সূত্রটী এই,—"অস্থূলমনণ্বহ্রস্বদীর্ঘশব্দ-স্পর্শরূপমব্যয়ম্।" এই সূত্রের ভাষ্যে ভাস্কর লিখিতেছেন— "আকাশো বৈ নামরূপয়োর্নির্বহিতা তে যদন্তরাস্তদ্ ব্রহ্মাদিব্যোহ্যমূর্ত্তঃ পুরুষঃ স বাহ্যাভ্যন্তরো হ্যজঃ। তদেতদ্ ব্রহ্মাপূর্ব্বমনপরমনন্তরমবাহ্যং পরমাত্মা ব্রহ্ম সর্ব্বানভূরিত্যেবমাদীনাং বাক্যানাং সৃষ্টিপ্রকরণস্থাপ্য-রূপবদ্ ব্রহ্মপ্রতিপাদনে তাৎপর্য্যং মৃদ্দৃষ্টান্তপ্রণয়নাদবগম্যতে। অতঃ সলক্ষণমেবাদ্বিতীয়ং প্রলয়াবস্থায়ামেবোপসংহৃতসমস্তবিকারং ব্রহ্ম অহমস্মীতি ধ্যেয়ম্॥৩।২।১৫

শঙ্করের সহিত ভাস্করমতের পার্থক্য আছে। শঙ্করের মতে ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ, নিরাকার, নির্গুণ। সগুণভাব মায়িক; কিন্তু ভাস্করের মতে ব্রহ্ম নিরাকার ও কারণরূপে নির্ব্বিকার নির্ব্বিশেষ

হইয়াও সর্ব্বশক্তিমান্ এবং শক্তি পারমার্থিক। বাস্তবিক এ বিষয়ে ভাস্করের মত সমীচীন নহে। নিরাকার শক্তির অস্তিত্ব ও বিকাশ অসম্ভব। ব্রহ্ম নিরাকার, নির্ব্বিশেষ, শক্তি থাকিবে কি প্রকারে? বিশেষতঃ শক্তি থাকিলেই ক্রিয়া থাকিবে, পরিস্পন্দ থাকিবে। ক্রিয়া থাকিলেই বিকার অবশ্যম্ভাবী। শক্তি আছে, ক্রিয়া নাই, ইহা অসম্ভব। ক্ষণকালের জন্য শক্তি নিরুদ্ধ থাকিলেও আবার ক্রিয়া অবশ্যই হইবে। বিকার থাকিলে প্রলয়াবস্থায় ব্রহ্ম নির্ব্বিকার হইতে পারেন না।

ভাস্করের ভেদাভেদবাদও অসমীচীন। একই বস্তু সমকালে বিরুদ্ধধর্ম্মাক্রান্ত হইতে পারে না। তিনি যে শ্রুতিবলে ভেদাভেদবাদ নির্ণয় করিয়াছেন, সেই সকল শ্রুতিও ভেদাভেদজ্ঞাপক নহে। কারণরূপে অভিন্ন ও কার্য্যরূপে ভিন্ন—ইহাও অযৌক্তিক। বাস্তবিক কার্য্য ও কারণ অভিন্নও বলা যায় না, ভিন্নও বলা যায় না। এ বিষয়ে শঙ্করের মতের অনির্ব্বচনীয়তাই সুসঙ্গত। মুক্তিতে জীব ব্রহ্ম সম্পূর্ণ অভিন্ন হইলেও কার্য্যাবস্থায় ভেদাভেদ ইনি স্বীকার করেন। কিন্তু ইহাও অসঙ্গত।

জীব বা আত্মা—আচার্য্য ভাস্করের মতে ব্রহ্মই জীবরূপে পরিণত হন। জীব ব্রহ্মের অংশ। তিনি বলিতেছেন—"তদংশভূতা জীবা ইতি।" ব্রহ্মের ভোক্তৃশক্তি চেতনা। সেই ভোক্তৃশক্তিই জীব। এই আচার্য্যের মতে জীব ব্রহ্মের শক্তি। জীব সমস্ত বিকাররহিত, কারণাত্মক ব্রহ্মের অনুধ্যান করিলে—"আমিই ব্রহ্ম" এরূপ ধ্যান করিলে, ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয়। দেহাদিতে আত্মভাব বিদূরিত হইলে, দেহের পতনে জীব ব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত হয়। সর্ব্বজ্ঞতা, সর্ব্বশক্তিমত্তা ও নিরতিশয় আনন্দ প্রাপ্ত হয়। এ বিষয়েও শঙ্করের সহিত ভাস্করের পার্থক্য আছে। শঙ্করের মতে আত্মা ব্রহ্মের অংশ নহে, আত্মা ও ব্রহ্মের কোনও ভেদ নাই। ভেদবুদ্ধি মায়িক। মায়ার বিনাশে নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত আত্মারই স্ফূর্ত্তি হয়। বাস্তবিক

জীব ব্রহ্মের অংশ হইতে পারে না। নিরাকার ব্রহ্মের অংশ কি প্রকারে সম্ভব? মূর্ত্তবস্তুর অংশ হইতে পারে, অমূর্ত্ত ব্রহ্মের অংশ হইতে পারে না। নিরাকারের শক্তিও কাল্পনিক। এ বিষয়ে আচার্য্য ভাস্করের মত সুসঙ্গত নহে। জীব ব্রহ্মের অংশ—এ সম্বন্ধে রামানুজাচার্য্যের সহিত ভাস্করের মতসাদৃশ্য আছে। কিন্তু রামানুজের মতে মুক্তজীব ও ব্রহ্ম চিরপৃথক্। জীব দাস, ব্রহ্ম প্রভু। আচার্য্য ভাস্করের মতে মুক্ত জীব ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয়, ব্রহ্মের সর্ব্বজ্ঞতাদি শক্তি লাভ করে। এস্থলে ভাস্করমতে ও শ্রীকণ্ঠের মতে সাদৃশ্য আছে।

মুক্তি—আচার্য্য ভাস্করের মতে উপাসনার ফল মুক্তি। "অহং ব্রহ্মাস্মি" এই ভাবে কারণাত্মক নির্ব্বিকার ব্রহ্মের উপাসনা করিলে ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয়। ব্রহ্মের সর্ব্বজ্ঞতাদি লাভ হয়। দেহের পতনে ব্রহ্মের সহিত অভিন্নতা লাভ হয়। জীবন্মুক্তি তাঁহার স্বীকৃত নহে। জ্ঞানীর উৎক্রামণ হয়। ব্রহ্মপ্রাপ্তিই পরমপুরুষার্থ। মুক্তাবস্থায় আত্মরূপেই অবস্থিতি হয়।

এ বিষয়েও শঙ্করমতের সহিত তাঁহার মতপার্থক্য সুস্পষ্ট। শঙ্করের মতে মুক্তি "উৎক্রান্তিঃ গতিবর্জ্জিতা।" শঙ্কর বলেন—ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তিও স্বর্গ বিশেষ, উহা আপেক্ষিক মুক্তি।

জ্ঞান ও কর্ম্ম—আচার্য্য ভাস্কর জ্ঞানকর্ম্মসমুচ্চয়বাদী। তাঁহার মতে জ্ঞান আপেক্ষিক। তিনি অখণ্ডজ্ঞানবাদী নহেন। তিনি বলেন—"নহি ভেদজ্ঞানং দ্রব্যং গুণঃ ক্রিয়া বা যেন বিদ্যাতোঽন্যৎ স্যাৎ। বিদ্যেতি জ্ঞানমুচ্যতে ভেদজ্ঞানমপি জ্ঞানমেবেতি"। তাঁহার মতে ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞান মিথ্যা হইতে পারে না। তিনি বলেন—"নহি ব্রহ্মবিষয়ং জ্ঞানং মিথ্যা ভবিতুমর্হতি।" তাঁহার মতে জ্ঞান ক্রিয়া নহে। অনুভবই জ্ঞান। তিনি বলেন—"অতোঽনুভব এব জ্ঞানং ন তদ্ব্যতিরিক্তং কিঞ্চিৎ" তাঁহার মতে ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞান ও আত্মচৈতন্য পৃথক্। তিনি বলেন—"তস্মাদালোকেন্দ্রিয়াদিভ্যো জ্ঞানমুৎপদ্যমানং নিরুধ্যমানং চান্যদাত্মচৈতন্যং চান্যদিতি যুক্তম্।"

তাঁহার মতে উপাসনার ফল মুক্তি। উপাসনাই জ্ঞাননিমিত্তক।

এস্থলেও শঙ্করের সহিত ভাস্করের মতভেদ আছে। শঙ্কর জ্ঞানকর্ম্মের সমুচ্চয় অস্বীকার করেন। তাঁহার মতে আত্মচৈতন্যের স্ফূর্ত্তিতেই ইন্দ্রিয় সকল বিষয় গ্রহণ করে। ব্রহ্ম জ্ঞানের বিষয় নহে। ব্রহ্ম স্বপ্রকাশ জ্ঞানস্বরূপ। ব্রহ্ম প্রত্যাগাত্মজ্ঞানস্বরূপ। ভাস্কর উপাসনার ফলে মুক্তি অঙ্গীকার করায় ব্রহ্মকে প্রমেয়রূপে, জ্ঞানের বিষয়রূপে, গ্রহণ করিয়াছেন। ভাস্কর বলিয়াছেন—"জ্ঞানমিহোপাসনমভিপ্রেতম্। প্রথমং তাবদ্বাক্যাদ্ ব্রহ্মস্বরূপবিষয়ং জ্ঞানমুৎপদ্যতে। তচ্চ প্রমেয়রূপাবচ্ছেদকং ঘটাদিবিষয়প্রত্যক্ষাদি জ্ঞানবৎ। ইদম্ উপাসনং নির্ণীতে বস্তুতত্ত্বে পশ্চাৎ ক্রিয়তে।" বস্তুতত্ত্ব নির্ণীত হইলে তৎপরে উপাসনার অবকাশ। ব্রহ্মবস্তু নির্ণীত হইলে তৎপরে তাঁহার উপাসনা করিতে হইবে। ভাস্কর অহংগ্রহ উপাসনার বিধান দিয়াছেন। বাস্তবিক ব্রহ্মতত্ত্বনির্ণয় "ঘটাদিবিষয়প্রত্যক্ষাদি-জ্ঞানবৎ" হইলে ব্রহ্ম দৃশ্যবস্তু হইয়া পড়েন। ব্রহ্মের অনিত্যাদি দোষ অবশ্যম্ভাবী হয়। বিশেষতঃ তত্ত্বনির্ণয়ের পরে উপাসনার তাৎপর্য্য থাকে না। এ সম্বন্ধে ভাস্করীয় মত অসঙ্গত ও অসমীচীন। অহংগ্রহ উপাসনা শঙ্করের সম্মত। তবে শঙ্করের মতে উপাসনাও কর্ম্ম। উপাসনা অজ্ঞানজাত। উপাসনা অবলম্বন গ্রহণ করিয়া করিতে হয়। অতএব উহা অবিদ্যার ফল। অখণ্ড ঐকাত্ম্য জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান।

ব্রহ্মবিচারে শূদ্রাধিকার—আচার্য্য ভাস্করের মতেও ব্রহ্মবিদ্যায় শূদ্রের অধিকার নাই। "ব্রহ্মবিদ্যায়ামনধিকার ইতি।" এসম্বন্ধে শঙ্করের মত উদার, কারণ শঙ্কর বেদপূর্ব্বক শূদ্রাধিকার নিরাস করিলেও, ইতিহাস-পুরাণাদিবলে শূদ্রের জ্ঞান জন্মিতে পারে, এরূপ উদার মত প্রকাশ করিয়াছেন।

বেদ—আচার্য্য ভাস্করমতেও বেদ স্বতঃপ্রমাণ। বেদ নিত্য। এ বিষয়ে আচার্য্যগণ সকলেই একমত। তবে শঙ্করের মতে বেদের

নিত্যত্বও আপেক্ষিক। আচার্য্য ভাস্কর বৈয়াকরণিকগণের স্ফোটবাদ নিরাকরণ করিয়া বর্ণের নিত্যত্ব অঙ্গীকার করিয়াছেন। তাহার মতেও "বর্ণা এব তু শব্দ ইতি", এ বিষয়ে শঙ্কর ও ভাস্কর একমত।

মন্তব্য

শঙ্করকে প্রতিপক্ষরূপে গ্রহণ করিয়া শাঙ্করমতের খণ্ডনই ভাস্করের ভাষ্যে সর্ব্বত্র পরিস্ফুট। তৎকালে শাঙ্করমতের প্রাধান্যের ইহাও নিদর্শন। ভাস্করের ভেদাভেদবাদও প্রকৃত প্রস্তাবে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ। ভাস্করের সময় হইতেই শাঙ্করমতের উপর প্রচ্ছন্ন ও প্রকাশ্য কটাক্ষ আরম্ভ হইয়াছে। শাঙ্করমতকে বৌদ্ধবাদ বলা প্রথমে ভাস্করের গ্রন্থেই দেখিতে পাই। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী ও দ্বৈতবাদী আচার্য্যগণ পরবর্ত্তী কালে শাঙ্করমতের সম্বন্ধে এইরূপ কটাক্ষ করিয়াছেন। আমাদের মনে হয় ভাস্করই এই প্রচ্ছন্ন কটাক্ষের জনক। রামানুজ-আচার্য্য আবার ভাস্করমত খণ্ডন করিয়াছেন।

ভাস্করমত ত্রিদণ্ডী বৈদান্তিকগণের অনুকূল ; কারণ, তাঁহার ভাষ্যে ত্রিদণ্ডের প্রশংসা দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি বলিতেছেন,—"স্মৃতৌ চ মননাদৌ ত্রিদণ্ডযজ্ঞোপবীতাদিনিয়মাছ্স্তমাশ্রমঃ স্বরূপতো ধর্ম্মতশ্চ নির্দ্ধার্য্যতে ইতি নাতিপ্রসঙ্গঃ" (ভাস্করীয় ভাষ্য ৩।৪।২৬ সূত্র-ভাষ্য দ্রষ্টব্য)। "স্মৃতিভাষ্যকারৈরুদাহৃতত্বাৎ ত্রিদণ্ডপক্ষস্যাপ্যুপপন্নত্বাৎ"। (ঐ সূত্রভাষ্য)। তিনি পাঞ্চরাত্রমতের যৌক্তিকতা ও সঙ্গতি প্রদর্শন করাও প্রতীয়মান হয়, তিনি ত্রিদণ্ডী বৈদান্তিক। যামুনাচার্য্য, রামানুজাচার্য্য প্রভৃতি আচার্য্যগণ সকলেই ত্রিদণ্ডী। পাঞ্চরাত্রের সিদ্ধান্ত শঙ্কর খণ্ডন করিয়াছেন। ২য় অধ্যায় ২য় পাদের "উৎপত্ত্যসম্ভবাৎ" সূত্রে শঙ্কর পাঞ্চরাত্রমতের বাসুদেব হইতে সংকর্ষণ প্রভৃতির উৎপত্তি খণ্ডন করিয়াছেন ; কিন্তু ভাস্কর পাঞ্চরাত্র-সিদ্ধান্তের সমর্থন করিয়াছেন। তিনি বলেন—"ইদানীং পঞ্চরাত্র-সিদ্ধান্তঃ পরীক্ষ্যতে। ন চেয়মনুপপন্না চিত্রাশ্রুতির্বিরোধাভাবাৎ।

কথম্। বাসুদেব এবোপাদানকারণং জগতো নিমিত্তকারণং চেতি তে মন্যন্তে। ক্রিয়া যোগশ্চ তৎপ্রাপ্ত্যুপায়স্তত্রোপদিশ্যতে অধিগমনোপাদানেজ্যাস্বাধ্যায়যোগৈর্ভগবন্তং বাসুদেবমারাধ্য তমেব প্রতিপদ্যত ইতি। তদেতৎ সর্ব্বং শ্রুতিপ্রসিদ্ধমেব তস্মান্নাত্র নিরাকরণীয়ং পশ্যামঃ।" (ভাস্করীয় ভাষ্য ১২৮ পৃঃ, ২।২।৪১ সূত্র-ভাষ্য) এস্থলে ভাস্কর পাঞ্চরাত্র সিদ্ধান্ত অনুমোদন করায় স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হয়, তিনি ত্রিদণ্ডী বৈদান্তিক। অবশ্যই তাঁহার মতে ও যামুনাচার্য্য, রামানুজাচার্য্য প্রভৃতির মতে পার্থক্য আছে।

ভাস্কর ব্রহ্মকে নিরাকার বলিয়াছেন। কিন্তু রামানুজের মতে সাকার। ব্রহ্মের সহিত অভিন্নত্ব ভাস্করীয় সিদ্ধান্ত। চিরদাস্য রামানুজীয় সিদ্ধান্ত। বাস্তবিক রামানুজ ব্রহ্মকে সগুণ স্বীকার করায় সাকার বলিয়া নির্দ্দেশ যুক্তিযুক্ত হইয়াছে; কিন্তু ভাস্করের সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক। ভাস্কর কতকটা পরিমাণে শাঙ্করমতে প্রভাবিত হইয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। শাঙ্করমত খণ্ডন করিতে গিয়াও শাঙ্করিক ভাবে ভাবিত হইয়াছেন। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদিগণ অনেকটা পরিমাণে স্বীয় স্বীয় মতবাদ দ্বারাই শাঙ্করমতের যৌক্তিকতা প্রদর্শন করিয়াছেন। ভেদাভেদ-অঙ্গীকার প্রকৃতপ্রস্তাবে শাঙ্করমতের যৌক্তিকতার নিদর্শন। ভেদাভেদবাদ প্রকারান্তরে শাঙ্করমতের সমর্থন করিয়াছে। মুক্তাবস্থায় অভিন্নাস্বরূপে অবস্থিতি-অঙ্গীকার প্রকারান্তরে শঙ্করবাদের সমর্থন।

আচার্য্য ভাস্কর ৪।৪।৪ সূত্রের ভাষ্যে অবিভাগে অবস্থিতিই স্বীকার করিয়াছেন। মুক্ত ব্যক্তি পরমাত্মার সহিত অভিন্নভাবেই স্থিতি লাভ করে। তিনি বলিতেছেন—"সিদ্ধান্তী মন্যতেঽ-বিভাগেনেতি। কথম্। দৃষ্টত্বাৎ। তত্ত্বমস্যহং ব্রহ্মাস্মি পয়োদকে শুদ্ধে শুদ্ধমাশিক্তং তাদৃশো ভবতি" "এবং মুনের্বিজানত আত্মা ভবতি গৌতম। ন বিভাগপ্রতিপাদকস্য শব্দস্য দৃষ্টত্বাৎ। যথা চ ভগ্নে ঘটে ঘটাকাশ মহাকাশ এব ভবতি দৃষ্টত্বাৎ। এবমেবাত্রাপীতি।"

এস্থলে অভিন্নতাকেই স্বাভাবিক ও ভেদকে ঔপাধিক বলিয়াছেন। "জীবপরয়োশ্চ স্বাভাবিকোঽভেদ ঔপাধিকস্তু ভেদঃ স তন্নিবৃত্তৌ নিবর্ত্ততে।" এইরূপ অভিন্নতা স্বীকার করায় শাঙ্করবাদের এক প্রকার কুক্ষিগত হইয়া পড়িয়াছেন। শাঙ্করমতের প্রভাবের ইহাও একটি নিদর্শন।

ভোজরাজ শৈবাচার্য্য। শৈবাচার্য্যগণ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী। ভেদাভেদবাদ অনেকাংশে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের অন্তর্ভুক্ত। ভোজরাজ পাণ্ডিত্যের জন্য ও স্বীয় মতের অনুকূল মতবাদের জন্য ভাস্করকে "বিদ্যাপতি" উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন বলিয়াই বোধ হয়।

ভাস্করাচার্য্যের বিশেষত্ব এই যে, তিনি শঙ্করের ন্যায় ব্রহ্মপরই সূত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আচার্য্য রামানুজ প্রভৃতি যেমন বিষ্ণুপর, আচার্য্য শ্রীকণ্ঠ যেমন শিবপর ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ভাস্কর সেরূপ করেন নাই।

ভাস্করের আবির্ভাবের সহিত ভারতের দার্শনিক জীবন আবার নূতন ভাব ধারণ করিল। প্রথমে শাঙ্করযুগের পূর্ব্বমীমাংসার মতবাদখণ্ডনই প্রধান কার্য্য ছিল। শ্রীকণ্ঠ ভাস্কর প্রভৃতির আবির্ভাবে দার্শনিক বিচারমল্লতা নূতন আকার ধারণ করিল। বৈদান্তিক রাজ্যেও বিচারযুদ্ধ আরম্ভ হইল। দ্বৈতবাদ ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের সহিত অদ্বৈতবাদের যুদ্ধ ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইয়াছে। দশম শতাব্দী হইতে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত এই যুদ্ধ অবিরাম চলিয়াছে। এখনও এই যুদ্ধের নিবৃত্তি হয় নাই। কিন্তু বর্ত্তমানে গ্রন্থরচনা নাই বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। অন্ততঃ মৌলিকতা নাই।

অদ্বৈতবাদ

(৯ম শতাব্দী)

অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগ হইতে নবম শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্য্যন্ত অদ্বৈতমতের আচার্য্য সর্ব্বজ্ঞাত্মমুনি। সর্ব্বজ্ঞাত্মমুনির প্রায় সমকালে অদ্বৈতাকাশে আবার নবসূর্য্যের উদয় হয়। তাঁহার আবির্ভাবে অদ্বৈতবাদ আবার নূতন তেজে অগ্রসর হইল। এই নবসূর্য্যই ভামতীকার বাচস্পতি মিশ্র। নবম শতাব্দীতে তাঁহার প্রতিভার স্ফুরণ হইয়াছে। বাচস্পতির ভামতী টীকা দর্শনরাজ্যের এক অপূর্ব্ব বস্তু। বাস্তবিক "ভামতী" নাম সার্থক। শাঙ্করভাষ্যের প্রকাশক ভামতী "প্রসন্নগম্ভীর"। শাঙ্করভাষ্যের যথার্থাবগতি এক 'ভামতী' দ্বারাই সম্ভব বলিয়া ভামতী নাম অন্বর্থ। ভামতী শব্দের অর্থ—কান্তিমতী। সূর্য্যের দীপ্তি যেমন সকল প্রকাশ করে, সেইরূপ ভামতী শাঙ্করভাষ্যের গভীরতা উদ্ভাসিত করে।

সর্ব্বজ্ঞাত্মমুনির অস্তের সহিতই বাচস্পতির উদয়। যেন দিনান্তে দিনের উদয়। শ্রীকণ্ঠ, ভাস্কর প্রভৃতির আবির্ভাবের সহিত শাঙ্করমতের প্রতিদ্বন্দ্বিতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। বাচস্পতির প্রতিভায় শাঙ্করমত নূতন বলে বলীয়ান্ হইয়া স্বীয় অক্ষুণ্ণরাজ্যস্থাপনে ব্যাপৃত হইল। যখন ভেদাভেদ-প্রভৃতি মতের অভ্যুদয় হইতেছিল, তখনই বাচস্পতির উদয়। দীর্ঘ কয়েক শতাব্দী অদ্বৈতমত পূর্ব্ব-মীমাংসা ও বৌদ্ধবাদের সহিত সংগ্রাম করিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠা স্থাপন করিয়াছে। আবার বেদান্তের অনুবর্ত্তন করিয়া নূতন নূতন মতবাদের উদ্ভব হইল। বৌদ্ধবাদ, পূর্ব্বমীমাংসা ও বৈদান্তিক অন্যান্য বাদের সমরঘোষণার সময় বাচস্পতি রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। বাচস্পতির সময়েও মগধে বৌদ্ধবাদের প্রতিষ্ঠা ছিল। স্বীয় স্বীয়

প্রাধান্য স্থাপন করিবার জন্য সকল মতই সবিশেষ চেষ্টা করিয়াছে। বাচস্পতির সমসাময়িক মগধের রাজা 'ধর্ম্মপাল' ; তিনি বৌদ্ধ-মতাবলম্বী ছিলেন। কিন্তু সমদর্শিতা-গুণে সকলেরই প্রীতিভাজন ছিলেন বলিয়া অনুমিত হয়। সমদর্শিতা (Toleration) ভারতের বিশেষত্ব। পরস্পরবিরুদ্ধমতাবলম্বীও সুখে শান্তিতে পাশাপাশি বাস করিয়াছে। দার্শনিক যুদ্ধে পরাভূত হইলেও, প্রতিবেশীর ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিত না। বিচারযুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেও নররক্তে পৃথিবীর বক্ষ কলঙ্কিত হইত না। বিচারযুদ্ধেও গ্রন্থকর্তৃগণ অনেক স্থলেই পরমত শ্রদ্ধার সহিত আক্রমণ করিতেন।

বাচস্পতির সময় আবার নূতন উন্মেষ পরিলক্ষিত হইল। ন্যায়দর্শনেরও অভ্যুদয় হইতে লাগিল। নবম শতাব্দী ভারতের দার্শনিক ইতিহাসে স্বর্ণযুগ। নবোন্মেষের সহিত বাচস্পতির আবির্ভাব।

আচার্য্য বাচস্পতি মিশ্র

(নবম শতাব্দী)

জীবন

সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র বাচস্পতি ষড়্দর্শনের টীকাকার। যখন যে মত প্রপঞ্চিত করিয়াছেন, তখন তদনুকূল যুক্তিতর্কের অবতারণা করিয়াছেন। তাঁহার অবস্থিতিকাল সম্বন্ধে নানারূপ মত আছে। Macdonell সাহেব তৎকৃত "History of Sanskrit Literature" নামক গ্রন্থে বাচস্পতির কাল দ্বাদশ শতাব্দী (১১০০ খৃষ্টাব্দ) নির্দ্দেশ করিয়াছেন। * কিন্তু এই কালনির্দ্দেশ নিতান্ত অসঙ্গত

* Macdonell's History of Sanskrit Literature 1913 Ed. p. 303.

হইয়াছে। পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহোদয়, বাচস্পতি মিশ্রকে খণ্ডনখণ্ডখাদ্যকার শ্রীহর্ষ মিশ্রের পরবর্ত্তী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তর্কবাচস্পতি মহাশয় "খণ্ডনখণ্ডখাদ্যোদ্ধার" গ্রন্থের কর্ত্তা বাচস্পতি ও ষড়্‌দর্শনের টীকাকার বাচস্পতিকে অভিন্ন বলিয়া গ্রহণ করিয়া এই ভ্রান্তিতে পতিত হইয়াছেন। উভয় বাচস্পতি এক নহেন। কালের পৃথক্ত্ব আছে। খণ্ডনকার শ্রীহর্ষ মিশ্র কান্যকুব্জেশ্বর জয়চাঁদের সমসমায়িক। জয়চাঁদ দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে মহম্মদ ঘোরির সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া রাজ্যচ্যুত হন (১১৯৩ খৃঃ)। খণ্ডনের পরিসমাপ্তি শ্লোক হইতে জানা যায়—শ্রীহর্ষ কান্যকুব্জেশ্বর জয়ন্তচন্দ্রের আশ্রিত ছিলেন। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে শ্রীহর্ষের অবস্থিতিকাল হইলে খণ্ডনখণ্ডখাদ্যোদ্ধারকার বাচস্পতি তৎপরবর্ত্তী অবশ্যই হইবেন। কিন্তু ষড়্‌দর্শনের টীকাকার বাচস্পতির কাল দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ বা ত্রয়োদশের প্রথম হইতে পারে না। বাচস্পতি মিশ্র "ন্যায়সূচীনিবন্ধে" স্বীয় স্থিতিকাল নির্দ্দেশ করিয়াছেন। "ন্যায়সূচীনিবন্ধ" কলিকাতা এশিয়াটিক্ সোসাইটী হইতে ন্যায়বার্ত্তিকের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। ন্যায়সূচীনিবন্ধে লিখিয়াছেন :—

"ন্যায়সূচীনিবন্ধোঽসাবকারি সুধিয়াং মুদে।
শ্রীবাচস্পতিমিশ্রেণ বস্বঙ্কবসুবৎসরে॥"

অঙ্ক সকলের বামা গতি। এইরূপে ন্যায়সূচীনিবন্ধের কাল ৮৯৮ সংবৎ অর্থাৎ ৮৪২ খৃষ্টাব্দ হয়। ৮৪২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার স্থিতিকাল। অন্য প্রমাণেও নবম শতাব্দীর প্রথম ভাগ তাঁহার স্থিতিকাল বলিয়া নির্দ্দেশিত হয়। ভামতীর সমাপ্তি শ্লোকে তিনি আপন স্থিতিকাল এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

"There are two excellent commentaries on the Sankhyakarika, the one composed about 700 A. D. by Gaudapada, and the other soon after 1100 A. D. by Vachaspati Misra."

"নৃপান্তরাণাং মনসাপ্যগম্যাং ভ্রূক্ষেপমাত্রেণ চকার কীর্ত্তিম্।
কার্ত্তস্বরাসারসুপূরিতার্থসার্থঃ স্বয়ং শাস্ত্রবিচক্ষণশ্চ ॥
নরেশ্বরা যচ্চরিতানুকারমিচ্ছন্তি কর্ত্তুং ন চ পারয়ন্তি।
তস্মিন্ মহীপে মহনীয়কীর্ত্তৌ শ্রীমন্নৃগেঽকারি ময়া নিবন্ধঃ ॥

অর্থাৎ অন্যান্য রাজগণ যাহা মনেও কল্পনা করিতে পারেন না— এইরূপ কীর্ত্তির যিনি ভ্রূক্ষেপ মাত্রে প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন, যাঁহার শাসনাধীন প্রকৃতিপুঞ্জ সুবর্ণমুদ্রায় ধনশালী, যিনি শাস্ত্র-বিচক্ষণ, অন্যান্য রাজগণ যাঁহার আচরণ অনুকরণ করিতে কৃতসঙ্কল্প, কিন্তু অনুকরণ করিতে অসমর্থ, সেই মহনীয় কীর্ত্তিমান্ মহীপ নৃগনামক রাজার শাসনকালে আমি ভামতী নিবন্ধ প্রণয়ন করিলাম।

"নৃগ" শব্দের অর্থ পর্য্যালোচনা করাও আবশ্যক। কারণ "নৃগ" নামক কোনও রাজার নাম ভারতীয় ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় না। পুরাণে ইক্ষ্বাকু বংশের এক রাজার 'নৃগ' নাম আছে। কিন্তু পুরাণ বর্ণিত 'নৃগ' কখনই বাচস্পতির সমসাময়িক হইতে পারে না। "নৃনাং গতিঃ" (নৃ+গম্+ড) এইরূপ অর্থ করিলে নৃগ পদের অর্থ সিদ্ধ হয়। নরসমূহের গতি বা আশ্রয় বলিতে ধর্ম্মকে বুঝাইতে পারে। অতএব 'নৃগ' শব্দে ধর্ম্মপালকে বুঝাইতে পারে। ভামতীর অন্যত্রও রাজা নৃগের উল্লেখ দেখা যায়। ২।১।৩৩ সূত্রের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বাচস্পতি ভামতীতে লিখিয়াছেন:— "ন চাদ্যাপি ন দৃশ্যন্তে লীলামাত্রবিনির্মিতানি মহাপ্রাসাদপ্রমোদবনানি শ্রীমন্নৃগনরেন্দ্রাণামন্যেষাং মনসাপি দুষ্করাণি নরেশ্বরাণাম্"। রাজা নৃগের পক্ষে মহাপ্রাসাদাদি নির্ম্মাণ লীলামাত্র।

বাচস্পতি মিশ্র শ্রীমান্ নৃগের যে সকল বিশেষণ দিয়াছেন, তাহা ধর্ম্মপালেই সুসঙ্গত হয়। ধর্ম্মপালদেবের খালিমপুরে আবিষ্কৃত তাম্রশাসন হইতে অবগত হওয়া যায়, যে "তিনি ভোজ, মৎস্য, কুরু, যদু ও যবনাদি দেশসমূহের রাজন্যবর্গকে কান্যকুব্জরাজের

অভিষেককালে সাধুবাদ প্রদান করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। *
ধর্ম্মপাল সমগ্র উত্তরাপথের মণ্ডলেশ্বরপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।
ধর্ম্মপাল কান্যকুব্জে চক্রায়ুধকে প্রতিষ্ঠিত করেন। ধর্ম্মপালের
দিগ্বিজয়ে হিমালয় হইতে গঙ্গাসাগরসঙ্গম পর্য্যন্ত অধিকৃত
হইয়াছিল। †

পালবংশীয় প্রথম রাজা গোপালদেবের সময় গৌড় ও মগধের প্রজাবৃন্দ কিয়ৎকাল শান্তিভোগ করিয়াছিল। তাহারই ফলে ধর্ম্মপালের সময় দেশ সমৃদ্ধ হইয়াছিল। ধর্ম্মপালের দিগ্বিজয় ও প্রতাপপুঞ্জের সমৃদ্ধি দেখিয়াই বোধ হয় বাচস্পতি লিখিয়াছেন,—"নৃপান্তরাণাং মনসাপ্যগম্যাং ভ্রূক্ষেপমাত্রেণ চকার কীর্ত্তিম্। কার্ত্ত-স্বরাসারসুপূরিতার্থসার্থঃ।" ইত্যাদি। আশ্রিতবাৎসল্যের নিদর্শন-স্বরূপ চক্রায়ুধের ঘটনা উল্লিখিত হইতে পারে। চক্রায়ুধকে কান্যকুব্জের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠা, ধর্ম্মপালের রাজ্যারোহণের অব্যবহিত পরের ঘটনা। তাহাই লক্ষ্য করিয়া বোধ হয় বাচস্পতি লিখিয়াছেন,—"নরেশ্বরা যচ্চরিতানুকারমিচ্ছন্তি কর্ত্তুং ন চ পারয়ন্তি।"

ধর্ম্মপাল বিক্রমশিলা-বৌদ্ধবিদ্যালয় সংস্থাপন করেন। শ্রীজ্ঞান দীপঙ্কর প্রভৃতি পণ্ডিতগণ পরবর্ত্তী কালে এই বৌদ্ধবিহারের অধ্যক্ষ হইয়াছিলেন। এই বিহার হইতে তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছিল।

ধর্ম্মপালের বৌদ্ধবিদ্যালয়-সংস্থাপনে অসাধারণশক্তির বিষয়

---

* ভোজৈর্ম্মৎস্যৈঃ সমদ্রৈঃ কুরুযদুযবনাবন্তিগন্ধারকীরৈর্ভূপৈর্ব্যালোল-মৌলিপ্রণতিপরিণতৈঃ সাধুসঙ্গীর্য্যমাণঃ। হৃষ্যৎপঞ্চালবৃদ্ধোদ্ধৃতকনকময়-স্বাভিষেকোদকুম্ভোদত্তঃ শ্রীকান্যকুব্জস্ সললিতচলিতভ্রূলতালক্ষ্ম যেন॥—গৌড়লেখমালা পৃঃ ১৭।

† শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাঙ্গালার ইতিহাস ১৭০ পৃঃ এবং গৌড়লেখমালা পৃঃ ৩৬।

লক্ষ্য করিয়াই তিনি লিখিয়াছেন,—"ন চাদ্যাপি ন দৃশ্যন্তে লীলা-মাত্রবিনির্ম্মিতানি মহাপ্রাসাদ-প্রমোদবনানি শ্রীমন্মৃগনরেন্দ্রাণামন্যেষাং মনসাপি দুষ্করাণি নরেশ্বরাণাম্।" যিনি উত্তরভারতের একচ্ছত্র সম্রাট্ হইয়াছিলেন, তাঁহারই পক্ষে ঐরূপ সম্ভব। যিনি নানাদেশ জয় করিতে অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে "লীলামাত্রবিনির্ম্মিতানি মহাপ্রাসাদপ্রমোদবনানি" অতি তুচ্ছ কথা। ধর্ম্মপালের সময় হয় ত রাজধানীর শ্রীবৃদ্ধিও সাধিত হইয়াছিল। ধর্ম্মপাল সম্ভবতঃ ৭৯০—৭৯৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন, এবং খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর প্রথম ভাগে রাজত্ব করিয়াছিলেন। ‡ বাচস্পতি বৌদ্ধদার্শনিকগণের মধ্যে ধর্ম্মকীর্ত্তির

‡ শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইতিহাস ১ম খণ্ড ১৫৭—১৬৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য। রাখালদাসবাবু প্রমাণবলে ঐ কালনির্ণয় করিয়াছেন। ন্যায়সূচী-নিবন্ধের কাল ৮৪২ খৃঃ। ধর্ম্মপাল ৭৯৫ খৃঃ হইতে ৩৫ বৎসরকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। তিব্বতের ইতিহাসকার তারানাথ লিখিয়াছেন, ধর্ম্মপাল ৬৭ বৎসর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। রাখালদাসবাবু অন্যপ্রমাণের অভাবে তারানাথের কথা স্বীকার করেন নাই। তাঁহার মতে ধর্ম্মপাল ৩৫ বৎসরকাল রাজ্য শাসন করেন, তিনি লিখিয়াছেন, "অনুমান হয় ধর্ম্মপালদেব পঞ্চত্রিংশৎ-কাল গৌড়ের সিংহাসনে আসীন ছিলেন।" ৭৯৫ খৃঃ + ৩৫ বৎসর ৮৩০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ধর্ম্মপালের রাজ্যকাল গ্রহণ করিলে ভামতী ৮৩০ খৃঃ মধ্যে রচিত হইয়াছে। ভামতীর পুষ্পিকায় "ন্যায়কণিকা", 'তত্ত্বসমীক্ষা', 'তত্ত্ববিন্দু' প্রভৃতির উল্লেখ আছে।

"যন্ন্যায়কণিকা-তত্ত্বসমীক্ষা-তত্ত্ববিন্দুভিঃ যন্ন্যায়সাংখ্যযোগানাং বেদান্তানাং নিবন্ধনৈঃ

সমচৈষং মহৎপুণ্যং তৎফলং পুষ্কলং ময়া সমর্পিতমথৈতেন প্রীয়তাং পরমেশ্বরঃ॥"

এস্থলে ন্যায়সূচীনিবন্ধের উল্লেখ নাই। হইতে পারে ভামতীর পরে তিনি ন্যায়সূচীনিবন্ধ রচনা করিয়াছেন। পক্ষান্তরে ধর্ম্মপালের রাজ্যকাল দীর্ঘ হইলে ভামতী ও ন্যায়সূচীনিবন্ধ উভয়ই ধর্ম্মপালের রাজ্যকালে বিরচিত হইবার সম্ভাবনা।

নামোল্লেখ ভামতীতে করিয়াছেন, (নিঃ সাঃ সং ১৯১৭—৫৪৯ পৃঃ)। ধর্ম্মকীর্ত্তির পরবর্ত্তী কোনও বৌদ্ধদার্শনিকের গ্রন্থ বা নামোল্লেখ তিনি করেন নাই। ধর্ম্মকীর্ত্তি খৃষ্টীয় পঞ্চম বা ষষ্ঠ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন।* এই সকল কারণে বাচস্পতি মিশ্রের কাল অষ্টম শতাব্দীর শেষ হইতে নবম শতাব্দীর প্রথম ভাগ বলিয়া নির্দ্দেশ করাই সঙ্গত। এজন্য বাচস্পতি ধর্ম্মপালের সমসাময়িক। বোধ হয় বৈদান্তিক ভট্টভাস্কর বাচস্পতি হইতে বয়সে প্রাচীন ছিলেন। ধর্ম্মপাল বৌদ্ধ হইলেও সমদর্শিতা গুণে অলঙ্কৃত ছিলেন। তাঁহার শাস্ত্রবিচক্ষণতা সম্বন্ধে কোনও ঐতিহাসিক প্রমাণ না থাকিলেও বাচস্পতির বাক্য হইতে বুঝা যায় তিনি বিদ্যার সমাদর করিতেন ও শাস্ত্রবিচক্ষণ ছিলেন।

বিক্রমশিলা-বৌদ্ধবিদ্যালয়-সংস্থাপন তাঁহার অবিনাশী কীর্ত্তি। ধর্ম্মপালের সময়ে আচার্য্য বুদ্ধজ্ঞানপাদ বিক্রমশিলার অধ্যক্ষ ছিলেন। ১০৩৪—১০৩৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে দীপঙ্কর বা শ্রীজ্ঞান অতীশ অধ্যক্ষ ছিলেন। স্থবির রত্নাকরও এই সময়ে বিক্রমশিলায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১০৩৫—১০৩৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিব্বতীয় পণ্ডিত নাগশোলোটসব (Nagt sho Lotsava) বিক্রমশিলায় অবস্থান করেন, এবং তিনিই দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানকে তিব্বতে লইয়া যাইবার জন্য আসিয়াছিলেন। কমলকুলিশ, নরেন্দ্র শ্রীজ্ঞান, দানরক্ষিত, অভয়কর গুপ্ত, শুভকর গুপ্ত, সুনায়কশ্রী, ধর্ম্মাকরশান্তি এবং শাক্য শ্রীপণ্ডিত প্রভৃতি পণ্ডিতবর্গ বিক্রমশিলা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

বিক্রমশিলার ছয়টি দ্বার ছিল এবং তথায় ছয়জন দ্বারপণ্ডিত থাকিতেন। এই বিক্রমশিলা-বৌদ্ধবিদ্যালয় রাজকীয় বিশ্ববিদ্যালয়। এই বিশ্ববিদ্যালয় হইতে উপাধি প্রদত্ত হইত।†

---

* H. Kern প্রণীত Manual of Buddhism দ্রষ্টব্য।

† শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ কৃত Mediaeval school of Indian Logic —appendix 'C' দ্রষ্টব্য।

এই বিশ্ববিদ্যালয়-সংস্থাপনের জন্যই বোধ হয় বাচস্পতি ধর্ম্মপালের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—'নরেশ্বরা যচ্চরিতানুকারমিচ্ছন্তি কর্ত্তুং ন চ পারয়ন্তি।" ধর্ম্মপালের পাণ্ডিত্যও ছিল। সেইজন্যই বাচস্পতি লিখিয়াছেন,—"স্বয়ং শাস্ত্রবিচক্ষণশ্চ।" এতদ্ভিন্ন আর ঐতিহাসিক প্রমাণ এ বিষয়ে নাই।

বিক্রমশিলা বিশ্ববিদ্যালয় ১২০৩ খৃষ্টাব্দে বখতিয়ার খিলিজিকর্ত্তৃক বিধ্বস্ত হইয়াছিল। বাচস্পতি ও ধর্ম্মপাল সমকালিক।* বাচস্পতির সম্বন্ধে যে ইতিবৃত্ত প্রচলিত আছে তাহাতেও মনে হয়,

---

* শ্রীযুক্ত বিন্ধ্যেশ্বরীপ্রসাদ দ্বিবেদী মহোদয় ন্যায়বার্ত্তিকের ভূমিকায় তাৎপর্য্য সমাপ্তিশ্লোকস্থ "নৃগ" সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, এই নৃগরাজ দিল্লীর চৌহানবংশীয়। তিনি বলেন,—শার্ঙ্গধরপদ্ধতিতে বিশিষ্ট রাজবংশবর্ণনপ্রসঙ্গে নৃগনৃপতির প্রাসাদ যজ্ঞযূপপ্রশস্তি নামক দুইটী পদ্য আছে। পদ্য দুইটী নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি,—

আবিন্ধ্যাদাহিমাদ্রের্বিরচিতবিজয়স্তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গাদ্
উদ্‌গ্রীবেষু প্রহর্ত্তৃনৃপতিষু বিনমৎকন্ধরেষু প্রসন্নঃ।
আর্য্যাবর্ত্তং যথার্থং পুনরপি কৃতবান্ ম্লেচ্ছবিচ্ছেদনাভি
র্দেবঃ শাকম্ভরীন্দ্রো জগতি বিজয়তে বীসলঃ ক্ষোণিপালঃ॥
ব্রূতে সম্প্রতি চাউহানতিলকঃ শাকম্ভরী ভূপতিঃ
শ্রীমান্ বিগ্রহরাজ এষ বিজয়ী সন্তানজানাত্মজঃ
অস্মাভিঃ করদং ব্যধায়ি হিমবদ্বিন্ধ্যান্তরালং ভুবঃ
শেষস্বীকরণায় মাস্তু ভবতামুদ্যোগশূন্যং মনঃ॥ ইতি

শাকম্ভরী দেশে চৌহানবংশে হম্মীররাজ ১২৯৫ বিক্রমসম্বতে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তিনি ৬০ বৎসরকাল রাজ্য করিয়াছিলেন। তাঁহার সভায় রাঘবদেব পণ্ডিতের পুত্র গোপাল, দামোদর ও দেবদাস এই তিনজন পণ্ডিত ছিলেন। দামোদরের পুত্র শার্ঙ্গধর এই প্রশস্তি দুইটী উদ্ধার করেন, এই প্রশস্তি পদ্যদ্বয় দিল্লীর উপকণ্ঠে স্তম্ভগাত্রে ১২২০ বিক্রমবর্ষে বিদ্যমান ছিল। সুতরাং মনে হয় মহারাজ নৃগ ইহার অনেক পূর্ব্বেই বর্ত্তমান ছিলেন। সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। সুতরাং নৃগ ও বাচস্পতি সমসাময়িক। ইহাই দ্বিবেদী মহোদয়ের অভিমত। আমাদের বিবেচনায় ৮৯৮ শকাব্দ গ্রহণ না

ধর্ম্মপাল তাঁহাকে অর্থ সাহায্য করিতেন। কিংবদন্তি আছে বাচস্পতির আর্থিক অভাব পূর্ণ করিবার জন্য রাজা সর্ব্বদাই অর্থ-সাহায্য করিতেন। সেই সাহায্যের বলেই সাংসারিকচিন্তা-বিরহিত হইয়া তিনি ষড়্দর্শনের টীকা প্রণয়নে সমর্থ হইয়াছিলেন।

শাস্ত্রচর্চ্চায় তাঁহার তন্ময়ত্ব সম্বন্ধে ঐতিহ্য আছে। তিনি যখন শারীরকভাষ্যের টীকা লিখিতেছিলেন তখন একদিন স্বীয় স্ত্রীকে পর্য্যন্ত চিনিতে পারেন নাই। একরাত্রে ঘটনাক্রমে প্রদীপ নিভিয়া যায়। স্ত্রী তখন গৃহান্তর হইতে আসিয়া প্রদীপ প্রজ্বালিত করিয়া দেন; এবং কিছু বলিবার জন্য যেন অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া বাচস্পতি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কে? স্ত্রী উত্তরে বলিলেন আমি আপনার দাসী। তখন বাচস্পতি বলিলেন তোমার কি কিছু আমার নিকটে প্রার্থনীয় আছে? তদুত্তরে স্ত্রী বলিলেন "হিন্দুললনার পক্ষে পতিসেবাই পরমধর্ম্ম। আপনার শ্রীচরণসেবা করিতে পাইয়া আমি এ জীবনে ধন্য হইয়াছি। আমার আর কিছু কামনা বা বাসনা নাই, আমি যেন আপনার শ্রীচরণে মস্তক স্থাপন করিয়া আপনার পূর্ব্বেই দেহত্যাগ

শকেরা সম্বৎ গ্রহণ করাই সঙ্গত। কারণ, "বৎসর" শব্দে তৎকালে শকাব্দ গ্রহণ না করিয়া সংবতের গ্রহণই যুক্তিযুক্ত মনে হয়। দ্বিতীয় কারণ, বাচস্পতি-মিশ্র যেরূপভাবে নৃগের বিশেষণ দিয়াছেন তাহা ধর্ম্মপালেই সুসঙ্গত হয়। বাচস্পতিমিশ্র মিথিলার অধিবাসী। ধর্ম্মপাল তখন মিথিলা প্রভৃতির অধীপ। তাঁহার সম্বন্ধেই ঐরূপ বিশেষণ প্রযোজ্য হইতে পারে। বাচস্পতি কর্ত্তৃক দিল্লীর রাজা নৃগের সম্বন্ধে ঐরূপ লিখা সম্ভব মনে হয় না। বিশেষতঃ "ন চাদ্যাপি ন দৃশ্যন্তে লীলামাত্রবিনির্ম্মিতানি মহাপ্রাসাদপ্রমোদবনানি শ্রীমন্নৃগনরেন্দ্রাণাম্" ইত্যাদি বাক্য স্বীয় দেশীয় নরপতির সম্বন্ধে লিখিত বলিয়াই অনুভূত হয়। অতএব দ্বিবেদী মহোদয়ের প্রতিপাদিত ৮৯৮ শকাব্দা অর্থাৎ ৯৭৬ খৃষ্টাব্দ বাচস্পতির কাল অঙ্গীকার না করিয়া ৮৯৮ সংবৎ অর্থাৎ ৮৭২ খৃষ্টাব্দ গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত।

করিতে পারি—এইমাত্র প্রার্থনা করি, আমার অন্য কোন প্রার্থনা নাই।" বাচস্পতি বলিলেন "হিন্দুরমণীকুলের তুমি আদর্শস্থানীয়া; কিন্তু দেহ ত ক্ষণভঙ্গুর। এ দেহের নাশ ত হইবেই। আচ্ছা, আমি তোমাকে অমর করিয়া যাইব। আমার এই টীকার নামই ভামতী থাকিবে। স্ত্রীর নামও ছিল ভামতী। স্ত্রীর নামানুসারে টীকার নাম ভামতী রাখায় বাস্তবিকই ভামতীর নাম অক্ষয় ও অমর হইয়াছে।* বাচস্পতি যে তন্ময়ভাবে সংসারচিন্তা-বিবর্জিত হইয়া টীকাপ্রণয়ন করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার গ্রন্থরাজি পর্য্যবেক্ষণ করিলেই প্রতীত হয়।

কেহ বলিতে পারেন—ধর্ম্মপালের নামোল্লেখ না করিয়া "নৃগ" নাম লিখিলেন কেন? তদুত্তরে বলা যাইতে পারে যে, এরূপভাবে অন্যান্য আচার্য্যগণও রাজার নাম অর্থানুসারে লিখিয়াছেন। সর্ব্বজ্ঞাত্মমুনি সংক্ষেপশারীরকের সমাপ্তিশ্লোকে রাষ্ট্রকুটবংশীয় রাজা প্রথমকৃষ্ণের নাম "শ্রীমৎ"—লক্ষ্মীবন্ত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।‡

---

* [মতান্তরে প্রবাদ আছে, বাচস্পতির স্ত্রী ভামতী, প্রদীপ প্রজ্বলিত করিবার পর নিজপতির নিকট "আমার ত কোন পুত্র সন্তান হইল না সুতরাং পিণ্ডলোপ হইল এবং দেহান্তে আমার নাম পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইবে" এইরূপ আক্ষেপ করিয়াছিলেন। ইহা শুনিয়া বাচস্পতি সেবাপরায়ণা স্ত্রীকে বিদ্বজ্জনমণ্ডলীর নিকট চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবার জন্যই টীকার নাম ভামতী রাখিবেন বলিয়া তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান করেন।

আরও প্রবাদ আছে বাচস্পতি তাঁহার স্ত্রীর নামে একটি সরোবর খনন করাইয়া ভামতী সরোবর নামে উৎসর্গ করাইয়াছিলেন। দ্বারবঙ্গের নিকটে এখনও এই সরোবর বর্ত্তমান আছে। দ্বারবঙ্গে ইহার প্রচলিত নাম এখনও ভামাতলাও। ইহা ভামতীরই অপভ্রংশ নাম হইবে। সং]

‡ "শ্রীদেবেশ্বরপাদপঙ্কজরজঃসম্পর্কপূতাশয়ঃ
সর্ব্বজ্ঞাত্মগিরাঙ্কিতো মুনিবরঃ সংক্ষেপশারীরকম্ ॥
চক্রে সজ্জনবুদ্ধিমণ্ডনমিদং রাজন্যবংশে নৃপে
শ্রীমত্যক্ষতশাসনে মনুকুলাদিত্যে ভুবং শাসতি ॥"

(সংক্ষেপশারীরক—মধুসূদনী টীকা সহিত—সংবৎ ১৯৪৪, চতুর্থ অধ্যায়, ৫২২ পৃঃ)

কল্পতরুকার অমলানন্দও যাদববংশীয় রাজা রামচন্দ্রকে "কৃষ্ণক্ষিতীশ" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।* অভেদবিবক্ষা করিয়াই রামচন্দ্রকে "কৃষ্ণক্ষিতীশ" বলিয়াছেন। রাজা রামচন্দ্রের সময়ে আলাউদ্দীন দাক্ষিণাত্য আক্রমণ করেন (১২৯৪ খৃঃ অঃ)। রাজা রামচন্দ্রের পূর্ব্ববর্ত্তী রাজা মহাদেব। ইঁহাদের সময়েই অমলানন্দ কল্পতরুটীকা প্রণয়ন করেন। যেমন সর্ব্বজ্ঞাত্মমুনি রাজা কৃষ্ণকে "শ্রীমৎ" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যেরূপ অমলানন্দ রাজা রামচন্দ্রকে "কৃষ্ণ" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন; সেইরূপ বাচস্পতি ধর্ম্মপালকে "নৃগ" (নৃণাং গতিঃ) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, এইরূপ প্রতিভাত হয়। এই সকল প্রমাণে বাচস্পতির কাল নবম শতাব্দী নিঃসংশয়ে অবধারিত হইল। ম্যাক্‌ডোনেল সাহেব প্রভৃতির কালনির্ণয় ভ্রান্তিমূলক।

বাচস্পতির জন্মস্থান মিথিলা বলিয়াই প্রতিভাত হয়। তিনি বেদান্তে "ভামতী"; ব্রহ্মসিদ্ধির টীকা তত্ত্বসমীক্ষা প্রণয়ন করেন। সাংখ্যকারিকার টীকা "তত্ত্বকৌমুদী"; পাতঞ্জলদর্শনের টীকা "তত্ত্ববৈশারদী"। ন্যায়দর্শনের "ন্যায়বার্ত্তিকতাৎপর্য্য" ও "ন্যায়সূচী-নিবন্ধ"; পূর্ব্বমীমাংসাদর্শনে—ভাট্টমতে "তত্ত্ববিন্দু"; মণ্ডনমিশ্রের বিধিবিবেকের টীকা "ন্যায়কণিকা" রচনা করেন। এরূপ

---

* কল্পতরুর প্রারম্ভে গ্রন্থকার লিখিয়াছেন—

"কীর্ত্ত্যা যাদববংশমুন্নয়তি শ্রীজৈত্রদেবাত্মজে কৃষ্ণে
ভ্রাতৃতিভূতলংসহ মহাদেবেন সংবিভ্রতি।
ভোগীন্দ্রে পরিমুঞ্চতি ক্ষিতিভরপ্রোদ্ভূতদীর্ঘশ্রমং
বেদান্তোপবনস্য মণ্ডনকরং প্রস্তৌমি কল্পদ্রুমম্॥"

গ্রন্থপরিসমাপ্তিতে লিখিয়াছেন,—

"শাস্ত্রাম্বুধেঃ পারগতা দ্বিজেন্দ্রা যদ্দত্তচামীকরবারিরাশেঃ
জ্ঞাতুং ন পারং প্রভবন্তি তস্মিন্ কৃষ্ণক্ষিতীশে ভুবনৈকবীরে।
ভ্রাতা মহাদেবনৃপেণ সাকং পাতি ক্ষিতিং প্রাগিব ধর্ম্মসূনৌ
কৃতো ময়াহয়ং প্রবরঃ প্রবন্ধঃ প্রগল্‌ভবাচস্পতিভাবভেদী॥"

অসাধারণ পাণ্ডিত্য বিরল। বিচারের তীক্ষ্ণতায়, ভাষার অবাধিত-গতিতে, যুক্তির কৌশলে, সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র বাচস্পতি যে দর্শন সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে সেই দর্শনেই অতিমানুষ প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। তিনি বিদ্যাবত্তার জন্য রাজসম্মান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বাচস্পতি অদ্বৈতবাদী আচার্য্যগণের মধ্যে অন্যতম প্রধান আচার্য্য। তাঁহার বাক্য প্রমাণরূপে পরবর্ত্তী আচার্য্যগণ অনেকেই গ্রহণ করিয়াছেন। বাচস্পতির যশোরবি তাঁহার জীবন-কালেই উদিত হইয়াছিল। বাচস্পতি কেবল মগধের নহে, ভারতের অলঙ্কার। বাচস্পতির জীবনে যে বেদান্তের প্রভাব অঙ্কিত হইয়াছিল, তাহা গ্রন্থনিচয়ের ফলার্পণেই পরিদৃষ্ট হয়।

সমচৈষং মহৎ পুণ্যং তৎফলং পুষ্কলং ময়া।
সমর্পিতমথৈতেন প্রীয়তাং পরমেশ্বরঃ॥

নিখিলফল পরমেশ্বরে সমর্পণ নিষ্কামযোগীর লক্ষণ। বাচস্পতি একাধারে সাধক ও বিদ্বান্। বাচস্পতি সুধীগণের তীর্থ।

বাচস্পতি মিশ্রের গ্রন্থ-বিবরণ

"সাংখ্যতত্ত্ব-কৌমুদী"—এই গ্রন্থের নানারূপ সংস্করণ হইয়াছে। বঙ্গদেশে পূর্ণচন্দ্র বেদান্তচুঞ্চু মহাশয়ের সংস্করণ আছে। গঙ্গানাথ ঝা মহোদয় ইংরাজী অনুবাদসহ এক সংস্করণ প্রকাশিত করিয়াছেন। ১৮৯৬ খৃঃ অঃ ইংরাজী অনুবাদসহ এক সংস্করণ বোম্বায়ে প্রকাশিত হইয়াছে। Garbe সাহেবের অনুবাদসহ ১৮৯২ খৃঃ অঃ মুনিচে (Munich) প্রকাশিত হইয়াছে। কাশী বোম্বাই প্রভৃতি সকল-স্থানেই সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদীর নানারূপ সংস্করণ আছে। সাংখ্যতত্ত্ব-কৌমুদীর উপর স্বামী কল্লরামজীর টীকা আছে; ইহা কাশীতে প্রকাশিত।

পাতঞ্জলদর্শন—"তত্ত্ববৈশারদী"—কাশীতে বালরাম উদাসীন মহোদয়ের সম্পাদনায় এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজ্ অফিসে প্রাপ্তব্য। (বঙ্গদেশেও ইহার অন্যূন দুইটী সংস্করণ আছে।)

"ন্যায়বার্ত্তিকতাৎপর্য্য"—বিজয়নগর সংস্কৃতসিরিজে মহা-মহোপাধ্যায় গঙ্গাধরশাস্ত্রী মহোদয়ের সম্পাদনায় কাশীতে ১৮৯৮ খৃঃঅব্দে প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের উপরে উদয়নাচার্য্য "পরিশুদ্ধি" নামক টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন।

"ন্যায়সূচীনিবন্ধ"—৮৯৮ সংবৎ ৮৪২ খৃষ্টাব্দে এই গ্রন্থ বিরচিত হয়। এই গ্রন্থ ন্যায়বার্ত্তিকসহ কলিকাতার এসিয়াটিক্ সোসাইটী হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে।

"তত্ত্ববিন্দু"—(ভাট্টমতের প্রকরণ) কাশীতে প্রকাশিত হইয়াছে।

"ব্রহ্মতত্ত্বসমীক্ষা"—সুরেশ্বরাচার্য্য কৃত "ব্রহ্মসিদ্ধি"র টীকা। এই গ্রন্থ এখন বড় পাওয়া যায় না। তিনি 'ভামতী'তে নানাস্থানে ব্রহ্মতত্ত্বসমীক্ষার উল্লেখ করিয়াছেন। নিঃ সাঃ সং ১৯১৭ খৃঃ অঃ, পৃষ্ঠা ৫৪১, ৮৫৫, এবং গ্রন্থসমাপ্তিশ্লোকেও "ব্রহ্মতত্ত্বসমীক্ষা"র উল্লেখ আছে। আচার্য্য আনন্দবোধভট্টারকও স্বীয়গ্রন্থ "প্রমাণমালায়" ব্রহ্মতত্ত্বসমীক্ষার উল্লেখ করিয়াছেন। ("প্রমাণমালা" চৌঃ সং ১০ পৃষ্ঠা) অমলানন্দও কল্পতরুতে তত্ত্বসমীক্ষার উল্লেখ করিয়াছেন। (নিঃ সাঃ সং—১৯১৭ খৃঃ ১০২১ পৃঃ) সুরেশ্বরের ব্রহ্মসিদ্ধির উল্লেখ বিদ্যারণ্যের "বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহে"র ২২৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। চিৎসুখাচার্য্যের "তত্ত্বপ্রদীপিকায়" (১৪০ পৃঃ), এবং অপ্পয়দীক্ষিতের "শাস্ত্রসিদ্ধান্তলেশ" নামক গ্রন্থেও (৪৩৪ পৃঃ) দেখিতে পাই। বাস্তবিক ষোড়শ শতাব্দী বা সপ্তদশ শতাব্দীতেও "ব্রহ্মসিদ্ধি" ও তত্ত্বসমীক্ষাগ্রন্থ প্রচলিত ছিল বলিয়াই অনুমিত হয়। 'ব্রহ্মতত্ত্বসমীক্ষা' 'ন্যায়কণিকার' পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল, কারণ 'ন্যায়কণিকায়'

তত্ত্বসমীক্ষার উল্লেখ আছে এজন্য বিধিবিবেক ৮০ পৃঃ, ও ২৮১ পৃঃ দ্রষ্টব্য। *

"ন্যায়কণিকা"—মণ্ডনমিশ্র (পরে আচার্য্যসুরেশ্বর) কৃত বিধিবিবেকের টীকা। পণ্ডিতবর রামশাস্ত্রীর সম্পাদনায় কাশীস্থ মেডিকেলহল্‌নামক মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে (১৯০৭ খৃঃ অঃ) ভামতীতে ন্যায়কণিকার উল্লেখ রহিয়াছে। (নিঃ সাঃ সং ১৯১৭, ৩২৫ পৃঃ, ৫৪১ পৃঃ, ৮২৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

ভামতী—ভামতীর নানারূপ সংস্করণ হইয়াছে। যথা—কলিকাতায় এসিয়াটিক সোসাইটীর, কালীবর বেদান্তবাগীশের, জীবানন্দবিদ্যাসাগরের ও লোটাস্‌লাইব্রেরীর সংস্করণ। বোম্বাই নির্ণয়সাগরপ্রেসের ন্যায়নির্ণয়, রত্নপ্রভা সহিত সংস্করণ, ও ১৯১৭ খৃঃ অব্দের কল্পতরু পরিমল সহিত সংস্করণ আছে। শ্রীরঙ্গম বাণীবিলাস প্রেস হইতেও কল্পতরু, পরিমল ও আভোগ সহিত ইহা বাহির হইতেছে। অমলানন্দস্বামী ১৩শ শতাব্দীর শেষভাগে ভামতীর উপর বেদান্তকল্পতরু-নামক টীকা প্রণয়ন করেন। বাচস্পতির টীকা "ভামতীর" নামকরণ সম্বন্ধে দুইটী মত আছে। কাহারও মতে নিজের স্ত্রীর নামানুসারে টীকার নাম 'ভামতী' রাখিয়াছেন। কাহারও মতে শাঙ্করভাষ্যের প্রকাশিকা বলিয়া টীকার নাম ভামতী রাখিয়াছেন। আমাদের বোধ হয় উভয়ই। যে অর্থেই তিনি 'ভামতী' নাম রাখিয়া থাকুন, 'ভামতী' নাম অন্বর্থ। শাঙ্করভাষ্য হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে 'ভামতী'র মত প্রদর্শক আর নাই।

"খণ্ডনকুঠার"—খণ্ডনকুঠার নামক একখানি গ্রন্থের কর্ত্তা বাচস্পতিমিশ্র। এই গ্রন্থে খণ্ডনখণ্ডখাদ্যের মতনিরসন করা হইয়াছে। কিন্তু এই গ্রন্থ ষড়্‌দর্শনের টীকাকার বাচস্পতির নহে। ইহা শঙ্করমিশ্রের প্রায় সমসাময়িক স্মার্ত্ত বাচস্পতিমিশ্রপ্রণীত।

*[মাদ্রাজ ও বরোদা লাইব্রেরীতে ইহার পুথি আছে। জ্ঞানোত্তমাচার্য্যের টীকাসহ বরোদাতে ছাপিবার প্রস্তাবও হইয়াছে। সং]

"স্মৃতিসংগ্রহ"—স্মৃতিসংগ্রহনামক একখানি সংগ্রহগ্রন্থের কর্ত্তার নামও বাচস্পতিমিশ্র। স্মৃতিসংগ্রহকার বাচস্পতির মত অষ্টাবিংশতিতত্ত্বকার মহামহোপাধ্যায় রঘুনন্দন স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য খণ্ডন করিয়াছেন। স্মৃতিসংগ্রহকার বাচস্পতি ও ষড়্‌দর্শনটীকাকার বাচস্পতি এক ব্যক্তি নহেন। খণ্ডনকুঠার গ্রন্থখানি সম্ভবতঃ ইঁহারই হইবে।

আচার্য্য শ্রীবাচস্পতি মিশ্রের
মতবাদ
(৯ম শতাব্দী)

শাঙ্করমত প্রপঞ্চিত করাই বাচস্পতির কার্য্য। শঙ্করের মত বুঝিতে হইলে বাচস্পতির ভামতীটীকা একান্ত আবশ্যক। ইউরোপে যেমন Neo-Platonists, Neo-Aristotelians এবং Neo-Kanteansগণ প্লেটো, এরিষ্টটল ও কান্টের মতবাদের সমালোচনা-পূর্ণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, বাচস্পতি প্রভৃতি আচার্য্যগণও সেইরূপ শাঙ্করমতের প্রকৃতব্যাখ্যা করিয়াছেন। Neo-Aristoteliansগণের মৌলিকতা বিশেষ নাই। কিন্তু বাচস্পতি প্রভৃতির মৌলিকতা সবিশেষ পরিস্ফুট। আবুবেকার অল্‌জাজল্‌ প্রভৃতি এরিষ্টটলের ভাষ্যকারগণের মৌলিকতা অতিকম। কিন্তু বাচস্পতি প্রভৃতি আচার্য্যগণ সম্বন্ধে সে কথা বলা যায় না। Neo-Kanteanগণ কেহ কেহ কান্টের মত সমালোচনা করিতে গিয়া তাঁহাকে আক্রমণও করিয়াছেন। 'জেকবি'র আক্রমণ সর্ব্বজনবিদিত। কিন্তু শাঙ্করমতের কোনও আচার্য্যই শঙ্করকে আক্রমণ করেন নাই, বরং যুক্তিতর্কবলে শাঙ্করমত আরও সুদৃঢ়ভিত্তিতে স্থাপন করিয়াছেন। এই বিশেষত্ব সর্ব্বদাই স্মরণ রাখিতে হইবে।

অদ্বৈতবাদী আচার্য্যগণের মধ্যেও শাঙ্করমতের ব্যাখ্যাকল্পে মতভেদ আছে। অবশ্যই সকলে শাঙ্করভাষ্যেরই অনুসরণ করিয়াছেন। কিন্তু কোনও বিশেষ বিশেষ স্থলের উপর জোর দেওয়ায় এইরূপ মতের পার্থক্য হইয়াছে।

বিধি—ব্রহ্মজিজ্ঞাসার জন্য বেদান্তশ্রবণের বিধি শ্রুতিতে দেখিতে পাই—"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যঃ" ইতি। এই স্থলে বিধির প্রতীতি হয়। বিধি নানাপ্রকার আছে, যথা,—'অপূর্ব্ববিধি' 'নিয়মবিধি', 'পরিসংখ্যাবিধি' ইত্যাদি। এস্থলে কিরূপ বিধি স্বীকার্য্য? অদ্বৈতাচার্য্যগণের মধ্যে প্রকটার্থকারের মতে অপূর্ব্ববিধি। বিবরণকারের (প্রকাশাত্মমুনির) মতে নিয়মবিধি। বিবরণমতানুসারী একদেশীমতে শ্রবণের ফলে প্রথমে নিঃসন্দিগ্ধ পরোক্ষ জ্ঞান জন্মে, তৎপরে মনন ও ধ্যানের ফলে অপরোক্ষজ্ঞানের উদয় হয়। অন্যমতে—বেদান্তশ্রবণে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হয় না। মনদ্বারাই ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার সম্ভব। বার্ত্তিকমতাবলম্বী কাহারও কাহারও মতে 'পরিসংখ্যাবিধি'। সংক্ষেপশারীরককারের মতে বেদান্তশ্রবণে পরোক্ষ বা অপরোক্ষ কোনও জ্ঞানেরই উদয় হয় না। কেবল চিত্তের কলুষ বিদূরিত হইয়া অদ্বিতীয় ব্রহ্মনির্ণয়ে চিত্তবৃত্তির উদয় হয় মাত্র। বাচস্পতির মতে বিধির অবসর আদপেই নাই। "আত্মা শ্রোতব্যঃ" ইত্যাদি স্থলে মননাদির ন্যায় আত্মবিষয়ক জ্ঞানই তাৎপর্য্য। এইস্থলে তাৎপর্য্যবিচারের কোনরূপ বিধি নাই। শঙ্করও সমন্বয়সূত্রের ভাষ্যে আত্মজ্ঞানবিধির নিরাকরণান্তর "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ" ইত্যাদি বিধিপ্রকাশক বাক্যের তাৎপর্য্য কি—এইরূপ আক্ষেপ তুলিয়া সমাধান করিয়াছেন—"স্বাভাবিকপ্রবৃত্তি-বিষয়বিমুখীকরণার্থানীতি ব্রূমঃ", ইত্যাদি। বাচস্পতি বলেন, যদি বেদান্ততাৎপর্য্যবিচারেই শ্রবণের সার্থকতা হয়, তাহা হইলে বেদান্তের তাৎপর্য্যগত ভ্রমসংশয় প্রভৃতি প্রতিবন্ধক নিরাসেই শ্রবণ পর্য্যবসিত। ইহাতে অন্য কোনরূপ প্রতিবন্ধকও নিরস্ত হয় না,

ব্রহ্মাবগতিও হয় না। বাচস্পতির মতে—'ন তত্র বিধিত্রয়স্যাপ্য-বকাশঃ"। সংক্ষেপশারীরককার ও বাচস্পতির মত মূলতঃ এক। বাচস্পতির মতেও বিধিচ্ছায়াপর বাক্যসকল কেবল স্তুতিমাত্র। ব্রহ্মজ্ঞানে বিধির সামান্য অনুপ্রবেশও সম্ভব নহে, সংক্ষেপশারীরক-কার বলিয়াছেন—বেদান্তশ্রবণে পরোক্ষ বা অপরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞানের উদয় হইতে পারে না।

উপাদান—জগতের উপাদানকারণ সম্বন্ধেও আচার্য্যগণের মতভেদ আছে। বিবরণকার প্রকাশাত্মযতির মতে সর্ব্বজ্ঞত্বাদি-বিশিষ্ট মায়শবলিত ঈশ্বরই উপাদান। পদার্থতত্ত্বনির্ণয়কারের মতে ব্রহ্ম বিবর্ত্তরূপে উপাদান। মায়া পরিণামিরূপে উপাদান। কাহারও মতে—ব্রহ্ম ব্যাবহারিক প্রপঞ্চের উপাদান। জীব প্রাতি-ভাসিক স্বাপ্নপ্রপঞ্চের উপাদান। স্বপ্নদ্রষ্টা জীবাত্মার স্বরূপের প্রচ্যুতি না হইলেও যেরূপ বিচিত্র স্বাপ্নপ্রপঞ্চের সৃষ্টি হয়, ব্রহ্মেও সেইরূপ স্বাপ্নিকপ্রপঞ্চের ন্যায় আকাশাদির সৃষ্টি হয়। কাহারও মতে—জীব স্বপ্নদ্রষ্টার ন্যায় নিজেতে ঈশ্বরত্বাদি সর্ব্বকল্পনার আশ্রয়-রূপে সকলের কারণ। সংক্ষেপশারীরককার সর্ব্বজ্ঞাত্মমুনির মতে শুদ্ধব্রহ্মই উপাদান। কূটস্থব্রহ্ম স্বরূপতঃ কারণ হইতে পারেন না। অতএব মায়াই দ্বারকারণ। সিদ্ধান্তমুক্তাবলীকারের মতে—মায়া-শক্তিই উপাদান কারণ, ব্রহ্ম নহে। বাচস্পতির মতে জীবাশ্রিত মায়াবিষয়ীকৃত ব্রহ্ম স্বতঃই জড়ের আশ্রয়—প্রপঞ্চাকারে বিবর্ত্তমান হইয়া উপাদানকারণ হন, মায়া সহকারী মাত্র। মায়া কার্য্যানুগত দ্বারকারণ নহে। "আরম্ভণাধিকরণ"-ভাষ্যে আচার্য্য শঙ্কর বলিয়াছেন—"মূলকারণমেবাস্ত্যাৎ কার্য্যাৎ তেন তেন কার্য্যকারণেন নটবৎ সর্ব্বব্যবহারাস্পদত্বং প্রতিপদ্যতে ইতি"। নটের স্বরূপ দর্শক-গণের অবিজ্ঞাত। কিন্তু নট অবিজ্ঞাতস্বরূপ হইলেও তত্তৎ অভিনয়ের সত্যতা প্রতিপাদিত করে। সেই প্রকার জীবগণের অবিজ্ঞাত ব্রহ্মও অসত্য আকাশাদির প্রপঞ্চকারতা ও ব্যবহারবিষয়তা

প্রতিপন্ন করেন। ব্রহ্ম মায়াবীর ন্যায় জগদিন্দ্রজালের উপাদান। মায়াবী যেমন ইন্দ্রজালে অসংস্পৃষ্ট, ব্রহ্মও তদ্রূপ। নটের দৃষ্টান্তে বাচস্পতির মত শঙ্করের অভিমত বলিয়াই প্রতীত হয়। কল্পতরুকার অমলানন্দও (১৩শ শতাব্দী) বলিয়াছেন,—"অজ্ঞাতনটবদ্‌ ব্রহ্ম কারণং শঙ্করোঽব্রবীৎ। জীবাজ্ঞাতং জগদ্বীজং জগৌ বাচস্পতিস্তথা ॥"

ব্রহ্মের সর্ব্বজ্ঞতা—সর্ব্বজ্ঞত্ব সম্বন্ধেও নানারূপ ব্যাখ্যা আছে। ভারতীতীর্থের মতে সর্ব্ববস্তুবিষয়ক সকলপ্রাণীর বুদ্ধি—বাসনা-উপরক্ত জ্ঞানই ঈশ্বরের উপাধি। অতএব সর্ব্ববিষয়বাসনার সাক্ষিরূপে সর্ব্বজ্ঞত্ব।

'প্রকটার্থকারে'র মতে, যেরূপ জীবের অন্তঃকরণোপাধির পরিণাম-সকল চৈতন্যপ্রতিবিম্বগ্রাহী ও তদ্বলেই জ্ঞাতৃত্ব, সেইরূপ ব্রহ্মেরও স্বোপাধি মায়ার পরিণাম সকল চিৎবিম্বগ্রাহী। প্রতিবিম্বিতের স্ফুরণে সমস্তপ্রপঞ্চ প্রত্যক্ষীকৃত। তদ্বলেই ব্রহ্মের সর্ব্বজ্ঞত্ব। 'তত্ত্বশুদ্ধিকার' বলেন,—অতীত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ সকলেরই সাক্ষিরূপে ব্রহ্মের সর্ব্বজ্ঞত্ব। কৌমুদীকারের মতে, স্বরূপজ্ঞানবলেই স্বসংসৃষ্ট সর্ব্বাবভাসক বলিয়া ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞ, বৃত্তিজ্ঞানবলে ব্রহ্মের সর্ব্বজ্ঞত্ব নহে। ব্রহ্ম সর্ব্ববিষয়ক জ্ঞানাত্মক। সর্ব্বজ্ঞানকর্তৃত্বরূপ জ্ঞাতৃত্ব তাঁহার নাই। বাচস্পতি বলেন, ব্রহ্ম স্বরূপচৈতন্যবলেই স্বসংসৃষ্ট সর্ব্বাবভাসক হইলেও, স্বরূপতঃ নিষ্ক্রিয় নির্ব্বিকার হইলেও দৃশ্যাবচ্ছিন্নরূপে ব্রহ্মকার্য্য বলিয়া "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ" ইত্যাদি জ্ঞানজনন-কর্তৃত্ব শ্রুতির কোনও বিরোধ হয় না। বিদ্যারণ্য প্রভৃতি আচার্য্যগণ চৈতন্যপ্রতিবিম্বিত বৃত্তিজ্ঞানবলে সর্ব্বজ্ঞত্ব অঙ্গীকার করিয়াছেন। এস্থলে তাঁহারা জীবের জ্ঞাতৃত্ববলে উপমিতিসাহায্যে (By way of analogy) ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছেন। ব্রহ্ম যে স্বরূপতঃ সর্ব্বজ্ঞ, তাহা তিনি বলেন নাই। কৌমুদীকার বলিলেন,—ব্রহ্ম স্বরূপতঃই সর্ব্বজ্ঞ। বাচস্পতি কৌমুদীকারের সহিত স্বরূপজ্ঞান-

বাদে একমত। কিন্তু কৌমুদীকার সর্ব্বজ্ঞানকর্ত্তৃত্ব অস্বীকার করেন। বাচস্পতি বলেন,—স্বরূপচৈতন্য অকর্ত্তা হইলেও দৃশ্যাবচ্ছিন্নরূপে যেন কার্য্যরূপে প্রতিভাত হন।

জ্ঞান—অজ্ঞান—ন্যায়চন্দ্রিকাকারের মতে,—কোনও জ্ঞানে কোনও বিশেষ অজ্ঞানের নাশ হয়, আবরক অন্যান্য অজ্ঞানের তিরস্কার হয় না। কাঁহারও মতে স্বরূপাবরক অজ্ঞান প্রথমজ্ঞানে নিবর্ত্তিত হয়। দ্বিতীয়জ্ঞানে দেশকালাদি বিশেষণাদিবিশিষ্ট বিষয়সকল নিবর্ত্তিত হয়। অর্থাৎ প্রথম সামান্যাকারে, পরে বিশেষরূপে নিবর্ত্তিত হয়। বাচস্পতি বলেন, প্রমাণের ফলেই প্রমা বা যথার্থ জ্ঞানের উদয় হয়। জ্ঞানোদয় অজ্ঞান নিবর্ত্তিত হয়। অজ্ঞান বিষয়গত নহে, অজ্ঞান পুরুষাশ্রিত। প্রমার উদয় হইলে পুরুষগত অজ্ঞানের নিবৃত্তি হয়। বাচস্পতির মতে পরোক্ষজ্ঞান অজ্ঞানের নিবর্ত্তক। অবশ্যই প্রতিবন্ধকরহিত পরোক্ষজ্ঞানই অজ্ঞানের নিবর্ত্তক। অপ্তোপদেশজন্য পরোক্ষজ্ঞানে অজ্ঞান নিবর্ত্তিত হয়। বাচস্পতির মতে নির্ব্বিচিকিৎস-জ্ঞানই বিদ্যা। বিদ্যার উদয়ে অবিদ্যা নিবর্ত্তিত হয়।

বাচস্পতি শাঙ্করভাষ্যের "তমেতমেবংলক্ষণম্ অধ্যাসং পণ্ডিতা অবিদ্যেতি মন্যন্তে; তদ্বিবেকেন চ বস্তুস্বরূপাবধারণং বিদ্যামাহুঃ। তত্রৈবং সতি, যত্র যদধ্যাসস্তৎকৃতেন দোষেণ গুণেন বা অণুমাত্রেণাপি স ন সম্বধ্যতে।" (অধ্যাস-ভাষ্য)

এইস্থলের ব্যাখ্যাকল্পে তিনি বলিয়াছেন,—

নন্থ, ইয়ম্ অনাদিরতিনিরূঢ়নিবিড়বাসনানুবিদ্ধা অবিদ্যা ন শক্যা নিরোদ্ধুম্, উপায়াভাবাদিতি যো মন্যতে, তং প্রতি তন্নিরোধোপায়মাহ—তদ্বিবেকেন চ বস্তুস্বরূপাবধারণং নির্ব্বিচিকিৎসং জ্ঞানং বিদ্যামাহুঃ পণ্ডিতাঃ। প্রত্যগাত্মনি খল্বত্যন্তবিবিক্তে বুদ্ধ্যাদিভ্যঃ বুদ্ধ্যাদিভেদগ্রহনিমিত্তো বুদ্ধ্যাদ্যাত্মত্বতদ্ধর্ম্মাধ্যাসঃ। তত্র শ্রবণমননাদিভিঃ যদ্ বিবেক-বিজ্ঞানং, তেন বিবেকাগ্রহে নিবর্ত্তিতে,

অধ্যাসাপবাধাত্মকং বস্তুস্বরূপাবধারণং বিদ্যা চিদাত্মরূপং স্বরূপে ব্যবতিষ্ঠত ইত্যর্থঃ। * * * এতদুক্তং ভবতি—তত্ত্বাবধারণাভ্যাসস্য হি স্বভাব এষ স তাদৃশঃ, যদনাদিমপি নিরূঢ়নিবিড়বাসনমপি মিথ্যাপ্রত্যয়মপনয়তি। তত্ত্বপক্ষপাতো হি স্বভাবো ধিয়াম্।"

ব্যাখ্যাসম্বন্ধেও স্থলবিশেষে বাচস্পতির সহিত প্রকাশাত্মযতির পার্থক্য আছে। বিবরণকার পঞ্চপাদিকা অনুসরণ করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বাচস্পতি "ব্রহ্মসিদ্ধি" ও নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিকার সুরেশ্বরকে অনুসরণ করিয়াছেন। অধ্যাসভাষ্যের অবতরণিকাপ্রসঙ্গে বিবরণ-প্রস্থান ও ভামতীপ্রস্থানের পার্থক্য আছে। বিবরণপ্রস্থানের মতে,—ব্রহ্মজিজ্ঞাসাসূত্রের তাৎপর্য্য অনর্থ নিবৃত্তি। জিজ্ঞাসাসূত্রে সূচিত নিখিলপ্রপঞ্চের অধ্যাসের মূল অহঙ্কারাধ্যাস। সেই অহঙ্কারাধ্যাস-নিরূপণার্থই "যুষ্মদস্মৎ" ইত্যাদি ভাষ্যের প্রবৃত্তি। "যুষ্মদস্মৎ" ইত্যাদি দ্বারা সামান্যভাবে অধ্যাস নিরূপিত হইয়াছে। "আহ—কোঽয়ম্ অধ্যাস ইতি" ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ ও তাহার লক্ষণ সম্ভাবনা এবং স্বরূপ নির্ণীত হইয়াছে। শাস্ত্রারম্ভ বর্ণকান্তরদ্বারা সমর্থিত হইয়াছে। ভামতীপ্রস্থানে "যুষ্মদস্মদ্" ইত্যাদি হইতে "আরভ্যন্তে" পর্য্যন্ত ভাষ্যে অধ্যাসসমর্থন দ্বারা শাস্ত্রারম্ভ সমর্থন করা হইয়াছে। কিন্তু তদর্থক বর্ণকবিশেষের সমাদর করা হয় নাই। "যুষ্মদস্মদ্" ইত্যাদি ভাষ্য অধ্যাসনিমিত্ত সমর্থিত হইয়াছে। "আহ কোঽয়ম্" ইত্যাদি ভাষ্যে আরোপ্যস্বরূপ সমর্থিত। "কথং পুনঃ প্রত্যগাত্মনীত্যাদি" ভাষ্যে আত্মাধিষ্ঠানত্ব উক্ত। "কথং পুনরবিদ্যাবদ্বিষয়াণি"ত্যাদি ভাষ্যে প্রমাণসকলের অবিদ্যাবৎবিষয়ত্ব সমর্থিত হইয়াছে এবং "সর্ব্বে বেদান্তা আরভ্যন্ত ইত্যাদি" ভাষ্য সমর্থিত শাস্ত্রারম্ভের উপকারা।

প্রতিবিম্ববাদ ও অবিচ্ছিন্নবাদ সম্বন্ধে অদ্বৈতবাদী আচার্য্যগণের মতভেদ আছে। বাচস্পতি প্রতিবিম্ববাদী। প্রতিবিম্ববাদেও মতের

পার্থক্য আছে। বিবরণানুসারী আচার্য্যগণের মতে "বিভেদ-জনকেঽজ্ঞানে নাশমাত্যন্তিকং গতে" এই স্মৃতিবলে এক অজ্ঞানই জীব ও ঈশ্বরের উপাধি। অতএব বিম্ব ও প্রতিবিম্বভাবে জীবেশ্বরের বিভাগ। জীব ও ঈশ্বর উভয়ই প্রতিবিম্ব নহে। জীব—প্রতিবিম্ব, ঈশ্বর বিম্বস্থানীয়। বাচস্পতির মতে ঈশ্বরও প্রতিবিম্ব, জীবও প্রতিবিম্ব। বাচস্পতি জীবকে ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তিনি "অবস্থিতেরিতি কাশকৃৎস্নঃ।" ১।৪।২২ সূত্রের ভাষ্যের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে লিখিতেছেন * "তত্র যথা বিম্বাদ-বদাতাত্তাত্ত্বিকে প্রতিবিম্বানামভেদেঽপি নীলমণিকৃপাণকাচাদ্যুপাধান-ভেদাৎ কাল্পনিকো জীবানাং ভেদবুদ্ধিব্যপদেশভেদৌ বর্ত্তয়তি, ইদং বিম্ববদাতমিমানি চ প্রতিবিম্বানি নীলোৎপলপলাশশ্যামলানি বৃত্তদীর্ঘাদিভেদভাঞ্জি বহূনীতি, এবং পরমাত্মনঃ শুদ্ধস্বভাবাজ্জীবানাম-ভেদ ঐকান্তিকেঽপি অনির্ব্বাচনীয়ানাদ্যবিদ্যোপধানভেদাৎ কাল্পনিকো জীবানাং ভেদো বুদ্ধিব্যপদেশভেদাবয়ং চ পরমাত্মা শুদ্ধবিজ্ঞানানন্দস্বভাব ইমে চ জীবা অবিদ্যাশোকদুঃখাদ্যুপদ্রবভাজ ইতি বর্ত্তয়তি। অবিদ্যোপধানং চ যদ্যপি বিদ্যাস্বভাবে পরমাত্মনি ন সাক্ষাদস্তি, তথাপি তৎপ্রতিবিম্বকল্পজীবদ্বারেণ পরস্মিন্নুচ্যতে। ন চৈবমন্যোন্যাশ্রয়ো জীববিভাগাশ্রয়েঽবিদ্যা, অবিদ্যাশ্রয়শ্চ জীববিভাগ ইতি বীজাঙ্কুরবদনাদিত্বাৎ।" তিনি আরও বলিয়াছেন—"যথা হি বিম্বস্য মণিকৃপাণাদয়ো গুহা, এবং ব্রহ্মণোঽপি প্রতিজীবং ভিন্না

* এস্থলের শাঙ্করভাষ্য নিম্নে প্রদত্ত হইল।—

—"স্থিতে চ ক্ষেত্রজ্ঞপরমাত্মৈকত্ববিষয়ে সম্যগদর্শনে ক্ষেত্রজ্ঞঃ পরমাত্মেতি নামমাত্রভেদাৎ ক্ষেত্রজ্ঞোঽয়ং পরমাত্মনো ভিন্নঃ পরমাত্মায়ং ক্ষেত্রজ্ঞাদ্ভিন্ন ইত্যেবংজাতীয়ক আত্মভেদবিষয়োঽয়ং নির্ব্বন্ধো নিরর্থকঃ। একো হ্যয়মাত্মা নামমাত্রভেদেন বহুধা অভিধীয়তে ইতি"।

(নির্ণয়সাগর সংস্করণ ১৯১৭ খৃ, ৪২০—৪২১ পৃষ্ঠা)

অবিদ্যা গুহা ইতি। যথা প্রতিবিম্বেষু ভাসমানেষু বিম্বং তদভিন্নমপি গুহ্যম্ এবং জীবেষু ভাসমানেষু তদভিন্নমপি ব্রহ্ম গুহ্যম্।"

উপরোদ্ধৃত বাক্যবলে প্রতীয়মান হয়, আচার্য্য বাচস্পতি জীবকে ব্রহ্মের প্রতিবিম্বরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি ঈশ্বরকেও প্রতিবিম্বরূপে অঙ্গীকার করিয়াছেন। "লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্" ২।১।৩৩ সূত্রের ভাষ্য * ব্যাখ্যাকল্পে লিখিয়াছেন—

অপিচ নেয়ং পারমার্থিকী সৃষ্টির্যেনানুযুজ্যেত প্রয়োজনম্, অপিত্বনাদ্যবিদ্যানিবন্ধনা। অবিদ্যা চ স্বভাবত এব কার্য্যোন্মুখী, ন প্রয়োজনমপেক্ষতে। নহি দ্বিচন্দ্রালাতচক্রগন্ধর্ব্বনগরাদিবিভ্রমাঃ সমুদ্দিষ্টপ্রয়োজনা ভবন্তি। ন চ তৎকার্য্যা বিস্ময়ভয়কম্পাদয়ঃ স্বোৎপত্তৌ প্রয়োজনমপেক্ষন্তে। সা চ চৈতন্যচ্ছুরিতা জগদুৎপাদ-হেতুরিতি চেতনো জগদ্‌যোনিরাখ্যায়ত ইত্যাহ—ন চেয়ং পরমার্থ-বিষয়েতি। অপিচ ন ব্রহ্ম জগৎকারণমপি তত্তয়া বিবক্ষ্যত্যাগমা অপি তু জগতি ব্রহ্মাত্মভাবম্। তথাচ সৃষ্টেরবিবক্ষায়াং তদাশ্রয়ো দোষোনির্ব্বিষয় এবেত্যাশয়েনাহ—ব্রহ্মাত্মভাবেতি"।

বাচস্পতির এই ব্যাখ্যার উপর কল্পতরুকার অমলানন্দ লিখিয়াছেন,—

জীবভ্রান্ত্যা পরংব্রহ্ম জগদ্বীজমজুঘুষৎ
বাচস্পতিঃ পরেশস্য লীলাসূত্রমলূলুপৎ॥
প্রতিবিম্বগতাঃ পশ্যন্ ঋজুবক্রাদিবিক্রিয়াঃ।
পুমান্ ক্রীড়েদ্ যথা ব্রহ্ম তথা জীবস্থবিক্রিয়াঃ॥
এবং বাচস্পতের্লীলা লীলাসূত্রীয়সঙ্গতিঃ।
অস্বতন্ত্রত্বতঃ ক্লিষ্টা প্রতিবিম্বেশবাদিনাম্॥

---

* ভাষ্য এই—"ন চেয়ং পরমার্থবিষয়া সৃষ্টিশ্রুতিঃ। অবিদ্যাকল্পিতনামরূপ-ব্যবহারগোচরত্বাৎ, ব্রহ্মাত্মভাবপ্রতিপাদনপরত্বাচ্চেত্যেতদপি নৈব বিস্মর্ত্তব্যম্ (নির্ণয়সাগর সংস্করণ ৪৮১ পৃঃ ১৯১৭ খৃঃ অঃ)

এই প্রমাণে প্রতীয়মান হয়—বাচস্পতি ঈশ্বরকেও প্রতিবিম্ব বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। অমলানন্দ বাচস্পতিকে প্রতিবিম্বেশবাদী বলিয়াছেন। আচার্য্য বাচস্পতির ব্যাখ্যাতেও তাঁহাকে প্রতিবিম্ব-বাদী বলিয়া প্রতীত হয়। অতএব বাচস্পতির মতে ঈশ্বরও প্রতিবিম্ব, জীবও প্রতিবিম্ব। উভয়ভাবই মায়িক, উভয়ই কল্পিত।

জীবেশ প্রতিবিম্ববাদ সম্বন্ধেও আচার্য্যগণের মতপার্থক্য আছে। প্রকটার্থবিবরণকারের মতে— মায়া অনাদি অনির্ব্বাচ্যা, ভূতপ্রকৃতি-চিন্মাত্রসম্বন্ধিনী। সেই মায়াতে চিৎপ্রতিবিম্ব ঈশ্বর। পরিচ্ছিন্ন মায়াই অবিদ্যা। আবরণ-বিক্ষেপ অবিদ্যার শক্তি। এই অবিদ্যায় চিৎপ্রতিবিম্ব জীব। "তত্ত্ববিবেক"কার বিদ্যারণ্যের মতে—রজস্তম অনভিভূতশুদ্ধসত্ত্বপ্রধান মায়া, এবং রজস্তম অভিভূত মলিন-সত্ত্বা অবিদ্যা। মায়া ও অবিদ্যা পৃথক্। মায়াপ্রতিবিম্ব ঈশ্বর, এবং অবিদ্যাপ্রতিবিম্ব জীব। *

কাহারও মতে মূলা প্রকৃতি বিক্ষেপশক্তিপ্রাধান্যে মায়া। মায়া ঈশ্বরের উপাধি, এবং আবরণপ্রাধান্যে অবিদ্যা বা অজ্ঞান। অবিদ্যাই জীবের উপাধি। সংক্ষেপশারীরককারের মতে—অবিদ্যায় চিৎপ্রতিবিম্ব ঈশ্বর। অন্তঃকরণে চিৎপ্রতিবিম্ব জীব। তাঁহার মতে—"কার্য্যোপাধিরয়ং জীবঃ কারণোপাধিরীশ্বরঃ" এই শ্রুতিই পোষকপ্রমাণ। শুদ্ধচৈতন্য মুক্তব্রহ্মই বিম্বস্থানীয়। বিদ্যারণ্যমুনীশ্বর পঞ্চদশীর "চিত্রদীপ" নামক পরিচ্ছেদে চারি প্রকার চৈতন্যের বিস্তার করিয়াছেন। ঘটাবচ্ছিন্ন আকাশ যেমন ঘটাকাশ, সেইরূপ স্থূলসূক্ষ্ম দেহদ্বয়ের অধিষ্ঠান ও তদ্দেহাবচ্ছিন্নকূটের ন্যায় নির্ব্বিকারচৈতন্য কূটস্থ চৈতন্য। ঘটমধ্যস্থ আকাশের আশ্রিত জলে

---

* "তত্ত্ববিবেক" পঞ্চদশীর প্রথম পরিচ্ছেদ। পঞ্চদশী বিদ্যারণ্যের কৃত। পঞ্চদশীর তত্ত্ববিবেক নামক প্রথমপরিচ্ছেদেই এই মতবাদ প্রপঞ্চিত আছে।

"চিদানন্দময়-ব্রহ্ম-প্রতিবিম্ব-সমন্বিতা।
তমোরজঃসত্ত্বগুণা প্রকৃতি র্দ্বিবিধা চ সা॥

যেমন সনক্ষত্র প্রতিবিম্বিত আকাশই জলাকাশ, সেইরূপ কল্পিত অন্তঃকরণে প্রতিবিম্বিত চৈতন্যই সংসারী জীব। যেমন অনবচ্ছিন্ন মহাকাশ, সেইরূপ অনবচ্ছিন্ন চৈতন্যই ব্রহ্ম। মহাকাশের মধ্যবর্ত্তী মেঘমণ্ডলে বৃষ্টিলক্ষণ-কার্য্যানুমেয় জলরূপে ও তদবয়ববিশিষ্ট তুষারাকারে প্রতিবিম্বিত আকাশ যেরূপ মেঘাকাশ, সেইরূপ চৈতন্যাশ্রিত মায়ান্ধকারে স্থিত সর্ব্বপ্রাণিগণের বুদ্ধিবাসনায় প্রতিবিম্বিত চৈতন্য ঈশ্বর। এক আকাশই যেমন ঔপাধিক ও নিরুপাধিকভাবে চারিপ্রকার, সেইরূপ এক অখণ্ড চৈতন্যই জীবেশ্বরাদি চারিভাগে বিভক্ত। অবশ্যই বিভাগ ঔপাধিক। বিদ্যারণ্যমুনীশ্বর চিত্রদীপে চিত্রপটের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া তুরীয়, ঈশ্বর, হিরণ্যগর্ভ ও বিরাট্ সমষ্টিচৈতন্যের অবস্থাচতুষ্টয় প্রদর্শন করিয়াছেন।

জীবেশ্বর প্রতিবিম্ববাদের যিনিই যেরূপ ব্যাখ্যাপ্রদান করুন, মূলতঃ অদ্বৈতাত্মবাদ প্রতিপাদন করিবার জন্যই সকলের প্রচেষ্টা। 'বিবরণ'কার প্রকাশাত্মযতি ঈশ্বরকে বিম্ব, জীবকে প্রতিবিম্ব বলিয়াছেন। পারমার্থিক দৃষ্টিতে জীবেশ্বর উভয়ই মায়িক। প্রতিবিম্ব মিথ্যা। ঈশ্বরভাব মায়িক না হইলে অদ্বৈতভাব অসম্ভব। অবশ্যই 'বিবরণ'কার ঈশ্বর ও ব্রহ্মকে অভিন্নরূপে গ্রহণ করিয়া ঈশ্বরকে বিম্বস্থানীয় বলিয়াছেন। জীব ও ঈশ্বর উভয়কে প্রতিবিম্বরূপে গ্রহণ করিলেই অদ্বৈতবাদের অনুকূল হয়। জীবেশ্বর-প্রতিবিম্ববাদই আচার্য্য বাচস্পতির অভিমত।

শাঙ্করমত যথাযথরূপে প্রপঞ্চিত করাই বাচস্পতির সাধনা।

সত্ত্বশুদ্ধ্যবিশুদ্ধ্যাভ্যাং মায়া বিদ্যে চ তে মতে।
মায়া-বিম্বে বশীকৃত্য তাং স্যাৎ সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরঃ॥
অবিদ্যাবশগস্তন্য স্তদ্বৈচিত্র্যাদনেকধা।
সা কারণশরীরং স্যাৎ প্রাজ্ঞস্তত্রাভিমানবান্॥
(পঞ্চদশী ১ম পরিচ্ছেদ ১৫—১৭ শ্লোক)

শ্রুতি ও যুক্তিবলে অদ্বৈতস্থাপনেই বাচস্পতির মনীষা প্রকাশিত। শাঙ্করমতব্যাখ্যাকল্পে অন্যান্য আচার্য্যগণের সহিত বাচস্পতির যে মতপার্থক্য আছে, তাহাই এস্থলে প্রদর্শিত হইল। সকলের পক্ষেই "ভামতী" ও "ন্যায়কণিকা" পাঠ করা উচিত। ভামতীর প্রত্যেক শব্দে, প্রত্যেক বাক্যে, বাচস্পতির প্রতিভা পরিস্ফুট। "ভামতী" বেদান্তদর্শনের মুকুট-ভূষণ।

মন্তব্য

শঙ্করের প্রতি বাচস্পতির ভক্তি অসাধারণ। ভামতীর প্রারম্ভ-শ্লোকে শঙ্করের প্রতি তাঁহার অগাধভক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন—

"নত্বা বিশুদ্ধবিজ্ঞানং শঙ্করং করুণাকরম্।
ভাষ্যং প্রসন্নগম্ভীরং তৎপ্রণীতং বিভজ্যতে॥
আচার্য্যকৃতিনিবেশনমপ্যবধূতং বচোঽস্মদাদীনাম্।
রথ্যোদকমিব গঙ্গাপ্রবাহপাতঃ পবিত্রয়তি॥"

"ভাষ্যং প্রসন্নগম্ভীরং" বাক্যটী পদ্মপাদাচার্য্যের পঞ্চপাদিকায় দেখিতে পাওয়া যায়। হয় ত এই বাক্য বাচস্পতি পদ্মপাদাচার্য্যের গ্রন্থ হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু বাচস্পতি কোথাও পদ্মপাদা-চার্য্যের উল্লেখ করেন নাই। 'ভামতী' গ্রন্থে বৈয়াকরণ কাত্যায়ন, দ্রমিড়াচার্য্য, যোগভাষ্যকার, কালিদাস ও তৎকৃত কুমারসম্ভব, ধর্ম্মকীর্ত্তি, শবরস্বামী ও ভট্টকুমারিলপ্রভৃতির উল্লেখ আছে। অনেক-স্থলে ভট্টকুমারিলের বাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে। বৌদ্ধমতের 'প্রতীত্য-সমুৎপাদ' আলোচিত হইয়াছে। (নির্ণয়সাগর সংস্করণ ১৯১৭ খৃঃ অঃ—৫২৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। বৌদ্ধাচার্য্যগণের মধ্যে ধর্ম্মকীর্ত্তির নামোল্লেখ ও গ্রন্থের মধ্যে "বোধিচিত্তবিবরণের" উল্লেখ রহিয়াছে। (নিঃ সাঃ সং ১৯১৭—৫৪৯ পৃষ্ঠায় ধর্ম্মকীর্ত্তির, এবং ৫২৩ পৃষ্ঠায় বোধিচিত্তবিবরণের উল্লেখ দেখা যায়)।

বাচস্পতির সময় ভেদাভেদবাদী ভাস্করাচার্য্যের অভ্যুদয়। বাচস্পতি ভাস্করের মতও নিরসন করিয়াছেন। ৩।৩।২৮ সূত্রের টীকায় ভাস্করের মত অনুবাদ করিয়া তিনি খণ্ডন করিয়াছেন (নিঃ সাঃ সং ১৯১৭—৮১১ পৃঃ)।

বাচস্পতি ও ভাস্কর সমসাময়িক। তৎকালে মালবের অধীশ্বর ভোজরাজ, মগধের অধীশ্বর ধর্ম্মপাল। ধর্ম্মপালের সময়ে তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্মের পুনরুত্থান হয়। একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে (১০১৩ খৃঃ) পণ্ডিত ধর্ম্মপাল ও অন্যান্য সাধুগণ তিব্বতে নিমন্ত্রিত হন। তথায় তাঁহারা বৌদ্ধধর্ম্মের সংস্কার সাধন করেন। বাচস্পতির সময়েও মগধে বৌদ্ধমতের প্রাধান্য ছিল বলিয়াই অনুমিত হয়। অবশ্যই অনেক পূর্ব্ব হইতে বৌদ্ধমতের অবনতি আরম্ভ হইয়াছিল, কিন্তু একেবারে ভারতবর্ষ হইতে নির্ব্বাসিত হয় নাই। বাচস্পতির কালেও বৌদ্ধাচার্য্যগণ তিব্বত প্রভৃতি স্থানে গিয়া ধর্ম্মমতের সংস্কার সাধন করিতেন। বাচস্পতির কালে বেদান্তের অদ্বৈতবাদ, ভেদাভেদবাদ, শিবাদ্বৈতবাদ ও বৌদ্ধবাদ সকলই আপন আপন প্রতিষ্ঠার জন্য সচেষ্ট ছিল। ভোজরাজের বিদ্যোৎসাহে মালবপ্রভৃতি দেশে ব্রহ্মবিদ্যার স্ফূর্ত্তি হইল। ধর্ম্মপালের সমদর্শিতায় বৈদিক ও বৌদ্ধবাদের বিকাশ হইল। বাচস্পতির সময় দার্শনিকরাজ্যে যুগান্তরের সূচনা হইয়াছিল। ন্যায়দর্শন আপনার প্রতিষ্ঠার জন্য মস্তকোত্তলন করিল। উদয়নের অতিমানুষ প্রতিভার স্ফুরণে নবজাগরণের প্রথম অরুণালোকে জাতীয়জীবনের নূতনসত্তা প্রকট হইল। বৈশেষিকদর্শনের টীকাকার শ্রীধর "ন্যায়কন্দলী" প্রণয়ন করিলেন। কাশ্মীরের উৎপলাচার্য্য স্পন্দবাদের বিস্তার সাধন করিলেন।

বাচস্পতির গ্রন্থে আচার্য্য সুরেশ্বরের প্রভাব সমধিক। বাচস্পতির মত যে শাঙ্করমতের অনুরূপ, তাহা পরবর্ত্তী আচার্য্যগণের গ্রন্থ হইতে বুঝিতে পারা যায়। প্রমাণরূপে চিৎসুখপ্রভৃতি

আচার্য্যগণ বাচস্পতির বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। "লঘুচন্দ্রিকা"-কার ব্রহ্মানন্দ সরস্বতী, বেদান্ত বলিতে সূত্রভাষ্য, ভামতী, কল্পতরু, ও পরিমলকেই গ্রহণ করিয়াছেন।

ভামতীর ভাষা সম্বন্ধে পূর্ব্বেই বলিয়াছি। শাঙ্করভাষ্যের "প্রসন্নগম্ভীর" বিশেষণ ভামতীর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

দশম শতাব্দী

(বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ)

ব্রহ্মসূত্রে দেখিতে পাই—আচার্য্য আশ্মরথ্য বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী। অতি প্রাচীনকালেই বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের স্ফূর্ত্তি হইয়াছিল। পঞ্চমশতাব্দীতে শ্রীকণ্ঠ ব্রহ্মসূত্রের শিবপর ব্যাখ্যা করিয়া বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ স্থাপন করিয়াছেন। ভাস্করের ভেদাভেদবাদও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের অন্তর্ভুক্ত। পাঞ্চরাত্রমতই বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ। মহাভারতেও পাঞ্চরাত্রমতের উল্লেখ আছে। মহাভারতে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের ছায়া সুস্পষ্ট।

বিষ্ণুপর ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা দশমশতাব্দীতে নূতনভাবে আরম্ভ হইয়াছে। রামানুজাচার্য্য একাদশ শতাব্দীতে যে মতবাদ প্রপঞ্চিত করিয়াছেন, সেই মতের সূচনা দশম শতাব্দীতেই হইয়াছে। দশম শতাব্দীতে যামুনাচার্য্য আপনার অসাধারণ পাণ্ডিত্যবলে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে নূতন আলোক প্রদান করিয়াছেন। সেই আলোক রামানুজাচার্য্য আরও উজ্জ্বল করিয়া একাদশ শতাব্দীতে ভারতের দার্শনিক ক্ষেত্রে নবভাবের অবতারণা করিয়াছেন। এমন কি তদবধি বিশিষ্টাদ্বৈতমত বলিতে রামানুজ মত বলিয়াই বুঝা হয়।

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদও গুরুশিষ্য-পরম্পরাক্রমে যামুনাচার্য্য ও

রামানুজাচার্য্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তামিলদেশীয় অনেক মহাপুরুষের ইতিবৃত্ত আছে। তাঁহারাই প্রাচীন আচার্য্য। তামিলভাষায় ভক্তগণ "আলোয়ার" নামে খ্যাত। 'আলোয়ার' শব্দের অর্থ "শাসনকর্ত্তা"। "আল" শব্দের অর্থ শাসন করা, এবং "ওয়ার" শব্দের অর্থ "কর্ত্তা"। সুতরাং "আলোয়ার" শব্দের অর্থ শাসনকর্ত্তা। ভক্তিবলে যিনি সমস্ত জগৎ শাসন করেন, তিনিই "আলোয়ার"। তামিল আলোয়ারগণ বিশিষ্টাদ্বৈতমতের প্রাচীন আচার্য্য। শ্রীবৈষ্ণবগণের মতে প্রাচীন আচার্য্যগণ দ্বাপরযুগের শেষে ও কলির প্রারম্ভে বর্ত্তমান ছিলেন। পৌইহে আলোয়ার কাঞ্চীনগরীতে জন্মগ্রহণ করেন *। কাঞ্চীর দেবসরোবরের মধ্যে জলরাশির নিম্নে এক মন্দির আছে। সেই মন্দিরে ধ্যানস্থ মহাপুরুষ পৌইহে আলোয়ারের বিগ্রহ আছে। অন্যতম আচার্য্য পূদত্ত। তিনি মান্দ্রাজ হইতে দ্বাদশ মাইল দক্ষিণে তিরুবড়ল্‌মলই নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিরুবড়ল্‌মলই নামক স্থানের প্রাচীন নাম মল্লাপুরী **। অন্য আচার্য্যের নাম 'পে'। 'পে' শব্দের অর্থ—উন্মাদ। তিনি শ্রীহরির প্রেমে উন্মত্ত থাকিতেন বলিয়াই তাঁহার নাম "পে-আলোয়ার" হইয়াছে। তিনি মান্দ্রাজ নগরের দক্ষিণাংশে 'ময়লাপুর' নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন † এই তিনজন আলোয়ার দ্বাপরযুগে জন্মগ্রহণ করেন এবং 'তিরুমিড়িশি' আলোয়ার দ্বাপরযুগের শেষবর্ষে জন্মগ্রহণ করেন। তামিল পণ্ডিতগণের মতে তাঁহার জন্মকাল ৪২০২ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দ। তিনি

* "তুলায়াং শ্রবণে জাতং কাঞ্চ্যাং কাঞ্চনবারিজাৎ
দ্বাপরে পাঞ্চজন্যাংশং সরো যোগিনমাশ্রয়ে ॥"

** "তুলাশ্রবিষ্টাসম্ভূতং ভূতং কল্লোলমালিনঃ।
তীরে ফুল্লোৎপলাম্মল্লাপুর্য্যামীডে গদাংশকম্ ॥"

† "তুলাশতভিষগ্‌জাতং ময়ূরপুরকৈরবাৎ।
মহান্তং মহদাখ্যান্তং বন্দে শ্রীনন্দকাংশকম্ ॥"

পুনাবেলির দুই মাইল পশ্চিমে 'তিরুমিড়িশি' নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। এই গ্রামই পূর্ব্বে 'মহীসার' নামে বিখ্যাত ছিল *

কলির প্রথমে 'আলোয়ার শঠারি শঠরিপু বা শঠকোপা' আলোয়ারের জন্ম হয়। কলিযুগের প্রথমবর্ষ ৩১০২ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দ। শঠারি পাণ্ড্যদেশের কুরুকাপুরী নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন * *। কুরুকাপুরী, কুরুকুর বা শ্রীনগর তাম্রপর্ণী নদীর তীরে অবস্থিত। এই নদী দাক্ষিণাত্যের দক্ষিণে প্রবাহিতা। ইহার দক্ষিণে ভারতবর্ষে আর নদী নাই। শঠারি নীচকুলোদ্ভব, ইহার পিতা ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিলেন। শঠারির এক শিষ্য ছিলেন; তাঁহার নাম "মধুরকবি আলোয়ার", এই ভক্ত মধুরভাষায় কবিতা লিখিতেন বলিয়া ইহার নাম মধুরকবি। তামিল পণ্ডিতগণের মতে ইহার জন্মকাল ৩২৩৪ খৃঃ পূর্ব্বাব্দ। মধুরকবিও পাণ্ড্যদেশে জন্মগ্রহণ করেন† শঠরিপুর জন্মভূমির নিকট মধুরকবির জন্মভূমি। অন্যতম আলোয়ার "রাজা কুলশেখর।" তিনি কেরল বা মালাবার দেশস্থ চোলপট্টন বা তিরুভঞ্জি-কোলম্ নামক নগরে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি কেরলের অধিপতি ছিলেন। ইনি "মুকুন্দমালা"র রচয়িতা ৩১০২ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে ইহার জন্ম হয়।‡ অন্যান্য তামিল আলোয়ারগণেরও বিবরণ আছে। পেরিয়া আলোয়ার অর্থাৎ

---

* "মঘায়াং মকরে মাসে চক্রাংশং ভার্গবোদ্ভবম্।
মহীসারপুরাধীশং ভক্তিসারমহং ভজে॥"

* * "বৈশাখে তু বিশাখায়াং কুরুকাপুরীকারিজম্।
পাণ্ড্যদেশে কলেরাদৌ শঠারিং সৈন্যপং ভজে।"

† "চৈত্রে চিত্রাসমুদ্ভূতং পাণ্ড্যদেশে খগাংশকম্।
শ্রীপরাঙ্কুশসদ্ভক্তং মধুরং কবিমাশ্রয়ে॥"

শ্রীপরাঙ্কুশ ও নম্মা এই দুইটীও শঠরিপুর নাম। নম্মা শব্দের অর্থ 'আমাদের'।

‡ "কুম্ভে পুনর্ব্বসূদ্ভবং কেরলে চোলপট্টনে।
কৌস্তভাংশং ধরাধীশং কুলশেখরমাশ্রয়ে॥"

"সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত"। ৩০৫৬খৃঃ পূর্ব্বাব্দে ইঁহার জন্ম। ইহার কন্যা অণ্ডাল। পেরিয়ার জন্মস্থান শ্রীবিল্লিপুত্তুর নগর (ধন্বিনঃ পুর) ✦✦ পেরিয়ার কন্যা অণ্ডাল পরমভক্তিমতী ছিলেন। মধুরভাষিণী বলিয়া তাঁহার নাম 'গোদা'। তুলসীকাননে পেরিয়া তাঁহাকে পান ✦ *। ৩০০৫ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে তিনি অবতীর্ণা হন। তামিলভাষায় ত্রিংশৎসংখ্যক স্তোত্ররত্নাবলী তাঁহার বিরচিত। ভক্তহৃদয়ের প্রেম-মন্দাকিনী-ধারায় যেন কবিতাগুলি সিঞ্চিত। ইঁহার কবিতা-সম্বন্ধে 'শ্রীরামানুজচরিত'কার স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ বলিয়াছেন,—"তাঁহার প্রেমঘনহৃদয় দ্রবীভূত হইয়া যেন উক্ত স্তোত্রাকারে পরিণতি লাভ করিয়াছে" (শ্রীরামানুজচরিত ২১ পৃষ্ঠা)। অন্যতম আলোয়ার তোণ্ডারাড়িপ্পোড়ি অর্থাৎ ভক্তপদরেণু। ইনি চোলরাজ্যে মাণ্ডঙ্গুড়িপুরে জন্মগ্রহণ করেন।* ২৮১৪ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে ইঁহার জন্মকাল। এই সকল প্রাচীন আচার্য্যগণ প্রাগৈতিহাসিক যুগের। ইঁহাদের কালনির্ণয়ে সবিশেষ লাভ নাই। কিন্তু ইঁহারা সকলেই ভগবদ্ভক্ত ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী ছিলেন বলিয়াই শ্রীবৈষ্ণবগণ অঙ্গীকার করেন। এই সকল অতি প্রাচীন আলোয়ারগণের বিবরণে এই পাই যে, অতি প্রাচীনকাল হইতেই গুরুশিষ্যপরম্পরাক্রমে ভক্তিবাদ (বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ) প্রচলিত ছিল। ঐতিহাসিকযুগেও আলোয়ারগণের আবির্ভাব হইয়াছে। তিরুপ্পাণ আলোয়ার খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে ওরায়ুরনামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁনি জাতিতে চণ্ডাল

✦✦ "জ্যৈষ্ঠে স্বাতীভবং বিষ্ণুরথাংশং ধন্বিনঃ পুরে।
প্রপদ্যে শ্বশুরং বিষ্ণোঃ বিষ্ণুচিত্তং পুরঃশিখম্॥"

✦ * "আষাঢ়ে পূর্ব্বফল্গুন্যাং তুলসীকাননোদ্ভবাম্।
পাণ্ড্যে বিশ্বম্ভরাং গোদাং বন্দে শ্রীরঙ্গনায়িকাম্॥"

* "কোদণ্ডে জ্যেষ্ঠানক্ষত্রে মাণ্ডঙ্গুড়ি-পুরোদ্ভবম্
চোলোর্ব্ব্যাং বনমালাংশং ভক্তাঙ্ঘ্রিরেণুমাশ্রয়ে॥"

ছিলেন। ইনি সর্ব্বদাই শ্রীহরির নাম কীর্ত্তন করিতেন। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে তিরুমঙ্গই আলোয়ার শ্রীরঙ্গনাথের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি দস্যুবৃত্তিদ্বারা অর্থসংগ্রহ করিয়া শ্রীরঙ্গনাথের মন্দির নির্ম্মাণ করেন, শেষে সেই সহকারী দস্যুদলকে কাবেরীনদীর জলে শিষ্য-সাহায্যে নিমজ্জিত করেন। বাস্তবিক এইরূপ ব্যক্তিকে আলোয়ার বলিবার সার্থকতা দেখিতে পাওয়া যায় না। শ্রীরঙ্গনাথের মন্দিরনির্ম্মাণ জন্যই দস্যুবৃত্তি গ্রহণ করেন। কিন্তু দস্যুগণ অর্থ চাহিলে এরূপভাবে হত্যা করা কখনই সঙ্গত মনে হয় না। সেই হত্যাস্থানের নাম 'কোল্লিড়ম্' (coleroon) কাবেরীর উত্তরশাখায় সহস্র দস্যুর প্রাণ বিনষ্ট হইয়াছিল।

এই সকল প্রাচীন আলোয়ারগণের বিবরণ বাদ দিলেও দেখিতে পাই—দশম শতাব্দী হইতে বিশিষ্টাদ্বৈত-সাধনার স্রোত প্রবলবেগে প্রবাহিত হইয়া ভবিষ্যতে মহাপ্লাবনের সূচনা করিতে লাগিল।

মহাপুরুষ শ্রীনাথমুনি এই দার্শনিক যজ্ঞের প্রথম পুরোহিত। অনুমান ৯০৮ খৃষ্টাব্দে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের প্লাবন সূচিত হয়। নাথমুনি সদ্‌ব্রাহ্মণকুলোদ্ভব। তাঁহার পুত্রের নাম ঈশ্বরমুনি। ঈশ্বরমুনি যৌবনে পদার্পণ করিয়াই ইহলীলা সংবরণ করেন। পুত্রের মৃত্যুর পরে নাথমুনি সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করেন। ঈশ্বরমুনির পুত্র ও নাথমুনির পৌত্রই যামুনাচার্য্য। যামুনাচার্য্যের সময় নাথমুনির সাধনার ফল ফলিতে আরম্ভ হয় এবং রামানুজে সাধনার ফল পরিপূর্ত্তি লাভ করে। নাথমুনির হৃদয়ে যে প্লাবনের সূচনা হয়, সেই প্লাবনই পরবর্ত্তী কালে সমস্ত ভারতকে প্লাবিত করিয়াছে।

প্রাচীন আলোয়ারগণ যে ভক্তির স্নিগ্ধ-শান্ত-ভাব-প্রবাহে অবগাহন করিয়া পূত পবিত্র হইয়াছেন, সেই পূত-প্রবাহের সহিত দার্শনিকতার সম্মিলনে পুণ্যতীর্থের সৃষ্টি হইয়াছে। যামুনাচার্য্যের সময় হইতে ইঁহাদের মধ্যে দার্শনিক প্রতিভার বিকাশ হইয়াছে। একদিকে যেমন আলোয়ারগণ ভক্তিবাদের প্রসার করিয়াছেন,

অন্যদিকে তেমন দ্রমিড়াচার্য্য, গুহদেব, টঙ্ক, শ্রীবৎসাঙ্ক প্রভৃতি আচার্য্যগণ দর্শনের মহিমা প্রকটিত করিয়াছেন। যামুনাচার্য্যের পূর্ব্বে বেদান্তদর্শনের ভাষ্যকার দ্রমিড়াচার্য্য আপনার প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রীবৎসাঙ্ক মিশ্র, টঙ্ক প্রভৃতি আচার্য্যগণ ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। "সিদ্ধিত্রয়" নামক গ্রন্থে যামুনাচার্য্য প্রাচীন আচার্য্যগণের নামোল্লেখ করিয়াছেন।* ভাষ্যকার দ্রমিড়াচার্য্য, টীকাকার টঙ্ক ও শ্রীবৎসাঙ্ক প্রভৃতি আচার্য্যগণ, শ্রীসম্প্রদায়ভুক্ত। আচার্য্য ভর্তৃপ্রপঞ্চ, ভর্তৃমিত্র, ভর্তৃহরি, ব্রহ্মদত্ত, শঙ্কর প্রভৃতি নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মবাদী। আচার্য্য ভাস্কর ভেদাভেদবাদী। যখন নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মবাদের ও ভেদাভেদ-বাদের অভ্যুদয় হইয়াছে, তখন স্বীয় মত প্রতিষ্ঠার জন্যই যামুনা-চার্য্যের দার্শনিক ক্ষেত্রে অবতরণ। দশম শতাব্দী দার্শনিক প্রতিভার যুগ, সকলক্ষেত্রেই নব-জীবনের সূত্রপাত হইয়াছে। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদও আপনার প্রতিষ্ঠার জন্য অগ্রসর হইয়াছে।

অনেকে মনে করেন, শঙ্করের জ্ঞানবাদের ব্যভিচারের সূত্রপাত হইলে, আচার্য্য রামানুজ প্রভৃতির আবির্ভাব হয়; কিন্তু আমাদের মনে হয় এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। কারণ, যামুনাচার্য্যের অবতরণকালেই বাচস্পতির আবির্ভাব কাল। বাচস্পতির মহিমা যখন সমস্ত দেশে পরিব্যাপ্ত হইতেছিল, তখনই রামানুজের

---

* যদ্যপি ভগবতা বাদরায়ণেন ইদমর্থান্যেব সূত্রাণি প্রণীতানি, বিবৃতানি চ, তানি পরিমিতগম্ভীরভাষিণা ভাষ্যকৃতা, বিস্তৃতানি চ তানি গম্ভীরন্যায়সাগর-ভাষিণা ভগবতা শ্রীবৎসাঙ্কমিশ্রেণাপি তথাপি আচার্য্যটঙ্ক-ভর্তৃপ্রপঞ্চ-ভর্তৃমিত্র-ভর্তৃহরি-ব্রহ্মদত্ত-শঙ্কর-শ্রীবৎসাঙ্ক-ভাস্করাদিবিরচিত-সিতাসিত-বিবিধনিবন্ধনশ্রদ্ধা-বিপ্রলব্ধবুদ্ধয়ো ন যথাবদন্যথা চ প্রতিপদ্যন্ত ইতি তৎপ্রতিপত্তয়ে চ যুক্তঃ প্রকরণ-প্রক্রমঃ।

("সিদ্ধিত্রয়"—কাশী চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজ, ১৯০০ খৃঃ অঃ, ৫—৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

আবির্ভাব। একাদশ শতাব্দীতে বাচস্পতির প্রতিভা সমস্ত ভারতে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। ভারতে আচার্য্যগণ সকলেই অবতার। ধর্ম্মের গ্লানি না হইলে অবতার অবতীর্ণ হন না। জীবনচরিতকারগণ অবতারের ছলে ধর্ম্মের গ্লানি অঙ্গীকার করিয়া লইয়াছেন। আচার্য্য রামানুজ ও মধ্ব প্রভৃতির আবির্ভাবের কারণ শাঙ্করমতের গ্লানি। কিন্তু রামানুজ ও মধ্বের যুগে শাঙ্করসম্প্রদায়ের প্রতিভার আরও অধিকতর স্ফুর্ত্তি হইয়াছে। যে মতের গ্লানি হয়, তাহার স্ফুর্ত্তি অসম্ভব। যদি শাঙ্করমতের গ্লানি হইত, তাহা হইলে দার্শনিক-মনীষার প্রস্ফুরণ হইতে পারিত না। আমাদের বিবেচনায় যখন শাঙ্করমতের প্রাধান্য সুস্থিত হইয়াছে, তখন প্রতিদ্বন্দ্বী মতবাদ সকল স্বীয় প্রতিষ্ঠার জন্য শাঙ্করমত আক্রমণ করিয়াছেন।

ভারতের বর্ত্তমান অবস্থার বিষয় বিবেচনা করিলেও দেখিতে পাই—শাঙ্করমতের লোকসংখ্যা সমধিক। তুলনা করিলে সমষ্টি বৈষ্ণবমতের সংখ্যা মুষ্টিমেয়। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বৌদ্ধ-বাদের প্রাধান্যের সময় শাঙ্করবাদের অভ্যুত্থান; বৌদ্ধমতের গ্লানির সময় নহে। সেইরূপ শাঙ্করমতের প্রবলতার সময়ই বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রভৃতির উদয়।

প্রবল শত্রুকে পরাজিত করিবার জন্যই সমধিক প্রচেষ্টার আবশ্যকতা। যদি শাঙ্করমতের গ্লানিই আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা হইলে যামুনাচার্য্য, রামানুজাচার্য্য প্রভৃতি আচার্য্যগণ বদ্ধপরিকর হইয়া শাঙ্করমত খণ্ডন করিতেন না। বিশেষতঃ যামুনাচার্য্য নির্ব্বিশেষব্রহ্মবাদী আচার্য্যগণের নামোল্লেখ করিয়া তাহাদের মত নিরসনের জন্যই 'প্রকরণপ্রক্রমের' আবশ্যকতা স্বীকার করিয়াছেন। প্রবল যোদ্ধাকে পরাজিত করিবার জন্যই এরূপ চেষ্টা স্বাভাবিক।

শাঙ্করমতের প্রবলতায় ও ভাস্করমতের অভ্যুদয়ে বিষ্ণুভক্তিবাদ-স্থাপনের জন্যই যামুনাচার্য্যের প্রয়াস। যখন শঙ্করের জ্ঞানবাদে সমস্ত দেশ প্লাবিত, তখনই যামুনাচার্য্যের দার্শনিক ক্ষেত্রে অবতরণ।

দক্ষিণ ভারতে তৎকালে সকল সম্প্রদায়ই আপন আপন মতবাদের প্রতিষ্ঠার জন্য লালায়িত। যামুনাচার্য্যও বৈষ্ণবমতের প্রতিষ্ঠার জন্য দার্শনিকক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন।

যামুনাচার্য্য

(দশম শতাব্দীর শেষ ভাগ ও একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ)

(জীবন-চরিত)

শ্রীবৈষ্ণবসম্প্রদায়ের মধ্যে নাথমুনি একজন প্রধান আচার্য্য। অনুমান ৯০৮ খৃষ্টাব্দে তিনি বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহার এক পুত্র হয়; তাঁহার নাম ঈশ্বরমুনি। ঈশ্বরমুনি অল্পদিন বিবাহিতজীবন ভোগ করিয়াই যৌবনে লোকান্তরিত হন। ঈশ্বরমুনির পুত্রই যামুনাচার্য্য। নাথমুনি পুত্রের মৃত্যুর পরে সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করেন। তিনি মুনিগণের ন্যায় পবিত্র জীবন যাপন করিতেন। এই জন্যই তাঁহার নাম নাথমুনি। যোগে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে যোগীন্দ্র বলা হইত।

তিনি দুইখানি গ্রন্থ রচনা করেন। তাহাতে স্বীয়মত প্রপঞ্চিত করিয়াছেন। এই গ্রন্থ দুইখানি শ্রীবৈষ্ণবগণের পরম আদরের বস্তু। দশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে যামুনাচার্য্য পিতৃহীন হন। পিতামহও সন্ন্যাস গ্রহণ করেন; সুতরাং পিতামহী ও মাতাদ্বারাই তিনি প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। বীরনারায়ণপুর বা মাদুরাই যামুনের জন্মস্থান। * বীরনারায়ণপুর নাথমুনিরও জন্মস্থান। ৯৫৩ খৃষ্টাব্দে যামুনাচার্য্যের জন্ম হয়। যামুনাচার্য্যের গুরুর নাম শ্রীমহাভাষ্যাচার্য্য। বাল্যকাল হইতেই যামুনাচার্য্যের মেধার পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল।

---

* "আষাঢ়ে চোত্তরাষাঢ়া সম্ভূতং তত্র বৈ পুরে।
সিংহাসনাংশং বিখ্যাতং শ্রীযামুনমুনিং ভজে ॥"

বাল্যকালেই তিনি সর্ব্বশাস্ত্রে মহাধ্যায়িগণের উপরে শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার বিনীত মধুরস্বভাবে সকলেই তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইত। তিনি দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে পাণ্ড্যরাজ্যের অর্দ্ধ-সিংহাসন অধিকার করেন। যামুনাচার্য্যের রাজ্যলাভের বিবরণ অতি মনোজ্ঞ। তাহাতে তাৎকালিক পণ্ডিতসমাজের অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। যামুনাচার্য্য যখন শ্রীমদ্ভাষ্যাচার্য্যের নিকট অধ্যয়ন করিতেছিলেন, তখন পাণ্ড্যরাজার সভায় বিদ্বজ্জনকোলাহল নামক এক দিগ্বিজয়ী সভাপণ্ডিত ছিলেন। পাণ্ড্যরাজ তাঁহাকে সাতিশয় ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতেন। যে কোনও পণ্ডিত কোলাহলের সহিত তর্কে পরাস্ত হইতেন, তাঁহাকে রাজাদেশে দণ্ডস্বরূপ বার্ষিক কিঞ্চিৎপরিমাণ কর কোলাহলকে দিতে হইত। কোলাহল সম্রাটের ন্যায় সামন্তপণ্ডিতগণের নিকট হইতে কর আদায় করিতেন। যামুনাচার্য্যের গুরু ভাষ্যাচার্য্যও তাঁহাকে কর দিতেন। এক সময়ে অর্থের অনটনে ২।৩ বৎসর তিনি কর দিতে পারেন নাই, তজ্জন্য কোলাহলের জনৈক শিষ্য কর আদায় করিতে ভাষ্যাচার্য্যের চতুষ্পাঠীতে উপস্থিত হইলেন। এই শিষ্যের নাম বল্পি। ভাষ্যাচার্য্য সে সময়ে চতুষ্পাঠীতে অনুপস্থিত ছিলেন। যামুনাচার্য্য একাকী স্বীয় আসনে উপবিষ্ট ছিলেন। বল্পি আসিয়া তীক্ষ্ণস্বরে ভাষ্যাচার্য্যের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন ও প্রদেয় কর চাহিলেন। তাঁহার দাম্ভিক ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হইয়া যামুনাচার্য্য বল্পিকে বলিলেন, "তোমার গুরুর সহিত আমি বিচার করিতে প্রস্তুত।" যামুনাচার্য্যের প্রত্যুত্তরও কঠোর হইয়াছিল। ক্রোধে অধীর হইয়া কোলাহল-শিষ্য বল্পি স্বীয় গুরুর নিকট উপনীত হইলেন এবং সবিশেষ নিবেদন করিলেন। সভাস্থ সকলেই দ্বাদশবর্ষীয় বালকের ধৃষ্টতায় বিস্মিত হইল। পাণ্ড্যেশ্বর পুনরায় লোকপ্রেরণ করিয়া জানিলেন বাস্তবিকই দ্বাদশবর্ষীয় বালক পণ্ডিতশিরোমণি কোলাহলের সহিত তর্কযুদ্ধে কৃতসংকল্প। যামুনাচার্য্য রাজার নিকট কেবল পণ্ডিতোচিত

সম্মান প্রার্থনা করিলেন। রাজাও শিবিকা প্রেরণ করিলেন। এদিকে ভাষ্যাচার্য্য প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সকল বিষয় অবগত হইলেন। তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। যামুনাচার্য্য তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান করিয়া শ্রীগুরু-পদ-বন্দনান্তর রাজ-প্রেরিত শিবিকায় আরোহণ করিলেন।

ইত্যবসরে রাজসভায় রাজা ও রাণীর, যামুনাচার্য্য সম্বন্ধে মতভেদ হইল। রাজা ও রাণীর মধ্যে রাজা কোলাহলের পক্ষ, রাণী বালক যামুনাচার্য্যের পক্ষ সমর্থন করিলেন। রাণীর মতে যামুন জিতিবে, রাজার মতে কোলাহল বালককে পরাজিত করিবে। উভয়ে পণ করিলেন। রাণী বলিলেন—"বালক পরাজিত হইলে আমি মহারাজার কৃতদাসীর কৃতদাসী হইব।" রাজাও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন—"বালক কোলাহলকে পরাজয় করিলে, তাহাকে অর্দ্ধরাজ্য প্রদান করিব।" এমন সময় বালক রাজসভায় উপস্থিত হইলেন। কোলাহল উচ্চহাস্যপূর্ব্বক রাজ্ঞীকে তাচ্ছিল্যসহকারে কহিলেন—"আনওয়ান্দারা? অর্থাৎ এই বালকই কি আমাকে জয় করিতে আসিয়াছে?" তিনি উত্তর করিলেন—"আন্‌ওয়ান্দার" অর্থাৎ হাঁ, ইনিই আপনাকে জয় করিতে আসিয়াছেন।" বিচার আরম্ভ হইল। যামুনাচার্য্য কোলাহলকে তিনটী প্রশ্ন করিলেন, * আপনার

---

* [১ম প্রশ্নের উত্তর—'একপুত্রী অপুত্রী বা'-ইতি মেধাতিথি ভাষ্য।

(মনু ৯ অঃ ৬১ শ্লোক)

কোলাহল তাঁহার মাতার একমাত্র পুত্র ছিলেন। সুতরাং এক পুত্রের জননী বন্ধ্যাতুল্যা।

২য় প্রশ্নের উত্তর—'সর্ব্বতো ধর্ম্মষড়্‌ভাগো রাজ্ঞো ভবতি রক্ষতঃ।
অধর্ম্মাদপি ষড়্‌ভাগো ভবত্যস্য হ্যরক্ষতঃ॥'

(মনু ৮ অঃ ৩০৪ শ্লোক)

অর্থাৎ প্রজাপালক রাজা প্রজাগণের অনুষ্ঠিত ধর্মের ষষ্ঠ ভাগ প্রাপ্ত হয়েন, এবং প্রজাপালনে অক্ষম হইলে তাহাদের পাপেরও ষষ্ঠ ভাগ তাঁহাকে

মাতা বন্ধ্যা নহেন, আপনি ইহা খণ্ডন করুন" এই প্রশ্ন। "পাণ্ড্যরাজা ধর্ম্মশীল, আপনি ইহা খণ্ডন করুন" এই দ্বিতীয় প্রশ্ন। "রাজ্ঞী সাবিত্রীর ন্যায় সাধ্বী, আপনি ইহা খণ্ডন করুন" এই তৃতীয় প্রশ্ন। কোলাহল প্রশ্নোত্তর দিতে পারিলেন না। যামুনাচার্য্যকে উত্তর দিতে বলিলেন, যামুনাচার্য্য সদুত্তর প্রদান করিলেন। রাণী পরমপরিতুষ্ট হইয়া "আল্‌ওয়ান্দার" "আল্‌ওয়ান্দা"র অর্থাৎ "কোলাহল! বালক সত্যই তোমাকে জয় করিয়াছে" এই বলিয়া আনন্দধ্বনি করিলেন। তদবধি যামুনাচার্য্য "আলোয়ান্দার" নামে বিখ্যাত হইলেন। রাজাও প্রতিশ্রুতিমত অর্দ্ধ রাজ্য প্রদান করিলেন। যামুনাচার্য্য সিংহাসনে আরোহণ করিয়া দক্ষতার সহিত রাজকার্য্য সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। পার্শ্ববর্ত্তী রাজগণকে আক্রমণ করিয়া পরাজয় করিলেন। এরূপে এক সময় যামুনাচার্য্য পাণ্ড্য রাজ্যের অর্দ্ধেক শাসন করিয়াছিলেন।

নাথমুনি সন্ন্যাসী হইলেও পৌত্র যামুনাচার্য্যের মঙ্গলকামনা করিতেন। নাথমুনি মানবলীলাসংবরণ করিবার পূর্ব্বে স্বীয় শিষ্য রাম মিশ্র বা মানক্কালনম্বিকে বলিলেন—"দেখিও যেন যামুনাচার্য্য বিষয়-ভোগ-রত হইয়া স্বীয় কর্ত্তব্য বিস্মৃত না হয়। আমি তাহার ভার তোমার উপর অর্পণ করিলাম।"

গ্রহণ করিতে হয়। প্রজাবর্গকর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত অধর্ম্মের ষষ্ঠাংশ রাজাকে গ্রহণ করিতে হয়। অতএব রাজাকে যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পাপ বহন করিতে হয় শাস্ত্রই তাহার প্রমাণ। ইহা রাজার প্রজাবাহুল্যের প্রশংসাও বটে।

৩য় প্রশ্নের উঃ—সোঽগ্নির্ভবতি বায়ুশ্চ সোঽর্কঃ সোমঃ স ধর্ম্মরাট্

স কুবেরঃ স বরুণঃ স মহেন্দ্রঃ প্রভাবতঃ।' (মনু ৭অঃ ৭)

অর্থাৎ রাজা যে সাক্ষাৎ অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য, চন্দ্র, যম, কুবের, বরুণ এবং ইন্দ্র ইহা তাঁহার প্রভাবেই প্রকাশ পায়। অতএব রাজ্ঞী যে কেবল রাজারই পাণিগৃহীতা হয়েন তাহা নহে, তিনি তৎসঙ্গে অষ্টলোকপালেরও পত্নী হইয়া থাকেন। অতএব তাঁহাকে সতী বলিব কি করিয়া?]

আলোয়ান্দার যামুনাচার্য্যের পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়সের সময় নম্বি একদিন রাজার নিকট উপস্থিত হন। রাজার সহিত সাক্ষাৎ হইলে তিনি নাথমুনির অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেন। রাজাকে শ্রীরঙ্গনাথের মন্দিরে লইয়া যাওয়াই নম্বির অভিপ্রেত। রাজাকে বলিলেন—"মহারাজ! আপনার পিতামহ আপনার জন্য প্রভূত অর্থ রাখিয়া গিয়াছেন। অর্থ লইতে হইলে আমার সঙ্গে আসুন।" রাজা স্বীকৃত হইয়া নম্বির অনুগমন করিলেন। পথিমধ্যে ভক্তশ্রেষ্ঠ নম্বির স্পর্শে এবং ভগবদালোচনায় যামুনাচার্যের হৃদয়ে ভক্তিপ্রস্রবণ উৎসারিত হইল। বৈরাগ্যে হৃদয় পরিপূর্ণ হইল। তিনি নম্বির উপদেশে মুগ্ধ হইলেন। নম্বিও রাজাকে রঙ্গনাথের মন্দিরে লইয়া গেলেন। রাজা রাজ্য ত্যাগ করিয়া রঙ্গনাথের সেবক হইলেন। যামুনাচার্য্য শেষজীবনে সংস্কৃতভাষায় "স্তোত্ররত্নম্", "সিদ্ধিত্রয়ম্", "আগমপ্রামাণ্যম্" ও "গীতার্থসংগ্রহ" নামক চারিখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন।

যামুনাচার্য্যের আন্তরিক ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্যই রামানুজ স্বীয় ভাষ্য প্রণয়ন করেন। যামুনাচার্য্য রামানুজাচার্য্যের পরমগুরু। যামুনাচার্য্যের মৃত্যুকাল আসন্ন হইলে, রামানুজকে দেখিবার ইচ্ছা হইয়াছিল; কিন্তু সে সাধ পূর্ণ হয় নাই, কারণ, তাঁহার মৃত্যুর পরে রামানুজ তথায় উপনীত হন। শিষ্যগণের নিকট আলোয়ান্দারের "ভাষ্য-প্রণয়ন"রূপ অপূর্ণ ইচ্ছার বিষয় তিনি অবগত হন। আলোয়ান্দারের বৈরাগ্যের বিবরণে আর একজন মহাপুরুষের জীবনের কথা মনে পড়ে। তিনি আর কেহ নহেন—শাক্যকুলের অলঙ্কার বিশ্বমানবের গুরু বুদ্ধদেব। রাজপুত্র সন্ন্যাসী—রাজা সন্ন্যাসী—ইহাই ভারতের বিশেষত্ব। ভক্তহৃদয়ের আকর্ষণে পাষাণ-হৃদয়ও দ্রবীভূত হয়। ভক্ত নম্বির সংস্পর্শেই যামুনাচার্য্যের অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশ হইয়াছিল। ভক্তের স্পর্শ অনতিক্রমণীয়।

রামানুজ যামুনাচার্য্যকে অতিশয় ভক্তি করিতেন। যামুনাচার্য্যের

মতবাদই তিনি পরবর্ত্তী কালে (১১শ শতাব্দীতে) প্রপঞ্চিত করেন। রামানুজ যামুনের প্রতি অসাধারণ প্রীতি প্রদর্শন করিয়াছেন। বেদার্থসংগ্রহের প্রারম্ভে তিনি লিখিয়াছেন--

"পরং ব্রহ্মৈবাজ্ঞং ভ্রমপরিগতং সংসরতি তৎ।
পরোপাধ্যালীঢ়ং বিবশমশুভস্যাস্পদমিতি ॥
শ্রুতিন্যায়োপেতং জগতি বিততং মোহনমিদম্।
তমো যেনাপাস্তং স হি বিজয়তে যামুনমুনিঃ ॥"

গীতাভাষ্যের প্রারম্ভেও লিখিয়াছেন--

"যৎপাদাম্ভোরুহধ্যানবিধ্বস্তাশেষকল্মষঃ।
বস্তুতামুপযাতোঽহং যামুনেয়ং নমামি তম্ ॥"

এই সকল উক্তি যামুনের প্রতি অগাধভক্তির পরিচায়ক। পরবর্ত্তী আচার্য্যগণও যামুনাচার্য্যকে ভক্তি করিতেন। * কবিতার্কিক কেশরী, অষ্টোত্তরশত প্রবন্ধের গ্রন্থকার বেদান্তাচার্য্যও তত্ত্বমুক্তাকলাপের শেষ ভাগে যামুনাচার্য্যের প্রতি ভক্তিপ্রদর্শন করিয়াছেন--

"নাথো প্রজ্ঞপ্রবৃত্তং বহুভিরুপচিতং যামুনেয়প্রবন্ধৈঃ।
ত্রাতং সম্যগ্ যতীন্দ্রৈরিদমখিলতমঃ কর্শনন্দর্শনং নঃ ॥"

বাস্তবিক যামুনাচার্য্যের বিদ্যাবত্তা, বৈরাগ্য ও ভক্তি অসাধারণ। তৎকৃত "স্তোত্ররত্নম্" (আলমন্দারস্তোত্র) ভক্তিরসের মন্দাকিনী। তাঁহাকে ভক্তির চক্ষুতে দর্শন করা স্বাভাবিক।

যামুনাচার্য্যের গ্রন্থের বিবরণ

"স্তোত্ররত্নম্" (আলমন্দার স্তোত্র)—ইহাতে ৬৫টী শ্লোক আছে। বোম্বাই হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। বোম্বাইর এক সংস্করণে হিন্দী টীকাও আছে।

---

* জনৈক আচার্য্য লিখিয়াছেন--

"বিগাহে যামুনস্তীর্থং সাধুবৃন্দাবনে স্থিতম্
নিরস্তজিহ্মগস্পর্শে যত্র কৃষ্ণঃ কৃতাদরঃ ॥"

"সিদ্ধিত্রয়ম্"—এই গ্রন্থের তিনভাগ। প্রথমভাগে 'আত্মসিদ্ধি', দ্বিতীয়ে—"ঈশ্বরসিদ্ধি' ও তৃতীয়ে 'সংবিৎসিদ্ধি' আছে। কাশী চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজে ১৯০০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছে। পণ্ডিতবর রামমিশ্র শাস্ত্রী এই গ্রন্থের সম্পাদক। এই সংস্করণে অনেকস্থলে পাঠোদ্ধার করিতে না পারিয়া সম্পাদক মহাশয় স্থানশূন্য রাখিয়াছেন। প্রাচীন হস্তলিখিত শুদ্ধগ্রন্থের অভাবে বাধ্য হইয়া এরূপ করিতে হইয়াছে। 'সিদ্ধিত্রয়ে' বিশিষ্টাদ্বৈত সিদ্ধান্ত সুচারুরূপে প্রতিপাদন করিয়াছেন। আত্মসিদ্ধি গদ্যে লিখিত। মাঝে মাঝে শ্লোক আছে। ঈশ্বরসিদ্ধিও তদ্রূপ, কিন্তু সংবিৎসিদ্ধি পদ্যে লিখিত। সংবিৎসিদ্ধিরই অনেকস্থলে পাঠ ভ্রষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থই যামুনাচার্য্যের গ্রন্থের মধ্যে প্রধান।

"আগমপ্রামাণ্যম্"—এই গ্রন্থ তামিলভাষায় মুদ্রিত হইতে পারে। কিন্তু দেবনাগর অক্ষরে মুদ্রিত কোনও সংস্করণ দেখি নাই। অদ্যাবধি প্রকাশিত হইয়াছে কি না, বলিতে পারা যায় না।

'গীতার্থসংগ্রহ'—ইহা গীতার ব্যাখ্যা। কলিকাতায় পণ্ডিত দামোদর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সংস্করণে এই টীকা আছে। দামোদর বাবুর গীতার নবম সংস্করণ হইয়াছে।

এই গ্রন্থসকল ৯৮৮ খৃঃ অব্দের পর বিরচিত হইয়াছে। কারণ ৯৫৩ খৃঃ অব্দে যামুনাচার্য্যের জন্ম, এবং ৩৫ বৎসর বয়সে রাজ্য ত্যাগ করিয়া অত্যাশ্রমগ্রহণ করেন। অত্যাশ্রমগ্রহণের পরেই গ্রন্থাদি প্রণয়ন করেন। 'স্তোত্ররত্ন' রামানুজাচার্য্যের কৈশোরে বিরচিত হইবার সম্ভাবনা। এরূপ ইতিবৃত্ত আছে যে, রামানুজ যখন যাদবপ্রকাশের নিকট অধ্যয়ন করেন, তখন রামানুজের মন ভক্তিমার্গে নীত হয়, এই উদ্দেশ্যে এই স্তোত্ররত্ন বিরচন করেন। রামানুজের জন্ম ১০১৭ খৃঃ। তাহা হইলে ১১শ শতকের প্রথমভাগে স্তোত্ররত্ন বিরচিত হইয়াছে বলিয়া প্রতীয়মান হয়। সিদ্ধিত্রয় প্রভৃতি গ্রন্থ স্তোত্ররত্নের পূর্ব্বে প্রণীত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়।

সিদ্ধিত্রয়ে যামুনাচার্য্যের দার্শনিকতা পরিস্ফুট। স্তোত্ররত্নে তাঁহার হৃদয়ের প্রগাঢ় ভাবরাশি অভিব্যক্ত। গীতার ব্যাখ্যা গীতার্থসংগ্রহে সংক্ষিপ্ত। সিদ্ধিত্রয় ও গীতার্থসংগ্রহে বিশিষ্টাদ্বৈতমত প্রপঞ্চিত হইয়াছে।

যামুনাচার্য্যের মতবাদ

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের মর্ম্মার্থ এই—বিশিষ্ট অর্থে—চেতন ও অচেতনবিশিষ্ট ব্রহ্ম। দ্বৈত অর্থ—ভেদ, অদ্বৈত অর্থ—তাহার বিপরীত—অভেদ বা একত্ব; সম্মিলিতার্থ—চেতনাচেতন বিভাগ-বিশিষ্ট ব্রহ্মের অভেদ বা একত্বনিরূপক সিদ্ধান্ত। কাঁহারও কাঁহারও মতে ব্রহ্ম দ্বিবিধ, এক—স্থূল চেতনাচেতনবিশিষ্ট, অপর—সূক্ষ্ম চেতনাচেতন-বিশিষ্ট। এই উভয়বিধ অদ্বৈত বা একত্ব প্রতিপাদক সিদ্ধান্তের নাম বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ।

প্রলয়কালীন ব্রহ্ম সূক্ষ্মচেতনাচেতনবিশিষ্ট; যেহেতু তখন চেতনাচেতন সমস্তই সূক্ষ্মাবস্থায় বিলীন থাকে, আর সৃষ্টিকালীন ব্রহ্ম স্থূলচেতনাচেতনবিশিষ্ট; যেহেতু সেই সময় সূক্ষ্মচেতনাচেতন পদার্থগুলি অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় ব্রহ্ম হইতে বহির্গত হইয়া স্থূলভাবে আবার ব্রহ্মেতেই অবস্থান করে। সূক্ষ্ম ও স্থূল—কারণ ও কার্য্যাত্মক ব্রহ্মবাদ ভাস্করাচার্য্যের সম্মত, ইহা ভাস্করের মতালোচনায় দেখিয়াছি। যামুনাচার্য্য প্রভৃতির মতে চেতনাচেতনপদার্থনিচয় ব্রহ্মের শরীর, আর ব্রহ্ম সেই শরীরে আত্মা—সেই শরীরের অধিষ্ঠাতা।

শরীর কখনও শরীরী আত্মা হইতে অতিরিক্ত হইতে পারে না। শরীর শরীরীর একত্বব্যবহারই লোকপ্রসিদ্ধ। অতএব চেতনাচেতন-বিশিষ্ট ব্রহ্মের একত্বনিরূপণই শোভন। সমুদ্র যেমন স্বরূপতঃ এক

হইলেও তাহার তরঙ্গ, ফেন, বুদ্বুদাদি অংশগুলি অনেক; অথচ ঐ সমস্ত অংশভেদ লইয়াই সমুদ্রের একত্ব ব্যবহার হয়, সেইরূপ জীব জগৎ ও ঈশ্বরভাবে অনেকত্ব হইলেও, এতৎসমষ্টিবিশিষ্ট পুরুষোত্তম নারায়ণ এক।

যামুনাচার্য্য "সিদ্ধিত্রয়ে" প্রথম পরিচ্ছেদে আত্মসিদ্ধিপ্রকরণে দেহাত্মবাদ, ইন্দ্রিয়াত্মবাদ, মন-আত্মবাদ নিরসন করিয়াছেন; বৌদ্ধগণের ক্ষণভঙ্গবাদ খণ্ডিত করিয়াছেন। তৎপরে সুরেশ্বরাচার্য্যের নির্বিশেষব্রহ্মবাদ খণ্ডন করিয়াছেন। সুরেশ্বরের মত তিনি নিম্নস্থ বাক্যে অনুবাদ করিয়াছেন—

"অতো নির্ধূতনিখিলভেদা নিষ্কলনির্ধর্ম্মপ্রকাশমাত্রৈকরসা কূটস্থনিত্যা সংবিদেবাত্মা পরমাত্মা চ যথাহুঃ যাহনুভূতিরজাহমেয়াহনন্তাত্মেতি সৈব চ বেদান্তবাক্যতাৎপর্য্যভূমিঃ ইতি তেষাং পরিভাষা যথাহ তদ্বার্ত্তিককারঃ।"

"প্রমাণার্থপ্রমেয়েষু যা ফলত্বেন সংমতা।
সংবিৎ সৈবেহ মেয়োহর্থো বেদান্তোক্তিপ্রমাণতঃ।
অপ্রামাণ্যপ্রসক্তিশ্চ স্যাদিতোহন্যার্থকল্পনে।
বেদান্তানামতস্তস্মান্নান্যমর্থং প্রকল্পয়েৎ॥" ইতি॥

এরূপে সুরেশ্বরের মত অনুবাদ করিয়া বলিতেছেন—"তদিদমলৌকিকমবৈদিকং চ দর্শনমিত্যাত্মবিদঃ। তথাহি সংবিদিতি স্বাশ্রয়ং প্রতি সত্ত্বৈব কস্যচিৎ প্রকাশনশীলো জ্ঞানাবগত্যনুভূত্যাদিপদপর্য্যায়নামা সকর্ম্মকঃ সংবেদিতুরাত্মনো ধর্ম্মঃ প্রসিদ্ধঃ। তথৈব তি সর্ব্বপ্রাণভৃৎ প্রত্যাত্মসিদ্ধোহয়মনুভবঃ অহমিদং সংবেদ্মীতি তস্যোৎপত্তিস্থিতিনিরোধাশ্চ সুখদুঃখাদেরিব প্রত্যক্ষাঃ প্রকাশন্তে।

সুরেশ্বর শঙ্করের মতানুবর্ত্তী। তাঁহার মতে জ্ঞান স্বপ্রকাশ, জ্ঞান অজ, জ্ঞান কূটস্থ নিত্য, জ্ঞানই আত্মা, জ্ঞানই পরমাত্মা, জ্ঞান নিষ্ক্রিয়, জ্ঞানে ভেদ নাই, জ্ঞান আপেক্ষিক নহে। যামুনাচার্য্যের এই মতকে অলৌকিক ও অবৈদিক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

তাঁহার মতে জ্ঞান আত্মার ধর্ম্ম। শাঙ্করমতে আত্মা জ্ঞানস্বরূপ, যামুনাচার্য্যের মতে আত্মা জ্ঞাতা, জ্ঞাতৃত্বশক্তি আত্মার আছে, জ্ঞান সক্রিয়। শঙ্করের মতে জ্ঞান নিষ্ক্রিয়। যামুনের মতে জ্ঞান সবিশেষ, শাঙ্করমতে জ্ঞান নির্ব্বিশেষ। যামুনের মতে জ্ঞান আপেক্ষিক, শঙ্করের মতে জ্ঞান স্বপ্রকাশ। যামুনাচার্য্য তাই—"অহমিদং সংবেদ্মীতি" বলিয়া আত্মার জ্ঞাতৃত্ব ও জ্ঞানের সক্রিয়ত্ব নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

এস্থলে শাঙ্করমতকে অবৈদিক ও অলৌকিক বলা যুক্তিযুক্ত হয় নাই বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। "তৎ কেন কং পশ্যেৎ" ইত্যাদি শ্রুতিতে জ্ঞাতৃত্ব প্রভৃতি নিরস্ত হইয়াছে। পক্ষান্তরে 'অহংজ্ঞান' ও জানি অভিন্ন, আত্মার প্রকাশেই বাহ্যবস্তুর প্রকাশ। বাহিরের জ্ঞান খণ্ডিত ও আপেক্ষিক হইলেও, আত্মজ্ঞান অখণ্ড এক। অহংবোধ সর্ব্বত্রই সমান। বুদ্ধির সহিত অবচ্ছিন্ন করিয়া দেখিলেই অহংবোধ খণ্ডিত বলিয়া প্রতীত হয়। অনধ্যস্তজ্ঞান সম ও একরস। অতএব অলৌকিক বা অপ্রত্যক্ষ বলাও সঙ্গত হয় নাই।

যামুনাচার্য্যের মতে আত্মা সবিশেষ। তাঁহার মতে আত্মা অহমর্থস্বরূপ। বন্ধ ও মোক্ষ উভয়াবস্থাতেই আত্মা জ্ঞাতৃ স্বভাব; আত্মা সবিশেষ জ্ঞানাবচ্ছিন্ন। শঙ্করের মতে আত্মা নিরবচ্ছিন্ন চৈতন্য বা জ্ঞানস্বরূপ। শঙ্করের মতে আত্মার পারমার্থিক বন্ধ ও মোক্ষ নাই, আত্মা নিত্যমুক্ত। যামুনাচার্য্যের মতে আত্মা নিত্য চৈতন্যস্বরূপ।

আত্ম-প্রতিপত্তির প্রমাণ—যামুনাচার্য্যের মতে শ্রুতিই আত্ম-প্রতিপত্তির প্রমাণ। নৈয়ায়িকগণ অনুমানবলেও আত্মাস্তিত্ব প্রমাণ করেন। আচার্য্য বলেন ইহা অসঙ্গত। অনুমানমাত্রবলে আত্মা সিদ্ধ হইতে পারেন না। শ্রুতিই ইহার প্রমাণ। আচার্য্য বলিতেছেন—

"স্থূলোঽহং গচ্ছাম্যহমিত্যাদি প্রত্যক্ষবুদ্ধিতবিষয়তয়া প্রসিদ্ধে-

ব্যতীতকাণ্ডস্থাব্যতিরেকানুমানভেদানামিত্যানুমানিকীমপ্যাত্মসিদ্ধিমশ্রদ্দধানাঃ শ্রৌতীমেব তাং শ্রোত্রিয়াঃ সংগিরন্তে, শ্রুতয়ো হি সাক্ষাদেবাত্মনঃ শরীরাদিব্যতিরেকমাদর্শয়ন্তি 'স এব নেতি নেতি, অকায়মব্রণমস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধং যোনিমন্যে প্রপদ্যন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ, স্থাণুমন্যে ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ জীবাপেতং বাব কিলেদং ম্রিয়তে, ন হ বৈ সশরীরস্য সতঃ প্রিয়াপ্রিয়য়োরপহতিরস্তি, অশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ' ইত্যাদ্যাঃ কালান্তরভাবি স্বর্গাদিসাধনবিধয়শ্চাক্ষিপন্তি দেহাদিব্যতিরিক্তং নিত্যং চেতনমিতি শ্রুতিঃ তদনুপপত্তিপ্রমাণকোঽয়ং প্রত্যগাত্মেতি।" অর্থাৎ দেহাদি ব্যতিরিক্ত নিত্য চেতনা আত্মার প্রতিপত্তির প্রমাণ শ্রুতি।

ঈশ্বর—আচার্য্য যামুনের মতে ঈশ্বর পুরুষোত্তম। জীব হইতে তিনি শ্রেষ্ঠ। জীব কৃপণ—শোকদুঃখার্ত্ত, ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ; সত্যসঙ্কল্প নিঃসীমসুখসাগর; ঈশ্বর পূর্ণ, জীব অণু। জীব অংশ, জীব ও ঈশ্বর নিত্যপৃথক্। মুক্তজীব ঈশ্বরের সান্নিধ্য প্রাপ্ত হয় কিন্তু ঈশ্বরভাব প্রাপ্ত হয় না। আচার্য্য বলেন—অদ্বিতীয় ব্রহ্ম বলিলে, ব্রহ্ম হইতে অন্যবস্তুর সদ্ভাব নিবারিত হয় না। বরং ব্রহ্মের সদৃশ বা বিসদৃশ অন্য কেহই নাই—ইহাই সূচিত হয়। আচার্য্য বলিতেছেন—

"ননু নঞ্ ব্রহ্মণোঽন্যস্য সর্ব্বস্যৈব নিষেধকম্।
দ্বিতীয়গ্রহণং যস্মাৎ সর্ব্বস্যেবোপলক্ষণম্॥
নৈবং নিষেধো ন হ্যস্মাদ্ দ্বিতীয়স্যাবগম্যতে।
ততোঽন্যত্বদ্বিরুদ্ধং বা তাদৃশং বাঽত্র বক্তি সঃ।
দ্বিতীয়ং যস্য নৈবাস্তি তদ্ব্রহ্মেতি বিবক্ষিতে॥"

আচার্য্যের মতে ব্রহ্মের সমান বা ইহা হইতে অধিক দ্বিতীয় কেহই নাই। কারণ জগৎরূপ শরীরও তাঁহার কলামাত্র।

"দ্বিতীয়গণনাযোগ্যো নাসীদস্তি ভবিষ্যতি।
সমোবাঽত্যধিকো বাঽস্য যো দ্বিতীয়স্তু গণ্যতে॥
যতোঽস্য বিভবব্যূহকলামাত্রমিদং জগৎ॥"

তিনি বলেন—যেমন অদ্বিতীয় সম্রাট্‌ বলিলে তাঁহার ভৃত্য পুত্রকলত্রের নিষেধ হয় না, সেইরূপ অদ্বিতীয় ব্রহ্ম বলিলেও সুর নর, অসুর, ব্রহ্মা, ব্রহ্মাণ্ড প্রভৃতির নিষেধ হয় না।

ব্রহ্ম—জগৎ—আচার্য্যের মতে জগৎ ব্রহ্মের পরিণাম। ব্রহ্মই জগদাকারে পরিণত হন। জগৎ ব্রহ্মের শরীর। ব্রহ্ম জগতের আত্মা। আত্মা ও শরীর অভিন্ন। অতএব জগৎ ব্রহ্মাত্মক।

ব্রহ্ম—জীব—এই আচার্য্যের মতে জীব ও ব্রহ্ম ভিন্ন। অভেদ কখনই সঙ্গত নহে। "তত্ত্বমসি" বাক্যের তাৎপর্য্য ব্রহ্ম ও জীবের অভিন্নতা নহে। তৎ ও ত্বং এই পদদ্বয় জীবপর তাদাত্ম্যগোচর।

আচার্য্য বলিতেছেন—

"তত্ত্বং পদদ্বয়ং জীবপরতাদাত্ম্যগোচরম্।
তন্মুখ্যবৃত্তি-তাদাত্ম্যমপি বস্তুদ্বয়াশ্রয়ম্॥

তিনি ভাস্করীয় ভেদাভেদবাদ নিরস্ত করিয়াছেন। তিনি বলেন—

"ভিন্নাভিন্নত্বসংবন্ধ সদসত্ত্ববিকল্পনম্॥
প্রত্যক্ষানুভাবাপাস্তং কেবলং কণ্ঠশোষণম্॥

ব্রহ্মে ও জীবে সজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদ নাই, কিন্তু স্বগত ভেদ আছে। আচার্য্য যামুনাচার্য্যের মতে তিনটী মৌলিক পদার্থ—"চিৎ", "অচিৎ" ও "পুরুষোত্তম"। চিৎ—জীব, অচিৎ—জগৎ ও পুরুষোত্তম—ব্রহ্ম। ব্রহ্ম সবিশেষ—সগুণ, অশেষ কল্যাণগুণের নিলয়, সর্ব্বনিয়ন্তা। জীব তাঁহার দাস। তিনি সিদ্ধিত্রয়ে চিদচিৎ ও পুরুষোত্তম নির্ণয় করিয়াছেন। তাঁহার মতে জগৎ জড়, জগৎ ব্রহ্মের শরীর। এই মৌলিক ত্রিপদার্থের উপর ভিত্তি করিয়াই আচার্য্য রামানুজ তাঁহার মতবাদ প্রপঞ্চিত করিয়াছেন।

যামুনাচার্য্যে যাহা সূক্ষ্ম বীজরূপে ছিল, রামানুজে তাহা স্ফূর্ত্তি পাইয়া পূর্ণতা লাভ করিয়াছে।

ভক্তিবাদ—শরণাপত্তি—"স্তোত্ররত্নে"ই আচার্য্য যামুনের ভক্তির প্রবাহ অনাবিলভাবে ছুটিয়াছে। সে প্রবাহে অবগাহন করিলে অনেকেরই চিত্ত শান্ত হইতে পারে। তাঁহার হৃদয়ের গভীর অনুরাগ, ও প্রগাঢ় প্রেম স্তোত্ররত্নে সর্ব্বত্রই পরিস্ফুট।

এই গ্রন্থে প্রথম কয়েকটী শ্লোক স্বীয় গুরু পিতামহ নাথমুনির শ্রীচরণ-বন্দনার্থ রচিত *। তৎপরে মুনিবর পরাশরকে নমস্কার করিয়া স্বীয় আদিকুলগুরু পরাঙ্কুশ বা শঠারি আলোয়ারের পাদ-বন্দন করিয়াছেন। তৎপরে কুলদেবতা নারায়ণের পাদপদ্ম বন্দনা করিয়া, তাঁহার মাহাত্ম্য বর্ণনে ব্যাপৃত হইয়াছেন—ঈশ্বরের মহত্ত্ব ও নিজের অণুত্ব, এবং সর্ব্বৈশ্বর্য্য প্রকটিত করিয়াছেন। ঈশ্বর পূর্ণ, জীব অণু—ইহা সর্ব্বত্রই স্ফুট। পরাশরের বন্দনাপ্রসঙ্গে লৌকিক পদার্থত্রয়ের, নির্দ্দেশ করিয়াছেন। জীব অণু হইলেও মহাসাগরের অন্তর্ভুক্ত, নিজে জীব পরমাণুসদৃশ, অণুজীব বাক্যমনের অগোচর

---

* "ভগবদ্বন্দনং স্বাম্যং গুরুবন্দনপূর্ব্বকম্।
ক্ষীরং শর্করয়া যুক্তং স্বদতে হি বিশেষতঃ ॥ ১ ॥
নমোঽচিন্ত্যাদ্ভুতাক্লিষ্ট জ্ঞানবৈরাগ্যরাশয়ে।
নাথায় মুনয়েঽগাধ ভগবদ্ভক্তিসিন্ধবে ॥ ২ ॥
তস্মৈ নমো মধুজিদংঘ্রিসরোজতত্ত্ব-
জ্ঞানানুরাগমহিমাতিশয়ান্তসীমে।
নাথায় নাথমুনয়েঽত্র পরত্র চাপি
নিত্যং যদীয়চরণৌ শরণং মদীয়ম্ ॥ ৩ ॥
ভূয়ো নমোঽপরিমিতাচ্যুতভক্তিতত্ত্ব-
জ্ঞানামৃতাব্ধিপরিবাহশুভৈর্ব্বচোভিঃ
লোকেঽবতীর্ণপরমার্থসমগ্রভক্তি-
যোগায় নাথমুনয়ে যমিনাং বরায় ॥ ৪ ॥"

বস্তুকে কি প্রকারে স্তব করিবে? বেদসমূহ এবং ব্রহ্মাপ্রমুখ দেবগণ যাঁহার স্তুতি করেন, তাঁহার স্তুতি কি ক্ষুদ্র জীবের পক্ষে সম্ভব? ইহার উত্তরে আচার্য্য একটী সুমধুর কথা বলিয়াছেন। এমন মনোজ্ঞ উক্তি কেবল কবিতা নহে, উহার ভিতরে তাঁহার নিজ হৃদয়ের সমস্ত ভাব নিহিত। তিনি বলিয়াছেন—"কো মজ্জতোরণু-কুলাচলয়োর্বিশেষ।" অর্থাৎ মহাসাগরের মধ্যে পরমাণু এবং কুলপর্ব্বত উভয়ই নির্ব্বিশেষে মগ্ন হইয়া যায়।

নমস্কারে আত্মনিবেদনের ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে এবং ঈশ্বরে ভূমাত্ত্ব কীর্ত্তিত হইয়াছে। যথা—

"নমো নমো বাঙ্‌মনসাতিভূময়ে নমো নমো বাঙ্‌মনৈসকভূময়ে।
নমো নমোহনন্তমহাবিভূতয়ে নমো নমোহনন্দদয়ৈকসিন্ধবে॥"

শরণাপত্তি—স্তোত্রের সর্ব্বত্রই আত্মবিসর্জ্জনের ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। ভগবান্ অশরণের শরণ, নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, সর্ব্বস্ব তাঁহাতে নিবেদিত হইয়াছে। সর্ব্বস্ব বিকাইয়া তাঁহার চরণকমলে আশ্রয় নিবার জন্য ব্যাকুলতা যেন গঙ্গাপ্রবাহের ন্যায় সাগরসন্ধানে ছুটিয়াছে—

"ন ধর্ম্মনিষ্ঠোঽস্মি ন চাত্মবেদী ন ভক্তিমাংস্ত্বচ্চরণারবিন্দে,
আকিঞ্চনোঽনন্যগতিঃ শরণ্যং ত্বৎপাদমূলং শরণং প্রপদ্যে॥"

এই আত্মনিবেদন ক্রমে আত্মবিস্মরণে পর্য্যবসিত হইয়াছে, আমিত্বকে ডুবাইয়া দেওয়া হইয়াছে, যথা—

তদয়ং তব পাদপদ্ময়োরহমদ্যৈব ময়া সমর্পিতঃ।

অর্থাৎ আমি অদ্যই আমার "অহংকে" তোমার শ্রীপাদপদ্মে অর্পণ করিলাম। আমি ও আমার সকল সমর্পণ করিয়া শরণাপত্তির পূর্ণতা সাধিত হইয়াছে।

"মম নাথ যদস্তি যোঽস্ম্যহং সকলং তদ্ধি তবৈব মাধব।
নিয়তং স্বমিতি প্রবুদ্ধধীরথবা কিং নু সমর্পয়ামি তে॥"

অর্থাৎ হে নাথ! হে মাধব। যাহা "আমি" এবং আমার

যাহা কিছু, সকলই তোমার, অথবা যদি আমার এরূপ জ্ঞান হয় যে "সকলই সর্ব্বক্ষণ তোমার" তাহা হইলে তোমায় কি সমর্পণ করিব ?

এস্থলে এই শরণাপত্তির সহিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের সাদৃশ্য আছে।

"—কি দিব আমি।
যে ধন তোমারে দিব সেই ধন তুমি ॥

আচার্য্য যামুন সর্ব্বস্ব তাঁহাতে বিকাইয়া দিয়াছেন, আর বৈষ্ণব কবি যাহা কিছু সকলই নারায়ণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। যামুনাচার্য্যের ভাব "তবৈবাহং", বৈষ্ণব কবির ভাব অনেকটা পরিমাণে "মমৈব ত্বং"। ঈশ্বরের সহিত জীবের সকল সম্বন্ধই সম্ভব, তাই আচার্য্য বলিতেছেন—

পিতা ত্বং মাতা ত্বং দয়িততনয়স্ত্বং প্রিয়সুহৃৎ।
ত্বমেব ত্বং মিত্রং গুরুরসি গতিশ্চাসি জগতাম্॥
ত্বদীয়স্ত্বদ্‌ভৃত্যস্তবপরিজনস্ত্বদ্‌গতিরহম্।
প্রপন্নশ্চৈবং সত্যহমপি তবৈবাস্মি হি ভরঃ ॥"

কিন্তু দাস্যভাবই সকল ভাবের শিরোমণি, একমাত্র দাস্য-সুখে আসক্ত ব্যক্তির গৃহে কীটজন্মও সার্থক, তথাচ অন্যবুদ্ধি-বিশিষ্ট ব্যক্তির গৃহে চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা হইয়া জন্মানও কাম্য নহে।

"তব দাস্যসুখৈকসঙ্গিনাং ভবনেষ্বস্তপি কীটজন্ম মে।
ইতরাবসথেষু মাস্ম ভূৎ অপি মে জন্ম চতুর্ম্মুখাত্মনা ॥"

ভগবানে অবগাহন করাই ভক্তির সার্থকতা।

এই শরণাপত্তির ভাব গ্রহণ করিয়াই আচার্য্য রামানুজ "গদ্যত্রয়" নামক গ্রন্থে শরণাপত্তি প্রপঞ্চিত করিয়াছেন। যামুনাচার্য্য সকল ভাবেই রামানুজকে প্রভাবিত করিয়াছেন। কেবল জীবনে নহে, সমস্ত মতবাদেই যামুনাচার্য্য রামানুজকে প্রভাবিত করিয়াছেন। যামুনাচার্য্যের দাস্যভাবের প্রাধান্যও রামানুজে পরিস্ফুট।

মন্তব্য

যামুনাচার্য্য ও ভাস্করীয় মত খণ্ডনের জন্যই সবিশেষ বদ্ধপরিকর। শাঙ্করমতই তাঁহার প্রধান আক্রমণের বস্তু। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবাদ, অভিন্নতাবাদ নিরাস করিয়া বিশিষ্টাদ্বৈত মত স্থাপনেই তাঁহার প্রযত্ন। "সিদ্ধিত্রয়ের" প্রারম্ভে নিজেই বলিয়াছেন যে নানা প্রকার বিরুদ্ধ মতের মীমাংসা করিবার জন্যই তিনি গ্রন্থবিস্তার করিয়াছেন।

"বিরুদ্ধমতয়োঽনেকাঃ সন্ত্যাত্মপরমাত্মনোঃ।
অতস্তৎপরিশুদ্ধ্যর্থমাত্মসিদ্ধির্বিধীয়তে ॥"

যামুনাচার্য্য শাঙ্করমতখণ্ডনেই প্রায় সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন। রামানুজাচার্য্যও শাঙ্করমত-খণ্ডনের প্রভাব যামুনাচার্য্য হইতে প্রাপ্ত হইয়াছেন। রামানুজের ভাষ্যপ্রণয়নের উত্তেজনা যামুনাচার্য্য হইতে প্রাপ্ত।

যামুনাচার্য্য সিদ্ধিত্রয়ে * নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবাদী যে সকল আচার্য্যগণের নাম করিয়াছেন তন্মধ্যে কেবল আচার্য্য ভর্তৃহরি, ভর্তৃপ্রপঞ্চ এবং শঙ্করের নাম বিদিত। ভর্তৃমিত্র, ব্রহ্মদত্ত প্রভৃতি আচার্য্যের নামোল্লেখ অন্য কোনও আচার্য্যের গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় না।

শ্রীসম্প্রদায়ের আচার্য্যগণের মধ্যে শ্রীবৎসাঙ্ক মিশ্রের নামোল্লেখ রামানুজাচার্য্যের ভাষ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না। রামানুজ বোধায়ন-ভাষ্যের উল্লেখ করিয়াছেন। † দ্রমিড়াচার্য্য প্রভৃতিই পূর্ব্বাচার্য্য। বাক্যভাষ্য-প্রণেতা টঙ্কাচার্য্যও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী। ইহারা সকলেই যামুনাচার্য্য প্রভৃতি হইতে প্রাচীন। কিন্তু এই সকল আচার্য্যের ভাষ্য ও টীকাদি এখন পাওয়া যায় না।

---

* "সিদ্ধিত্রয়" ৫—৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

† "ভগবদ্‌বোধায়নকৃতাং বিস্তীর্ণাং ব্রহ্মসূত্রবৃত্তিং পূর্ব্বাচার্য্যাঃ সংচিক্ষিপুঃ, তন্মতানুসারেণ সূত্রাক্ষরাণি ব্যাখ্যাস্যন্তে।" (শ্রীভাষ্য)

যামুনাচার্য্যের সময় বৌদ্ধমত অনেকটা পরিমাণে নিষ্প্রভ। তাই সামান্যরূপে বৌদ্ধবাদ নিরসনের প্রচেষ্টা থাকিলেও, সবিশেষ চেষ্টা নাই। মীমাংসক মতের প্রতি "ঈশ্বরসিদ্ধি" অংশে সামান্য কটাক্ষ আছে। কিন্তু তন্মতখণ্ডনের প্রচেষ্টা কম। শঙ্করের মতের প্রবলতা এত বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে যামুনাচার্য্য প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে শঙ্করকেই গ্রহণ করিয়াছেন। যামুনাচার্য্য যে বিদ্বজ্জন-কোলাহলকে পরাজিত করিয়াছিলেন, তিনিও অদ্বৈতবাদী পণ্ডিত হইতে পারেন। অবশ্যই একথা দৃঢ়তার সহিত বলা যায় না। যেরূপ চিত্রে কোলাহল চিত্রিত হইয়াছেন, তাহাতে তাৎকালিক অদ্বৈতবাদিগণের দাম্ভিকতার চিহ্ন পরিস্ফুট। সাম্প্রদায়িকতার জন্যও ঐরূপ চিত্রে চিত্রিত হইবার সম্ভাবনা আছে। রামানুজ যেরূপভাবে শাঙ্করমত-খণ্ডনে পরবর্ত্তী কালে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, তাহাতে মনে হয় বাচস্পতির মনীষার ফলে শাঙ্কর দর্শন নবভাব প্রাপ্ত হইয়াছিল। সেই প্রাধান্য বিদূরিত করিবার জন্যই রামানুজের প্রচেষ্টা। শঙ্করের সময় বৌদ্ধবাদ ও মীমাংসা (পূর্ব্ব) স্বীয় স্বীয় প্রাধান্যের জন্য বিবদমান। তাই শঙ্কর মীমাংসক ও বৌদ্ধবাদ নিরসনে সমধিক বদ্ধপরিকর। কিন্তু যামুনাচার্য্য ও রামানুজের সময় বৌদ্ধবাদ অনেকটা পরিমাণে হীনপ্রভ। তাই বৌদ্ধমত খণ্ডনের প্রচেষ্টা ততটা নাই।

যামুনাচার্য্য সিদ্ধিত্রয়ের সংবিৎসিদ্ধি প্রকরণে চোল সম্রাটের উল্লেখ করিয়াছেন। * সম্ভবতঃ সিদ্ধিত্রয় রাজরাজচোলের সময় লিখিত হইয়াছিল। স্মিথ্ সাহেবের মতে ঘটনানুমানিক রাজরাজ-চোলের অবস্থিতি কাল ১০০০ খৃষ্টাব্দ। † রাজরাজচোল (Rajraja

* যথা চোলনৃপঃ সম্রাড়দ্বিতীয়োঽস্য ভূতলে
ইতি তত্তুল্যনৃপতিনিবারণপরং বচঃ ॥"
(সিদ্ধিত্রয় সংবিৎসিদ্ধি—৮২ পৃষ্ঠা, চৌখাম্বা, সন ১৯০০)

† (স্মিথ সাহেবের ইতিহাস ২য় সং ১৯০৮—৩৮৯ পৃষ্ঠা)।

the great) চালুক্যবংশের রাজা তৈলের পুত্র সত্যাশ্রয়কে পরাজিত করিয়া চালুক্যরাজ্য বিধ্বস্ত করেন। নয় লক্ষ সৈন্য সহিত চালুক্যরাজ্যেশ্বরকে পরাজিত করিয়াছিলেন। যামুনাচার্য্যের পক্ষে রাজরাজকে অদ্বিতীয় সম্রাট্ বলিয়া নির্দ্দেশ করাই সঙ্গত। এতদ্দৃষ্টে মনে হয় যামুনাচার্য্য সিদ্ধিত্রয় রাজরাজচোলের রাজ্যকালে প্রণয়ন করেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে ৯৫৩ খৃঃতে তাঁহার জন্ম ও পঁয়ত্রিশ বৎসরে তাঁহার রাজ্য-ত্যাগ। অতএব ৯৮৮ খৃঃর পরে গ্রন্থ প্রণয়ন আরম্ভ হইয়াছে। সম্ভবতঃ দশম শতাব্দীর শেষে ও একাদশের প্রারম্ভে সিদ্ধিত্রয় বিরচিত হইয়াছে, এবং রাজরাজচোলের রাজত্বকালে যামুনাচার্য্যের প্রতিভা বিকশিত হইয়াছিল।

যামুনাচার্য্যের জন্মের অব্যবহিত পূর্ব্বে (৯৪৯ খৃঃ) রাষ্ট্রকুটবংশীয় রাজা তৃতীয় কৃষ্ণের সহিত চোলদিগের যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে চোলরাজ রাজাদিত্য (৯৪৯ খৃঃ) নিহত হন। তৎকালে জৈনমতের সহিত হিন্দুমতের প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতেছিল। * কিন্তু যামুনের সময় হিন্দু-মতের প্রাধান্য সুস্থিত হইয়াছে।

দশম শতাব্দী দার্শনিক ক্ষেত্রে নূতন যুগের প্রবর্ত্তনা করিয়াছে। বেদান্ত-রাজ্যে পরস্পর পরস্পরকে আক্রমণও করিয়াছে, ইহা গৃহবিচ্ছেদের নিদর্শন হইলেও দার্শনিক রাজ্যে গৃহবিচ্ছেদ বরণীয়। কারণ ইহাতে চিন্তার ও চিত্তের প্রসারতা সাধিত হয়।

দশম শতাব্দীর সমালোচনা

দশম শতাব্দীতে কেবল বেদান্তদর্শনের ক্ষেত্রে নহে, সকল ক্ষেত্রেই জীবনের সঞ্চার পরিলক্ষিত হয়। এ যুগে কাহারও বীণা নীরব নহে। বেদান্তের ক্ষেত্রে ভেদাভেদবাদী ভাস্কর, অদ্বৈতবাদী

* স্মিথ্ সাহেবের ইতিহাস ২য় সং, ১৯০৮—৩৮৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

বাচস্পতি, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী যামুনাচার্য্যের অবতরণ। শৈবমতেও ভোজরাজের প্রতিভা প্রকট। ভোজরাজ পাতঞ্জলদর্শনের রাজমার্ত্তণ্ড নামক বৃত্তি প্রণয়ন করেন। শৈবমতেও তাঁহার গ্রন্থ আছে। কিন্তু ব্রহ্মসূত্রের উপর তাঁহার কোনও গ্রন্থ নাই। শৈবমতের গ্রন্থাদিকে বেদান্তের অন্তর্ভুক্ত করিলে অবশ্যই তাঁহাকে বৈদান্তিক আচার্য্যরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। 'রামায়ণচম্পু', 'ভোজ-প্রবন্ধ' প্রভৃতি গ্রন্থ ভোজরাজের বিরচিত। ভোজরাজের গ্রন্থসংখ্যা বহুল, তাঁহার নানা বিষয়িণী প্রতিভা সর্ব্বত্রই স্ফুরিত।

এই শতাব্দীতে স্পন্দমতের আচার্য্য উৎপলের আবির্ভাব। স্পন্দ মতের সহিত তান্ত্রিকমতের অনেকটা পরিমাণে সাদৃশ্য আছে। প্রত্যভিজ্ঞাবাদই উৎপলাচার্য্যের অভিমত। প্রত্যভিজ্ঞাবাদকে বৈদান্তিক মতের অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে। বেদান্তদর্শনের উপর উৎপল, অভিনবগুপ্ত প্রভৃতি আচার্য্যের কোনও গ্রন্থ নাই। অভিনবগুপ্তাচার্য্যের গীতার টীকা আছে।

ভট্টকল্লটেন্দু আচার্য্যের স্পন্দকারিকার উপর, উৎপলাচার্য্যের "স্পন্দ-প্রদীপিকা" নামক টীকা আছে। (বিজয়নগর সিরিজে প্রকাশিত)। উৎপলাচার্য্য প্রভৃতির মতবাদ এস্থলে বিশেষরূপে প্রপঞ্চিত করা হইল না। কারণ, উঁহাদের মতবাদ বেদান্তের অনুরূপ হইলেও বেদান্তদর্শনের ঠিক্ অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। অবশ্যই উপনিষদের উপর ভিত্তি করিয়া প্রত্যভিজ্ঞা-মতবাদ স্থাপিত হইয়াছে। পরবর্ত্তী শতাব্দীতে অভিনবগুপ্তাচার্য্যের বিবরণ-প্রসঙ্গে প্রত্যভিজ্ঞামতবাদের সারাংশ প্রদান করা হইবে। উৎপলাচার্য্য ভট্টকল্লটেন্দু প্রভৃতি আচার্য্যগণের নিকট যাহা বীজরূপে ছিল, তাহাই অভিনবগুপ্তে মহামহীরুহরূপে পরিণত হইয়াছে। উৎপলাচার্য্য দশম শতাব্দীর প্রথমভাগে বর্ত্তমান ছিলেন। ভট্টকল্লটেন্দু উৎপল হইতেও প্রাচীন। উৎপলাচার্য্যের পিতার মাতামহও এই মতের একজন আচার্য্য। তাঁহার নাম মহাবল।

উৎপল তাঁহার বাক্য প্রমাণরূপে স্পন্দ-প্রদীপিকায় উদ্ধৃত করিয়াছেন। *

এই শতাব্দীতে ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনেরও অভ্যুদয় হইয়াছে। আচার্য্য উদয়নের মনীষা দশম শতাব্দীর শেষভাগেই প্রকাশিত হইয়াছে। ৯০৬ শকাব্দে অর্থাৎ ৯৮৪ খৃঃঅব্দে উদয়ন লক্ষণাবলী প্রণয়ন করেন। কুসুমাঞ্জলি, আত্মতত্ত্ববিবেক, (বৌদ্ধাধিকার) বাচস্পতি মিশ্রের ন্যায়বার্ত্তিকতাৎপর্য্যের উপর পরিশুদ্ধি নামক টীকা, বৈশেষিকদর্শনের প্রশস্তপাদভাষ্যের উপর কিরণাবলী টীকা প্রভৃতি উদয়নের কীর্ত্তিস্তম্ভ। উদয়নের অগাধ পাণ্ডিত্য, গভীর গবেষণা, অতিমানুষ প্রতিভা, গ্রন্থের সর্ব্বত্রই সুব্যক্ত। প্রশস্তপাদ-ভাষ্যের কিরণাবলী টীকা ভাষার প্রাঞ্জলতায়, ভাবের গভীরতায় শ্রীধরের ন্যায়কন্দলী হইতে উচ্চ আসন পাইবার যোগ্য। এই দশম শতাব্দীতেই প্রশস্তপাদভাষ্যের টীকাকার শ্রীধরের আবির্ভাব। শ্রীধর ন্যায়কন্দলীকার। শ্রীধরের জন্মস্থান বঙ্গভূমি। তিনি বঙ্গ-ভূমির অলঙ্কার। উদয়ন মৈথিল। উভয়ই সমসাময়িক। বোধ হয় কিরণাবলী প্রচারিত হইবার পূর্ব্বে ন্যায়কন্দলী লিখিত হইয়াছিল। কিরণাবলী ও কন্দলী তুলনা করিলে, কিরণাবলীর সমীচীনতাই স্বীকার করিতে হয়। বিশেষতঃ পরবর্ত্তী নৈয়ায়িক আচার্য্যগণও (বর্দ্ধমান প্রভৃতি) কিরণাবলীরই প্রাধান্য দিয়াছেন। কিরণাবলীর টীকা প্রভৃতিই তৎপ্রামাণিকতার নিদর্শন। নৈয়ায়িক-গণের অভ্যুদয়ের সহিত শাঙ্করদর্শন আবার নূতন প্রতিদ্বন্দ্বিতা লাভ করিয়াছে। বোধ হয় শাঙ্করদর্শনের মত আক্রান্ত হইয়া, আর কোনও দার্শনিক মত পৃথিবীতে আপনার প্রতাপ অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারে নাই। সকল দার্শনিক মতই শঙ্করের মতকে

---

* অতশ্চাস্মৎপিতুর্মাতামহাচার্য্যেণ মহাবলেন 'যথার্থনাম্নঃ ক্রোধে' ইত্যাদিনোক্তো বিভবোদয়ো রহস্যস্তোত্রে (স্পন্দপ্রদীপিকা ৩ পৃষ্ঠা)।

আক্রমণ করিয়াছে। সকল আক্রমণ প্রতিরোধ করিয়া স্বীয় প্রাধান্যসংস্থাপন শাঙ্করমতের বিশেষত্ব।

উদয়ন শাঙ্করমত আক্রমণ করেন নাই, বরং শ্রদ্ধার সহিত শাঙ্করমতের বিবর্ত্তবাদের সমীচীনতা অঙ্গীকার করিয়াছেন। কিন্তু পরবর্ত্তী আচার্য্যগণ শাঙ্করমতের উপর তীব্র কটাক্ষ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। ইহারই ফলে অদ্বৈতবাদী আচার্য্যগণও প্রমেয়-বহুল নানারূপ প্রকরণ ও নিবন্ধ প্রণয়ন করিয়াছেন। বাস্তবিক এইরূপ আঘাতের ফলে শাঙ্করমতের যত গ্রন্থ হইয়াছে, তত গ্রন্থ আর কোনও মতবাদে হয় নাই। জাতীয় জীবনের ন্যায় দার্শনিক জীবনেও আঘাত ফলদায়ক।

দশম শতাব্দীর প্রারম্ভে দক্ষিণভারতে জৈন ও হিন্দু ধর্ম্মে বিরোধও চলিয়াছে। ফলে যুদ্ধাদিও হইয়াছে। দশম শতাব্দীর শেষ ভাগে হিন্দুপ্রাধান্য স্থিত হইলেও পরস্পর পরস্পরকে আক্রমণ করিয়া স্বীয় মত স্থাপন করিতে সকলেই সচেষ্ট। উত্তরভারতে ভেদাভেদবাদ শাঙ্করমতকে আক্রমণ করিতে বদ্ধপরিকর। দক্ষিণ-ভারতে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ অদ্বৈতবাদকে আক্রমণ করিতে ব্যস্ত। ন্যায়দর্শনও মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে, শৈবমতও নীরব নহে, সর্ব্বত্রই জীবনের চিহ্ন।

একাদশ শতাব্দী (১০০০—১০৯৯)

একাদশ শতাব্দীতে বেদান্তরাজ্যে আবার নূতন নূতন আচার্য্যের আবির্ভাব হইয়াছে। এই শতাব্দীতে শৈবমতের আচার্য্য অভিনব-গুপ্ত প্রত্যভিজ্ঞামতবাদ প্রপঞ্চিত করিয়াছেন। অভিনবগুপ্ত প্রত্যভিজ্ঞামতবাদের অন্যতম প্রধান আচার্য্য। দ্বৈতাদ্বৈতবাদী নিম্বার্কাচার্য্যের প্রতিভাও এই সময় স্ফুরিত হইয়াছে। তচ্ছিষ্য আচার্য্য শ্রীনিবাসও এই সময়ে আবির্ভূত হন। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের

প্রধানতম আচার্য্য রামানুজের অবস্থিতি এই কালে। তাঁহার বিচারমল্লতায়, সুতীক্ষ্ণ যুক্তিজালে অদ্বৈতবাদের সুদৃঢ়ভিত্তি যেন কম্পিত হইল। ভক্তিবাদের প্রবাহে দক্ষিণভারত প্লাবিত হইল। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ নবজীবন লাভ করিল। যামুনাচার্য্যের মানসী প্রতিমা মূর্ত্তিমান্ বিগ্রহরূপে প্রকাশিত হইল। শাঙ্করমতেও প্রকাশাত্মযতি স্বীয় প্রতিভা ও মনীষার পরিচয় প্রদান করিলেন। শাঙ্করমত জনসাধারণের ভিতরে এরূপ প্রভাব বিস্তার করিল যে, কৃষ্ণমিশ্র নাটকাকারে শাঙ্করমত প্রপঞ্চিত করিলেন। "প্রবোধ-চন্দ্রোদয়" নাটক, শাঙ্করমতকে জনসাধারণের নিকট প্রকাশিত করিল। অন্যদিকে শৈব সম্প্রদায়ের অঘোরশিবাচার্য্য শিবাদ্বৈতবাদ ব্যাখ্যা করিলেন। দার্শনিক যজ্ঞে নব নব হোতার উদয় হইল। দার্শনিক যজ্ঞের প্রভাবে ভারতের জাতীয় জীবনও নূতন প্রবাহে পূত হইল। যজ্ঞের হোমানল প্রজ্বালিত করিয়া আচার্য্যগণ পবিত্র যজ্ঞধূমে ভারতের হৃদয় পবিত্র করিলেন। পূর্ব্বতন আচার্য্যগণ যে বীণা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাই এই আচার্য্যগণ গ্রহণ করিয়া উদাত্তস্বরে দিঙ্মণ্ডল মুখরিত করিলেন। জনসাধারণের ভিতরে দার্শনিকতার স্ফূর্ত্তির প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হইল। দার্শনিকগণ ভারতের জাতীয় সত্তা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য চিন্তারাজ্যে বিপ্লবের সূচনা করিলেন। সকলেই অশ্বমেধের মুক্ত অশ্ব ছুটাইয়া দিলেন। সকলেই দার্শনিক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য অগ্রসর হইলেন। জাতীয় জীবনপ্রবাহ ভাগীরথীর পূত প্রবাহে পতিত হইয়া সাগরোদ্দেশে প্রধাবিত হইল।

শ্রীঅভিনবগুপ্তাচার্য্য

(একাদশ শতাব্দী ১০০০ খৃঃ)

জীবন-চরিত

আচার্য্য অভিনবগুপ্তের স্থিতিকাল সম্ভবতঃ একাদশ শতাব্দী। ১০০০ খৃষ্টাব্দে তিনি বর্ত্তমান ছিলেন বলিয়াই অনুমিত হয়। তিনি

শ্রীঅভিনবগুপ্তাচার্য্য

(একাদশ শতাব্দী ১০০০ খৃঃ)

জীবন-চরিত

আচার্য্য অভিনবগুপ্তের স্থিতিকাল সম্ভবতঃ একাদশ শতাব্দী। ১০০০ খৃষ্টাব্দে তিনি বর্ত্তমান ছিলেন বলিয়াই অনুমিত হয়। তিনি

উৎপলাচার্য্যের পরবর্ত্তী। কাশ্মীর তাঁহার জন্মস্থান। তিনি গীতাভাষ্যের সমাপ্তিতে নিজবংশের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। বররুচিসদৃশ বিদ্বান্ ও জ্ঞানী কাত্যায়ন তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ। তদ্বংশে স্থিরমতি ও অতিবিদ্বান্ সৌচুক নামক বিপ্র জন্মগ্রহণ করেন। তৎপুত্র মহাত্মা শ্রীভূতিরাজ, ভূতিরাজের প্রতিভায় সমস্ত লোক আলোকিত হইয়াছিল। তচ্চরণারবিন্দমধুপ অভিনব গুপ্ত।* পণ্ডিতের বংশে তাঁহার জন্ম এবং নিজেও অসাধারণ পণ্ডিত। গীতাভাষ্যপ্রণয়নের প্রবর্ত্তনা ব্রাহ্মণগণের অনুরোধে। "স দ্বিজলোককৃতচোদনাবশতঃ" গীতার তাৎপর্য্য প্রকাশিত করেন। বান্ধবগণের জন্যই যে বিশেষভাবে গীতার্থ প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহাও বলিয়াছেন—"কৃতমিদং বান্ধবার্থং হি"। কেবল পাণ্ডিত্য নহে, ভগবদ্ভক্তিতেও তাঁহার হৃদয় পূর্ণ ছিল। এমন কি ভগবৎসাক্ষাৎকারের ফলেই গীতার্থ লিখিতে সমর্থ হইয়াছেন, ইহাও বলিয়াছেন—"কৃতিশ্চেয়ং পরমেশ্বরচরণচিন্তালব্ধচিদাত্মসাক্ষাৎকারাচার্য্যাভিনবগুপ্তপাদানাম্।" অভিনব ভক্তি ও পাণ্ডিত্যের অপূর্ব্ব সমন্বয়, ভগবানের আরাধনার ফলেই জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন।

মতবাদ সম্বন্ধে আচার্য্য বসুগুপ্ত, কল্লটেন্দু ও উৎপলের প্রভাব পরিস্ফুট। অভিন্ন উপাসনার বা অহংগ্রহ উপাসনার ভাব তাঁহার জীবনে সুস্পষ্ট। গীতার সমাপ্তিশ্লোকে শিবের সহিত অভিন্নভাবের পরিচয়ই প্রদান করিয়াছেন। "অভিনবরূপাশক্তিস্তদ্গুপ্তো যো মহেশ্বরো দেবঃ। তদুভয়যামলরূপং অভিনবগুপ্তং শিবং বন্দে।"

* শ্রীমান্ কাত্যায়নোঽভূদ্বররুচিসদৃশঃ প্রক্ষুরদ্বোধতৃপ্ত-
তদ্বংশালংকৃতো যঃ স্থিরমতিরভবৎ সৌচুকাখ্যোঽতিবিদ্বান্।
বিপ্রঃ শ্রীভূতিরাজস্তদনু সমভবত্তস্য সূনুর্মহাত্মা
যেনামী সর্ব্বলোকাস্তমসি নিপতিতাঃ প্রোদ্ধৃতা ভানুনেব।
তচ্চরণকমলমধুপো ভগবদ্গীতার্থসংগ্রহং ব্যদধাৎ
অভিনবগুপ্তঃ সদ্দ্বিজলোককৃতচোদনাবশতঃ॥

সাধনার ফলে অভিনব যে শিবে তন্ময়ত্ব লাভ করিয়াছেন—ইহা তাহারই নিদর্শন।

গ্রন্থের বিবরণ

আচার্য্য অভিনবের "শিবসূত্রের" ব্যাখ্যা আছে, কিন্তু এই গ্রন্থ কোথায়ও প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া জানা যায় নাই। তাঁহার রচিত অন্য কোন গ্রন্থও প্রকাশিত হয় নাই। *

গীতার্থসংগ্রহ—ইহা গীতার টীকা, নির্ণয়সাগর প্রেসে ১৯১২ খৃষ্টাব্দে বাসুদেব লক্ষ্মণশাস্ত্রীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হইয়াছে। টীকা অতিসংক্ষিপ্ত দীর্ঘসমাসবদ্ধপদবহুল, ভাষা প্রাঞ্জল ও গভীর। গীতার সকল শ্লোকের ব্যাখ্যাও নাই, কেবল তাৎপর্য্যপ্রদর্শন জন্যই "গীতার্থসংগ্রহ" বিরচিত হইয়াছে বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

প্রত্যভিজ্ঞাবাদ—স্পন্দবাদ

স্পন্দবাদ অনেকটা পরিমাণে তান্ত্রিকমতের অনুরূপ। স্পন্দবাদ ও প্রত্যভিজ্ঞাবাদে সৌসাদৃশ্য বর্ত্তমান। সম্ভবতঃ কাশ্মীর ইহার জন্মস্থান। অন্ততঃ অনেকানেক আচার্য্যই কাশ্মীরে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। প্রত্যভিজ্ঞাবাদীরা শৈব। সোমানন্দ নাথপাদ, উদয়করসূনু, বসুগুপ্তাচার্য্য, ভট্টকল্লটেন্দু, উৎপলাচার্য্য, অভিনবগুপ্তাচার্য্য প্রভৃতি আচার্য্যগণ প্রত্যভিজ্ঞবাদের আচার্য্য। বসুগুপ্তাচার্য্য ভট্টকল্লটের গুরু। ভট্টকল্লট "স্পন্দকারিকার" (বিজয়নগর সংস্কৃত সিরিজে ১৮৯৮ সনে প্রকাশিত। সম্পাদক বামনশাস্ত্রী ইস্‌লামপুরকর) সমাপ্তিশ্লোকে স্বীয় গুরু বসুগুপ্তাচার্য্যের উল্লেখ করিয়াছেন। † ভট্ট কল্লটের কারিকার উপরেই উৎপলাচার্য্যের

* কাশ্মীরের গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক সম্প্রতি ইহা প্রকাশিত হইয়াছে।

† "বসুগুপ্তাদবাপ্যেদং গুরোস্তত্ত্বার্থদর্শিনঃ।
রহস্যং শ্লোকয়ামাস সম্যক্ শ্রীভট্টকল্লটঃ।"
(স্পন্দপ্রদীপিকা—বি, ন, সং ১৮৯৮—৫৪পৃঃ)

"স্পন্দপ্রদীপিকা" টীকা। উৎপলাচার্য্যও ভট্টকল্লটকে বসু-গুপ্তাচার্য্যের শিষ্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। *

অভিনবগুপ্তাচার্য্যও পূর্ব্বাচার্য্যরূপে ভট্টকল্লটের উল্লেখ করিয়াছেন। তৎকৃত গীতাভাষ্যে তিনি ভট্টকল্লটের মতই বিবৃত করিতেছেন—এইরূপ প্রতিজ্ঞাবাক্য আছে। † সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে ভট্টকল্লটের নামোল্লেখ নাই। কিন্তু বসুগুপ্ত ও অভিনবগুপ্তাচার্য্যের নামোল্লেখ আছে। ভট্টকল্লটের কারিকায় ৫৩টী কারিকা আছে, ইহার উপরে উৎপলাচার্য্যের অনতিসংক্ষিপ্ত টীকা। এই টীকায় বহুগ্রন্থের উদ্ধৃতবাক্য আছে। যোগিনাথ ও সিদ্ধনাথ প্রভৃতি আচার্য্যেরও উল্লেখ রহিয়াছে। সিদ্ধনাথের অভেদার্থকারিকা নামক গ্রন্থের বাক্যও উদ্ধৃত হইয়াছে। শিবসূত্রের উল্লেখ স্পন্দপ্রদীপিকায় ও সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে দেখিতে পাওয়া যায়। (স্পন্দপ্রদীপিকা ২৩ পৃঃ, সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ মহেশপালের সং, ২০৯ পৃঃ)। উৎপলাচার্য্য স্পন্দ-প্রদীপিকা ভিন্ন অন্যান্য গ্রন্থও প্রণয়ন করিয়াছেন। তাঁহার স্পষ্ট আভাস "স্পন্দপ্রদীপিকায়" রহিয়াছে। "তথা ময়াপি" (৫ পৃঃ) "ময়ৈবোক্তং ক্বাঽপি" ইত্যাদি দেখিলে স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হয়—উৎপলের অন্যান্য গ্রন্থ আছে। পণ্ডিত বামনশাস্ত্রী ইস্‌লামপুরকর স্পন্দসম্প্রদায়ের সাতখানি হস্তলিখিত পুস্তক সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

---

* "অয়মত্র কিলাম্নায়ঃ সিদ্ধমুখেনাগতং রহস্যং যৎ
তদ্‌ভট্টকল্লটেন্দুর্বসুগুপ্তগুরোরবাপ্য শিষ্যাণাম্‌
অবোধার্থমনুষ্টুপ্‌ পঞ্চাশিকয়াঽত্র সংগ্রহং কৃতবান্‌
যদি তদর্থো ব্যাখ্যাজ্যোৎস্না প্রকটীকৃতোঽস্তি তেনেষৎ।"
(স্পন্দপ্রদীপিকা ১২)

† "ভট্টেন্দুরাজাদাম্নায়ং বিবিচ্য চ চিরং ধিয়া। কৃতোঽভিনবগুপ্তেন সোঽয়ং গীতার্থসংগ্রহঃ ॥
(নির্ণয়সাগর—১৯১২ সনের গীতার সংস্করণ ৫পৃঃ)

কিন্তু সেগুলি প্রকাশিত করিয়াছেন কিনা জানিতে পারি নাই, এবং স্পন্দসম্প্রদায়ের অন্যকোনও গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়াও আমাদের জানা নাই। কেবল অভিনবের গীতার টীকা নির্ণয়সাগরে সংস্করণে প্রকাশিত হইয়াছে, সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে প্রত্যভিজ্ঞা-বাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। এই সম্প্রদায়ের বেদান্ত-সূত্রের কোনও ভাষ্য নাই, অন্ততঃ প্রকাশিত হয় নাই, কিন্তু ইহাদের মতবাদ উপনিষদের উপর স্থাপিত ও বেদান্তের অনুরূপ। অভিনবের গীতার টীকায়ও ইহার পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা ব্রহ্মসূত্রের বা বেদান্তদর্শনের ইতিহাস প্রণয়নে ব্যাপৃত থাকিয়া প্রত্যভিজ্ঞাবাদের উল্লেখ ও মতবাদ প্রপঞ্চিত না করিলেও ক্ষতি ছিল না; কিন্তু চিন্তারাজ্যে বেদান্তের অনুরূপ মতবাদ পরিত্যক্ত হইলে গ্রন্থের অসম্পূর্ণতা হয়, এই আশঙ্কায় অতি সংক্ষেপে প্রত্যভিজ্ঞা-মতবাদের বিস্তার করিলাম।

বসুগুপ্তের শিষ্য ভট্টকল্লট, কল্লটের গ্রন্থের টীকাকার উৎপল। উৎপলের স্থিতিকাল সম্ভবতঃ দশম শতাব্দীর প্রথমভাগ। বুলার সাহেবের মতে উৎপল দশম শতাব্দীর প্রথমভাগে বর্ত্তমান ছিলেন (C. F. Buller's Tour etc. 1877 p. 79)। একাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে (সম্ভবতঃ ১০০০ খৃঃ) অভিনবগুপ্তাচার্য্য বর্ত্তমান ছিলেন। এই সম্প্রদায়ও গুরুশিষ্য-পরম্পরাক্রমে তাঁহাদের মতবাদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। উৎপলাচার্য্য প্রদীপিকায় "সিদ্ধ-মুখেনাগতং রহস্যং যৎ" বলিয়া সাম্প্রদায়িকতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। সোমানন্দনাথ, যোগীনাথ, সিদ্ধনাথ, বসুগুপ্ত, কল্লট প্রভৃতিই সাম্প্রদায়িক আচার্য্য। এই সম্প্রদায়ের গ্রন্থরাজি প্রকাশিত হইলে ঐতিহাসিক উপাদান অনেক পরিমাণে সংগৃহীত হইতে পারে। অন্ততঃ পঞ্চম, ষষ্ঠ শতাব্দী হইতে এই সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় হইয়াছে, তদ্‌বিষয়ে সন্দেহ নাই। একাদশ শতাব্দীতে অভিনবগুপ্তাচার্য্য এই মতবাদের সবিশেষ বিস্তার সাধন করিয়াছেন।

অভিনব যে সবিস্তারে প্রত্যভিজ্ঞা দর্শন বর্ণন করিয়াছেন, তাহা বিদ্যারণ্যও সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে লিখিয়াছেন।*

অভিনবগুপ্তও অন্যান্য মত নিরসনের জন্যই প্রত্যভিজ্ঞামত প্রপঞ্চিত করিয়াছেন, তিনি গীতাভাষ্যের প্রারম্ভে লিখিতেছেন—

"তাস্বন্যৈঃ প্রাকৃতৈর্ব্যাখ্যা কৃতা যদ্যপি ভূয়সা।
ন্যায্যস্তথাপ্যুদ্যমো মে তদ্‌গূঢ়ার্থপ্রকাশকঃ॥"

অদ্বৈতবাদ, ভেদাভেদবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, শিবাদ্বৈতবাদ ইত্যাদি নানারূপ মতবাদ ভারতে প্রচলিত হইয়াছে। সকলেই স্বপ্রতিষ্ঠার জন্য ব্যস্ত। প্রত্যভিজ্ঞাবাদী আচার্য্যগণও স্বীয় মতের প্রতিষ্ঠার জন্য আগ্রহান্বিত। আচার্য্য অভিনব প্রভৃতির মতে ঈশ্বরের ইচ্ছাবশেই জগৎ নির্ম্মিত হইয়াছে, অন্য কোনও বস্তুর অপেক্ষা করিতে হয় নাই। ঈশ্বর নানারূপ ভেদাভেদশালী জগৎ, অন্যের অপেক্ষা না রাখিয়া স্বাত্মরূপ দর্পণে প্রতিবিম্বের ন্যায় অবভাসিত করিয়াছেন। বাহ্য ও আভ্যন্তর প্রাণায়ামাদির কোনও আবশ্যকতা নাই। "আমি সেই ব্রহ্ম" এই প্রকার প্রত্যভিজ্ঞা পরাপর সিদ্ধির উপায়। এই বিশেষত্ব গ্রহণ করিয়াই অভিনবগুপ্তাচার্য্য প্রভৃতি প্রত্যভিজ্ঞা-শাস্ত্রের বিস্তারসাধন করিয়াছেন।

প্রত্যভিজ্ঞা শব্দের তাৎপর্য্য —প্রতিমাভিমুখে জ্ঞান; "সেই এই দেবদত্ত" ইত্যাদি প্রতিসন্ধানদ্বারা অভিমুখীভূতবস্তুতে যে জ্ঞান, তাহারই নাম লোকব্যবহারে প্রত্যভিজ্ঞা। শাস্ত্রাদির সাহায্যে ঈশ্বরের পরিপূর্ণশক্তির পরিজ্ঞান হয়। সেই পূর্ণশক্তি পরমেশ্বর স্বাত্মাতে অভিমুখীভূত হইলে, তদীয় শক্তির প্রতিসন্ধানবলে জ্ঞানের উদয় হয়। সেই জ্ঞানে ঈশ্বর ও আমি অভিন্ন, অর্থাৎ আমিই নিশ্চয় সেই ঈশ্বর—এই বোধ জন্মে।

* "অভিনবগুপ্তাদিভিরাচার্য্যৈর্বিহিতপ্রতানোঽপি অস্মর্থঃ সংগ্রহস্যপক্রম-মাণৈরস্মাভির্বিস্তরভিয়া ন প্রতানিত ইতি সর্ব্বং শিবম্।"

(সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ—মহেশ পাল সং ২১৫ পৃঃ)

স্পন্দ শব্দের তাৎপর্য্য কিঞ্চিৎ চলন, নিস্তরঙ্গ পরমাত্মার যুগপৎ নির্ব্বিকল্প সর্ব্বোতোমুখী বৃত্তিতাই স্পন্দ। পরমাত্মা জ্ঞানস্বরূপ হইয়াও সক্রিয়। সক্রিয়তা স্পন্দনরূপী। শক্তিরূপ স্পন্দন ঈশ্বরে আছে। ঈশ্বর নির্ব্বিকার ও নির্ব্বিকল্প। কিন্তু তাঁহার শক্তির স্পন্দন আছে, অর্থাৎ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর জ্ঞান ও ক্রিয়াযুক্ত, চিদ্রূপত্ব, অনবচ্ছিন্ন বিমর্শত্ব, অনন্যোন্মুখত্ব এবং আনন্দৈকঘনত্বই মহেশ্বরত্ব। তিনিই ভাবাত্মা অর্থাৎ সমুদয় সৃষ্টপদার্থের স্বরূপ। তিনি পরমনির্ম্মল ও পারমার্থিক জ্ঞান ও ক্রিয়াস্বরূপ। জ্ঞান অর্থে প্রকাশরূপতা এবং ক্রিয়া অর্থে অন্যদীয় সাহায্যনিরপেক্ষ হইয়া জগতের নির্ম্মাণকর্তৃত্ব। ভগবদ্-ইচ্ছামাত্রেই জগতের সৃষ্টি। এই জ্ঞানক্রিয়া স্বাভাবিক এবং পারমার্থিক জ্ঞানক্রিয়াই স্পন্দ। স্পন্দতত্ত্বে দুঃখ নাই, সুখ নাই, গ্রাহ্য নাই, গ্রাহক নাই, মূঢ় ভাব নাই। পরমার্থ চিদ্রূপতাই স্পন্দতত্ত্ব। * এই স্পন্দস্বরূপই পরমেশ্বর, সেই পরমেশ্বরের সহিত অভিন্নতাবোধই প্রত্যভিজ্ঞাবাদ। বাস্তবিক স্পন্দবাদিগণের জ্ঞান ও ক্রিয়ার একত্র সমাবেশ ও যুগপৎ নির্ব্বিকারত্ব ও সৃষ্টিকর্তৃত্ব নিতান্ত অসমীচীন। ক্রিয়াই দুঃখের নিদান। শক্তিরূপেই হউক বা ক্রিয়মাণ রূপেই হউক ক্রিয়া থাকিলেই দুঃখ অবশ্যম্ভাবী ; দুঃখ থাকিলে আনন্দৈকঘনত্ব অসম্ভব ; ইহাতে তাঁহাদের "ন দুঃখং" প্রভৃতি স্বসিদ্ধান্তের ব্যাকোপ হয়। যুগপৎ একই বস্তু বিরুদ্ধ-ধর্ম্মাক্রান্ত হইতে পারে না। নির্ব্বিকারত্ব ও বিকারত্ব যুগপৎ অসম্ভব। এবিষয়ে স্পন্দবাদী আচার্য্যগণের সিদ্ধান্ত শোভন নহে।

অধিকারী—প্রত্যভিজ্ঞাবাদে সকলেই অধিকারী। অধিকারীর কোনও বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। সকলের অধিকার সমান।

---

* ভট্টকল্লট "স্পন্দকারিকায়" স্পন্দতত্ত্ব নিম্নকারিকায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

"ন দুঃখং ন সুখং যত্র ন গ্রাহ্যং গ্রাহকং ন চ।
ন চাস্তি মূঢ়ভাবোঽপি তদস্তি পরমার্থতঃ॥"

(৫ম কারিকা)

যাহার নিকট পরমার্থতত্ত্ব বিবৃত হয়, সেই ব্যক্তিই মহাফল লাভ করে। তবে বিশেষ সাধকের পরমার্থফল লাভ হয়। বাস্তবিক অধিকারীর পার্থক্য স্বীকার না করা সমীচীন বোধ হয় না। মানসিক শক্তি সকল মানবের সমান নহে। শক্তির তারতম্যে অধিকারীর তারতম্য হওয়াই যুক্তিযুক্ত। অনেকে বলেন, হিন্দু-মতবাদে সার্ব্বজনীন অধিকার নাই। হিন্দুরা সর্ব্বত্র গণ্ডী দিয়া রাখিয়াছে। তাঁহাদের প্রত্যভিজ্ঞাবাদের অধিকারীর সার্ব্বজনীনতার প্রতি দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। অবশ্যই অধিকারীর সার্ব্বজনীনতা শুনিতে সুন্দর হইলেও কার্য্যে তত সুন্দর হয় না।

সম্বন্ধ—শাস্ত্র ও স্পন্দরূপ মহেশ্বরের বাচ্যবাচক-লক্ষণ সম্বন্ধ। অর্থ—বাচ্য, শাস্ত্র—বাচক, স্পন্দরূপ মহেশ্বরই অর্থ। প্রত্যভিজ্ঞা-শাস্ত্র ব্যতিরেকে মহেশ্বরের উপলব্ধি হইতে পারে না। প্রত্যভিজ্ঞা ভিন্ন "আমি ও সেই ঈশ্বর" এরূপ চমৎকার অর্থক্রিয়ার উদয় হয় না। জীব ও আত্মার অর্থাৎ ঈশ্বরের একত্ব-শক্তি-বিভূতিরূপ অর্থক্রিয়ায় প্রত্যভিজ্ঞার অপেক্ষা আছে। স্বীয়-আত্মা বিশ্বেশ্বর-আত্মা দ্বারা ভাসমান হইলেও, সেই নির্ভাসন, বিশ্বেশ্বর-আত্মার গুণপরামর্শবিরহ-সময়ে পূর্ণভাব প্রাপ্ত হয় না। কিন্তু শাস্ত্র ও গুরু-প্রভৃতির বাক্যে পরমেশ্বরের সর্ব্বজ্ঞত্ব ও সর্ব্বকর্তৃত্বাদি স্বরূপের পরামর্শ হইয়া থাকে। সেই সময়ে তৎক্ষণমাত্রে পূর্ণাত্মতা প্রাপ্ত হয়।

—"তদা তৎক্ষণমেব পূর্ণাত্মতালাভঃ॥"

অভিধেয়-বিষয়—মহেশ্বর নিরাবরণ চৈতন্যস্বরূপ, দিক্‌কালাদি-দ্বারা অনবচ্ছিন্ন, অদ্বিতীয় মহেশ্বর স্বানুভবৈকপ্রমাণ। তিনি শক্তিচক্রেশ্বর, আত্মচিন্তামণি, উপেয়, এবং অভিধেয়।

এস্থলে প্রত্যভিজ্ঞাবাদী আচার্য্যগণের সিদ্ধান্ত সমীচীন নহে। শক্তি, কাল ও দেশ-পরিচ্ছিন্ন মহেশ্বর দিক্‌কালাদির অনবচ্ছিন্ন, অথচ শক্তিচক্রেশ্বর ইহা অসম্ভব।

প্রয়োজন—মহেশ্বরের সর্ব্বজ্ঞতাদিশক্তিপ্রাপ্তি প্রয়োজন।

মহেশ্বরকে পাইলে সমস্ত সম্পৎপ্রাপ্তি হয়। তাঁহাকে পাইলে আর কিছুই প্রার্থয়িতব্য থাকে না। অথবা সমস্ত জগৎপ্রাপ্তিই যাহার হেতু, তাদৃশী প্রত্যভিজ্ঞাই প্রয়োজন।

মহেশ্বর-আত্মা— তিনি চৈতন্যস্বরূপ। "চৈতন্যমাত্মেতি"। চিদ্রূপত্ব, অনবচ্ছিন্নবিমর্শত্ব, অনন্যোন্মুখত্ব ও আনন্দৈকঘনত্বই মহেশ্বরত্ব। মহেশ্বর জ্ঞানানন্দস্বরূপ। তিনি দেশকালপরিচ্ছেদশূন্য। অন্যের অপেক্ষা না রাখিয়াই তিনি সৃষ্টি করিতে সমর্থ এবং সর্ব্বশক্তিমান্। তাঁহার শক্তি পারমার্থিক। জ্ঞান ক্রিয়া তাঁহার স্বাভাবিক। প্রকাশরূপতাই জ্ঞান এবং জগৎ-নির্ম্মাণকর্তৃত্বই ক্রিয়া। মহেশ্বরের স্বাভাবিক শক্তিই প্রকৃতি। আচার্য্য অভিনব, প্রকৃতি সম্বন্ধে বলিয়াছেন— "স্বাত্মবিমল-মুকুরতলকলিতসকলভাবভূমিঃ স্বস্বভাবাত্মিকা সততমব্যভিচারিণী প্রকৃতিঃ।" মহেশ্বরের প্রকৃতি —স্বাত্মভূতা প্রকৃতির কখনও ব্যভিচার হয় না। মহেশ্বর আনন্দশক্তিস্বরূপ। তৎপ্রভাবে ইচ্ছাক্রমেই ভুবনাদি সমুদয় ভাবজাত অবভাসিত করিয়া থাকেন। ইহাই তাঁহার নির্ম্মাতৃক্রিয়া। মহেশ্বর কর্ত্তা, জ্ঞাতা, স্বাত্মা ও অনাদিসিদ্ধ। তাঁহার স্বাতন্ত্র্য অনবচ্ছিন্ন। মহেশ্বরই একমাত্র প্রমাতা।

ঈশ্বর ও জগৎ—ঈশ্বরের ইচ্ছাবশেই জগৎ নির্ম্মিত হইয়াছে। যোগিগণ যেরূপ ইচ্ছামাত্রেই মৃত্তিকা ও বীজ ব্যতিরেকেই ঘটাদি উৎপন্ন করিতে পারেন, সেইরূপ মহেশ্বরের ইচ্ছামাত্রেই জগৎ নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহার নাম ইচ্ছানুসারিণী ক্রিয়াশক্তি। যদি ঘটাদির উৎপত্তিতে মৃদাদিই পারমার্থিক কারণ হয়, তাহা হইলে, কিরূপে যোগীর ইচ্ছামাত্রেই ঘটাদির জন্ম হইতে পারে? যাঁহারা বলেন— উপাদান ব্যতিরেকে ঘটাদির উৎপত্তি হয় না, যোগী ইচ্ছাবলে পরমাণুসকলকে ব্যাপারিত করিয়া সংঘটিত করেন, তাঁহাদের প্রতি উত্তরে আচার্য্য বলেন—যদি পরিদৃষ্ট কার্য্যকারণের ভাববিপর্য্যয় না হয়, তাহা হইলে ঘট ও মৃদ্দণ্ডচক্রাদির দেহেও স্ত্রীপুরুষ সংযোগের

আবশ্যকতা হয়। আর তাহা না হইলে, যোগীর ইচ্ছামাত্রেই সমুদ্ভূত ঘটাদির সম্ভব হইতে পারে। অতএব মহেশ্বর উপাদান ব্যতিরেকেই ইচ্ছামাত্রে জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। চৈতন্যস্বরূপ ভগবান্ মহাদেব নিয়তির বাধ্য নহেন। তাঁহার স্বাতন্ত্র্য অনবচ্ছিন্ন। তিনি কোনও প্রকার উপাদানসম্ভার গ্রহণ না করিয়া, অভিত্তিতেই এই জগৎরূপ চিত্র অঙ্কিত করেন—"নিরূপাদানসম্ভারমভিত্তাবেব তথতে জগচ্চিত্রম্" * অতএব জগতের উপাদানকারণ নাই, মহেশ্বরই নিমিত্তকারণ।

জীব—জীব চেতন, কিন্তু অনীশ্বর। প্রত্যগাত্মা পরমেশ্বর হইতে অভিন্ন। সেই প্রমাতা জীব মায়াবশে মোহাচ্ছন্ন হইলেই কর্ম্মবন্ধনগ্রস্ত ও তজ্জন্য সংসারী হন। আবার যখন বিদ্যাদিসহায়ে ঐশ্বর্য্যপরিজ্ঞাত ও নিরবচ্ছিন্ন চিৎসত্তায় আবিষ্ট হন, তখন মুক্ত হইয়া থাকেন। লোক শিবস্বরূপ হইলেই সর্ব্বদা সকল বিষয় পরিজ্ঞাত হয়। সেই মহেশ্বরের সহিত একত্ব না ঘটিলে সকল বিষয়-গ্রহণে সামর্থ্য জন্মে না। প্রকাশৈক্য হইলেই, তদেকত্ব হয়। জীব মহেশ্বরের দাস। অবশ্য দাস শব্দের অর্থ ভৃত্য নহে। স্বামী যাহাকে সমস্ত অভিলষিত বস্তু প্রদান করেন, তিনিই দাস,—"দীয়তেঽস্মৈ স্বামিনা সর্ব্বং যথাভিলষিতমিতি দাসঃ।" সুতরাং মহেশ্বরের দাস বলিতে তাঁহারই স্বরূপ স্বাতন্ত্র্যপাত্র।

মুক্তি—মহেশ্বরভাবপ্রাপ্তিই মুক্তি। সর্ব্বজ্ঞত্ব, সর্ব্বকর্তৃত্ব প্রাপ্তিই মুক্তি। অভিনবগুপ্তাচার্য্য এ সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"মোক্ষশ্চ নাম সকলাপ্তবিভাগরূপ-সর্ব্বজ্ঞসর্ব্বকারণাদিশুভস্বভাবে, আকাঙ্ক্ষয়া বিরহিতে ভগবত্যধীশে নিত্যোদিতে লয়মিয়াৎ প্রথিতঃ সমাসাৎ।" অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তি মহেশ্বরে লয়ই মুক্তি, পরমেশ্বরের সহিত একত্বই মুক্তি।

জ্ঞান ও কর্ম্ম—জ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ, ক্রিয়া তাহার আশ্রিত। জ্ঞান

---

* বসুগুপ্তাচার্য্যের বাক্য।

প্রকাশস্বরূপ, চিৎস্বরূপ, সর্ব্বপ্রকাশক, অখণ্ড এবং এক। কেবল বিষয়োপরাগ ভেদে ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া প্রতিভাত হয়; বস্তুতঃ দেশ, কাল, আকারে জ্ঞান অবচ্ছিন্ন নহে। জ্ঞান সাক্ষাৎচৈতন্য, সাক্ষাৎপ্রকাশ ও সাক্ষাৎপ্রমাতা।

সাধন—এই মতে প্রাণায়াম প্রভৃতি ক্লেশবহুল সাধনের আবশ্যকতা নাই। এই মতে কেবল প্রত্যভিজ্ঞাবলেই মুক্তিলাভ হইতে পারে। "সেই ঈশ্বরই আমি" এইরূপ প্রতিসন্ধানবলে ঈশ্বরের সহিত একত্ব ঘটে। প্রকাশের একত্বে ঈশ্বরের সহিত একত্ব হইয়া যায়।

মন্তব্য

প্রত্যভিজ্ঞাবাদের ঈশ্বর সগুণ ও সক্রিয়। ঈশ্বরের ক্রিয়া স্বাভাবিক। ক্রিয়া থাকিলেই দুঃখ আছে। ক্রিয়াই দুঃখের নিদান, শক্তিরূপা ক্রিয়া হইলেও দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার উপায় নাই। মুক্ত ব্যক্তি ঈশ্বরত্ব প্রাপ্ত হইলেও তাঁহার দুঃখ অনিবার্য্য। এ অংশে প্রত্যভিজ্ঞাবাদের মত সমীচীন নহে।

নিরুপাদান জগৎবাদও অসমীচীন। "ইচ্ছামাত্রে" জগৎসৃষ্টি অসম্ভব। সৃষ্টি মায়িক হইলেও তাহার অধিষ্ঠান—চৈতন্য। নিরাশ্রয় জগতের উৎপত্তি অসম্ভব। ইহাদের (প্রত্যভিজ্ঞাবাদীদের) সৃষ্টিতত্ত্বও পরিণামবাদ। ঈশ্বরের ইচ্ছায় পরিণতিই জগৎ। কিন্তু ইচ্ছা উপাদানকারণ নহে, নিমিত্ত কারণ। বাস্তবিক ইহা অসঙ্গত। ইহাদের মতে জগৎ সৎ। সুতরাং একপ্রকার অসৎ-উপাদান হইতে সৎকার্য্যের উৎপত্তি অঙ্গীকার করিতে হয়—ইহা নিতান্তই অশোভন।

প্রত্যভিজ্ঞাবাদিগণের মুক্তি শঙ্করের মতানুসারে আপেক্ষিক মুক্তি। উহা প্রকৃত নির্ব্বাণ নহে। প্রকৃত প্রস্তাবে প্রত্যভিজ্ঞাবাদ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের অন্তর্ভুক্ত। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী রামানুজ চিরদাস্য

ও পৃথক্‌ত্ব অঙ্গীকার করেন। আর অভিনব গুপ্ত প্রভৃতি আচার্য্যের মতে ঈশ্বরের সহিত অভিন্নতাই পরম পুরুষার্থ।

প্রত্যভিজ্ঞবাদী আচার্য্যগণের একটী সিদ্ধান্তের সহিত শাঙ্করমতের সামান্য সাদৃশ্য আছে। শঙ্করের মতে ব্রহ্মই উপাধিযোগে জীব। প্রত্যভিজ্ঞামতে ঈশ্বরই মায়ার বশে জীব। জ্ঞানের নিরপেক্ষতা ও অখণ্ডতা অংশেও শাঙ্করমতের সহিত প্রত্যভিজ্ঞাবাদের সাদৃশ্য আছে। শাঙ্করমতে ঈশ্বরের শক্তি ঔপাধিক, মায়িক, উহা পারমার্থিক নহে; কিন্তু অভিনব গুপ্ত প্রভৃতির মতে ঈশ্বরের সক্রিয়ত্ব ও শক্তিমত্ব পারমার্থিক। শঙ্করের মতে ঈশ্বর জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ। অভিনব গুপ্ত প্রভৃতির মতে ঈশ্বর জগতের নিমিত্ত-কারণ, কিন্তু জগতের উপাদান কারণ নহেন। শাঙ্করমতে জীব নিত্যমুক্ত, বদ্ধভাব ভ্রান্তির ফল। ভ্রান্তি অপসারিত হইলেই আত্মার নিত্যমুক্তত্বের স্ফূর্ত্তি হয়; অভিনবাচার্য্যের মতে জীব বদ্ধ। বিদ্যা প্রভৃতির সাহায্যে অহংগ্রহ-উপাসনার ফলে মুক্ত হয়। শঙ্করের মতে মুক্তি স্বাভাবিক; অভিনবের মতে মুক্তি প্রাপ্য। মুক্তি প্রত্যভিজ্ঞারূপ সাধনের ফল।

বাস্তবিক বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী ও প্রত্যভিজ্ঞাবাদী আচার্য্যগণ শঙ্করের মতবাদে কোন কোনও অংশে প্রভাবিত হইয়াছেন। রামানুজ জীব ও ঈশ্বরের স্বজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদ তিরস্কার করিয়া স্বগত ভেদ রক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু অভিনবের মতে জীব ও ঈশ্বরে কোনও ভেদ নাই; ভেদ অনেকটা পরিমাণে ঔপাধিক, মায়াবশেই ভিন্ন ভিন্নরূপে প্রকাশিত হয়।

ঈশ্বরের সহিত অভিন্নতাবোধে উপাসনাই অভিনবের অভিমত। এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞা প্রকৃতপ্রস্তাবে অহংগ্রহ-উপাসনা। শঙ্করের মতে, অহংগ্রহ-উপাসনার ফল ক্রমমুক্তি বা আপেক্ষিক মুক্তি; কিন্তু অভিনবের মতে ইহাই পরম পুরুষার্থ।

প্রাণায়াম প্রভৃতি সাধনার আবশ্যকতা নাই।—এ অংশে

প্রত্যভিজ্ঞাবাদী আচার্য্যগণের মতবাদ শোভন নহে। সকলের পক্ষেই অহংগ্রহ-উপাসনা ব্যবস্থেয় হইতে পারে না। যাহাদের চিত্তস্থৈর্য্য সম্পাদিত হয় নাই তাহাদের পক্ষে প্রাণায়ামাদির অপেক্ষা আছে, অবশ্য চিত্তস্থৈর্য্য সাধিত হইলে প্রণায়াম প্রভৃতি বহিরঙ্গ সাধনার আবশ্যকতা নাই। অধিকারিভেদ না মানিলে অনর্থের উদ্ভব হয়। সকলেই প্রত্যভিজ্ঞার অনুসরণ করিলে অনাচারের উৎপত্তি অবশ্যম্ভাবী। চিত্তের স্থিরতা না জন্মিলে অহংগ্রহ-উপাসনা অসম্ভব।

একাদশ শতাব্দীতে প্রত্যভিজ্ঞাবাদের সবিশেষ স্ফূর্ত্তি পাইয়াছে। অভিনবের সময় এই মতবাদ কাশ্মীরে স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। ১৩শ—১৪শ শতাব্দীতে বিদ্যারণ্য সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে প্রত্যভিজ্ঞামতবাদ প্রপঞ্চিত করিয়াছেন। তৎকালেও এই মতের প্রসার ও প্রতিপত্তি ছিল, এমন কি সুদূর কাশ্মীর হইতে দাক্ষিণাত্য পর্য্যন্ত এই মতবাদ বিস্তৃত হইয়াছিল। এই মতের সহিত তান্ত্রিক-মতেরও অনেকটা সাদৃশ্য আছে। প্রত্যভিজ্ঞবাদীরা শৈব, কিন্তু তান্ত্রিকমতে শক্তির প্রাধান্য সমধিক।

দ্বৈতাদ্বৈতবাদ

ভেদাভেদবাদ ও দ্বৈতাদ্বৈতবাদ একই জিনিষ। দ্বৈতাদ্বৈতমতে দ্বৈতও সত্য অদ্বৈতও সত্য। আমরা দেখিয়াছি ভাস্করাচার্য্য ভেদাভেদবাদী। প্রাচীন কালেও ভেদাভেদ বা দ্বৈতাদ্বৈতবাদের প্রচার ছিল। ব্রহ্মসূত্রেও দেখিতে পাই আচার্য্য ঔড়ুলোমি দ্বৈতা-দ্বৈতবাদী। দশম শতাব্দীতে আচার্য্য ভাস্কর ভেদাভেদবাদে ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সেই ব্যাখ্যা ব্রহ্মপর, শিব বা বিষ্ণুপর নহে। কিন্তু একাদশ শতাব্দীতে দ্বৈতাদ্বৈতবাদ নূতন মূর্ত্তিতে দেখা দিয়াছে। এই মতের প্রবর্ত্তক আচার্য্য নিম্বার্ক। তিনি বিষ্ণুপর ব্রহ্মসূত্র ব্যাখ্যা করিয়া দ্বৈতাদ্বৈতবাদ স্থাপন

করিয়াছেন। বৈষ্ণবগণের মধ্যে চারিটি প্রধান সম্প্রদায়। প্রথম শ্রীসম্প্রদায়—রামানুজাচার্য্য ইহার প্রধান আচার্য্য। দ্বিতীয় ব্রহ্ম-সম্প্রদায়—মধ্বাচার্য্য ইহার প্রবর্ত্তক (১২শ শতাব্দীতে * মধ্বাচার্য্যের আবির্ভাব)। তৃতীয় রুদ্রসম্প্রদায়—বল্লভাচার্য্য ইহার প্রবর্ত্তক (১৬শ শতাব্দীতে বল্লভাচার্য্যের স্থিতিকাল)। চতুর্থ সনকাদিসম্প্রদায়—নিম্বার্কাচার্য্য ইহার প্রবর্ত্তক (সম্ভবতঃ নিম্বার্কাচার্য্যের স্থিতিকাল ১১শ শতাব্দী)। সনকাদিসম্প্রদায় নিম্বার্কের মত অনুসরণ করেন। যমুনার তীরে মথুরার নিকট ধ্রুবক্ষেত্রে নিম্বার্কসম্প্রদায়ের গদি আছে। পশ্চিমাঞ্চলে নিম্বার্কসম্প্রদায়ের বাস আছে। বাঙ্গালায়ও নিম্বার্কসম্প্রদায়ের লোক দেখিতে পাওয়া যায়। নিম্বার্কাচার্য্য "বেদান্তপারিজাত সৌরভ" নামক অতি সংক্ষিপ্ত ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা প্রণয়ন করেন; তাহাতে স্বীয় মত প্রপঞ্চিত রহিয়াছে। বৈদিক আচার্য্য সনককে এই সম্প্রদায়ের প্রথম আচার্য্য বলিয়া তাঁহারা অঙ্গীকার করেন। এই সম্প্রদায়ের মতে ব্রহ্মার মানসপুত্র সনক, সনন্দ, সনাতন ও সনৎকুমার,—এই ঋষিগণ এই সম্প্রদায়ের প্রথম আচার্য্য। ছান্দোগ্য উপনিষদে সনৎকুমার-নারদ আখ্যায়িকা নামে এক উপাখ্যান আছে, তাহাতে নারদ সনৎকুমারের নিকট ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিয়াছিলেন—এইরূপ বিবরণ আছে।

নিম্বার্কাচার্য্য নারদের শিষ্য বলিয়া এই সম্প্রদায়ে পরিচিত। নিম্বার্কও আপনাকে স্বীয় ভাষ্যে নারদের শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। † বৈদিক ও পৌরাণিক যুগের নারদ নিম্বার্কের গুরু

---

* তিনি ১১৯৯ খৃঃ জন্মগ্রহণ করেন।

† প্রথমতঃ তৃতীয়পাদ ৮সূত্রের ভাষ্যে নিম্বার্ক লিখিয়াছেন—

"পরমাচার্য্যৈঃ শ্রীকুমারৈরস্মদ্‌গুরবে শ্রীমন্নারদায় উপদিষ্টঃ।"

(শ্রীযুক্ত তারাকিশোর চৌধুরী মহাশয়ের দার্শনিক ব্রহ্মবিদ্যা সংস্করণের তৃতীয় খণ্ড ১১৫ পৃঃ)

হইতে পারেন না। সম্ভবতঃ নিম্বার্কাচার্য্য নারদকে গুরুরূপে পূজা করিতেন, সেই জন্যই "আমার গুরু নারদ" এরূপ লিখিয়াছেন। নারদের পাঞ্চরাত্র মতের কতকটা অনুসরণ করায় তাহাকে স্বীয় গুরু বলাও সঙ্গত। ইহা ব্যতিত অন্য কোন রকমেই ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে সামঞ্জস্য রক্ষা করা যায় না। যেমন দশনামী সন্ন্যাসিগণ জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্য্যকে গুরুরূপে অঙ্গীকার করেন, সেইরূপ নিম্বার্কাচার্য্যও সাম্প্রদায়িক আচার্য্যরূপে নারদকে স্বীয় গুরু বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। নিম্বার্কাচার্য্যের পূর্ব্বতন অন্য কোনও আচার্য্যের নাম জানিতে পারা যায় না। বোধ হয় নিম্বার্ক স্বীয় ভাষ্যের প্রামাণিকতার জন্যই সনৎকুমার (পরমাচার্য্য) ও নারদের নামোল্লেখ করিয়াছেন। সাম্প্রদায়িকতা না থাকিলে ভারতে মতবাদ সমাদৃত হয় না। নিম্বার্কের পূর্ব্বতন কোনও আচার্য্যের বিবরণ না থাকিলেও, এই মতবাদ যে সাম্প্রদায়িক তদ্‌বিষয়ে সন্দেহ নাই। নিম্বার্কই ইহার প্রথম প্রবর্ত্তক নহেন, কিন্তু অন্যতম প্রধান আচার্য্য। ব্রহ্মসূত্রের নানারূপ সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যা প্রাচীনকালেও ছিল। উপনিষদের দার্শনিক মত কোনও শৃঙ্খলায় আবদ্ধ নহে। শৃঙ্খলার ফলে মতবাদ অনেকটা পরিমাণে শৃঙ্খলিত হয় ও সংকীর্ণ হইয়া পড়ে। ইউরোপে শৃঙ্খলার বড়ই আদর। বাস্তবিক শৃঙ্খলার ফলে মতবাদের স্বাভাবিক স্ফূরণ অনেকটা পরিমাণে রুদ্ধ হয়। অবাধ ও অপ্রতিহত চিন্তার প্রসার হইতে পারে না। ইহাতে মৌলিকতার বীজ বিনষ্ট হয়। উপনিষদের মতের এইরূপ স্বাভাবিকতার ফলে নানারূপ মতবাদের উদয় হইয়াছে, দার্শনিক চিন্তারও স্ফূর্ত্তি হইয়াছে।

একাদশ শতাব্দীতে নিম্বার্ক দ্বৈতাদ্বৈতবাদে নূতন আলোক প্রদান করেন। এই সময় হইতে এই মতবাদের প্রসার ও প্রতিপত্তি আরম্ভ হইয়াছে। নিম্বার্কের শিষ্য আচার্য্য শ্রীনিবাস "বেদান্ত-কৌস্তভ" নামে এক ভাষ্যব্যাখ্যা প্রণয়ন করেন। নিম্বার্কের ভাষ্য

অতি সংক্ষিপ্ত। শ্রীনিবাসের ব্যাখ্যাও অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত। শ্রীচৈতন্যদেব পঞ্চদশ শতাব্দীতে যখন আবির্ভূত হন, তৎসমকালে শ্রীকেশবাচার্য্য এই ভাষ্যের উপরে ব্যাখ্যা প্রণয়ন করেন। দ্বাদশ শতাব্দীতে দেবাচার্য্য, ভাষ্যের চতুঃসূত্রীর উপর "সিদ্ধান্তজাহ্নবী" নামক এক বৃত্তি রচনা করেন। এই বৃত্তির উপর সুন্দর ভট্টবিরচিত "সিদ্ধান্তসেতুক" নামক একটি টীকা আছে। ৺অক্ষয়কুমার দত্ত মহোদয় "ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন—"ইহারা বলেন, নিম্বাদিত্যকৃত এক বেদভাষ্য আছে। এক্ষণে ইহাদের কোনও সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ নাই, কিন্তু ইহারা বলিয়া থাকেন যে, পূর্ব্বে অনেক ছিল। আরঙ্গজেব বাদসাহের সময়ে মথুরায় সমস্তই নষ্ট হইয়া যায়। অক্ষয়বাবুর এই বিবরণ সঠিক্ নহে। কারণ নিম্বার্ককৃত বেদান্তভাষ্য "বেদান্তপারিজাতসৌরভ" প্রকাশিত হইয়াছে। বৃন্দাবনের শ্রীমৎ কিশোর দাস বাবাজী ইহা প্রকাশিত করিয়াছেন। বঙ্গদেশেও শ্রীযুক্ত তারাকিশোর চৌধুরী মহোদয় (অধুনা সন্তদাস বাবাজী) দার্শনিক ব্রহ্মবিদ্যার তৃতীয় খণ্ডে "বেদান্তপারিজাতসৌরভ" প্রকাশিত করিয়াছেন। চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজেও প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীনিবাসের ব্যাখ্যাও শ্রীমৎ কিশোরদাস বাবাজী প্রকাশিত করিয়াছেন। শ্রীমৎ দেবাচার্য্যের বৃত্তিও চৌখাম্বা সিরিজে প্রকাশিত হইয়াছে। অক্ষয়বাবুর সময় এই সকল গ্রন্থ প্রকাশিত না হওয়ায়, তিনি হয় ত ওরূপ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তবে এই সম্প্রদায়ের দার্শনিক গ্রন্থ কম। কিন্তু "কোন সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ নাই" এই বিবরণ সত্য নহে।

নিম্বার্কভাষ্যের বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে বৈদান্তিক অন্য মতের আক্রমণ নাই। অনেকস্থলে কেবল সূত্রার্থ অতি সংক্ষেপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সমন্বয়সূত্রে একটু বিচার আছে, তাহা ছাড়া বিচার আর কোথাও বিশেষ নাই। বাস্তবিক নিম্বার্কের ব্যাখ্যা, ঠিক্ ভাষ্য নহে।



আচার্য নিম্বার্ক

উহা সূত্রার্থসংক্ষেপ মাত্র। শ্রীমৎ দেবাচার্য্যের বৃত্তিতে শাঙ্করমত-খণ্ডনের প্রয়াস আছে। নিম্বার্ক ও শ্রীনিবাস কেবল মাত্র সিদ্ধান্ত নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং দেবাচার্য্য শাঙ্করমতের আক্রমণ হইতে দ্বৈতাদ্বৈতসিদ্ধান্ত রক্ষা করিবার জন্য শাঙ্করমত খণ্ডনের চেষ্টা করিয়াছেন। নিম্বার্কের জীবনের ইতিবৃত্ত অনুসরণ করিলে দেখিতে পাই—তিনি যোগী ছিলেন। হইতে পারে, তিনি কেবল স্বীয় সিদ্ধান্তমাত্র প্রকাশ করিয়াছেন, তচ্ছিষ্য শ্রীনিবাসও গুরুর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছেন। দেবাচার্য্য যখন দেখিলেন শাঙ্করমতের প্রভাবে নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের মতবাদ হীনপ্রভ হইতেছে, তখন শাঙ্কর-মত নিরসন করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন।

শঙ্করের মতবাদের যখন প্রতিষ্ঠা সাধিত হইয়াছে, (রামানুজা-চার্য্যের অভ্যুদয়ের প্রাক্কালে) তখন অভিনবগুপ্তাচার্য্যের প্রতিভার বিকাশের সমসময়েই নিম্বার্কের দার্শনিক ক্ষেত্রে অবতরণ।

নিম্বার্কাচার্য্য (একাদশ শতাব্দী)

(জীবন-চরিত)

আচার্য্য নিম্বার্কের অপর নাম নিয়মানন্দ। নিয়মানন্দ নামেই দেবাচার্য্য তাহাকে অভিহিত করিয়াছেন। * নিম্বার্ক বা নিম্বাদিত্যের প্রথম নাম ভাস্করাচার্য্য ছিল। এস্থলে একটী কথা মনে হয়, ভাস্করাচার্য্যের ভেদাভেদবাদ নিম্বার্কের দ্বৈতাদ্বৈতবাদের

---

* দেবাচার্য্য স্বীয় বৃত্তির প্রারম্ভশ্লোকে নিয়মানন্দকে নমস্কার করিয়াছেন, যথা—

"নিয়মেন যদানন্দো জগত্ত্রাসয়তেঽখিলম্
তমহং নিয়মানন্দং বন্দে কৃষ্ণং জগদ্গুরুম্ ॥"

গ্রন্থসমাপ্তিতেও লিখিয়াছেন—"শ্রীমৎসনৎকুমারসন্ততিপদাশ্রিতশ্রীভগবন্নিয়মানন্দাখ্যাচার্য্যপদপঙ্কজমকরন্দভৃঙ্গশ্রীদেবাচার্য্যবিরচিতায়াং" ইত্যাদি।

সদৃশ। উভয় নামের সাদৃশ্যও বিবেচনার বিষয়। নিম্বাদিত্য সূর্য্যের অবতার, তিনি পাষণ্ডদলনার্থ ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হন—এইরূপ প্রবাদবাক্য তৎসম্প্রদায়ে প্রচলিত। বৃন্দাবনের নিকট তাঁহার বাস ছিল। একদা এক দণ্ডী—কাঁহারও কাঁহারও মতে—একজন জৈন উদাসীন, তাঁহার আশ্রমে উপস্থিত হন। উভয়ের বিচার আরম্ভ হয়। বিচার করিতে করিতে সূর্য্য অস্ত হইল। ভাস্করাচার্য্য নিজ আশ্রমগত অতিথির জন্য কিছু খাদ্য উপস্থিত করিলেন। কিন্তু দণ্ডী ও জৈনদিগের সায়ং ও রাত্রিকালে ভোজন নিষিদ্ধ। অতিথি অস্বীকার করিলেন, প্রতিকারার্থ ভাস্কর, সূর্য্যের গতিরোধ করিলেন। সূর্য্য তাঁহার আদেশে নিকটস্থ নিম্ববৃক্ষে অবস্থিতি করিলেন। তদবধি ভাস্করাচার্য্য নিম্বার্ক বা নিম্বাদিত্য বলিয়া বিখ্যাত হইলেন। বাঙ্গলা ভক্তমালে এইরূপ বিবরণ দেখিতে পাই। *

ধ্রুবক্ষেত্রে যে নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের গদি আছে, তাহার মোহন্ত আপনাকে নিম্বার্কের বংশোদ্ভব বলিয়া পরিচয় দেন। নিম্বার্কের নিয়মানন্দ নাম দেখিয়া তাঁহাকে সন্ন্যাসী বলিয়া বোধ হয়। নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের মতে নিম্বার্কের অবস্থিতিকাল পঞ্চম শতাব্দী। ধ্রুবক্ষেত্রের গদি অন্ততঃ ১৫০০ বৎসর কালের অধিক হইল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—এইরূপ তাঁহারা নির্দ্দেশ করেন। বাস্তবিক এই নির্দ্দেশ অসঙ্গত। ৺অক্ষয় বাবুও ইহা অত্যুক্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অবশ্যই নিম্বার্কাচার্য্যের কালনির্ণয় নিতান্ত দুরূহ। কারণ, তাঁহার গ্রন্থ হইতে তাঁহার কাল সম্বন্ধে কোনও সাহায্য পাওয়া যায় না। আমাদের মনে হয় বৈদান্তিক

---

* কৃষ্ণভক্ত-অনুরোধে সূর্য্যদেব আসি।
প্রহরেক দিবা আছে এমত প্রকাশি॥
ভোজন করিলা তথা বৈসে যবে যতি।
সূর্য্য নিজস্থানে গেলা লইয়া সম্মতি॥
(ভক্তমাল)

ভট্টভাস্করের মতবাদে নিম্বার্ক প্রভাবিত হইয়াছিলেন। মতসাদৃশ্যের জন্যও নামসাদৃশ্য অসম্ভব নহে। বোধ হয় ভেদাভেদবাদী ভাস্করাচার্য্যের মতে প্রভাবিত হইয়া, নিম্বার্ক বেদান্ত-পারিজাত-সৌরভ প্রণয়ন করেন। ভেদাভেদবাদী ভাস্করাচার্য্যের কাল অষ্টম শতাব্দী। নিম্বার্ক, ভাস্করের পরবর্ত্তী। তাই আমরা নিম্বার্কের কাল একাদশ শতাব্দী বলিয়া নির্দ্দেশ করিলাম। এ বিষয়ে অন্য কারণ এই—বেদান্তকেশরী অনন্তরাম, আচার্য্যের জীবন-চরিত লিখিয়াছেন। তাহাতে দেবাচার্য্যের কাল বৈক্রম সংবৎ ১১১২ (যুগরুদ্রেন্দু) বৎসর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আমাদের মনে হয় ১১১২ সংবৎ নহে, শকাব্দ। ১১১২ শকাব্দ দেবাচার্য্যের স্থিতিকাল গ্রহণ করিলে ১১৯০ খৃষ্টাব্দ অর্থাৎ দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে তিনি বর্ত্তমান ছিলেন। দশম শতাব্দীতে বৈদান্তিক ভাস্কর ও দ্বাদশ শতাব্দীতে দেবাচার্য্য বর্ত্তমান থাকায় নিম্বার্কের কাল ১১শ শতাব্দী হওয়াই সমীচীন। *

* নিম্বার্কাচার্য্যের কালনির্ণয় প্রসঙ্গে অন্য হেতুও বিদ্যমান। ভবিষ্যপুরাণ পরিশিষ্টে ভগবদ্ভক্ত-মাহাত্ম্যবর্ণনপ্রসঙ্গে একবিংশ (২১শ) অধ্যায়ে লিখিত আছে :—

"বিষ্ণুস্বামী প্রথমতো নিম্বাদিত্যো দ্বিতীয়কঃ।
মধ্বাচার্য্যস্তৃতীয়স্তু তুর্য্যো রামানুজঃ স্মৃতঃ॥"

এস্থলে দেখিতে পাই নিম্বাদিত্য বিষ্ণুস্বামীর পরবর্ত্তী এবং মধ্বাচার্য্যের পূর্ব্ববর্ত্তী। মধ্বাচার্য্যের স্থিতিকাল ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ; সুতরাং নিম্বার্কাচার্য্যের স্থিতিকাল একাদশ শতাব্দী গ্রহণ করাই সুসঙ্গত। এস্থলে রামানুজের ও মধ্বাচার্য্যের যে ক্রম দর্শিত হইয়াছে, তাহা ভ্রান্তিমূলক মনে হয়; কারণ রামানুজাচার্য্য মধ্বাচার্য্যের পূর্ব্ববর্ত্তী। সম্ভবতঃ ইনি অন্য রামানুজাচার্য্য হইতে পারেন। কারণ, ভবিষ্যপুরাণে সম্প্রদায়প্রবর্ত্তক রামানুজাচার্য্যের বিবরণ অন্যত্র বর্ণিত আছে। যাহা হউক নিম্বার্কাচার্য্য রামানুজাচার্য্য হইতেও প্রাচীন। রামানুজাচার্য্য দ্বাদশ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন, নিম্বাদিত্য তৎপূর্ব্ববর্ত্তী। সুতরাং তাঁহার স্থিতিকাল ১১শ শতাব্দী গ্রহণ করাই সমীচীন।

দেবাচার্য্য নিম্বার্কের ও শ্রীনিবাসের ব্যাখ্যা অবলম্বন করিয়াই স্বীয় বৃত্তি প্রণয়ন করিয়াছেন। *

দেবাচার্য্যের কাল ১১১২ সংবৎ বলিয়া গ্রহণ করিলে দেবাচার্য্য ও ভাস্করাচার্য্য (ভেদাভেদবাদী) সমসাময়িক হন। কিন্তু ভাস্করাচার্য্যের মতবাদে যে নিম্বার্ক প্রভাবিত হইয়াছেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। বোধ হয় ভাস্করের ভাষ্যে শাঙ্করমত নিরস্ত হইয়াছিল বলিয়াই নিম্বার্ক আর পৃথক্ করিয়া শাঙ্করমত খণ্ডন করেন নাই, কেবল অতি সংক্ষেপে বিষ্ণুপর ব্রহ্মসূত্রের দ্বৈতাদ্বৈত সিদ্ধান্ত প্রপঞ্চিত করিয়াছেন।

নিম্বাদিত্যের সম্প্রদায়ে দুই শ্রেণী—এক বিরক্ত, দ্বিতীয় গৃহস্থ। কেশব ভট্ট ও হরিব্যাস এই দুইজন শিষ্য হইতে এই দুই শ্রেণীর উদ্ভব হইয়াছে। হরিব্যাসের অনুবর্ত্তিগণ গৃহস্থ। কেশবভট্ট নিম্বার্কের সাক্ষাৎ শিষ্য কি না বলিতে পারা যায় না; কারণ, এই কেশবভট্ট যদি টীকাকার কেশবাচার্য্য হন, তাহা হইলে তাঁহার অবস্থিতিকাল পঞ্চদশ (১৫শ) শতাব্দী, যেহেতু টীকাকার কেশবাচার্য্য চৈতন্যদেবের সমসাময়িক।

নিম্বার্কের জীবন সম্বন্ধে অন্য কিছুই বিশেষ জানিতে পারা যায় না। গ্রন্থ সম্বন্ধে বেদান্তপারিজাতসৌরভ ভিন্ন তৎপ্রণীত অন্য কোনও গ্রন্থ দেখা যায় না। সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তকরূপে তাঁহার কার্য্যাবলী থাকার সম্ভাবনা, কিন্তু বিবরণের অভাব।

---

* আদ্যাচার্য্যচরণৈর্বেদান্তপারিজাতসৌরভপঠিতবাক্যচতুষ্টয়স্য এতন্মূলভূতস্য শ্রীনিবাসচরণৈর্ভগবদ্ভির্বেদান্তকৌস্তুভে তদ্ভাষ্যে নিগদভাষিতত্বাদ, অত্রাপি সূত্রব্যাখ্যামুখেনাস্মাভিরপি ব্যাখ্যাতপ্রায়ত্বেন পৌনরুক্ত্যাপাতদোষাচ্চ নেহ ব্যাখ্যার্থমুদ্যুজ্যতে।

(দেবাচার্য্যের বৃত্তি—চৌঃ সং ২০১ পৃষ্ঠা)

নিম্বার্কাচার্য্যের গ্রন্থের বিবরণ

আচার্য্য নিম্বার্কের বেদান্তপারিজাতসৌরভ নামক ভাষ্যই ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য। কিন্তু তাঁহার বিরচিত কতকগুলি বেদান্ত সম্বন্ধীয় শ্লোক আছে, যাহা পুরুষোত্তমাচার্য্য বেদান্তরত্নমঞ্জুষায় ব্যাখ্যা করিয়াছেন। দেবাচার্য্য একটী শ্লোক স্বীয়বৃত্তি সিদ্ধান্তজাহ্নবীতে তাহার উদ্ধার করিয়াছেন, শ্লোকটী এই—

"জ্ঞানস্বরূপং চ হরেরধীনং, শরীরসংযোগবিয়োগযোগ্যম্।
অণুং হি জীবং প্রতিদেহভিন্নং, জ্ঞাতৃত্ববন্তং যদনন্তমাহুঃ॥"

অন্য একটী শ্লোক সিদ্ধান্তজাহ্নবীর ব্যাখ্যাকার সুন্দরভট্ট স্বীয়ব্যাখ্যা "সিদ্ধান্তসেতুকে" উদ্ধার করিয়াছেন—

সর্ব্বং হি বিজ্ঞানমতো যথার্থকং
শ্রুতিস্মৃতিভ্যো নিখিলস্য বস্তুনঃ।
ব্রহ্মাত্মকত্বাদিতি বেদবিন্মতং
ত্রিরূপতাঽপি শ্রুতিসূত্রসাধিতেতি।"

এই উভয় শ্লোকই পুরুষোত্তমাচার্য্য রত্নমঞ্জুষায় ব্যাখ্যা করিয়াছেন। **বেদান্তপারিজাতসৌরভ**—ইহা ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা। এই গ্রন্থ বৃন্দাবনের কিশোরদাস বাবাজী শ্রীনিবাসাচার্য্যের বেদান্ত-কৌস্তুভ সহ প্রকাশিত করিয়াছেন। চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজেও প্রকাশিত হইয়াছে। কলিকাতায় শ্রীযুক্ত তারাকিশোর চৌধুরী মহাশয় দার্শনিক ব্রহ্মবিদ্যার তৃতীয় খণ্ডে এই গ্রন্থ ১৮৩৩ শকাব্দায় মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিয়াছেন। তারাকিশোর বাবুর সংস্করণে তিনি ভাষ্যের অনুবাদ করিয়া বঙ্গভাষায় ব্যাখ্যাও করিয়াছেন। ব্যাখ্যাচ্ছলে আচার্য্য শঙ্করের মত খণ্ডন করিতে যথেষ্ট প্রয়াস

পইয়াছেন। স্থলবিশেষে শঙ্করের উপর কটাক্ষও করিয়াছেন *। বেদান্তপারিজাতসৌরভ অতি সংক্ষিপ্ত। ইহা অন্যান্য ভাষ্যের ন্যায় বিচারবহুল নহে। সূত্র সম্বন্ধেও শঙ্করের সহিত মতভেদ আছে। ১।১।৯ সূত্রটী "প্রতিজ্ঞাবিরোধাৎ" শাঙ্কর ভাষ্যে নাই। ৩।৩।৩৫ সূত্র "অন্তরাভূতগ্রামবৎ স্বাত্মনোঽন্যথাভেদাঽনুপপত্তিরিতি চেন্নোপ দেশান্তরবৎ" শাঙ্করভাষ্যে এস্থলে দুইটি সূত্র। "অন্তরাভূতগ্রামবৎ স্বাত্মনঃ" একটি সূত্র এবং "অন্যথাভেদাঽনুপপত্তিরিতি চেন্নোপ-দেশান্তরবৎ" অন্য সূত্র। ৩।৩।৪৬ সূত্র—"বিদ্যৈব তু নির্ধারণাৎ দর্শনাচ্চ।" শঙ্করভাষ্যে "বিদ্যৈব তু নির্ধারণাৎ" পর্য্যন্ত একটী এবং "দর্শনাচ্চ" অন্য সূত্র। ৪।২।১২ সূত্র—"প্রতিষেধাদিতি চেন্ন শারীরাৎ স্পষ্টো হ্যেকেষাম্"। শাঙ্করভাষ্যে "শারীরাৎ" পর্য্যন্ত একটী সূত্র এবং "স্পষ্টো হ্যেকেষাম্" অন্য সূত্র। শাঙ্করভাষ্যে ৪।৩।৫ সূত্র "উভয়ব্যামোহাৎ তৎসিদ্ধেঃ"। এই সূত্রটী নিম্বার্কভাষ্যে ধৃত হয় নাই।

সূত্র সম্বন্ধে এইরূপ সামান্য ভেদ আছে, † কোনও স্থলে শঙ্কর যাহাকে পূর্ব্বপক্ষ সূত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছেন, নিম্বার্কের নিকট তাহাই সিদ্ধান্ত সূত্র। ৪।২।১২ সূত্র "প্রতিষেধাদিতি চেন্ন শারীরাৎ" এই সূত্র শঙ্করের মতে পূর্ব্বপক্ষসূত্র, এবং "স্পষ্টো হ্যেকেষাম্" সূত্রে সিদ্ধান্ত স্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু নিম্বার্কের সহিত এস্থলে মতভেদ সুপরিস্ফুট।

* ৩২৩ পৃষ্ঠা, ৩২৯ পৃষ্ঠা বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য। তৎতৎস্থলে শঙ্করকে বৌদ্ধ-প্রভাবে প্রভাবিত ও মায়াবাদ শ্রুতির অননুমোদিত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ৩২২ পৃষ্ঠায় মায়াবাদকে অবৈদিক বলিয়াছেন। এস্থলে পদ্মপুরাণের প্রক্ষিপ্ত বাক্যের প্রভাবে তারাকিশোর বাবুও প্রভাবিত হইয়াছেন।

† সূত্র সম্বন্ধে অন্যান্য স্থলেও নিম্বার্ক ও শঙ্করের পার্থক্য আছে। গ্রন্থবিস্তার ভয়ে উদ্ধৃত হইল না। ২।৩।৫২ সূত্র নিম্বার্কের মতে "আভাসা এব চ" কিন্তু শঙ্করের মতে "আভাস এব চ" অবশ্যই এই ক্ষেত্রে ব্যাখ্যাভেদও সুস্পষ্ট। বিজ্ঞানভিক্ষুভাষ্যেও "আভাস এব চ" আছে।

তারাকিশোর বাবুর সংস্করণে তিনি শাঙ্করমতের সহিত নিম্বার্কের মতের তুলনা করিয়াছেন। এই অংশে গ্রন্থখানির সার্থকতা আছে, সাম্প্রদায়িকতা বাদ দিলে তাঁহার প্রচেষ্টা ধন্যবাদার্হ।

দ্বৈতাদ্বৈতবাদ

(মতবাদ)

আচার্য্য নিম্বার্কের মতে ব্রহ্ম, জীব ও জড় অর্থাৎ চেতন ও অচেতন হইতে অত্যন্ত পৃথক্ ও অপৃথক্। এই পৃথক্ত্বের ও অপৃথক্ত্বের উপরেই তাঁহার দর্শনের ভিত্তি। জীব ও জগৎ উভয়ই ব্রহ্মের পরিণাম। জীব ব্রহ্ম হইতে অত্যন্ত ভিন্ন ও অভিন্ন। জগৎ ও সেইরূপ। দ্বৈতাদ্বৈতবাদের ইহাই সারসিক তাৎপর্য্য। ব্রহ্মই জগতের উপাদান ও নিমিত্তকারণ। তিনিই জগতের স্রষ্টা ও লয়কর্তা। তিনি জগতের অতীত। জগতের অতীত বলিয়া, জগৎ ও ব্রহ্মে ভেদ। আবার জগৎ ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত। ব্রহ্ম ভিন্ন ইহার আর কোন উপাদান নাই। সুতরাং ব্রহ্ম ও জগৎ অভিন্ন। জগৎ গুণাত্মক এবং ব্রহ্ম গুণী। গুণী হইতে গুণ (অথবা শক্তি) পৃথক্‌রূপে অস্তিত্ববান্ নহে। অথচ গুণিবস্তু গুণ হইতে অতীতও বটে। সুতরাং উভয়ের সম্বন্ধ ভেদাভেদ সম্বন্ধ। ব্রহ্ম সগুণ ও নির্গুণ উভয়ই। সগুণত্ব ও নির্গুণত্ব এই উভয় রূপতাতে কেবল আপাত-বিরোধ। ইহা বাক্যবিরোধ, প্রকৃত বিরোধ নহে। কারণ, গুণ ও গুণী এতদুভয়ের কোনও বিরুদ্ধতা নাই। কারণ 'গুণী' বলিলেই স্বরূপতঃ গুণাতীত হইয়াও গুণযুক্ত।

ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞস্বভাব। তিনি জড়স্বভাব নহেন। জগৎ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন এবং ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞস্বভাব হওয়াতে, সমস্ত জাগতিক বস্তু ব্রহ্মেতে অভিন্নভাবে নিত্য অবস্থিত। ব্রহ্মস্বরূপে তাই কোনও বিকারের সম্ভবনা নাই। কালশক্তিও ব্রহ্মস্বরূপে অস্তমিত।

গুণ বা গুণী বলিয়া ব্রহ্মস্বরূপে কোনও ভেদ নাই। জ্ঞান, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় বলিয়াও কোন ভেদ নাই, ইহাই ব্রহ্মের নির্গুণত্ব ও নিষ্ক্রিয়ত্ব।

আবার ব্রহ্ম জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের একমাত্র কারণ। তিনি সর্ব্বশক্তিমান্। ব্রহ্মের শক্তি স্বাভাবিক। সেই শক্তিবলেই যেন ব্রহ্ম আপনা হইতে পৃথক্‌রূপে জগৎকে প্রকাশিত করেন। এই শক্তিপ্রভাবেই সর্ব্বজ্ঞ পূর্ণস্বরূপ ব্রহ্ম স্বীয় স্বরূপান্তর্গত জগৎকে পৃথক্ পৃথক্‌রূপে দর্শন করেন মাত্র। যে শক্তিদ্বারা তিনি আপনাকে এইরূপ পৃথক্ পৃথক্ ভাবে দর্শন করেন, তাহাই জীবশক্তি। অতএব জীবের সহিতও ব্রহ্মের ভেদাভেদ সম্বন্ধ, এই ভেদাভেদই দ্বৈতাদ্বৈত মতবাদ।

জীব ঈশ্বর হইতে বিভিন্ন নহেন, তত্ত্বমসিবাক্যে ইহা প্রতিপাদিত হইয়াছে। জীব ও ঈশ্বরে অভেদ সম্বন্ধ। কিন্তু জীব ও ব্রহ্মে ভেদও আছে। জীব ব্রহ্মের অংশ, এবং অসর্ব্বজ্ঞ। ব্রহ্ম—সর্ব্বজ্ঞ এবং সর্ব্বশক্তিমান্। জীবের মুক্তাবস্থায়ও সর্ব্বশক্তিমত্তা হয় না। অতএব জীবের সহিত ঈশ্বরের ভেদাভেদ সম্বন্ধ। জীব স্বরূপতঃ ব্রহ্মের অংশ। মুক্তিতেও জীব অংশই থাকে। কারণ, কোনও বস্তুর স্বরূপের ঐকান্তিক নাশ হইতে পারে না। সুতরাং মুক্ত জীবও জীবই থাকে। জীব পূর্ণব্রহ্ম হইতে পারে না। তাঁহার সর্বশক্তিমত্তা হয় না। জীব ঈশ্বরের ন্যায় বিভুও নহে। জীবের জীবত্ব নিত্য। জগৎ ব্রহ্মাত্মক, এ সম্বন্ধে ভাস্করাচার্য্যের সহিত নিম্বার্কের সাদৃশ্য আছে। ভাস্করের মতে জগৎ কার্য্যরূপে পৃথক্, কারণরূপে ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন। নিম্বার্কের মতে জগৎ ব্রহ্মে প্রকাশিত। এই অর্থে অভেদ, এবং দৃশ্যরূপে ভেদ।

জীব ও ব্রহ্মের অভিন্নতা ও ভেদ সম্বন্ধে ভাস্কর ও নিম্বার্কের পার্থক্য আছে। ভাস্করের মতে, উপাসনার ফলে জীব ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয়, জীব ব্রহ্মের সহিত অভিন্নতা প্রাপ্ত হয়। দেহের পতনে ব্রহ্মের সহিত অভিন্নতাপ্রাপ্তিই মুক্তি। কিন্তু নিম্বার্কের মতে

মুক্তজীবও ব্রহ্মের সহিত সম্পূর্ণ ঐক্য প্রাপ্ত হয় না। জীবের জীবত্ব থাকেই। মুক্তজীবও অংশমাত্র, বিভু নহে, এইস্থলে উভয়ের পার্থক্য পরিস্ফুট।

ব্রহ্ম সগুণ ও নির্গুণ—এই সিদ্ধান্ত শঙ্করের সিদ্ধান্তের অনুরূপ বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু নিম্বার্কের এই সিদ্ধান্ত, শাঙ্কর সিদ্ধান্তের অনুরূপ নহে। শঙ্করের মতে সগুণভাব মায়িক, উহা মিথ্যা; কিন্তু নিম্বার্কের মতে সগুণ ও নির্গুণ উভয় ভাবই পারমার্থিক। বাস্তবিক এই সিদ্ধান্তটী সমীচীন নহে। সগুণভাব পারমার্থিক হইলে ব্রহ্ম নির্গুণ হইতে পারেন না। স্বরূপাবস্থায় জ্ঞাতা, জ্ঞান, জ্ঞেয়ভেদ নাই—ইহাই নিম্বার্কের সিদ্ধান্ত। স্বরূপের প্রচ্যুতি না ঘটিলে দৃশ্য জগৎ ব্রহ্মেতে প্রকাশিত হইতে পারে না। ব্রহ্মের স্বরূপ হইতে প্রচ্যুতি ঘটিলে ব্রহ্মের ব্রহ্মত্ব থাকিতে পারে না। কূটস্থ নিত্যতার অপলাপ হয়। নিম্বার্কমতে ব্রহ্মের শক্তি স্বাভাবিক। শক্তি থাকিলেই ক্রিয়া থাকিবে। ক্রিয়াই দুঃখের নিদান। ব্রহ্ম সক্রিয় হইলে ব্রহ্মের দুঃখ অনিবার্য্য হয়। নিম্বার্কের সিদ্ধান্ত—জগৎ ব্রহ্মাত্মক। জগতে বিকার থাকিলে, ব্রহ্মেরও বিকার অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। জগৎ যখন ব্রহ্মের শক্তির পরিণতি, শক্তি যখন ব্রহ্মের স্বভাব, তখন ব্রহ্মেরও পরিণতি বা বিকার অবশ্যই স্বীকার্য্য। এস্থলে ব্রহ্মের সর্ব্বজ্ঞতাই ব্রহ্মের নির্ব্বিকারত্বের কারণ হইতে পারে না। ব্রহ্মকে অচিন্ত্যশক্তি বলিলেও নিষ্কৃতি নাই। শক্তির তাৎপর্য্য স্পন্দনে, স্পন্দনই ক্রিয়া, ক্রিয়া থাকিলে বিকার অবশ্যই হইবে।

জীব ও ব্রহ্মের অভিন্নতা কিরূপ, তাহাও নিম্বার্কমতে পরিস্ফুট নহে, মুক্তাবস্থায়ও ভিন্নত্ব থাকে। কারণ, ঈশ্বরের সর্ব্বশক্তিমত্তা মুক্তপুরুষেরও লাভ হয় না। জীবের জীবত্ব সর্ব্বাবস্থায়ই থাকে।

ব্রহ্ম স্বীয় শক্তিবলে জগৎকে পৃথক্ পৃথক্‌রূপে দর্শন করেন। এই সিদ্ধান্ত অসঙ্গত ও অসমীচীন। জগৎ ব্রহ্মাত্মক, জগৎ ব্রহ্মশক্তির

প্রকাশ, ব্রহ্মের শক্তি এক কি অনেক? শক্তির প্রকারভেদ আছে কি? শক্তির আনন্ত্যার্থে এক শক্তির আনন্ত্যই বোধ হইতে পারে। আর শক্তির বিচিত্রতা স্বীকার করিলে ব্রহ্মেও বিচিত্রতা অনিবার্য্য; কারণ, শক্তি ব্রহ্মের অঙ্গীভূত বা স্বরূপ। শক্তির বিচিত্রতায় ব্রহ্মের বিচিত্রতা অনিবার্য্য। ব্রহ্ম বিচিত্র হইলে একত্বের লোপ হয়, নির্ব্বিকারের হানি হয়, অতএব নিম্বার্কের এই সকল সিদ্ধান্ত স্বসিদ্ধান্তেরই বিরোধী হইয়া পড়ে।

নিম্বার্কের মতে জগৎ গুণের কার্য্য। গুণ ব্রহ্মাশ্রিত, সুতরাং ব্রহ্ম গুণী, জগৎ গুণের কার্য্য। গুণ ও গুণী অভিন্ন। এই অর্থে জগৎ ও ব্রহ্ম অভিন্ন। কিন্তু জীব কি গুণের কার্য্য? জীব যদি গুণের কার্য্য হয়, তাহা হইলে জীব বিকারী হইয়া পড়ে। যাহার বিকার আছে, তাহা অনিত্য, জীব অনিত্য হইলে তাহার স্বসিদ্ধান্তের—জীবের নিত্যত্বের—ব্যাকোপ হয়। ঈশ্বর স্বশক্তিবলেই আপনাকে পৃথক্ পৃথক্‌রূপে দেখেন। ইহাই নিম্বার্কের সিদ্ধান্ত। নিজে নিজেকে কি প্রকারে পৃথক্ পৃথক্‌রূপে দেখিবেন? তিনি বহু কি এক? যদি বহু হন, তাহা হইলে একত্বের লোপ হয়। যদি এক হন, তাহা হইলে কি প্রকারে আপনাকে পৃথক্ পৃথক্‌রূপে দেখিবেন? জীবের জীবত্ব নিত্য; যদি পৃথক্ দর্শন পারমার্থিক হয়, তাহা হইলে ব্রহ্ম নিত্যই পৃথক্ দর্শন করিবেন। অভেদত্ব অসম্ভব, জীব ব্রহ্মের অংশ, ব্রহ্ম বিভু, ব্যাপক বস্তুর অংশ কি প্রকারে সম্ভব। যাহা সর্ব্বব্যাপী তাহার আবার অংশ কি? মূর্ত্তবস্তুর অংশ হইতে পারে। যাহা অমূর্ত্ত তাহাই সর্ব্বব্যাপী, মূর্ত্তবস্তু খণ্ডিত, তাহা ব্যাপক হইতে পারে না। জীব যদি ব্রহ্মের অংশ হয়, তাহা হইলে ব্রহ্মও খণ্ডিত হন, তাঁহার বিভুত্ব অসম্ভব হয়। কিন্তু নিম্বার্কের মতে ব্রহ্ম বিভু, এইরূপ সকল প্রকারেই নিম্বার্কের সিদ্ধান্ত দোষযুক্ত।

ব্রহ্মজিজ্ঞাসার অধিকারী—আচার্য্য নিম্বার্কের মতে বেদাধ্যয়নের পর কর্ম্মফলের বিচার উপস্থিত হয়। তদনুসারে ধর্ম্মতত্ত্ব-

জিজ্ঞাসু কর্ম্ম মীমাংসা করে। কর্ম্মফল বিনশ্বর মনে হইলে, কর্ম্মে অনাদর হয়। তখন মুমুক্ষু শ্রীভগবানের গুণগ্রামশ্রবণে তৎপ্রতি আকৃষ্টচিত্ত হইয়া ভগবৎপ্রসন্নতা ও ভগবানের দর্শনলাভেচ্ছাবশতঃ সদ্‌গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করে। ভক্তিপূর্ব্বক অনন্ত অচিন্ত্যশক্তি ব্রহ্মশব্দবাচ্য পুরুষোত্তমের বিষয় অবগত হইতে ইচ্ছা করে। আচার্য্য নিম্বার্ক বলিয়াছেন—"কর্ম্মব্রহ্মফলসাতিশয়ত্ব-নিরতিশয়ত্ব-বিষয়কব্যবসায়জাতনির্ব্বেদেন ভগবৎপ্রসাদেপ্সুনা তদ্দর্শনেচ্ছা সম্পটেনাচার্য্যৈকদেবেন শ্রীগুরুভক্ত্যেকহার্দ্দেন মুমুক্ষুণা অনন্তাচিন্ত্য-স্বাভাবিকস্বরূপ-গুণশক্ত্যাদিভিঃ বৃহত্তমো যো রমাকান্তঃ পুরুষোত্তমো ব্রহ্মশব্দাভিধেয়স্তদ্‌বিষয়িকা জিজ্ঞাসা সততং সম্পাদনীয়া ইতি"।

অর্থাৎ আচার্য্যের মতে কর্ম্মমীমাংসার পরে ভক্তির উদয় হইলে ব্রহ্মমীমাংসার অধিকার জন্মে। শঙ্করের সহিত এ বিষয়ে নিম্বার্কের পার্থক্য আছে। শঙ্করের মতে কর্ম্মমীমাংসা ব্যতিরেকেও ব্রহ্ম-মীমাংসার অধিকার আছে। ভাস্কর, রামানুজ, শ্রীকণ্ঠ প্রভৃতি আচার্য্যের সহিত নিম্বার্কের এ বিষয়ে মত সাদৃশ্য আছে। একমাত্র শঙ্কর ব্যতীত অন্যান্য প্রায় সকল আচার্য্যই কর্ম্মমীমাংসা ও ব্রহ্মমীমাংসাকে একশাস্ত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছেন, এবং কর্ম্মমীমাংসা ব্যতিরেকে ব্রহ্মমীমাংসার অধিকার জন্মিতে পারে না ইহাই তাঁহাদের সিদ্ধান্ত।

সম্বন্ধ—ব্রহ্ম ও শাস্ত্রের বাচ্যবাচক সম্বন্ধ। ব্রহ্ম শাস্ত্রপ্রমাণক, শাস্ত্রমুখেই ব্রহ্মজ্ঞান সম্ভব, শাস্ত্রই ব্রহ্মজ্ঞানের কারণ। "শাস্ত্রমেব যোনিস্তজ্‌জ্ঞপ্তিঃ কারণম্।" আচার্য্য নিম্বার্কের সিদ্ধান্ত এই—"তস্মাৎ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বাচিন্ত্যশক্তি-বিশ্বজন্মাদিহেতু-বেদৈকপ্রমাণগম্য যিনি অনন্ত

অভিধেয় বা বিষয়—ব্রহ্মই জিজ্ঞাস্য পুরুষোত্তম, যিনি রমাকান্ত, অচিন্ত্য স্বাভাবিক শক্তিযুক্ত ...নি বিশ্বাত্মা, সেই ভগবান্ বাসুদেবই যিনি সর্ব্বভিন্নাভিন্ন
জিজ্ঞাস্য। আচার্য্য তাই বলিয়াছেন—"সর্ব্বভিন্নাভিন্নো ভগবান্ বাসুদেবো বিশ্বাত্মৈব জিজ্ঞাসাবিষয়ঃ।"

প্রয়োজন—ভগবানের প্রসাদলাভ ও দর্শনলাভ প্রয়োজন, তাহাতেই সর্ব্বদুঃখের নিবৃত্তি ও পরমানন্দ প্রাপ্তি হইবে।

ব্রহ্ম—আচার্য্য নিম্বার্কের মতে ব্রহ্ম—সর্ব্বশক্তিমান্। তাঁহার মতে সগুণ ভাবেরই প্রাধান্য। ব্রহ্ম জগৎরূপে পরিণত হইয়াও নির্ব্বিকার। জগতের অতীত, এই অংশেই ব্রহ্ম নির্গুণ। স্বরূপতঃ ব্রহ্ম জগতের অতীত, প্রলয়াবস্থায় সমস্ত জগৎ তাঁহাতে লীন হয়, কিন্তু লীন হইলেও তাঁহাতে বিকার উৎপন্ন করে না। গুণ ও গুণী অভেদ, গুণ ও গুণীর অভেদে ব্রহ্ম স্বরূপতঃ নির্গুণ, এবং সৃষ্টির কারণ বলিয়া তিনি সগুণ।

নিম্বার্কের ভাষ্যে সগুণভাবই সর্ব্বত্র পরিস্ফুট, নির্গুণভাব বা জগদতীত ভাবের স্ফূর্ত্তি এক প্রকার নাই বলিলেও চলে। প্রলয়াবস্থায় জগৎ ব্রহ্মে লীন হইলেও ব্রহ্ম নির্ব্বিকার থাকেন। এই স্থলেই নির্ব্বিকার ভাব প্রকাশিত। ২।১।৯ সূত্রের—(ন তু দৃষ্টান্তভাবাৎ) ভাষ্যে তিনি লিখিতেছেন—"বিকারঃ উপাদানে লীয়মানঃ স্বধর্ম্মৈরুপাদানং ন দূষয়তি ইত্যস্মিন্ অর্থে দৃষ্টান্তানাম-ভাবাৎ বিদ্যমানত্বাৎ। যথা পৃথিবী বিকারস্তস্যাং বিলীয়মানস্তাং ন দূষয়তি, তথা ব্রহ্মবিকারঃ সংসারঃ।" অর্থাৎ বিকার বস্তু তদুপাদান কারণে বিলীন হইলেও, তাহাতে নিজের ধর্ম্ম সঞ্চারিত করিয়া তাহাকে দুষ্ট করে না। তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত আছে—যথা পৃথিবী, বিকাররূপ জীব-দেহাদি পৃথিবীতে পতিত হইয়া তদ্রূপতা প্রাপ্ত হয়, পৃথিবীকে বিকারিত করে না। তদ্রূপ জগদ্রূপ বিকারও সগুণ ভাবে হইয়া, ব্রহ্মকে বিকারিত করে না। নিম্বার্কের মতে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম প্রতিপন্ন [illegible]। এই নির্ব্বিকারত্ব প্রতিপন্ন করায়ও [illegible]ই। তাঁহার মতে নির্গুণ অর্থে অনন্তগুণ, অর্থাৎ যাহার গুণের ইয়ত্ত[illegible] গায় না। বাস্তবিক শঙ্করের প্রতিপাদিত নির্গুণভাব ও নিম্বার্কের নির্[illegible]ভাব এক জিনিষ নহে। নিম্বার্কের ভাষ্যে "নির্গুণ" শব্দের ব্যবহারও নাই।

তারাকিশোর বাবু "নিগুর্ণ" প্রভৃতি শব্দের অনেক স্থলেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অবশ্যই নিম্বার্কাচার্য্যের মতে ব্রহ্ম—চেতন জীব ও অচেতন জগৎ হইতে পৃথক্। অর্থাৎ জীব ও জগতের অতীত। এই অর্থে নিম্বার্কের মতে ব্রহ্মকে নিগুর্ণ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। কিন্তু তাঁহার মতে সগুণভাবই প্রধান, সগুণভাবই পারমার্থিক।

ব্রহ্ম ও জীব—জীব ব্রহ্মের অংশ, ব্রহ্ম অংশী। জীব ও ব্রহ্ম ভিন্নও অভিন্নও। আচার্য্য নিম্বার্ক বলিতেছেন "অংশাংশিভাবাজ্জীব-পরমাত্মনোর্ভেদাভেদৌ দর্শয়তি, পরমাত্মনো জীবোঽংশঃ জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশানীশাবিত্যাদি ভেদব্যপদেশাৎ, "তত্ত্বমসী"ত্যাদ্যভেদ-ব্যপদেশাচ্চ," অর্থাৎ জীব ও পরমাত্মার অংশাংশিভাব—ভেদাভেদ-ভাব প্রদর্শিত হইতেছে, জীব পরমাত্মার অংশ; কারণ, জ্ঞ এবং অজ্ঞ, এই দুই—ঈশ্বর এবং জীব উভয়ই অজ—নিত্য, ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য জীবেশ্বরের ভেদ ও "তত্ত্বমসি" এই বাক্যে অভিন্নতাও প্রদর্শিত হইয়াছে। আচার্য্য নিম্বার্ক জীবকে পরমেশ্বরের কার্য্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কার্য্য ও কারণ অভিন্ন, সেই অর্থে জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন। "প্রতিজ্ঞাসিদ্ধের্লিঙ্গমাশ্মরথ্যঃ" ১।৪।২০ সূত্রের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে লিখিতেছেন—"জীবস্য পরমাত্মকার্য্যতয়া পরমাত্মা-নন্যত্বাৎ তদ্বাচকশব্দেন পরমাত্মাভিধানং গমকম্ ইতি আশ্মরথ্যো মন্যতে স্ম।" আচার্য্য নিম্বার্ক শঙ্করের ন্যায় কাশকৃৎস্নীয় মতের অনুবর্ত্তন করেন নাই, তিনি "প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞা দৃষ্টান্তানুপরোধাৎ" ১।৪।২৩ সূত্রের ব্যাখ্যায় ব্রহ্মকে নিমিত্ত ও উপাদান কারণ-রূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলেন "প্রকৃতিরুপাদানকারণং চকারান্নিমিত্তকারণঞ্চ পরমাত্মৈব।" এতদ্দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় জীব পরমাত্মার কার্য্য, এবং পরমাত্মার কার্য্য বলিয়াই পরমাত্মার সহিত অভিন্ন। এ স্থলে নিম্বার্কের সিদ্ধান্ত পরস্পর বিরোধী বলিয়াই প্রতিভাত হয়। জীব ও ঈশ্বর অজ ও নিত্য। জীব যদি পরমাত্মার কার্য্য

হয় তাহা হইলে জীব জন্যবস্তু। জন্যবস্তু অজ ও নিত্য হইতে পারে না। বাস্তবিক নিম্বার্কের সিদ্ধান্ত অনেক স্থলেই সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারে নাই।

নিম্বার্ক জীব ও ব্রহ্মের অভিন্নতা ও ভিন্নতা সম্বন্ধে কয়েকটী দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, যথা—সমুদ্র ও তরঙ্গ, সূর্য্য ও তাহার প্রভা। তিনি আরও বলেন—"অবিভাগেঽপি (বিভাগব্যবস্থোপপত্ত্যুক্তে দৃষ্টান্তসম্ভাবাৎ) সমুদ্রতরঙ্গয়োরিব, সূর্যতৎপ্রভয়োরিব তয়োর্ব্বিভাগঃ স্যাৎ।" অর্থাৎ যেমন সমুদ্র ও তরঙ্গ অভিন্ন হইয়াও ভিন্ন, যেমন সূর্য্য ও তৎপ্রভা অভিন্ন হইয়াও ভিন্ন—সেইরূপ ভোক্তা জীব ও নিয়ন্তা ঈশ্বর অভিন্ন হইয়াও ভিন্ন। শঙ্করের এই সকল দৃষ্টান্ত অভিন্নতার দ্যোতক। তিনি বলেন—সমুদ্র ও তরঙ্গ কি পৃথক্? উভয়ই এক। সূর্য্যও যাহা কিরণও তাই। সূর্য্য ও কিরণ একই বস্তু। জীব, পরমাত্মার কার্য্য। অতএব অভিন্ন হইয়াও ভিন্ন, ইহারও একটী দৃষ্টান্ত নিম্বার্কভাষ্যে আছে। "অশ্মাদিবচ্চ, তদনুপপত্তিঃ" ২।১।২২ "সূত্রের ভাষ্যে ব্রহ্ম ও ক্ষেত্রজ্ঞের অভিন্নতা ও ভিন্নতার উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি লিখিতেছেন—'ভূবিকারবজ্র-বৈদূর্য্যাদিবদ্ ব্রহ্ম অভিন্নোঽপি ক্ষেত্রজ্ঞঃ স্বস্বরূপতো ভিন্ন এবাতঃ পরোক্তস্যানুপপত্তিঃ।" অর্থাৎ বজ্রবৈদূর্য্যাদি যেমন পৃথিবীরই বিকার, বস্তুতঃ পৃথিবী হইতে অভিন্ন; পরন্তু স্বীয় বিকৃতরূপে পৃথিবী হইতে ভিন্ন, তদ্রূপ জীবও বস্তুতঃ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন হইলেও ভিন্ন। অতএব "হিতাকরণ" প্রভৃতি বিষয়ক আপত্তি সঙ্গত নহে। নিম্বার্ক জীবকে পরমাত্মার কার্য্যরূপে গ্রহণ করিয়া কার্য্য ও কারণের অভিন্নতায়, ভিন্ন ও অভিন্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন। বাস্তবিক নির্ব্বিকার ব্রহ্মের বিকারও অসম্ভব। জীবের বিকৃতি, অজত্ব ও নিত্যতার বিরোধী; অতএব নিম্বার্কের মত অসঙ্গত।

ব্রহ্ম ও জগৎ—আচার্য্যের মতে ব্রহ্মই জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ। ব্রহ্মই জগৎরূপে পরিণত হইয়াছেন। প্রলয়ে

জগৎ ব্রহ্মে লীন হয়। জগৎ ব্রহ্মে লীন হইলেও ব্রহ্মে বিকারের উদ্ভব হয় না। ক্ষীর যেমন দধিতে পরিণত হয় ব্রহ্মও সেইরূপ অসাধারণ শক্তিযোগে কার্য্যাকারে পরিণত হন। আচার্য্য বলিয়াছেন—"ক্ষীরবৎ কার্য্যাকারেণ ব্রহ্ম পরিণমতে স্বকীয়সাধারণ-শক্তিমত্ত্বাৎ।" অর্থাৎ দুগ্ধ যেমন দধিরূপে পরিণত হয়, সেইরূপ ব্রহ্মও স্বীয় শক্তিদ্বারা কার্য্যাকারে পরিণত হন। অন্যত্র "আত্মকৃতেঃ, পরিণামাৎ" ১।৪।২৬ সূত্রের ভাষ্যে বলিয়াছেন—ব্রহ্ম স্বশক্তি-বিক্ষেপেই নিজকে জগদাকারে পরিণত করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন—"পরিণামাৎ সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বশক্তি ব্রহ্ম স্বশক্তিবিক্ষেপেণ জগদাকারং স্বাত্মানং পরিণম্য অব্যাকৃতেন স্বরূপেণ শক্তিমত্তা কৃতিমতা পরিণতমেব ভবতি।" অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্, ব্রহ্ম স্বশক্তিবিক্ষেপপূর্ব্বক আপনাকেই জগদাকারে পরিণত করেন এবং অবিকৃতরূপেও অবস্থান করেন। ইহাই তাঁহার সর্ব্বশক্তিমত্তা।

এই স্থলে স্বশক্তির বিক্ষেপ হয়, অথচ ব্রহ্ম নির্ব্বিকার থাকেন—ইহা কি প্রকারে সম্ভব? শক্তি তাঁহার আত্মভূত। শক্তির বিক্ষেপ হইলে তাঁহার বিকারও অবশ্যম্ভাবী; অতএব নিম্বার্কমতে সঙ্গতি নাই। নিম্বার্ক পরিণামবাদী, দ্বৈতবাদী আচার্য্যগণ সকলেই পরিণামবাদী। ব্রহ্ম—চেতন। তিনি কি প্রকারে জড়জগতে পরিণত হন। ইহার উত্তরে নিম্বার্কাচার্য্য বলিতেছেন—"অসাধারণ-শক্তিমত্ত্বাৎ" অর্থাৎ অসাধারণ শক্তিবলে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ অসাধারণ শক্তির স্থলে "অচিন্ত্য শক্তি" বলিয়াছেন। বোধ হয় গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ নিম্বার্কের ভেদাভেদবাদে প্রভাবিত হইয়াছেন; এবং নিম্বার্কও স্থলবিশেষে "অনন্তাচিন্ত্যশক্তিমান্" রূপে ব্রহ্মকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহারই প্রভাবে গৌড়ীয়মত "অচিন্ত্যভেদাভেদ"-বাদে পরিণত হইয়াছে। বাস্তবিক ব্রহ্ম চেতন ও অচেতনে পরিণত হইয়াও অচেতন হইতে পৃথক্—ইহা প্রহেলিকা বলিয়া প্রতীত হয়।

জীব—বদ্ধ ও মুক্ত।—জীব অণু, জীব বিভু নহে, জীব অল্পজ্ঞ।

জীব মুক্তাবস্থায়ও জীব। জীবের নিত্যত্ব চিরস্থিত। মুক্তাবস্থায়ও জীব অণু। মুক্ত জীব ও বদ্ধ জীবে এই মাত্র প্রভেদ যে, বদ্ধাবস্থায় জীব স্বীয় ব্রহ্মরূপতা ও জগতের ব্রহ্মরূপতা উপলব্ধি করিতে পারে না। দৃশ্যজগতের সহিত একাত্মতা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু মুক্তাবস্থায় জীব আপনার ও জগতের, ব্রহ্ম হইতে অভিন্নত্ববুদ্ধি প্রাপ্ত হয়। আপনাকে ও জগৎকে ব্রহ্মরূপেই দর্শন করে। এস্থলে জিজ্ঞাস্য এই—জীব যখন অণু, তখন মুক্তাবস্থায় কি প্রকারে অনন্ত জগতের সহিত ও ভূমা ব্রহ্মের সহিত অভিন্নতা বোধ করে? অবশ্যই ইহার উত্তর দিবার উপায় নিম্বার্ক মতে নাই। যদি বলেন—জীব তখন আপনাকে ব্রহ্মের অংশ বলিয়া বোধ করে। তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য—বদ্ধাবস্থায় কি সে বোধ জীবের নাই? জীবের যদি বদ্ধাবস্থায় সে বোধ না থাকে, তাহা হইলে ঐরূপ বোধ জন্মিবার সম্ভাবনা আছে কি? স্বভাবের পরিহার হইতে পারে না। জীব যদি নিজকে ভিন্ন বলিয়া জানে, তাহা হইলে অভিন্ন বলিয়া জানিতে পারে না। ব্রহ্মরূপে দর্শন যদি মুক্তাবস্থায় হয়, তাহা হইলে বদ্ধাবস্থায় ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন দর্শন হইবার কারণ কি? ইহার উত্তরে নিম্বার্ক কিছুই বলেন নাই। অণু কি প্রকারে ব্যাপক বস্তুর সহিত অভিন্নতা বোধ করিবে? এ স্থলের সিদ্ধান্তও অসমীচীন। ভাস্করীয় মতের সহিত এস্থলে নিম্বার্কের মতপার্থক্য আছে। ভাস্করীয় মতে জীব ব্রহ্মতা প্রাপ্ত হয়। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের সিদ্ধান্ত অনেকটা পরিমাণে নিম্বার্কের অনুরূপ।

তত্ত্বমসি বাক্য—ইহা জীব ও ব্রহ্মের অভিন্নতাজ্ঞাপক, জীব ও ব্রহ্মের সাম্য অর্থে "তত্ত্বমসি" বাক্যের প্রয়োগ নহে, সাদৃশ্যার্থেই প্রয়োগ।

সাধন—আচার্য্য নিম্বার্কের মতে ভক্তিই সাধন। উপাসনার ফলেই ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয়। ভক্তিই মুক্তির উপায়। আপনাকে ও সমস্ত জগৎকে ব্রহ্মরূপে ভাবনাই ভক্তির অঙ্গীভূত। ভক্ত জগদতীত ভগবান্‌কেও চিন্তা করে। ব্রহ্মকে সগুণ ও নির্গুণ উভয়

রূপেই চিন্তা করিতে পারা যায়। ব্রহ্ম জীব ও জগদতীত রূপেও চিন্তার বিষয়। উপাসনার ফলে অর্চিরাদি মার্গে ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়। আচার্য্যের মতে ভক্তের ও ব্রহ্মজ্ঞানীর উৎক্রান্তি আছে। আচার্য্য শঙ্করের সগুণ ও নির্গুণ উপাসকের ভেদ আছে। সগুণ উপাসক ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়, এই ব্রহ্মলোকও স্বর্গ বিশেষ। শঙ্করের মতে জ্ঞানীর উৎক্রমণ নাই।

এস্থলে নিম্বার্কের সিদ্ধান্ত সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। জগদতীত ব্রহ্ম চিন্তার বা ভাবনার বিষয় হইতে পারেন না। মনের সকল চিন্তাই দেশকাল পরিচ্ছেদে পরিচ্ছিন্ন। জগদতীত বস্তুর দেশকাল-পরিচ্ছেদ নাই। আচার্য্য নিম্বার্কও কালের অতীত বলিয়াই ব্রহ্মকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যিনি দেশকালের অনবচ্ছিন্ন তাঁহাকে ভাবনা করিতে পারা যায় না। চিন্তা মানসিক ব্যাপার। দেশকাল-অনবচ্ছিন্ন বস্তু, মনের বিষয়ীভূত হইতে পারে না ; কারণ, আমাদের সমস্ত ভাবনাই দেশকাল-পরিচ্ছেদে পরিচ্ছিন্ন। মনোরাজ্যে অসম্ভব বস্তু প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করা সঙ্গত নহে।

শূদ্রাধিকার—আচার্য্য নিম্বার্কের মতে ব্রহ্মবিদ্যায় শূদ্রের অধিকার নাই। তাঁহার সিদ্ধান্ত এই—"বিদ্যায়াং শূদ্রো নাধিক্রিয়তে"। শূদ্রাধিকার সম্বন্ধে আচার্য্য শঙ্করের মত অন্যান্য আচার্য্যগণ হইতে উদার। শঙ্কর বেদপূর্ব্বক জ্ঞানাধিকার নিরস্ত করিলেও ইতিহাস পুরাণাদির সাহায্যে ব্রহ্মজ্ঞানের বিধান দিয়াছেন। কিন্তু নিম্বার্কের মতে ব্রহ্মবিদ্যায় শূদ্রাদির অধিকারই নাই।

মতের সারাংশ

ব্রহ্ম সগুণ ও নির্গুণ—এই অর্থে দ্বৈতাদ্বৈত। ব্রহ্ম ও জীব ভিন্ন ও অভিন্ন—এই অর্থে ভেদাভেদবাদ। জগৎ ও ব্রহ্ম ভিন্ন

ও অভিন্ন। জীব চেতন, জগৎ জড়। জগৎ ব্রহ্মাত্মক, জগৎ ব্রহ্মের পরিণাম। ব্রহ্মের শক্তি স্বাভাবিক, ব্রহ্মশক্তির বিক্ষেপেই জগতের পরিণাম।

মন্তব্য

নিম্বার্ক ভাস্করাচার্য্যের প্রভাবে প্রভাবিত হইয়াছেন। বোধ হয় ভাস্করের মতে প্রভাবিত হইয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার অন্য নাম ভাস্করাচার্য্য। দেবাচার্য্যের গ্রন্থে তাঁহার নাম নিয়মানন্দ। সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে নিম্বার্কমত প্রপঞ্চিত হয় নাই, ইহা দেখিয়া কেহ মনে করিতে পারেন, নিম্বার্ক বিদ্যারণ্যের পরবর্ত্তী। পূর্ব্ববর্ত্তী হইলে সর্ব্বদর্শনসংগ্রহকার তন্মত অবশ্যই প্রপঞ্চিত করিতেন। আমাদের মতে এ বিষয়ে আশঙ্কার বা আপত্তির কোনও হেতু নাই। কারণ, সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে ভাস্করাচার্য্যের মতও উদ্ধৃত হয় নাই। ভাস্করাচার্য্য বিদ্যারণ্য হইতে প্রাচীন। বিদ্যারণ্য বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহ নামক ব্যাখ্যায় ভাস্করমত নিরসনও করিয়াছেন; কিন্তু সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে ভাস্করমতের উল্লেখ নাই। অতএব নিম্বার্কের মত সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে উদ্ধৃত হয় নাই বলিয়াই নিম্বার্কাচার্য্যকে বিদ্যারণ্যের পরবর্ত্তী বলা যাইতে পারে না। আমাদের বিবেচনায় আমাদের নির্দ্ধারিত নিম্বার্কের কাল সুস্থিত।

নিম্বার্ক স্বীয় ব্যাখ্যায় সৌগত (বৌদ্ধ), জৈন, পাশুপত মত খণ্ডন করিয়াছেন। আচার্য্য শঙ্কর ২।২।৪২ সূত্রে ("উৎপত্ত্যসম্ভবাৎ") পাঞ্চরাত্রমত খণ্ডন করিয়াছেন; কিন্তু এই সূত্র-বলে আচার্য্য নিম্বার্ক শক্তিকারণবাদ নিরাকরণ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—"পুরুষান্তরেণ শক্তেঃ সকাশাৎ জগদুৎপত্ত্যসম্ভবাৎ ন তৎকারণবাদোঽপি সাধুঃ।" নিম্বার্কের সময় শক্তিবাদের অভ্যুদয়ের ইহা নিদর্শন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব পঞ্চদশ শতাব্দীতে আবির্ভূত হন। তাঁহার

মতবাদ নিম্বার্কীয় মতবাদে সবিশেষ প্রভাবিত হইয়াছিল।* সম্ভবতঃ নিম্বার্কের মতবাদ কেবল উত্তর-ভারতেই প্রসার লাভ করিয়াছিল। অন্ততঃ বিদ্যারণ্যের সময় (১৩শ—১৪শ শতাব্দী) নিম্বার্কমতের প্রচার ততটা সাধিত হয় নাই। সুদূর কাশ্মীরের প্রত্যভিজ্ঞাবাদ বিদ্যারণ্যের গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে; কিন্তু নিম্বার্কের মত স্থান পায় নাই, ইহার কারণ অন্য কিছুই নহে; বিশেষতঃ নিম্বার্ক-সম্প্রদায় দক্ষিণভারতে নাই। উত্তরভারতে ও মথুরার নিকটে ও বঙ্গদেশের কোন কোনও স্থলে মাত্র নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের লোক দৃষ্ট হয়। নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের গ্রন্থাভাবের ফলেও ঐ মত সবিশেষ প্রচার ও প্রসার লাভ করিতে পারে নাই। এই সকল কারণেই নিম্বার্কের মত সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে স্থান পায় নাই বলিয়া বোধ হয়।

রাধাকৃষ্ণের যুগলরূপ নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের উপাস্য, ইহারা ললাটে গোপীচন্দনের দুইটী ঊর্দ্ধরেখা করেন এবং তাহার মধ্যস্থলে বর্ত্তুলাকার তিলক করিয়া থাকেন। শ্রীমদ্‌ভাগবত ইহাদের প্রধান শাস্ত্র, শ্রীমদ্‌বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর ভাগবতের ব্যাখ্যাই সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যা, বিশ্বনাথ অষ্টাদশ শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন বলিয়া প্রতীত হয়।

এই সম্প্রদায়ে দুই শ্রেণী, বিরক্ত ও গৃহস্থ। কেশবভট্ট হইতে বিরক্ত সম্প্রদায় ও হরিব্যাস হইতে গৃহস্থ সম্প্রদায়ের উদ্ভব। মথুরার নিকটবর্ত্তী ধ্রুবক্ষেত্রের গদির অধিকারী হরিব্যাসের সন্তানগণ বলিয়াই মনে হয়।

আচার্য্য নিম্বার্কের দ্বৈতাদ্বৈত সিদ্ধান্ত অসঙ্গত; কারণ, দ্বৈত

* নিম্বার্কাচার্য্যের ভেদাভেদবাদই 'অচিন্ত্য শক্তির' সহিত চৈতন্যের মতবাদকে প্রভাবিত করিয়াছে। তাহারই ফলে চৈতন্যের মতবাদ "অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ" নামে পরিচিত হইয়াছে। চৈতন্যসম্প্রদায় আচার্য্য নিম্বার্ককে বৈষ্ণবমত-প্রবর্ত্তক আচার্য্যরূপে শ্রদ্ধাও করেন।

অর্থে ভেদ, অদ্বৈত অর্থে অভেদ। অভেদ ভেদের অভাব। একই অধিকরণে ভাব ও অভাবের সমাবেশ অসম্ভব। তিনি নিজেও বিরুদ্ধধর্ম্মের যুগপৎ একবস্তুতে অবস্থান নিরাস করিয়াছেন। তিনি ২।২।৩৩ সূত্রের ভাষ্যে লিখিতেছেন—"একস্মিন্ বস্তুনি সত্ত্বাসত্ত্বাদেঃ বিরুদ্ধধর্ম্মস্য ছায়াতপবৎ যুগপদসম্ভবাৎ।" বাস্তবিক ভেদাভেদ এই বিরুদ্ধ বস্তুরই সমাবেশ। ইহা অসম্ভব। জীব ও ব্রহ্ম অংশ ও অংশী হইলে, জীব ঘটাদির অবয়ব হওয়ায় জীবের নিত্যত্ব বিনষ্ট হয়। জীব ও ব্রহ্ম গুণ ও গুণী হইতে পারে না। কার্য্য-কারণ ভাবও অসম্ভব। জীব কার্য্য হইলে অনিত্য হইয়া পড়ে। কার্য্য-কারণ, অংশাংশী, গুণ-গুণী, কিম্বা জাতি-ব্যক্তি ভাব স্বীকার করিলে ভেদাভেদবাদ সমর্থিত হইতে পারে। কিন্তু জীব ও ব্রহ্মে এরূপ ভাবের সম্ভাবনা আদপেই নাই।

আচার্য্য শ্রীনিবাস

(একাদশ শতাব্দী)

(ভেদাভেদবাদ)

আচার্য্য শ্রীনিবাস নিম্বার্কের শিষ্য। শ্রীনিবাসের মতবাদ নিম্বার্কের অনুরূপ। নিম্বার্কের ভাষ্যের ন্যায় তাঁহার ভাষ্যও অতি সংক্ষিপ্ত। তাঁহার ব্যাখ্যার নাম "বেদান্তকৌস্তুভ"। গ্রন্থখানি বৃন্দাবনের শ্রীমৎ কিশোর দাস বাবাজী প্রকাশিত করিয়াছেন। শ্রীনিবাসের ভাষ্যেও দ্বৈতাদ্বৈত সিদ্ধান্ত প্রপঞ্চিত হইয়াছে। শ্রীনিবাস স্বীয় গুরুর মতবাদ শ্রুতিও যুক্তিবলে প্রতিপন্ন করিবার জন্যই বেদান্তকৌস্তুভ প্রণয়ন করিয়াছেন। পরবর্ত্তী দেবাচার্য্য শ্রীনিবাসের গ্রন্থ ও নিম্বার্কের গ্রন্থকে প্রামাণিক গ্রন্থরূপে গ্রহণ

করিয়াই স্বীয় বৃত্তি রচনা করিয়াছেন।* শ্রীনিবাসের ভাষ্য নিম্বার্কের গ্রন্থের সামান্য বিস্তৃতি মাত্র। শ্রীনিবাসের ভাষ্যের উপরেই কেশবাচার্য্যের ব্যাখ্যা। নিম্বার্কের মত হইতে শ্রীনিবাসের মতের কোনও বিশেষত্ব নাই।

আচার্য্য শ্রীযাদব প্রকাশ

(একাদশ শতাব্দী)

সন্মাত্র ব্রহ্মবাদ

আচার্য্য যাদবপ্রকাশ ভেদাভেদবাদী। তাঁহার মতে জীব ও ব্রহ্মের ভেদ ও অভেদ স্বাভাবিক। যাদবপ্রকাশ কাঞ্চী নগরীতে অদ্বৈতমতের আচার্য্য ছিলেন। তাঁহার নিকটেই রামানুজ বেদান্ত অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। যাদবের ব্যাখ্যায় রামানুজ সন্তুষ্ট হইতে পারিতেন না। এমন কি "কপ্যাস" শ্রুতির ব্যাখ্যাস্থলে রামানুজ শাঙ্করিক ব্যাখ্যায় দোষ প্রদর্শন করিয়া নিজেই ব্যাখ্যা করিলেন। গুরু ও শিষ্যে দ্বন্দ্বের আবির্ভাব হইল। এক সময়ে স্থানীয় রাজকন্যার ভূতাবেশ হয়। রাজা কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া যাদবপ্রকাশ গ্রহশান্তি করিতে যান, কিন্তু পারেন না। পরে রামানুজ গ্রহশান্তি করিতে যাইয়া কৃতকার্য্য হইলেন। ইহাতে উভয়ের মধ্যে ভাববিপর্য্যয় হইল। পরে ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মনোমালিন্য আরও বৃদ্ধি পাইল। ইহাতেই রামানুজ শিক্ষকের সঙ্গ পরিত্যাগে

* দেবাচার্য্যের "সিদ্ধান্তজাহ্নবী" বৃত্তির ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে—"তদপি ভগবান্ শ্রীনিবাসাচার্য্যো নিগদং সভাষে।" গ্রন্থসমাপ্তিতে দেখিতে পাওয়া যায় শ্রীনিবাস ও নিম্বার্কের ভাষ্যানুবলেই দেবাচার্য দ্বৈতাদ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। "আদ্যাচার্য্যচরণৈর্বেদান্তপারিজাতসৌরভপঠিতবাক্য-চতুষ্টয়স্য এতন্মূলভূতস্য শ্রীনিবাসচরণৈর্ভগবদ্ভির্বেদান্তকৌস্তুভে তদ্ভাষ্যে নিগদভাষিতত্বাদ * * * নেহ ব্যাখ্যার্থমুদ্যুজ্যতে।"

বাধ্য হইলেন। রামানুজের জীবনীকারগণের মতে যাদবপ্রকাশ রামানুজের জীবননাশেও কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। কিন্তু কৃতকার্য্য হন নাই। জীবনীকারগণ বলেন, যাদবপ্রকাশ পরে অনুতপ্ত হইয়া রামানুজের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু প্রমাণবলে ইহা সঠিক বলিয়া অবধারিত হয় না। রামানুজের জীবনপ্রসঙ্গে এই বিষয় আলোচিত হইবে। যাদবপ্রকাশ "যতিধর্ম্মসমুচ্চয়" ও "বৈজয়ন্তী" নামক অভিধান প্রণয়ন করেন। কাঁহারও কাঁহারও মতে বৈজয়ন্তী (যাদব নিকান্ত) অন্য কোনও যাদবপ্রকাশের প্রণীত। বৈজয়ন্তীর মান্দ্রাজে এক সংস্করণ হইয়াছে (Ed. Oppert; Madras, 1893) বোধ হয় যাদবপ্রকাশের ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যাও ছিল। কিন্তু এই গ্রন্থ এখন পাওয়া যায় না। রামানুজ "বেদান্তদীপে" যাদবের মত খণ্ডন করিয়াছেন। শ্রুতপ্রকাশিকাকার অনেকস্থলে যাদবের নামোল্লেখ করিয়াছেন। আচার্য্য যাদবপ্রকাশ সন্মাত্র ব্রহ্মবাদী। দুঃখত্রয়াভিঘাতের ফলে, দুঃখত্রয় উপশমের জন্যই ব্রহ্মবিচার। এক অদ্বিতীয় সন্মাত্র, অনেক শক্তিশালী ব্রহ্ম হইতেই চিদচিদ্ সমুদয় জগতের জন্ম, স্থিতি ও লয় হইতেছে; শাস্ত্রমুখেই ব্রহ্মকে জানা যায়, অন্য প্রমাণে নহে।